

পুরাণপ্রকাশ ।

বিষ্ণুপুরাণ ।

শ্রীধরস্বামি-রচিত টীকা ও বিষ্ণু-বৈদ্যনাথ
নামক বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত ।

+—ॐ—+—+—+—+—+

প্রথম অংশ ।

শ্রীবরদা প্রসাদ বসাক কর্তৃক
প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

শীমলা-কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট ১৬৮ নং ভবনে

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিত ।

সন ১২৭৩ ।

Uttara Jaykrishna Public Library
Acc No. 28220 Date.....

বিজ্ঞাপন ।

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ প্রকাশিত হইল । আমাদের গ্রাহক সংখ্যা যদিও চারিশত পূর্ণ হয় নাই, তথাচ ইহা একটী সামান্য সম্ভ্রামের বিষয় নহে যে, যে সকল কৃতবিদ্বান্ মহাত্মা বা সাধারণ মনুষ্য এই বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারো মুখে ইহার অনুবাদ বিষয়ে, ভাষা বিষয়ে, সংশোধন বিষয়ে বা মুদ্রাক্ষর বিষয়ে কিছুমাত্র নিন্দাবাদ শুনিতে পাই নাই, বরঞ্চ কেহ কেহ আমাদের প্রত্যাশাতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন । সৌমপ্রকাশ, প্রভাকর, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরাও ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন । কোন সংবাদ পত্রেই ইহার দোষ উল্লেখ করিতে দেখি নাই । পরন্তু দুই এক ব্যক্তির মুখে ইহার দুইটী দোষ শুনিয়াছি । সেই দুইটী দোষও অপ্রকৃত নহে । একটী দোষ এই যে, ইহার প্রত্যেক খণ্ড অনেক বিলম্বে প্রকাশ হইতেছে । দ্বিতীয় দোষ এই যে, প্রকাশ হইলেও সকল গ্রাহক যথাসময়ে প্রাপ্ত হন নাই । এবিষয়ে গ্রাহকগণের নিকট আমরা অপরাধী আছি । যাহা হউক, অভঃপর উক্ত দুই দোষ সংশোধনে এবং অন্যান্য বিষয়েরও উৎকর্ষ সাধনে আমরা যথাসাধ্য যত্নবান্ হইলাম । পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিহাসাগর মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্কাদিকারী মহাশয় প্রভৃতি কোন কোন কৃতবিদ্বান্ মহাত্মা বলেন যে, বিষ্ণুপুরাণের সংস্কৃত অংশ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইলে

আরো বিশেষ উপকার হইত, পরন্তু এবিষয়ে আমাদের সঙ্কল্প
 আছে যে, যদি নির্বিঘ্নে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত হইয়া যায়, তাহা
 হইলে পুরাণান্তর আরম্ভের সময় মূলে দেবনাগর অক্ষর দিবার
 চেষ্টা করিব ইতি ।

১ লা আষাঢ়
 বঙ্গাব্দ ১২৭৬ }
 কলিকাতা

শ্রীবরদাশ্রমাদ বসাক
 প্রকাশক ।



.. নিঘণ্ট :

মঙ্গলাচরণ	১
সংক্ষেপে সমুদায় বিষ্ণুপুরাণের প্রশ্ন	৩
উত্তর ও প্রশ্নক্রমে রাক্ষস সত্ত্বের বিবরণ	৪
জগৎ সৃষ্টি	৯
মানব সৃষ্টি	৫৭
কজ সৃষ্টি	৭৪
লক্ষ্মীর উৎপত্তি-বিষয়ক প্রশ্ন	৭৭
ভূকাসার শাপে দেবরাজের লক্ষ্মী ত্যাগ	৮৬
দেবগণের সহিত ত্রিকূার ক্ষীর সাগরে বিষ্ণুর নিকট গমন	৮৮
বিষ্ণুস্তব	৮৯
বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে সমুদ্র মন্থন	৯৬
পারিজাত ধনুস্তরি অপ্সরা ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি	৯৯
ভৃগু প্রভৃতির বংশ কীর্তন	১১৬.
শুবোপাখ্যান	১১৭
ধ্রুব প্রভৃতির বংশ বর্ণন	১৪৮
বেণরাজার উপাখ্যান	১৫০
পৃথুর উৎপত্তি ও রাজ্য শাসন আরম্ভ	১৫৫
পৃথুর বংশ	১৬৯
কণুর উপাখ্যান	১৮১
দেব দানব গন্ধৰ্ব উরগ রাক্ষস প্রভৃতির সৃষ্টি	১৯৭
প্রহ্লাদ চরিত	২১৫
প্রহ্লাদ সংহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যাদির বংশ কীর্তন	২৭৩
বিষ্ণুর মাহাত্ম্য	২৮১
প্রথম অংশ সমাপ্ত	২৯৮

নির্ঘণ্ট ।



দ্বিতীয় অংশ ।

১ অধ্যায় ।

প্রিয়ত্রতোপাখ্যান	...	২
প্রিয়ত্রতের তিন পুত্র যোগযুক্ত হইলেন	...	৩
প্রিয়ত্রতের অবশিষ্ট সাত পুত্র সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বর হন		৬
জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর অগ্নীধ্রুৱের নয় পুত্র	...	৪
অগ্নীধ্রুৱ জম্বুদ্বীপ নয়ভাগ করিয়া নয় পুত্রকে স্থাপন করিলেন	৬
অগ্নীধ্রুৱ তপস্যার জন্য শালগ্রাম তীর্থে গমন করিলেন		৬
অগ্নীধ্রুৱের পুত্র নাভি হিমবর্ষের অধীশ্বর হন, নাভির পৌত্র ভরতের নামে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে		৭
ভরত শালগ্রাম তীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়া জড় ব্রাহ্মণ হন		৮
ভরতবংশবিস্তার	৯

২ অধ্যায় ।

ভূগোল — সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র	...	১২
----------------------------------	-----	----

৩ অধ্যায় ।

ভারতবর্ষ সন্নিবেশ	২৩
-------------------	--------	----

৪ অধ্যায় ।

লোকদ্বীপ বর্ণন	৩০
লোকদ্বীপস্থ সপ্তবর্ষ বর্ণন	৩১

শাল্লদ্বীপ বর্ণন	৩৪
কুশদ্বীপ বর্ণন	৩৬
ক্রৌঞ্চদ্বীপ বর্ণন	৩৮
শাকদ্বীপ বর্ণন	৪১
পুষ্করদ্বীপ বর্ণন	৪৪
লোকালোক পূর্বত	৪৮

৫ অধ্যায় ।

পাতাল বর্ণন	৫০
অনন্ত মহিমা	৫৩

৬ অধ্যায় ।

নরক বর্ণন	৫৭
পাপবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নরকে গমন	৫৮
অনুতাপ পূর্বক হরিশ্চর্যই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত	৬৫

৭ অধ্যায় ।

সূর্য চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান	৭০
ভুবলোক সংস্থান	৭২
স্বলোক সংস্থান	৭৩
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড	৭৫

৮ অধ্যায় ।

সূর্যের রথ পরিমাণ ও সংস্থান	৭৯
সূর্যের রাশিভেদে গতিভেদ	৮৬
মন্দেহনামক রাক্ষসগণ	৮৯
কালগণনা	৯১
লোকপালের স্থান	৯৭

পিতৃঘান	৯৭
দেবঘান	৯৯
গঙ্গার উৎপত্তিস্থান	১০২
ঐব নক্ষত্র সংস্থান	১০৮

৯ অধ্যায় ।

রক্তির কারণ	১০৬
-------------	-----	-----	-----

১০ অধ্যায় ।

সূর্য্যরথের অধিষ্ঠিতা সপ্তগণ	১১২
------------------------------	-----	-----	-----

১১ অধ্যায় ।

সূর্য্যস্থিত ত্রয়োময়ী বিষ্ণুশক্তি	১১৮
সূর্য্যরথস্থ সপ্তগণের কার্য্য	১২০

১২ অধ্যায় ।

চন্দ্ররথ বর্ণন	১২৪
চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ	১২৫
বৃথের রথ বর্ণন	১২৭
শুক্রেণের রথ বর্ণন	১২৭
মঙ্গলের রথ বর্ণন	১২৭
বৃহস্পতির রথ বর্ণন	১২৮
শনির রথ বর্ণন	১২৮
রাহুর রথ বর্ণন	১২৮
প্রবহ বায়ু	১৩০
শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ	১৩০
বাসুদেবের মহিমা	১৩১

১৩ অধ্যায় ।

জড়ভরতোপাখ্যান	১৩৭
ভরতের যুগজন্ম	১৪২
ভরতের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম	১৪৩
ভরতের সৌবীর রাজের শিবিকাবহন	১৪৫
ভরত হইতে সৌবীররাজের তত্ত্বজ্ঞান লাভ	১৪৮

১৪ অধ্যায় ।

সৌবীর রাজের আত্মতত্ত্ব বিষয়ক			
প্রশ্ন ও সংশয়নিরাস	১৫৮

১৫ অধ্যায় ।

ঋতু ও নিদাঘ সংবাদ	১৬৬
-------------------	-----	-----	-----

১৬ অধ্যায় ।

নিদাঘের নিকট ঋতুর পুনর্বীর গমন ও আত্মতত্ত্ব			
বিষয়ক উপদেশ	১৭৫

দ্বিতীয় অংশ নিখণ্ট সমাপ্ত ।

বিজ্ঞাপন ।

অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া জন-
সমাজে প্রথিত আছে। সমুদায় পুরাণ যদিও বেদব্যাস কর্তৃক
বিরচিত না হইয়া থাকে, তথাপি নিম্ন পুরাণ যে তৎকৃত, তদ্বিষয়ে
ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহর্ষি বেদব্যাস যে কোন সময়
জীবিত থাকিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা নিরূপণ করা অতীব
দুষ্কর। কেহ কেহ দুই সহস্র বৎসর, কেহ কেহ আড়াই সহস্র
বৎসর, কেহ কেহ তিন সহস্র বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ও বেদ-
ব্যাসের জীবনাবস্থা অনুমান করেন। আমরা যে সমুদায় প্রমাণ প্রাপ্ত
হইতেছি, তাহাতে বোধ হয়, বর্তমান সময় হইতে অন্যান্য চতুঃসহস্র
বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধসময়ে বেদব্যাস জীবিত ছিলেন। রাজ-
তরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কাশ্মীরা-
ধিপতি গোনর্দের সময় অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু
পাণ্ডবেরা উৎপন্ন হন *। এক্ষণে কলির ৪৯৬৯ বৎসর অতীত হই-
য়াছে। এ উভয়ের অন্তর করিলে ৪৩১৬ বৎসর হয়। ইহাই যুধিষ্ঠিরা-
দির উৎপত্তি সময়। অর্থাৎ ৪৩১৬ বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ
করেন। বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বরাহমিহির বরাহসংহিতা নামে
স্বকৃত জ্যোতিগ্রন্থে এবং মহাকবি কালিদাস জ্যোতির্বিদ্যাতরণ
নামক জ্যোতিগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সপ্তর্ষিসমুদয় এক শত বৎসর অন্তর
এক এক নক্ষত্রে গমন করে। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে ঐ সপ্তর্ষি-
সমুদয় মধ্য নক্ষত্রে ছিল। তদনুসারে জ্যোতির্গণনায় উক্ত বরাহ-
মিহির ও কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভায় যাহা স্থির করেন, তাহার
সহিত তৎকালে প্রচলিত যুধিষ্ঠিরাক্ষের কোন বিরোধ ঘটে নাই।
সে সময় অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে যুধিষ্ঠিরাক্ষ ২৫২৬†।
রাজতরঙ্গিণীর কালসংখ্যায় ও বরাহ মিহিরের গণনায় এক শত

* “পতেষু ষট্শ সাক্ষেযু ত্রাধিকেযু চ ভূতলে।

কলেগভেষু বর্ধাণামভবম্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥” রাজতরঙ্গিণী।

† “আসন্ম মধ্যাহ্নে যুগ্মঃ শাসতি পৃথীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতো।

যজ্ঞকপকধিযুতঃ শককাল জ্ঞয়া রাজ্যায় ॥”

বরাহসংহিতা, জ্যোতির্বিদ্যাতরণ ও রাজতরঙ্গিণী।

কএক বৎসর অনৈক্য হইতেছে। কি কারণে এরূপ ইতর বিশেষ হয়, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। বোধ হয়, রাজতরঙ্গিণীর গণনা যুদ্ধিষ্ঠিরের জন্ম অবধি, ও বরাহ মিহিরের গণনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুদ্ধিষ্ঠিরের সিংহাসনে আরোহণ অবধি হওয়াতে এরূপ ইতর বিশেষ হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, চারি সহস্র বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন সময়ে যে যুদ্ধিষ্ঠির রাজত্ব করেন ও ঐ সময়ে যে মহর্ষি বেদব্যাস বিষ্ণুপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণ আগাদিগের ধর্মশাস্ত্র। ইহার প্রতি হিন্দুশাস্ত্রেরই সবিশেষ ভক্তি আছে। বিশেষত ইহা পাঠ করিলে আৰ্য্যজাতির অতি প্রাচীন কালের রীতিনীতি ও ধর্মবিষয়ক বিশ্বাস সমুদায় স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারা যায়। ইহার প্রথম অংশে অতি প্রাচীন সাংখ্য দর্শনের মত সুন্দর রূপে প্রকাশিত আছে। এই বিষ্ণুপুরাণ যাহাতে আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারে, তন্নিমিত্ত প্রত্যেক স্কন্ধের নিম্নে আমরা অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ দিলাম। অবিকল অনুবাদ করিতে হইলে ভাষার সালিল্য রাখা সাতিশয় শ্রুষ্টি, পরন্তু আমরা যতদূর সাধ্য, ভাষা সরল ও মূললিত করিতে চেষ্টা করিতেছি, ফলে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, বলিতে পারি না। প্রথম অংশের সৃষ্টি প্রক্রিয়া এরূপ দূরূহ যে, সাংখ্য দর্শনে কৃতবিদ্যা না হইলে ঐ সকল স্থলের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা অনুবাদ স্থলে ঐ সকল দূরূহতা অপ-
নয়নে যতদূর সাধ্য যত্ন করিয়াছি এবং নিতান্ত আবশ্যক মতে নিম্নে বাঙ্গালার টীকা করিয়া সাংখ্য দর্শনের মত প্রকাশ করিয়াছি।

প্রথমতঃ আমাদের ইহার টীকা প্রকাশে অতিপ্রায় ছিল না, পরে গ্রাহকদিগের আগ্রহ দেখিয়া প্রত্যেক খণ্ডের শেষে শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা প্রকাশ করিতে প্ররক্ত হইয়াছি। আমরা যৎসামান্য জ্ঞান ও যৎসামান্য ধন লইয়া যেরূপ দূরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাতে যে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, এরূপ প্রত্যাশা করি না; পরন্তু কৃতবিদ্যা মহাশয়েরা ইহা একবার পাঠ করিলেই উপ-
কৃতমন্য হইন ইতি।

১৫ই শ্রাবণ }
বঙ্গাব্দ ১২৭৫ }

শ্রীধরদাস প্রসাদ বসাক
গ্রন্থপ্রকাশক।

ভক্তিভাজন পরমারাধ্য

ও বৈদ্যনাথ বসাক পিতৃঠাকুর

শ্রীচরণারবিন্দেষু

সাক্ষাৎ-প্রতিপাত-পূর্বকং নিবেদনম্

পিতঃ !

এক্ষণে আপনি আমাদেরকে আপনার শোকমাগরে নিষ্কিন্তু করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। আমার কথা দূরে থাক, যাহারা আপনার সহিত একবারমাত্র আলাপ করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাহারা গুণবান্ ও বিদ্বান্, তাঁহারাও আপনকার লোকাভীত অনির্দর্শনীয় স্তরে একরূপ বদ্ধ ছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত কেহই ভবদায় বিরহজনিত শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য অনেকেই আমাকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন যে, আপনকার স্মরণার্থ কোন চিত্র রাখা আবশ্যিক।

স্মরণচিত্র অনেকে অনেক প্রকারে রাখিয়া থাকেন। কেহ কেহ মন্দির, দেবালয়, রাস্তা, ঘাটপ্রভৃতি নির্মাণে করিয়া নাম চিরস্মরণীয় করিতে চেষ্টা করেন, কেহ বা অতিথিশালা স্থাপন করিয়া লোক-সমাজে যশোভাজন হন, কেহ কেহ সমাধিমন্দিরে বা কীর্তিস্তম্ভে অক্ষয় প্রস্তরোপরি নাম ও কার্য্য অঙ্কিত করিয়া রাখেন। মহাত্মা বেথুন সাহেবের স্মরণার্থ বেথুন মোসাইট স্থাপিত হইয়াছে এবং মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ একটা হর্ম্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে

হইতেছে : বস্তুতঃ বিবেচনা করিতে হইলে মন্দির, পুষ্করিণী, ঘাট
প্রভৃতি প্রায় সমুদায়ই কিছু দিনের জন্য। এই তুরতবর্ষে কত শত
হিন্দু রাজা, নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কত শত দেবালয়, কত শত
ঘাট, কত শত দীর্ঘিকা, কত শত মহাস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন,
তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু অধুনা তৎসমুদায়ের চিত্রমাত্র নাই।

অনন্তর কিরূপে আপনকার নাম চিরস্মরণীয় করি, তদ্বিষয়ে চিন্তা-
পরায়ণ হইলাম। পরিশেষে কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিতের পরামর্শে
স্থির করিলাম যে, মহর্ষি-প্রণীত যে সকল অতিপ্রাচীন সংস্কৃত
গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইতেছে, তৎসমুদায় অনুবাদ সমেত ক্রমশঃ মাসে
মাসে প্রচার করিয়া আপনাকে উৎসর্গ করি, তাহা হইলে সেই
সেই গ্রন্থের সহিত আপনকার নামও দ্বিগন্তব্যাপী ও চিরস্থায়ী
হইতে পারিবে। বিশেষতঃ যে বিষয়ে আপনকার সমধিক প্রীতি
ছিল, আপনকার ধন সেই বিষয়েই ব্যয় করিয়া আপনকার কীর্ত্তি
স্থাপন করা কর্তব্য। আপনি সর্বদা সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেন,
নানা দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, সংস্কৃত পুস্তক
পাইলেই ক্রয় করিয়া যত্নপূর্বক গৃহে রাখিতেন, পণ্ডিতগণের সহিত
নিয়ত সংস্কৃত আলোচনা করিতেন। এক্ষণে আমি আপনকার প্রীতির
উদ্দেশে ও স্মরণার্থে চিত্র রাখিবার জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয় সহকারে
এই বিষ্ণু পুরাণ উৎসর্গ করিলাম এবং আপনকার নামে ইহার
অনুবাদের 'বিষ্ণুর্ধ বৈদ্যানাথ' এই নামকরণ হইল ইতি।

১৫ই আশ্বিন }
সন ১২৭৫। }

ভবদেক-ভক্ত
শ্রীবরদাশ্রমাদ বসাক।

বিষ্ণু পুরাণ ।



প্রথম অংশ ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ ! নমস্তে বিশ্বভাবন ! ।

নমস্তেহস্ত হৃষীকেশ ! মহাপুরুষপূর্বজ ! ॥ ১ ॥

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্

গুণোর্মি-সৃষ্টি-স্থিতি-কাল-সংলয়ঃ ।

প্রধান-বুদ্ধ্যাদি-জগৎপ্রপঞ্চ-সূঃ

স নোহস্ত বিষ্ণুর্মতি-ভূতি-মুক্তিদঃ ॥ ২ ॥

ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার ।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ ; হে বিশ্বভাবন ! * তোমাকে নমস্কার । হে হৃষীকেশ ! † তুমি মহাপুরুষ ও সৃষ্টির পূর্বে স্বতঃপ্রকাশ, তোমাকে নমস্কার । ‡ যিনি সৎস্বরূপ নিত্য ; যিনি অব্যয় নির্বিকার ব্রহ্ম ; যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি করিতে, না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ ; যিনি (সাঙ্খ্যমতে) চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ ও যাঁহাতে সত্ত্ব রজ ও তমো গুণের ক্ষোভজনিত সৃষ্টি

* জগতের স্বস্বিকর্ত্তা ।

† ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হেতু । তথাঃ স্রষ্টিঃ
“ প্রাণস্য প্রাণমুত্ত চক্ষুষঃশ্রুতঃ, শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো য়ে মনো বিদুঃ , , ।

প্রণম্য বিষ্ণুং বিশ্বেশং ব্রহ্মাদীন্ প্রণিপত্য চ ।

গুরুং প্রণম্য বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৩ ॥

ইতিহাসপুরাণজ্ঞং বেদবেদাঙ্গপারগম্ ।

ধর্মশাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞং বশিষ্ঠতনয়াভূজম্ ॥ ৪ ॥

স্থিতি প্রলয় কর্তৃত্ব আরোপিত হইতেছে; * যিনি প্রকৃতিদ্বারা মহন্তত্ব অহংকারতত্ত্ব একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চীকৃত ভূতাদি রূপ জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি কর্তা; সেই বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ঈশ্বর জামাদিগকে উত্তম বুদ্ধি, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য † ও যুক্তি প্রদান করেন ।^১ চরাচর জগতের ঈশ্বর বিষ্ণুকে ভক্তিপ্রজ্ঞাতিশয় সহকারে প্রণিপাত পুরঃসর ব্রহ্মা ঋতু দক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টির প্রধান জীবগণকে ও গুরু কপিলকে নমস্কার করিয়া বেদতুল্য পুরাণ ‡ বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।^২ পুরাণ ও ইতিহাসজ্ঞ, বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী, ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র,

* সাংখ্যেরা বলেন, ‘অচেতন প্রকৃতির শুদ্ধরূপে অর্থাৎ স্বরূপ তমো গুণে জগতের সৃষ্টি হয়। চেতন পুরুষ মিলিত হইলেও প্রকৃতির সংসর্গে তাহাতে সৃষ্টি কর্তৃত্বের আবোপ হইয়া থাকে। তথাচ “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মানি সনশঃ। অহংকার-বিমুঢ়ায়া কর্তাহমিতি মন্যতে ॥”, ইতি “ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ”, ইতি চ সাংখ্যঃ।

† যোগীরা যোগসিদ্ধি হইলে অসিদ্ধি লবিয়া প্রাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশ্বর বশিষ্ট কামাবসারিত। এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐশ্বর্যের কল এই যে, অসিদ্ধি দ্বারা পরমানুবৎ ক্ষুদ্র হইতে ও প্রস্তরের ও প্রবেশ করিতে পারা যায়। লবিয়া দ্বারা সূর্য-কিরণ দবিয়া ও সূর্যালোকে যাওয়া যাইতে পারে। প্রাপ্তি প্রাপ্ত হইলে অঙ্গুলি দ্বারা সূর্যমণ্ডলও স্পর্শ করা যায় ইত্যাদি।

‡ পুরাণ পক্ষে, সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মনন্তর বংশাচ্যুতির এই পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট মহিষপ্রণীত প্রবন্ধ অভিহিত হইয়া থাকে। বিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশে সর্গ ও প্রতিসর্গ, দ্বিতীয়াংশে প্রসঙ্গান্ত ভূগোল ও জ্যোতিষচক্র। তৃতীয়াংশে মনন্তর। চতুর্থাংশে বংশকীর্তন। পঞ্চমাংশে বংশাচ্যুতির। ষষ্ঠাংশে বৈরাগ্যোপযোগী প্রলয়াদি বলিয়া আত্মাত্মিক প্রলয়রূপে প্রকাশ কথিত হইয়াছে

পরাশরং মুনিবরং ক্লতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ম্ ।
 মৈত্রেয়ঃপরিপত্রচ্ছ্ৰণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ৫ ॥
 ত্বত্তো হি বেদাধ্যয়নমধীতমখিলং গুরো ! ।
 ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্বাণি বেদাঙ্গানি যথাক্রমম্ ॥ ৬ ॥
 ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ ! যামন্যে নাক্লতশ্রমম্ ।
 বক্ষ্যন্তে সর্বাশাস্ত্রেষু প্রায়শো বেহপি বিদ্বিষঃ ॥ ৭ ॥
 সোহহমিচ্ছামি ধর্ম্মজ্ঞ ! শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ ।
 বভূব, ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ! ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥
 যন্নয়ঞ্চ জগৎ ব্রহ্মন্ ! যতশ্চেতচ্চরাচরম্ ।
 লীনমাসীতুথা যত্র, লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥ ৯ ॥
 যৎপ্রমাণানি তূতানি, দেবাদীনাঞ্চ সমুদয়ম্ ।
 সমুদ্রপর্ব্বতানীঞ্চ সংস্থানঞ্চ তথা ভুবঃ ॥ ১০ ॥

জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞ, বশিষ্ঠনন্দন শক্তির তনয় : মহামুনি
 পরাশর প্রাতঃকৃত্য সমাপান করিয়াছেন, এমন সময়, মৈত্রেয় দণ্ডবৎ
 প্রণতি পূর্ব্বক পাদবন্দনাদি করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :
 গুরো ! আমি আপনকার নিকট সমস্ত বেদ, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও
 বেদাঙ্গ যথাক্রমে অধ্যয়ন করিয়াছি ।* মহর্ষে ! আপনকার প্রসাদে
 অন্যান্য ক্লতবিদ্য পণ্ডিতেরা, এমন কি, যাঁহারা শত্রুপক্ষ, তাঁহা-
 রাও প্রায় সকলেই আমাদের সর্ব শাস্ত্রে ক্লতশ্রম বলিয়া থাকেন ।
 হে ধর্ম্মজ্ঞ ! জগৎ যে রূপে সৃষ্ট হইয়াছে, ও পুনর্বার যে রূপে পরিণত
 হইবে, তাহা আমি এক্ষণে আপনকার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।
 ব্রহ্মন্ ! এই চরাচর জগৎ কিরূপ উপাদান কারণে কোথায় হইতে
 উৎপন্ন হইল ? পূর্বে কোথায় লীন ছিল, কোথায়ই বা পুনর্বার লয়
 প্রাপ্ত হইবে ? ভূতের পরিমাণ কত ? দেবাদির উৎপত্তি কিরূপে
 হইয়াছে ? সমুদ্র পর্ব্বত ও ভূগণ্ডলের সংস্থান কিরূপ ? ১০

সূর্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং প্রমাণং মুনিসত্তম ! ।

দেবাদীনাং তথা বংশান্, মনু, মন্বন্তরাণি চ ॥ ১১ ॥

কল্পান্, কল্পবিকল্পাংশ্চ চতুর্যুগ-বিকল্পিতান্ ।

কল্পান্তস্য স্বরূপঞ্চ, যুগধর্ম্মাংশ্চ ক্লৃৎস্রশঃ ॥ ১২ ॥

দেবর্ষিপার্শ্বিবানাঞ্চ চরিতং যম্মহামুনে ! ।

বেদশাখাপ্রণয়নং যথাবদ্ব্যাসকর্তৃকম্ ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মাংশ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং তথা চাশ্রমবাসিনাম্ ।

শ্রোতুমিচ্ছামাহং সর্ব্বং ভ্রাতো বাসিষ্ঠনন্দন ! ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মন্! প্রসাদপ্রবণং কুরুষু ময়ি মানসম্ ।

যেনাহমেতজ্জানীয়াং স্বংপ্রসাদাম্মহামুনে ! ॥ ১৫ ॥

পরশর উবাচ । •

সাধু মৈত্রেয় ! ধর্ম্মজ্ঞ ! স্মারিতোহস্মি পুরাতনম্ ।

পিতুঃ পিতা মে ভগবান্ বসিষ্ঠো যদুবাচ হ ॥ ১৬ ॥

মহর্ষে! সূর্যাদির সংস্থান কিরূপ ও পরিমাণ কত? দেবাদির বংশে কে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন? মনু ও মন্বন্তর কত ও কিরূপ? ১১ মহাকল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার পরমায়ুঃ, চতুর্যুগে বিভক্ত বিকল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিবস; কল্পান্তের স্বরূপ, সমস্ত যুগধর্ম্ম, এতৎ সমুদায়ের বিবরণ কি? ১২ মহর্ষে! দেবর্ষি ও রাজগণের বিবরণ ও চরিত কিরূপ? বেদব্যাস কিরূপ শাখায় যথাযথ বেদ বিভাগ করিয়াছেন? ১৩ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্রগণের এবং আশ্রমবাসীদিগের ধর্ম্ম কি? ১৪ হে বসিষ্ঠনন্দন! এ সমুদায় আমি আপনকার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ১৫ ব্রহ্মন্! আপনকার মন আমার প্রতি প্রসাদপ্রবণ করুন; অর্থাৎ আপনি আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হউন, হে মহর্ষে! তাহা হইলে আপনকার প্রসাদে আমি উক্ত সমুদায় অবগত হইতে পারিব। ১৬ পরশর কহিলেন, মৈত্রেয়! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও তুমিই সাধু। পূর্ব্ব কালে

বিশ্বামিত্র-প্রযুক্তেন রক্ষসা ভক্ষিতো ময়া ।
 ক্রান্তস্তাত্ততঃ ক্রোধো মৈত্রেয়াসীন্নমাতুলঃ ॥ ১৭ ॥
 ততোহহং রক্ষসাং সত্রং বিনাশায় সমারভম্ ।
 ভক্ষীকৃতাস্ত শতশস্ত্রমিন্ সত্রে নিশাচরাঃ ॥ ১৮ ॥
 ততঃ সংক্ষীয়মাণেষু তেষু রক্ষঃস্বশেষতঃ ।
 মামুবাচ মহাভাগো বসিষ্ঠো মৎপিতামহঃ ॥ ১৯ ॥
 অলমত্যন্তকোপেন, তাত ! মন্যুমিমং জহি ।
 রাক্ষসা নাপরাধ্যন্তে পিতুস্তে বিহিতং তথা ॥ ২০ ॥
 মূঢ়ানাং মেঘ ভবতি ক্রোধো জ্ঞানবতাং কুতঃ ? ।
 হন্যতে তাত ! কঃ কেন, যতঃ স্বরূতভুক্ত পুমান্ ॥ ২১ ॥
 সঞ্চিতস্যাপি মীহতো বৎস ! ক্লেশেন মানবৈঃ ।
 যশসস্তপসশ্চৈব ক্রোধো নাশকরঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

আমার পিতামহ ভগবান্ বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বহু কালের
 কথা তুমি অদ্য আমাকে স্মরণ করিয়া দিলে ।^{১৬} মৈত্রেয় ! যখন আমি
 শুনিলাম, বিশ্বামিত্র কর্তৃক প্রেরিত রাক্ষস আমার পিতাকে ভক্ষণ করি-
 য়াছে, তখন আমার অপরিমীম ক্রোধ উদ্ভূত হইল ।^{১৭} অনন্তর আমি
 রাক্ষসগণের সংহারের নিমিত্ত যাগ আরম্ভ করিলাম । সেই যজ্ঞে শত
 শত নিশাচর ভক্ষীকৃত হইতে লাগিল ।^{১৮} তখন রাক্ষসগণ সম্পূর্ণরূপে
 ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মৎপিতামহ মহাত্মা বশিষ্ঠ আমাকে কহিলেন, ^{১৯}
 বৎস ! অত্যন্ত ক্রোধ করিও না, মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর । রাক্ষ-
 সেরা তোমার পিতার প্রতি তাদৃশ ঘৃণাংস ব্যবহার করিয়াছে বটে, কিন্তু
 তাহাতে তাহার অপরাধী নহে ।^{২০} মূঢ় ব্যক্তিরাই এরূপ ক্রোধের
 বশীভূত হয়, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কখন ক্রোধাক্ত হন না । বৎস ! কে
 কাহাকে বধ করিতে পারে ? কারণ সকলেই পূর্বকৃত মুরুত দুষ্কৃতির ফল-
 ভোগ করিয়া থাকে ।^{২১} বৎস ! মানবগণ বহু ক্লেশে যে অসামান্য যশ ও

সর্গাপবর্গ-ব্যাসৈধ-কারণং পরমবয়ঃ ।

বর্জয়ন্তি সদা ক্রোধং তাত ! মা তদ্বশো ভব ॥ ২৩ ॥

অলং নিশাচরৈর্দৈতৈর্দীনৈরনপকারিভিঃ ।

সত্রং তে বিরমত্বেতৎ, ক্ষমাসারি হি সাধবঃ ॥ ২৪ ॥

এবং তাতেন তেনাহমনুনীতো মহাত্মনা ।

উপসংহৃতবান্ সত্রং সদ্যস্তদ্ধাক্যগৌরবাৎ ॥ ২৫ ॥

ততঃ প্রীতঃ স ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।

সংপ্রাপ্তশ্চ তদা তত্র পুলস্ত্যা ব্রহ্মণঃ সূতঃ ॥ ২৬ ॥

পিতামহেন দত্তার্থাঃ কৃতাসন-পরিগ্রহঃ ।

মামুবাচ মহাভাগো মৈত্রেয় ! পুলহাশ্রজঃ ॥ ২৭ ॥

বৈরে মহতি যদ্ধাক্যানুরোরস্যাশ্রিতা ক্ষমা ।

ত্বয়া, তস্মাৎ সমস্তানি ভবান্ শাস্ত্রাণি বেৎস্যাতি ॥ ২৮ ॥

তপস্যা সঞ্চয় করে, ক্রোধ তাহা ক্ষাপ্প কালের মধ্যেই ধ্বংস করিয়া ফেলে।^{২২} ক্রোধ স্বর্গ ও মোক্ষের প্রতিবন্ধ, সূত্রাৎ মহর্ষিরা সর্বদা তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অতএব বৎস ! সেই ক্রোধের বশীভূত হইও না।^{২৩} অনপকারী দীন নিশাচরদিগকে দক্ষ করিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি এই যজ্ঞ হইতে বিরত হও, কারণ ক্ষমাই সাধুদিগের প্রধান গুণ।^{২৪}

আমি মহাত্মা পিতামহ কর্তৃক এইরূপে অনুনীত হইয়া তাঁহার বাক্যানুরোধে তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ উপসংহার করিলাম।^{২৫} তাহাতে মহর্ষিভগবান্ বসিষ্ঠ প্রীত হইলেন। তৎকালে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্যও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।^{২৬} পিতামহ তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে সেই মহাত্মা পুলহাশ্রজ পুলস্ত্য আমাকে কহিলেন,^{২৭} এই যোর বিদেহভাব সত্ত্বেও যে তুমি গুরুর বাক্যানুসারে ক্ষমা জ্ঞাপন করিলে, সেই কারণে তুমি সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ হইবে।^{২৮}

সন্ততে ন মম ছেদঃ ক্রুদ্ধেনাপি যতঃ কৃতঃ ।
 ত্বয়া তস্মান্নহাভাগ ! দদামান্যং মহাবরং ॥ ২৯ ॥
 পুরাণসংহিতাকর্তা ভবান্ বৎস ! ভবিষ্যতি ।
 দেবতাপরমার্থঞ্চ যথাবদ্ বেৎস্যাতে ভবান্ ॥ ৩০ ॥
 প্রবৃত্তে চ নিবৃত্তে চ কর্মণ্যস্তুমলা মতিঃ ।
 মৎপ্রসাদাদসন্দিক্কা তব বৎস ! ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥
 ততশ্চ ভগবান্ প্রাহ বসিষ্ঠো মৎপিতামহঃ ।
 পুলস্ত্যেন যদুক্তং তে সৰ্ব্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
 ইতি পূৰ্ব্বং বসিষ্ঠেন পুলস্ত্যেন চ ধীমতা ।
 যদুক্তং, তৎ স্মৃতিং যাতং ত্বৎপ্রশ্নাদখিলং মম ॥ ৩৩ ॥
 সৌহৃৎ বদাম্যশেষং তে মৈত্রেয় ! পরিপৃচ্ছতে ।
 পুরাণসংহিতাং সম্যাক্তাং নিবোধ যথায়থম্ ॥ ৩৪ ॥

মহান্নন ! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াও যে আমার বংশলোপ কর নাই, সেই কারণে আমি তোমাকে আর একটা বর প্রদান করিতেছি, ২৯ বৎস ! তুমি পুরাণ ও সংহিতা কর্তা হইবে, এবং আনু-পূর্ব্বিক দেবতাদিগের তত্ত্ব তোমার কিছুই অবিদিত থাকিবে না । ৩০ বৎস ! আমার প্রসাদে অতীত বর্তমান সমুদায় বিষয়েতেই তোমার বুদ্ধি অসন্দিক্ধ নির্মল ও অপ্রতিহত হইবে । ৩১ অনন্তর মৎপিতামহ ভগবান্ বশিষ্ঠ কহিলেন, পুলস্ত্য তোমাকে যাহা যাহা বলিতেছেন, তৎ সমস্তই ঘটবে । ৩২

বৎস মৈত্রেয় ! পূর্বে ধীমান্ বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য এইরূপে যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমার প্রশ্নে আমার তৎসমুদায় স্মরণ হইল । ৩৩ তুমি এক্ষণে জিজ্ঞাসা করাতো আমি প্রকৃত প্রস্তাবে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় পুরাণসংহিতা তোমার নিকট উত্তম রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৩৪

বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সমুতং, জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্ ।
স্থিতি-সংযম-কর্তা হসৌ জগতোহস্য জগদ্ধ সঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণু পুরাণে প্রথমাংশে প্রথমোহধ্যায়ঃ । ১ ।

বিষ্ণু আলোচনা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা
প্রলয় কালে তাঁহাতেই লীন ছিল, তিনিই ইহার পালক ও সংহর্তা,
তিনিই এই জগতের উপাদান কারণ * ॥৩৫

বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

• ইহাঘারা সংক্ষেপে পূর্বকৃত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। জগৎ কি রূপে উৎপন্ন
হইয়াছে, কি রূপে পরিণত হইবে, ইহার উপাদান কারণ কি, ইহা কোথা হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে, পূর্বে কোথায় লীন ছিল, কোথাই বা পুনর্লীনের লয় প্রাপ্ত হইবে, ভূতের
পরিমাণ কত, দেবাদের উৎপত্তি কি রূপে হইয়াছে। পূর্বকৃত এই অষ্ট প্রশ্নের উত্তর
প্রথমাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে, সমুদ্র পর্বত পৃথিবী এবং সূর্য্যাদির সংস্থান
কিরূপ ও পরিমাণ কত এই প্রশ্ন চতুস্তয়ের উত্তর আছে। দেবাদের বংশে কে কি রূপে
উৎপন্ন হইয়াছে, মনু ও মনুষ্যের কত ও কি রূপ, বেদব্যাস কর্তৃক কি রূপ শাখায় বেদ
বিত্তক হইয়াছে, রাজ্ঞঃ প্রভৃতি বর্গের ও আশ্রমবাসীদের পঞ্চ কি, তৃতীয়াংশে
এই ছয় প্রশ্নের উত্তর আছে। চতুর্থাংশে দেবর্ষি ও রাজগণের চরিত্রবিষয়ক প্রশ্নের
উত্তর ও তাঁহাদের বংশবিস্তার কখন আছে এবং তৎপ্রসঙ্গেই ভূতার হরণার্থ অবতীর্ণ
শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পঞ্চমাংশে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাকল্প কি, বিকল্প কি,
কল্পান্তের অরূপ কি এবং সমুদায় যুগধর্ম কি, ইহার উত্তর ষষ্ঠাংশে দেওয়া হইয়াছে।
সৈন্দ্ৰেয় যে কএকটি প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তরেই গ্রন্থ সমাপ্তি হয়।



বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পরশর উবাচ ।

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে ।

সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সৰ্বজিষ্ণবে । ১ ।

নমো হিরণ্যগৰ্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ ।

বাসুদেবায় তায় স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণে । ২ ।

একানেকস্বরূপায় স্থূলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ ।

অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে । ৩ ।

স্বর্গস্থিতিবিমাশানাং জগতোহস্য জগন্ময়ঃ ।

মূলভূতো নৃমন্ত্রৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে । ৪ ।

আধারভূতং বিশ্বস্যাপ্যপ্যায়সমণীয়সাম্ ।

প্রণম্য সৰ্বভূতস্থমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্ । ৫ ।

জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং পরমার্থতঃ ।

তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ । ৬ ।

পরশর কহিলেন । যিনি নিত্য নির্বিকার বিষ্ণু পরমাত্মা, যিনি সৰ্বদা একরূপ, যিনি সকলের ঈশ্বর বিষ্ণু ।^১ যিনি হিরণ্যগৰ্ভ রূপে জগতের স্রষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন ও শঙ্কররূপে সমুদায় সংহার করেন, সেই ভক্তের ত্রাণকর্তা (ভক্তবৎসল) বাসুদেবকে নমস্কার ।^২ যিনি কারণরূপে এক ও কার্যরূপে অনেকস্বরূপ, যিনি স্থূল অর্থাৎ পক্ষী-কৃত ভূতাদি ও সূক্ষ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি স্বরূপ, যিনি কারণরূপে অব্যক্ত ও কার্যরূপে ব্যক্ত, সেই যুক্তিপ্রদ বিষ্ণুকে নমস্কার ।^৩ যিনি জগন্ময় ও জগতের স্রষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের মূলকারণ, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার ।^৪ যিনি অণু হইতেও অণু অথচ সমুদায় বিশ্বের আধার ; সেই সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা পুরুষোত্তম অচ্যুতকে প্রণাম করি ।^৫ যিনি অত্যন্ত নির্মল ও পরমার্থ জ্ঞানস্বরূপ, যিনি জীবগণের ভ্রান্তি-

বিষ্ণুং ঐসিষ্ণুং বিশ্বস্য স্থিতিসর্গে তথা প্রভুম্ ।
 প্রণম্য জগতামীশমজমক্ষরমব্যয়ম্ । ৭ ।
 কথয়ামি যথা পূর্বং দক্ষাদৈমুনিসত্তমৈঃ ।
 পৃথঃ প্রোবাচ ভগবানজযোনিঃ পিতামহঃ ॥
 তৈশ্চোক্তং পুরুকুৎসায় ভূভুজে নৰ্মদাতটে ।
 সারস্বতায় তেনাপি মম সারস্বতেন চ । ৮ ।
 পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাঅসংস্থিতঃ ।
 রূপবর্ণাদি-নির্দেশ-বিশেষণ-বিবর্জিতঃ । ৯ ।
 অপক্ষয়বিনাশাত্মাং পরিণামর্জিজন্মভিঃ ।
 বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ । ১০ ।
 সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রৈতি বৈ যতঃ ।

দৃষ্টিতে দৃশ্যবৎ প্রতীয়মান হন ।* যিনি ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাণ্ডের
 সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিতে পারেন, যিনি অজ অব্যয় নির্দিকার ও
 জগতের ঈশ্বর, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া ।* পূর্বকালে দক্ষপ্রভৃতি
 মহর্ষিগণ পদ্মযোনি ভগবান্ পিতামহের নিকট প্রশ্ন করাতে তিনি
 যেরূপ বলিয়াছিলেন এবং উক্ত মহর্ষিগণও নৰ্মদা নদী তীরে
 পুরুকুৎস রাজার নিকট তাহা যে প্রকার ব্যক্ত করেন ; পরে পুরু-
 কুৎসও তাহা সারস্বতের নিকট যেরূপ বলিয়াছিলেন ; পশ্চাৎ
 আমিও তৎসমুদায় সারস্বতের মুখে যেপ্রকার শ্রবণ করিয়াছি,
 এক্ষণে সেই সমুদায় বলিতেছি ।*

যিনি প্রেষ্ঠ হইতেও প্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও পরমাত্মা, যিনি আপনা-
 তেই আপনি অবস্থান করিতেছেন, জাতিগুণাদি দ্বারা বাঁহার নির্দেশ
 করিতে পারা যায় না ; স্মৃতরাং যিনি বিশেষণ রহিত,* বাঁহার উৎ-
 পত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই, পরিণাম নাই, ক্ষয় নাই ও বিনাশ নাই। বাঁহার
 বিষয়ে কেবল সদা অস্তি এই বাক্যমাত্র বলিতে পারা যায় ।* তিনি

ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে । ১১ ।

তদ্ ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ।

একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্ । ১২ ।

তদেতৎ সৰ্বমেবাসীদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ ।

তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ । ১৩ ।

পরস্য ব্রহ্মণো রূপং পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ ! ।

ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথা পরম্ । ১৪ ।

প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ*

পশ্যন্তি সুরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিক্ষেপঃ পরমং পদম্ । ১৫ ।

প্রধান-পুরুষ-ব্যক্ত-কালান্ত্র্যবিভাগশঃ ।

এই জগতের সকল স্থানে সকল বস্তুতেই বাস করেন, এই নিমিত্ত
স্বধীগণ তাঁহাকে বাসুদেব * বলিয়া থাকেন ।^{১১} তিনি অজ অক্ষয়
অব্যয় নিত্য পরম ব্রহ্ম । তিনি অদ্বিতীয়স্বরূপ এবং অবিদ্যাভাব
প্রযুক্ত সৰ্বদা নির্মল ।^{১২} তিনিই এই সমুদায় প্রপঞ্চ ; তিনি
অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি স্বরূপ, ব্যক্ত অর্থাৎ মহাদাদি স্বরূপ এবং
তিনিই পুরুষরূপে ও কালরূপে অবস্থান করিতেছেন ।^{১৩} হে দ্বিজ ! “আমি
এক আছি বহু হইব” এইরূপ আলোচনা করিয়া যিনি সৃষ্টি করিতে
প্ররক্ত হন, সেই পুরুষই পরম ব্রহ্মের প্রথম রূপ । অব্যক্ত প্রকৃতি,
ব্যক্ত মহাদাদি, কাল ও একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চীকৃত ভূত
প্রকৃতি তাঁহার অপর রূপ ।^{১৪} যাহা প্রকৃতি পুরুষ মহাদাদি
কাল, এ সমুদায় হইতে পরম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা সেই বিশুদ্ধ বিষ্ণুর
পরম পদ চিন্তা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রকৃতি কাল পুরুষ প্রভৃতি
বিষ্ণুর রূপ হইলেও আরাধ্য নহে ।^{১৫} পরন্তু প্রকৃতি পুরুষ

* যিনি বাস করেন ও দীপ্তিযুক্ত করেন তাঁহার নাম বাসুদেব । “বাসনান্দ্যোত-
মাক্ষৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ মোক্ষধর্ম ।

রূপাণি স্থিতিস্বর্ণান্ত-ব্যক্তিসম্ভাবহেতবঃ । ১৬ ।
 ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ ।
 ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্ঠাং তস্য নিশাময় । ১৭ ।
 অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধানম্বিসমন্তমৈঃ ।
 প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ । ১৮ ।
 অক্ষয়ং নান্যাদাধারমমেয়মজরং ধ্রুবম্ ।
 শব্দস্পর্শ-বিহীনং তদ্ রূপাদিভিরসংহতম্ । ১৯ ।
 ত্রিগুণং শতজ্ জগদ্যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্ ।
 তেনাঞ্চে সর্বমেবাসীদ্ ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদনু । ২০ ।

মহাদাদি, কাল ঈশ্বরের এই চতুর্ভুজ রূপ কেবল জগতের স্বষ্টি
 স্থিতি প্রলয়ের উৎপাদক ও ব্যঞ্জক । ১৬ প্রথমস্বষ্টি শরীরী বিষ্ণু, প্রকৃতি,
 পুরুষ, মহাদাদি, কাল এ সমুদায় ক্রীড়াপরায়াণ বালকের ন্যায়
 সেই একমাত্র ঈশ্বরের চেষ্ঠাতেই আভিভূত হইয়াছে, জানিবে । ১৭
 মহর্ষিরা প্রকৃতিকেই অব্যক্ত, স্থায়ী ও প্রধান বলিয়া থাকেন ।
 ইহা সূক্ষ্ম, নিত্য ও সদসদাত্মক অর্থাৎ কার্য্যকারণশক্তি-সম্পন্ন । ১৮
 এই প্রকৃতি অক্ষয়, অনন্যাশ্রয়, ইয়ন্তাশূন্য, অজর, নিশ্চল,
 শব্দ ও স্পর্শ পরিশূন্য এবং রূপাদি রহিত । ১৯ ইহা ত্রিগুণাত্মক * ইহা
 হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহা অনাদি নিত্য, প্রলয় কালে
 সমুদায় স্বষ্টি বস্তু ইহাতেই লীন হইবে । স্বষ্টির পূর্বে অতীত প্রলয়
 কালে সমুদায় স্বষ্টি বস্তু এই প্রকৃতিতেই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল † ২০

* সাংখ্যেরা স্বল্প রজঃ তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলেন ।

† সাংখ্যেরা বলেন, নূতন কোম বস্তুর স্বষ্টি হইতেছে না । আত্ম বীজের মধ্যে আত্ম
 বৃক্ষ সুক্ষ্ম রূপে আছে, এই জন্ম আত্মবীজ বপন করিলে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় । ইষ্টকের মধ্যে
 আত্ম বৃক্ষ নাই বলিয়া ঈষ্টক পুতিলে গাছ হয় না । এইরূপ বীজে যেমন বৃক্ষ সুক্ষ্মরূপে
 থাকে সেইরূপ প্রলয় কালে জগতের বীজ স্বরূপ প্রকৃতিতে জগৎ সুক্ষ্ম রূপে অবস্থিতি

বেদবাদবিদো বিদ্বন্! নিয়তা ব্রহ্মবাদিনঃ ।

পঠন্তি বৈ তমেবার্থং প্রধানপ্রতিপাদকম্ । ২১ ।

নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি-

র্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূম চান্যৎ ।

শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং

প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ । ২২ ।

বিষোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেহন্যে

রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্রা ! ।*

তস্মৈব তেহন্যেন ধৃতে বিষুক্তে

রূপেণ যৎ তদ্ দ্বিজ ! কালসংজ্ঞম্ । ২৩ ।

প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়ে তু যৎ ।

হে বিদ্বন্! যাঁহারা সিদ্ধার্থপর পদে বাক্য জ্ঞাত আছেন, সেই সকল বেদনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদীরা উক্ত প্রকৃতি-প্রতিপাদক বিষয় এই রূপে বলিয়া থাকেন যে,^{২১} সেই অতীত মহাপ্রলয় কালে সূর্য্য না থাকাতে দিবস বা রাত্রি ছিল না; আকাশ বা ভূমি কিছুই ছিল না, তখন রাত্রির অভাবে অন্ধকার, দিবসের অভাবে জ্যোতি বা অন্য কোন পদার্থই ছিল না। তৎকালে কেবল দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সমূহের অগম্য, বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি, পুরুষ ও ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন।^{২২} হে দ্বিজ! নিরূপাধি বিষ্ময় যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি রূপ উল্লিখিত হইল, সেই প্রকার কাল নামেও তাঁহার আর একটা রূপ আছে। ঐ কালের সহিত প্রকৃতি ও পুরুষ, সৃষ্টি কালে যোজিত ও প্রলয় কালে বিয়োজিত হয়।^{২৩} অতীত মহাপ্রলয় কালে ব্যক্ত মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি প্রকৃতিতে লীন ছিল সুতরাং

কবে, পরে বীজ হইতে বৃক্ষের মাণ্য প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। নীজের যেমন মৃত্তিকা জল বায়ু, কাল, ইহারা সহকারী, সেইরূপ পুরুষ ও কাল প্রকৃতির সহকারী।

তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোহয়মুচ্যতে প্রতिसংখরঃ । ২৪ ।
 অনাদিভগবান্ কালো নাত্তোহস্ম্য দ্বিজ! বিদ্যতে ।
 অব্যচ্ছিন্নাস্ততন্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংখমাঃ । ২৫ ।
 গুণসাম্যে ততস্তন্মিন্ পৃথক্ পুংসি ব্যবস্থিতে ।
 কালস্বরূপ-রূপং তদ্ বিশেষ্যৈমৈত্রেয়! বর্ততে । ২৬ ।
 ততস্তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময়ঃ ।
 সর্বগঃ সর্বভূতেশঃ সর্বাভ্যা পরমেশ্বরঃ । ২৭ ।
 প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাৎসুচ্ছয়া হরিঃ ।
 ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যাঘাত্যৌ । ২৮ ।

সেই (প্রতिसংখর) অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় হেতু ঐ কালের প্রাকৃত নাম
 মহাপ্রলয় হইয়াছে।^{১৭} হে দ্বিজ! তগবান্ কাল অনাদি এবং
 ইহার অন্তও নাই। এই কালেতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ইহার। নিরন্তর
 প্রবহমান হইতেছে অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়প্রবাহেরও আদি বা
 অন্ত নাই।^{১৮} মৈত্রেয়! সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন
 প্রকৃতি ও পুরুষ মহাপ্রলয় কালে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করে। সে
 সময় পরম্পর বিযুক্ত সেই প্রকৃতিপুরুষের ধারণার্থ মহাকাল স্বরূপ
 বিষ্ণুর রূপ বর্তমান থাকে।^{১৯} অনন্তর সৃষ্টির সময় উপস্থিত
 হইলে পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময় সর্বগামী সর্বভূতেশ্বর সর্বাভ্যা
 সেই পরমেশ্বর ^{২০} হরি, স্বীয় ইচ্ছানুসারে জগতের উপাদান
 কারণস্বরূপ প্রকৃতিতে ও নিমিত্ত কারণস্বরূপ * পুরুষেতে অনু-
 প্রবিষ্ট হইয়া সংক্ষেপিত করেন অর্থাৎ সেই জৈশ্বর কৃত ক্ষোভই

* যেমন ঘটের উপাদান কারণ হস্তকা, নিমিত্ত কারণ দণ্ড চক্র প্রভৃতি ; বস্তুর
 উপাদান কারণ তুলা, নিমিত্ত কারণ বস্তুরয়ন-আঁচাদি ; কটক কুণ্ডলাদি অলঙ্কারের
 উপাদান কারণ সুবর্ণ, নিমিত্ত কারণ হাতুড়ি প্রভৃতি, সেইরূপ জগতের উপাদান কারণ
 প্রকৃতি, নিমিত্ত কারণ পুরুষ ; জৈশ্বর কৃত্তকাদের ন্যায়, তত্ত্ববাদের ন্যায় ও স্বর্ণকারের
 ন্যায় প্রকৃতি পুরুষাদি কারণ সহকারে জগৎ সিস্ধান করেন ।

যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে ।
 মনসো নোপকর্তৃত্বাৎ তথাসৌ পরমেশ্বরঃ । ২৯ ।
 স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভাশ্চ পুরুষোত্তমঃ ।
 স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেহপি চ স্থিতঃ । ৩০ ।
 বিকারাণুস্বরূপৈশ্চ ব্রহ্মরূপাদিতিস্তথা ।
 ব্যক্তস্বরূপশ্চ তথা বিষুঃ সর্বৈশ্বরেশ্বরঃ । ৩১ ।
 গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজাধিষ্ঠিতান্মনে ! ।
 গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ স্বর্গকালে দ্বিজোত্তম ! । ৩২ ।
 প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমারণোৎ ।
 সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্ ।

প্রকৃতি ও পুরুষকে সংযুক্ত করিয়া স্থিতিতে উন্মুখ করিয়া দেয় ।^{১৮}
 যেমন গন্ধ কোন বিশেষ কার্য্য না করিয়াও সন্নিধি মাত্রেতেই মনকে
 বিক্ষোভিত করে, সেই রূপ পরমেশ্বর স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও সন্নিধি
 মাত্রেতে প্রকৃতি ও পুরুষের বিক্ষোভক হন ।^{১৯} হে ব্রহ্মন্ ! সূক্ষ্ম
 বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, সেই পুরুষোত্তম
 বিষ্ণুই ক্ষোভক ও রূপান্তরে তিনিই ক্ষোভ্য, কারণ সঙ্কোচ অর্থাৎ
 গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা এবং বিকাশ অর্থাৎ গুণক্ষোভ ; এই উভয় গুণ
 বিশিষ্ট বিষ্ণুই প্রলয় ও স্থিতিকালে প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন ।^{২০}
 সেই বিষ্ণুই স্থূল মহাভূত রূপে, সূক্ষ্ম মহদহঙ্কার প্রভৃতি রূপে এবং
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি বহুবিধ জীবভেদে ব্যক্তস্বরূপ
 হইতেছেন, সুতরাং তিনি সমুদায় ঈশ্বরেরও ঈশ্বর ।^{২১} হে দ্বিজো-
 ত্তম ! অনন্তর স্থিতিকালে প্রকৃতিক্ষোভ হইলে ক্ষেত্রজ পুরুষ কর্তৃক
 অধিষ্ঠিত সেই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে গুণব্যঞ্জক
 (যাহা হইতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ প্রকটিত হয়) সেই
 মহত্ত্ব উৎপন্ন হইল ।^{২২} মহত্ত্ব উৎপন্ন হইবামাত্র প্রকৃতি-

প্রধানতর্ভেন সমং ত্বচা বীজমিবাহৃতম্ । ৩৩ ।
 বৈকারিকতৈজসশ্চ ভূতাদিশৈব তামসঃ ।
 ত্রিবিধোহয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত । ৩৪ ।
 ভূতেন্দ্রিয়াণাং হেতুঃ স ত্রিগুণত্বান্নহামুনে ! ।
 যথা প্রধানেন মহান্ মহতা স তথাহৃতঃ । ৩৫ ।
 ভূতাদিস্তু বিকূর্ক্যগঃ শব্দতন্মাত্রিকং ততঃ ।
 সমজ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্ ।
 শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ সমাহরণোৎ । ৩৬ ।
 আকাশস্ত বিকূর্ক্যগঃ স্পর্শমাত্রং সমজ্জ হ ।
 বলবানভবদ্বায়ুস্তস্মৈ স্পর্শো গুণো ন্নতঃ । ৩৭ ।
 আকাশং শব্দমাত্রস্ত স্পর্শমাত্রং সমাহরণোৎ ।
 ততো বায়ুর্বিবিকূর্ক্যগো রূপমাত্রং সমজ্জ হ ।

কর্তৃক পরিব্যাপ্ত হইল । বীজ যেমন ত্বচ্ছারা সমাচ্ছাদিত থাকে
 তাহার ন্যায় সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকার মহত্তত্ত্ব
 প্রকৃতি কর্তৃক সর্বত্র সমভাবে সমাহৃত থাকিল । ৩৩ । সাত্ত্বিক,
 রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব হইতে যথাক্রমে বৈকারিক,
 তৈজস ও ভূতাদি এই তিন প্রকার অহঙ্কার উৎপন্ন হইল । ৩৪ ।
 মহর্ষে ! মহত্তত্ত্ব যেমন মূল প্রকৃতি কর্তৃক সমাহৃত হয় তাহার ন্যায়
 ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের হেতু ত্রিগুণাশ্রয় অহঙ্কারতত্ত্বও মহত্তত্ত্ব কর্তৃক ব্যাপ্ত
 হইল । ৩৫ অনন্তর ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কার বিকৃত হইয়া শব্দত-
 ন্মাত্র উৎপন্ন হইল; পরে শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশের
 উৎপত্তি হয় । শব্দতন্মাত্র ও আকাশ সৃষ্ট হইবামাত্র তামস অহঙ্কার
 কর্তৃক ব্যাপ্ত হইল । ৩৬ আকাশ ক্ষুভ্যমাণ অর্থাৎ বিকৃত হইয়া স্পর্শ-
 তন্মাত্র উৎপাদন করিল এবং সেই স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শগুণ-
 সম্পন্ন বলবান্ বায়ুর সৃষ্টি হয় । ৩৭ শব্দগুণ সম্পন্ন আকাশ স্পর্শ-

জ্যোতিরূপদ্যাতে বায়োস্ক্রুপগুণমুচ্যতে ।
 স্পর্শমাত্রস্ত বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমাবরণোৎ । ৩৮ ।
 জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্গাণং রসমাত্রং সমর্জ্জ্ব হ ।
 সম্ভবন্তি ততোহস্তাংসি রসাধারানি তানি চ ।
 রসমাত্রানি চাস্তাংসি রূপমাত্রং সমাবরণোৎ ।
 বিকুর্গাণানি চাস্তাংসি গন্ধমাত্রং সমর্জ্জ্বিরে ।
 সংঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্মৈ গন্ধো গুণো মতঃ । ৩৯ ।
 তস্মিংশ্চাস্মিংশ্চ তস্মাত্রা তেন তস্মাত্রতা স্মৃতা । ৪০ ।
 তস্মাত্রাণাবিশেষাণি অবিশেষাস্ততো হি তে ।
 ন শাস্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মৃঢ়াশ্চাবিশেষণাঃ । ৪১ ।

গুণ বিশিষ্ট বায়ুকে ব্যাপিয়া থাকিল । অনন্তর বায়ু বিকৃত হওয়াতে রূপতন্মাত্রের সৃষ্টি হইল, স্মৃতাং রূপবিশিষ্ট তেজঃপদার্থ বায়ু হইতেই উৎপন্ন হয় । রূপবিশিষ্ট তেজঃপদার্থ স্পর্শবিশিষ্ট বায়ু কর্তৃক পরিব্যাপ্ত হইল । ৩৮ পরে জ্যোতিঃপদার্থ বিকৃত হইয়া রস-তন্মাত্র উৎপাদন করিল এবং তাহাতেই রসাধার মলিলের সৃষ্টি হয় । রস বিশিষ্ট মলিলও রূপবান্ তেজঃকর্তৃক সমাবৃত হইল । অনন্তর জল বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্র উৎপাদন করিল এবং এই গন্ধতন্মাত্র হইতে গন্ধবিশিষ্ট কাঠিন্যযুক্ত সর্দশ্বরের সমষ্টিস্বরূপ পার্থিব পদার্থ উদ্ভূত হইল । ৩৯ তত্ত্বং পদার্থে তত্ত্বদ গুণের চিত্রমাত্র অথবা সূক্ষ্ম-বস্তুই তন্মাত্রতা * । ৪০ তন্মাত্র সমুদায়ের একটা বিশেষ নাম ‘অবিশেষ’ কারণ ইহারা শাস্ত অর্থাৎ সুখহেতু, ঘোর অর্থাৎ দুঃখহেতু, মৃঢ় অর্থাৎ মোহহেতু না হওয়াতে ইহাদের পরস্পর কোন বিশেষ নাই । ৪১

* তাহাতে শব্দগুণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে, তাহার নাম শব্দতন্মাত্র । স্পর্শ-তন্মাত্র রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্রেরও স্পর্শ এইরূপ । অতঃ হইতে গন্ধতন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং ভাস্কর পরমাণুতে যে সময় গন্ধ সূক্ষ্মরূপ থাকে, তখন তাহার নাম গন্ধতন্মাত্র । পরে তাহা ক্রমশঃ কঠিন, বিস্তৃত ও কণাস্বরূপ হইয়া পৃথিবী উৎপন্ন হয় ।

ভূততন্মাত্রসর্গোহয়মহঙ্কারাঃ তু তামসাঃ ।
 তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহর্দেবা বৈকারিকা দৃশ্য । ৪২ ।
 একাদশাং মনশ্চাত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ ।
 ত্বক্ চক্ষুর্নাসিকা জিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্ ।
 শব্দাদীনামবাগ্মার্থং বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দ্বিজ ! । ৪৩ ।
 পায়ূপস্থৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রেয় ! পঞ্চমৌ ।
 বিসর্গ-শিষ্পগত্যাভিঃ কর্ম তেষাঞ্চ কথ্যতে । ৪৪ ।
 আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা ।
 শব্দাদিভিঞ্চ গৈত্রজ্ঞান ! সংযুক্তান্যাতরোত্তরৈঃ । ৪৫ ।
 শান্তা যোরাশ্চ মৃতাশ্চ বিশেষান্তেন তে স্মৃতাঃ । ৪৬ ।

তামস অহঙ্কার হইতে এই রূপে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূতের স্রষ্টি হয় । তৈজস অহঙ্কার হইতে শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয়ের স্রষ্টি হইল এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে উক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দিক্ বাত অর্ক প্রচেতা অশ্বিনীকুমারী বহ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র মিত্র প্রজাপতি এই দশ দেবতা স্রষ্টি হন ।^{১২} মন একাদশ ইন্দ্রিয় ; ইহার নাম অন্তঃকরণ । ইহার, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিন্তা নামে চতুর্বিধ বৃত্তি আছে । এবং ইহার চন্দ্র ব্রহ্মা রুদ্র ও ক্ষেত্রজ নামে চারি জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন । এতৎসমুদায় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহা দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের উপলব্ধি হয় ।^{১৩} বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা উক্তি শিষ্প গতি মলতাগ মূত্রতাগ এই পঞ্চবিধ কার্য্য হয় ।^{১৪}

হে ব্রহ্মন ! আকাশ বায়ু তেজ সলিল পৃথিবী এই পঞ্চভূত ক্রমান্বয়ে কার্য্যগুণ ও কারণগুণ সম্পন্ন * ।^{১৫} এবং ইহার। শান্ত অর্থাৎ

* বুতোৎপাদক তন্মাত্রের গুণের নাম কার্য্যগুণ । বাহ্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন

নানাবীৰ্যাঃ পৃথগ্ভূতা স্ততস্তে সংহতিং বিনা ।

নাশকুবন প্রজাঃ অক্ষুন্মসমাগম্য ক্লেশশঃ । ৪৭ ।

সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ ।

একসংঘাতলক্ষ্যশ্চ সংপ্রাপ্ত্যেকামশেষতঃ । ৪৮ ।

স্বথহেতু, ঘোর অর্থাৎ দুঃখহেতু, যুট অর্থাৎ মোহহেতু হওয়াতে ইহাদের একটী বিশেষ রূচ নাম 'বিশেষ' ।*

অনন্তর আকাশ বায়ু তেজ সলিল পৃথিবী এই পঞ্চ ভূত সৃষ্টি হইয়া পরমাণু অবস্থায় থাকিল, কারণ তাহারা অবকাশ শোষণ দহন ক্লেদন ধারণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ও পৃথক স্বভাব-ক্রান্ত হওয়াতে পরস্পর সংযোগ অর্থাৎ পঞ্চীকরণ * ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না ।^{১৭} পরে তাহারা পঞ্চীকরণ দ্বারা পরস্পর দৃঢ়সংযোগ, সম্পূর্ণ ঐক্য ও পরস্পর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া এক পদার্থবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল ।^৮

হইয়াছে তদীয় গুণের নাম কাবণগুণ । আকাশের কারণগুণ নাই, কার্যগুণ শব্দ, বায়ুর কারণগুণ শব্দ, কার্যগুণ স্পর্শ । তেজের কারণগুণ শব্দ ও স্পর্শ, কার্যগুণ রূপ । জলের কাবণগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ, কার্যগুণ রস । পৃথিবীর কাবণগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস, কার্যগুণ গন্ধ । এতদসূত্রে আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস । পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ।

* পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশ্রিত করণের নাম পঞ্চীকরণ । পঞ্চীকরণের রীতি এই যে, প্রথম আকাশীয় পরমাণুকে দুই খণ্ড করিয়া এক খণ্ড আকাশীয় পবমাণুতে থাকিল ; অপর অর্দ্ধখণ্ড চারি ভাগ করিয়া এক ভাগ বায়ব পরমাণুতে, এক ভাগ তৈজস পরমাণুতে এক ভাগ জলীয় পরমাণুতে, এক ভাগ পানিব পবমাণুতে দেওয়া হইল । এইরূপ বায়ব পরমাণুকে বিভাগ করিয়া অর্দ্ধভাগ বায়ব পবমাণুতে রাখিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ চারি ভাগ করিয়া আকাশ তেজ সলিল পৃথিবী এই চতুষ্টয়ের পরমাণুতে প্রদত্ত হইল । তেজ সলিল পৃথিবী এই ত্রিমের পরমাণুকেও ঐরূপ প্রথম দুই ভাগ, পবে চারি ভাগ করিয়া পরস্পর মিশ্রণ করা হইবে । এইরূপ মিশ্রণ কবিলে আকাশীয় পরমাণুতে আকাশের অংশ ১০ বায়ুর অংশ ৮ তেজের অংশ ৮ জলের অংশ ৮

পুরুষাধিষ্ঠিতদ্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ ।

মহাদাদ্যা বিশেষান্তা হুওমুৎপাদয়ন্তি তে । ৪৯ ।

তৎক্রমেণ বিরুদ্ধস্ত জলবুদ্ধুদবৎসমম্ ।

ভূতেভ্যোহুওং মহাবুদ্ধে ! বৃহৎ তদুদকেশয়ম্ ।

প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিশেষাঃ সংস্থানমুত্তমম্ । ৫০ ।

তত্রাব্যক্তস্বরূপোহসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ ।

বিষ্ণু ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ । ৫১ ।

মেরুরূপমভূৎ তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ ।

গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ সুমহাত্মনঃ । ৫২ ।

সাদ্রিদ্ধীপসমুদ্রান্তু সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ ।

তস্মিন্নুগ্ধেভবদ্ বিপ্র ! সদেবাসুরমানুষঃ । ৫৩ ।

মহত্ত্ব প্রভৃতি, বিশেষ (মহাভূত) পর্যন্ত, ইহার ঈশ্বর কর্তৃক
অধিষ্ঠিত হওয়াতে ও প্রকৃতির পরিণামোন্মুখতা হেতু ব্রহ্মাণ্ড উৎ-
পাদন করিল।^{১০} প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি সম্ভূত সেই ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তূল ও
জলবুদ্ধুদবৎ জলস্থিত হইয়া মহাভূত দ্বারা ক্রমশঃ বিরুদ্ধ ও বৃহত্তর
হইতে লাগিল এবং তাহাই হিরণ্যগর্ভরূপী বিষ্ণুর উক্তম আশ্রয় স্থান
ও সংস্থান অর্থাৎ শরীররক্তক অবয়ব হইল।^{১১} অনন্তর অব্যক্তস্বরূপ
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর জগদীশ্বর বিষ্ণু মায়া দ্বারা ব্যক্তরূপী
হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে স্বয়ং সেই অণ্ডে অবস্থিতি করিতে লাগি-
লেন।^{১২} সুমেরু পর্বত তাঁহার উন্ন অর্থাৎ ভদ্রাকার গর্ভবেষ্টন-
চর্ম্ম এবং অন্যান্য মহীধর তাঁহার জরায়ু অর্থাৎ গর্ভের বাহিবেষ্টন-
ও সমুদ্রগণ সেই মহাত্মার গর্ভোদক স্বরূপ হইল।^{১৩} হে বিপ্র !

পৃথিবীর অংশ ৭০। এইরূপ বায়ুর পরমাণুতে বায়ুর অংশ আট আনা অপর তৃত-
চতুর্কেই অংশ দুই আনা করিয়া আট আনা। অন্যান্য তত্তেও ঐরূপ স্বীয় অংশ
আট আনা, অপর তত্তেইয়ের অংশ দুই আনা করিয়া আট আনা। অপকীকৃত
তত্তে ঐরূপ মিশ্রিত হইলে পকীকৃত তত্তে বলা যায়।

বারিবহ্যানিলাকানৈশ্বতো ভূতাদিনা বহিঃ ।
 বৃতং দশগুণৈরগুং ভূতাদির্মহতা তথা । ৫৪ ।
 অব্যক্তেনারতো ব্রহ্মস্তুৈঃ সর্কৈঃ সহিতো মহান্ ।
 এভিরাবরণৈরগুং সগুভিঃ প্রাকৃতৈবৃত্তম্ ।
 নারিকেলফলস্থান্তুবীজং বাহ্যদলৈরিব । ৫৫ ।
 জ্বন্ রজোগুণং তত্র স্বয়ংবিশ্বেশ্বরো हरिঃ ।
 ব্রহ্মা ভূত্বাস্ত জগতো বিশ্বম্ভৌ সম্প্রবর্ততে । ৫৬ ।
 সৃষ্টঞ্চ পাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা ।
 সত্ত্বভুগ্ ভগবান্ বিষুরগ্রেয়পরাক্রমঃ । ৫৭ ।

সেই অশেষেই সমুদ্র দ্বীপ পর্বত জ্যোতি, ভূ ভুব স্বঃ প্রভৃতি সমস্ত ভুবন, দেহাণ অমুরগণ ও মানুষগণ সমস্ত সমুৎপন্ন হইল ।^{১০} এই ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন পরিমিত কটাহরূপ পৃথিব্যাবরণের চতুর্দিকে তাহার দশ গুণ পরিমিত তোয়াবরণ; তাহার চতুর্দিকে তাহার দশগুণ পরিমাণ বহু্যাবরণ; তাহার চতুর্দিকে তাহার দশগুণ প্রমাণ অনিলাবরণ; তাহার চতুর্দিকে তাহার দশগুণ পরিমিত আকাশাবরণ; তাহার চতুর্দিকে তাহার দশগুণ পরিমিত ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কারের আবরণ; তাহার চতুর্দিকে ঐরূপ দশগুণ মহন্তত্ত্বের আবরণ ^{১১} এবং পৃথিব্যাदि সমেত মহন্তত্ত্বের চতুর্দিকেও তাহার দশগুণ পরিমাণে প্রাকৃতির আবরণ আছে। হে ব্রহ্মন্! নারিকেল ফলের অন্তর্গত বীজ যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আবৃত থাকে, তাহার ম্যায় ব্রহ্মাণ্ডও সলিল তেজ বায়ু আকাশ ভূতাদি মহন্তত্ত্ব প্রকৃতি এই সপ্তবিধ প্রাকৃত আবরণে পরিবৃত হইয়াছে ।^{১২}

অনন্তর বিশ্বেশ্বর हरि স্বয়ং রজোগুণাবলম্বী হিরণ্যগর্ত্তরূপী হইয়া এই জগতের আত্যন্তরিক স্থাবর জঙ্গম নৃষি করিতে প্রবৃত্ত হন ।^{১৩} পরে প্রতিনিয়োগেই যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিবসের অবসান না

তমোদ্রেকী চ কম্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দনঃ ।
 মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ । ৫৮ ।
 স ভক্ষয়িত্বা ভূতানি জগতোকার্ণবীকৃতে ।
 নাগপর্যাক্ষশয়নে শেতে চ পরমেশ্বরঃ । ৫৯ ।
 প্রবুদ্ধশ্চ পুনঃ সৃষ্টিং করোতি ব্রহ্মরূপধৃক্ । ৬০ ।
 সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাশ্চিকাম্ ।
 স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দনঃ । ৬১ ।
 স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ ।
 উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ । ৬২ ।
 পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ।
 সর্কেন্দ্রিয়ান্তঃকরণং পুরুষাখ্যং হি যজ্জগৎ । ৬৩ ।
 স এব সর্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোহব্যয়ঃ ।

হয়, সেই পর্য্যন্ত অপ্রমেয় পরাক্রম সম্বন্ধগাবলম্বী ভগবান্ বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভ কৰ্কক সৃষ্ট এই চরাচর জগৎ পালন করেন ।^{৫৮}

হে মৈত্রেয় ! ভগবান্ জনার্দন তমোদ্ভগাবলম্বী ও অতিভীষণ রুদ্র-
 রূপী হইয়া কম্পান্ত সময়ে সমুদায় প্রাণীকে সংহার করেন ।^{৫৯} অনন্তর
 সেই পরমেশ্বর সমস্ত চরাচর সংহার পূর্ব্বক জগৎ একাৰ্ণব করিয়া নাগ-
 রূপ পর্য্যাক্ষে শয়ন করিয়া থাকেন ।^{৬০} পরে তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া হিরণ্য-
 গর্ভ রূপে পুনর্বার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন ।^{৬১} এক ভগবান্ জনার্দনই
 সৃষ্টি, পালন ও সংহার করণ হেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই পৃথক্-
 ত্রিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ।^{৬২} ভগবান্ বিষ্ণুই স্বয়ং
 স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তু, পাল্য ও পালক, এবং প্রলয় কালে উপসংহর্তা
 ও উপসংহ্রিয়মাণ হইতেছেন ।^{৬৩} কারণ পৃথিবী জল তেজ বায়ু
 আকাশ এই ষাণ্ড ভূত, সমস্ত ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতি সমুদায়ই পুরুষ
 শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বেদে কথিত আছে যে সমুদায়

সর্গাদিকং ততোহস্মৈব ভূতস্বমুপকারকম্ । ৬৪ ।
স এব সৃজ্যতু স চ সর্গকর্তা স এব পাত্যন্তি চ পাল্যতে চ ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমুত্তিবিষ্ণুর্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ । ৬৫ ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

জগৎই পুরুষ অর্থাৎ বিষ্ণু ১^{০০} অব্যয় বিশ্বরূপ সেই পরমেশ্বরই সর্ব
ভূতের প্রবর্তক, সুতরাং মনুষ্যাদি কৃত অবাস্তুর সৃষ্টিও সেই পরমেশ্বর-
কৃত বলিতে হইবে ।^{১০১} সকলের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুই ব্রহ্মাদি রূপে সৃষ্টিকর্তা
ও সৃষ্ট পদার্থ । তিনিই পালন করেন, পালিত হন ও সংহার করিয়া
থাকেন, অতএব তিনি অনন্ত সৃষ্টি, তিনিই বরদ ও তিনিই সকলের
বরণীয় হইতেছেন ।^{১০২} •

বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ দ্বিতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ।



বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

নিগুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলান্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যাতে । ১ ।

পরশর উবাচ ।

শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ ! পাবকস্য যথোক্ষতা । ২ ।

তন্নিবোধ যথা সর্গে ভগবান্ সম্প্রবর্ততে । ৩ ।

মৈত্রেয় কহিলেন । ঈশ্বর নিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের অতীত । তিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন । তিনি অদেহ ও সহকার শূন্য এবং তিনি পুণ্য পাপ প্রভৃতি সংস্কার-বিহীন ও রাগাদি বিরহিত ; অতএব তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ১ পরশর কহিলেন, হে তপোধন ! এই জগতে যখন মণিমন্ত্রোবাধি প্রভৃতির শক্তিই অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগোচর, তখন পাবকের উচ্চতার ন্যায় সেই সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি শক্তি যে অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগম্য হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি ২ অতএব ভগবান্ জগদীশ্বর যেরূপে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৩

নারায়ণাখ্যো ভগবান্ ব্রহ্মলোকপিতামহঃ ।

• উৎপন্নঃ প্রোচ্যতে বিদ্বন্ ! নিত্য এবোপচারতঃ ।৪।

নিজেন তস্য মানেন হ্যায়ুর্কর্ষশতং স্মৃতম্ ।

তৎপর্য্যায়ং তদর্দ্ধং চ পরাধ্বমভিধীয়তে ।৫ ।

কালস্বরূপং বিশেষাশ্চ যন্ময়োক্তং তবানঘ ! ।

তেন তস্য নিবোধ স্বং পরিমাণোপপাদনম্ ।

অন্যেষাং চৈব জন্তুনাং চরাণামচরাশ্চ যে ।

ভূ-ভূভূৎ-সাগরাदीনামশেষাণাঞ্চ সত্তম ! । ৬ ।

কাষ্ঠা পঞ্চদশ খ্যাতা নিমেষা মুনিসত্তম ! । [৭ ।

কাষ্ঠাস্ত্রিংশং কলা তাস্তু ত্রিংশং মৌহূর্ত্তিকো বিধিঃ ।

তাবৎসংখ্যাক্ষরহোরাত্রং মুহূর্ত্তৈর্ম্মানুষং স্মৃতম্ ।

অহোরাত্রাণি তাবন্তি মাসঃ পঞ্চদ্বয়াত্মকঃ । ৮ ।

হে বিদ্বন্ ! নিত্য ভগবান্ নারায়ণের মূর্ত্তি বিশেষ—লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বেচ্ছানুসারে আবির্ভূত হন, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব উৎপত্তি সত্ত্বশ হওয়াতে লোকে তাহা উৎপত্তিই বলিয়া থাকে । * সেই হিরণ্যগর্ত্তের স্থায়ী দিবস সংখ্যানুসারে পরমাণু সংখ্যা এক শত বৎসর । সেই পরমাণুর নাম পর ও তাহার অর্দ্ধাংশ পরাধ্ব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । * হে নিম্পাপ সাধুশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার নিকট বিষ্ণুরূপে কালস্বরূপ একটি রূপান্তরের কথা বলিয়াছি, সেই কাল দ্বারা ব্রহ্মার, অন্যান্য জঙ্গম জন্তুগণের ও পৃথিবী পর্ব্বত সমুদ্রে প্রভৃতি স্থাবরদিগের জন্ম যুজুর্ভাদি সময় বিভাগ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । *

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! একবার অক্ষিপদ্ম নিক্ষেপের নাম এক নিমেষ; এইরূপ পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয় । ত্রিশ কাষ্ঠাতে এক কলা; ত্রিশ কলাতে এক মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে । * ত্রিশ মুহূর্ত্তে মনুষ্যের এক দিবারাত্রি; ত্রিশ দিবারাত্রিতে অথবা দুই

তৈঃ ষড়্ভিন্নয়নং বর্ষং দ্বৈহয়নে দক্ষিণোত্তরে ।

অয়নং দক্ষিণং রাত্রির্দেবানামুত্তরং দিনম্ । ৯ ।

দিবৈব্যর্কবর্ষসহস্রৈশ্চ কৃত-ত্রৈতা-দি-সঙ্গিতম্ ।

চতুর্যুগং দ্বাদশভিঃ কৃত-বিভাগং নিবোধ মে । ১০ ।

চত্বারি জীণি দ্বৈ চৈকং কৃতাদিশু যথাক্রমম্ ।

দিব্যাকানাম্ সহস্রাণি যুগে দ্বাহঃ পুরাবিদঃ । ১১ ।

তৎপ্রমাণৈঃ শতৈঃ সঙ্খ্যা পূর্বা তত্রাভিধীয়তে ।

সঙ্খ্যাংশকচ্চ তৎ-তুল্যো যুগস্যানন্তরো হি সঃ । ১২ ।

সঙ্খ্যাসঙ্খ্যাংশয়োঃ স্তব্ধঃ কালো মুনিসত্তম ! ।

যুগাখ্যঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃত-ত্রৈতা-দি-সঙ্গিতঃ । ১৩ ।

কৃতং ত্রৈতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্ ।

প্রোচ্যতে তৎ-সহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মুনে ! । ১৪ ।

পক্ষে এক মাস হয় । ৮ ছয় মাসে এক অয়ন । অয়ন দুই প্রকার, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন । দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে । উত্তরায়ন দেবতাদিগের দিবস ও দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি । ৯ দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বর্ষে সত্য ত্রৈতা দ্বাপর কলি এই চতুর্যুগ হয় । এই চতুর্যুগের বিভাগ বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১০ পুরা-
বিৎ কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, দিব্য চারি সহস্র বর্ষে সত্য যুগ, তিন সহস্র বর্ষে ত্রৈতায়ুগ, দুই সহস্র বর্ষে দ্বাপরযুগ ও এক সহস্র বর্ষে কলিযুগ হয় । ১১ দিব্য এক সহস্র বৎসরে চতুর্যুগের পূর্ব-
সঙ্খ্যা এবং ঐরূপ এক সহস্র বৎসরে সঙ্খ্যাংশক অর্থাৎ তাহার শেষ সঙ্খ্যা হইয়া থাকে । ১২ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! পূর্বসঙ্খ্যা ও শেষসঙ্খ্যার যে মধ্যবর্তী কাল তাহাই সত্য ত্রৈতা দ্বাপর কলিরূপ চতুর্যুগ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । ১৩ হে মুনে ! সত্য ত্রৈতা দ্বাপর কলি এই যুগচতুষ্টয়ের সহস্র সংখ্যায় হিরণ্যগর্ভের এক দিবস হয় । ১৪

ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন্ ! মনবশ্চ চতুর্দশ ।

* ভবন্তি পরিমাণঞ্চ তেষাং কালকৃতং শৃণু । ১৫ ।

সপ্তর্ষয়ঃ সুরাঃ শক্ৰো মনুষ্যে-সুনবো নৃপাঃ ।

এককালে হি সৃজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ পূর্ববৎ । ১৬ ।

চতুষ্টয়গানাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ ।

মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ সুরাদীনাঞ্চ সত্তম ! । ১৭ ।

অকৌ শতসহস্রাণি দিব্যাণ্য সংখ্যাণি গতিঃ ।

দ্বাপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ । ১৮ ।

ত্রিশংকোট্যন্তু সংপূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যায়া দ্বিজ ! ।

সপ্তর্ষিস্তথান্যানি নিযুতানি মহামুনে ! ।

বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোহয়মধিকং বিনা ।

মন্বন্তরস্য সংখ্যেয়ং মানুষ্যৈর্কসরৈর্দ্বিজ ! । ১৯ ।

ব্রহ্মন্ ! হিরণ্যগর্ভের এক দিবসে চতুর্দশ মন্বন্তর হয়। এক এক মনুর অধিকার সময়ের পরিমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০ সপ্তর্ষি ইন্দ্র দেবগণ মনু ও তৎপুত্র রাজর্ষিগণ, ইহার। সকলে এক সময়েই সৃষ্ট হন ও এক সময়েই অধিকারচ্যুত ও সংহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১০ সাধো ! কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি চতুষ্টয়ে * এক মন্বন্তর হয়। ইহাই মনু সপ্তর্ষি ও ইন্দ্রাদির অধিকার কাল। ১১ দেবতাদিগের অষ্ট লক্ষ ও দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্র বৎসরাপেক্ষাও অধিক কালেতে † উক্ত মন্বন্তর হয়। ১৮ মহর্ষে ! মনুষ্যদিগের সম্পূর্ণ ত্রিশকোটি এবং সপ্তর্ষি অপে-

* মন্বন্তর কাল পরিমাণ—১১ চতুষ্টয়, ১০২২ দৈব বৎসর, ১০ দৈব মাস, ৮ দৈব দিবস, ৪ দৈব যাম, ২ দৈব দুহর্ভ, ৮ দৈব কলা, ১১ দৈব কাষ্টা, ২ দৈব নিমেষ, এবং ১ দৈব নিমেষের সপ্তমাংশ ।

† মন্বন্তর কাল পরিমাণ—দৈব বৎসর ৮,৫৭,১০২ । দৈব মাস ১০ । দৈব দিবস ৮ । দৈব যাম ৪ । দৈব দুহর্ভ ২ । দৈব কলা ৪ । দৈব কাষ্টা ৮ । দৈব নিমেষ ৮ এবং ১ নিমেষের সপ্তমাংশ ।

চতুর্দশাংশে হ্যেব কালো ব্রাহ্ম্যমহঃ স্মৃতঃ ।
 ব্রাহ্ম্যো নৈমিত্তিকো নাম তস্যান্তে প্রতिसংখরঃ । ২০।
 তদা হি দহাতে সর্বং ত্রৈলোক্যং ভূভুবাদিকম্ ।
 জনং প্রযান্তি তাপার্ভা মহলোকনিবাসিনঃ । ২১।
 একাৰ্ণবে তু ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ । [২২।
 ভোগি-শয্যা-গতঃ শোভে ত্রৈলোক্য-গ্রাস-বৃংহিতঃ ।
 জনশ্চৈর্যোগিভির্দেবশ্চিন্ত্যমানোহজসম্ভবঃ ।
 তৎ-প্রমাণং হি তাং রাত্রিং তদন্তে সৃজ্যতে পুনঃ । ২৩।
 এবং তু ব্রহ্মণো বর্ষমেবং বর্ষশতঞ্চ তৎ ।
 শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমায়ুর্মহাত্মনঃ । ২৪।

ক্ষাও অধিক নিযুত ও প্রায় বিংশতি সহস্র বৎসরে * এক মন্বন্তর
 হইয়া থাকে । ২০

এই চতুর্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবস হয়। অনন্তর ব্রহ্মার
 নিদ্রার নিমিত্ত এতৎপরিমিত সময় প্রতিসংখর অর্থাৎ মহাপ্রলয়
 হইয়া থাকে । ২০ সে সময় অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবসাবসানে ভূ ভুব স্ব এই
 ত্রিভুবন দগ্ধ হইতে থাকে এবং মহলোকস্থ মহাত্মারা তাপে প্রপী-
 ডিত হইয়া জনলোকে গমন করিয়া থাকেন । ২১ পরে ত্রৈলোক্য
 একাৰ্ণবীকৃত হইলে নারায়ণরূপী ব্রহ্মা ত্রিলোক সংহার হেতু দীপ্য-
 মান ও জনস্থ যোগিগণ কর্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া সৃষ্টি কাল পরিমিত
 রাত্রি কালে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন এবং রজনী অবসান হইলে
 পুনর্বার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন । ২২। ২৩ এইরূপ ব্রহ্মার ত্রিশ
 দিনে মাস, দ্বাদশ মাসে বৎসর ও শত বৎসরে এক শতাব্দী হইয়া

* মনুষ্যজীবন বৎসরাদি দ্বারা মন্বন্তর কাল পরিমাণ—৩০, ৮৫, ১১, ৪২৮ বৎসর,
 ৩ মাস, ২৫ দিম, ৫ প্রহর, ২ গৃহুর্ভূ, ২০ কলা, ১০ কাণ্ডা, ১০ মিমেষ এবং ৫ মিমেষের
 সমুদায় ।

একমস্য ব্যতীতন্তু পরাৰ্দ্ধং ব্রহ্মণোহনং ।।
 তস্যান্তেহভূম্বহাকম্পঃ পাদ্ম ইত্যভিধীয়তে ।
 দ্বিতীয়স্য পরাৰ্দ্ধস্য বর্তমানস্য বৈ দ্বিজ ! ।
 বারাহ ইতি কম্পোহয়ং প্রথমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । ২৫ ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

থাকে । এই শত বৎসর সেই মহাভার পরমায়ুঃ । ২০ হে ব্রহ্মন্ ! এক্ষণে
 ব্রহ্মার প্রথম পরাৰ্দ্ধ * অতীত হইয়াছে । প্রথম পরাৰ্দ্ধের অবসান
 সময়ে পাদ্ম নামে মহাকম্প † গত হয় । অধুনা ব্রহ্মার দ্বিতীয়
 পরাৰ্দ্ধের প্রথম দিন চলিতেছে । এই দিনের নাম বরাহ কম্প । ২৫

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

* ব্রহ্মার পরমায়ুর অর্দ্ধাংশের নাম পরাৰ্দ্ধ । “মিজেন তস্য মানেন হ্যায়ুর্কর্মণতঃ
 স্মৃতম্ । তৎ পরাৰ্ধ্যং তদর্দ্ধঞ্চ পরাৰ্দ্ধমভিধীয়তে ॥” কৃষ্ণপুরাণ, ৫ অধ্যায় । বিষ্ণু ৩ অ ।
 † ব্রহ্মার এক দিনে মনুষ্যের এক মহাকল্প হয় ।



বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোহসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা
সমর্জ্জ সর্বভূতানি তদাচক্ষু মহামুনে ! । ১ ।

পরশর উবাচ ।

প্রজাঃ সমর্জ্জ ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ ।
প্রজাপতি-পতির্দেবো যথা তস্মৈ নিশাময় । ২ ।
অতীতকল্পাবসানে নিশাসুপ্তোশ্বিতঃ প্রভুঃ ।
সত্ত্বোদ্ভিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত । ৩ ।
নারায়ণঃ পরোহচিন্ত্যঃ পরেষামপি স প্রভুঃ ।
ব্রহ্মস্বরূপী ভগবাননাদিঃ সর্বসত্ত্ববঃ । ৪ ।

মৈত্রেয় কহিলেন—হইবে! মহাকল্পের প্রারম্ভ সময়ে হিরণ্যগর্ত-
রূপী ভগবান্ নারায়ণ কি রূপে সর্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, বলুন । ১

পরশর কহিলেন, নারায়ণ স্বরূপ প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মা যে রূপে
প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর । ২ অতীত পান্থ কল্পের
অবসান সময়ে নিশাকালে নিদ্রিত ভগবান্ ব্রহ্মা জাগরিত, উখিত
ও সত্ত্বগ্ণাবলম্বী হইয়া ত্রিভুবন শূন্যময় দেখিলেন । ৩ সেই জনাদি

ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ।
 ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাণ্যয়ম্ । ৫ ।
 আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ ।
 অয়নং তস্য তাঃ পূৰ্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ । ৬ ।
 তোয়ান্তঃ স মহীং জাহ্নবী জগত্যেকার্ণবে প্রভুঃ ।
 অনুমানাং তদুচ্চারং কর্তৃকামঃ প্রজাপতিঃ । ৭ ।
 অকরোং স তনূমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা ।
 মৎস্য-কূৰ্মাদিকান্ তদ্বৎ বারাহং বপুরাস্থিতঃ । ৮ ।
 বেদযজ্ঞময়ং রূপমশেষজগতঃ স্থিতৌ ।
 স্থিতঃ স্থিরাঙ্গা সৰ্ব্বাঙ্গা পরমাঙ্গা প্রজাপতিঃ । ৯ ।
 জনলোকগতেঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদৈরভিষ্মুতঃ ।
 প্রবিবেশ তদা তোয়মাঙ্গাধারো ধরাধরঃ । ১০ ।

অচিন্ত্য পরাংপর ব্রহ্মরূপী ভগবান্ নারায়ণ পুনর্বার সমুদায় স্রষ্টি করিতে প্ররম্ভ হন । * এই রূপ জগতের স্রষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ব্রহ্ম-রূপী ভগবান্ নারায়ণের প্রতি এই শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে । * নর অর্থাৎ পুরুষোত্তম বিষ্ণু কর্তৃক জল প্রথম স্রষ্ট হইয়াছে এই নিমিত্ত জলের নাম নার । প্রলয় কালে জল বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ বাস-স্থান হয়, এই নিমিত্ত বিষ্ণুর নাম নারায়ণ । * সমুদায় জগৎ একাৰ্ণব হইলে স্রষ্টোপস্থিত ভগবান্ প্রজাপতি পদ্মপত্র দর্শন দ্বারা, পৃথিবী জল মধ্যে আছে ইহা অনুমান করিয়া তাহা উচ্চার করিতে অভিলাষী হইলেন । * এবং পূর্বে অন্যান্য কল্পে তিনি যেমন মৎস্য কূৰ্মাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ এই বরাহ কল্পেও বরাহ-রূপ অবলম্বন করিলেন । * সমস্ত জগতের রক্ষার নিমিত্ত বেদরূপী যজ্ঞরূপী স্থিরাঙ্গা সৰ্ব্বাঙ্গা আঙ্গাধার ধরাধর পরমাঙ্গা প্রজাপতি । * জনলোকস্থিত সনক প্রভৃতি সিদ্ধগণ কর্তৃক সূর্যমান হইয়া সলিল-মধ্যে প্রবেশ করি-

নিরীক্ষ্য তং তদা দেবী পাতালতলমাগতম্ ।

তুষ্ঠাব প্রণতা ভূত্বা ভক্তিনম্রা বসুন্ধরা । ১১ ।

পৃথিব্যবাচ ।

নমস্তে সৰ্বভূতায় তুভ্যং শঙ্খগদাধর ! ।

মানুন্ধরাসাদদ্য ত্বং ত্বত্তোহহং পূৰ্ব্বমুখিতা । ১২ ।

ত্বত্তোহহমুদ্ভূতা পূৰ্ব্বং ত্বম্ময়াহং জনার্দন ! ।

তথান্যানি চ ভূতানি গগনাদীন্যশেষতঃ । ১৩ ।

নমস্তে পরমাত্মাত্মন! পুরুষাত্মন! নমোহস্ত তে ।

প্রধানব্যক্তভূতায় কালভূতায় তে নমঃ । ১৪ ।

ত্বং কর্তা সৰ্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ ।

সর্গাদিসু প্রভো! ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্ভাদ্ভরূপধৃক্ । ১৫ ।

সংভক্ষয়িত্বা সকলং জগত্যেকার্ণবীকৃতে ।

শেষে ত্বমেব গোবিন্দঃ চিন্ত্যমানো মনৌষিভিঃ । ১৬ ।

লেন । ১০ অনন্তর দেবী বসুন্ধরা সেই বরাহরূপী বিষ্ণুকে পাতাল-
তলে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ভক্তিনম্রা ও প্রণতা হইয়া স্তব করিতে
লাগিলেন । ১১

পৃথিবী কহিলেন । হে শঙ্খ-গদাধর ! তুমি সৰ্ব-ভূতময়, তোমাকে
নমস্কার । আমি পূৰ্ব্ব কল্পে তোমাকর্তৃকই উদ্ধৃত হইয়াছিলাম,
অতএব অদ্য আমাকে উদ্ধার কর । ১২ হে জনার্দন ! আমি ও আকাশ
প্রভৃতি সমুদায় মহাভূত ত্বম্ময়, অর্থাৎ বিষ্ণুময় এবং আমি তোমা
হইতেই পূৰ্ব্বে উৎপিত হইয়াছিলাম । ১৩ হে পরমাত্মন ! তোমাকে
নমস্কার । হে পুরুষাত্মন ! তোমাকে নমস্কার । তুমি প্রকৃতি স্বরূপ,
মহত্ত্বাদিস্বরূপ, কালস্বরূপ ও মহাভূতস্বরূপ ; তোমাকে নম-
স্কার ৬০ ভগবন ! তুমি ব্রহ্মরূপে জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন
ও মহেশ্বর রূপে সমস্ত সংহার করিয়া থাক । ১৬ হে গোবিন্দ ! তুমি

ভবতো যৎ পরং তত্ত্বং তন্ন জানাতি কশ্চন ।
 অবতারেষু যজ্ঞপং তদর্চন্তি দিবৌকসঃ । ১৭ ।
 ত্বামারাধ্য পরং ব্রহ্ম যাতা মুক্তিং মুমুক্ষবঃ ।
 বাসুদেবমনারাধ্য কো মোক্ষং সম্বাপ্স্যতি । ১৮ ।
 যৎ কিঞ্চিৎমনসা গ্রাহ্যং যদ্গ্রাহ্যং চক্ষুরাদিভিঃ ।
 বুদ্ধ্যা চ যৎ পরিচ্ছেদ্যং তজ্জপমখিলং তব । ১৯ ।
 ত্বময়াহং ত্বদাধারা ত্বৎসৃষ্টা ত্বামুপাশ্রিতা ।
 মাধবীমিতি লোকোহয়মভিধত্তে ততো হি মাম্ । ২০ ।
 জয়াখিলজ্ঞানময় ! জয় স্থূলময়াব্যয় ! ।
 জয়ানন্ত ! জয়াব্যক্ত ! জয় ব্যক্তময় ! প্রভো ! । ২১ ।
 পরাপরাত্মন্ ! বিশ্বাত্মন্ ! জয় যজ্ঞপতেহনঘ ! ।
 ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বযট্কারস্ত্বমোক্ষারস্ত্বমধ্বয়ঃ । ২২ ।

সমুদায় সংহার পূর্বক জগৎ একাধার করিয়া যোগিগণ কর্তৃক
 চিন্ত্যমান হইয়া শেষশযায় শয়ন কর ।^{১৭} ত্রিলোকীর মধ্যে কোন
 ব্যক্তিই তোমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে, পরন্তু তোমার অবতার
 সময়ে যে রূপ প্রকাশিত হয়, দেবতারা তাহারই অর্চনা করিয়া
 থাকেন ।^{১৮} মুমুক্শু ব্যক্তির। তোমাকে পরম ব্রহ্ম রূপে আরাধনা করিয়া
 মুক্ত হইয়া থাকেন, কারণ ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা ব্যতিরেকে
 কোন্ ব্যক্তি মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন ?^{১৯} যাহা মনোদ্বারা
 গ্রাহ্য, চক্ষু দ্বারা উপলভ্য ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচ্ছেদ্য, তৎসমুদায় তোমা-
 রই রূপ হইতেছে ।^{২০} আমি তোমা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি, তোমারই
 আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তুমিই আমার আধার এবং আমি স্বময় অর্থাৎ
 মাধবময় বলিয়া লোকে আমাকে মাধবী বলিয়া থাকে ।^{২১} হে অখিল-
 জ্ঞানময় ! তোমার জয় হউক ; হে স্থূলময় ! তোমার জয় হউক ;
 হে অনন্ত অক্ষয় ! তোমার জয় হউক ; হে অলঙ্কৃত স্বরূপ ! তোমার
 জয় হউক ; হে ব্যক্তময় প্রভো ! তোমার জয় হউক ; ^{২২} হে যজ্ঞ-

ত্বং বেদান্ত্বং তদঙ্গানি ত্বং যজ্ঞপুরুষো হরে ! ।

সূর্যাদয়ো এহাস্তারা নক্ষত্রাণ্যখিলং জগৎ । ২৩ ।

মূর্ত্তামূর্ত্তমদৃশ্যঞ্চ কঠিনং পুরুষোত্তম ! ।

যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বর ! ।

তৎ সৰ্ব্বং ত্বং নমস্তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ । ২৪ ।

পরাশর উবাচ ।

এবং সংস্কৃত্যমানস্ত পৃথিব্যা পৃথিবীধরঃ ।

সামস্বর-ধনিঃ শ্রীমান্ জগজ্জ পরিষর্যরম্ । ২৫ ।

ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং স্বদংষ্ট্রয়া

মহাবরাহঃ স্ফুটপদ্মলোচনঃ ।

রসাতলাদুৎপলপত্রসম্মিভঃ

সমুণ্খিতো নীল ইবাচলো মহান্ । ২৬ ।

পড়ে ! তুমি পবাপরস্বরূপ, বিশ্বস্বরূপ ও পাপস্পর্শ পরিশূন্য ; তোমার জয় হউক । হে হরে ! তুমিই যজ্ঞ, তুমিই বশট্কার, (যাগের মন্ত্র) তুমিই ওঙ্কার, তুমিই হতাশন, ২২ তুমিই চতুর্বেদ, তুমিই বেদাঙ্গ, তুমিই যজ্ঞপুরুষ, তুমিই সূর্যাদি, তুমিই গ্রহগণ, তুমিই তারা, তুমিই নক্ষত্রসমূহ ও তুমিই অখিল জগৎস্বরূপ হইতেছ । ২৩ হে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ! এক্ষণে কঠিন, মূর্ত্তিমান্ বা মূর্ত্তিশূন্য কিংবা অদৃশ্য যে যে বস্তুর নাম উল্লিখিত হইল, অথবা যাহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তৎসমুদায় তোমারই স্বরূপ হইতেছে ; অতএব তোমাকে নমস্কার, ভূয়োভূয়ো তোমাকে নমস্কার । ২৪

পরাশর কহিলেন । পৃথিবীধর বরাহরূপী শ্রীমান্ বিষ্ণু এই রূপে পৃথিবী কর্তৃক সংস্কৃত্যমান হইয়া সামবেদের স্বর দ্বারা ঘর্ঘর রবে গজ্জন করিতে লাগিলেন । ২৫ অনন্তর উৎপলপত্রের ন্যায় নীলবর্ণ প্রফুল্ল-কমল-লোচন সেই মহাবরাহ স্বীয় দংষ্ট্রী দ্বারা রসাতল হইতে পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নীলবর্ণ মহাভূধরের ন্যায় উথিত হই-

উত্তিষ্ঠতা তেন মুখানিলাহতং
 তৎ-সংপ্লবাস্তো জনলোকসংশ্রয়ান্ ।
 প্রক্ষালয়াগাস হি তান্ মহাদ্যুতীন
 সনন্দনাদীনপকল্যুযান্ মুনীন্ । ২৭ ।
 প্রযান্তি তোয়ানি ক্ষুরাগবিক্ষতে
 রসাতলেহধঃ ক্লত-শব্দসম্ভৃতি ।
 শ্বাসানিলাস্তাঃ পরতঃ প্রযান্তি
 সিদ্ধা জনে যে নিয়তং বসন্তি । ২৮ ।
 উত্তিষ্ঠতস্তস্য জলাদ্রকুক্ষে-
 মহাবরাহস্য মহীং বিধার্য্য ।
 বিধ্বংস্তো বেদময়ং শরীরং
 রোমান্তরস্থা মুনয়ো জুষন্তি । ২৯ ।
 তং তুষ্টু বৃন্তোষপরীত-চেতসো
 লোকে জনে যে নিবসন্তি যোগিনঃ ।

লেন ।^{১৩} রসাতল হইতে সমুখিত সেই মহাবরাহের সম্ভরণ কালে তদীয় মুখানিল দ্বারা আহত ও উৎক্ষিপ্ত মলিল, জনলোকস্থিত নিষ্পাপ মহাদ্যুতি সনন্দন প্রভৃতি মহর্ষিগণকে প্রক্ষালিত করিল ।^{২৭} মহাবরাহের খুরাগ দ্বারা রসাতল বিক্ষত হইলে মহাসমুদ্রের মলিল শব্দ করিতে করিতে সেই ছিদ্র দ্বারা নিম্নে পতিত হইতে আরম্ভ হইল এবং যে সকল সিদ্ধ পুরুষ নিয়ত জনলোকে বাস করেন, তাঁহারা শ্বাসানিল দ্বারা আহত হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন ।^{২৮} অনন্তর যে সময় সেই মহাবরাহ পৃথিবী গ্রহণ পূর্বক জল দ্বারা আদ্রকুক্কি হইয়া উত্থান করিলেন এবং বেদময় শরীর কম্পমান করিতে লাগিলেন, তৎকালে জনলোকবাসী যোগীরা তাঁহার রোম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন ।^{২৯} জনলোকনিবাসী সনন্দন প্রভৃতি

গনন্দনাদা। নতিনম্রকঙ্করা
 ধরাধরং ধীরতরোদ্ধতেক্ষণম্ । ৩০ ।
 জয়েশ্বরানাং পরমেশ ! কেশব !
 প্রভো ! গদাশঙ্খধরাসিচক্রধৃক্ !
 প্রসূতি-নাশ-স্থিতি-হেতুরীশ্বর-
 স্ত্বমেব নান্যৎ পরমঞ্চ যৎ পদম্ । ৩১ ।
 পাদেষু বেদাস্তব যূপদংষ্ট্র !
 দন্তেষু যজ্ঞাশ্চিতয়শ্চ বক্ত্রে ।
 হুতাশজিহ্বাহসি তনুরুহাণি
 দর্ভাঃ প্রভো ! যজ্ঞপুমাংস্ত্বমেব । ৩২ ।
 বিলোচনে রাত্র্যহনী মহাঅন্ !
 সর্কশ্রয়ং ব্রহ্মপদং শিরস্তে ।
 স্ত্রোত্রান্যশেষাণি শটাকলাপো
 ত্রাণং সমস্তানি হবীংষি দেব ! । ৩৩ ।

যোগিগণ সম্ভুক্ত হৃদয় ও প্রণতিহেতু নতশীর্ষ হইয়া স্থির ও বিকসিত
 নয়নে ধরাধারী সেই মহাপরাক্রমে স্তব করিতে লাগিলেন । ৩০

হে প্রভো কেশব ! তুমি শঙ্খ চক্র গদা খড়্গধারী ও ঐশ্বরেরও পর-
 মেশ্বর, তোমার জয় হউক । হে ঐশ্বর ! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের
 হেতু, তুমি ব্যতিরেকে পরম পদ আর কিছুই নাই । ৩১ প্রভো ! চতু-
 র্ভুদ তোমার চরণ স্বরূপ, যূপ তোমার দংষ্ট্রীস্বরূপ, যজ্ঞ তোমার
 দন্তস্বরূপ, চিতি অর্থাৎ অগ্নিস্থল তোমার বক্তৃস্বরূপ, অগ্নি
 তোমার জিহ্বা স্বরূপ, ও দর্ভ তোমার লোম স্বরূপ হইয়াছে অতএব
 তুমিই স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ । ৩২ মহাঅন্ ! রাত্রি ও দিবস তোমার নয়ন
 স্বরূপ, সকলের আশ্রয় ব্রহ্মপদ তোমার উত্তমাজস্বরূপ, বৈষ্ণবাди
 সয়দায় সূক্ত তোমার স্কন্ধকেশর স্বরূপ এবং সমস্ত হব্য তোমার

শুক্লতুণ্ড ! সামস্বরধীরনাদ ! .
 প্রাগুৎশকায়াখিলসত্রসন্ধে ! ।
 পূৰ্বেষ্টধর্মশ্রবণোহসি দেব !
 সনাতনাত্মন ! ভগবন্ ! প্রসীদ । ৩৪ ।
 পদক্রমক্রান্তভুবং ভবন্তম্
 আদিস্থিতিধাক্ষর ! বিশ্বমূর্তে ! ।
 বিশ্বস্য বিদ্বাঃ পরমেশ্বরোহসি
 প্রসীদ নাথোহসি চরাচরস্য । ৩৫ ।
 দংষ্ট্রাণ্যবিন্যস্তমশেষমেতদ্-
 ভূমণ্ডলং নাথ ! বিভাবাতে তে ।
 বিগাহতঃ পদ্মবনং বিলম্বং
 সরোজিনীপত্রমিবোঢ়পঙ্কম্ । ৩৬ ।
 দাবাপৃথিব্যোরতুলপ্রভাব !
 যদন্তরং তদ্ বপুষা তবৈব ।

ঘ্রাণ স্বরূপ ।^{৩৩} ভগবন্ ! যজ্ঞের শুক্ল তোমার তুণ্ডস্বরূপ, সামবেদের
 গীতস্বর তোমার গম্ভীর রবস্বরূপ, প্রাগুৎশ অর্থাৎ অগ্নিশালার
 পূর্বভাগ তোমার কায় স্বরূপ, দ্বাদশাহ প্রভৃতি লয়ুদায় সত্র তোমার
 সন্ধি স্বরূপ, পূর্বে অর্থাৎ স্মার্ত্ত ধর্ম এবং ইষ্ট অর্থাৎ শ্রৌত ধর্ম
 তোমার শ্রবণস্বরূপ, অতএব হে সনাতনাত্মন ! প্রসন্ন হও ।^{৩৪} বিশ্ব-
 মূর্তে ! তুমি পাদ নিক্ষেপ দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছ, আমরা
 তোমাকে বিশ্বের জনক ও পালকরূপে জ্ঞাত আছি ; তুমি অব্যয়
 পরমেশ্বর ও স্বাবর জঙ্গম সকলেরই নাথ ; তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন
 হও ।^{৩৫} নাথ ! তোমার দংষ্ট্রাণ্যে বিন্যস্ত এই সমুদায় ভূমণ্ডল, পদ্ম
 বনে অবতীর্ণ করিরাজের দস্তাণ্যে সংলগ্ন পঙ্কসমেত পদ্মপত্রের ন্যায়
 প্রতীয়মান হইতেছে ।^{৩৬} বিভো ! স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে স্থান

ব্যাণ্ডং জগদ্ব্যাপ্তিসমর্থদীপ্তে !

হিতায় বিশ্বস্য বিভো ! ভব ত্বম্ । ৩৭ ।

পরমার্থস্বমেবৈকো নান্যোহস্তি জগতঃ পতে ! ।

তবৈষ মহিমা যেন ব্যাণ্ডমেতচ্চরাচরম্ । ৩৮ ।

যদেতদ্দৃশ্যতে মূর্তমেতদ্ জ্ঞানাত্মনস্তব ।

ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ । ৩৯ ।

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ ।

অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে । ৪০ ।

যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেহখিলং জগৎ ।

জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর ! ।

প্রসীদ সৰ্ব ! সৰ্ব্বাত্মন ! তবায় জগতামিমাম্ ।

উদ্ধরৌর্কীৰ্মমেয়াত্মন ! শং নো দেহ্যজলোচন ! ৪২ ।

আছে, তাহা তোমারই শরীর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে ; অতএব তোমার প্রভাব অসীম। তোমার দীপ্তি দ্বারা সমুদায় জগৎগুল পরিব্যাপ্ত হইতেছে, অধুনা তুমি বিশ্বের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হও ।^{৩৭} জগৎপতে ! এক তুমিই পরমার্থ স্বরূপ, অন্য আর কেহই নাই । তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ।^{৩৮} তুমি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, পরন্তু জগৎরূপ এই যে তোমার মূর্তি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল অযোগী ব্যক্তিরা অবিদ্যা প্রভাবেই ভ্রান্তি দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকে ।^{৩৯} এই সমস্ত চরাচর জগৎ জ্ঞানময়। অজ্ঞান ব্যক্তিরা এই মোহময় সংসার সাগরে পতিত ও ভ্রান্ত হইয়া ইহাকে প্রকৃত বস্তুরৎ দর্শন করে ।^{৪০} হে পরমেশ্বর ! যাঁহারা বেদ বেদান্তাদিতে কৃতবিদ্যা ও জ্ঞানী হইয়া বিশুদ্ধচেতা হইয়াছেন, তাঁহারা এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ও জ্ঞানময় দেখিয়া থাকেন ।^{৪১} হে সৰ্ব্বাত্মন ! অমেয়াত্মন ! অজলোচন সৰ্ব ! প্রসন্ন হও, জগৎ উৎপাদনের নিমিত্ত এই পৃথি

সত্ত্বোদ্ভিক্তোহসি ভগবন্ ! গোবিন্দ ! পৃথিবীমিমাম্ ।
সমুদ্রর ভবায়ৈশ ! শং নো দেহ্যজ্জলোচন ! । ৪৩ ।
সর্গপ্রতিভবতো জগতামুপকারিণী ।
ভবত্রেয়া নমস্তেহস্ত শং নো দেহ্যজ্জলোচন ! । ৪৪ ।

পরশর উবাচ ।

এবং সংস্কৃত্যমানোহথ পরমাত্মা মহীধরঃ ।
উজ্জহার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং ন্যস্তবাংশ্চ মহার্গবে । ৪৫ ।
তস্যোপরি সমুদ্রস্য মহতী নৌরিব স্থিতা ।
বিততত্বাক্ষ দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্রবন্ । ৪৬ ।
ততঃ ক্ষিতিং সমাং ক্রুত্বা পৃথিব্যাং সোহচিনোক্ষিরীন্ ।
যথাবিভাগং ভগবাননাদিঃ পরমেশ্বরঃ । ৪৭ ।
প্রাক্সর্গদক্ষানখিলান্ পর্বতান্ পৃথিবীতলে ।
অমোঘেন প্রভাবেণ সমজ্জামোঘবাঞ্জিতঃ । ৪৮ ।

বীকে উদ্ধার কর ; হে কমললোচন ! আমাদের মঙ্গল কর ।^{১২}
ভগবন্ গোবিন্দ ! তুমি সমুদ্রাবলম্বী হইতেছ ; তুমি জগতের সৃষ্টির
নিমিত্ত এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর ; হে কমললোচন ! আমাদের
মঙ্গল কর ।^{১৩} তোমার এই সৃষ্টিকরণে প্রকৃতি জগতের উপকারিণী
হউক, হে কমললোচন ! তোমাকে নমস্কার ; তুমি আমাদের মঙ্গল
কর ।^{১৪}

পরশর কহিলেন, অনন্তর পরাধারী পরমাত্মা পরমেশ্বর এইরূপে
সংস্কৃত্যমান হইয়া তৎক্ষণাৎ পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া মহার্গবে স্থাপন
করিলেন ।^{১৫} সেই মহাসমুদ্রের উপরিভাগে পৃথিবী নৌকার ন্যায়
ভাসিতে লাগিল, অতিশয় বিস্তৃত বলিয়া মগ্ন হইল না ।^{১৬} অনন্তর
অনাদি ভগবান্ পরমেশ্বর পৃথিবী-পৃষ্ঠ সমভূমি করিয়া তাহাতে যথা-
স্থানে পর্বত সকল স্থাপন করিলেন ।^{১৭} যে সকল ভূপৃষ্ঠস্থ পর্বত পূর্ব
কপ্পে দক্ষ ও ভ্রম্মাবশেষ হইয়াছিল, সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর অমোঘ

ভূবিভাগং ততঃ কৃত্বা সপ্তদ্বীপং যথাতথম্ ।
 ভূবাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পূর্ববৎ সমকম্পায়ৎ । ৪৯।
 ব্রহ্মরূপধরো দেবস্ততোহসৌ রজসা বৃতঃ ।
 চকার সৃষ্টিং ভগবাংশ্চতু-র্কভ্রুধরো হরিঃ । ৫০।
 নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্মণি ।
 প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তিযঃ । ৫১।
 নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষ্যতে ।
 নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ ! স্বশক্ত্যা বস্ত বস্ততাম্ । ৫২।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

প্রভাগ দ্বারা তৎসমুদায় পুঙ্খার্জার সৃষ্টি করিলেন ।^{৪৮} অনন্তর তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে যথাযথ বিভাগ করিয়া এই ভূলোকেয় ন্যায় ভূব, স্বর্গ, পাতাল এবং মহলৌকিকও পূর্ববৎ সৃষ্টি করিলেন ।^{৪৯} পরে সেই ভগবান্ হরি, রজোমুণাবলম্বী দেব চতুর্মুখ হইয়া সৃষ্টি করিতে প্ররম্ভ হইলেন ।^{৫০} পরন্তু তিনি সৃজ্য পদার্থের সৃষ্টি করণ বিষয়ে নিমিত্ত মাত্র হইয়া থাকেন, কারণ সৃজ্যশক্তি অর্থাৎ সমুদায় জন্য পদার্থের পরিণাম শক্তিই প্রধান কারণ ।^{৫১} হে তপোধন ! সমুদায় বস্তুর পরিণামোন্মুখত্বরূপ স্বীয় অসাধারণ শক্তি দ্বারাই বস্তুর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্থূল জগৎ-প্রপঞ্চ রূপে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে (অকুরোৎপত্তি সময়ে ব্রহ্মী প্রভৃতির ন্যায় স্বয়ম্ভূরূপ) একমাত্র নিমিত্ত কারণ ব্যতীত আর কিছুই অপেক্ষা করে না ।^{৫২}

বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ চতুর্থ
 অধ্যায় সমাপ্ত ।



বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রথমোঃশ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

যথা। সসজ্জ দেবোহসৌ দেবষিপিভূদানবান্ ।
মনুষ্য-তির্য্যগ্-ব্রহ্মাদীন্ ভূ-বোম-সলিললোকসঃ ॥ ১ ॥
যদানুগং যৎস্বরূপঞ্চ যৎস্বভাবং জগদ্ দ্বিজ ! ।
সর্গাদৌ সৃষ্টবান্ ব্রহ্মা তন্ যমাচক্ষু তত্ত্বতঃ ॥ ২ ॥
পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয় ! কথ্যামোষ, শৃণু সুসমাहितঃ ।

যথা। সসজ্জ দেবোহসৌ দেবাদীনখিলান্ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন । হে দ্বিজ ! সৃষ্টির আরম্ভে সেই দেব ব্রহ্মা, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দানবগণ, মনুষ্যগণ, তির্য্যক্ জাতি, উদ্ভিদ ও অন্যান্য সমুদায় ভূচর, খেচর এবং জলচরদিগকে বেরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জগতের মধ্যে বাহার যে গুণ, বাহার যে স্বরূপ ও বাহার যে স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে বল ।^১ পরশর কহিলেন, সেই প্রভু দেব ব্রহ্মা বেরূপে দেবাদি সমুদায় জীবগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি,

সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিসু যথা পুরা ।
 অবুদ্ধিপূৰ্ব্বকঃ সৰ্গঃ প্রাদুৰ্ভূতস্তমোময়ঃ ॥ ৪ ॥
 তমো মোহো মহামোহস্তামিশ্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিততঃ ।
 অবিদ্যা পঞ্চপৰ্ব্বৈষা প্রাদুৰ্ভূতা মহাত্মনঃ ॥ ৫ ॥
 পঞ্চধাবস্থিতঃ সৰ্গো ধ্যায়তোহপ্রতিবোধবান্ ।
 বহিরন্তোহপ্রকাশশ্চ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ ॥ ৬ ॥
 মুখা নগা যতশ্চোক্তা মুখ্যসৰ্গস্ততস্তুয়ম্ ।
 তং দৃষ্ট্বাহসাম্বকং সৰ্গমমন্যদপরাং পুনঃ ॥ ৭ ॥

অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ।* ব্রহ্মা সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতেছেন
 এমত সময় পূৰ্ব্বপূৰ্ব্ব কল্পের আরম্ভে যেৰূপ হইয়াছিল তাহার
 ন্যায় তাঁহার অবুদ্ধি পূৰ্ব্বক অর্থাৎ অনবধানতানিবন্ধন অবিদ্যার
 সৃষ্টি হইল ।† তম, মোহ, মহামোহ, তামিশ্র ও অন্ধতামিশ্র
 এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যা* সেই মহাত্মা হইতে প্রাদুৰ্ভূত হয় ।‡
 অনন্তর ব্রহ্মার চিন্তা দ্বারা (অতাস্ত তমোময় রূক্ষ লতা বীৰ্য্যং গুলু
 ত্বং এই) পঞ্চপ্রকার স্থাবর সৃষ্টি হইল । ইহারা স্মীয় অস্তিত্ব জ্ঞান-
 শূন্য। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ে এবং সুখদুঃখা-
 দিরূপ আন্তরিক বিষয়ে বোধ রহিত ও মূঢ়স্বভাব ।§ প্রজাপতি
 যখন সৃষ্টি করেন, তখন এই সমস্ত স্থাবর, সৃষ্টির মুখস্বরূপ হয়
 বলিয়া ইহারা মুখ্য শব্দে ও ইহাদের সৃষ্টি মুখ্যসৃষ্টি শব্দে
 অভিহিত হইয়া থাকে ।—

* জীবগণ সৃষ্টি হইলেও অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ার ব্যতিরেকে তাহাদের দেহে কর্তৃত্ব
 োক্তাদি থাকে না, এ জন্য সৃষ্টিকালে আবশ্যক আবশ্যকতা হয় । তমো দ্বারা
 দেহাদিতে অস্বাভিমান হয় । মোহদ্বারা শরীরে সত্যিক বিষয়ে অর্থাৎ পুত্রাদির্ভে
 প্রভুত্বা তমান হইয়া থাকে, মহামোহ দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়ে
 ভোগলুপ্সা আছে । বিষ্ণু ভোগের ব্যাঘাত হইলে তামিশ্র দ্বারা জ্ঞানের উদয় হয় ।
 অন্ধতামিশ্র দ্বারা শরীর ও ভোগ্য বিষয় রূপে মনোনিবেশ হইয়া থাকে ।

তস্যাভিধায়তঃ সর্গঃ তিৰ্য্যাক্সোতাত্ত্ববৰ্ত্তত ।

যস্মাৎ তিৰ্য্যাক্ প্রবৃত্তঃ স তিৰ্য্যাক্সোতাত্ত্বতঃ স্মৃতঃ ॥৮॥

পঞ্চাদয়ন্তে বিখ্যাতা-স্তমঃপ্রায়া হাবেদিনঃ ।

উৎপথগাহিণৈশ্চব তেহজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ ॥ ৯ ॥

অহঙ্কৃতা অহম্মানা অষ্টাবিংশদ্বধ্যাকৃতাঃ ।

অন্তঃপ্রকাশন্তে সর্বৈ আবৃত্তাশ্চ পরম্পরম ॥ ১০ ॥

—অনন্তর ব্রহ্মা স্বাবরগণকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অনুপযোগী দেখিয়া অন্য প্রকার সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ।^১ তাঁহার অন্যবিধ সৃষ্টি চিন্তা কালে তিৰ্য্যাক্সোত উৎপন্ন হইল । তিৰ্য্যাক্ জাতি আহার বিহারে যথেষ্টাচারী বলিয়া তিৰ্য্যাক্সোত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ।^২ তিৰ্য্যাক্ শব্দে বিখ্যাত পশুপক্ষি প্রভৃতি তমঃপ্রায় অর্থাৎ সমধিক তনোয়ুগ বিশিষ্ট এবং অবৈদী অর্থাৎ অনুসন্ধান রহিত । ইহারা উৎপথগামী অর্থাৎ ভ্রম্যভ্রম্য গম্যাগম্য প্রভৃতি বিবেচনা বিহীন এবং অজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানে প্রকৃত জ্ঞানাত্মিনী^৩ ইহাদের কার্য ও জ্ঞান অহঙ্কার পূর্ণ । ইহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার বধ * অর্থাৎ বৈকল্য বিশিষ্ট । ইহারা অন্তঃপ্রকাশ ও পরস্পর আবৃত অর্থাৎ ইহাদের ভাবোদয় হইলেও পরস্পর প্রকাশ করিতে পারে না ।^৪

* বধবতঃ কুষ্টিতা, অন্ধতা, জড়তা, অজিজ্ঞতা, মৃকতা, কুণ্ঠিতা, পল্লতা, ক্লীবতা, উদাবর্ত্ত, মলতা এই একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয় বিপর্যয় । প্রকৃতি-ভুষ্টি, উপাদান-ভুষ্টি, কাল-ভুষ্টি, ভাগ্য-ভুষ্টি, এই চারিপ্রকার আধ্যাত্মিক ভুষ্টি ।

বাহ্য ভুষ্টি পাঁচ প্রকার । ধর্মোপার্জিত বিষয়ে মহাকষ্ট দেখিয়া যে বিষয় বৈরাগ্য জন্মে, তাহার নাম পাব ও প্রথম ভুষ্টি । উপার্জিত ধন পছে ভূপাতি দায়াদ চৌর প্রভৃতি দ্বারা হৃত বা অগ্নি জলাদি দ্বারা বিমর্ষিত হয়, এই ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক থাকিতে হয়, স্তব্রতা উপার্জিত ধন একা কথিতেও মহাক্লেশ । এই ক্লেশ দেখিয়া যে বিষয় বৈরাগ্য জন্মে, তাহার নাম স্তব ও দ্বিতীয় ভুষ্টি । অনেক ক্লেশে যে ধন উপার্জিত

ভগ্ন্যসাধকং যত্রা ধ্যায়তোহন্যস্ততোহিবৎ ।

উর্দ্ধ্বশ্রোতাস্তৃতীয়স্ত সাত্ত্বিকোর্দ্ধমবত্তত । ১১ ॥

তে সুখপ্রীতি-বহুলা বহিরন্তস্তদ্ব্যনুরতাঃ ।

প্রকাশা বহিরন্তশ্চ উর্দ্ধ্বশ্রোতোভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা তিথ্যক জাতিকেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অমুপযোগী দেখিয়া অন্যবিধ সৃষ্টির চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সমধিক সুখ ও প্রকাশাদি বিশিষ্ট উর্দ্ধ্বশ্রোত অর্থাৎ অমৃতাদি দর্শন মাঝে যাঁহাদের তৃপ্তি হয়, তাহারা দেবগণ সৃষ্ট হইলেন ।^{১১} দেবগণ সাত্ত্বিক স্বক্টি বলিয়া তাঁহাদের বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জনিত সুখ ও তজ্জনিত প্রীতির পরিমাণ অধিক । তাঁহারা বাহ্য অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ে

হয় তাহা ভোগ করিতে করিতে নিঃশেষ হইয়া যায় । ইহা চিন্তা করিয়া যে বিষয়-বৈরাগ্য আছে, তাহার নাম পারাপান ও তৃতীয় তৃষ্টি । যত বিষয় ভোগ করা যায়, ভোগ বাসনা ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ভোগ্য বস্তু না পাইলে বিষয়ী ব্যক্তিব সাত্ত্বিক রোগ হয় ; ইহা চিন্তা করিয়া যে বিষয় বৈরাগ্য আছে, তাহার নাম অন্ততমাত্ত ও চতুর্থ তৃষ্টি । অন্য প্রাণীকে কষ্ট না দিয়া অর্গোপার্জন হওয়া লুকটিন, স্তবৎ উপার্জন বিষয়ে হিংসা দি দোষ দর্শনে যে বিষয় বৈরাগ্য আছে, তাহার নাম উত্তমাত্ত ও পঞ্চম তৃষ্টি । এই রূপে তৃষ্টি নয় প্রকার, স্তবরাং তৃষ্টিবিপর্যায়ও নয় প্রকার হইয়া থাকে । সিদ্ধি আট প্রকার । গুরুত্বের অধ্যায় বিদ্যার উপদেশ গ্রহণের নাম স্তাব ও অধ্যয়ন সিদ্ধি । অধ্যায় বিদ্যার ভাৎপর্য্য গ্রহণের নাম স্তাব ও পদ সিদ্ধি । আগমের অবিরুদ্ধ তর্কদ্বারা যে অধ্যায়বিদ্যার পবীক্ষা, তাহার নাম ঐহ সিদ্ধি, মমম ও তারতার । তর্কদ্বারা স্বয়ং পরীক্ষিত বিষয় অন্য তত্ত্ব ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিবার নিমিত্ত যে গুরু শিষ্য বা সন্ন্যাসচাণী প্রাপ্তি, তাহার নাম স্তবপ্রাপ্তি ও সন্ন্যাস সিদ্ধি । চিন্তা শুদ্ধির নাম দান সিদ্ধি ও সন্ধ্যামুদিত সিদ্ধি । আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ নিবৃত্ত হইলে যে ত্রিবিধ সিদ্ধি হয়, তাহা প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান সিদ্ধি একে অভিহিত হইয়া থাকে । এই রূপে সিদ্ধি আট প্রকার, স্তবরাং সিদ্ধি বিপর্যায়ও আট প্রকার হয় । ইন্দ্রিয় বিপর্যায় ১১ প্রকার, তৃষ্টি বিপর্যায় ৯ প্রকার, সিদ্ধি বিপর্যায় ৮ প্রকার, সমুদায়ে ২৮ প্রকার বিপর্যায় । তিথ্যক শ্রোত ২৮ প্রকার বিপর্যায় বিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

তুষ্ঠাঅনন্তৃতীয়স্ত দেবমর্গস্ত স স্মৃতঃ ।

তন্নির্নসর্গেহভবৎ প্রীতিনির্দ্বাপ্নে ব্রহ্মণস্তদা ॥ ১৩ ॥

ততোহন্যং স তদা দধৌ সাধকং সর্গমুক্তমন্ ।

অসাধকাংস্ত তান্ জ্ঞাত্বা মুখ্যসর্গাদিসম্ভবান্ ॥ ১৪ ॥

তথাভিধায়তস্তস্য সত্যাভিধায়িনস্ততঃ ।

প্রাদূর্ভূত্ব চাব্যক্তাদর্শাক্ষোতস্ত সাধকম্ ॥ ১৫ ॥

যস্মাদর্শাক্ষ প্রবর্তন্তে ততোহর্শাক্ষোতসস্ত তে ।

তে চ প্রকাশ-বহুলা-স্তমোদ্রিক্তা রজোহধিকাঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ তে দুঃখবহুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ ।

প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকশ্চ তে ॥ ১৭ ॥

ও আন্তরিক অর্থাৎ মূখ ভোগাদি বিষয়ে অনারত, কারণ তাঁহারা বাহ্য ও আন্তরিক উভয় বিষয়েই প্রকাশবান্ ।^{১৩} এই সকল দেব-সৃষ্টির নাম তুষ্ঠাঅক ও তৃতীয় সৃষ্টি। এই তৃতীয় সৃষ্টি সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মা সাতিশয় প্রীত হইলেন ।^{১৪} অনন্তর ব্রহ্মা মুখ্য সৃষ্টি প্রভৃতিতে সম্মুত উদ্ভিদ প্রভৃতিকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে অনুপযোগী দেখিয়া উদ্দেশ্যসাধক অন্যবিধ উত্তম সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিলেন ।^{১৫} সত্যসঙ্কল্পে ব্রহ্মা তাদৃশ সৃষ্টির চিন্তা করিতেছেন এমন সময়, প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির প্রধান সাধন অর্শাক্ষোত (বাহ্যার গলাধঃকরণ দ্বারা আহার করে) তথাবিধ মনুষ্য প্রাদূর্ভূত হইল ।^{১৬} মনুষ্যগণ অধঃপ্রবর্তি আহার দ্বারা জীবন ধারণ করে, এই জন্য তাহাদের নাম অর্শাক্ষোত। ইহারা বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ে বহুলাংশে প্রকাশবান্, তমোগুণাশ্রিত ও সমধিক রজোগুণ সম্পন্ন ।^{১৭} ইহারা তমোগুণাশ্রিত বলিয়া সাতিশয় দুঃখভাগী এবং সমধিক রজোগুণাবলম্বী হওয়াতে ভূয়োভূয় কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে । এই মনুষ্যগণ বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ে অনারত এবং সম্পর্ন

ইত্যেতে কথিতাঃ সর্গাঃ ষড়ত্র মুনিসত্তম ! ।

প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্ত্ব সঃ ॥ ১৮ ॥

তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়শ্চ ভূতসর্গস্ত্ব স স্মৃতঃ ।

বৈকারিকস্তৃतीयস্ত্ব সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যেব প্রাকৃতঃ সর্গঃ সত্ত্বভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ ।

মুখ্যাসর্গশ্চতুর্থস্ত্ব মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ । ২০ ॥

তির্য্যাক্স্রোতাস্ত্ব যঃ প্রোক্তশ্চৈশ্বর্যাগোপ্যঃ স উচ্যতে ।

উর্দ্ধ্বস্রোতাস্ত্বতঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্ত্ব স স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥

ততোহর্স্রাক্স্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষ্যঃ ।

অষ্টমোহনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসশ্চ সঃ ॥ ২২ ॥

পঞ্চমেতে দৈবকৃতাঃ সর্গাঃ, প্রাকৃতাস্ত্ব ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ।

প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥

রূপে সৃষ্টির উদ্দেশ্যসাধক ।^{১৭} মহর্ষে! এই ছয় প্রকার সৃষ্টি বিষয় কথিত হইল। প্রথম পরমেশ্বর হইতে মহত্ত্বের সৃষ্টি হয়।^{১৮} দ্বিতীয় তন্মাত্রা সৃষ্টি, ইহা ভূতসৃষ্টি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। তৃতীয় বৈকারিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধিনী সৃষ্টি।^{১৯} বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি এই তিন প্রকার। ইহার নাম প্রাকৃত সৃষ্টি। চতুর্থ মুখ্য সৃষ্টি। উদ্ভিদগণের নাম মুখ্য।^{২০} পঞ্চম তির্য্যাক্স্রোতের সৃষ্টি। পশু পক্ষি প্রভৃতি তির্য্যাক্স্রোতের সৃষ্টি।^{২১} তির্য্যাক্স্রোত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ উর্দ্ধ্বস্রোত অর্থাৎ দেবগণের সৃষ্টি।^{২২} সপ্তম অর্স্রাক্স্রোত অর্থাৎ মানুষাদিগণের সৃষ্টি। অষ্টম সাত্ত্বিক ও তামস অনুগ্রহ সৃষ্টি, অর্থাৎ সাত্ত্বিক ও তামস উভয় স্বভাবাপন্ন অংশ-বিধ দেবসৃষ্টি।^{২২} মুখ্যসর্গ প্রভৃতি বৈকৃত অর্থাৎ বিকৃত বিষয়ক সৃষ্টি পাঁচ প্রকার। প্রাকৃত সৃষ্টি, অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধিনী সৃষ্টি তিন প্রকার। কৌমার সৃষ্টি নবম সৃষ্টি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কৌমার সৃষ্টি দুই

ইতোতে বৈ সমাধাতা নব সর্গাঃ প্রজাপতেঃ ।

প্রাকৃত্য বৈরুতাশ্চৈব জগতো মূলহেতবঃ ।

সৃজতে। জগদীশস্য কিমনাং শ্রোতুমিচ্ছসি ? ॥ ২৪ ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

সংক্ষেপাং কথিতঃ সর্গো দেবাদীনাং মুনৈ ! স্বয়া ।

বিস্তরাং শ্রোতুমিচ্ছসি ত্বতো মুনিবরোত্তম ! ॥ ২৫ ॥

পরশর উবাচ ।

কর্মভির্ভাবিতাঃ পূর্বেঃ কুশলাকুশলৈস্ত্ব তাঃ ।

ধাত্যা তয়া হানিমুক্তাঃ সংহারে হ্যুপসংহতাঃ ॥ ২৬ ॥

স্বাবরান্তাঃ সুর্য্যদ্যাস্ত্ব প্রজা ব্রহ্মংশচতুর্বিধাঃ ।

ব্রহ্মণঃ কুর্ষতঃ সৃষ্টিং জজিরে মানসাস্ত্ব তাঃ ॥ ২৭ ॥

প্রকার ; প্রাকৃত ও বৈকৃত * ১০ এই তোমাকে প্রজাপতির নয় প্রকার সৃষ্টির বিষয় कहিলাম । এই নববিধ সৃষ্টির মধ্যে কতক প্রাকৃত ও কতক বৈকৃত । ইহারাই সমুদায় জগতের মূল কারণ । এক্ষণে জগদীশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে আর কি শুনিতে অভিলাষ কর ১১ মৈত্রেয় कहিলেন । মহর্ষে ! আপনি দেবাদির সৃষ্টি সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন । আমি আপনকার নিকট ইহা বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি ১২ পরশর कहিলেন । ব্রহ্ম ! প্রজাপতি যখন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে তাঁহার ইচ্ছা মাত্রই দেবগণ, মনুষ্যগণ, ত্রিযুক্ত জাতি ও স্বাবরগণ এই চতুর্বিধ প্রজা সমুৎপন্ন হইল ; ১৩ কারণ তাহার প্রথম কালে সংহারপ্রাপ্ত হইলেও সংস্কার রূপে স্থিত স্বীয় কর্মানুসারিণী বুদ্ধি কর্তৃক বিবর্জিত হয়

* কৌমার সৃষ্টির মধ্যে রূদ্র সৃষ্টি প্রাকৃত, কারণ তিনি স্বয়ংই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন এবং সমস্কুমার প্রভাবের সৃষ্টি বিবর্তিতাব্যাপার রক্ষা কর্তৃক রূত হওয়াতে বৈকৃত সৃষ্টিরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।

ততো দেবাস্থরপিতৃন্মানুষাংশ্চ চতুর্কয়ম্ ।
 সিস্কুরস্তাংস্যোতানি স্বমাত্মানমযুজৎ ॥ ২৮ ॥
 যুক্তান্নস্তমোগাত্রা উদ্ভিক্তাভূৎ প্রজাপতেঃ ।
 সিস্কোজ্জঘনাৎ পূৰ্ব্বমস্থুরা জজিহ্নে ততঃ ॥ ২৯ ॥
 উৎসসজ্জ ততস্তান্ত তমোগাত্রাশ্লিকাং তনুম্ ।
 সা তু তান্না ততস্তেন মৈত্রেয়াভূদ্বিভাবরী ॥ ৩০ ॥
 সিস্কুরন্যাদেহস্থঃ প্রীতিমাপততঃ স্থরাঃ ।
 সস্বোদ্ভিক্তাঃ সমুদ্ভূতা মুখতো ব্রহ্মণো দ্বিজ ! ॥ ৩১ ॥
 তান্না সা তু তনুস্তেন সত্বপ্রায়ম্ভূদ্দিনম্ ।
 ততো হি বলিনো রাত্রাবস্থুরা দেবতা দিবা ॥ ৩২ ॥
 সত্বমাত্রাশ্লিকামেব ততোহন্যাং জগৃহে তনুম্ ।

না এবং পূৰ্ব্ব জন্মের সংকৰ্ম্ম ও অসংকৰ্ম্ম জনিত শুভাচর্য্য এবং দূরদৃষ্ট
 ঈশ্বর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না ।^{২৬} অনন্তর ব্রহ্মা অস্ত্রো
 নামে বিখ্যাত দেবগণ, পিতৃগণ, অস্থরগণ ও মানুষ্যগণ এই চতুর্কিধ
 প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া আত্মাতে মনঃসমাদান করি-
 লেন^{২৭} এবং সেই সৃষ্টিতে প্ররক্ত হইবার সময় পূৰ্ব্ব সংস্কার
 বশত তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করাতে প্রথমত তাঁহার জঘন স্থল
 হইতে অস্থরগণ উৎপন্ন হইল।^{২৮} তৎপরে তিনি তমোময় ভাব পরি-
 ত্যাগ করিলেন । মৈত্রেয় ! সেই তমোভাব পরিত্যক্ত হইয়া রাজি
 রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল।^{২৯} অনন্তর তিনি অন্যভাবে আশ্রয়
 পূৰ্ব্বক প্রীতিমান ও সিস্কু হইলে তাঁহার মুখ হইতে সত্বগুণান্বিত
 দেবগণ উৎপন্ন হইলেন।^{৩০} তখন তিনি সত্বপ্রায় অর্থাৎ প্রব-
 শাস্মক ভাব পরিত্যাগ করিলে তাহা দিবস রূপে পরিণত হইল ।
 এইকারণে অস্থরগণ রাত্রি কালে ও দেবগণ দিবাভাগে প্রবল হইয়া
 থাকেন।^{৩১} অনন্তর তিনি পিতার ন্যায় সম্মানিত হইয়া অন্যবিধ

পিতৃবন্দন্যমানস্য পিতরন্তস্য জজ্ঞিরে ॥ ৩৩ ॥
 উৎসসর্জ পিতৃন্ সৃষ্ট্বা ততস্তামপি স প্রভুঃ ।
 সা চোৎসৃষ্ট-হভবৎ সক্ষ্যা দিননক্তান্তরস্থিতিঃ ॥ ৩৪ ॥
 রজোমাত্রাঙ্গিকামন্যাং জগৃহে স তনুং ততঃ ।
 রজোমাত্রোৎকর্টা জাতা মনুষ্যা দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩৫ ॥
 তামপ্যাশু স ততাজ তনুং সদ্যঃ প্রজাপতিঃ ।
 জ্যোৎস্না সমভবৎ সাপি প্রাক্সক্ষ্যা যাতিধীয়তে ॥ ৩৬ ॥
 জ্যোৎস্নায়ামেব বলিনো মনুষ্যাঃ পিতরন্তথা ।
 মৈত্রেয় ! সক্ষ্যাসময়ে তস্মাদেতে ভবন্তি বৈ ॥ ৩৭ ॥
 জ্যোৎস্না রাত্রাহনী সক্ষ্যা চত্বার্ষ্যোতানি বৈ প্রভোঃ ।
 ব্রহ্মণস্ত শরীরানি ত্রিগুণোপাশ্রয়ানি তু ॥ ৩৮ ॥
 রজোমাত্রাঙ্গিকামেব ততোহন্যাং জগৃহে তনুং ।
 ততঃ ক্ষুদ্ ব্রহ্মণো জাতা জজ্ঞে কোপস্তয়া ততঃ ॥ ৩৯ ॥

সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিলেন ও তাঁহার উভয় পাশ্বে হইতে পিতৃগণ
 সৃষ্ট হইলেন ।^{৩৩} প্রভু পিতামহ পিতৃগণকে দেখিয়া সেই সাত্ত্বিক
 ভাবও পরিত্যাগ করিলেন এবং ঐ সাত্ত্বিক ভাব দিবারাত্রির মধ্যবর্ত্তী
 সক্ষ্যারূপে প্রকাশিত হইল ।^{৩৪} অনন্তর তিনি রজোগুণ আশ্রয় করিলে
 রজোগুণে উদ্ধত মনুষ্যগণ সৃষ্ট হইল ।^{৩৫} তখন প্রজাপতি
 তৎক্ষণাৎ সেই রাজসিক ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং ঐ রাজসিক
 ভাবও পূর্নসক্ষ্যা নামে বিখ্যাত প্রভাত রূপে পরিণত হইল ।^{৩৬}
 হে মৈত্রেয় ! এই কারণে মানবগণ প্রভাত কালে ও পিতৃগণ সায়াং-
 কালে বলবান্ হইয়া থাকেন ।^{৩৭} প্রাতঃকাল, দিবস, সক্ষ্যা ও
 রাত্রি এই চারিটি প্রভু ব্রহ্মার শরীরস্থ তিন গুণের পৃথক্ পৃথক্ পরি-
 ণামাত্র ।^{৩৮} পরে ব্রহ্মা অন্য প্রকার রজোগুণ আশ্রয় করিলেন ।

ক্ষুৎক্ষামানক্ষকারেহথ সৌহৃদ্বজ্জদ্ ভগবাংস্ততঃ ।
 বিরূপাঃ শ্মশ্রুণা জাতান্তেহভ্যধাবংস্ততঃ প্রভুম্ ॥৪০॥
 মৈবং ভো ! রক্ষ্যতামেষ যৈরুক্তম্ রাক্ষসাস্ত তে ।
 উচুঃ খাদাম ইতান্যে যে তে যক্ষাস্ত জক্ষণাৎ ॥৪১॥
 অপ্রিয়ানথ তান্দৃষ্ট্বা কেশাঃ শীৰ্য্যন্ত বেধসঃ ।
 হীনান্শ শিরসো ভূয়ঃ সমারোহন্ত তচ্ছিরঃ ॥ ৪২ ॥
 সর্পণাৎ তেহভবন্ সর্পা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 ততঃ ক্রুদ্ধো জগৎশ্রষ্টা ক্রোধাত্মনো বিনির্মমে ॥৪৩॥
 বর্নেন কপিশেনোণা ভূতান্তে পিণিতাশনাঃ ।
 ধয়ন্তো গাং সমুৎপন্ন গন্ধর্কাস্তস্য তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৪ ॥

তাহাতে (তাঁহার শরীর হইতে) ক্ষুধার উৎপত্তি হইল এবং ঐ ক্ষুধা
 হইতে কোপ জন্ম গ্রহণ করিল ।^{১০} অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অন্ধ-
 কারে থাকিয়া ক্ষুধাতুর প্রাণিগণের স্রষ্টি করিলেন । ইহারা স্বভা-
 বতই শ্মশ্রুণ ও বিরূপাকার হইয়া পড়িল এবং স্রষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত
 হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল ।^{১১}
 তাহাদের মধ্যে যাহারা কহিল যে অহে ! একরূপ করিও না, ইহাঁকে
 রক্ষা কর, তাহারা রক্ষণ হেতু রাক্ষস নামে প্রথিত হইল । যাহারা
 কহিল ইহাঁকে ভক্ষণ করি, তাহারা জক্ষণ হেতু যক্ষ নামে খ্যাত হইয়া
 পড়িল ।^{১২} অপ্রিয় যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দেখিয়া বিধাতার কেশ
 ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং পুনর্বার তাঁহার মস্তকে যথাস্থানে আরোহণ
 করিল ।^{১৩} তখন সেই কেশগুলি, হীনত্ব অর্থাৎ মস্তক হইতে
 পতন হেতু অহি নামে-এবং সর্পণ অর্থাৎ মস্তকে পুনর্বার গমন হেতু
 সর্প নামে বিখ্যাত সরোষপ রূপ ধারণ করিল । পরে জগৎশ্রষ্টা
 প্রজাপতি ক্রোধাবিষ্ট হওয়াতে ক্রুদ্ধস্বভাব পিঙ্গলবর্ণ পিণিতাশন

পিবন্তো জজিতরে বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তে দ্বিজ ! ।
 এতানি সৃষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা তচ্ছক্তি-নোদিতঃ ॥৪৫॥
 ততঃ স্বচ্ছন্দতোহন্যানি বয়াংসি বয়সোহসৃজৎ ।
 অবয়ো বক্ষসশক্রে মুখতোহজাঃ স সৃষ্টবান্ ॥ ৪৬ ॥
 সৃষ্টবানুদরাদ্ গাশ্চ পার্শ্বাভ্যাঞ্চ প্রজাপতিঃ ।
 পদভ্যামশ্বান্ স মাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্ ॥৪৭॥
 উক্টানশ্চ তরাংশ্চৈব নাক্ষুননাশ্চ জাতয়ঃ ।
 ওষধাঃ ফলমূলিনো রোমভ্যস্তস্য জজিতরে ॥ ৪৮ ॥
 ত্রেতাযুগমুখে ব্রহ্মা কপ্পাসাদৌ দ্বিজৌত্তম ! ।
 সৃষ্টা পশ্চোষধীঃ সমাগ্ যুযোজ স তদাধরে ॥ ৪৯ ॥

নামে প্রচণ্ড প্রাণী সৃষ্ট হইল । অনন্তর তাহার মধুর গান করে, একপ
 গন্ধর্ব্বগণের উৎপত্তি হইল ।^{১০} ১১ ইহার গো অর্থাৎ বাক্যামৃত
 পান করাইতে করাইতে অর্থাৎ সুমধুর গান করিতে করিতে
 জন্মিয়াছিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছে । ভগবান্ ব্রহ্মা
 উক্ত জীবগণের প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্বে জন্মার্জিত পাপ পুণ্য কর্তৃক
 প্রেরিত হইয়াই তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন ।^{১২}

অনন্তর প্রজাপতি স্বচ্ছানুসারে দেহাবস্থা বিশেষ হইতে পক্ষি-
 গণের সৃষ্টি করিলেন । তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে মেঘ, মুখ হইতে
 ছাগ,^{১৩} উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো, পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ,
 শরভ, গবয়, মৃগ^{১৪} উক্ট, অশ্বতর, কৃষ্ণসার ও অন্যান্য বিবিধ পশুজাতি
 সৃষ্ট হইল । ফলমূলশালিনী ওষধিসকল তাঁহার রোম হইতে
 জন্মিল ।^{১৫} হে দ্বিজৌত্তম ! যখন ত্রেতাযুগ আরম্ভ হয়, তৎকালে
 ভগবান্ ব্রহ্মা, কপ্পারস্তুে সৃষ্ট উক্ত সমুদায় পশু ও ওষধিসমূহকে
 গ্রাম্য ও আরণ্য রূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া যজ্ঞার্থে বিনিয়োজিত করি-

গৌরজঃ পুরুষা মেঘা অশ্বা অশ্বতরাঃ খরাঃ ।
 এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহরারণ্যাংশ্চ নির্বোধ মে ॥৫০॥
 শ্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমঃ ।
 উদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ ॥ ৫১ ॥
 গায়ত্রীঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিষুস্তোমং রথন্তরম্ ।
 অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্মমে প্রথমান্ মুখাৎ ॥৫২॥
 যজুঃমি ত্রৈফুভং ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা ।
 রুহং সাম তথোক্তঞ্চ দক্ষিণাদম্ভজন্ মুখাৎ ॥ ৫৩ ॥
 সামানি জগতীছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা ।
 বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাঙ্গম্ভজন্ মুখাৎ ॥ ৫৪ ॥
 একবিংশমথর্কান্ গোমাপ্তোর্গামানমেব চ ।

লেন।^{১০} মনুষ্য, গো, অজ, মেঘ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ, ইহারা
 গ্রাম্য জন্তু । আরণ্য জন্তুর বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।^{১১} শ্বাপদ
 অর্থাৎ বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, দ্বিখুর অর্থাৎ ঘাহাদের খুর খণ্ডিত
 এরূপ গবয় প্রভৃতি জন্তু, হস্তী, বানর, পক্ষী, কূর্ম প্রভৃতি জলীয়
 জন্তু, সর্প গোমাপ ভেক টিকটিকী প্রভৃতি সরীসৃপ (যাহারা বক্র-
 গমন করে) ইহারা বন্য জন্তু মধ্যে পরিগণিত।^{১২}

অনন্তর ব্রহ্মা প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রীছন্দ ঋগ্বেদ, ত্রিষুস্তোম
 অর্থাৎ স্তোত্র সাধন ঋক্ সমুদায়, রথন্তর নামক সামবেদ ও অগ্নি-
 ষ্টোম যাগ এই সমুদায় উৎপাদন করিলেন।^{১৩} পরে তাঁহার দক্ষিণ
 মুখ হইতে যজুর্বেদ, ত্রিফুপ্ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম নামক সামবেদের
 গান, রুহং সাম, ও উক্ত অর্থাৎ সোমসংস্থ যাগ এই সমুদায়
 উদ্ভূত হইল।^{১৪} সামবেদ, জগতী ছন্দ, সপ্তদশস্তোম নামক
 সাম বেদের গান, বৈরূপ নামক সামগান, অতিরাত্র যাগ, ব্রহ্মার
 পশ্চিম মুখ হইতে এতৎ সমুদায়ের উৎপত্তি হয়।^{১৫} একবিংশ-

- অনুষ্ঠুভং স্ বৈরাজম্ উত্তরাদম্ভজন্ মুখাং ॥ ৫৫ ॥
 উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজিরে ।
 দেবাস্থরপিতৃন্ সৃষ্ট্বা মনুষ্যাংশ্চ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৬ ॥
 ততঃ পুনঃ সমজ্জাদৌ স কম্পস্য পিতামহঃ ।
 যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্বাংশ্চৈবাপ্সরসাং গণান্ ॥ ৫৭ ॥
 নরকিম্বররক্ষাংশি বয়ঃপশুহগোরগান্ ।
 অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্ ॥ ৫৮ ॥
 তৎ সমজ্জ তদা ব্রহ্মা ভগবানাদিরুদ্ বিভূঃ । [৫৯ ॥
 • তেষাং যে যানি কৰ্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে ॥
 তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ।
 হিংস্রাহিংস্রে হৃদুকূরে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবতান্তে ।

স্তোম, অথর্ক বেদ, আপ্তোৰ্যাম নামক যাগ, অনুষ্ঠুপ্ ছন্দ ও বৈরাজ
 সাম ইহারা ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।^{৫৫}

এই রূপে ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সৰ্ব্ব প্রকার ভূত
 উদ্ভূত হয়। তিনি উক্ত রূপে দেবগণ অসুরগণ পিতৃগণ ও মনুষ্য-
 গণের সৃষ্টি করিয়া^{৫৬} ঐ কম্পারম্ভেই যক্ষগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ,
 অপ্সরোগণ,^{৫৭} নর অর্থাৎ অশ্বজঘনগণ, কিম্বর অর্থাৎ অশ্বমুখগণ,
 রাক্ষসগণ, পক্ষিগণ, পশুগণ, মৃগগণ, উরগগণ এবং অচিরস্থায়ী
 বা চিরস্থায়ী যে সমুদায় স্থাবর জঙ্গম জীব আছে,^{৫৮} ভগবান্ ব্রহ্মা
 তৎকালে তৎসমুদায় সৃষ্টি করিলেন। এই সকল জীবগণের মধ্যে যে
 জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কম্পে যেক্রপে কৰ্ম্ম করিয়াছিল^{৫৯} সে সৃষ্ট হইবার সময়
 স্বভাবত সেই রূপ কৰ্ম্মই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জগতে কেহ
 হিংস্র, কেহ অহিংসক, কেহ হৃদু, কেহ ক্রূর, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ
 অধার্ম্মিক, কেহ সত্যনিষ্ঠ, কেহ মিথ্যাভাষী হইতেছে; কারণ পূর্ব্ব

তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে ॥৬০॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেষু চ স প্রভুঃ ।

নানাত্বং বিনিয়োগঞ্চ ধাতৈব ব্যসৃজৎ স্বয়ম্ ॥ ৬১ ॥

নামরূপঞ্চ ভূতানাং রূত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্ ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চকার সঃ ॥ ৬২ ॥

ঋষীণাং নামধেয়ানি যথা বেদশ্রুতানি বৈ ।

যথা নিয়োগযোগ্যানি সর্বেষামপি সৌহকরোৎ ॥৬৩॥

যথর্তাবতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্যায়ে ।

দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥ ৬৪॥

সংস্কারানুসারেই ইহার। ভিন্ন ভিন্ন গুণের অধিকারী হয় ও সকলেরই পূর্ব কল্পের স্বীয় গুণ ও ধর্ম্মে অভিরুচি হইয়া থাকে। * সেই বিধা-
তাই অমৃত অন্ন ফল তণ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু সমুদায়ের, জলচর স্থল-
চর প্রভৃতি জীবগণের ও দ্বিপদ চতুষ্পদ ষট্পদ প্রভৃতি শরীর
সমুদায়ের সম্পূর্ণ কৈশ্বর্য; অতএব স্বয়ং তিনিই এই সমুদায় নানা প্রকার
করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন ও তাহাদের প্রত্যেকের পরস্পর পৃথক্ পৃথক্
নানা প্রকার সম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়া দিয়াছেন। * তিনি প্রথমতঃ বেদ
হইতেই দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণের, জগতীস্থ ভূত সমুদায়ের
ও যাবদীয় ক্রিয়াকলাপের নাম, রূপ ও আকৃতি প্রভৃতি নির্দ্ধারিত
করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে নানা প্রকার অবাস্তুর ভাগে বিভক্ত
করিলেন * এবং তিনি বেদ অনুসারে ঋষিদিগের নাম স্থির করিয়া
পূর্ব কল্পানুসারে তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে বিনিযুক্ত করিলেন। *
যেমন পর্য্যায় ক্রমে শীত বসন্ত প্রভৃতি ঋতু কাল উপস্থিত হইলে
তত্ত্বৎকালীয় ফল পুষ্পাদি আবিভূত হইতে দেখা যায়, তাহার ন্যায়,
প্রত্যেক কল্পেই পূর্ব কল্পের ন্যায় সমুদায় বস্তু স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে

করোত্যেবংবিধাং সৃষ্টিং কল্পাদৌ স পুনঃপুনঃ ।
সিসৃক্ষাশক্তি-যুক্তোহসৌ সৃজ্যশক্তিপ্রচোদিতঃ ॥৬৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

আবির্ভূত হইয়া থাকে ।*০ সিসৃক্ষা-শক্তি সম্পন্ন ভগবান্ ব্রহ্মা, সৃজ্য-
শক্তি কর্ত্ত্বক প্রেরিত হইয়া প্রত্যেক কল্পেই পুনঃপুন এইরূপ সৃষ্টি
করিয়া থাকেন ।*১ ।

বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ পঞ্চম

অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

অর্কাক্স্রোতস্ত কথিতো ভবতা যন্ত মানুষঃ ।
ব্রহ্মন্ ! বিস্তরতো জ্জিহ ব্রহ্মা তমসৃজদ্ যথা ॥ ১ ॥
যথা চ বর্ণানসৃজদ্ যদৃগুণাংশ্চ মহামুনে ! ।
যচ্চ তেবাংশ্চ কৰ্ম বিপ্রাদীনাংশ্চ তদুচ্যতান্ ॥ ২ ॥
পরশর উবাচ ।

সত্যাভিধায়িনঃ পূৰ্ব্বং সিস্থক্ষোত্রক্ষণো জগৎ ।
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সত্ত্বোদ্রিত্তা মুখাং প্রজাঃ ॥ ৩ ॥
বক্ষসো রজসোদ্রিত্তা-স্তথা বৈ ব্রহ্মণোহভবন্ ।
রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিত্তাস্তথোরুজাঃ ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন । ব্রহ্মন্ ! আপনি অর্কাক্স্রোত শব্দে অভিহিত
মনুষ্যগণের বিষয় সংক্ষেপে বলিলেন, পরন্তু ব্রহ্মা যে রূপে তাহাদের
সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত রূপে বলুন ।^১ মহর্ষে ! ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ
প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ষাট্শ জাতি, ষাট্শ গুণ ও যেপ্রকার
কৰ্ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহাও ব্যক্ত করুন ।^২ পরশর কহি-
লেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পূর্বে সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতে
অভিলাষী হইলে তাহার মুখ হইতে সমধিক সত্ত্বগুণাবলম্বী
প্রজা,^৩ বক্ষঃস্থল হইতে সমধিক রজোগুণাবলম্বী প্রজা, উরুদেশ

পদ্ম্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সমজ্জ দ্বিজসত্তম ! ।
 তমঃপ্রধানাস্তাঃ সৰ্ব্বাশ্চাতুৰ্বর্ণ্যমিদং ভূতঃ ॥ ৫ ॥
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম ! ।
 পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদাতাঃ ॥ ৬ ॥
 যজ্ঞনিষ্পাত্তয়ে সৰ্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মা চকার বৈ ।
 চাতুৰ্বর্ণ্যং মহাভাগ ! যজ্ঞসাধনমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥
 যজ্ঞৈরাপ্যায়িতা দেবা বৃষ্ট্যুৎসর্গেন বৈ প্রজাঃ ।
 আপ্যায়য়ন্তে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! যজ্ঞাঃ কল্যাণহেতবঃ ॥ ৮ ॥
 নিষ্পাদ্যন্তে নরৈশ্চৈস্তস্ত স্বধৰ্ম্মাভিরতৈস্ততঃ ।
 বিষ্ণুজ্ঞাচরণোপেতৈঃ সন্তিঃ সন্মার্গগামিভিঃ ॥ ৯ ॥
 স্বর্গাপবর্গো মানুষ্যাং প্রাপ্নুবন্তি নরা যুনে ! ।
 যথাভিরুচিতং স্থানং তদ্ যাতি মনুজা দ্বিজ ! ॥ ১০ ॥

হইতে সমধিক রজ ও তমোগুণাবলম্বী প্রজা । এবং পদদ্বয় হইতে
 অবশিষ্ট সমুদায় সমধিক তমোগুণাবলম্বী প্রজা উদ্ভূত হইল ।
 এই কারণেই সেই অবধি বর্ণ চতুষ্টয় হইয়াছে ।^৫ হে দ্বিজবর !
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই ব্রহ্মার মুখ, বক্ষঃস্থল,
 উরু ও চরণ হইতে সমুৎপন্ন ।^৬ মহাত্মন ! ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পাদনের
 নিমিত্তই উত্তম যজ্ঞসাধন এই সমুদায় চতুৰ্বর্ণ সৃষ্টি করি-
 য়াছেন ।^৭ হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! দেবগণ যজ্ঞদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া যথা-
 কালে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা প্রজাগণকে পরমাপ্যায়িত করেন স্তুতরাং
 যজ্ঞই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কারণ ।^৮ স্বধৰ্ম্মানিরত সৎপথগামী বিষ্ণুজ্ঞাচার-
 সম্পন্ন সাধু ব্যক্তিরাই যজ্ঞ সমাধান করিয়া থাকেন ।^৯ যুনে !
 মানবগণ মানবযোনিতে জন্ম হেতু স্বর্গ ও অপবর্গের অধিকারী হয়
 এবং অতিগমিত সত্যলোক প্রভৃতিতেও গমন করিতে পারে ।^{১০}

প্রজাস্তা ব্রহ্মণা স্ফটিকাচাতুর্ভুজাব্যবস্থিতো ।
 সম্যকশ্রদ্ধাসমাচারপ্রবণা মুনিসত্তম ! ॥ ১১ ॥
 যথেষ্টাবাসনিরতাঃ সর্ববাধাবিবর্জিতাঃ ।
 শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ সর্বানুষ্ঠাননির্মলাঃ ॥ ১২ ॥
 শুদ্ধে চ তাঙ্গাং মনসি শুদ্ধেহন্তঃসংস্থিতে হরৌ ।
 শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষদ্বাখ্যং যেন তৎ পদম্ ॥ ১৩ ॥
 ততঃ কালান্নকো যোহসৌ স চাংশঃ কথিতো হরেঃ ।
 স পাতয়ত্যশং যোরম্প্যম্প্যাপ্প্যসারবৎ ॥ ১৪ ॥
 অধর্মবীজসত্ত্বতং তমোলোভসমুদ্ভবম্ ।
 প্রজাসু তাসু মৈত্রেয় ! রাগাদিকমসাধকম্ ॥ ১৫ ॥
 ততঃ সা সহস্রাসিদ্ধিস্তেবাং নাতীব জায়তে ।

মহর্ষে ! (স্ফটিক প্রারম্ভে) ব্রহ্মা কর্তৃক চাতুর্ভুজের ব্যবস্থানুসারে
 প্রজাগণ স্ফটিক হইয়া সম্যক শ্রদ্ধান্বিত ও বিশুদ্ধ আচার বিশিষ্ট
 হইল ।^{১১} তখন তাহারা (অরণ্য গিরিশ্রুতা প্রভৃতি) যথা ইচ্ছা
 তথা বাস করিত, কোন বাধাই ছিল না এবং তাহারা বিশুদ্ধ,
 বিশুদ্ধান্তঃকরণ ও সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা নির্মল থাকিত ।^{১২}
 তাহাদের বিশুদ্ধ চিত্তে ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবান্ হরি বিরাজ-
 মান থাকিতেন । তাহারা সেই অন্তঃকরণ দ্বারা নিরন্তর শুদ্ধ
 জ্ঞানস্বরূপ বিষুপদ ধ্যান করিত ।^{১৩} হে মৈত্রেয় ! অনন্তর সত্য-
 যুগারম্ভের পর (ত্রেতা যুগের ক্রিয়াকাল অতীত হইলে) বিষুপদ
 পূর্বোক্ত সেই কালরূপী অংশ সেই সমুদায় প্রজাতে অত্যম্প সুখ-
 প্রদ ও বহু দুঃখ দায়ক (বিষয়াভিলাষ দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি) রাগ-
 স্বরূপ পাপ নিক্ষিপ্ত করিল ।^{১৪} এই পাপ অধর্মের বীজস্বরূপ, ইহা
 হইতে তম ও লোভের উৎপত্তি হয়, ইহা (ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই

রসোল্লাসাদয়শ্চান্যাঃ সিদ্ধয়োহর্চৌ ভবন্তি যাঃ ॥১৬॥

তাস্ম ক্লীণাশ্বশেষাস্ম বর্দ্ধমানৈ চ পাতকে ।

দ্বন্দ্বাভিভব-দুঃখার্থাস্তা ভবন্তি ততঃ প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥

তভো দুর্গাণি তাশ্চক্রুর্কার্ক্ষং পার্শ্বতমৌদকম্ ।

কৃত্রিমঞ্চ তথা দুর্গং পুরং খর্বটকাদিকম্ ॥ ১৮ ॥

গৃহাণি চ যথান্যায়ং তেষু চক্রুঃ পুরাদিষু ।

শীতাতপাদিবাধানাং প্রশমায় মহামুনে ! ॥

প্রতীকারমিদং কৃত্বা শীতাদেষ্টাঃ প্রজাঃ পুনঃ ।

বার্ত্তোপায়ং ততশ্চক্রুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্মজাম্ ॥ ২০ ॥

ক্লীহয়শ্চ যবশ্চৈব গোধূমা অণবন্তিলাঃ ।

চতুর্বর্গপ্রাপ্তিরূপ) পুরুষার্থ সাধনের সম্পূর্ণ বিরোধী ১৬ অনন্তর রসোল্লাস প্রভৃতি যে অন্যবিধ আটপ্রকার সিদ্ধি আছে তাহা আর তখন মনুষ্যদিগের সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত থাকিল না ১৭ অনন্তর (রোগাদি রূপ) পাপ, প্রবৃত্ত ও বন্ধমূল হইলে (রসোল্লাস প্রভৃতি) সমুদায় সিদ্ধি নিঃশেষিত হইল এবং প্রজাগণ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব দুঃখে অপীড়িত হইতে লাগিল ১৮ তখন তাহারা দম্ব প্রভৃতি হইতে আপনাদের ধন ও শরীর রক্ষা করিবার জন্য বৃক্ষময়, পার্শ্বতময় বা উদকময় দুর্গ নির্মাণ করিল এবং ইষ্টকাদির প্রাচীর নির্মাণাদি দ্বারা কৃত্রিম দুর্গ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে রাজধানী ও নগর নির্মাণ করিল ১৯ মহর্ষে! মনুষ্যগণ শীতাতপ জনিত বাধা নিবারণের উদ্দেশে ও তন্ময় প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সেই সমুদায় রাজধানী নগর গ্রাম প্রভৃতিতে ন্যায়ানুসারে গৃহ নির্মাণ করিল ২০ প্রজাগণ এইরূপে শীতাদির প্রতীকার করিয়া শাস্ত্রীক-পরিশ্রম-নাশ্য হস্তনিষ্পাদ্য জীবিকার উপায় কৃষি-

প্রিয়ঙ্গবো হৃদারাস্ত কৌরদূষাঃ সচীর্ণকাঃ ॥ ২১ ॥
 মাষা মুদ্রাশ মসুরাশ নিষ্পাৰাঃ সকুলখকাঃ ।
 আঢ্যক্যশ্চনকশৈব শণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ ॥ ২২ ॥
 ইত্যেতাশ্চৌষধীনাস্ত গ্রাম্যাণাং জাতয়ো মুনে ! ।
 ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ ॥ ২৩ ॥
 ব্রীহয়ঃ সববা মাষা গোধূমা অণবস্তিলাঃ ।
 প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতা অষ্টমাস্ত কুলখকাঃ ॥ ২৪ ॥
 শ্যামাকাস্তুথ নীবারা জর্ভিলাঃ স গবেধুকাঃ ।
 তথা বেণুযবাঃ প্রোক্তাস্তদ্বন্ মর্কটকা মুনে ! ॥ ২৫ ॥
 গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধাস্ত চতুর্দশ ।
 যজ্ঞনিষ্পাত্তয়ে যজ্ঞস্তথা সাং হেতুরুত্তমঃ ॥ ২৬ ॥
 এতাশ্চ সহ যজ্ঞেন প্রজানাং কারণং পরম্ ।
 পরাপরবিদঃ প্রাজ্ঞাস্ততো যজ্ঞান্ বিতবতে ॥ ২৭ ॥

কার্যো প্ররক্ত হইল ।^{১০} ব্রীহিধান্য, যব, গোধূম, অণুধান্য, তিল, প্রিয়ঙ্গু অর্থাৎ পিঁপুল, দেবধান্য অর্থাৎ দে-ধান, কোদ্রব, চীর্ণক, ^{২১} মাষ, মুদ্রা, মসুর, শিম্বী অর্থাৎ শীম্ব, কুলখক, আঢ্যকী, চণক অর্থাৎ ছোলা, শণ এই সতের প্রকার জাতি ^{২২} গ্রাম্য ওষধির মধ্যে উৎপন্ন হইল । গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়বিধ ওষধির মধ্যে চতুর্দশ প্রকার ওষধি যজ্ঞীয় বলিয়া নির্দিষ্ট আছে ।^{২৩} ব্রীহি, যব, মাষ, গম, অণুধান্য, তিল, পিঁপুল, কুলখক এই অষ্টবিধ গ্রাম্য ^{২৪} এবং শ্যামাক, নীবার, জর্ভিল অর্থাৎ আরণ্য তিল, গবেধুক, বেণুযব, মর্কটক অর্থাৎ বন্যপিঁপুল (এই ছয় প্রকার বন্য ওষধি), ^{২৫} গ্রাম্য ও বন্য এই চতুর্দশ প্রকার ওষধি দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয় এবং এই গুলিই যজ্ঞের উত্তম সাধন । ^{২৬} এই সমুদায়

অহন্যহন্যনুষ্ঠানং যজ্ঞানাং মুনিসত্তম ! ।

উপকারকরং পুংসাং ক্রিয়মাণস্য শান্তিদম্ ॥ ২৮ ॥

যেষান্ত কালরূপোহসৌ পাপবিন্দুর্মহামতে ! ।

চেতস্স বব্ধে, চক্রুস্তে ন যজ্ঞেষু মানসম্ ॥ ২৯ ॥

বেদবাদাংস্তথা বেদান্ যজ্ঞনিষ্পাদকঞ্চ যৎ ।

তৎ সৰ্ব্বং নিন্দমানাস্তে যজ্ঞব্যাসেধকারিণঃ ॥ ৩০ ॥

প্রবৃতিমার্গব্যুচ্ছিতিকারিণো বেদনিন্দকাঃ ।

দুরাত্মানো দুরাচারো বভূবুঃ কুটিলাশয়াঃ ॥ ৩১ ॥

সংসিদ্ধায়ান্ত বার্তায়াং প্রজাঃ সৃষ্টা প্রজাপতিঃ ।

মর্যাদাং স্থাপয়ামাস যথাস্থানং যথাশৃণম্ ॥ ৩২ ॥

ওষধি ও যজ্ঞ প্রজাগণের রক্ষিত কারণ ; এই জন্য পরাপরজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । ২৮ মহর্ষে ! প্রতিদিন অবাধে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে মহা উপকার হয় ও ক্রিয়মাণ পাপের শান্তি হইয়া থাকে । ২৯ মহামতে ! কালস্বরূপ সেই বিষয় বাসনা দি মহাপাপ যাহাদের চিন্তাক্ষেত্রে বর্জিত হইয়াছে তাহারা ই যজ্ঞে মনোনিবেশ করে না । ৩০ ইহারা বেদবাদ, সমুদায় যজ্ঞসম্পাদক বস্তু ও দেবগণের নিষ্ঠাবাদ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতিষেধ করে । ৩১ কুটিলাশয় দুরাত্মা দুরাচার বেদ নিন্দকেরা (এই রূপে যজ্ঞ লোপ দ্বারা) প্রবৃতিমার্গের উচ্ছেদ করিয়া থাকে । ৩২ ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ! ব্রহ্মা যে সকল প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিলেন, কৃষিকর্মা দি দ্বারা তাহাদের জীবিকা স্থির হইলে তিনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্গের ও গাছ স্থা প্রভৃতি আশ্রমের ধর্ম-ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ অনুসারে ও প্রজাগণের শৃণ অনুসারে প্রত্যেকের ধর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ও অর্থাৎ যিনি সমধিক সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ও যজন বাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি পার্জক কার্যে রত, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, যিনি রাজোপাধ্যায়

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধৰ্ম্মান্ ধৰ্ম্মভূতাং বর ! ।

লোকাংশ্চ সৰ্ববর্ণানাং সমাগ্ ধৰ্ম্মানুপালিনাম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্ ।

স্থানমৈন্দ্রং ক্রত্বিয়াণাং সংগ্রামেষুনিবর্তিনাম্ ॥ ৩৪ ॥

বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধৰ্ম্মমনুবর্তিনাম্ ।

গান্ধৰ্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুবর্তিনাম্ ॥ ৩৫ ॥

অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামৃদ্ধুরেতসাম্ ।

স্মৃতং তেবাং মরুৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তর্ষীগন্ত যৎ স্থানং স্মৃতং তদ্ বৈ বনৌকসাম্ ।

প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মসংজিতম্ ॥ ৩৭ ॥

ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রজাপালন প্রভৃতিতে রত তাঁহাকে ক্রত্বিয়, যে ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজ উভয় গুণপ্রধান ও কৃষি বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত, তাঁহাকে বৈশা, যে ব্যক্তি তমোগুণ-প্রধান ও শুশ্রূষাদিতে নিযুক্ত তাঁহাকে শূদ্র করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্রত্বিয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে যাহারা উত্তম-রূপে স্ব স্ব ধৰ্ম্ম পালন করে তাহাদের মধ্যে কে কোন্ লোকে গমন করিবে, ব্রহ্ম তাহাও স্থির করিলেন। ৩২। ৩৩ ব্রাহ্মণ যদি অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি ক্রিয়াবান হয় তাহা হইলে তাহার পিতৃলোকে বাস হইয়া থাকে। ক্রত্বিয়জাতি সংগ্রামে অপরাধু হইলে ইন্দ্রলোকে প্রাপ্তি হয়। ৩৪ বৈশ্য কৃষিবাণিজ্যাদিতে অনুরক্ত হইলে দেবলোকে বাস করে। শূদ্র সেবাপরায়ণ হইলে গন্ধৰ্ব্বলোকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৫ অষ্টাশীতি সহস্র উৰ্দ্ধুরেতা মহর্ষি যে জন-লোকে বাস করেন, নৈমিত্তিক-ব্রহ্মচারীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৬ সপ্তর্ষিগণ যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানে অর্থাৎ তপোলোকে বানপ্রস্থ-ধৰ্ম্মাবলম্বীরাও গমন করিয়া থাকেন। গৃহস্থেরা পিতৃলোক, সন্ন্যাসীরা সত্য লোক

যোগিনামমৃতং স্থানং বদ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।
 একান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে ॥ ৩৮ ॥
 তেষাং তৎ পরমং স্থানং যৎ তু পশ্যন্তি সুরয়ঃ ।
 গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্দ্রসূর্যাদয়ো গ্রহাঃ ॥ ৩৯ ॥
 অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাঙ্করচিন্তকাঃ ।
 তামিশ্রমকৃতামিশ্রং মহারৌরব-রৌরবো ॥ ৪০ ॥
 অসিপত্রবনং ঘোরং কালসূত্রমবীচিমৎ ।
 বিনিন্দকানাং বেদস্য যজ্ঞব্যাঘাতকারিণাম্ ।
 স্থানমেতৎ সমাখ্যাতং স্বধর্মত্যাগিনশ্চ যে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

প্রাপ্ত হন ।^{৩৭} বিষ্ণুর পরম পদ^{৩৮} যে অমৃত লোক, সেই স্থলে যোগীরা
 গমন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যে সকল জ্ঞানী লোক সর্বদা একাত্ম চিন্তে
 পরম ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন,^{৩৯} তাঁহারা সেই পরম স্থান অর্থাৎ
 জ্ঞানীরা যাহা চিন্তা করেন, সেই অমৃত লোক প্রাপ্ত হন । চন্দ্র সূর্য-
 প্রভৃতি গ্রহগণ উক্ত লোকে পুনঃ পুনঃ গমন করেন ও প্রতিনিবৃত্ত হন
 কিন্তু^{৪০} যাহারা দ্বাদশাঙ্কর (বাসুদেব মন্ত্র) ধ্যান করিয়া থাকেন,
 তাঁহারা ঐ অমৃত লোক হইতে কদাপি প্রতিনিবৃত্ত হন না ।—

—যাহারা বেদনিন্দা বা যজ্ঞের ব্যাঘাত করে অথবা যাহারা
 স্বধর্মত্যাগী হয় ; তাহাদের বাসের নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্ন ঘোর তামিশ্র
 অন্ধতামিশ্র রৌরব মহারৌরব অসিপত্রবন কালসূত্র এই কয়েকটা
 নরক নির্দিষ্ট আছে ।^{৪১}

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

—o—o—o—

পরশর উবাচ ।

ততোহতিথ্যায়তন্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ ।

তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্যৈষ্ঠৈঃ কারণৈঃ সহ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্রজাঃ সমবর্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ ।

তে সর্বৈ সমবর্তন্ত যে ময়া প্রাণুদীরিতাঃ ॥ ২ ॥

দেবাদাঃ স্থাবরান্তাশ্চ ত্রৈগুণ্যবিষয়ে স্থিতাঃ ।

এবন্তু তানি সৃষ্টানি চরাণি স্থাবরাণি চ ॥ ৩ ॥

যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সর্বান ব্যবর্তন্ত ধীমতঃ ।

অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান্ সদৃশান্ অনোহসৃজৎ । ৪ ॥

পরশর কহিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা ইচ্ছা করিবারাত্র তাঁহার মানসী প্রজা সমুৎপন্ন হইল । এই প্রজাগণ সেই ব্রহ্মার শরীর সমুৎপন্ন কার্য ও কারণ অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াছিল ।^১ ধীমান্ ব্রহ্মার শরীর হইতেই উক্ত প্রজাগণের আত্মা আবির্ভূত হইল । আমি পূর্বে উক্ত মধ্য ও অধোলোকবাসী দেবগণ প্রভৃতি স্থাবরগণ পর্যন্ত যে সকল চরাচর প্রজার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা এই রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন ।^২ অনন্তর ধীমান্ প্রজাপতি যখন দেখিলেন যে তাঁহার সষ্ট প্রজাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল না, অর্থাৎ

ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা ।
 মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্ ॥ ৫ ॥
 নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ।
 সনন্দনাদয়ো যে চ পূৰ্ব্বং স্মৃষ্টাস্তু বেধসা ॥ ৬ ॥
 ন তে লোকেষু সজ্জন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু তে ।
 সৰ্ব্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ ॥ ৭ ॥
 তেষু বং নিরপেক্ষেষু লোকস্মৃষ্টৌ মহাত্মনঃ ।
 ব্রহ্মণোহভূমহাক্রোধজৈলোক্যদহনক্ষমঃ ॥ ৮ ॥
 তস্য ক্রোধাৎ সমুদ্ভূত-জ্বালামালা-বিদীপিতম্ ।
 ব্রহ্মণোহভূৎ তদা সৰ্ব্বং ত্রৈলোক্যমখিলং মুনে ! ॥ ৯ ॥
 ভুকুটীকুটিলাৎ তস্য ললাটাত্ত্রৈলোক্যদীপিতাৎ ।
 সমুৎপন্নস্তদা রুদ্রো মধ্যাহ্নাকসমপ্রভঃ ॥ ১০ ॥

সেই সকল প্রজা সংসার আশ্রম অবলম্বন পূৰ্ব্বক পুত্রাদি উৎপাদন
 করিলেন না, তখন তিনি আত্মসমুদ্র অন্যান্য মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন ।^{১০}
 তাঁহাদের নাম ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু অঙ্গির। মরীচি দক্ষ অত্রি ও
 বসিষ্ঠ ।^{১১} পুরাণে স্থিষ্টিরূপে হইয়াছে যে, এই নয় জন প্রজা ব্রহ্মার
 সমুদ্র । ব্রহ্মা পূৰ্বে যে সনন্দন প্রভৃতির সৃষ্টি করেন * তাঁহারা
 সকলেই মাৎসর্যাদি রহিত বীতরাগ ও তত্ত্বদর্শী, স্বতরাং তাঁহারা
 পুত্রোৎপাদন করিলেন না, সংসারেও আসক্ত হইলেন না ।^{১২}
 সনন্দন প্রভৃতি এই রূপে প্রজাবর্জনে নিরপেক্ষ হইলে ব্রহ্মার ঈর্ষ্য
 মহাক্রোধান্বিত উদ্ভূত হইল, যে তাহাতে ত্রিলোকীও ভস্মাবশেষ
 হইতে পারে ।^{১৩} মহর্ষে ! তৎকালে ব্রহ্মার সমুদ্ভূত ক্রোধান্বিত শিখা-
 সমূহ দ্বারা সমুদ্র ত্রৈলোক্যের সমুদায় স্থল সমুদীপিত হইয়া
 উঠিল ।^{১৪} এবং তাঁহার ললাট দেশ ভুকুটী দ্বারা কুটিল ও ক্রোধদ্বারা
 আদ্র হইলে তাহা হইতে মধ্যাহ্নকালীন প্রভাকরের ন্যায় প্রভা-

অর্দ্ধনারীনারবপুঃ প্রচণ্ডোহতিশরীরবান্ ।

বিতজাত্মানমিত্যুক্তা তং ব্রহ্মান্তর্দধে ততঃ ॥ ১১ ॥

তথোক্তোহসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ ।

বিভেদ পুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা চ সঃ ॥ ১২ ॥

সৌম্যাসৌম্যৈস্তথা শান্তাশান্তৈঃ স্ত্রীত্বঞ্চ স প্রভুঃ ।

বিভেদ বহুধা দেবঃ স্বরূপৈরসিতৈঃ সিতৈঃ ॥ ১৩ ॥

ততো ব্রহ্মাত্মসত্ত্বতং পূর্কং স্বায়ত্ত্ববং প্রভুঃ ।

আত্মানমেব রুতবান্ প্রজাপালো মনুং দ্বিজ ! ॥ ১৪ ॥

শতরূপাঞ্চ তাং নারীং তপোনিধূতকলুষাম্ ।

স্বায়ত্ত্ববো মনুর্দেবঃ পত্নীত্বে জগৃহে বিভুঃ ॥ ১৫ ॥

তস্মাচ্চ পুরুষাদ্ দেবী শতরূপা ব্যজায়ত ।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রসূতাকৃতি-সজ্জিতম্ ॥ ১৬ ॥

শালী রুদ্র উৎপন্ন হইলেন।^{১১} রুদ্রের শরীর প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড এবং তাহার অর্দ্ধ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ নারীরূপ হইল। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন যে স্বীয় শরীর বিভক্ত কর, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।^{১২} রুদ্র, ব্রহ্মা কর্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া আত্মশরীরের এক ভাগ পুরুষ ও এক ভাগ স্ত্রী রূপে বিভাগ করিলেন এবং ঐ পুরুষাংশকেও একাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী-অংশকে সৌম্য্য অসৌম্য্য, শান্তা অশান্তা, সিতা অসিতা প্রভৃতি বহু ভাগে বিভক্ত করিলেন।^{১৩} অনন্তর একাদশ রুদ্র অবতার দ্বারা ক্রোধাংশ নিগত হইলে প্রভু ব্রহ্মা আত্মশরীর হইতে পূর্ক উৎপন্ন সাত্ত্বিকস্বভাব আপনার স্বরূপ স্বায়ত্ত্বব মনুকে প্রজাপালনে নিযুক্ত করিলেন।^{১৪} ভগবান্ দেব স্বায়ত্ত্বব মনু (ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্ন স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গভূতা) তপো-বলে পাপস্পর্শ-পরিশূন্য শতরূপা নামী নারীকে পত্নীত্বে বরণ করিলেন।^{১৫} পরে মনুর গুণসে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ

কন্যাংদ্বয়ঞ্চ ধর্মজ্ঞ ! রূপৌদার্য্যগুণান্বিতাম্ ।
 দদৌ প্রসূতিং দক্ষায় তথাকুতিং রুচোঃ পুত্রা ॥ ১৭ ॥
 প্রজাপতিঃ স জগ্ৰাহ তয়োর্বজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ ।
 পুত্রৌ জজ্ঞে মহাভাগ ! দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ ॥ ১৮ ॥
 যজ্ঞস্য দক্ষিণায়ান্ত পুত্রা দ্বাদশ জজিরে ।
 যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবে মনৌ ॥ ১৯ ॥
 প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশচতশ্চৈ বিংশতিস্তথা ।
 সমর্জ্জ কন্যাস্তাসান্ত সমাঙ্ ন্যামানি মে শৃণু ॥ ২০ ॥
 অন্ধা লক্ষ্মীধৃ তিস্তৃষ্টিঃ পুষ্টিস্নেধা ক্রিয়া তথা ।
 বুদ্ধিলজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশ ॥ ২১ ॥
 পত্ন্যর্থং প্রতিজগ্ৰাহ ধর্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ ।
 তাভ্যঃ শিষ্ঠা যবীয়সয় একাদশ স্রলোচনাঃ ॥ ২২ ॥

নামক দুই পুত্র এবং প্রসূতি ও আকৃতি নামক ১৭ ঔদার্য্য ও রূপগুণ-
 সম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠ কন্যাংদ্বয় জন্ম পরিগ্রহ করিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা
 দক্ষের সহিত প্রসূতির ও রুচির সহিত আকৃতির পরিণয় সম্পাদন
 করিলেন। ১৭ হে মহাভাগ ! রুচি আকৃতির পাণিগ্রহণ করিলে তাঁহা-
 দেব যজ্ঞ নামক কুমার ও দক্ষিণা নামী কুমারী উৎপন্ন হইল এবং
 যজ্ঞ দক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিলেন। ১৮ যজ্ঞ হইতে দক্ষিণার গর্ভে
 দ্বাদশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। স্বায়ম্ভুব নামক প্রথম মনুর অধিকার
 সময়ে এই দ্বাদশ পুত্র দেব ও যাম নামে বিখ্যাত হইলেন। ১৯ দক্ষের
 গর্ভে প্রসূতির গর্ভে চতুর্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন হইল। এই চতুর্বিংশ-
 তি কন্যার নাম ক্রমশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ২০ অন্ধা লক্ষ্মী
 ধৃতি তৃষ্টি পুষ্টি স্নেধা ক্রিয়া বুদ্ধি লজ্জা বপুঃ শান্তি সিদ্ধি কীর্ত্তি এই
 ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে ২১ ভগবান ধর্ম বিবাহ করিলেন। অবশিষ্ট

খ্যাতিঃ সত্যথ সন্তুতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্রমা তথা ।
 সম্রতিশ্চানসূয়া চ উর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা ॥ ২৩ ॥
 ভৃগুভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবাজ্জিরা মুনিঃ ।
 পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুশ্চর্মিবরস্তথা ॥ ২৪ ॥
 অত্রির্কশিষ্ঠো বহ্নিশ্চ পিতরশ্চ যথাক্রমম্ ।
 খ্যাতিাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তম ! ॥ ২৫ ॥
 শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাভুজম্ ।
 সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরসূয়ত ॥ ২৬ ॥
 মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ ।
 বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাভুজম্ ॥ ২৭ ॥
 ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত ।
 সুখং সিদ্ধির্ঘণাঃ কীর্তিরিত্যোতে ধর্মস্বনবঃ ॥ ২৮ ॥

কনিষ্ঠ একাদশ কন্যা থাকিল; ২২ ইঁহাদের নাম খ্যাতি, সতী, সন্তুতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্রমা, সম্রতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা । ২৩ ভৃগু, ভব, মরীচি, অজ্জিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ২৪ অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি, পিতৃগণ ইঁহারা যথাক্রমে খ্যাতি প্রভৃতি ঐ একাদশ দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন; অর্থাৎ ভৃগু খ্যাতিকৈ, ভব সতীকৈ, মরীচি সন্তুতিকৈ, অজ্জিরা স্মৃতিকৈ, পুলস্ত্য প্রীতিকৈ, পুলহ ক্রমাকৈ, ক্রতু সম্রতিকৈ, অত্রি অনসূয়াকৈ, বশিষ্ঠ উর্জ্জাকৈ, বহ্নি স্বাহাকৈ, পিতৃগণ স্বধাকৈ বিবাহ করেন । ২৫ অনন্তর ধর্ম হইতে শ্রদ্ধা কাম নামক পুত্র, লক্ষ্মী অহঙ্কার নামে পুত্র, ধৃতি নিয়মনামক পুত্র, তুষ্টি সন্তোষ নামক পুত্র, পুষ্টি লোভ নামক পুত্র, ২৬ মেধা শ্রুত নামক পুত্র, ক্রিয়া তমোহংশ দ্বারা দণ্ড নামক, রজোহংশ দ্বারা নয় নামক ও সজ্জাহংশ দ্বারা বিনয় নামক পুত্র, বুদ্ধি বোধ নামক পুত্র, লজ্জা বিনয় নামক পুত্র, বপু ২৭ ব্যবসায়

কামান্-নন্দা সূতং হর্ষং ধর্মপৌত্রমসুয়ত ।
 হিংসা ভাষণা ত্রধর্মস্য তস্তাং জজ্ঞে তথানৃতম্ ।
 কন্যা চ নিকৃতিস্তাভ্যাং ভয়ং নরকমেব চ ॥ ২৯ ॥
 মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনস্তিদমেতয়োঃ ।
 তয়োর্জজ্ঞেহথ বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্ ॥ ৩০ ॥
 বেদনা স্বসুতঞ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেহথ রৌরবাং ।
 মৃত্যোর্ক্যাধিজরাশোকভৃষণাক্রোধাশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৩১ ॥
 দুঃখোত্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্কে চাধর্মলক্ষণাঃ ।
 নৈবাং ভাষণ্যস্তি পুত্রো বা তে সর্কে হ্যর্ক্বরেতসঃ ॥ ৩২ ॥
 রৌদ্রাণি তানি রূপাণি বিষ্ণু মুনিবরাভুজ ! ।
 নিত্যপ্রলয়হেতুত্বং জগতোহস্মপ্রয়ান্তি বৈ ॥ ৩৩ ॥

নামক পুত্র, শাস্তি, ক্ষেম নামক পুত্র, সিন্ধি সুখ নামক পুত্র, কীর্ত্তি
 যশো নামক পুত্র প্রসব করিলেন । ধর্ম হইতে ত্রয়োদশ পত্নীর গর্ভে
 এই ত্রয়োদশ পুত্র উৎপন্ন হয় ।^{২৮} ধর্মপুত্র কাম, নন্দা নাম্নী পত্নীতে
 হর্ষ নামক একটা পুত্র উৎপাদন করিলেন । ব্রহ্মার অপর পুত্র অধর্ম
 হিংসা নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন । ঐ হিংসার গর্ভে অমৃত নামে
 পুত্র ও নিকৃতি নামে কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করে এবং অমৃত হইতে
 নিকৃতির গর্ভে ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র^{২৯} এবং মায়া ও বেদনা
 নামে দুই কন্যা উৎপন্ন হয় । ভয় মায়াকে এবং নরক বেদনাকে
 বিবাহ করিলেন । ভয় হইতে মায়ার গর্ভের সর্ষসংহারকারী মৃত্যুর
 উৎপত্তি হইল ।^{৩০} নরকের সংসর্গে বেদনা দুঃখ নামক পুত্র প্রসব
 করিল । মৃত্যু হইতে ব্যাধি জরা শোক ভৃষণ ক্রোধ এই পাঁচটী
 পুত্র উৎপন্ন হইল ।^{৩১} ইহারা সকলেই পাপস্বরূপ ও ইহাদের
 চরম কাল কেবল দুঃখময় । ইহারা সকলেই উর্ক্বরেতা, স্ততরাং
 ইহাদের স্ত্রী পুত্র নাই ।^{৩২} হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ইহারা ভগবান্ বিষ্ণুর

দক্ষো মুরীচিরত্রিষ্ ভূখাদ্যাশ্চ প্রজেশ্বরঃ ।
জগত্যাত্র মহাভাগ ! নিত্যসর্গস্য হেতবঃ ॥ ৩৪ ॥
মনবো মনুপুত্রাশ্চ ভূপা বীৰ্য্যধনাশ্চ যে ।
সন্মার্গাভিরতাঃ শূরাস্তে নিত্যস্থিতিকারিণঃ ॥ ৩৫ ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

যেয়ং নিত্যা স্থিতিব্রহ্মন্ ! নিত্যসর্গস্তথৈরিতঃ ।
নিত্যাভাবাশ্চ তেষাং বৈ স্বরূপং মম কথ্যতাম্ ॥ ৩৬ ॥
পরশর উবাচ ।

সর্গস্থিতিবিনাশাংশ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ ।
তৈশ্চৈরুপৈরচিন্ত্যাত্মা করোত্যাব্যাহতান্ বিভূঃ ॥ ৩৭ ॥
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো দ্বিজ ! ।
নিত্যাশ্চ সর্বভূতানাং প্রলয়োহয়ং চতুর্বিধঃ ॥ ৩৮ ॥

মৌদ্র মূর্তি এবং ইহাদের হইতে এই জগতের নিত্য প্রলয় হয় । ৩৩
হে মহাভাগ ! এই জগতে দক্ষ মুরীচি অত্রি ভৃশ প্রভৃতি প্রজাপতি-
গণ নিত্য সৃষ্টির কারণ, অর্থাৎ ইহাদের হইতে নিত্য সৃষ্টি হইয়া
থাকে । ৩৪ মনুগণ মনুপুত্রগণ ও সৎপথাবলম্বী মহাবল পরাক্রান্ত
বীর ভূপালগণ ইহারা নিয়ত এই জগৎ পালন করিয়া থাকেন । ৩৫

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি যে নিত্য সৃষ্টি, নিত্য স্থিতি
ও নিত্য প্রলয়ের বিষয় উল্লেখ করিলেন, তাহার স্বরূপ কি, তাহা
আমাকে সবিশেষ বলুন । ৩৬ পরশর কহিলেন, অচিন্ত্যস্বরূপ বিভূ
ভগবান্ মধুসূদন, মনু দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি রূপে আবির্ভূত হইয়া
বিনা ব্যাঘাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন । ৩৭ হে দ্বিজ !
সর্বভূতের প্রলয় চারি প্রকার ; নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক

ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তত্র যচ্ছেতে জগতঃ পতিঃ ।
 প্রয়াতি প্রাকৃতে চৈব ব্রহ্মাণ্ডং প্রকৃতো লয়ম্ ॥৩৯॥
 জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি ।
 নিত্যঃ সদৈব জাতানাং যো বিনাশো দিবানিশম্ ॥৪০॥
 প্রসূতিঃ প্রকৃতেষা তু সা সৃষ্টিঃ প্রাকৃতী সৃতা ।
 দৈনন্দিনী তথা প্রোক্তা যান্তরপ্রলয়াদনু ॥ ৪১ ॥
 * ভূতান্যনুদিনং যত্র জায়ন্তে মুনিসত্তম ! ।
 নিত্যঃ সর্গঃ স তু প্রোক্তঃ পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ ॥ ৪২ ॥
 এবং সর্বশরীরেষু ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
 সংস্থিতঃ কুরুতে বিষ্ণুরূপতিস্থিতিসংযম্যান্ ॥ ৪৩ ॥
 সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তয়ঃ সর্বদেহিযু ।

ও নিত্য ।^{৩৯} জগৎপতি ব্রহ্মার দিবাবসান হইলে তাঁহার শয়নকালে নিদ্রা নিগিল্ত যে প্রলয় তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয় । যখন এই সময়দায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে লীন হয়, তখন তাহা প্রাকৃতিক প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ।^{৪০} যোগীরা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে পর-
 মাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন, তাহার নাম আত্যন্তিক প্রলয় । এই জগতে জীবগণ যে নিত্য নিত্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরে বিনাশ প্রাপ্ত হই-
 তেছে, তাহা নিত্য প্রলয় শব্দে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।^{৪১} মহাপ্রলয়াব-
 সানে প্রকৃতি হইতে যে মহত্ত্বাদির সৃষ্টি হয়, তাহার নাম প্রাকৃতী সৃষ্টি । খণ্ড প্রলয়াবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার ঐশ্বর্যকালে যে স্বাবর
 জন্মের, সৃষ্টি হয়, তাহা দৈনন্দিন সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হইয়া
 থাকে ।^{৪২} মহর্ষে ! এই জগৎগুলে জীবগণ যে নিত্য জন্ম পরিগ্রহ
 করিতেছে, পৌরাণিক পণ্ডিতেরা তাহাকে নিত্য সৃষ্টি বলেন ।^{৪৩} ভগ-
 বান্ ভূতভাবন বিষ্ণু এই রূপে সর্বজীবে অধিষ্ঠান পূর্বক সৃষ্টি স্থিতি

বৈষ্ণব্যঃ পরিবর্তন্তে মৈত্রেয়্যাহর্নিশং সদা ॥ ৪৪ ॥

গুণত্রয়ময়ং হ্যেতদ্ ব্রহ্মণ্ ! শক্তিত্রয়ং মহৎ ।

যোহতিযাতি স যাত্যেব পরং নাবর্ততে পুনঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

প্রলয় করিতেছেন ।^{১০} হে মৈত্রেয় ! সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি বৈষ্ণবী শক্তি সর্বদা সর্বশরীরে অবস্থান করাতে স্থিতি স্থিতি প্রলয় নিরন্তর পরি-
বর্তিত হইতেছে ; অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণেই যথাসময়ে স্থিতিস্থিতি
ও প্রলয় হয় ।^{১১} ব্রহ্মণ্ ! যিনি এই বৈষ্ণবীশক্তি স্বরূপ তিন গুণ
অতিক্রম করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হন এবং
এই সংসারে তাঁহাকে আর পুনরবার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না ।^{১২} ।

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ সপ্তম

অধ্যায় সমাপ্ত ।



বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

অষ্টম অধ্যায় ।



পরাশর উবাচ ।

কথিতস্তামসঃ সর্গো ব্রহ্মণশ্চে মহামুনে ।।
রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১ ।
কম্পাদাবান্ননস্তল্যং সূতং প্রধ্ব্যায়তস্ততঃ ।
প্রাদুরাসীৎ প্রভোরন্ধ্রে কুমারো নীললোহিতঃ ॥ ২ ॥
রুদন্ বৈ সূশ্বরং সোহথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম ।।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যাচ হ ॥ ৩ ॥
নাম দেহীতি তং সোহথ প্রত্যাচ প্রজাপতিম্ ।
রুদ্রস্ত্বং দেব ! নাম্মাসি না রোদীর্ধৈর্ঘ্যমাবহ ॥ ৪ ॥

পরাশর কহিলেন । মহর্ষে ! আমি তোমার নিকট ব্রহ্মার
তামস স্রষ্টির বিবরণ কহিলান ; এক্ষণে রুদ্র স্রষ্টির বিষয় বলিতেছি,
শ্রবণ কর । ১ প্রলয়াবসানে প্রভু ব্রহ্মা আত্মসমুদ্র পুত্রের নিমিত্ত চিন্তা
করিতেছেন, এমত সময় তাঁহার ক্রোড়ে কুমার নীললোহিত আবি-
র্ভূত হইলেন । ২ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! নীললোহিত আবির্ভূত হইয়া-
মাত্র মধুর স্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন । প্রজাপতি
ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য রোদন করি-
তেছ ? ৩ কুমার উত্তর করিলেন, আমার নাম করণ কর । ব্রহ্মা

এবমুক্তঃ পুনঃ সোহৃথ সপ্তরুদ্রো রুরোদ বৈ ।
 ততোহন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্ত নামানি বৈ প্রভুঃ ।
 স্থানানি চৈবামৃষ্টানাং পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ বৈ প্রভুঃ ॥৫॥
 ভবং শর্করং মহেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ ! ।
 ভীমমুগ্রং মহাদেবম্ উবাচ স পিতামহঃ ॥ ৬ ॥
 চক্রে নামান্যথৈতানি স্থানান্যেযাং চকার সঃ ।
 সূর্য্যো জলং মহী বহ্নি-বায়ুরাকাশমেব চ ।
 দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ ॥ ৭ ॥
 স্রবর্চলা তথৈবোমা স্রুকেশী চাপরা শিবা ।
 স্বাহা দিশস্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্ ॥ ৮ ॥
 সূর্য্যাদীনাং নরশ্রেষ্ঠ ! রুদ্রাদৈর্নামভিঃ সহ ।
 পত্ন্যাঃ স্মৃতা মহাভাগ ! তদপত্যানি মে শৃণু ।

কহিলেন, হে দেব ! তুমি (রোদন ও দ্রবণ অর্থাৎ ধাবন হেতু) রুদ্র নামে খ্যাত হইবে, রোদন করিও না, ঐখ্য অবলম্বন কর ।
 রুদ্র এই রূপ কথিত হইয়া পুনর্বার সপ্তবার রোদন করিলেন ;
 প্রভু ব্রহ্মাও তাঁহাকে আর সাতটা নাম দিলেন এবং পরে তিনি সেই
 অষ্ট নামের আধার অষ্ট মূর্ত্তি এবং সেই অষ্ট মূর্ত্তির অষ্ট পত্নী ও
 অষ্ট পুত্র স্থির করিলেন ।^৫ ভব, শর্কর, ইশান, পশুপতি, ভীম,
 উগ্র, মহাদেব, রুদ্রের এই সাতটা নাম পিতামহ কর্তৃক শেষে নির্দিষ্ট
 হয় ।^৬ সূর্য্য, জল, ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সোম এই
 অষ্ট মূর্ত্তিকে অষ্ট নামের আধার বলিয়া ব্রহ্মা স্থির করিয়া দেন ।^৭
 স্রবর্চলা, উমা, স্রুকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা, রোহিণী (৮)
 ইহারা সূর্য্যাদি মূর্ত্তি বিশিষ্ট রুদ্র প্রভৃতির পত্নী হইলেন । হে
 মহাভাগ মানবশ্রেষ্ঠ ! এই অষ্ট মূর্ত্তির যে অষ্টপুত্র উৎপন্ন হয়

যেবাং সূতিপ্রসূতৈবা ইদমাপুরিতং জগৎ ॥ ৯ ॥
 শনৈশ্চরন্তথা শুক্রো লোহিতাক্ষো মনোজবঃ ।
 ক্রন্দঃ স্বর্গোহথ সন্তানো বুধশ্চানুক্ৰমাৎ সূতাঃ ॥ ১০ ॥
 এবম্প্রকারো রুদ্রোহসৌ সতীং ভার্য্যামবিন্দত ।
 দক্ষকোপাচ্চ তত্যাঙ্গসা সতী স্বং কলেবরম্ ॥ ১১ ॥
 হিমবদু হিতা সাভূৎ মেনায়াং দ্বিজসত্তম ! ।
 উপযেমে পুনশ্চোমাম্ অনন্যাং ভগবান্ ভবঃ ॥ ১২ ॥
 দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসুয়ত ।
 শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা ॥ ১৩ ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

ক্ষীরাকৌ ত্রী সমুৎপন্ন। ক্রয়তেহমৃতমস্থনে ।
 ভৃগোঃ খ্যাত্যং সমুৎপন্নৈতেত্যদাহ কথং ভবান্ ? ॥ ১৪ ॥

ঐহাদের পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে । এক্ষণে সেই অষ্ট পুত্রের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।^১ শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাক্ষ, মনোজুব, ক্রন্দ, স্বর্গ, সন্তান, বুধ ইহারা যথাযথ অষ্ট মূর্ত্তির পুত্র ।^২ ঐদৃশ অষ্ট মূর্ত্তি বিশিষ্ট—রুদ্র, সতী নাম্নী দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন । পরন্তু সতী দক্ষের প্রতি কুপিতা হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন ।^৩ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর সতী, হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া উমা নামে প্রথিতা হন । ভগবান্ রুদ্র পুনর্বার অনন্যপরায়াণা উমাকে বিবাহ করিলেন ।^৪ ভৃগুপত্নী খ্যাতি, ধাতা ও বিধাতা নামে পুত্রদ্বয় এবং দেবদেব নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মীকে প্রসব করিলেন ।^৫ ।

মৈত্রেয় কহিলেন । শুনিয়াছি, লক্ষ্মী অমৃত মস্থন কালে ক্ষীর সমুদ্রে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, আপনি কহিতেছেন, ভৃগু হইতে

পরশর উবাচ ।

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।
 যথা সৰ্ব্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ! ॥ ১৫ ॥
 অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেবা নয়ো হরিঃ ।
 বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধি-ধৰ্ম্মোহসৌ সৎক্রিয়া দ্বিয়ম্ ॥ ১৬ ॥
 অশ্রু বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীভূমিভূধরো হরিঃ ।
 সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মী-স্তুষ্টির্মৈত্রৈয় ! শাস্বতী ॥ ১৭ ॥
 ইচ্ছা শ্রীভগবান্ কামো যজ্ঞোহসৌ দক্ষিণা তু সা ।
 আদ্যাছতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দনঃ ॥ ১৮ ॥
 পত্নীশালা মুনে ! লক্ষ্মীঃ প্রাথংশো মধুসূদনঃ ।
 চিতিলক্ষ্মী-ইরিয়ুংগঃ ইধ্যা শ্রীভগবান্ কুশঃ ॥ ১৯ ॥

খ্যাতির গর্ভে ইনি জন্ম পরিগ্রহ করেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ১৫ পরশর কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! বিষ্ণু শক্তি জগন্মাতা লক্ষ্মী অক্ষয়া ও নিত্য। অর্থাৎ (নিত্য। লক্ষ্মীর জন্ম মৃত্যু নাই পরন্তু বিষ্ণুর ন্যায় তিনি আবিস্তৃত ও তিরোভূত হইয়া থাকেন) বিষ্ণু যেমন সৰ্ব জীবে অধিষ্ঠান করেন, লক্ষ্মীও সেই রূপ সৰ্ব জীবে অবস্থান করিয়া থাকেন । ১৬ বিষ্ণুঃ অর্থ স্বরূপ, লক্ষ্মী বাণী স্বরূপা, বিষ্ণু নয় স্বরূপ, লক্ষ্মী নীতি স্বরূপা ; বিষ্ণু বোধ স্বরূপ, লক্ষ্মী বুদ্ধি স্বরূপা ; বিষ্ণু ধৰ্ম স্বরূপ, লক্ষ্মী সৎক্রিয়া স্বরূপা (১৭) বিষ্ণু সৃষ্টিকর্ত্তা স্বরূপ, লক্ষ্মী সৃষ্টি স্বরূপা ; বিষ্ণু ভূধর স্বরূপ, লক্ষ্মী ভূমি স্বরূপা ; বিষ্ণু সন্তোষ রূপ, লক্ষ্মী নিত্যতৃষ্টি স্বরূপা । ১৮ বিষ্ণু কামরূপ, লক্ষ্মী ইচ্ছারূপা ; বিষ্ণু যজ্ঞ স্বরূপ, লক্ষ্মী দক্ষিণা স্বরূপা ; বিষ্ণু আজ্য স্বরূপ, লক্ষ্মী আদ্যাছতি স্বরূপা ; ১৯ বিষ্ণু যজ্ঞের প্রাগ্বেশ স্বরূপ, লক্ষ্মী পত্নীশালা স্বরূপা ; বিষ্ণু যজ্ঞের মূপস্বরূপ, লক্ষ্মী যজ্ঞের চিতি স্বরূপা ; বিষ্ণু কুশ স্বরূপ, লক্ষ্মী

সামস্বরূপী ভগবান্-উদ্‌গীতিঃ কমলালয়া ।
 স্বাহা লক্ষ্মী-জগন্নাথো বাসুদেবো হতাশনঃ ॥ ২০ ॥
 শঙ্করো ভগবান্ শোরি-ভূতিগৌরী দ্বিজোত্তম !
 মৈত্রেয় ! কেশবঃ সূর্য্য-সুপ্রভা কমলালয়া ॥ ২১ ॥
 বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাস্বততুষ্টিদা ।
 দ্যৌঃ শ্রীঃ সৰ্ব্বাত্মকো বিষ্ণু রবকাশোহতিবিস্তরঃ ॥ ২২ ॥
 শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীসুসৈবানপায়িনী ।
 ধৃতিলক্ষ্মী-জগচ্চেষ্ঠা বায়ুঃ সৰ্ব্বত্রগো হরিঃ ॥ ২৩ ॥
 জলধির্দ্বিজ ! গোবিন্দ-সুদেব ! শ্রীমহামতে !
 লক্ষ্মী-স্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদনঃ ॥ ২৪ ॥
 যমশচক্রধরঃ সাক্ষাদ্ ধূমোর্ণা কমলালয়া ।
 ঋদ্ধিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥
 গৌরী লক্ষ্মীর্মহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্ ।

সামস্বরূপা ; ১৯ বিষ্ণু সামবেদ স্বরূপ, লক্ষ্মী উদ্‌গীতি স্বরূপা ;
 জগন্নাথ বাসুদেব হতাশন স্বরূপ, লক্ষ্মী স্বাহা স্বরূপা ; ২০ ভগবান্
 নারায়ণ শঙ্করস্বরূপা, লক্ষ্মী ভূতি ও গৌরী স্বরূপা ; কেশব
 আদিত্য স্বরূপ, কমলালয়া আদিত্যপ্রভা স্বরূপা ; ২১ বিষ্ণু পিতৃগণ
 স্বরূপ, পদ্মা নিরন্তর মন্ত্রোষবিধায়িনী স্বধাস্বরূপা ; সৰ্ব্বাত্মক
 বিষ্ণু বিস্তৃত আকাশ স্বরূপ, লক্ষ্মী দেবপুত্রী স্বরূপা ; ২২ বিষ্ণু
 শশাঙ্ক স্বরূপ, লক্ষ্মী তাঁহার নিত্য কান্তিস্বরূপা ; বিষ্ণু সৰ্ব্বত্র-
 গামী বায়ুস্বরূপ, লক্ষ্মী ধৃতি ও জগচ্চেষ্ঠা স্বরূপা ; ২৩ হে মহামতে !
 গোবিন্দ জলধিস্বরূপ, লক্ষ্মী তাঁহার বেলা স্বরূপা ; মধুসূদন
 দেবরাজ স্বরূপ, লক্ষ্মী ইন্দ্রাণী স্বরূপা ; ২৪ চক্রধর বিষ্ণু সাক্ষাৎ
 যমস্বরূপ, কমলালয়া ধূমোর্ণা স্বরূপা ; শ্রীধর দেব বিষ্ণু স্বয়ং কুবের-

শ্রীদেবসেনা বিপ্রেন্দ্র ! দেবসেনাপতি-ইরিঃ ॥ ২৬ ॥
 অবষ্টস্তো গদাপাণিঃ শক্তিলক্ষ্মী-বিজোত্তম ! ।
 কাষ্ঠা লক্ষ্মীনিমেষোহসৌ মুহূর্ত্তোহসৌ কলা তু মা । ২৭ ।
 জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃ প্রদীপোহসৌ সর্বঃ সর্বৈশ্বরো হরিঃ ।
 লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুদ্ভ্রম সংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
 বিভাবরী শ্রীদেবসো দেবচক্রগদাধরঃ ।
 বরপ্রদো বরোবিষ্ণু বধুঃ পদ্মবনালয়া ॥ ২৯ ॥
 নদস্বরূপী ভগবান্ শ্রীনদীরূপগংস্থিতিঃ ।
 ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০ ॥
 তৃণা লক্ষ্মীর্জগৎস্বামী-লোভো-নারায়ণঃ পরঃ ।
 রতিরার্গো চ ধর্ম্মজ্ঞ ! লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ ॥ ৩১ ॥
 কিঞ্চাতিবহ্ননোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে ।

স্বরূপ, লক্ষ্মী ঋদ্ধি স্বরূপা ; ২৬ কেশব স্বয়ং বরুণ স্বরূপ, লক্ষ্মী
 মহাভাগা বরুণভার্যা গোপী স্বরূপা ; বিষ্ণু দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়
 স্বরূপ, লক্ষ্মী দেবসেনা স্বরূপা ; ২৭ গদাধর বিষ্ণু পুরুষকারস্বরূপ,
 লক্ষ্মী শক্তিস্বরূপা ; বিষ্ণু নিমেষ স্বরূপ, লক্ষ্মী কাষ্ঠা স্বরূপা ,
 বিষ্ণু মুহূর্ত্তস্বরূপ, লক্ষ্মী কলা স্বরূপা ; ২৮ সর্বৈশ্বর সর্ব হরি
 প্রদীপ স্বরূপ, লক্ষ্মী তাহার দীপ্তিস্বরূপা ; বিষ্ণু রক্ষস্বরূপ, জগ-
 ন্মাতা লক্ষ্মী লতা স্বরূপা ; ২৯ চক্রগদাধর দেব বিষ্ণু দিবস স্বরূপ,
 লক্ষ্মী বিভাবরী স্বরূপা ; বরদ বিষ্ণু বরস্বরূপ, পদ্মবনালয়া লক্ষ্মী
 বধুস্বরূপা ; ৩০ বিষ্ণু নদ স্বরূপ, লক্ষ্মী নদী স্বরূপা ; পুণ্ডরীকাক্ষ
 বিষ্ণু ধ্বজদণ্ড স্বরূপ, লক্ষ্মী পতাকা স্বরূপা ; ৩১ জগৎপতি নারায়ণ
 লোভ-স্বরূপ, লক্ষ্মী তৃণাস্বরূপা ; নারায়ণ রাগস্বরূপ, লক্ষ্মী রতি-
 স্বরূপা হইতেছেন । ৩১ । হে মৈত্রেয় ! অতি বিস্তর বলিবার প্রয়ো-
 জন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি যে, দেবতা মনুষ্য তির্য্যক্ জাতি

দেবতিৰ্য্যঙ্গানুযাদৌ-পুংনাম্নি ভগবান্ হরি
 স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীমৈত্রেয় ! নানয়োবিদ্যাতে পরম্ ॥৩২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে
 অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ-শব্দ বাচ্য যে যে বস্তু আছে তাহাতে ভগবান্
 বিষ্ণু অধিষ্ঠান করেন এবং স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দ বাচ্য বস্তু মাত্রেই লক্ষ্মীর
 অধিষ্ঠান আছে, এই জগতে লক্ষ্মী ও নারায়ণ ভিন্ন কোন বস্তুই
 নাই ১৩২ ।

বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ অষ্টম
 অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

নবম অধ্যায় ।

—*—

পরাশর উবাচ ।

ইদঞ্চ শৃণু মৈত্রেয় ! যৎপৃষ্ঠোহহমিহ ত্বয়া ।
শ্রীসম্বন্ধং যয়া হ্যেতৎ ক্রতমাসীৎ মরীচিভঃ ॥ ১ ॥
দূর্বাসাঃ শঙ্করম্ভ্যাংশ-শচচার পৃথিবীমিমাম্ ।
স দদর্শ অজং দিব্যাম্ ঋষিবিদ্যাধরীকরে ॥ ২ ॥
সন্তানকানামখিলং যস্য গন্ধেন বাসিতম্ ।
অতিসেব্যমভূদ্ ব্রহ্মণ ! তদ্বনং বনচারিণাম্ ॥ ৩ ॥
উন্নতব্রতধৃগ্-বিপ্রস্তাং দৃষ্ট্বা শোভনাং অজম্ ।

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! তুমি লক্ষ্মী-সংক্রান্ত যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্বে আমিও সন্দেহান হইয়া এ কথা মরীচির নিকট জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি আমার নিকট বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্ব কালে কোন সময় শঙ্করের অংশ সম্বৃত্ত মহর্ষি দূর্বাসা ভূম-গুল পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন । একদা তিনি (পর্যটন করিতে করিতে কোন অরণ্য মধ্যে) এক বিদ্যাধরী হস্তে এক ছড়া ‘অপূর্ব’ দিব্য মালা দেখিতে-পাইলেন । এ মালা কম্পরক্কের কুমুমদ্বারা গ্রথিত । উহার গন্ধে অখিল বন সুবাসিত হওয়াতে বনচারীদিগের অতীব মনোরঞ্জন হইয়াছিল । অনন্তর উন্নত ব্রতধারী দূর্বাসা

তাং যযাচে বরারোহাং বিদ্যাধরবধুং ততঃ ॥ ৪ ॥
 যাচিতা তেন তনুঙ্গী মালাং বিদ্যাধরাজনা ।
 দদৌ তস্মৈ বিশালাক্ষী সাদরং প্রণিপত্য চ ॥ ৫ ॥
 তামাদায়াঅনো মূর্দ্ধি অজমুগ্নতরুপধৃক্ ।
 কুত্বা স বিপ্রো মৈত্রেয়! পরিব্রাজম মেদিনীম্ ॥ ৬ ॥
 স দদর্শ সমায়ান্তম্ উগ্নতৈরাবতস্থিতম্ ।
 ত্রৈলোক্যাধিপতিং দেবং সহ দেবৈঃ শচীপতিম্ ॥ ৭ ॥
 তামাত্মনঃ স শিরসঃ অজমুগ্নতষট্পদাম্ ।
 আদায়ামররাজায় চিক্লেপোম্নতবম্মু নিঃ ॥ ৮ ॥
 গৃহীত্বামররাজেন অগৈরাবতমূর্দ্ধনি ।
 ন্যস্তা ররাজ কৈলাস-শিখরে জাহ্নবী যথা ॥ ৯ ॥

পরম রমণীয় সেই মালা সন্দর্শন করিয়া নিরুপম রূপবতী বিদ্যা-
 ধরীর নিকট তাহা যাচঞা করিলেন । ৪। তনুঙ্গী বিশালনয়না বিদ্যাধরা-
 জনা, দুর্কাসাকে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রণাম করিয়া সমাদর
 পূর্বক সেই মালা তাঁহাকে প্রদান করিল । ৫। হে মৈত্রেয়! উগ্নস্ত-
 ত্রতধারী ব্রাহ্মণ দুর্কাসা সেই মালা গ্রহণ পূর্বক স্ত্রীয়া মস্তকে স্থাপন
 করিয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ৬। ইতিমধ্যে তিনি দেখি-
 লেন, ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর দেবরাজ শচীপতি ইন্দ্র, মস্ত ঐরাবতে *
 আরোহণপূর্বক দেবগণের সহিত আগমন করিতেছেন । ৭। তখন তিনি
 আপনার মস্তক হইতে সেই অপূর্ব মাল্য উন্মোচনপূর্বক উগ্নস্তের ন্যায়
 দেবরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে ভ্রমরগণও উগ্নস্ত হইয়া
 ভ্রমণ করিতে করিতে মাল্যসহ ধাবমান হইল । ৮। অমররাজ সেই মাল্য

* সঙ্গত মন্ত্বে ঐরাবত উৎপন্ন হইবার পূর্বে দেবরাজ যে আর একটা বৃহদাকাব
 মন্ত মাড়লে আরোহণ করিতেন, তাহার নামও বোধ হয় ঐরাবত ।

মদান্ধকারিতাক্ষোহসৌ গন্ধাক্ষেণ বারং ।
 করেণাব্রায় চিক্ষেপ তাং অজং ধরণীতলে ॥ ১০ ॥
 ততশ্চুক্ৰোধ ভগবান্দূর্বাসা মুনিসত্তমঃ ।
 মৈত্রেয় ! দেবরাজং তং ক্রুদ্ধশ্চেতদুবাচ হ ॥ ১১ ॥
 ঐশ্বর্যমভ ! দুষ্ঠান্ন ! অতিশুক্কোহসি বাসব ! ।
 শ্রিয়ৌ ধাম অজং যন্তুং মদতাং নাভিনন্দসি ॥ ১২ ॥
 প্রসাদ ইতি নোক্তং তে প্রণিপাতপূরঃসরম্ ।
 হর্ষোৎফুল্লকপৌলেক্য নচাপি শিরসা ধৃত ॥ ১৩ ॥
 ময়া দত্তামিমাং মালাং যস্মান্ন বহু মন্যসে ।
 ত্রৈলোক্যত্ৰিভুতৌ যুট ! বিনাশমুপযাস্যতি ॥ ১৪ ॥
 যাং মন্যতে হনৈঃ সদৃশং নূনং শক্র ! ভবান্ দ্বিজৈঃ ।
 অতোহবমানমস্মাকং মানিনা ভবতা কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

গ্রহণ করিয়া ঐরাবত মস্তকে স্থাপন করাতে তাহা কৈলাস-শিখরস্থিত
 জাকুবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।^{১০} মদান্ধ ঐরাবত, অপূর্ণ
 সৌগন্ধদ্বারা আকৃষ্টচেতা হইয়া করদ্বারা আঘাণপূর্বক তাহা ভূতলে
 নিক্ষেপ করিল ।^{১১} হে মৈত্রেয় ! ভগবান্ মহর্ষি দুর্বাসা তদ্বর্ণনে
 সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দেবরাজকে কহিলেন ,^{১২} দুর্দাসান্ন ! তুমি
 ঐশ্বর্য মদে মত্ত ও সাতিশয় গর্বিত হইয়াছ কারণ তুমি লক্ষ্মীর
 আধার মদন্ত এই মালায় অনাস্থা প্রদর্শন করিলে ।^{১৩} তুমি আমার
 নিকট মালা পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে না এবং ইহা বলিলে
 না যে, ‘আপনকার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম’ । অথবা তুমি হর্ষোৎফুল্ল
 হইয়া মদন্ত বলিয়া ইহা মস্তকেও ধারণ করিলে না ?^{১৪} যুট !
 তুমি আমার দত্ত এই মালায় প্রতি অনাস্থা করিলে, এই কারণে
 তোমার অধিকৃত ত্রৈলোক্য ত্রিভুত হইবে ।^{১৫} শক্র ! তুমি সাতি-

মদন্তা ভবতা যস্মাৎ ক্ষিপ্তা মালা মহীতলে ।
 তস্মাৎ প্রানফলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি ॥১৬॥
 যস্য সংজাতকোপস্য ভয়মেতি চরাচরম্ ।
 তং ত্বং যামতিগর্ভেণ দেবরাজ্যবমন্যসে ॥ ১৭ ॥

পরশর উবাচ ।

মহেন্দ্রো বারণস্কন্ধাদ্ অবতীর্য্য ভ্রান্বিতঃ ।
 প্রসাদয়ামাস তদা দুর্বাসসমকলুষম্ ॥ ১৮ ॥
 প্রসাদয়ামানঃ স তদা প্রণিপাতপুরঃসরম্ ।
 প্রতুবাচ সহস্রাক্ষং দুর্বাসা মুনিসত্তমঃ ॥ ১৯ ॥
 নাহং রূপালুহুদয়ো ন চ মাং ভজতে ক্ষমা ।
 অন্যো তে মুনয়ঃ শত্রু ! দুর্বাসসমবেহি মাম ॥ ২০ ॥

শয় গর্বিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অন্যান্য সামান্য ব্রাহ্মণের
 ন্যায় জ্ঞান করিয়াছ এবং ইহাতে আমার প্রতি তোমার বিলক্ষণ
 অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে ! ১৬ । তুমি আমা কর্তৃক প্রদত্ত মালা
 মহীতলে নিক্ষেপ করিলে এই কারণে তোমার অধিকৃত ত্রৈলোক্যের
 লক্ষ্মী ত্যাগ হইবে ১৭ । দেবরাজ ! যাঁহার ক্রোধোদয় হইলে স্বাবর
 জঙ্গম সকলেই ভয় বিহ্বল হয় তাদৃশ আমাকে তুমি অত্যন্ত অহঙ্কার
 বশত অবজ্ঞা করিলে । ১৮ ।

পরশর কহিলেন । অনন্তর যখন মহেন্দ্র দেখিলেন যে, তাঁহার
 অপরাধেই দুর্বাসা শাপ দিয়াছেন ; তখন তিনি ভ্রান্বিত হইয়া
 ঐরাবত স্কন্ধ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা
 করিতে লাগিলেন ১৯ । দেবরাজ, প্রণিপাত পূর্ব্বক বহুবিধ স্তুতি
 বিনতি করিলে মহর্ষি দুর্বাসা তাঁহাকে কহিলেন, ২০ পুর-
 ন্দর ! আমি অন্যান্য মুনির ন্যায় রূপালুহুদয় নহি : ক্ষমা

গৌতমাদিভিরনৈ-স্তুং গৰ্হমাপাদিতো মুখা ।
 অক্ষান্তিসারসৰ্ব্বস্বং দুৰ্বাসসমবেহি মাম্ ॥ ২১ ॥
 বসিষ্ঠাদৈর্দ্রয়্যাসারৈঃ স্তোত্রং কুৰ্ব্হিত্তিরুচ্চকৈঃ ।
 গৰ্হং গতোহসি যেনৈবং মামপাদ্যাবমন্যসে ॥ ২২ ॥
 জ্বলজ্জটাকলাপস্য ভুকুটীকুটিলং মুখম্ ।
 নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে মম যো ন গতো ভয়ম্ ॥ ২৩ ॥
 নাহং ক্ষমিষ্যে বহুনা কিমুক্তেন শতক্রতো । ।
 বিড়ম্বনামিমাং ভূয়ঃ করোম্যানুনয়াত্মিকাম্ ॥ ২৪ ॥

করা আমার রীতি নহে; আমার নাম দুর্কাসা।^{২০} গৌতম
 প্রভৃতি মহর্ষিগণ ভাৰ্য্যাধৰ্ম্মাদি গুরুতর অপরাধেও তোমাকে অনর্থ
 ক্ষমা করিয়া বিলক্ষণ অহঙ্কার বাড়াইয়া দিয়াছেন। (তুমি নিশ্চয়
 জানিবে, গৌতম যেমন তোমার সহস্র চক্ষু করিয়া দিলেন, সেরূপ
 ক্ষমা আমার নিকট হইবে না) ক্ষমা না করাষ্ট আমার সৰ্ব্ব
 প্রধান গুণ, আমার নাম দুর্কাসা জানিবে।^{২১} তুমি উক্ত আসনে
 উপবিষ্ট হইয়া থাক, বশিষ্ঠ-প্রভৃতি দয়ালু যুনিগণ চতুর্দিকে
 তোমার স্তুতি পাঠ করিতে থাকেন; তাহাশ্বেই তুমি এতদূর
 গৰ্ব্বিত হইয়াছ, যে, অদ্য আমাকেও অবজ্ঞা করিলে।^{২২} আমি
 ক্রুদ্ধ হইলে, যখন আমার মুখ ভুকুটীদ্বারা কুটিল ও জটাকলাপ অগ্নি-
 শিখা সঙ্কশ হয়, তখন তাহা দেখিয়া যিনি ভীত না হন, এরূপ
 ব্যক্তি ত্রিভুবনে কে আছে? ^{২৩} শতক্রতো! অধিক কি বলিব,
 আমি তোমাকে কোন মতেই ক্ষমা করিব নী; তুমি কি জন্য ভূয়ো-
 ভূয় অনুনয় বিনয় করিয়া বিড়ম্বিত হইতেছ। ^{২৪}

পরশর উবাচ ।

ইতুস্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো দেবরাজোহপি তং পুনঃ ।
 আকুটৈরাবতং ব্রহ্মন্ ! প্রযযৌ অমরাবতীম্ ॥ ২৫ ॥
 ততঃ প্রভৃতি নিঃশ্রীকং সশক্রং ভুবনত্রয়ম্ ।
 মৈত্রেয়াসীদপঞ্চস্থং সংক্ষীণৌষধিবীরুধম্ ॥ ২৬ ॥
 ন যজ্ঞাঃ সংপ্রবর্তন্তে ন তপস্যান্তি তাপসাঃ ।
 ন চ দানাদিধর্মেষু মনশ্চক্রে তদা জনঃ ॥ ২৭ ॥
 নিঃসত্ত্বাঃ সকলা লোকা লোভাদ্যুপহতেন্দ্রিয়াঃ ।
 স্বপ্নেহপি হি বভূবুস্তে সাভিলাষা দ্বিজোত্তম ! ॥ ২৮ ॥
 যতঃ সত্ত্বং ততো লক্ষ্মীঃ সত্ত্বং ভূতানুসারি চ ।
 নিঃশ্রীকাণাং কুতঃ সত্ত্বং বিনা তেন গুণাঃ কুতঃ ॥ ২৯ ॥
 বলশৌর্যাদ্যভাবশ্চ পুরুষাণাং গুণৈর্কিনা ।

পরশর কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! দুর্বাসা এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন ; দেবরাজও সেই ঐরাবতে পুনর্বার আরোহণ পূর্বক অমরাপুরীতে উপনীত হইলেন । ২৫ মৈত্রেয় ! সেই অবধি ইন্দ্রের সহিত ত্রিভুজন শ্রীভ্রষ্ট ও রেষ্টপ্রায় হইল । যজ্ঞসাধন ও ঐষি লতাসমূহ দিন দিন ক্ষীয়মাণ হইতে লাগিল । ২৬ অতঃপর যজ্ঞ আর অমুষ্ঠিত হয় না, তপস্বীরাও তপস্যা করেন না, লোকে দানাদি ধর্মোত্তমোনিবেশ করে না । ২৭ হে দ্বিজোত্তম ! সকলে সত্ত্বহীন লোভাদি-
 দ্বারা আকুটহৃদয় এবং সামান্য বিষয়েও সাভিলাষ ও লোলুপ হইল । ২৮ যেখানে সত্ত্ব, সেইখানেই লক্ষ্মী অবস্থিতি করেন, সত্ত্বও ঐশ্বর্যের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহার শ্রীভ্রষ্ট, তাহাদের সত্ত্ব কিরূপে থাকিতে পারে ? তাহার সত্ত্বহীন, তাহাদের কোন গুণই থাকে না । ২৯ যে সকল লোক গুণহীন, তাহার সূতরাং বল-

লজ্জনীয়ঃ সমস্তস্য বলশৌৰ্য্যবিবৰ্জিতঃ ॥ ৩০ ॥

ভবতাপধ্বস্তমতির্লজ্জিতঃ প্রথিতঃ পুমান্ ।

এবমত্যন্তনিঃশ্রীকে ত্রৈলোক্যে সত্ববিবৰ্জিতে ॥ ৩১ ॥

দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্লুর্দৈতেয়দানবাঃ ।

লোভাভিভূতা নিঃশ্রীকা দৈত্যঃ সত্ববিবৰ্জিতাঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রিয়া বিহীনৈর্নিঃসত্বৈর্দেবৈশ্চক্লুস্ততো রণম্ ।

বিজিতাস্ত্রিদশা দৈত্যৈরিন্দ্রাদ্যাঃ শরণং যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

পিতামহং মহাভাগং হতাশনপুরোগমাঃ ।

যথাবৎ কথিতো দেবৈব্রহ্মা প্রাহ ততঃ সুরান্ ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পরাপরেশং শরণং ব্রজধ্বমসুরাদিনম্ ।

উৎপত্তিস্থিতিনাশানামহেতুং হেতুমীশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

বীৰ্য্যাদি বিহীন হইয়া পড়ে । বলবীৰ্য্যাদি বিহীন হইলে তাহাদিগকে সকলেই পরাভব করিতে সমর্থ হয় । ৩০ পরাভব হইলে বিখ্যাত পুরুষও প্রজ্ঞাবিহীন হইয়া থাকে । ত্রিলোক এইরূপ সত্ববিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইলে ৩১ দৈত্য ও দানবগণ, দেবগণের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল । দৈত্যগণ যদিও ক্রিয়ঃপরমাণে লোভাভিভূত, সত্ববিবৰ্জিত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল, ৩২ তথাপি তাহারা সম্পূর্ণ শ্রীভ্রষ্ট ও সত্ববিহীন দেবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাভব করিল । অনন্তর দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, দৈত্যাদল কর্তৃক পরাজিত হইয়া হতাশনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পিতামহের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার শরণাপন্ন হইলেন এবং আত্মপুষ্কিক সমুদায় নিবেদন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন । ৩৩ ৩৪ তোমরা পরাপর জগতের ঈশ্বর অমুরসংহারী বিষ্ণুর শরণাপন্ন

প্রজাপতিপতিং বিষ্ণু মনন্তমপরাজিতম্ ।

প্রধানপুংসোরজয়োঃ কারণং কার্য্যভূতয়োঃ ॥৩৬॥

প্রণতার্থিহরং বিষ্ণুং স বঃ শ্রেয়ো বিধাস্যতি ।

এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্ষান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥

ক্ষীরোদসোত্তরং তীরং তৈরেব সহিতো যযৌ ॥৩৭॥

স গত্বা ত্রিদশৈঃ সর্কৈঃ সমবেতঃ পিতামহঃ ।

তুষ্ঠাব বাগ্ভিরিষ্ঠাভিঃ পরাপরপতিং হরিম্ ॥৩৮॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নমাম সর্ষং সর্কৈশমনন্তমজমবায়ম্ ।

লোকধামধরাধারমপ্রকাশমভেদিনম্ ॥ ৩৯ ॥

হও । তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, অনাদি ও সকলেরই ঈশ্বর । ৩৬ তিনি প্রজাপতিরও পতি, অনন্ত । তিনি কদাপি পরাজিত হন না । তিনি কার্য্যভূত অর্থাৎ স্বষ্টীক্ষুণ্ণ যে নিত্য প্রকৃতি ও পুরুষ, তাহাদেরও কারণ অর্থাৎ সংক্কাভক * । ৩৭ তিনি প্রণত ব্যক্তির ক্লেশ দূর করিয়া থাকেন ; অতএব তিনি তোমাদের শ্রেয়োবিধান করিবেন । লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় দেবগণকে এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিলেন । ৩৮ এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদায় দেবগণের সমভিব্যাহারে বহুবিধ ইষ্ট বাক্য দ্বারা পরাপর জগতের অধীশ্বর বিষ্ণুর শ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন । ৩৯ ব্রহ্মা কহিলেন, অজ অনন্ত অব্যয় নারায়ণকে নমস্কার । তিনি সকলের স্বরূপ ও সকলের ঈশ্বর । তিনি স্বতঃপ্রকাশ ও ভেদবিবর্জিত । ইন্দ্রাদি

* প্রকৃতি ও পুরুষ মিত্য । ইহারা ঈশ্বর কর্তৃক জুড়ামাণ হইলেই স্বষ্টীক্ষুণ্ণ হয়, অর্থাৎ ইহারা ঈশ্বর কর্তৃক চালিত হইয়া মহত্ত্বাদির সৃষ্টি করে ; সুতরাং ঈশ্বর, প্রকৃতি পুরুষের স্বষ্টীক্ষুণ্ণীকরণের কারণ ।

নারায়ণমণীয়াং সমশেষাণামণীয়সাম্ ।
 সমস্তানাং গরিষ্ঠং যদ্ভূরাদীনাং গরীয়সাম্ ॥৪০॥
 যত্র সর্বং যতঃ সর্বমুৎপন্নং সৎপুরঃসরম্ ।
 সর্বভূতশ্চ যো দেবঃ পরাণামপি যঃ পরঃ ॥ ৪১ ॥
 পরঃ পরমাৎ পুরুষাৎ পরমাত্মস্বরূপধৃক্ ।
 যোগিভিষ্টিস্তাতে যোহসৌ মুক্তিহেতুর্ন মুক্তভিঃ ॥৪২॥
 সত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ ।
 স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভাঃ পুমানাদাঃ প্রসীদতু ॥ ৪৩ ॥
 কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালসূত্রস্য গোচরে ।
 যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥ ৪৪ ॥
 প্রোচ্যতে পরমেশো হি যঃ শুদ্ধোহ্যুপাচারতঃ ।

সমুদায় প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছেন । ৩৭
 স্রষ্টিমধ্যে যত প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তিনি তৎসমুদায় অপে-
 ক্তাও সূক্ষ্মতর এবং মহীমণ্ডল প্রভৃতি যতপ্রকার গুরুপদার্থ আছে,
 তিনি তৎসমুদায় অপেক্ষা গুরুতর । ৩৮ সৎ ও অসৎ সমুদায় পদার্থ
 তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, সমুদায় পদার্থই তাঁহা হইতে উৎ-
 পন্ন হইয়াছে । তিনি সর্বভূতময় দেব ও শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ । ৩৯
 তিনি প্রকৃতিপ্রেরক পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও পরমাত্ম-স্বরূপ ।
 তিনি মুক্তির কারণ, স্বতরাং মুমুক্শু যোগীরা নিরন্তর তাঁহার চিন্তা
 করিয়া থাকেন । ৪০ তিনি ঈশ্বর স্বতরাং সত্ত্ব রজ ও তম এই প্রাকৃত
 গুণত্রয়ের অতীত । তিনি সকলের আদি-পুরুষ ও সমুদায় শুদ্ধ
 পদার্থ হইতেও শুদ্ধতর ; তিনি প্রসন্ন হউন । ৪১ তিনি নির্লিপ্ত ও
 তাঁহার শক্তি, কলা-কাষ্ঠা-নিমেষ-প্রভৃতি কালসূত্রে আবদ্ধ নহে ।
 তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ৪২ যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্লিপ্ত

প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সৰ্বদেহিনাম্ ॥ ৪৫ ॥

যঃ কারণঞ্চ কার্যঞ্চ কারণস্যাপি কারণম্ ।

কার্যস্যাপি চ যঃ কার্যং প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥ ৪৬ ॥

কার্য্যকার্যস্য যঃ কার্য্যং তৎকার্য্যস্যাপি যঃ স্বয়ম্ ।

তৎকার্য্যকার্য্যভূতো যন্ততশ্চ প্রণতাঃ স্ম তম্ ॥ ৪৭ ॥

কারণং কারণস্যাপি তস্য কারণকারণম্ ।

তৎকারণানাং হেতুং ত্বাং প্রণতাঃ স্ম সুরেশ্বরম্ ॥ ৪৮ ॥

ভোক্তারং ভোজ্যভূতঞ্চ স্রষ্টারং স্রজ্যমেব চ ।

কার্য্যং কৰ্ম্মস্বরূপং তং প্রণতাঃ স্ম পরং পদম্ ॥ ৪৯ ॥

হইলেও যাঁহাতে লক্ষ্মীপতি এই শব্দ আরোপ করা যায়, যিনি সৰ্ব দেহীর আত্মা-স্বরূপ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।^{১০} যিনি কারণ অর্থাৎ মহত্ত্বস্বরূপ, যিনি কার্য্য অর্থাৎ অহঙ্কারস্বরূপ, যিনি কারণেরও কারণ অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ, যিনি কার্য্যেরও কার্য্য অর্থাৎ তন্মাত্রাদি-স্বরূপ সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।^{১১} প্রকৃতির কার্য্য যে মহত্ত্ব তাহার কার্য্য যে অহঙ্কার, তাহার কার্য্য যে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; যিনি স্বয়ং তৎ-স্বরূপ এবং যিনি তন্মাত্রের কার্য্য যে পঞ্চভূত, তাহারও কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডের যে কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মা দক্ষ প্রভৃতি, তাহারও যে কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মা দক্ষ-প্রভৃতির পুত্র পৌত্রাদি প্রবাহ, যিনি স্বয়ং তৎস্বরূপ, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।^{১২} অর্বাচ সৃষ্টির কারণ ব্রহ্মাদি, তাহার কারণ ব্রহ্মাণ্ড, তাহার কারণ মহাভূত, তাহার কারণ সূক্ষ্মভূত, তাহার কারণ অহঙ্কার, তাহার কারণ মহত্ত্ব, তাহার কারণ প্রকৃতি, যিনি তৎস্বরূপ, সেই সুরেশ্বরকে নমস্কার করি।^{১৩} যিনি ভোক্তা অথচ ভোজ্যস্বরূপ, সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্রজ্য পদার্থ

বিশুদ্ধং বোধনং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ।

অব্যাক্তমবিকারং যৎ তদ্বিষেণাঃ পরমং পদম্ ॥ ৫০ ॥

ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মং যৎ ন বিশেষণগোচরম্ ।

তৎপদং পরমং বিষেণাঃ প্রণয়ামঃ সদামলম্ ॥ ৫১ ॥

যস্যায়ুতায়ুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা ।

পরং ব্রহ্মস্বরূপং যৎ প্রণয়ামস্তমব্যয়ম্ ॥ ৫২ ॥

যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ ।

জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষেণাঃ পরমং পদম্ ॥ ৫৩ ॥

যদ্ব্যোগিনঃ সদোদ্যুক্তাঃ পুণ্যপাপক্ষয়েহক্ষয়ম্ ।

পশ্যন্তি প্রণবে চিন্ত্যং তদ্বিষেণাঃ পরমং পদম্ ॥ ৫৪ ॥

শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিকাঃ ।

ভবন্ত্যভূতপূর্বস্য তদ্বিষেণাঃ পরমং পদম্ ॥ ৫৫ ॥

স্বরূপ, যিনি কার্য ও কারণস্বরূপ আমরা সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি।^{৫০}। যিনি বিশুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ, যিনি অজ অক্ষয় অব্যয় নিত্য অব্যক্ত ও বিকারশূন্য। সেই বিষ্ণুর পরম পদ ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি।^{৫১} যিনি সূক্ষ্ম বা স্থূল নহেন, বিশেষণ দ্বারা যাঁহার নির্দেশ করা যায় না, যিনি সর্বদা নির্মল, বিষ্ণুর পরম পদ সেই ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি।^{৫২} যাঁহার অযুত অযুত অংশ যে মায়াশক্তি, তাহার একাংশমাত্র যে রজোশক্তি, তাহাতে এই বিশ্ব-শক্তি অবস্থিত রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ অব্যয় পরম পুরুষকে আমরা নমস্কার করি।^{৫৩} যে পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ ব্রহ্মকে দেবগণ জানেন না, মুনিগণ জানেন না, আমি জানি না, শঙ্করও জানেন না,^{৫৪} সদোদ্যুক্ত যোগিগণ (মুক্তির পূর্থাবস্থায়) পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে প্রণবে স্থিত অচিন্তনীয় বিষ্ণুর পরম পদ যে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন,^{৫৫} যিনি অপূর্ব দেব, ও ব্রহ্মা

সর্বেশ ! সর্বভূতাত্মন ! সর্ব ! সর্বাশ্রয়াচ্যুত ! ।
 প্রসীদ বিষ্ণে ! ভক্তানাং ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥ ৫৬ ॥
 ইতাদীরিতমাকর্ষ্য ব্রহ্মণস্ত্রিদশাস্ততঃ ।
 প্রণমোচুঃ প্রসীদেতি ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥ ৫৭ ॥
 যন্মায়ং ভগবান্ ব্রহ্মা জানাতি পরমং পদম্ ।
 তন্নতাঃ স্ম জগদ্ধাম তব সর্বগতাচ্যুত ! ॥ ৫৮ ॥
 ইত্যন্তে বচসন্তেমাং দেবানাং ব্রহ্মণস্তথা ।
 উচুর্দেবর্ষয়ঃ সর্কে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ৫৯ ॥
 আদ্যো যজ্ঞপুমানৌভ্যো যঃ সর্কেবাধু পূর্বজঃ ।
 তং নতাঃ স্ম জগৎস্রষ্টুঃ স্রষ্টারমবিশেষণম্ ॥ ৬০ ॥

বিষ্ণু মহেশ্বর-প্রভৃতি যাঁহার ঋষ্টি স্থিতি প্রায়কারিতা) শক্তি-
 স্বরূপ, সেই বিষ্ণুর পরম পদ ব্রহ্মকে (আমরা নমস্কার করি) ৫৬ ।
 হে সর্বেশ ! হে সর্বভূতাত্মন ! হে সর্ব ! হে সর্বাশ্রয় ! হে অচ্যুত !
 বিষ্ণে ! আমরা ভক্ত, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দৃষ্টিগণে আবি-
 ভূত হও । ৫৭

অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্য শ্রবণপূর্বক প্রণাম করিয়া
 কহিলেন, প্রভো ! প্রসন্ন হও, আমাদের দর্শন দাও । ৫৮ হে
 সর্বগত অচ্যুত ! এই ভগবান্ ব্রহ্মা, জগতের আধার যে পরম পদ
 অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই, তাহা তুমি ; আমরা তোমাকে
 নমস্কার করি । ৫৯

ব্রহ্মা ও দেবগণের এই প্রকার স্তুতিবাক্যের অবসান হইলে বৃহ-
 স্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিরা সকলেই কহিলেন, ৬০ যিনি জগতের
 আদি পুরুষ, অনাদি, যজ্ঞ পুরুষ ও শুবনীর, যিনি জগৎস্রষ্টারও ঋষ্টি-
 কর্ত্তা এবং বিশেষণ-রহিত, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি । ৬০

ভগবন্ ভূতভব্যেণ ! জগন্মূর্ত্তিধরাব্যয় ! ।
 প্রসীদ প্রণতানাং ত্বং সৰ্ব্বেষাং দেহি দৰ্শনম্ ॥ ৬১ ॥
 এষ ব্রহ্মা তথৈবায়ং সহ রুদ্রৈস্ত্রিলোচনঃ ।
 সৰ্ব্বাদিত্যৈঃ সমং পূৰ্বা পাবকোহয়ং সৰ্ব্বাধিভিঃ ॥ ৬২ ॥
 অগ্নিনৌ বসবশ্চৈমে সৰ্ব্বৈ চৈতে মরুদগণাঃ ।
 সাধ্যা বিশ্বে তথা দেবা দেবেজ্জগায়মীশ্বরঃ ॥ ৬৩ ॥
 প্রণামপ্রবণা নাথ ! দৈত্যসৈন্যপরাজিতাঃ ।
 শরণং ত্বামনুপ্রাপ্তাঃ সমস্তা দেবতাগণাঃ ॥ ৬৪ ॥
 পরাশর উবাচ ।

এবং সংস্কৃত্যমানস্ত ভগবান্ শঙ্খচক্রধৃক্ ।
 জগাম দৰ্শনং তেষাং মৈত্রেয় ! পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৫ ॥

ভগবন্ ! তুমি ভূত-ভবিষ্যৎ সকলেরই ঈশ্বর ; হে অব্যয় ! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই তোমার মূর্ত্তিস্বরূপ । আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি, প্রসন্ন হও, আমাদের সকলকে দৰ্শন দাও ।* হে নাথ ! এই ব্রহ্মা, রুদ্রগণের সহিত এই ত্রিলোচন, সমুদায় আদিত্যগণের সহিত এই সূর্য্য, অগ্নিগণ সহিত এই পাবক,*২ এই অগ্নিনীকুমার-যুগল, এই অষ্টবসুগণ, এই সমুদায় মরুদগণ, এই সাধ্যগণ, এই বিশ্বদেবগণ, এই প্রভু দেবেজ্জ, এই আর আর সমুদায় দেবগণ,*৩ ইহারা সকলে দৈত্যসৈন্য-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তোমার শরণা-পন্ন হইয়াছেন এবং সকলেই (তোমাকে ভক্তিভাবে) প্রণাম করিতেছেন (প্রসন্ন হও) ।*৪

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! শঙ্খ চক্রধারী ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণু এইরূপে সংস্কৃত্যমান হইয়া তাঁহাদের দৰ্শন-পথে আবির্ভূত হই-

তং দৃষ্ট্বা তে তদা দেবাঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
 অপূৰ্ণরূপসংস্থানং তেজসাং রাশিমুজ্জিতম্ ॥ ৬৬ ॥
 প্রণম্য প্রণতাঃ পূৰ্ণং সংক্ষোভস্তিমিতেক্ষণাঃ ।
 তুৰ্য্যবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পিতামহপুরোগমাঃ ॥ ৬৭ ॥

দেবা উচুঃ ।

নমো নমোঃ বিশেষস্ত্বং ত্বং ব্রহ্মা ত্বং পিনাকধৃক্ ।
 ইন্দ্রস্ত্বমগ্নিঃ পবনো বরুণঃ সবিতা যমঃ ॥ ৬৮ ॥
 বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বে দেবগণা ভবান্ ।
 যোহয়ং তবাংগতো দেব । সমীপং দেবতাগণঃ ॥ ৬৯ ॥
 স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সৰ্ব্বগতো ভবান্ ।
 ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বমট্কারস্ত্বমোক্ষারঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭০ ॥

লেন।^{১০} অনন্তর দেবগণ, নিরূপমরূপ-সম্পন্ন উজ্জিত তেজো-
 রাশি-স্বরূপ শঙ্খ চক্র গদাধারী বিষ্ণুকে দেখিয়া ^{১১} পূৰ্ণে কৃত-
 প্রণাম হইলেও বিস্ময়ে স্তিমিত-নেত্র হইয়া পুনর্বার প্রণাম করিলেন
 এবং পিতামহের মহিত একত্র হইয়া পুনর্বার স্তব করিতে আরম্ভ
 করিলেন।^{১২} দেবতারা কহিলেন, হে দেব! তুমি শুদ্ধ অর্থাৎ
 নির্লিপ্ত পরমাত্মা, তোমাকে ভূয়োভূয় প্রণাম করি। তুমি ব্রহ্মা,
 তুমি মহেশ্বর, তুমি ইন্দ্র, তুমি পবন, তুমি বরুণ, তুমি স্বর্ঘ্য, তুমি
 যম,^{১৩} তুমি বহুগণ, তুমি মরুদগণ, তুমি সাধ্যগণ, তুমি বিশ্ব-
 দেবগণ, এবং এই যে সমস্ত দেবগণ তোমার সমীপে সম্মুখিত
 হইয়াছেন,^{১৪} ইঁহাদের মধ্যে কেহই তোমার স্বরূপ হইতে ভিন্ন
 নহেন। হে সৰ্ব্বাত্মন! তুমিই জগতের স্রষ্টিকর্তা ও তুমিই
 সকলের অন্তরাত্মা স্বরূপ। তুমি যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞীর মন্ত্র বমট্কার,

বেদ্যাবেদ্যঞ্চ সৰ্ব্বাঙ্গান্ ! ত্বয়্যরুণাখিলং জগৎ ।
 ত্বামত্র শরণং বিষ্ণো ! প্রয়াতা দৈত্যনির্জিতাঃ ॥৭১॥
 বয়ং, প্রসীদ সৰ্ব্বাঙ্গান্ ! তেজসাপ্যায়স্ব নঃ ।
 তাবদার্তিস্তথা বাঙ্গা তাবম্মোহস্তথানুধম্ ॥ ৭২ ॥
 যাবন্নায়াতি শরণং ত্বামশেষাশনাশনম্ ।
 তৎ প্রসাদং প্রসন্নাঙ্গান্ ! প্রপন্নানাং কুরুষু নঃ ॥৭৩॥
 তেজসাং নাথ ! সৰ্ব্বেষাং স্বশক্ত্যাপ্যায়নং কুরু ॥৭৪॥
 পরাশর উবাচ ।

এবং সংস্তুয়মানস্তু প্রণতৈরমরৈহরিঃ ।
 প্রসন্নদৃষ্টিভগবান্নিদমাহ স বিশ্বকৃৎ ॥ ৭৫ ॥

তুমি ওঙ্কার ও তুমি প্রজাপতি ।^{১০} হে বিষ্ণো ! জেয় ও অজেয়
 এই সমুদায় জগৎ তোমারই স্বরূপ । একগুণে আমরা দৈত্য-
 গণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, ^{১১}
 অধুনা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, স্বীয় তেজোদ্বারা আমাদেরকে
 আপ্যায়িত কর । সৰ্ব্বাঙ্গান্ ! সেই পর্য্যন্ত বিপন্নকৃত পীড়ন, সেই
 পর্য্যন্ত বিপন্ন পীড়াজয়ের বাঙ্গা, সেই পর্য্যন্ত মোহ, সেই পর্য্যন্ত
 দুঃখ অনুভূত হয়, ^{১২}—যে পর্য্যন্ত তোমার শরণাপন্ন হওয়া না যায় ।
 হে প্রসন্নাঙ্গান্ ! তুমি অশেষ কলুষনাশক এই হেতু আমরা তোমার
 শরণাগত হইলাম, প্রসন্ন হও ।^{১৩} তুমি সকল তেজের অধীশ্বর, তুমি
 স্বীয় শক্তিদ্বারা আমাদেরকে আপ্যায়িত কর ।^{১৪}

পরাশর কহিলেন । অমরগণ প্রণত হইয়া এইরূপে স্তব করিলে
 জগতের স্ফটিকর্তা ভগবান্ হরি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ পুঙ্খক কহি-

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

তেজসো ভবতাং দেবাঃ ! করিষ্যাম্যুপবৃংহণম্ ।
 বদাম্যহং যৎ ক্রিয়তাং ভবন্তিস্তদ্বিদ্ং সুরাঃ ! ॥ ৭৬ ॥
 আনীয় সহিতা দৈতৈঃ ক্ষীরাকৌ সকলৌষধীঃ ।
 মস্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাস্তুকিম্ ॥ ৭৭ ॥
 মথ্যতামমৃতং দেবাঃ ! সহায়ৈ ময্যবস্থিতে ।
 সামপূর্কঞ্চ দৈতেয়াস্তত্র সাহায্যকর্মণি ॥ ৭৮ ॥
 সামান্যফলভোক্তারো যুয়ং বাচ্যা ভবিষ্যথ ।
 মথ্যমানে চ তত্রাকৌ যৎ সমুৎপাদ্যতেহমৃতম্ ॥ ৭৯ ॥
 তৎপানাদ্ বলিনো যুয়মমরাশ্চ ভবিষ্যথ ।
 তথা চাহং করিষ্যামি যথা ত্রিদশবিদ্বিষঃ ।
 ন প্রাপ্স্যন্ত্যমৃতং দেবাঃ কেবলং ক্লেশভাগিনঃ ॥ ৮০ ॥

লেন ৭৭ দেবগণ ! আমি তোমাদের তেজোরাক্তি করিয়া দিতেছি
 এবং যাহা বলিতেছি তোমরা তদনুরূপ কার্য্য কর । ৭৮ দেবগণ !
 তোমরা দৈত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমুদায় ওষধি আনয়ন
 পূর্কক ক্ষীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে পরে মন্দর-পর্বতকে মস্থনদণ্ড ও
 বাস্তুকিকে নেত্র অর্থাৎ মস্থনরজ্জু করিয়া ৭৯ অমৃতমস্থন অর্থাৎ মস্থন
 দ্বারা অমৃত উৎপাদন করিবে ; এই কার্য্যে আমি তোমাদের সহা-
 যতা করিব । তোমরা অম্বরদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সাহায্য
 লইবে ৮০ এবং তাহাদিগকে বলিবে যে, আমাদের ন্যায় তোমরাও
 সমুদ্র-মস্থনে সমান ফলভোগী হইবে । সমুদ্রে মস্থনদ্বারা যে অমৃত
 উৎপন্ন হইবে ৮১ তাহা পান করিয়া তোমরা বলবান্ ও অমর হইতে

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্তা দেবদেবেন সৰ্ব্ব এব ততঃ সুরাঃ ।
 সন্ধানমসুরৈঃ কৃত্বা যত্নবন্তোহমৃতেভবন্ ॥ ৮১ ॥
 নানৌষধীঃ সমানীয় দেবদৈতেয়দানবাঃ ।
 ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরাক্ষিপয়সি শরদভ্রামলত্বিমি ॥ ৮২ ॥
 মস্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্ ।
 ততো মথিতুমারক্কা মৈত্রেয় ! তরসামৃতম্ ॥ ৮৩ ॥
 বিবুধাঃ সহিতাঃ সৰ্ব্বৈ যতঃ পুচ্ছং ততঃ কুতাঃ ।
 কৃষ্ণেন বাসুকেদৈত্যাঃ পূৰ্ব্বকায়ে নিবেশিতাঃ ॥ ৮৪ ॥
 তে তস্য কণনিঃস্থাস-বহিনাপহতত্বিমঃ ।
 নিস্তেজসোহসুরাঃ সৰ্ব্বৈ বভূবুরমিতদ্যুতে ! ॥ ৮৫ ॥

পারিবে । সুরগণ ! অসুরেরা বাহাতে অমৃত না পায় ও কেবল ক্লেশ-ভাগী হয়, আমি তাহার উপায় করিব । ৮০

পরাশর কহিলেন । অনন্তর দেব-দেব বিষ্ণু এই কথা বলিলে দেবতারা অম্বরদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং অমৃত উৎপাদনের জন্য যত্নবান্ হইলেন । ৮১ দেবতা দৈত্য ও দানবগণ নানাবিধ ঔষধি সমানয়ন পূৰ্ব্বক শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ক্ষীরসমুজ্জের সলিলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ৮২ হে মৈত্রেয় ! অনন্তর তাঁহারা মন্দর পৰ্ব্বতকে মস্থান-দণ্ড ও বাসুকিকে মস্থান-রজ্জু করিয়া বেগদ্বারা অমৃত মস্থন করিতে আরম্ভ করিলেন । ৮৩ বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে সমুদায় দেবগণ বাসুকির পুচ্ছদেশ ধরিলেন সুতরাং অসুরগণ বাসুকির মুখের দিক্ ধারণ করিল । ৮৪ হে অমিতদ্যুতে ! অম্বরগণ, বাসুকির কণনিঃস্থত নিঃশ্বাস-বহিষ্কারা কান্তি-শূন্য ও

তেনৈব মুখনিশ্বাসবায়ুনাস্তবলাহকৈঃ ।
 পুচ্ছপ্রদেশে বর্ষন্তিস্তথা চাপ্যায়িতাঃ সুরাঃ ॥ ৮৬ ॥
 ক্ষীরোদমধ্যে ভগবান্ কূর্মরূপী স্বয়ং হরিঃ ।
 মস্থানাদ্রেৱধিষ্ঠানং ভ্রমতোহভূম্মহামুনে ! ॥ ৮৭ ॥
 রূপেণান্যেন দেবানাং মধ্যে চক্রগদাধরঃ ।
 চকর্ষ ভোগিরাজানং দৈত্যমধ্যে পরেণ চ ॥ ৮৮ ॥
 উপর্য্যাক্রান্তবান্ শৈলং বৃহদ্রূপেণ কেশবঃ ।
 তথাপরেণ মৈত্রেয় ! যন্ন দৃষ্টং সুরাসুরৈঃ ॥ ৮৯ ॥
 তেজসা নাগরাজানং তথাপ্যায়িতবান্ হরিঃ ।
 অন্যেন তেজসা দেবান্ উপবৃংহিতবান্ বিভুঃ ॥ ৯০ ॥
 মধ্যমানে ততস্তস্মিন্ ক্ষীরাকৌ দেবদানবৈঃ ।

২

নিশ্বেজ হইতে লাগিল ৮৬ বাসুকির ঐ নিশ্বাসবায়ুদ্বারা সেখ সকল
 স্থানান্তরিত হইয়া তাহার পুচ্ছদেশে বর্ষণ করাতে দেবগণ আপ্যায়িত
 হইতে লুপ্তগিলেন ৮৭ মহর্ষে ! ভগবান্ হরি স্বয়ং কূর্মরূপ ধারণ-
 পূর্ব্বক ক্ষীরোদমাগর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ মস্থানদণ্ড-স্বরূপ মন্দর পর্ব্বতের
 আধার হইলেন ৮৮ চক্রগদাধর বিষ্ণু, এক মূর্ত্তিদ্ধারা সুরগণমধ্যে ও
 অপর মূর্ত্তিদ্ধারা অসুরগণমধ্যে থাকিয়া বাসুকিকে আকর্ষণ করিতে
 লাগিলেন ৮৯ মৈত্রেয় ! বিষ্ণু অন্য একটা নিরাটমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক
 উপরি হইতে উক্ত পর্ব্বত আকর্ষণ করিয়া থাকিলেন কিন্তু এ মূর্ত্তি
 সুরাসুরের মধ্যে কেহই দেখিতে পাইলেন না ৯০ বিভু, বিষ্ণু এক
 প্রকার তেজোদ্বারা নাগরাজকে এবং অন্যবিধ তেজোদ্বারা দেব-
 গণকে বর্জিত করিতে লাগিলেন । ৯০ ।

অনন্তর দেবগণ ও দানবগণ কর্তৃক ক্ষীরসমুদ্রে মধ্যমান হইলে

হবির্দ্বাভরং পূর্বং সুরভিঃ সুরপুঞ্জিতা ॥ ৯১ ॥

জগ্মুর্মুদং ততো দেবা দানবাশ্চ মহামুনে ! ।

ব্যাক্ষিপ্তচেতসশ্চৈব বভূবুস্তিমিতেক্ষণাঃ ॥ ৯২ ॥

কিমিতদিতি সিদ্ধানাং দিবি চিন্তয়তাং ততঃ ।

বভূব বাকুণী দেবী মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৯৩ ॥

ক্লতাবর্তাং ততস্তস্মাৎ ক্ষীরোদাদ্ বাসরন্ জগৎ ।

গন্ধেন পারিজাতোহভূদ্ দেবস্ত্রীনন্দনস্তরুঃ ॥ ৯৪ ॥

রূপৌদার্য্যগুণোপেতস্ততশ্চাপ্সরসাং গণঃ ।

ক্ষীরোদধেঃ সমুৎপন্নো মৈত্রেয় ! পরমাস্তু তঃ ॥ ৯৫ ॥

ততঃ শীতাং শুরভবদ্ জগৃহে তং মহেশ্বরঃ ।

প্রথমতঃ হৃত দুক্ষাদির আধার স্বরূপ সুরভি নামে কামধেনু উৎপন্ন হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন।^{৯১} মহর্ষে! অনন্তর দেবগণ ও দানবগণ পরম আচ্ছাদিত ও লোভে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া স্থির-স্থিতিতে সেই সুরভিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।^{৯২} আকাশপথে সিদ্ধগণ, একি অদ্ভুত ব্যাপার! এই কথা বলিয়া (সুরভির উৎপত্তির বিষয়) চিন্তা করিতেছেন, এমনত সময়, বাকুণীদেবী উৎপন্ন হইলেন। মদদ্বারা তাঁহার লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।^{৯৩} অনন্তর ক্ষীরোদ-সাগরে একটা মহা আবর্ত উঠিল এবং তাহা হইতে দেবস্ত্রীদিগের আনন্দ-দায়ক পারিজাত উৎপন্ন হইল। তৎকালে তাহার গন্ধে সমস্ত জগৎশুল আমোদিত হইতে লাগিল।^{৯৪} মৈত্রেয়! কিয়ৎক্ষণ পরে পরম অদ্ভুত রূপগুণ-সম্পন্ন উদার-স্বভাব অপ্সরোগণ সেই ক্ষীরোদ-সাগর হইতে উথিত হইল।^{৯৫} তদনন্তর হিমাংশু উৎপন্ন হইলেন; মহেশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ

জগৎস্থ বিষ্ণু নাগাঃ ক্ষীরোদাচ্চ সমুৎখিতম্ ॥ ৯৬ ॥
 ততো ধনুস্তুরির্দেবঃ শ্বেতাশ্বরধরঃ স্বয়ম্ ।
 বিভ্রাৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতস্য সমুৎখিতঃ ॥ ৯৭ ॥
 ততঃ স্বস্থমনক্ষান্তে সর্কে দৈতেয়দানবাঃ ।
 বভূবুর্মুদিতাঃ সর্কে মৈত্রেয় ! মুনিভিঃ সহ ॥ ৯৮ ॥
 ততঃ ক্ষুরংকান্তিমতী বিকাসি-কমলে স্থিতা ।
 ত্রীর্দেবী পয়সস্তস্মাদুৎখিতা ভূতপঙ্কজা ॥ ৯৯ ॥
 তাং তুর্ধ্ববুর্ধ্বদা যুক্তাঃ ত্রীশূক্তেন মহর্ষয়ঃ ।
 বিশ্বাবস্তুমুখাস্তস্য গন্ধর্বাঃ পুরতো জগুঃ ॥ ১০০ ॥
 য়তীচীপ্রমুখা ব্রহ্মন্ ! ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
 গন্ধাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে ॥ ১০১ ॥
 দিগ্গজা হেমপাত্রস্থম্ আদায় বিমলং জলম্ ।

করিলেন এবং বিষ্ণু উৎপন্ন হইলে সর্পপ্রভৃতি তাহা অংশ করিয়া
 লইল ।^{৯৬} অনন্তর শুক্লবসনধারী দেব ধনুস্তুরি স্বয়ং অমৃত-পূর্ণ-কমণ্ডলু
 ধারণপূর্বক উৎখিত হইলেন ।^{৯৭} তখন সুরগণ অমুরগণ ও মহর্ষিগণ
 সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত ও মুগ্ধ-হৃদয় হইলেন ।^{৯৮}
 তৎপরে বিকসিত কমলে সমাসীন কমলধারিণী নিরুপম-রূপবতী
 ভগবতী কমলা, সেই ক্ষীরোদ-মাগর হইতে সমুৎখিতা হইলেন ।^{৯৯}
 মহর্ষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মীসূক্ত
 অর্থাৎ “হিরণ্যবর্ণাম্” ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্ দ্বারা তাঁহার স্তব
 করিতে লাগিলেন । বিশ্বাবস্তু-প্রভৃতি গন্ধর্বগণ তাঁহার সম্মুখে
 গান করিতে আরম্ভ করিল ।^{১০০} ব্রহ্মন্ ! য়তীচী প্রভৃতি অম্পরোগণ
 স্তুত্ব করিতে লাগিল । গন্ধা প্রভৃতি নদীগণ লক্ষ্মীর স্নানার্থ
 সলিল লইয়া উপস্থিত হইল ।^{১০১} এবং দিগ্গজ সকল হেমপাত্রস্থত

আপয়াক্রি়ে দেবীং সৰ্বলোকমহেশ্বরীম্ ॥ ১০২ ॥
 ক্ষীরোদো রূপধৃক্ তম্যে মালামল্লানপঙ্কজাম্ ।
 দদৌ, বিভূষণান্যঙ্গে বিশ্বকর্মা চকার চ ॥ ১০৩ ॥
 দিব্যমালাসরধরা স্নাতা ভূষণভূষিতা ।
 পশ্যতাং সৰ্বদেবানাং যবৌ বক্ষঃস্থলং হরেঃ ॥ ১০৪ ॥
 তয়াবলোকিতা দেবা হরিবক্ষঃস্থলস্থয়া ।
 লক্ষ্ম্যা মৈত্রেয় ! সহসা পরাং নিবৃতিমাগতাঃ ॥ ১০৫ ॥
 উদ্বিগৎ পরমং জগ্মুর্দৈত্য্য বিষ্ণু পরাঙ্মুখাঃ ।
 তাত্ত্বা লক্ষ্ম্যা মহাভাগ ! বিপ্রচিহ্নিপূরোগমাঃ ॥ ১০৬ ॥
 ততস্তে জগ্মুর্দৈত্য্য ধন্বন্তরিকরে স্থিতম্ ।
 কমণ্ডলুং মহাবীৰ্য্য যত্রাস্তে তদ্বিজামৃতম্ ॥ ১০৭ ॥

সুপিমল মলিল গ্রহণ করিয়া সৰ্বলোক মহেশ্বরী সেই লক্ষ্মীকে স্নান করা-
 ইতে লাগিল।^{১০২} ক্ষীরোদ সমুদ্রও স্বীয় মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে
 এক ছড়া পদ্মের মালা প্রদান করিলেন। ঐ পদ্ম কস্মিন্ কালেও
 ম্লান হইবার নহে। বিশ্বকর্মা আসিয়া তাঁহার শরীর বিবিধ অল-
 ক্সারে ভূষিত করিয়া দিলেন।^{১০৩} এইরূপে লক্ষ্মী স্নাতা ও বিবিধ
 ভূষণে ভূষিতা হইয়া দিব্য বসন পরিধান ও দিব্য মালা ধারণ
 পূর্বক সমুদায় দেবগণের সমক্ষে বিষ্ণুর বক্ষস্থল আশ্রয় করি-
 লেন।^{১০৪} মৈত্রেয় ! লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষস্থলে অবস্থিতি করিয়া দেব-
 গণের প্রতি দ্রষ্টিপাত করিলেন। দেবগণও তৎক্ষণাৎ পরম সন্তোষ
 প্রাপ্ত হইলেন।^{১০৫} মহাভাগ ! বিষ্ণুভক্তি পরাঙ্মুখ বিপ্রচিহ্নি
 প্রভৃতি দৈত্যগণ লক্ষ্মীকে রিমুখ দেখিয়া সান্তিলয় উদ্বিগ্ন-হৃদয়
 হইল।^{১০৬} হে দ্বিজ ! তখন তাহার ধন্বন্তরির হস্তে কমণ্ডলু ও

মায়ায়া লোভয়িত্বা তান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীরূপমাশ্রিতঃ ।
 দানবেভ্যস্তদাদায় দেবেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ ॥ ১০৮ ॥
 ততঃ পপুঃ সুরগণাঃ শক্রাদ্যাস্তৎ তদামৃতম্ ।
 উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৈত্যাস্তাংশ্চ সমভ্যযুঃ ॥ ১০৯ ॥
 পীতেহমৃতে চ বলিভির্দৈবৈর্দৈত্যচমুস্তদা ।
 বধ্যমানা দিশো ভেজে পাতালং তু বিবেশ বৈ ॥ ১১০ ॥
 তদা দেবা মুদা যুক্তাঃ শঙ্খচক্রগদাভূতম্ ।
 প্রণিপত্য যথাপূর্বম্ অশাসত ত্রিবির্ভূতম্ ॥ ১১১ ॥
 ততঃ প্রসন্নভাঃ সূর্যাঃ প্রযযৌ শ্বেন বজ্রনা ।
 জ্যোতীংশ্চি চ যথামার্গং প্রযযুমুনিমিতম্ ॥ ১১২ ॥

তাহাতে অমৃত পূর্ণ দেখিয়া মহাবীৰ্য্য প্রভাবে বলপূৰ্ব্বক তাহা
 কাড়িয়া লইল ।^{১০৮} অনন্তর প্রভু বিষ্ণু মোহনীর স্ত্রী রূপ ধারণ পূৰ্ব্বক
 মায়াধারা দৈত্যগণকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে
 সেই অমৃত গ্রহণ পূৰ্ব্বক দেবগণকে প্রদান করেন ।^{১০৯} দেবরাজ
 প্রভৃতি দেবতারাও তাহা তৎক্ষণাৎ পান করিলেন । দৈত্যগণ
 তখন নিস্ত্রিংশ ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের প্রতি
 ধাবমান হইল ।^{১১০} দেবতারা অমৃত পান পূৰ্ব্বক বলবান্ হইয়া
 ছিলেন স্মৃতরাং দৈত্য সৈন্যগণ তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইয়া
 পাতালতলে প্রবেশ ও দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিল ।^{১১১} অনন্তর
 দেবগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া শঙ্খচক্রগদা-ধারী বিষ্ণুকে নমস্কার পূৰ্ব্বক
 পূর্বের ন্যায় স্ব স্ব অধিকার অনুসারে দেবলোক শাসন করিতে লাগি-
 লেন ।^{১১২} অনিশ্চেষ্ট ! অনন্তর দিবাকর নির্মালকিরণ হইয়া স্বীয়
 পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন, নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণও স্ব স্ব

জজ্ঞাল ভগবাংশ্চোচ্চৈশ্চাক্ষরদীপ্তির্বিভাবসুঃ ।
 ধর্মো চ সর্বভূতানাং তদা মতিরজায়ত ॥ ১১৩ ॥
 ত্রৈলোক্যঞ্চ শ্রিয়া জুয্যৎ বভূব মুনিসত্তম ! ।
 শাক্ষশ্চ ত্রিদশশ্রেষ্ঠঃ পুনঃ শ্রীমানজায়ত ॥ ১১৪ ॥
 সিংহাসনগতঃ শাক্ষঃ সংপ্রাপ্য ত্রিদিবং পুনঃ ।
 দেবরাজ্যে স্থিতো দেবীং তুষ্ঠাবাজকরাং ততঃ ॥ ১১৫ ॥
 ইন্দ্র উবাচ ।

নমস্যে সর্বভূতানাং জননীমঙ্গমস্তবাম্ ।
 শ্রিয়মুনিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥ ১১৬ ॥
 ত্বং সিদ্ধিস্বং সুখা স্বাহা স্বধা ত্বং লোকপাবনি ! ।
 সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্মধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥ ১১৭ ॥

কক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল।^{১১২} ভগবান্ হতাশন দীপ্তি বিস্তার পূর্বক প্রজ্জলিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে প্রাণিমাত্রেরই ধর্মো মতি হইল।^{১১৩} হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তখন ত্রৈলোক্যের শ্রীভুক্তি হইতে লাগিল এবং ত্রিদশপ্রধান ত্রিদশনাথও পুনর্বার শ্রীসম্পন্ন হইলেন।^{১১৪} তিনি দেবলোক পুনঃপ্রাপ্ত ও দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক কমলহস্তা ভগবতী কমলার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।^{১১৫}

ইন্দ্র কহিলেন। আমি সেই কমলমস্তবা লক্ষ্মীকে নমস্কার করি। তিনি সর্বভূতের জননী, তাঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল কমল সদৃশ। তিনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা আছেন।^{১১৬} হে দেবি লোকপাবনি ! তুমি মুক্তিদায়িনী, তুমি সিদ্ধি, তুমি স্বধা, তুমি স্বাহা, তুমি

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা * চ শোভনে ! ।

• আত্মবিদ্যা চ দেবি ! ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী ॥ ১১৮ ॥

আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ ।

সৌম্যাসৌম্যৈর্জগজ্জপৈস্ত্বয়ৈতদেবি ! পুরিতম্ ॥ ১১৯ ॥

কং ত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি ! সৰ্ব্বযজ্ঞময়ং বপুঃ ।

অধ্যাস্তে দেবদেবস্য যোগিচিন্ত্যং গদাভূতঃ ॥ ১২০ ॥

ত্বয়া দেবি ! পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্ ।

বিনষ্টপ্রায়মভবৎ ত্বয়েদানীং সমেধিতম্ ॥ ১২১ ॥

স্বধা, তুমি সঙ্ক্যা, তুমি রাত্রি, তুমি প্রভা, তুমি ভূতি, তুমি মেধা, তুমি শ্রদ্ধা, তুমি সরস্বতী, ^{১১৭} তুমি যজ্ঞবিদ্যা, (কৈশিকবিদ্যা নামাং-সাদি) তুমি মহাবিদ্যা, (বিশ্বরূপোপাসনা) তুমি গুহ্যবিদ্যা, (স্বদ্বাচক দ্বাদশাঙ্করাদি রহস্য মন্ত্র বিদ্যা) তুমি আত্মবিদ্যা (ব্রহ্ম-বিদ্যা) ^{১১৮} তুমি আন্বিক্ষিকী, (তর্কবিদ্যা) তুমি ত্রয়ী (বেদত্রয়) তুমি বার্তা, (শিষ্যশাস্ত্র আয়ুর্বেদ প্রভৃতি) তুমি দণ্ডনীতি, (সাম দান ভেদ দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায় প্রতিপাদিকা রাজনীতি) হে দেবি ! তোমার সৌম্য ও অসৌম্য রূপে এই জগৎ প্রপূরিত রহিয়াছে। ^{১১৯} দেবি ! তুমি, যোগিদিগের চিন্তনীয় দেবদেব গদাধরের সৰ্ব্ব যজ্ঞময় শরীরে অবস্থিতি করিতেছ, তুমি ব্যতিরেকে কাহার একরূপ বাস করিবার সাধ্য আছে। ^{১২০} দেবি ! তুমি একবার ভুবনত্রয় পরিত্যাগ করিয়াছিলে বলিয়া ইহা একেবারে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে তোমা হইতেই পুনর্বার ইহা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত

* গুহ্যবিদ্যেতি কচিৎ পাঠঃ ।

• অগ্নিমা লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িত্ব। এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের নাম ভূতি ।

দারাঃ পুত্রাস্থথাগারং সুহৃদ্ ধান্যধনাদিকম্ ।
 ভবত্যেতন্-মহাভাগে ! নিত্যং ত্বদবীক্ষণান্নংগাম্ ॥১২২॥
 শরীরারোগ্যমৈশ্বর্যমরিপক্ষক্ষয়ঃ সুখম্ ।
 দেবি ! ত্বদ্দৃষ্টিদৃষ্ঠানাং পুরুষাণাং ন দুর্লভম্ ॥১২৩॥
 ত্বং মাতা সর্বভূতানাং দেবদেবো হরিঃ পিতা ।
 ত্বয়ৈতদ্ বিষ্ণুনা চাদ্য জগদ্ ব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥ ১২৪ ॥
 মা নঃ কোশং তথা গোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্ ।
 মা শরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্বপাবনি ! ॥ ১২৫ ॥
 মা পুত্রান্ মা সুহৃদ্বর্গং মা পশূন্ মা বিভূষণম্ ।
 ত্যজেথা মম দেবস্য বিষোর্কক্ষঃস্থলালয়ে ! ॥ ১২৬ ॥
 সত্বেন সত্যশৌচাভ্যাং তথা শীলাদিভিঙ্গৈঃ ।

হইল ।^{১২১} মহাভাগে ! জীবদিগের স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব গৃহ ধন-
 ধান্য প্রভৃতি সমুদায় সম্পত্তি তোমারই রূপাঙ্কিতে হইয়া
 থাকে ।^{১২২} দেবি ! তুমি যে ব্যক্তির প্রতি রূপাঙ্কি কর, তাহার
 পক্ষে নীরোগ শরীর, ঐশ্বর্য, শত্রুক্ষয় ও নিরন্তর সুখ এ সমুদায়
 কিছুই দুর্লভ নহে ।^{১২৩} মাতাঃ ! তুমি সর্বজীবের মাতা ও দেবদেব
 বিষ্ণু সর্বজীবের পিতা স্বরূপ । বিষ্ণু ও তোমাকর্তৃক এই চরাচর
 সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ।^{১২৪} হে সর্বপাবনি ! তুমি যদি
 আমাদিগকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমাদের ধনাগার, গোষ্ঠ,
 অটালিকা, পরিচ্ছদ, এমন কি, পত্নী ও শরীর পর্য্যন্ত কিছুই থাকে
 না ।^{১২৫} দেবি ! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছ বটে
 কিন্তু যদি আমাকে ত্যাগ কর তাহা হইলে আমার পুত্র সুহৃদ্বর্গ পশু
 বিভূষণ প্রভৃতি এত ঐশ্বর্য যে কোথায় যায়, তাহা বলা যায়
 না ।^{১২৬} বিমলে ! তুমি যাহাকে ত্যাগ কর, সত্য সত্য শৌচ শীল

তাজ্যন্তে তে নরাঃ সদাঃ সন্ত্যক্তা যে ত্রয়াশ্লে! ॥১২৭॥

ত্ৰয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদৈরখিলৈশ্চ গুণৈঃ ।

কুলৈশ্চৈষৈশ্চ মুহ্যন্তে পুরুষা নিগুণা অপি ॥ ১২৮

স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্ ।

স শূরঃ স চ বিক্রান্তো যন্তুয়া দেবি ! বীক্ষিতঃ ॥১২৯॥

সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ ।

পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রি ! যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে ! ॥১৩০॥

ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান্ জিহ্বাপি বেধসঃ ।

প্রসীদ দেবি ! পদ্মাক্ষি ! মান্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন ॥১৩১॥

পরশর উবাচ ।

এবং শ্রীঃ সংস্রুতা সম্যাক্ প্রাহ দেবী শতক্রতুন্ম ।

শৃণুতাং সর্বদেবানাং সর্বভূতস্থিতা দ্বিজ ! ॥ ১৩২ ॥

প্রভৃতি গুণ সমুদায়ও তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করে ।^{১২৭} তুমি
যাহার প্রতি কটাক্ষ পাত কর সে ব্যক্তি যদিও নিগুণ হয় তথাপি
অতিদ্বরায় কুলশীলাদি সম্পন্ন, বিবিধ গুণের আধার ও অতুল
ঐশ্বর্যশালী বলিয়! পরিচিত হইয়া থাকে ।^{১২৮} দেবি ! তুমি
যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সে ব্যক্তি শ্লাঘ্য গুণী ধন্য কুলীন বুদ্ধি-
মান্ বিক্রান্ত ও শূর বলিয়া বিখ্যাত হয় ।^{১২৯} হে বিষ্ণুপ্রিয়ে জগ-
দ্ধাত্রি ! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও তাহার শীল সত্যনিষ্ঠা
প্রভৃতি সমুদায় গুণ অচিরেই বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ।^{১৩০}
কমললোচনে দেবি ! পিতামহের জিহ্বাও তোমার গুণ বর্ণন করিতে
সমর্থ হয় না (অতএব আমি কি স্তব করিব) আমার প্রতি প্রসন্ন
হও, আমাকে কখন পরিত্যাগ করিও না ।^{১৩১}

পরশর কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! সর্বভূতস্থিতা দেবী কমলানুয়া এই

শ্রীকৃষ্ণবাচ ।

পরিভূক্তাস্মি দেবেশ ! স্তোত্রেনানেন তে হরে ! ।

বরং বৃণীষু যন্তিষ্টৌ বরদাহং তবাংগতা ॥ ১৩৩ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

বরদা যদি মে দেবি ! বরাহো যদি বাপ্যহম্ ।

ত্রৈলোক্যং ন ত্বয়া ত্যাজ্যমেব মেহস্তু বরঃ পরঃ ॥ ১৩৪ ॥

স্তোত্রেণ যন্তুথৈতেন ত্বাং স্তোষ্যত্যক্সিসম্ভবে ! ।

স ত্বয়া ন পরিত্যাজ্যে দ্বিতীয়োহস্তু বরো মম ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণবাচ ।

ত্রৈলোক্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ! ন সন্ত্যক্ষ্যামি বাসব ! ।

দত্তো বরো ময়া যন্তে স্তোত্রাধনভূক্তয়া ॥ ১৩৬ ॥

প্রকারে সূর্যমানা হইয়া সর্বদেবের সমক্ষে দেবরাজকে কহিলেন ।^{১৩২}

লক্ষ্মী কহিলেন । ত্রিদশনাথ ! তোমার এই স্তোত্রে আমি পরিভূক্ত হইয়াছি । এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বর দিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছি ।^{১৩৩} ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! যদি তুমি বরপ্রদানে অভিলাষ করিয়া থাক এবং আমি যদি বর প্রাপ্ত হইবার যোগ্য পাত্র হই তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান কর যে, তুমি কখনই ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিবে না ।^{১৩৪} রত্নাকরতনয়ে ! আমি আর একটি বর প্রার্থনা করি এই যে, যে ব্যক্তি মদুজ্জ এই স্ততিবাক্য দ্বারা তোমার শ্রব করিবে, তুমি তাহাকেও কখন পরিত্যাগ না কর ।^{১৩৫} লক্ষ্মী কহিলেন, ত্রিদশনাথ ! আমি তোমার শ্রব ও আরাধনায় প্রীত হইয়া এই বর প্রদান করিতেছি যে, আমি কখনই তোমার ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব না ।^{১৩৬}

যশ্চ সাযং তথা প্রাতঃ স্তোত্রেশানেন যশস্বঃ ।
 মাং স্তোষ্যতি ন তস্যাহং ভবিষ্যামি পরাঙ্ মুখী ॥১৩৭॥
 পরাশর উবাচ ।

এবং বরং দদৌ দেবী দেবরাজায় বৈ পুরা ।
 মৈত্রেয় ! শ্রীমহাভাগা স্তোত্রাধারমতোষিতা ॥১৩৮॥
 ভূগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্ন। শ্রীঃ পূর্বমুদধেঃ পুনঃ ।
 দেবদানবযত্নেন প্রসূতামৃতমহনে ॥ ১৩৯ ॥
 এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ ।
 অবতারং করোত্যেয তথা শ্রীসুৎসহায়িনী ॥ ১৪০ ॥
 পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা * আদিত্যোক্তভূদ্-যদা হরিঃ ।
 যদা তু ভার্গবো রামসুদাভূদধরণী ত্রিয়ম্ ॥ ১৪১ ॥

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সাযংকালে আমার আরাধনার্থ এই স্তুতি-
 বাক্য পাঠ করিবে, তাহার প্রতিও আমি কখন পরাঙ্ মুখী হইব না।^{১৩৭}

পরাশর কহিলেন, “মৈত্রেয় ! মহাভাগা দেবী লক্ষ্মী পূর্বকালে
 দেবরাজের স্তোত্র ও আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই প্রকার
 বর প্রদান করিয়াছিলেন।^{১৩৮} অতি প্রাচীন কালে লক্ষ্মী ভৃগু হইতে
 খ্যাতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে সুরাসুরদিগের
 প্রযত্নে অমৃত মন্ত্রন সময়ে পুনর্বার জলধি হইতে উৎপন্ন হন।^{১৩৯}
 জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দন যে রূপ মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হন,
 তৎসহায়িনী লক্ষ্মীও সেইরূপে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া
 থাকেন।^{১৪০} বিষ্ণু যখন বামনাবতার হইয়াছিলেন, তখনও লক্ষ্মী
 পুনর্বার কমলে উদ্ভূতা হন। বিষ্ণু যখন পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হন,

* পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা ইতি বা পাঠঃ ।

রাখবস্বেহভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি ।
 অন্যোষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥ ১৪২ ॥
 দেবস্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যাত্তে চ মানবী ।
 বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেযাত্মনস্তনুন্ ॥ ১৪৩ ॥
 যশ্চৈতৎ শৃণুয়াদ্-জন্ম লক্ষ্ম্যা যশ্চ পঠেৎ নরঃ ।
 শ্রিয়ো ন বিচ্যুতিস্তস্য গৃহে যাবৎ কুলত্রয়ন্ ॥ ১৪৪ ॥
 পঠাতে যেষু চৈবৈষ গৃহেষু শ্রীস্তবো মুনে ! ।
 অলক্ষ্মীঃ কলহাধারা ন তেষাম্ভ্যস্তে কদাচন ॥ ১৪৫ ॥
 এতৎ তে কথিতং ব্রহ্মন্ ! যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
 ক্ষীরাকৌ শ্রীর্থা জাতা পূর্বং ভৃগুসুতা মতী ॥ ১৪৬ ॥

তখনও লক্ষ্মী পুনর্বার ধরণী রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।^{১৪১} পরেও বিষ্ণু দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে লক্ষ্মী সীতা রূপে আবির্ভূতা হন এবং বিষ্ণু কৃষ্ণাবতার হইলে তিনি রুক্মিণী রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী হন ।^{১৪২} বিষ্ণু যখন দেবরূপে অবতীর্ণ হন, তখন লক্ষ্মী দেবদেহ অবলম্বন করেন এবং তিনি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইলে ইনিও মানবীরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন অর্থাৎ বিষ্ণু যেরূপ দেহ অবলম্বন করেন, ইনিও আত্মদেহ তদনুরূপ করিয়া থাকেন ।^{১৪৩}

যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর এই জন্ম-বিবরণ শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, তিন পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে লক্ষ্মীতাগ হয় না ।^{১৪৪} মুনে ! যে ভবনে লক্ষ্মীর এই স্তব পঠিত হয়, সেখানে কলহাধারা অলক্ষ্মী কখনই অবস্থিতি করিতে পারে না ।^{১৪৫} ব্রহ্মন্ ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ লক্ষ্মী

ইতি সকলবিভূত্যাবাশ্চিহ্নেভুঃ
 স্ততিরিয়মিত্রমুখোদগতা হি লক্ষ্ম্যাঃ ।
 অনুদিনমিহ পঠাতে নৃভির্ধৈ-
 র্বসতি ন তেষু কদাচিদপ্যলক্ষ্মীঃ ॥ ১৪৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেত্ংশে
 নবমোহধ্যায়ঃ ।

পূর্বে ভৃগুর কন্যা হইয়া পরে যে রূপে ক্ষীরোদ সাগরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট সমুদায় বর্ণন করা হইল ।^{১৪৬}
 লক্ষ্মীর এই স্তব দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে হইতে বিনির্গত হইয়াছিল ।
 ইহা হইতে সকল প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারা যায় । ইহ-
 লোকে যে সমুদয় প্রতিদিন ইহা পাঠ করে তাহার নিকট কখনই
 অলক্ষ্মী বাস করিতে পারে না ।^{১৪৭}

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ নবম

অধ্যায় সমাপ্ত ।



বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

দশম অধ্যায় ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতং মে ত্বয়া সৰ্ব্বং যৎপ্ৰচ্যোত্‌সি মহামুনে ! ।
ভৃগুসর্গাৎ প্রভৃত্যেষ সর্গে। মে কথ্যতাং পুনঃ ॥ ১ ॥

পরশর উবাচ ।

ভৃগোঃ খ্যাতিয়াং সমুৎপন্না লক্ষ্মীর্বিষ্ণু পরিগ্রহঃ ।
তথাধাতৃবিধাতারৌ খ্যাতিয়াং জাতৌ স্মৃতৌ ভৃগোঃ ॥ ২ ॥
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ ।
ধাতৃবিধাত্রোস্তে ভার্যে * তয়োজাতৌ স্মৃতাবুভৌ ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন । মহর্ষে ! আমি আগমনকার নিকট যাঁহা
জিজ্ঞাসা করিয়াছি তৎসমুদায় আপনি কহিলেন, একগণে (অনুগ্রহ
করিয়া) ভৃগু সৃষ্টি হইতে তদ্বংশীয় সমুদায় সৃষ্টি-বিবরণ আমার নিকট
কীৰ্ত্তন করুন ।^১ পরশর কহিলেন, লক্ষ্মী ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিষ্ণুর পত্নী হন এবং ঐ ভৃগু হইতেই খ্যাতি,
ধাতা ও বিধাতা নামে দুইটি পুত্র প্রসব করেন ।^২ মহাত্মা মেরুর
আয়তি ও নিয়তি নামে দুইটি কন্যা হইয়াছিল । ধাতা ও বিধাতা

প্রাণশৈব মৃকগুশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মৃকগুতঃ ৭*

ততো বেদশিরা জজ্ঞে প্রাণস্যাপি স্মৃতং শৃণু ॥ ৪ ॥

প্রাণস্য কৃতিমান্ পুত্রো রাজবাংশ ততোহভবৎ ।

ততো বংশো মহাভাগ ! বিস্তারং ভার্গবো গতঃ ॥ ৫ ॥

পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমস্মৃত ।

বিরজাঃ সর্কগশৈব তস্য পুত্রো মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

বংশমংকীৰ্ত্তনে পুত্রান্ বদিষ্যেহহং তয়োদ্ধিজ ! ।

স্মৃতিষ্ঠাদিরসঃ পত্নী প্রসূতাঃ কন্যাস্তথা ॥ ৭ ॥

এ কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। আয়তি ও নিয়তি দুই জনের দুইটি পুত্র হয়।* এক পুত্রের নাম প্রাণ ও অপরের নাম মৃকগু। মৃকগুর যে পুত্র জন্মে তাহার নাম মার্কণ্ডেয়। অনন্তর বেদশিরা নামে প্রাণের একটি তনয় উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত প্রাণের আর যে যে পুত্র জন্মে।† তন্মধ্যে একটির নাম কৃতিমান্ ‡ ও আর একটির নাম রাজবান্। অনন্তর ক্রমশঃ ভৃগুবংশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে।§ মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পৌর্ণমাস নামক পুত্র প্রসব করি।¶ মহাত্মা পৌর্ণমাসের দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়, একটির নাম বিরজা, আর একটির নাম সর্কগ।** হে দ্বিজ ! সর্কগ ও বিরজার যে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, ‡ আঁহা বংশকীৰ্ত্ত-

* প্রাণশৈব মৃকগুশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মৃকগুতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† কোম পুস্তকে দ্যুতিমান্, কোম পুস্তকে কতিমান্, এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে ত্রীধরস্বামী ও রত্নগর্ত, উভয় টীকাকারের মতামুসারে অনুবাদ হইয়াছে কিন্তু এরূপ অর্থ আমাদের মতে সংলগ্ন হয় না, শ্লোক আস্থিত্যমাত্র এইরূপ অর্থবোধ হয়, যথা—‘মৃকগুর যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম মার্কণ্ডেয়। পরে মৃকগুর আর একটি পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার নাম বেদশিরাঃ। প্রাণের পুত্রোৎপত্তির বিষয় বলিতেছি, ‡ অবগত কর। § প্রাণের দ্যুতিমান্ নামে একটি তনয় ও রাজবান্ নামে আব একটি পুত্র হইয়াছিল ।

সিনীবাণী কুহুশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ।
 অনুসূয়া তথৈবাত্রের্জজে পুত্রানকলুষান্ ॥ ৮ ॥
 সোম্নং দুর্কাসমস্কেব দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনম্ ।
 প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোলিস্তৎসুতোহভবৎ ॥ ৯ ॥
 পূর্বজন্মনি যোগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ত্তুববেহন্তরে ।
 কৰ্দমশ্চাবরীয়াংশ্চ সহিষ্ণুশ্চ সুতত্রয়ম্ ॥ ১০ ॥
 ক্ষমা তু স্ময়ুবে ভার্য্যা পুলহস্য প্রজাপতেঃ ।
 ক্রতোশ্চ সন্নতিভার্য্যা বালখিল্যানস্মৃত ॥ ১১ ॥
 যক্ষিণানি সহস্রাণি যতীনামৃদ্ধ্বরেতসাম্ ।
 অঙ্গুষ্ঠপৰ্শ্বমাত্রাণাং জলদভাস্করতেজসাম্ ॥ ১২ ॥

নাবসরে কীৰ্ত্তন করিব * অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতির গর্ভে, চারিটী কন্যা উৎপন্ন হয় ।^১ তাহাদের নাম সিনীবাণী, কুহু, রাকা ও অনুমতি ৫ ।
 অত্রি হইতে অনুসূয়া পাপস্পর্শ-শূন্য তিনটি পুত্র প্রসব করেন ।^২
 তাহাদের নাম সোম, দুর্কাসা ও যোগী ত্রেয় । পুলস্ত্যের ভার্য্যার নাম প্রীতি । তাহার গর্ভে দত্তোলি নামে সন্তান জন্মে ।^৩ এই পুলস্ত্য পূর্ব জন্মে স্বায়ত্তুব মনুর অধিকারে অগস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন ।
 কৰ্দম, অবরীয়ান্ ও সহিষ্ণু, এই তিন পুত্র, ^৪ প্রজাপতি পুলস্ত্যের ক্ষমা নাম্নী বিতীয়া ভার্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হন । ক্রতুর ভার্য্যা সন্নতির গর্ভে বালখিল্য নামে স্বাগিণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন ।^৫ ইহাদের আকার অঙ্গুষ্ঠ পৰ্শ্বমাত্র পরিমিত । ইহারা ভাস্করের ন্যায় উজ্জ্বল

* কণ্যাপের অম্য এক পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুত্র শ্রাজ্জ-
 দেব, শ্রাজ্জদেবের পুত্র ইন্দ্রাকু ইত্যাদি সমুদায় বংশকীৰ্ত্তন চতুর্থাংশে বিস্তাররূপে হইবে ।
 ৫ চতুর্দশীযুক্তা অমাবস্যার নাম সিনীবাণী, প্রতিপদ্যুক্তা অমাবস্যার নাম কুহু, চতুর্দশী-
 যুক্তা পূর্ণিমার নাম রাকা, প্রতিপদ্যুক্তা পূর্ণিমার নাম অনুমতি ।

উর্জ্জায়াক্ষং বসিষ্ঠস্য সপ্তাজায়ন্ত বৈ সূতাঃ । *
 রজোগাত্রোদ্ধ্বাবাহুশ্চ বসনশ্চানঘস্তথা ॥ ১৩ ॥
 সূতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্বৈ সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ।
 যোহসাবধিরভিমানী ব্রহ্মণস্তনয়োহগ্রজঃ ॥ ১৪ ॥
 তস্মাৎ স্বাহা সূতান্ লেভে ত্রৌদারৌজসো দ্বিজ ! ।
 পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চাপি জলাশিনম্ ॥ ১৫ ॥
 তেষাস্তু সন্ততাবন্যে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।
 এবমেকোনপঞ্চাশদ্ বহুয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৬ ॥
 কথ্যন্তে বহুয়শ্চৈতে পিতাপুত্রত্রয়ঞ্চ যৎ ।
 পিতরো ব্রহ্মণা সৃষ্টা ব্যাখ্যাতা যে ময়া তব ॥ ১৭ ॥

প্রথরতেজোবিশিষ্ট যতি ও উর্জ্জ্বরেতাঃ। ইহাঁদের সংখ্যা বষ্টি স-
 হস্র।^{১২} বশিষ্ঠের পত্নী উর্জ্জা সাতটি তনয় প্রসব করেন। তাঁহা-
 দের নাম রজ, গাত্র, উর্জ্জবাহু, বসন, অনঘ, ^{১৩} সূতপাঃ ও শুক্র।
 ইহাঁরা নিম্পাপ ও ইহাঁরা (তৃতীয় মন্বন্তরে) সপ্তর্ষি বলিয়া বিখ্যাত
 ছিলেন। ব্রহ্মন্! অগ্ন্যভিমানী যে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ সন্তান, ^{১৪} তাঁহা
 হইতে স্বাহার গর্ত্তে তিনটি অতি তেজস্বী পুত্র জন্মপরিগ্রহ করেন।
 ইহাঁদের নাম পাবক, পবমান ও শুচি। (ইহাঁরা সূর্য্যমণ্ডল-প্রভৃতি
 স্থানে থাকিয়া সলিল আকর্ষণ করেন বলিয়া) ইহাঁদের সাধারণ
 নাম জলাশী।^{১৫} † এই তিন জনের প্রত্যেকের পঞ্চদশটি করিয়া
 পঞ্চচত্বারিংশৎ সন্তান হয়। এইরূপে একোনপঞ্চাশৎ বহু হই-
 য়াছে,^{১৬} অর্থাৎ অগ্ন্যভিমানী ব্রহ্মার পুত্র, তাঁহার তিন পুত্র ও

* উর্জ্জায়ামিতি বঙ্গীয়াঃ পঠন্তি ।

† ক্রাঃ প্রস্তরাদিতে যে অগ্নি থাকে, তাহার নাম পবমান, বৈদ্যুতাদির নাম পাবক ও
 যে অগ্নি সূর্য্যমণ্ডলে থাকিয়া উত্তাপ দেয়, তাহার নাম শুচি । কুর্মপুরাণ ।

অগ্নিযাত্ৰা বহির্ষদোহনায়ঃ সাংঘয়শ্চ যে ।
 তেভ্যঃ স্বধা স্মৃতে জজ্ঞে মেনাং বৈধারিণীং তথা ॥১৮॥
 তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চাপ্যুভে দ্বিজ ! ।
 উত্তমজ্ঞানসম্পন্নৈ সর্কৈঃ সমুদিতৈর্গুণৈঃ ॥ ১৯ ॥
 ইত্যেযা দক্ষকন্যানাং কথিতাপত্যসন্ততিঃ ।
 শ্রদ্ধাবান্ সংস্মরন্তেতান্ অনপত্যো ন জায়তে ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে দশমোহধ্যায়ঃ ।

তাঁহাদের পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র, সমুদায়ে বহু সংখ্যা একোন পঞ্চা-
 শৎ হয়। ব্রহ্মা যে সকল পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আমি
 তোমার নিকট বলিয়াছি, ইহাঁদের মধ্যে অগ্নিস্বাস্তা বহির্ষদ নামে
 সান্নি ও নিরগ্নি যে সকল পিতৃগণ আছেন, তাঁহাদের হইতে স্বধা,
 দুই কন্যা প্রসব করেন। এই দুই কন্যার মধ্যে একটির নাম মেনা
 দ্বিতীয়টির নাম বৈধারিণী।^{১৮} ব্রহ্মন্ ! এই দুই কন্যা বিবাহ করেন
 নাই। ইহাঁরা ব্রহ্মবাদিনী, যোগিনী, উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন ও বিবিধ-
 গুণে বিভূষিতা ছিলেন।^{১৯} এই তোমাকে দক্ষ-কন্যাাদিগের মস্তান সন্ত-
 তির বিষয় কহিলাম। যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন,
 তাঁহাকে নিঃসন্তান থাকিতে হয় না।^{২০}

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ দশম অধ্যায়

সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

একাদশ অধ্যায় ।



পরাশর উবাচ ।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ত্ত্বুবস্য তু ।
দ্বৌ পুত্রৌ স্তমহাবীর্যৌ ধর্মজ্ঞৌ কথিতৌ তব ॥ ১ ॥
তয়োরুত্তানপাদস্য স্কুরুচামুত্তমঃ সূতঃ ।
অভীষ্টায়ামভূদ্ ব্রহ্মন্ ! পিতুরত্যন্তবল্লভঃ ॥ ২ ॥
স্বনীতির্নাম যা রাজস্তম্যভূন্ মহিষী দ্বিজ ! ।
স নাতিপ্রীতিমাংস্তম্যং তস্যাম্ভাভূদ্ ধ্রুবঃ সূতঃ ॥ ৩ ॥

পরাশর কহিলেন । আমি পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, স্বায়-
ত্ত্বুব মনুর ধার্মিক ও মহাবীর্য্য দুইটি পুত্র হইয়াছিল ; একটির নাম
প্রিয়ব্রত ও আর একটির নাম উত্তানপাদ ।^১ (উত্তানপাদের সুরুচি ও
স্বনীতি নামে দুই মহিষী ছিলেন) উত্তানপাদ স্কুরুচিতে সাতিশয়
অনুরক্ত হন । ঐ স্কুরুচির গর্ত্তে উত্তম-নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইল ।
ব্রহ্মন্ ! উত্তম, পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন ।^২ রাজা উত্তানপাদের
স্বনীতি-নামে যে আর এক মহিষী ছিলেন, তিনি ভর্তার তাড়ন প্রণয়-
পাত্রী ছিলেন না । তাঁহার গর্ত্তে ধ্রুবনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় ।^৩

রাজাসনস্থিতম্যাক্ষং পিতৃর্জ্ঞাতরমাশ্রিতম্ ।
 দৃষ্টোত্তমং ব্রুবশচক্রে তমারোহুং মনোরথম্ ॥ ৪ ॥
 প্রত্যক্ষং ভূপতিস্তমাঃ সুরুচ্যা নাভানন্দত ।
 প্রণয়েনাগতং পুত্রমুৎসঙ্গারোহণোৎসুকম্ ॥ ৫ ॥
 সপত্নীতনয়ং দৃষ্ট্বা তমক্ষারোহণোৎসুকম্ ।
 পিতুঃ পুত্রং তথারুহং সুরুচির্কাক্যামব্রবীৎ ॥ ৬ ॥
 ক্রিয়তে কিং বৃথা বৎস ! মহানৈব মনোরথঃ ।
 অন্যস্ত্রীগর্ভজাতেন অসম্ভূয় মমোদরে ॥ ৭ ॥
 উত্তমোত্তমমপ্রাপ্যম্ অবিবেকোহভিবাঙ্গসি ।
 সত্যং সূতস্তুমপ্যস্ম্য কিন্তু ন ত্বং ময়া ধৃতঃ ॥ ৮ ॥
 এতদ্ রাজাসনং সর্ব-ভূভূৎ-সংশ্রয়-কেতনম্ ।

একদা রাজা উত্তানপাদ, স্বীয় প্রিয়তমার গর্ভজাত পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র এবং তাহা দেখিলেন এবং তিনি জাতাকে পিতার ক্রোড়স্থ দেখিয়া (বালকস্বভাব দশভঃ) আপনিও তাঁহার ক্রোড়ে উঠিতে লালস হইলেন ।* (সে সময় রাজার প্রিয়তমা মহিষী সুরুচি সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন সূতরাং) রাজা ক্রোড়ে যাইতে উৎসুক ও আশ্লাদ পূর্বক উপস্থিত হ্রুবকে সুরুচির সমক্ষে, ক্রোড়ে লইলেন না, আদর করিতেও পারিলেন না ।* অনন্তর সুরুচি দেখিলেন, তাঁহার পুত্র পিতার ক্রোড়ে বসিয়া আছে ও তাঁহার সপত্নীর পুত্র পিতৃক্রোড়ে উঠিবার জন্য লালায়িত হইতেছে । তখন তিনি কহিলেন ।* বাছা! তুমি আমার গর্ভে কেন জন্মগ্রহণ কর নাই? অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়া কিজন্য বৃথা এতদূর প্রয়াস পাইতেছ? ।* এই ক্রোড় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চক্র-বর্তীর স্থান ও আমার পুত্র উত্তম ব্যতীত অন্য ব্যক্তির পক্ষে সূচলভ (বাছা! তুমি বালক,) তোমার বিবেচনা নাই, এই জন্য তুমি ঐ ক্রোড়ে উঠিতে প্রয়াস পাইতেছ । তুমি ইহার সম্ভান সত্য বটে, কিন্তু তুমি আমার গর্ভে ত জন্মগ্রহণ কর নাই? ।* এই রাজসিংহাসন সমুদ্রের স্থান । ইহা আমার পু-

যোগ্যাং মমৈব পুত্রস্য কিমাত্মা ক্লিশ্যতে ত্বয়া ॥ ৯ ॥

উচ্চৈশ্মনোরথস্তেহয়ং মৎপুত্রস্যেব কিং বৃথা ।

সুনীত্যাত্মনো জন্ম কিং ত্বয়া নাবগম্যতে ॥ ১০ ॥

পরশর উবাচ ।

উৎসৃজ্য পিতরং বালস্তং শ্রুত্বা মাতৃভাষিতম্ ।

জগাম কুপিতো মাতুর্নিজায়া দ্বিজ ! মন্দিরম্ ॥ ১১ ॥

তং দৃষ্ট্বা কুপিতং পুত্রম্ ঈষৎপ্রস্ফুরিতাধরম্ ।

সুনীতিরঙ্কমারোপ্য মৈত্রেয়ৈতদভাষত ॥ ১২ ॥

বৎস ! কঃ কোপহেতুস্তে কশ্চ ত্বাং নাভিনন্দতি ।

কৌহবজানীতি পিতরং তব যন্তেহপরাধাতে ॥ ১৩ ॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ সকলং মাত্রে কথয়ামাস তদ্ যথা ।

সুরুচিঃ প্রাহ ভূপালপ্রত্যক্ষমপি গর্ভিতা ॥ ১৪ ॥

ত্রেরই উপযুক্ত, ইহাতে আমার পুত্রই অধিকারী, অতএব তুমি কিজন্য বৃথা ক্লেশ পাইতেছ ? ১১ তুমি কি জান না যে, সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম হইয়াছে ? জ্ঞাতএব তুমি নিরর্থক কিজন্য আমার পুত্রের নায় উচ্চ ননোরথ করিতে সাহস করিতেছ ? ১২

পরশর কহিলেন । ব্রহ্মন ! অনন্তর বালক শ্রবণ বিমাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া পিতৃসমিধান পরিভাগ পূর্বক জননীর গৃহে গমন করিলেন । ১৩ মৈত্রেয় ! সুনীতি দেখিলেন, তাহার পুত্র শ্রবণ কুপিত হইয়াছে এবং রোষ ও অমর্যভরে তাহার অধর কাঁপিতেছে, তখন তিনি তাহাকে (জ্ঞানদর পূর্বক) ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । ১৪ বাছা ! কেন তোমার ক্রোধ হইয়াছে ? কে তোমাকে আদর করে নাই ? ইহা কি কেহ জানে না যে, তোমার কাছে অপরাধ করিলে তোমার পিতার অবমাননা করা হয় ১৫

পরশর কহিলেন । সুনীতি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রবণ তাহার নিকট

বিনিশ্চয়্যৈতি কথিতে তস্মিন্ পুত্রেন দুৰ্গম্যঃ ।
 স্বাসক্ষ্যৈক্ষণা দীনা সুনীতিৰ্কাব্যমব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥
 সুনীতিরূবাচ ।

সুরুচিঃ সত্যমাহেদং স্বপ্নভাগ্যোহসি পুত্রক ! ।
 ন হি পুণ্যবতাং বৎস ! সপত্নৈবৈবমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
 নোদেগস্তাত ! কর্তব্যঃ কৃতং যদ্ ভবতা পুরা ।
 তৎ কোহপহৰ্ত্তুং শকৌতি দাতুং কশ্চাকৃতং ত্বয়া ॥ ১৭ ॥
 রাজাসনং তথা ক্ষত্রং কুরাশ্বা বরবারণাঃ ।
 যস্য পুণ্যানি তস্মৈতে মত্বৈতৎ শাম্য পুত্রক ! ॥ ১৮ ॥
 অন্য জন্মকুটৈঃ পুণৈঃ সুরুচ্যাং সুরুচিনৃপঃ ।
 ভার্য্যেতি প্রোচাতে চান্য গদবিধা ভাগ্যবৰ্জ্জিতা ॥ ১৯ ॥

আম্বপুৰ্ব্বিক সমুদায় কহিলেন এবং ভূপতির সমক্ষে সুরুচি অহঙ্কার পূৰ্ব্বক যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাও নিবেদন করিলেন । ১৫ পুত্র এই সমস্ত আদোষান্ত বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিভাগ করিলে সুনীতি সাতিশয় দুৰ্গমায়মান হইলেন । সাতিশয় দুঃখাবেগ বশতঃ তাহারও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, নয়নদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল । পরে তিনি কাতর হইয়া কহিলেন । ১৬

(সুনীতি কহিলেন) বৎস ! তোমার বিমাতা সুরুচি সত্য কথাই বলিয়াছে । তোমার তেমন অদৃষ্ট নয় । বাছা ! যাহারা পুণ্যবান ও যাহাদের অদৃষ্ট ভাল, তাহাদের বিমাতারা কি এমন কথা বলিতে পারে ? বাবা ! এতে তুমি দুঃখিত হইও না । তুমি পূৰ্ব্ব জন্মে যে শুভাশুভ কৰ্ম্ম করিয়াছ, তাহার অন্যথা কে করিতে পারে ? আর তুমি পূৰ্ব্ব জন্মে যাহা কর নাই, কেই বা তাহার ফল দিতে পারে ? ১৭ যে ব্যক্তি পুণ্যবান সেই ব্যক্তিই রাজসিংহাসন, রাজক্ষত্র, প্রধান অশ্ব, প্রধান হস্তী, এ সমুদায় ভোগ করিতে পায় । এই বিবেচনা করিয়া শান্ত হও । ১৮ তোমার বিমাতা সুরুচি অন্য জন্মে অনেক পুণ্য করিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে রাজা তাহাকে এতদূর ভাল

পুণ্যোপচয়সম্পন্নস্তস্যাঃ পুত্রস্তথোত্তমঃ ।

মম পুত্রস্তথা জাতঃ স্বপ্পুণ্যো ব্রুবো ভবান্ ॥ ২০ ॥

তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কৰ্ত্তুমৰ্হতি পুত্রক ! ।

যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুয্যতি বুদ্ধিমান্ ॥ ২১ ॥

যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরচ্যা বচসা তব ।

তৎ পুণ্যোপচয়ে যত্ত্বং কুরু সৰ্ব্বফলপ্রদে ॥ ২২ ॥

সুশীলো ভব ধৰ্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ ।

নিম্নং যথাপঃ প্রবণা পাত্ৰমারান্তি সম্পদঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রুব উবাচ ।

অয় ! যৎ ত্বমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম ।

নৈতদ্ দুৰ্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি ॥ ২৪ ॥

বাসেন । আমাদের অদৃষ্ট নিভান্ত মন্দ, এই জনা আমরা কেবল নাম মাত্রেই ভাব্যা হইয়াছি।^{১১} এবং তাহার পুত্র উত্তম পূৰ্ব্ব জন্মে অনেক পুণ্য কৰ্ম্ম করিয়াছিল, তাহাতেই সে উহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে । তুমি পূৰ্ব্ব জন্মে উদ্ভবের ন্যায় উত্তম পুণ্য কৰ্ম্ম কর নাই, সেই জনা আমার গর্ভে জন্মিয়াছে।^{১২} কিন্তু বাছা ! এ বিষয়ে তোমার হুঃখিত হওয়া উচিত হয় না, কারণ পূৰ্ব্ব জন্মে যাহার যেমন কৰ্ম্ম সে তদনুরূপই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসমুদায় বিবেচনা করিয়া স্বীয় অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হন।^{১৩} অথবা যদি স্মৃতিচর বাক্যে তোমার মনোমধ্যে অতিশয় হুঃখ বোধ হইয়া থাকে তাহা হইলে যাহাতে সকল প্রকার অতীর্ষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় একপ পুণ্যসঞ্চয়ে যত্ববান্ হও।^{১৪} এবং সুশীল ধৰ্ম্মাত্মা ও সৰ্ব্ব প্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত হইয়া সকলের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার কুরিতে আরম্ভ কর, কারণ জল যেমন নিম্নাভিমুখেই গমন করে সেইরূপ সকল ঐশ্বর্য্যই সৎপাত্রে প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে।^{১৫}

ব্রুব কহিলেন, জননি ! তুমি আমার সন্তানার নিমিত্ত যে সকল কথা বলিলে তাহা আমার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিতেছে না, কারণ বিমাতার হু-

সোহইং তথা যতিয়ামি যথা সর্কৌভমৌভমম্ ।
 স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতম্ ॥২৫॥
 সুরুচির্দয়িতা রাজস্তুম্যা জাতৌহস্মি নোদরীং ।
 প্রভাবং পশ্য মেহম্ ! ত্বং বৃদ্ধস্যাপি তবোদরে ॥২৬॥
 উত্তমঃ স মম ভ্রাতা যো গর্ভে ন ধৃতস্তুর্য ।
 স রাজাসনমাপ্নোতু পিত্রা দত্তং তথাস্তু তৎ ॥ ২৭ ॥
 নান্যদভ্যমভীপ্সামি স্থানমম্ ! স্বকর্মণা ।
 ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ ন প্রাপ পিতা মম ॥ ২৮॥
 পরাশর উবাচ ।

নির্জ্জগাম গৃহান্মাতুরিত্যুক্ত্বা মাতরং ধ্রুবঃ ।
 পুরাচ্চ নিষ্কৃত্য ততস্তদ্বাহ্যোপবনং যযৌ ॥ ২৯ ॥
 স দদর্শ মুনীংস্তত্র সপ্ত পূর্বাগতান্ ধ্রুবঃ ।
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু বিষ্ণুরেষু সমাস্থিতান্ ॥ ৩০ ॥

কর্কাকো আমার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া গিয়াছে । ২৫ এক্ষণে আমি
 যাহাতে নিখিল জগতের পূজ্য ও সকলের শ্রেষ্ঠতম স্থান প্রাপ্ত হই তদ্বিষয়ে
 যত্নবান হইব । ২৬ রাজা, আমার বিমাতা সুরুচিকে ভাল বাসেন, আমি তাঁহার
 উদরে জন্মি নাই, তোমার উদরে জন্মিয়া রুদ্ধপ্রাণ হইয়াছি বটে কিন্তু
 জননি ! আমার কিরূপ প্রভাব দেখ । ২৭ আমার ভ্রাতা উত্তমকে তুমি গর্ভে
 ধারণ কর নাই, পিতা তাহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করুন, সে পৃথিবীর
 সমুদ্রিহউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই । ২৮ মাতঃ ! যাহা
 অন্যো দিবে এরূপ পদ আমি চাই না । যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই,
 অীয় পুণ্য দ্বারা এরূপ শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করি । ২৯

পরাশর কহিলেন ; ধ্রুব মাতাকে এই কথা বলিয়াই তাঁহার গৃহ হইতে
 বহির্গত হইলেন ; পরে সেই নগর হইতে নিষ্কান্ত হইয়া, অনতিদূরে যে এক
 অরণ্য ছিল তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ৩০ সেখানে গিয়া দেখিলেন, সাত জন
 ঋষি তাঁহার পূর্বে উপস্থিত হইয়া কুশামনোপরি কৃষ্ণাজিন বিছাইয়া উপ-

স রাজপুত্রস্তান্ সৰ্বান্ প্রণিপত্যাভ্যভাষত ।

প্রশ্রয়াবনতঃ সমাগ্ন-অভিবাদনপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৩১ ॥

ধ্রুব উবাচ ।

উত্তানপাদতনয়ং মাং নিবোধত সত্তমাঃ ! ।

জাতং স্মনীত্যাং নির্বেদাদ্যুয়্যাকং প্রাপ্তমন্তিকম্ ॥ ৩২ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

চতুঃপঞ্চাঙ্গমন্তুতো বালন্তুং নৃপনন্দন ! ।

নির্বেদকারণং কিঞ্চিৎ তব নাদ্যাপি বিদ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ন চিন্ত্যং ভবতঃ কিঞ্চিদ্ প্রিয়তে ভূপতিঃ পিতা ।

ন চৈবেষ্ঠবিয়োগাদি তব পশ্যামি বালক ! ॥ ৩৪ ॥

শরীরে ন চ তে ব্যাধিরস্মাভিরূপলক্ষ্যতে ।

নির্বেদঃ কিংনিমিত্তং তে কথ্যতাং যদি বিদ্যতে ॥ ৩৫ ॥

বিস্ট আছেন । ১০ রাজপুত্র সেই ঋষিগণকে দেখিবামাত্র সাদ্যোদ্ধে প্রণিপাত করিলেন এবং বিনয়াবনত হইয়া পুনর্বার নমস্কার পূর্বক কহিলেন । ৩১

(ধ্রুব কহিলেন) সাধুগণ ! আমি রাজা উত্তানপাদের তনয়, আমার নাম ধ্রুব, আমি স্মনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, নির্বেদ হেতু * এক্ষণে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইলাম । ৩২ ঋষিগণ কহিলেন, রাজকুমার ! তোমার বয়ঃক্রমচারি বা পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না, তুমি নিতান্ত শিশু । এক্ষণে তোমার যাহাতে নির্বেদ উপস্থিত হয় এমন কারণ ত কিছুই নাই ? ৩৩ তোমার পিতা জীবিত আছেন, বিশেষতঃ তিনি সমাগরা ধরণীর অধীশ্বর, অতএব তোমার ত কোন ভাবনার বিষয় দেখিতে পাই না ? তোমার কোন প্রিয়তম বন্ধু বা কোন প্রিয়তমা রমণীর সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে * এরূপ কোন সম্ভাবনাও ত দেখি না, কারণ তুমি বালক । ৩৪ তোমার শরীরেও কোন প্রকার ব্যাধি লক্ষিত হইতেছে না ? তবে তোমার

* ১. বিচ্ছেদ, আপদ বা দৈর্ঘ্যাদি হেতু যে আপনার প্রতি অবজ্ঞা তাহা নির্বেদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

পরশর উবাচ ।

ততঃ স কথয়ামাস সুরূচ্যা বদুদাহতম্ ।
 তন্নিশম্য ততঃ প্রোচুমুনয়ন্তে পরম্পরম্ ॥ ৩৬ ॥
 অহো ক্ষান্ত্রং পরং তেজো ! বালম্যাপি যদক্ষম ।
 সপত্ন্যা মাতুরুক্তস্য হৃদয়ান্-নাপসর্পতি ॥ ৩৭ ॥
 ভো ভো ক্ষত্রিয়দায়াদ ! নির্বেদাদ্ যৎ ত্রয়াধুনা ।
 কৰ্ত্ত্বং ব্যবসিতং, তন্-নঃ কথ্যতাং যদি রোচতে ॥ ৩৮ ॥
 যচ্চ কার্য্যং তবাস্মাভিঃ সাক্ষ্যমগিতদূতে ! ।
 তদুচ্যতাং বিবক্ষুস্তুম্ অস্মাভিরুপলক্ষ্যমে ॥ ৩৯ ॥

শ্রব উবাচ ।

নাহমর্থমভীপ্সামি ন রাজ্যং দ্বিজসন্তমাঃ ! ।
 তৎ স্থানমেকমিচ্ছামি ভুক্তং নান্যেন যৎ পুরা ॥ ৪০ ॥

কিজন্য নির্বেদ উপস্থিত হইল ? ইহার কারণ যদি কিছু থাকে আমাদের নি-
 কট বল । ৩৫

পরশর কহিলেন: অনন্তর সুরূচি সাহকার বচনে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন,
 শ্রব তৎসমুদায় তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিলেন । মুনিগণ সেই বাক্য শ্রবণ
 করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, ৩৬ অহো ! ক্ষত্রিয়জাতির কি
 আশ্চর্য্য তেজ ! এটি বালক, তথাপি ইহার মানহানি সহ হইতেছে না !
 ইহার বিমাতা যে অবমাননা বাক্য কহিয়াছেন, তাহা এপর্য্যন্ত ইহার
 হৃদয় হইতে অপনীত হইতেছে না ! ৩৭ অহে ক্ষত্রিয়তনয় ! তুমি এই নির্বেদ
 হেতু এক্ষণে কি করিতে অভিলাষ করিয়াছ ? যদি অভিকট হয় আমাদের
 নিকট বল । ৩৮ অসীমতেজস্বিন ! আমাদেরকে যদি তোমার কিছু সাহায্য
 করিতে হয় তাহাও ব্যক্ত কর । আমাদের বোধ হইতেছে, তুমি আমাদের
 নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ । ৩৯

শ্রব কহিলেন, মহর্ষিগণ ! আমি ধন চাহি না, রাজ্যও প্রার্থনা করি না । যে
 স্থান পূর্বে কেহ কখন ভোগ করে নাই, একমাত্র সেই উৎকৃষ্ট স্থানই লাভ

এতন্-মে ক্রিয়তাং সম্যক্ কথ্যতাং প্রাপ্যতে যথা ।
স্থানমগ্ৰ্যং সমস্তেভ্যঃ স্থানেভ্যো মুনিসত্তমাঃ ! ৪১॥

মরীচিরূবাচ ।

অনারাধিতগোবিন্দৈঃ নরৈঃ স্থানং নৃপাঅজ ! ।
ন হি সম্প্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥

অত্রিরূবাচ ।

পরঃ পরাণাং পুরুষো যস্য তুর্ঘ্যো জনার্দনঃ ।
স প্রাপ্নোত্যক্ষয়স্থানম্ এতৎ সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ৪৩॥

অঙ্গিরা উবাচ ।

যস্যান্তঃ সর্বমেবৈতদ্ অচ্যুতস্যাব্যয়াঅনঃ ।
তমারাধ্য গোবিন্দং স্থানমগ্ৰ্যং যদীচ্ছসি ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোহসৌ ব্রহ্ম তথা পরম্ ।
তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুল্লভাম্ ॥ ৪৫ ॥

করিতে ইচ্ছা করি ।^{১০} ঋষিগণ । আপনারা এই ককন যে, সকল স্থান হইতে
শ্রেষ্ঠ স্থান কিরূপে লাভ করিতে পারা যায় তাহা আমাকে অন্তর্গ্রহ করিয়া ব-
লিয়া দিউন ।^{১১} মরীচি কহিলেন. রাজকুমার ! গোবিন্দের আরাধনা না ক-
রিয়া কোন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না অতএব সেই অচ্যুত-
রই আরাধনা কর ।^{১২} অত্রি কহিলেন, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম
বিষ্ণু যাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হন তিনিই অনন্যমূলভ অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হইতে
পারেন, এই তোমাকে প্রকৃত কথা কহিলাম ।^{১৩} অঙ্গিরা কহিলেন, তুমি
যদি সর্বপ্রধান স্থান প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে যিনি অব্যয়
১৩ অচ্যুত. এই সময়দয় ব্রহ্মাণ্ডই যাঁহার অন্তর্গত, সেই গোবিন্দকে আরাধনা
কর ।^{১৪} পুলস্ত্য কহিলেন, যিনি পরমাত্মস্বরূপ পরম আশ্রয়স্বরূপ ও পরম
ব্রহ্মস্বরূপ সেই হরির আরাধনা করিলে পরমোৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হওয়া দূরে

ক্রতুরূবাচ ।

যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্ ।
তস্মিংশ্চুর্থে যদপ্রাপ্যং কিং তদস্তি জনার্দনে ॥৪৬॥

পুলহ উবাচ ।

ঐন্দ্রমিত্রঃ পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিম্ ।
প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাধ্য স্মৃত্রত ! ॥৪৭॥

বসিষ্ঠ উবাচ ।

প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষেণ মনসা যদ্ যদিচ্ছতি ।
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং, স্থানং কিমু বৎসোত্তমোত্তমম্ ॥৪৮॥

ধ্রুব উবাচ ।

আরাধ্যঃ কথিতো দেবো ভবন্তিঃ প্রণতস্য মে ।
ময়া তৎপরিতোষায় যদ্ জপ্তব্যং, তদুচ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥
যথা চারাধনং তস্য ময়া কার্য্যং মহাত্মনঃ ।

থাকুকু অতিদুর্লভ পরম মুক্তিও লাভ করিতে পারা যায় ।** ক্রতু কহিলেন, যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ, যোগে পরমারাধ্য পরম পুরুষ, সেই জনার্দন পরি-
তুষ্ট হইলে কোন বস্তুই হুস্প্রাপ্য থাকেনা ।** পুলহ কহিলেন, অহে
সচ্চরিত্র বালক ! যে জগৎপতি যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া
দেববাজ ইন্দ্র ইন্দ্ররূপ শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারই আরাধনা
কর । ** ।

বসিষ্ঠ কহিলেন, বৎস ! ত্রৈলোক্যের মধ্যে যে যে বস্তু আছে যদি কেহ
তাহার অভিলাষী হয় তাহা হইলে বিষ্ণুর আরাধনা করিলে তৎসমুদায়ই
প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব কেবল উৎকৃষ্ট স্থান পাওয়া ত অতি সামান্য
কথা । **

ধ্রুব কহিলেন, আমি আপনাদের নিকট প্রণত হইয়াছি, আপনারা (রূপা
করিয়া) আমাকে আরাধ্য দেবতার সন্ধান বলিয়া দিলেন । এক্ষণে তাঁহার

প্রসাদ-সুমুখাপ্তন্-মে কথয়ন্তু মহর্ষয়ঃ ॥ ৫০ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

রাজপুত্র ! যথা বিষ্ণোরাদানপটৈর্নরৈঃ ।

কার্যাদাদানং তন্মে যথাবৎ শ্রোতুমর্হসি ॥ ৫১ ॥

বাহ্যার্থানখিলাংশ্চিত্তং ত্যাজয়েৎ প্রথমং নরঃ ।

তস্মিন্বেব জগদ্ধাম্নি ততঃ কুর্কীত নিশ্চলম্ ॥ ৫২ ॥

এবমেকাগ্রচিত্তেন তন্ময়েন ধৃতাত্মনা ।

জপ্তব্যং যন্-নিবোধৈতৎ ত্বং নঃ পার্থিবনন্দন ! ॥ ৫৩ ॥

হিরণ্যগর্ভ-পুরুষ-প্রধানাব্যক্তরূপিণে ।

ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বভাবিনে ॥ ৫৪ ॥

এতদ্ জপ জপ ভগবান্ জপাং স্বায়ত্ত্বুবো মনুঃ ।

পিতামহস্তব পুরাতস্য তুষ্টো জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৫৫ ॥

পরিতোষেব নিমিত্ত আমাকে যাহা জপ করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিউন ।^{৫০} মহর্ষিগণ । আমাকে যে রূপে সেই পরমাত্মা বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইবে তাহাও আপনারা প্রসন্ন মুখে বলুন ।^{৫১}

ঋষিগণ কহিলেন, রাজকুমার ! বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ মনুষ্যাগণ যেক্রমে বিষ্ণুব আরাধনা করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{৫২} প্রথমতঃ সমুদয় বাহ্য বস্ত্র হইতে মনকে বিনিবৃত্ত করিতে হইবে । অনন্তর জগতের আধার-স্বরূপ বিষ্ণুতে অবিচলিত রূপে মনঃসমাপান করিবে ।^{৫৩} রাজনন্দন ! এইরূপে একাগ্রচিত্ত ও সংযতাত্মা হইয়া তন্ময় হইলে যে মন্ত্র জপ করিতে হইবে তাহাও আমাদের নিকট শ্রবণ কর ।^{৫৪} যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তৃতারূপ শক্তিব্রয়ের আধার, যিনি অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ, সেই ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য বাসুদেবকে নমস্কার ।^{৫৫} পূর্বকালে তোমার পিতামহ ভগবান্ স্বায়ত্ত্বুব মন এই মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন ।^{৫৬}

দদৌ যথাভিলষিতাম্ শাক্তিং ত্রৈলোক্য-দুর্লভাম্ ।
তথা ভ্রমপি গোবিন্দং তোষয়েতৎ সদা জপন্ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে একাদশোঃধ্যায়ঃ ।

এবং তাঁহার অভিলষিত অনন্যমূলত ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যও তাঁহাকে দান করেন । অতএব তুমিও এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিয়া ভগবান্ গোবিন্দকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা কর ।*

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ একাদশ
অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিষুপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।



পরশর উবাচ ।

নিশম্য ভদ্রশেবেণ মৈত্রেয় ! নৃপতেঃ স্মৃতঃ ।
নির্জ্জগাম বনাং তস্মাৎ প্রণিপত্য স তানুযীন্ ॥ ১ ॥
ক্লতক্লতামিবাআনং মন্যমানস্ততো দ্বিজ ! ।
মধুসংজ্ঞং মহাপুণ্যং জগাম যমুনাতটম্ ॥ ২ ॥
পুনশ্চ মধুসংজ্ঞেন দৈত্যোনাধিষ্ঠিতং যতঃ ।
ততো মধুবনং নাম্না খ্যাতমত্র মহীতলে ॥ ৩ ॥
হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলম্ ।
শত্রুশ্চো মধুরাং নাম পুরীং যত্র চকার বৈ ॥ ৪ ॥

পরশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! অনন্তর রাজনন্দন ধ্রুব ঋষিগণের উপদেশ বাক্য আনুপূর্বিক শ্রবণ করিয়া সাফায়ে প্রণিপাত পূর্বক সেই বন হইতে বহির্গত হইলেন ।^{১০} এবং আপনাকে ক্লতক্লত বোধ করিয়া যমুনাতট-বর্তী মধুবন নামক পরমপবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলেন ।^{১১} পূর্বকালে দুপনামক দৈত্য সেই স্থানে অবস্থিতি করিত, এইজন্য ঐ স্থান মধুবন নামে মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছে ।^{১২} সেই স্থানে, দশরথতনয় শত্রুঘ্ন মধুসংজ্ঞ দৈত্যের পুত্র লবণনামক মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া মধুরা

যত্র বৈ দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ ।

* সৰ্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীৰ্থে চকার সঃ ॥ ৫ ॥

মরীচিমুখ্যৈশ্মু নিভির্যথোদ্ভিচ্চমভূৎ তথা ।

আত্মন্যশেষদেবেশং স্থিতং বিষমুগমন্যত ॥ ৬ ॥

অননাচেতসস্তস্য ধ্যায়তো ভগবান্ হরিঃ ।

সৰ্ব্বভূতগতো বিপ্র ! সৰ্ব্বভাবগতোহভবৎ ॥ ৭ ॥

মনস্যবস্থিতে তস্য বিম্বো মৈত্রেয় ! যোগিনঃ ।

ন শশাক ধরা ভারমুদ্বোতুং ভূতধারিণী ॥ ৮ ॥

বামপাদস্থিতে তস্মিন্ ননামাক্ষেন মেদিনৌ ।

দ্বিতীয়ঞ্চ ননামাক্ষং * ক্ষিতেদক্ষিণসংস্থিতে ॥ ৯ ॥

পাদদ্ব্যঙ্কুষ্ঠেন সংপীড়্য যদা স বসুধাং স্থিতঃ ।

তদা সা বসুধা বিপ্র ! চচাল সহ পৰ্ব্বতৈঃ ॥ ১০ ॥

নানী পুরী সংস্থাপন করিয়াছিলেন ।^১ বিশেষতঃ সেই স্থলে হরিপরায়ণ ভগবান্ দেবদেব মহাদেব সৰ্ব্বদা সান্নিহিত আছেন, সুতরাং ঐদেব সৰ্ব্ব-পাপ-নাশক সেই তীৰ্থে তপসা করিতে আরম্ভ করিলেন ।^২ মরীচি প্রভৃতি মহর্ষি-গণ যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐদেব সমুদ্রায় দেবগণের ঈশ্বর বিষমুকে আত্মস্থ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন ।^৩ ব্রহ্মন্ ! ঐদেব অননাচেতা হইয়া ধ্যান করাতে সৰ্ব্বভূতস্থ ভগবান্ হরি সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহার হৃদয়গত হইলেন ।^৪

মৈত্রেয় ! ভগবান্ বিষমু সেই যোগীর চিন্তে অবস্থিতি করিলে ভূতধারিণী ধরণী তাঁহার ভারবহনে অসমর্থ হইলেন ।^৫ তিনি যখন বাম পাদে দণ্ডায়-মান হইয়া তপসা করিতেন, তখন পৃথিবীর প্রথমাক্ষ নত হইত এবং দক্ষিণ পাদে দাঁড়াইলে অপরাধ নিম্ন হইয়া পড়িত ।^৬ তিনি যে সময় ভূমির উপর পদাঙ্কুষ্ঠে নির্ভর পূর্বক দাঁড়াইয়া তপসা করিতেন, সে সময় পৰ্ব্বতগণের স-

নদ্যো নদাঃ সমুদ্রাশ্চ সংক্ৰোভং পরমং যযুঃ ।
 তৎক্ৰোভাদমরাঃ ক্ৰোভং পরং জগ্মুর্মহামুনে ॥ ১১ ॥
 যামা নাম তদা দেবা মৈত্রেয় ! পরমাকুলাঃ ।
 ইন্দ্রেণ সহ সংমন্ত্র্য ধ্যানভঙ্গং প্রচক্রমুঃ ॥ ১২ ॥
 কুস্মাণ্ডা বিবিধৈ-রূপৈঃ সহৈন্দ্রেণ মহামুনে ! ।
 সমাধিভঙ্গমতান্তম্ আরুহাঃ কৰ্ত্তুং মাতুরাঃ ॥ ১৩ ॥
 স্মৃনীতির্নাম তন্মাতা সাত্মা তৎপুরতঃ স্থিতা ।
 পুত্রোতি করুণং বাচমাহ মায়াময়ী তদা ॥ ১৪ ॥
 পুত্রকাম্যান্-নিবর্ত্তস্ব শরীরব্যয়-দারুণাং ।
 নির্লব্ধতো যয়া লক্কো বহুভিস্থঃ মনোরথৈঃ ॥ ১৫ ॥
 দীনামেকাং পরিত্যক্তুং অনাথাং ন ত্বমহসি ।
 . সপত্নীবচনাদ্ বৎস ! অগতেস্থং গতির্মম ॥ ১৬ ॥

হিত বস্তুস্বরূপ প্রচলিত হইত । ১০ মহর্ষে ! বস্তুধা প্রচলিত . হইলে নদ নদী ও সমুদ্রগণ সাতিশয় বিক্ৰোভিত হইত এবং তাঁহাতে দেবগণও সমধিক ক্ৰোভ প্রাপ্ত হইতেন । ১১

মৈত্রেয় ! অনন্তর যাম নামক দেবগণ সাতিশয় আকুল হইয়া দেবরাজের সহিত মন্ত্ৰণা পূর্বক তদীয় ধ্যানভঙ্গের জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন । ১২ মহর্ষে ! কুস্মাণ্ডনামক উপদেবতাগণ কাতর হইয়া দেবরাজ ইন্দ্ৰের সহিত বিবিধ রূপ দারণ পূর্বক সমাধি ভঙ্গের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল । ১৩ তখন মায়াময়ী তদীয়জমনী স্মৃনীতি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া করুণাস্বরে পুত্র বলিয়া ডাকিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রোদন করিতে লাগিল ও কহিল . ১৪ বাছা ! আমি তোমাকে অনেক দুঃখে লাভ করিয়াছি এবং তোমা হইতে অনেক আশা করিয়া থাকি, অতএব এই উগ্র তপস্যা হইতে নিরন্তর হও । দেখ, ইহা অত্যন্ত দারুণ, ইহাতে তোমার শরীর নষ্ট হইতেছে । ১৫ বৎস ! তুমি আমার অগতির গতি, আমি অসহায়া দীনা ও অনাথা, অতএব

ক চ ত্বং পঞ্চবর্ষীয়ঃ কু চৈতদ্ দারুণং তপঃ ।

* নিবর্ত্যতাং মনঃ কঠান্-নির্বন্ধাৎ ফলবর্জিতাৎ ॥ ১৭ ॥

কালঃ ক্রীড়নকানাং তে তদন্তে ২ধ্যয়নস্য চ ।

ততঃ সমস্তভোগানাং তদন্তে চেযাতে তপঃ ॥ ১৮ ॥

কালঃ ক্রীড়নকানাং যন্তব বালস্য পুত্র ক ! ।

তস্মিংশ্চ মিশ্রং তপসি* কিং নাশায়াত্মনো রতঃ ॥ ১৯ ॥

মৎপ্রীতিঃ পরমো ধর্মো বয়োব্রহ্মাক্রিয়াক্রমম্ ।

অনুবর্তস্ব মা মোহং নিবর্ত্যাদধর্ম্যতঃ ॥ ২০ ॥

পরিত্যজতি বৎসাদ্য যদ্যেতন্-ন ভবাংস্তপঃ ।

ত্যাগান্যাহমপি শ্রাণান্ ততো বৈ পশ্যত্যন্তব ॥ ২১ ॥

সপত্নী বাক্যে আমাকে পবিত্রাণ করা তোমার উচিত হইতেছে না ।^{১৭} বাছা ! কোথায় তুমি পঞ্চম বর্ষীয় বালক, তোমার কি এই দারুণ তপস্যা করা সম্ভব হইতে পারে ? অতএব এই কঠকর নির্বন্ধাভিযায় হইতে মন নিরন্তর কর; বাছা ! ইহাতে কোন ফলই লক্ষিত হইতেছে না ।^{১৮} বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার ক্রীড়া করিবার সময়, তাহার পর (গুরু কুলে থাকিয়া) অধ্যয়ন করিবে, (যৌবন পথে পদাপণ করিলে) বিবিধ বিষয় ভোগ করিতে প্ররত্ত হইবে, (যৌবন কাল অতীত হইলে সংসারশ্রম পরিভাগ পূর্বক) তপোমুঠানে মনোনিবেশ করিবে ।^{১৯} বৎস ! তুমি নিতান্ত বালক, এক্ষণে তোমার কেবল খেলা করিয়া বেড়াইবারই সময়, এখন তুমি কিনিমিত্ত তপস্যার রত হইয়া আত্মবিনাশে প্ররত্ত হইতেছ ?^{২০} অধুনা আমাকে প্রীত করাই তোমার পরম ধর্ম । তোমার যেমন বয়স, যেমন অবস্থা, তদনুরূপ ক্রিয়া সম্পাদনেই যথাক্রমে প্ররত্ত হও । মোহের অনুবর্তী হওয়া তোমার উচিত হইতেছে না, অতএব এই অধর্ম হইতে আপনাকে নিরত্ত কর ।^{২১} বাছা ! অদ্য যদি তুমি এই তপস্যা পরিভাগ না কর তাহা হইলে তুমি দেখিবে, আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব ।^{২২}

পরশর উবাচ ।

তাং বিলাপবতীমেবং বাষ্ণাবিল-বিলোচনাম্ । *
 সমাহিতমনা বিযেষ্ঠা পশ্যন্তপি ন দৃষ্টবান্ ॥ ২২ ॥
 বৎস ! বৎস ! সুর্যোরগ্নি রক্ষাংস্ম্যোতানি ভীষণে ।
 বনেহভ্যুদ্যত-শস্ত্রাণি সমায়ান্ত্যপগম্যাতাম্ ॥ ২৩ ॥
 ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সাংথ রক্ষাংস্যাবির্কভূস্ততঃ ।
 অভ্যুদ্যতোঃশস্ত্রাণি জ্বালামালাকুলৈর্মুখৈঃ ॥ ২৪ ॥
 ততো নাদানতীবোধান্ রাজপুত্রস্য তে পুরঃ ।
 মুমুচুর্দীপ্তশস্ত্রাণি ভ্রাময়ন্তো নিশাচরাঃ ॥ ২৫ ॥
 শিবাশ্চ শতশো নেদুঃ সজ্জাল-কবলৈর্মুখৈঃ ।
 ত্রাসায় তস্য বালস্য যোগযুক্তস্য সর্বশঃ ॥ ২৬ ॥

পরশর কহিলেন । সুনীতি এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, বাষ্ণ-
 ভরে তাঁহার নয়নদয় কলুবিত হইল পরন্তু ধ্রুব একমাত্র বিষ্ণুতে মনঃ-
 সমাধান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন
 না ।^{২২} (পরে ঐ মায়াময়ী সুনীতি পুনর্ব্বার কহিলেন) বাছা ! বাছা !
 (ঐ দেখ) এই দোর অরণ্যে ভীষণ রাক্ষসগণ অস্ত্র শস্ত্র উদাত করিয়া
 আসিতেছে, অতএব এ স্থান হইতে শীঘ্র পলায়ন কর (বিলম্ব করিও না)।^{২৩}
 সুনীতি এই কথা বলিয়া গমন করিলে রাক্ষসগণ ভয়ঙ্কর অস্ত্র শস্ত্র উ-
 দাত করিয়া আবির্ভূত হইল । তাহাদের বিকট বদন হইতে অগ্নিশিখা
 নির্গত হইতে লাগিল ।^{২৪} জনস্রর নিশাচরগণ সেই রাজপুত্রের সম্মুখে
 ঘোর শব্দ করিতে করিতে স্তম্ভীকৃত অস্ত্রসকল ঘুরাইতে লাগিল ।^{২৫}
 এবং শত শত শিবাগণ সেই যোগী বালককে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত
 চতুর্দিক্ হইতে ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল । শব্দ করিবার সময়
 মুখবাদান কালে তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লা-

হন্যতাং হন্যতামেব ছিদ্যতাং ছিদ্যতাময়ম্ ।
 ভক্ষ্যতাং ভক্ষ্যতাপ্ণায়ম্ ইত্যুচুস্তে নিশাচরাঃ ॥ ২৭ ॥
 ততো নানাবিধান্ নাদান্ সিংহোর্ফু মকরাননাঃ ।
 ত্রাসায় রাজপুত্রস্য নেদুস্তে রজনীচরাঃ ॥ ২৮ ॥
 রক্ষাংসি তানি তে নাদাঃ শিবাস্তান্যায়ুধানি চ ।
 গোবিন্দাসক্তচিত্তস্য যযুর্নেন্দ্রিয়গোচরম্ ॥ ২৯ ॥
 একাগ্রচেতাঃ সততং বিষুমেবাত্মসংশ্রয়ম্ ।
 দৃষ্টবান্ পৃথিবীনাথপুত্রো নান্যৎ কথঞ্চন ॥ ৩০ ॥
 ততঃ সর্বাসু মায়াসু বিলীনাশু পুনঃ সুরাঃ ।
 সংক্ষোভং পরমং জগ্মুস্তৎপর্যভবশঙ্কিতাঃ ॥ ৩১ ॥
 তে সমেতা জগদ্যোনিম্ অনাদি-নিধনং হরিম্ ।
 শরণ্যং শরণং যাতান্তপসাঁ তস্য তাপিতাঃ ॥ ৩২ ॥

গিল । ২৬ নিশাচরগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ইহাকে বধ কর
 বধ কর; কেহ বা বলিল, ইহাকে কাটিয়া ফেল; কেহ বা কহিল, আ-
 ইস আমরা ইহাকে ভক্ষণ করি । ২৭ নিশাচরগণ এই কথা বলিয়া রা-
 জপুত্রের ভয় জন্মাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার (বিকট) শব্দ করিতে
 লাগিল । তাহাদের মধ্যে কাহারো মুখ সিংহের ন্যায়, কাহারো মুখ উ-
 ষ্ট্রের ন্যায়, কাহারো মুখ মকরের ন্যায় (দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর) । ২৮
 রাজকুমার ক্রবের চিত্ত একমাত্র গোবিন্দে আসক্ত ছিল স্মৃতরাং সেই
 সমুদায় বিকটাকার রাক্ষস, ভয়ঙ্কর শিবাগণ, প্রদীপ্ত অস্ত্র সমুদায় ও অ-
 তিভীষণ শব্দ তাঁহার ইন্দ্রিয় গোচর হইল না । ২৯ ভূপালতনয় ক্রব
 একাগ্রচিত্ত হইয়া নিরন্তর একমাত্র বিষুকেই আত্মস্বরূপে দর্শন করিতে
 লাগিলেন, কোন বহু বস্তুই তিনি দেখিতে পাউলেন না । ৩০ এই রূপে
 সমুদায় মায়া বিফল হইল দেখিয়া দেবগণ পুনর্ব্বার সাতিশয় ক্ষুব্ধ হ-
 ইলেন । তখন তাঁহাদের অন্তঃকরণে পরাভবের আশঙ্কা দ্বিগুণিত হ-
 ইল । ৩১ তাঁহারা ক্রবের তপসায় সমুত্ত হওয়াতে সকলে একত্র মিলিত

দেবা উচুঃ ।

দেবদেব ! জগন্নাথ ! পরেশ ! পুরুষোত্তম ! ।

ধ্রুবস্য তপসা তপ্তা-স্ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ ॥ ৩৩ ॥

দিনে দিনে কলালেশৈঃ * শশাঙ্কঃ পূর্য্যতে যথা ।

তথায়ং তপসা দেব ! প্রয়াত্বাদ্ধিমহর্নিশম্ ॥ ৩৪ ॥

উত্তানপাদিতপসা বয়ম্মিথং জনার্দন ! ।

ভীতাস্ত্বাং শরণং যাতাস্তপসস্তং-নিবর্তয় ॥ ৩৫ ॥

ন বিদ্যঃ কিং স শত্রুত্বং কিং সূর্য্যত্বমভীপ্সতি ।

বিত্তপান্মুপসোমানাং সাভিলাষঃ পদে নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

তদস্মাকং প্রসীদেশ ! হৃদয়াং শল্যমুদ্ধর ।

উত্তানপাদতনয়ং তপসঃ সংনিবর্তয় ॥ ৩৭ ॥

হইয়া জগতের সৃষ্টিকর্তা অনাদি অনন্ত হরির শরণাপন্ন হইলেন ।^{৩২}

দেবগণ কহিলেন, হে দেবদেব ! জগন্নাথ ! পরমেশ ! পুরুষোত্তম !
আমরা ধ্রুবের তপসায় সন্তুষ্ট হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম ।^{৩৩}
দেব ! শুক্রপক্ষে শশাঙ্ক যেমন প্রতিদিন এক এক কলা বুদ্ধি পায় তা-
হার ন্যায় এই ধ্রুব দিবারাত্রি তপস্যাবারা নিত্য উপচীয়মান হইতেছে ।^{৩৪}
জনার্দন ! আমরা উত্তানপাদতনয়ের তাদৃশ তপসায় সাতিশয় ভীত
হইয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছি, আপনি তাহাকে তপস্যা হইতে
নিবৃত্ত করুন ।^{৩৫} আমরা জানি না, হয় ত সে ইন্দ্রতপদ বা দিবাকরতপদ
বাঞ্ছা করিয়াছে অথবা মনাধিপ কুবেরের পদ, জলাধিপ বকরণের পদ কিংবা
নিশানাথ চন্দ্রের পদ যদি প্রত্যাশা করিয়া থাকে, তাহাও বলিতে পারি
না ।^{৩৬} জগদীশ ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, পরাভব শঙ্কারূপ শ্রীমা-
দুর হৃদয়ের শল্য উদ্ধার করুন, উত্তানপাদের পুত্র যাহাতে তপস্যা হইতে
নিবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন ।^{৩৭}

ভগবানুবাচ ।

নেন্দ্রত্বং ন চ সূর্য্যত্বং নৈবান্মুপধনেশতাম্ ।

প্রার্থয়ত্যেব যং কামং তং করোম্যখিলং সুরাঃ ॥ ৩৮ ॥

যাত দেবা যথাকামং স্বস্থানং বিগতজ্বরাঃ ।

নিবর্তয়াম্যহং বালং তপস্যাসক্তমানসম্ ॥ ৩৯ ॥

পরাশর উবাচ ।

ইতুক্তা দেবদেবেন প্রণম্য ত্রিদশাস্ততঃ ।

প্রযুঃ স্বানি ধিমণানি শতক্রতুপুরোগমাঃ ॥ ৪০ ॥

ভগবানপি সৰ্ব্বাভ্যা তন্ময়ত্বেন তোষিতঃ ।

গত্বা ধ্রুবমুবাচেদং চতুর্ভুজবপুর্হরিঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ঔত্তানপাদে ! ভদ্রং তে তপসা পরিতোষিতঃ ।

বরদোহমমুপ্রাপ্তো বরং বরয় সূত্রত ! ॥ ৪২ ॥

বাহ্যার্থনিরপেক্ষং তে ময়ি চিত্তং যদাহিতম্ ।

ভগবান্ কহিলেন, দেবগণ ! এই উত্তানপাদের তনয় ইন্দ্রত্বপদ কামনা করে না, দিবাকরত্ব-পদেরও অভিলাষী নহে । এই বালক ধনাধ্যক্ষ কুবের বা বরুণের পদও প্রার্থনা করে না ; পরন্তু এই শিশু যে পদের প্রত্যাশা করিতেছে, তাহা আমি অচিরে সম্পন্ন করিয়া দিতেছি ।^{৩৮} দেবগণ ! তোমরা নিঃশঙ্ক-হৃদয় হইয়া স্ব স্ব অভিলষিত-স্থানে গমন কর, আমিও সেই বালককে তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত করিতেছি ।^{৩৯}

পরাশর কহিলেন ! দেবদেব বিষ্ণু এই কথা বলিলে দেবরাজপ্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ।^{৪০} সৰ্ব্বময় ভগবান্ চতুর্ভুজ হরি তন্ময়তাদ্বারা পরিতোষিত হইয়া ধ্রুবের সমীপবর্তী হইলেন ও কহিলেন ।^{৪১} (শ্রীভগবান্ কহিলেন ।) উত্তানপাদতনয় ! তোমার মঙ্গল হউক । আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বরপ্রদানার্থ আসি-

তুষ্ঠোঃ হং ভবত্স্তেন তদ্বৃণীষু বরং পরম্ ॥ ৪৩ ॥

পরাশর উবাচ ।

শ্রুত্বা তদগদিতং * তস্য দেবদেবস্য বালকঃ ।

উন্মীলিতাক্ষো দদৃশে ধ্যানদৃষ্টং হরিং পুরঃ ॥ ৪৪ ॥

শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গবরাসিধরমচ্যুতম্ ।

কিরীটিনং সমালোক্য জগাম শিরসা মহীম্ ॥ ৪৫ ॥

রোমাঞ্চিতাঙ্গঃ সহসা সাধ্বসং পরমং গতঃ ।

স্তবায় দেবদেবস্য স চক্রে মানসং ধ্রুবঃ ॥ ৪৬ ॥

কিং বদামি স্তুতাবস্য কেনোক্তেনাস্য সংস্তুতিঃ ।

ইত্যা কুলমতির্দেবং তমেব শরণং যযৌ ॥ ৪৭ ॥

ধ্রুব উবাচ ।

ভগবন্ ! যদি মে তোষং তপসা পরমং গতঃ ।

যাছি, সূচরিত ! বরপ্রার্থনা কর ।^{৪২} তুমি সমুদায় বাহ্যবস্ত্র হইতে মনকে বিনিরুদ্ধ করিয়া একমাত্র আমাতেই সমাহিত করিয়াছ । এই কারণে আমি তোমার উপর সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ।^{৪৩}

পরাশর কহিলেন । বালক ধ্রুব দেবদেব বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, তিনি ঐ হার ধ্যান করেন, সেই চতু-
ভুজ হরি তাঁহার সম্মুখেই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ।^{৪৪} তখন তিনি শঙ্খ চক্র-
গদা শাঙ্গ ও পরমোৎকৃষ্ট খড়্গধারী কিরীটীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সা-
ষ্টাঙ্গে প্রাণপাত করিলেন,^{৪৫} এবং সহসা সাধ্বসমুদ্ভূত ও লোমাঞ্চিত-কলেবর
হইয়া সেই দেবদেবের স্তব করিতে অভিলাষী হইলেন,^{৪৬} (তাস্থিলেন,
ব্রহ্মাদি দেবগণও ঐ হার তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ) আমি তাঁহার স্তুতি-
বিষয়ে কি বলিব, কোন্ বাক্য দ্বারাই বা তাঁহার স্তব হইতে পারে, এইরূপ
অাকুলচিত্ত হইয়া সেই দেবদেব বিষ্ণুরই শরণাপন্ন হইলেন ।^{৪৭}

* গদিতম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

স্তোতুং তদহমিচ্ছামি বরমেতং প্রযচ্ছ মে ॥ ৪৮ ॥
 ব্রহ্মাদৈর্বেদ বেদজৈর্জ্ঞায়তে যস্য নো গতিঃ ।
 তং ত্রাং কথমহং দেব ! স্তোতুং শক্যামি বালকঃ ॥ ৪৯ ॥
 ত্বদ্ভক্তিপ্রবণং হ্যেতং পরমেশ্বর ! মে মনঃ ।
 স্তোতুং প্রবৃত্তং ত্বৎপাদৌ তত্র প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫০ ॥

পরশর উবাচ ।

শঙ্খপ্রান্তেন গোবিন্দস্তং পম্পর্শ কৃতাঞ্জলিम् ।
 উত্তানপাদতনয়ং দ্বিজবর্য্য ! জগৎপতিঃ ॥ ৫১ ॥
 অথ প্রসন্নবদনস্তৎক্ষণান্নৃপনন্দনঃ ।
 তুচ্ছাব প্রণতো ভূত্বা ভূতধাতারমুচ্যতম্ ॥ ৫২ ॥
 ধ্রুব উবাচ ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

ধ্রুব কহিলেন, ভগবন্! যদি আমার তপস্যায় তুমি সম্পূর্ণপ্রীত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে এক্ষণে এই বর প্রদান কর, আমি ইচ্ছানুসারে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হই, কারণ আমি বালক, ব্রহ্মপ্রভৃতি বেদজ-বিবুধগণ যাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তাদৃশ তোমাকে আমি কিরূপে জানিব, কিরূপেই বা স্তব করিতে সমর্থ হইব ।^{৪৮} জগদীশ্বর! একমাত্র তোমারই তত্ত্ব আমার মন তদীয় পাদপদ্ম স্তব করিতে প্ররত্ত হইয়াছে, অতএব তুমি (কৃপা করিয়া) আমাকে জ্ঞান প্রদান কর ।^{৪৯}

পরশর কহিলেন । দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনন্তর উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুব এই বাক্য বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে, জগৎপতি গোবিন্দ সর্ববেদ-ময় শঙ্খের পরমেশ্বর-তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদান্তভাগস্বরূপ প্রান্তভাগ দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন ।^{৫০} রাজকুমার ধ্রুবও তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবদন হইয়া ভূতধাতা অচ্যুতকে নমস্কারপূর্বক স্তব করিতে প্ররত্ত হইলেন ।^{৫১}

ধ্রুব কহিলেন । ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই ভূতপঞ্চক, মনঃপ্রভৃতি একাদশ ইঞ্জিয়, বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, ভূতাদি

ভূতাদিরাদিপ্রকৃতিৰ্ঘস্য রূপং নতোহস্মি তম্ ॥ ৫৩ ॥

শুদ্ধঃ সূক্ষ্মোহখিলব্যাপী প্রধানাং পরতঃ পুমান্ ।

যস্য রূপং নমস্তস্মৈ পুরুষায় গুণাশিনে * ॥ ৫৪ ॥

ভূরাদীনাং সমস্তানাং গন্ধাদীনাঞ্চ শাস্বতঃ ।

বুদ্ধাদীনাং প্রধানস্য পুরুষস্য চ যঃ পরঃ ॥ ৫৫ ॥

তং ব্রহ্মভূতমাত্মানমশেষজগতঃ পরম্ ।

প্রপদ্যে শরণং শুদ্ধং ব্রহ্মপং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৬ ॥

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যজ্ঞপং ব্রহ্মসংজিতম্ ।

তস্মৈ নমস্তে সৰ্ব্বাত্মন! যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ ॥ ৫৭ ॥

সহস্রশীৰ্ষ। পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

সৰ্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাদত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ † ॥ ৫৮ ॥

অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব ও মূলপ্রকৃতি এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই যাঁহার স্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার করি।^{৫৩} যিনি স্বরূপতঃ নির্লিপ্ত, সূক্ষ্ম অথচ সৰ্বব্যাপী, যিনি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষস্বরূপ, সেই গুণ সাক্ষিস্বরূপ পুরুষকে নমস্কার করি।^{৫৪} যিনি নিত্য, যিনি ভূভুবপ্রভৃতি সমস্ত লোক, গন্ধপ্রভৃতি সমস্ত গুণসমূহ, প্রকৃতি মহত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্বপ্রভৃতি ও পুরুষ হইতেও স্বতন্ত্র^{৫৫} যিনি ব্রহ্মস্বরূপ ও অশেষ জগতের আত্মাস্বরূপ, যিনি শুদ্ধ ও সকলের শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম।^{৫৬} সৰ্ব্বাত্মন! তোমার যে স্বরূপ, বৃহত্ত্ব অর্থাৎ সৰ্বব্যাপিত্ব বৃংহণত্ব অর্থাৎ সকলের সং-বর্দ্ধকত্ব হেতু ব্রহ্মনামে প্রথিত আছে, যাহা বিকারশূন্য ও যোগিগণের চিন্ত্য, তাহাকে নমস্কার।^{৫৭} যাঁহার অপরিমিত মুখ, অপরিমিত চক্ষু ও অপরিমিত চরণ অর্থাৎ যিনি সৰ্ব্বময়, যিনি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শ^{৫৮} স্পর্শক দশাবরণ অতিক্রম করিয়া অসীম স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমিই সেই

* গুণাশিনে ইতি বলীয়পুস্তকানাং পাঠঃ ।

† অখ্যাতদশাঙ্গুলম্ ইতি বলীয়ঃ পাঠঃ ।

যদভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং পুরুষোত্তম ! তদ্ ভবান্ ।
 ত্বন্তো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্ ত্বতশ্চাপ্যধিপুরুষঃ ॥৫৯॥
 অত্যরিচ্যত মোহধ্বশ্চ তিৰ্য্যাক্ চৌর্দ্ধ্বাঞ্চ বৈ ভুবঃ ।
 ত্বন্তো বিশ্বমিদং জাতং ত্বন্তো ভূতভবিষ্যতৌ ॥ ৬০ ॥
 ত্বদ্রূপধারিণশ্চান্তভূতং সৰ্ব্বমিদং জগৎ ।
 ত্বন্তো যজ্ঞঃ সৰ্ব্বহৃতঃ পৃথদাজ্যং পশুর্দ্বিধা ॥ ৬১ ॥
 ত্বন্তো ঋচোহথ সামানি ত্বতশ্চন্দাংসি জজিহ্নে ।
 ত্বন্তো যজুংষাজায়ন্ত ত্বন্তোহশ্বাশৈকতোদতঃ ॥ ৬২ ॥
 গাবস্তুভঃ সমুদ্ভূতাস্তুতোহজা অবয়ো মৃগাঃ ।
 ত্বন্মুখাদ্ ব্রাহ্মণাস্তুন্তো বাহ্নোঃ ক্ষত্রমজায়ত ॥৬৩॥
 বৈশ্যাস্তবোরুজাঃ শূদ্রাস্তব পদ্ভ্যাং সমুদগতাঃ ।

সৰ্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর।^{৫৮} পুরুষোত্তম ! যে বস্তু হইয়াছে, যে বস্তু হইবে, তৎসমুদায়ই তুমি। বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, স্বরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মা, সম্রাট্ অর্থাৎ মনু, এ সমুদায় তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমি এ সমুদায়ের অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষেরও স্রষ্টিকর্তা।^{৫৯} এই সমুদায় জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায় ব্যাপার তোমা হইতেই সম্পাদিত হইতেছে। তুমি এই জগতের উর্দ্ধ^{৬০} অধঃ ও পার্শ্বদেশ সমুদায় ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছ।^{৬০} এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই আকার স্বরূপ। সমুদায় জগৎ তাহার অন্তর্গত রহিয়াছে। যাহাতে সমুদায় হোম কার্য্য হয়, তুমিই তাদৃশ যজ্ঞ স্বরূপ। তুমিই যজ্ঞীয় দধি-মিশ্রিত ঘৃত এবং তুমিই যজ্ঞার্থ গ্রাম্য ও আরণ্য এই দুই প্রকার পশু।^{৬১} ঋক্বেদ সামবেদ যজুর্বেদ গায়ত্র্যাদি ছন্দ এবং একপাটী দন্ত বিশিষ্ট মহিষাদি ও দুই পাটী দন্ত বিশিষ্ট অশ্বাদি, এ সমুদায়ই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।^{৬২} গো ছাগ মেঘ মৃগ ইহারা তোমা কর্তৃকই স্রষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা তোমার মুখ হইতে ও ক্ষত্রিয়েরা তোমার বাহু হইতে জন্মিয়াছেন।^{৬৩} বৈশ্যগণ তোমার উক হইতে এবং শূদ্রেরা তোমার চরণ হইতে

- অক্ষোঃ সূর্য্যোহনিলঃ শ্রোত্রাচ্চন্দ্রমা মনসস্তব ॥ ৬৪ ॥
 প্রাণো নঃ শুবিরাজ্জাতো * মুখাদধিরজায়ত ।
 নাভিতে গগনং দ্যৌশ্চ শিরসঃ সমবর্তত ॥ ৬৫ ॥
 দিশঃ শ্রোত্রাৎ ক্ষিতিঃ পদ্ভ্যাং ত্বতঃ সর্বমভূদিদম্ ।
 ন্যত্রোধঃ সুমহানপ্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৬ ॥
 সংবমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা স্থয়ি ।
 বীজাদঙ্কুরসংভূতো ন্যত্রোধঃ সুমমুখিতঃ ॥ ৬৭ ॥
 বিস্তারঞ্চ যথা যাতি ত্বতঃ সূর্য্যৌ তথা জগৎ ।
 যথা হি কদলী নান্যা ত্বক্পত্রাদ্ বাথ দৃশ্যতে ॥ ৬৮ ॥
 এবং বিশ্বস্য নান্যত্বং † ত্বৎস্থায়ীশ্বর ! দৃশ্যতে ।
 হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্নিৎ ত্রয়োকা সর্বসংস্থিতৌ ॥ ৪৯ ॥

উৎপন্ন হইয়াছে । দিবাকর তোমার চক্ষু হইতে, বায়ু তোমার শ্রোত্র হইতে ও চন্দ্র তোমার মন হইতে উদ্ভূত হন । * তোমার নাসিকাবিবর হইতে প্রাণ, মুখ হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ ও মস্তক হইতে স্বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে । † তোমার শ্রোত্র হইতে দিক্ ও চরণ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয় । তুমিই এই চরাচর জগতের বীজস্বরূপ । অতিবিস্তৃত বটরক্ষ (উৎপন্ন হইবার পূর্বে) যেমন ক্ষুদ্রতম বীজের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে ** তাহার ন্যায় প্রলয় কালে এই নিখিল বিশ্ব বীজস্বরূপ তোমাতেই লীন হইয়া থাকে । বটরক্ষের বীজ হইতে যেমন প্রথমতঃ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে †† এবং পবে বিলক্ষণ বিস্তীর্ণ হইয়া উঠে এই জগৎগোলও সেই রূপ (প্রথমতঃ তোমা হইতে উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে সুবিস্তীর্ণ হইয়াছে) । হে ঈশ্বর ! যেমন কদলীরক্ষে তরু ও পত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না, †† সেইরূপ তোমাতে সমুদায় বিশ্ব

* প্রাণোহস্তঃ শুবিরাজ্জাতঃ অথবা প্রাণস্তঃ শুবিরাজ্জাত ইতি পাঠান্তরম্ ।

† যথাহি কদলীমাভ্যাং ত্বক্পত্রাদ্যথ দৃশ্যতে । ৬৮ । এবং বিশ্বস্য ন্যাত্বং নু ইতি কেচিৎ পঠন্তি :

হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ।
 পৃথগ্ভূতৈকভূতায় ভূতভূতায় তে নমঃ ॥ ৭০ ॥
 প্রভূতভূতভূতায় তুভ্যং ভূতান্নে নমঃ ।
 ব্যক্ত-প্রধান-পুরুষ-বিরাট্ সম্রাট্ স্বরাট্ তথা ॥ ৭১ ॥
 বিভাব্যতেহন্তঃকরণৈঃ * পুরুষেষুক্ষয়ো ভবান্ ।
 সর্বস্মিন্ সর্বভূতস্বং সর্বঃ সর্বস্বরূপধৃক্† ॥ ৭২ ॥
 সর্বং ত্বত্তত্তশ্চ ত্বং নমঃ সর্বাঅনেহন্ত তে ।
 সর্বাঅনুকোহসি সর্বেশ ! সর্বভূতস্থিতো যতঃ ॥ ৭৩ ॥

ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। তুমি সকলের আধার, তোমাতে হ্লাদিনী
 সন্ধিনী ও সন্নিঃ এই ত্রিবিধ শক্তি সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে।^{১০}
 হ্লাদিনী শক্তি আহ্লাদকরী (মনঃপ্রসাদ-জনক সমগুণ) সন্ধিনী শক্তি তাপ-
 করী (বিষয়-বিয়োগাদিতে হুঃখজনক তমোগুণ) সন্নিঃ শক্তি উভয়মিশ্রা
 (উভয়াত্মক রজোগুণ) ইহারা (জীবাত্মাতে যেমন পৃথক্ রূপে অবস্থিতি
 করে সেইরূপ) তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারে না; কারণ তুমি ত্রিগুণা-
 তীত। তুমি কার্যরূপে নানা ও কারণরূপে একমাত্র। তুমি স্বক্ষভূত অর্থাৎ
 তন্মাত্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।^{১১} তুমি মহাভূতস্বরূপ ও চরাচর প্রাণিস্ব-
 রূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রকৃতি, তুমিই পুরুষ† তুমিই ব্যক্ত অর্থাৎ
 মহত্ত্ব অহংকারত্ব পঞ্চতন্মাত্র একাদশ ইন্দ্রিয় মহাভূত প্রভৃতি, তুমি
 বিরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, তুমিই স্বরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মা, তুমিই সম্রাট্ অর্থাৎ
 মনু।^{১২} তুমি দেবশরীর প্রভৃতি সর্বশরীরে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজস্বরূপ অর্থাৎ
 শরীর ও আত্মা স্বরূপ; কারণ তুমিই সকল রূপ ধারণ করিয়া থাক। তুমি
 অক্ষয় নিত্য পুরুষ। যোগীরা অন্তঃকরণ দ্বারা তোমারই ধ্যান করিয়া
 থাকেন।^{১৩} হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সমুদায় জীবই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে
 এবং তুমিই হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি জীবের সমস্তান রূপে উৎপন্ন হইয়া থাক।

* বিভাবিতেহন্তঃকরণৈরিতি পৃথক্ পাঠঃ ।

† সর্ব সর্বস্বরূপধৃক্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

কথয়ামি ততঃ কিং তে সৰ্বং বেৎসি হৃদি স্থিতম্ ।
 সৰ্বান্ন ! সৰ্বভূতেশ ! সৰ্বসত্ত্বসমুদ্ভব ! * ॥ ৭৪ ॥
 সৰ্বভূতো ভবান্ বেত্তি সৰ্বভূত-মনোরথম্ ।
 যো মে মনোরথো নাথ ! সফলঃ স ত্বয়া কৃতঃ † ।
 তপশ্চ তপ্তং সফলং যদ্ দৃষ্টোহসি জগৎপতে ! ॥ ৭৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

তপসস্ত ফলং প্রাপ্তং ‡ যদ্ দৃষ্টোহহং ত্বয়া ধ্রুব ! ।
 মদদর্শনং হি বিফলং রাজপুত্র ! ন জায়তে ॥ ৭৬ ॥
 বরং বরয় তস্মাৎ ত্বং যথাভিমতমাশ্রয়ঃ ।
 সৰ্বং সংপদ্যতে পুংসাং ময়ি দৃষ্টিপথং গতে ॥ ৭৭ ॥

তুমি সকল জীবের স্বরূপ ও সকলের আত্মা । তুমি সকলের ঈশ্বর ও সৰ্ব-
 ভূতে অবস্থিত করিতেছ, তোনাকে মনস্কার । ১০ সৰ্বভূতেশ ! তোমা হইতে
 সকলই উৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমি সকলেরই আত্মা অতএব তুমি সকলেরই
 অন্তঃকরণ জানিতেছ, আমি তোমার নিকট (আত্ম প্রার্থনা) কি নিবেদন
 করিব ? ১১ নাথ ! তুমি সৰ্বভূতময় সূতরাং প্রাণিমাত্রেরই মনোরথ জানিতে
 পারিতেছ । এক্ষণে আমার যাহা মনোরথ (স্তব করিবার ক্ষমতা পাইবার
 ইচ্ছা) তাহাও সফল করিয়া দিয়াছ । জগৎপতে ! অদ্য তোমার দর্শন
 পাইলাম, সূতরাং আমার তপোমুষ্ঠানও সফল হইল । ১২

ভগবান্ কহিলেন, রাজপুত্র ! তুমি যখন আমার দর্শন পাইয়াছ তখন
 তোমার তপস্যার সম্পূর্ণ ফল হইয়াছে পরন্তু আমার দর্শন কখন বিফল
 হয় না । ১৩ আমি দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলে মনুষ্যের সকল কামনাই সিদ্ধ
 হইয়া থাকে অতএব তোমার যেরূপ অভিলাষ হয়, বর প্রার্থনা কর । ১৪

* সৰ্ব ! সৰ্বসমুদ্ভব ! ইতি পাঠান্তরম্ ।

† সফলঃ স ত্বয়া কৃত ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

‡ তপসস্ত ফলং প্রাপ্তমিত্যন্যে পঠন্তি ।

ধ্রুব উবাচ ।

ভগবন্! সৰ্বভূতেশ ! সৰ্বস্যাস্তে ভবান্ হৃদি ।
 কিমজ্ঞাতং তব স্বামিন্! মনসা যন্-ময়েশিতম্ * ৭৮॥
 তথাপি তুভ্যং দেবেশ ! কথয়িষ্যামি যন্-ময়া ।
 প্রার্থ্যতে দুৰ্বিনীতেন হৃদয়েনাতিদুৰ্লভম্ ॥ ৭৯ ॥
 কিং বা সৰ্বজগৎস্রষ্টঃ ! প্রসন্নে ত্বয়ি দুৰ্লভম্ ।
 ত্বৎপ্রসাদফলং † ভুঙ্তে ত্রৈলোক্যং মঘবানপি ॥ ৮০॥
 নৈতদ্ রাজাসনং যোগ্যমজাতস্য মনোদরাৎ ।
 ইতি গৰ্ব্বাদবোচন্-মাং সপত্নী মাতুরুচ্চকৈঃ ॥ ৮১ ॥
 আধারভূতং জগতঃ সৰ্বেষামুত্তমোত্তমম্ ।
 প্রার্থয়ামি প্রভো! স্থানং ত্বৎপ্রসাদাদতোহব্যয়ম্ ॥ ৮২ ॥

ধ্রুব কহিলেন, ভগবন্! তুমি সৰ্বভূতের ঈশ্বর। তুমি সৰ্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছ অতএব স্বামিন্! আমি মনে মনে যাহা কামনা করিয়াছি, তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নাই। ৭৮ দেবদেব! তথাপি আমার এই দুৰ্বিনীত হৃদয় যে অতি দুৰ্লভ বস্তু প্রার্থনা করিতেছে তাহা তোমার নিকট নিবেদন করি। ৭৯ অথবা তুমি সমুদায় জগতের স্রষ্টিকর্তা, তুমি প্রসন্ন হইলে জগতে কোন বস্তুই বা দুৰ্লভ হইতে পারে? দেখ দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার প্রসন্নতার ফল স্বরূপ ত্রৈলোক্য ভোগ করিতেছেন। ৮০ আমার বিমাতা সূর্যচি অহঙ্কার পূর্বক আমাকে কহিয়াছিলেন যে, তুমি আমার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ কর নাই অতএব এই রাজসিংহাসন তোমার যোগ্য হইতে পারে না। ৮১ প্রভো! এই কারণে আমি তোমার প্রসাদে জগতের আধার-স্বরূপ সৰ্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম অক্ষয় স্থান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, (রূপা করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিলে কৃতার্থমন্য হই)। ৮২

* মনসা যন্-ময়েশিতম্ ইত্যন্যবিধঃ পাঠঃ ।

† ত্বৎপ্রসাদাৎ ফলম্ ইত্যপরে পঠন্তি ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

যৎ ত্বয়া প্রার্থিতং স্থানম্ এতৎ প্রাপ্যতি বৈ ভবান্ ।

ত্বয়াহং তোষিতঃ পূৰ্ব্বম্ অন্যজন্মনি বালক ! ॥ ৮৩ ॥

ত্বমাসীত্রাক্ষণঃ পূৰ্ব্বং মযোকাগ্রমতিঃ সদা ।

মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রুষুর্নিজধর্ম্মানুপালকঃ ॥ ৮৪ ॥

কালেন গচ্ছতামিত্রং রাজপুত্রস্তবাতবৎ ।

যৌবনেহখিলভোগাঢ্যো দর্শনীয়োজ্জ্বলাকৃতিঃ ॥ ৮৫ ॥

তৎসঙ্গাৎ তস্য তামৃদ্ধিম্ অবলোক্যাতিদুর্লভাম্ ।

ভবেয়ং রাজপুত্রোহহম্ ইতি বাঞ্ছ্য ত্বয়া কৃত্য ॥ ৮৬ ॥

ততো যথাভিলষিতা প্রাপ্তা তে রাজপুত্রতা ।

উত্তানপাদস্য গৃহে জাতোহসি ধ্রুব ! দুর্লভে ॥ ৮৭ ॥

অন্যোযাৎ তদ্ বরং স্থানং কুলে স্বায়ম্ভুবস্য যৎ ।

তস্মৈতদবরং বাল ! যেনাহং পরিতোষিতঃ ॥ ৮৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, বালক ! তুমি পূর্বে অন্য জন্মেও আমাকে সম্পূর্ণ রূপে তুষ্ট করিয়াছিলে এই কারণে তুমি যে স্থান প্রার্থনা করিতেছ, তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে পারিবে ।^{৮৩} তুমি পূর্বে একজন ব্রাহ্মণ ছিলে । তোমার মন সর্বদা আমার প্রতিই একান্ত আসক্ত ছিল । তুমি নিরন্তর নিজধর্ম পালন পূর্বক মাতাপিতার শুশ্রূষা করিতে ।^{৮৪} এই রূপে কিছু কাল গত হইলে কোন রাজপুত্রের সহিত তোমার মিত্রতা হইল । ঐ রাজকুমার যুবা পরম-সুন্দর ও উজ্জ্বলাকৃতি ছিলেন । অতুল ঐশ্বর্য্য থাকাতে তিনি নিরন্তর বিবিধ বস্তু ভোগ করিতেন ।^{৮৫} অনন্তর তুমি সেই রাজকুমারের সংসর্গে থাকাতে তাঁহার সেই অনন্য-সুন্দর অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রাজপুত্র হইতে কামনা করিয়াছিলে ।^{৮৬} ধ্রুব ! তোমার সেই অভিলাষ-সম্পাদন হইলে তুমি রাজপুত্র হইয়াছ এবং রাজা উত্তানপাদের গৃহে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহা অন্যের পক্ষে দুর্লভ ।^{৮৭} স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে জন্মপরিগ্রহ করাই অন্য ভাপসদিগের পক্ষে একটা শ্রেষ্ঠ পদ, কারণ ইহার নিমিত্তই তুমি

মামারাঁধ্য নরো মুক্তিম্ অবাপ্নোতাবিলম্বিতাম্ ।
 ময্যাপিতমনা বাল ! কিমু স্বর্গাদিকং পদম্ ॥ ৮৯ ॥
 ত্রৈলোক্যাদধিকে স্থানে সর্বতারাগ্রহাশ্রয়ঃ ।
 ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্ ভবান্ ধ্রুব ! ॥ ৯০ ॥
 সূর্যাং সোমাং তথা ভৌমাং সোমপুত্রাদ্ বৃহস্পতেঃ ।
 সিতাকর্তনয়াদীনাং সর্বকর্ণাণাং তথা ধ্রুবম্ ॥ ৯১ ॥
 সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ ।
 সর্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব ! ॥ ৯২ ॥
 কেচিচ্চতুর্য়ুগং যাবৎ কেচিন্-মন্বন্তরং সুরাঃ ।
 তিষ্ঠন্তি, ভবতো দত্তা ময়া বৈ কণ্ঠসংস্থিতিঃ ॥ ৯৩ ॥
 সুনীতিরপি তে মাতা ত্বদাসন্নাতিনির্মলা ।
 বিমানে তারকা ভূত্বা তাবৎকালং নিবৎস্যতি ॥ ৯৪ ॥
 যে চ ত্বাং মানবাঃ প্রাতঃ সাযঞ্চ সুরমাহিতাঃ ।

পূর্বে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি (অনন্য-মূলত) সেই পদ
 তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ। ৮৮ লোকে আমার আরাধনা করিলে অনতিদীর্ঘকাল
 মধ্যেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। আমাতে মনঃসমাধান করিলে দেবলোক
 প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হওয়া ত অতি সামান্য কথা। ৮৯ অতএব তুমি
 আমার প্রসাদে ত্রিলোক অপেক্ষাও উন্নত স্থানে সমুদায় গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির
 আশ্রয় হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই। ৯০ রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র
 শনি প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতির্গুণ ৯১ সপ্তর্ষি ও যে সকল বিমানচারী দেবগণ,
 তাঁহাদের সকলের উপরিস্থিত স্থান তোমাকে প্রদান করিলাম। ৯২ ব্যোমচারী
 দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ চতুর্য়ুগ, কেহ কেহ এক মন্বন্তর অবস্থিতি করেন
 কিন্তু এই (সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে) তুমি এক কণ্ঠ অর্থাৎ চারি সহস্র যুগ (যে
 পর্য্যন্ত প্রলয় কাল না হয় সেই পর্য্যন্ত) অবস্থিতি করিবে। ৯৩ তোমার জননী
 সুনীতিও আকাশে অতি নির্মল তারকা হইয়া তোমার সমীপেই ঐ এক
 কণ্ঠ কাল অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিবস অবস্থিতি করিবেন। ৯৪ যে সকল মনুষ্য

কীর্ত্তয়িস্যন্তি তেবাঞ্চ মহৎ পুণ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৯৫ ॥

পরশর উবাচ ।

এবং পূর্ব্বং জগন্নাথাদ্ দেবদেবাজ্জনর্দনাৎ ।

বরং প্রাপ্য ধ্রুবঃ স্থানম্ অধ্যাস্তে স মহামতে ! ॥ ৯৬ ॥

তস্যাপি মানমৃদ্ধিঞ্চ * মহিমানং নিরীক্ষ্য চ ।

দেবাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমত্রোশনা জগৌ ॥ ৯৭ ॥

অহোহস্য তপসো বীৰ্য্যম্ ! অহোহস্য তপসঃ ফলম্ !

যদেনং পুরতঃ কুত্বা ধ্রুবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৯৮ ॥

ধ্রুবস্য জননৌ চেয়ং সুনীতির্নাম স্ননুতা ।

অস্যাশ্চ মহিমানং কঃ শক্তো বর্ণয়িতুং ভুবি ॥ ৯৯ ॥

ত্রৈলোক্যাশ্রয়তাং প্রাপ্তং পরং স্থানং স্থিরায়তি ।

স্থানং প্রাপ্তা বরং কুত্বা যা কুক্ষিবিবরে ধ্রুবম্ ॥ ১০০ ॥

প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে স্নানসমাহিত হইয়া তোমার চরিত বা তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে তাহাদের মহাপুণ্য সঞ্চয় হইবে ।^{১৫}

পরশর কহিলেন, মহামতে ! পূর্ব্বো ধ্রুব, দেবদেব জগন্নাথ জনর্দন হইতে এইরূপে বর লাভ করিয়া (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ।^{১৬} দেবাসুরের আচার্য্য শুক্র, ধ্রুবের এই প্রকার মান, মহিমা ও ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া এই শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন যে ^{১৭} অহো ! ধ্রুবের কি তপস্যার বল ! ধ্রুবের কি তপস্যার ফল ! দেখ, সপ্তর্ষিগণ ইঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ।^{১৮} ধ্রুবের জননীর একটি নাম স্ননুতি আর একটি নাম স্ননুতা । ইনি ঐ ধ্রুবের সম্মুখে আছেন । ইঁহারও যে কতদূর মহিমা তাহা পৃথিবীমধ্যে কে বর্ণন করিতে পারে ?^{১৯} ইনি বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠতম সন্তান ধ্রুবকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রৈলোক্যের আশ্রয়-স্বরূপ বিষ্ণুপদ নামক পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই স্থানের নিরু-

যশৈশ্চতৎ কীর্তয়েন্নিত্যং ধ্রুবস্যারোহণং দিবি ।
 স সৰ্ব্বপাপনিম্মুক্তঃ স্বৰ্গলোকে নহীযতে ॥ ১০১ ॥
 স্থানভ্রংশং ন চাপ্নোতি দিবি বা যদি বা ভুবি ।
 সৰ্ব্বকল্যাণসংযুক্তো দীৰ্ঘকালঞ্চ জীবতি ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

পিত ভোগকাল অতীত হইলেই ইনি যুক্তি লাভ করিবেন ।^{১০০} যিনি প্রতি-
 দিন এই ধ্রুবের স্বর্গারোহণ কীর্তন করিবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে
 বিনিমুক্ত হইয়া (দেহাবস্থানে) স্বর্গলোকে পূজিত হইবেন ।^{১০১} এবং
 তিনি (জীবিত থাকিয়া) ভুতলেই বাস করুন বা (শরীর পরিত্যাগ পূর্বক)
 স্বর্গেই থাকুন, কখনই স্থানভ্রষ্ট হইবেন না । তিনি ইহ লোকে সকল
 মঙ্গলের আশ্রয় হইয়া দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিবেন ।^{১০২}

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ দ্বাদশ
 অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ১



পরশর উবাচ ।

ঋবাচ্ছিষ্টিঞ্চ ভব্যাঞ্চ ভব্যাচ্ছত্বুর্ব্যাজায়ত * ।

শিষ্যেরাধত সূচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকলুষান্ ॥ ১ ॥

রিপুং রিপুঞ্জয়ং বিপ্রং বৃকলং বৃকতেজসম্ † ।

রিপোরাধত বৃহতী চাক্ষুষং সর্বতেজসম্ ॥ ২ ॥

অজীজনং পুষ্করিণ্যাং বারুণ্যাং চাক্ষুষো মনুঃ ।

প্রজাপতেরাভুজায়াম্ অরণ্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

মনোরজায়ন্ত দশ নন্দন্যায়াং ‡ মহোজসঃ ।

কন্যায়াং জগতাং § শ্রেষ্ঠ ! বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥৪॥

পরশর কহিলেন । ভব্য অর্থাৎ মঙ্গলালয় ঋব হইতে শত্ৰু নাম্নী তদীয় ভাৰ্য্যা, শিষ্টি ও ভব্য নামে দুইটা পুত্র প্রসব করিলেন । শিষ্টির ভাৰ্য্যার নাম সূচ্ছায়া । শিষ্টি হইতে সূচ্ছায়ার গর্ভে নিম্পাপ পাঁচটা তনয় উৎপন্ন হইল ।^১ (তাঁহাদের নাম) রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজাঃ । ইঁহাদের মধ্যে রিপু বৃহতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিলে তাঁহার গর্ভে মহাতেজস্বী চাক্ষুষ নামক কুমার জন্ম পরিগ্রহ করিলেন ।^২ বৃকলের বংশে অরণ্য নামে এক প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ঐ মহাত্মার পুষ্করিণী নামে একটা কন্যা হইয়াছিল ।^৩ চাক্ষুষ সেই কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এই দম্পতি হইতেই বৃষ্টি মন্বন্তরপতি মনুর উৎপত্তি হয় ।^৪ তপোধন ! বৈরাজ্য

* ভব্যাচ্ছত্বুর্ব্যাজায়ত ইত্যপি কেচিৎ পঠন্তি ।

† বৃকলং বৃকতেজসম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

‡ নন্দন্যায়ামিতি নন্দন্যায়ামিতি মনুল্যায়ামিতি চ কেচিৎ পঠন্তি ।

§ জগতাম্ ইত্যত্র তপতাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

উরুঃ পুরুঃ শতদুঃস্তুপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ ।
 অগ্নিচৌমোহতিরাত্রাশ্চ স্তুদুঃশ্চেতি তে নব ॥ ৫ ॥
 অভিমহ্যশ্চ দশমো নন্দলায়াং মহৌজসঃ ।
 উরোরজনয়ং পুত্রান্ বড়াধৈয়ী মহাপ্রভান্ ॥ ৬ ॥
 অজং স্তম্বনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং শিবম্ ।
 অজাং স্তনীধাপত্যং বৈ বেণমেকমজায়ত ॥ ৭ ॥
 প্রজার্মম্বয়স্তস্য মমস্থু দক্ষিণং করম্ ।
 বেণস্য পাণৌ মথিতৌ সম্ভূব মহামুনে ! ॥ ৮ ॥
 বৈণ্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 যেন দুক্ষা মহী পূৰ্ব্বং প্রজানাম্ হিতকারণাং ॥ ৯ ॥
 মৈত্রেয় উবাচ ।

কিমর্থং মথিতঃ পাণির্বেণস্য পরমর্ষিভিঃ ।
 যত্র জজ্ঞে মহাবীৰ্য্যঃ স পৃথুমু নিসতমঃ ॥ ১০ ॥

প্রজাপতির নন্দলা নামে এক কন্যা ছিলেন । ঐ ষষ্ঠ মন্বন্তরপতি মনুর ঔরসে নন্দলার গর্ভে মহাতেজা দশটী পুত্র উৎপন্ন হয় । (এই পুত্রগণের নাম)—উরু, পুরু, শতদুঃস্তুপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিচৌম, অতিরাত্র, স্তুদুঃশ্চ ও অভিমহ্য । উরুর ভাৰ্য্যার নাম আধৈয়ী । আধৈয়ীর গর্ভে মহাপ্রভাশালী ছয়টী পুত্র জন্মিয়াছিল । (এই ছয় পুত্রের নাম)—অজ, স্তম্বনঃ, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরঃ, এবং শিব । অজের পত্নী স্তনীধা । তিনি অজের ঔরসে বেণ নামে একটীমাত্র পুত্র প্রসব করিলেন । মহর্ষে ! ঋষিগণ সন্তানমের নিমিত্ত ঐ বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করিয়াছিলেন । বেণ-রাজার দক্ষিণ হস্ত মথিত হইলে বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন্ন হইলেন । পূৰ্ব্ব কালে এই বৈণ্য, প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথুনামে বিখ্যাত হন । ৮।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহর্ষে ! কিমিমিত্ত ঋষিগণ বেণ রাজার দক্ষিণ বাহু

পরশর উবাচ ।

সুনীথা নাম যা কন্যা মৃত্যোঃ প্রথমতোহভবৎ ।

অঙ্গস্য ভাৰ্য্যা স্য দত্তা তস্যাত্বেণো ব্যজায়ত ॥১১॥

স মাতামহদোবেণ তেন মৃত্যোঃ সূতাত্মজঃ ।

নিসর্গাদেব মৈত্রেয় ! দুৰ্য্য এব ব্যজায়ত ॥ ১২ ॥

অভিযিক্তো মদা রাজ্যে স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ ।

যোষয়ামাস স তদা পৃথিবীত্বে পৃথিবীপতিঃ ॥ ১৩ ॥

ন যদ্যব্যং ন হোতব্যং ন দাতিব্যং কদাচন ।

ভোক্তা যজ্ঞস্য কস্তুন্যো হ্যহং যজ্ঞপতিঃ প্রভুঃ ॥১৪॥

ততস্তম্বয়ঃ পূৰ্ব্বং সংপূজ্য জগতীপতিম্ ।

উচুঃ সামকলং সম্যক্ত্বে মৈত্রেয় ! সমুপস্থিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

ভো ভো ! রাজন্ ! শৃণু ত্বং যদ্ বদামস্তব প্রভো ! ।

মহুঁন করিয়াছিলেন যে, তাহাতে মহাবীৰ্য্য পৃথু উপন্ব হন ১১ পরশর কহিলেন। মৃত্যুর সুনীথা নামে যে একটি কন্যা প্রথমে জন্মিয়াছিলেন, অঙ্গ তাহাকে বিবাহ করেন। ঐ সুনীথার গর্ভে বেণের জন্ম হয় ১২ মৈত্রেয় ! তে, মৃত্যুর কন্যার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মাতামহ দোবে প্রভাবতই দুৰ্য্য-প্রকৃতি হন ১৩ মহর্ষিগণ বেণেকে রাজ্যে অভিযিক্ত করিলে তিনি পৃথিবীর অধিপতি হইয়া পৃথিবীময় যোষণা করিলেন যে, ১৪ পৃথিবী মধ্যে কোন ব্যক্তিই কখন যাগ হোম বা দান করিতে পারিবে না কারণ তিনিই যজ্ঞপতি ও প্রভু। আমি ভিন্ন আর অন্য প্রভু কে আছে যে, ১৫ পূজা করিবে ১৬ মৈত্রেয় ! অনন্তর ঋষিগণ মহারাজ বেণের নিকট উপস্থিত হইয়া মহাবীর্য্যে তাহার পূজা করিলেন এবং সামান্য পূর্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন ১৭ (ঋষিগণ কহিলেন,) রাজন্ ! আমরা তোমার নিকট যাহা বলিতেছি তাহা (মনোযোগ পূর্বক) শ্রবণ কর। আমাদের কথা

রাজ্যদেহোপকারায় * প্রজানাঞ্চ হিতং পরম্ ॥১৬॥
 দীর্ঘমত্রেণ দেবেশং সর্বযজ্ঞেশ্বরং হরিম্ ।
 পূজয়িষ্যাম, ভদ্রং তে, তত্রাংশস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥
 যজ্ঞেন যজ্ঞপুরুষো হরিঃ সংপ্রীণিতো নৃপ ! † ।
 অস্মাভির্ভবতঃ কামান্ সর্কানুব প্রদাস্যতি ॥ ১৮ ॥
 যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরে। যেষাং রাষ্ট্রে সম্পূজ্যতে হরিঃ ।
 তেষাং সর্কোপিতাবাশ্টিং দদাতি নৃপ ! ভূভুজাম্ ॥১৯॥
 বেণ উবাচ ।

মতঃ কোহভ্যধিকোহন্যোহস্তি যশ্চারাধো মনাপরঃ ।
 কোহয়ং হরিরিতি শ্রীতে। যোহয়ং যজ্ঞেশ্বরে। মতঃ ॥২০॥

শুনিলে তোমার শরীর নিরাপদে ও কুশলে থাকিবে, প্রজাবর্গের এবং রাজ্যের
 সম্পূর্ণ হিতসাধনও হইতে পারিবে ৷১৬৷ আমরা দীর্ঘমত্রে দ্বারা সর্ব যজ্ঞ-
 শ্বর দেবদেব হরির পূজা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, ইহাতে তোমারও মঙ্গল
 হইবে এবং তুমিও এই যজ্ঞকলের (যজ্ঞ) অংশভাগী হইতে পারিবে ৷১৭৷
 রাজন্ ! আমরা যদি যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপতি বিষ্মকে প্রীত করিতে পারি, তুমি
 হইলে তিনি তোমারও সমুদায় মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন ৷১৮৷ ভূপতে
 যজ্ঞেশ্বর হরি যে রাজার রাজ্যমধ্যে যজ্ঞদ্বারা পূজিত হন, হরির প্রদানে
 তাঁহার সমুদায় বাঞ্ছিত অর্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে ৷১৯৷

বেণ কহিলেন । আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্যে আর কে আছে, যে আমার
 কেও তাহার আরাধনা করিতে হইবে । যাহাকে যজ্ঞেশ্বর মনে করিতেছ,

* রাজ্যদেহোপকারায় ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† বিষ্ণুঃ সংপ্রীণিতো বিতুরিত্যপরে পঠন্তি ।

‡ রাজা, সাধারণ প্রকার নিকট যেমন ধনের বা উৎপন্ন স্রবের বর্ষণের প্রত্যয়-
 বিশেষে অন্য কোনরূপ অংশভাগ হন, সেইরূপ ভূপোবন রক্ষা করিয়া, মাতৃভূমি
 ভগবাদিগের নিকট ভগ্নায়া ১৩ বস্তু অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

ব্রহ্মা জনার্দনঃ শত্শুরিন্দ্রো বায়ুর্ধমো রবিঃ * ।

হুতভুগ্ বরুণো ধাতা পুষা ভূমিনির্শাকরঃ ॥ ২১ ॥

এতে চান্যে চ যে দেবাঃ শাপানুগ্রহকারিণঃ ।

নৃপমৈতে শরীরস্থাঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২২ ॥

এতজ্-জ্ঞাত্বা ময়াজ্ঞপ্তং যথাবৎ ক্রিয়তাং তথা ।

ন দাতব্যং, ন হোতব্যং, ন যচ্চব্যঞ্চ বো দ্বিজাঃ ! ॥ ২৩ ॥

ভর্তৃশুশ্রবণং ধর্মো যথা জ্ঞীণাং পরো মতঃ ।

মমাজ্ঞাপালনং ধর্মো ভবতাঞ্চ তথা দ্বিজাঃ ! ॥ ২৪ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

দেহানুজ্ঞাং মহারাজ ! না ধর্মো যাতু সংক্রয়ম্ ।

হবিষাং পরিণামোহয়ং যদেতদখিলং জগৎ ॥ ২৫ ॥

২.

যে ব্যক্তি হরি এই নামে বিখ্যাত আছে, সেই ব্যক্তিই বা কে ? ২০ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র বায়ু যম সূর্য্য অগ্নি বরুণ ধাতা পুষা ভূমি নিশাকর, ২১ এই সকল দেবতা এবং অন্য যে যে দেবতা শাপ দিতে বা অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, তাঁহারা সকলেই ত রাজার শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন, কারণ রাজাই সর্বদেবময় (বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন) । ২২ ব্রাহ্মণগণ ! তোমরা এই বিষয় অবগত হইয়া আমি যে রূপ আজ্ঞা দিয়াছি অবিকল সেইরূপই অনুষ্ঠান কর । তোমরা কখন দান করিতে পারিবে না, হোম করিতে পারিবে না, যজ্ঞ করিতেও পারিবে না । ২৩ দ্বিজগণ ! স্ত্রীলোকের পক্ষে একমাত্র ভর্তৃশুশ্রবণ করাই যেমন পরম ধর্ম সেই রূপ তোমাদের পক্ষেও কেবল আমাদের আজ্ঞা পালন করাই পরম ধর্ম হইতেছে । ২৪

ঋষিগণ কহিলেন, মহারাজ ! আমাদেরকে যজ্ঞানুষ্ঠানে অম্মমতি দিউন, ধর্মলোপ করিবেন না । এই যে চরাচর জগৎ দেখিতেছেন, ইহা যজ্ঞীয় সৃষ্টেই পরিণাম অর্থাৎ হুতাশনে স্নাত্ত্বাৎ প্রদান করিলে দেবরাজ ব্রহ্ম

পরশর উবাচ ।

ইতি বিজ্ঞাপ্যমানোহপি স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ ।

যদা দদাতি নানুজ্ঞাং প্রোক্তঃ প্রোক্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৬॥

ততস্ত মুনয়ঃ সর্বৈ কোপামর্ষসমম্বিতাঃ ।

হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইত্যাচুস্তে পরম্পরম্ ॥ ২৭ ॥

যো যজ্ঞপুরুষং দেবম্ অনাদি-নিধনং প্রভুম্ ।

বিনিন্দত্যধমাচারো ন স যোগ্যো ভুবঃ পতিঃ ॥২৮॥

ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রপুতৈস্তৈঃ কুশৈর্মুনিগণা নৃপম্ ।

নিজস্মুর্নিহতং পূর্বং ভগবন্নিন্দনাদিনা ॥ ২৯ ॥

ততশ্চ মুনয়ো রেণুং দদৃশুঃ সর্বতো দ্বিজ ! ।

করেন, তাহাতেই শস্যোৎপত্তি হয়, সেই শস্য আহার করিয়া প্রাণিমাত্রেরই শরীর ধারণ হইতেছে । ২৫

পরশর কহিলেন । মহর্ষিগণ, মহারাজ বেণের নিকট এইরূপ নিবেদন করিয়া অমুজ্ঞা প্রাপ্তির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, পরন্তু রাজা কোন মতেই যজ্ঞানুষ্ঠানে অমুমতি দিলেন না, (তাঁহাদের কথায় কণপাতও করিলেন না) । ২৬ অনন্তর সমুদায় মুনিগণ কুপিত ও অমর্ষাধিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এই পাপাত্মাকে এখনই বধ কর, এখনই বধ কর । ২৭ যে দুরাচার, অনাদি অনন্ত যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর মিন্দা করে, সে কখন রাজসিংহাসনে থাকিবার যোগ্য নহে । ২৮ যদিও বেণ ভগবানের মিন্দা দ্বারা পূর্বেরই হত হইয়াছিল বিবেচনা করিতে হইবে * তথাপি মুনিগণ কতকগুলি কুশ মন্ত্রপুত করিয়া তদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন, (মরপতি বেণও তৎক্ষণাৎ গতাস্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন) ২৯

* যে ব্যক্তি চরিত্র হইতে দূষিত হয় তাহাকে আর সমুদায় মধ্যে গণনা করা যায় না সুতরাং সে ব্যক্তি শরীর ধারণ করিয়া থাকিলেও তাহাকে হত ব্যক্তির মধ্যে গণনা করিতে হইবে ।

কিম্বেতদিতি চাসমং পত্রকুন্তে জনং তদা ॥ ৩০ ॥
 আখ্যাতঞ্চ জনৈশ্চৈবাং চৌরীভূতৈররাজকে ।
 রাষ্ট্রে তু লোকৈররাক্ষং পরস্বাদানমাতুরৈঃ ॥ ৩১ ॥
 তেষামুদীর্ণ-বেগানাং চৌরাণাং মুনিসত্তমাঃ ।।
 সুমহান্ দৃশ্যতে রেণুঃ পরবিভাপহারিণাম্ ॥ ৩২ ॥
 ততঃ সংমন্ত্র্য তে সৰ্ব্বে মুনয়স্তস্য ভূভূতঃ ।
 মমস্থুরুরং পুত্রার্থম্ অনপত্যস্য যত্নতঃ ॥ ৩৩ ॥
 মথ্যতশ্চ সমুত্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল ।
 দক্ষশূণা-প্রতীকাশঃ খৰ্কটাস্যোহতিহৃষকঃ ॥ ৩৪ ॥
 কিং করোমীতি তান্ সৰ্বান্ বিপ্রান্ গ্রাহ ত্বরান্বিতঃ ।
 নিবীদেতি তমুচুস্তে নিষাদস্তেন সোহভবৎ ॥ ৩৫ ॥
 ততস্তৎসম্ভবা জাতা বিষ্ণ্যশৈলনিবাসিনঃ ।

অনন্তর মুনিগণ দেখিলেন যে, আকাশমণ্ডলে চতুর্দিকে ধূলিরাশি উড়্‌ডীন হইতেছে। তখন তাঁহারা সমীপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? (কি জন্য আকাশমণ্ডল ধুলিতে আচ্ছন্ন হইতেছে?) ৩০ তাহারা কহিল, মুনিগণ! রাজ্য অরাজক হওয়াতে চতুর্দিকেই চৌর্য ও দস্যুরাজি আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই পরস্ব হরণে ব্যাকুল হইয়া দৌড়া-দৌড়ি করিতেছে। ৩১ মহর্ষিগণ! যাহারা পরস্ব অপহরণে প্ররত হইয়াছে, সেই সকল চৌরগণের নিয়ত যাতায়াতের বেগঘরা (উখিত এই সমুদায়) ধূলিপটল দৃষ্ট হইতেছে। ৩২ অনন্তর মহর্ষিগণ পরামর্শ করিয়া রাজ্য পালনার্থ রাজপুত্র উৎপাদনে যত্নবান্ হইয়া সেই অনপত্য ভূপতির সন্ধান মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৩ অনন্তর উক্তদেশে মন্থন করিতে করিতে একটা (কদাকার) পুরুষ উৎপন্ন হইল। তাহার আকার দখা স্তম্ভ সদৃশ, মুখ ক্ষুদ্র ও গরীর খৰ্ব। ৩৪ এই পুরুষ জন্মিবামাত্র ঋষিগণকে কহিল, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ঋষিরা 'নিবীদ' অর্থাৎ বৈষ, এইমাত্র কহিলেন। তাহাতেই সে নিষাদ নামে বিখ্যাত হইল। ৩৫ মহর্ষে! বিষ্ণ্যশৈল-নিবাসী

নিষাদাঃ মুনিশার্দুল ! পাপকর্মোপলক্ষণাঃ ॥ ৩৬ ॥
 তেন হারেণ তৎ পাপং নিষ্কান্তং তস্য ভূপতেঃ ।
 নিষাদান্তে ততো জাতা বেণকলুমশাশনাঃ ॥ ৩৭ ॥
 ততোহস্য দক্ষিণং হস্তং মমন্তু স্তস্য তে দ্বিজাঃ ।
 মধ্যমানে চ তত্রাভূৎ পৃথুর্কৈনাঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৮ ॥
 দীপ্যমানঃ স বপুশী সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্ ।
 আদ্যমাজগবৎ নাম ধাৎ পপাত ততো ধনুঃ ॥ ৩৯ ॥
 শরাশ্চ দিব্যা নভসঃ কবচঞ্চ পপাত হ ।
 তস্মিন্ জাতে তু ভূতানি সংপ্রহৃষ্টানি সর্বশঃ ॥ ৪০ ॥
 সৎপুত্রেণ চ জাতেন * বেণোহপি ত্রিদিবং যযৌ ।

মিয়ত পাপাচার-নিরত নিষাদ জাতি এই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে
 এবং তাহার তাহাদের এই আদিপুরুষের নামানুসারেই নিষাদ নামে
 বিখ্যাত । ৩৬ ভূপতি বেণের শরীরস্থ সমুদায় পাপ ঐ নিষাদ রূপে নিষ্কান্ত
 হইল অতএব নিষাদগণকে বেণের পাপাপহারক বলিতে হইবে । ৩৭

(অনন্তর মহর্ষিগণ যখন দেখিলেন, মহীপাল বেণের নাতামহ দোষ-
 সম্ভূত শরীরস্থ সমুদায় পাপ নিষাদ রূপে নিষ্কান্ত হইয়াছে, তখন) তাঁহারা
 তাঁহার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন । বেণের দক্ষিণ বাহু
 মথিত হইলে তাহা হইতে প্রতাপশালী বৈণ্য পৃথুর উৎপত্তি হইল । ৩৮
 (কাষ্ঠ মধ্যমানে হইলে যেমন প্রথমতঃ ধূম নির্গত হইয়া পশ্চাৎ অগ্নি প্রা-
 ভূত হয়, তাহার ন্যায়, নিষাদরূপে বেণের পাপরাশি অপ্রভীত হইলে
 পশ্চাৎ) সাক্ষাৎ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান-শরীর (পৃথু আবির্ভূত
 হইলেন) । তৎকালে আকাশ হইতে গিনাক নামে আদ্য হরধ্বজ নির্গত
 হইল ৩৯ এবং দিব্য শর ও দিব্য কবচও সেই সময় আকাশ হইতে পড়িল ।
 এইরূপে পৃথুর জন্ম হইলে চতুর্দিকে প্রাণিগণ প্রহৃষ্ট হইল । ৪০ সেই সৎ-

পুন্মাম্নো নরকাৎ ত্রাতঃ স তেন অমহাশয়ন । ৪১ ॥

তং সমুদ্রাচ্চ মদ্যচ্চ রত্নান্যাহার সৰ্ব্বশঃ ।

তোয়ানি চাতিষেকাংশং সৰ্ব্বাণ্যেবোপতস্থিরে ॥ ৪২ ॥

পিতামহচ্চ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ ।

স্বাবরাণি চ ভূতানি জজমানি চ সৰ্ব্বশঃ ॥ ৪৩ ॥

সমাগম্য তদা বৈণ্যম্ অভ্যবিক্ষন্ নরাধিপম্ ।

হস্তে তু দক্ষিণে চক্রং দৃষ্ট্বা তস্য পিতামহঃ ॥ ৪৪ ॥

বিষ্ণোরংশং পৃথুং মত্বা পরিতোবং পরং যযৌ ।

বিষ্ণুচিহ্নং করে চক্রং সৰ্ব্বেষাং চক্রবর্তিনাম্ ॥ ৪৫ ॥

ভবতাব্যাহতো যস্য প্রভাবস্ত্রিদশৈরপি ।

মহতা রাজরাজ্যেন পৃথুর্বেগ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৬ ॥

পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করাতে নরপতি বেণেরও স্বর্গলাভ হইল । ঐ অজ্ঞ পৃথু অতীব মুহুর্তা ছিলেন, হুতরাং তদ্বারা তিনি পুন্মামক নরক হইতে পরিত্রাত হইলেন অর্থাৎ তাঁহাকে আর পুন্মামক নরকে পতিত হইতে হইল না ।^{১১}

অনন্তর সমুদ্রগণ ও নদনদীগণ চতুর্দিক্ হইতে নানাবিধ রত্ন ও সমুদায় তীর্থ মলিল আনয়ন পূর্বক তাঁহার অভিষেকের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন ।^{১২} ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণ, অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণ ও অন্যান্য সমুদায় স্বাবর জজম প্রাণিগণ :^{১৩} ই হারা সকলে সমাগত হইয়া বেণতনয় পৃথুকে সম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । পিতামহ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে চক্রাকৃতি রেখা দেখিয়া^{১৪} তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশমত্ব ত্বর করিয়া সাতিশয় সন্দেহ হইলেন কারণ যাহারা রাজচক্রবর্তী হন, তাঁহারা বিষ্ণুর অংশ, এই জন্য তাঁহাদের হস্তে বিষ্ণুচক্র থাকে ।^{১৫} বেণতনয় প্রতাপবান্ পৃথু, রাজরাজ্য অর্থাৎ মহাসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াতে তাঁহার প্রভাব

১১। এবোপতস্থিরে ইতি চ পাঠঃ ।

১২। অভিষিক্তরাদিপম্ ইতি বহুসংখ্যঃ পাঠঃ ।

১৩। স্বাবর শব্দে হিমালয় প্রভৃতির অধিপতী বোঝা ।

সৌভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধম্ভকোবিদৈঃ ।
 পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজান্তেনানুরঞ্জিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
 অনুরাগাৎ ততস্তস্য নাম রাজেত্যজায়ত ।
 আপস্তস্তস্তিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ ॥ ৪৮ ॥
 পৰ্ব্বতাশ্চ দদুৰ্ম্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ ।
 অক্লৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যনানি চিন্তয়া ॥ ৪৯ ॥
 সৰ্ব্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু ।
 তস্য বৈ জাতমাত্রস্য যজ্ঞে পৈতামহে শুভে ॥ ৫০ ॥
 সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌতোহহনি মহামতিঃ ।
 তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে যজ্ঞে প্রাজ্ঞোহথ মাগধঃ ॥ ৫১ ॥

দেবলোকেও অপ্রতিহত হইল ।^{১১} সেই মহাতেজা, ধার্মিকগণ কর্তৃক যথাবি-
 ধানে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, যে সকল প্রজাবর্গ তাঁহার পিতার
 অধিকার সময়ে বিরক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সম্পূর্ণ অনুরক্ত হইল ।^{১২}
 এবং প্রজারঞ্জন হেতু তিনি 'রাজা' বলিয়া বিখ্যাত হইলেন । তাঁহার এতদূর
 প্রভাব বৃদ্ধি হইল যে, তিনি যদি সমুদ্রে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেন তাহা
 হইলে জলরাশি (দ্রব ভাব পরিভাষা পূর্বক) স্তম্ভিত অর্থাৎ কঠিন
 হইত ।^{১৩} তাঁহার গমন কালে পর্বতগণ পথ প্রদান করিত । তিনি অরণ্যে
 প্রবেশ করিলে তাঁহার রথের ধ্বজা ভগ্ন হইত না । (তাঁহার সাম্রাজ্য কালে)
 পৃথিবী অক্লৃষ্টপচ্যা অর্থাৎ কৃষি ব্যতিরেকেই ফলশালিনী হইল । অন্ন-
 সকল চিন্তামাত্রেই উপস্থিত হইতে লাগিল ।^{১৪} গোসকল সৰ্ব্বকামদুঘা
 অর্থাৎ স্নায়ুদায় অতিলম্বিত-ফল-প্রদায়িনী হইল, পুটকে পুটকে অর্থাৎ
 প্রত্যেক পর্বতস্থানবিশেষেই মধু প্রাপ্ত হওয়া যাইতে লাগিল ।

মহাত্মা পৃথু জন্মিবামাত্র শুভ পৈতামহ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল * ।^{১৫}
 ঐ যজ্ঞে যে স্থানে সোমলতার রস নিম্পীড়িত করিয়া লওয়া হয়, সেই স্থানে

* পিতামহ স্বয়ং অধ্যক্ষ হইয়া এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার
 নাম পৈতামহ যজ্ঞ । তাঁকাকারেরা বলেন, পিতামহ এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ছিলেন ।

প্রোক্তৌ তদা মুনিবরৈস্তাবুভৌ স্মৃতমাগধৌ ।
 স্মৃত্যতামেষ নৃপতিঃ পৃথুবৈৰ্ণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫২ ॥
 কন্মৈতদনুরূপং বাং পাত্ৰং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ন্ ।
 ততস্তাবুচতুর্কিপ্রান্ সৰ্কানৈব ক্লৃতাঞ্জলৌ ॥ ৫৩ ॥
 অদ্য জাতস্য নো কৰ্ম জায়তেহস্য মহীপতেঃ ।
 গুণা নচাস্য জায়ন্তে নচাস্য প্রথিতং যশঃ ॥
 স্তোত্রং কিমাশ্রয়ধাস্য কার্য্যমস্মাভিরূচ্যতাম্ ॥ ৫৪ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

করিষ্যতোয যৎ কৰ্ম চক্রবর্তী মহাবলঃ ।
 গুণা ভবিষ্যা য়ে চাস্য তৈরয়ং স্মৃত্যতং নৃপঃ ॥ ৫৫ ॥
 পরাশর উবাচ ।

ততঃ স নৃপতিস্তোবং তৎ শ্রুত্বা পরমং যযৌ ।

স্মৃতির উৎপত্তি হইল। উক্ত মহাযজ্ঞের অন্ত্যস্তান কালে যে সময় ঐ সোম-
 রস নিঃসারিত করা হইয়াছিল, সেই সময়েই জ্ঞানবান্ হুবুদ্ধি মাগধও উৎ-
 পন্ন হইলেন।^{৫১} অনন্তর মহর্ষিগণ স্মৃত ও মাগধকে কহিলেন যে, তোমরা
 এই প্রতাপশালী ভূপতি পৃথুর স্মৃতি পাঠ কর।^{৫২} এই কৰ্ম তোমাদেরই
 অনুরূপ হইতেছে এবং এই পৃথুও স্তোত্রের উপযুক্ত পাত্র। পরে স্মৃত
 ও মাগধ উভয়ে ক্লৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিগণকে কহিলেন।^{৫৩} এই মহীপাল
 অদ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহার কি রূপ কৰ্ম, কিরূপ গুণ, তাহা
 এখনও পরিজ্ঞাত হওয়া যায় নাই। ইহার যশও এখনও ভূতলে প্রথিত
 হয় নাই। অধুনা কি অবলম্বন করিয়া ইহার স্তব করিব, তাহা বলিয়া
 দিউন।^{৫৪} ঋষিগণ কহিলেন, এই মহাবল পরাক্রান্ত পৃথু চক্রবর্তী হইয়া
 যে যে কৰ্ম করিবেন এবং ইনি যে সকল গুণের আধার হইবেন, তাহাই
 অবলম্বন করিয়া ইহার স্তব কর।^{৫৫}

পরাশর কহিলেন। অবনীপাল পৃথু ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
 পরম সন্তুষ্ট হইলেন। (তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এই ভূমণ্ডলে) যাহার

সদগুণৈঃ শ্লাঘ্যতামেতি স্তব্যাশ্চাত্যাং গুণা মম *॥৫৬॥

তস্মাদ্ যদদ্য স্তোত্রেন গুণনির্কৰ্ণনং ত্বিমৌ † ।

করিস্যোতে, করিস্যামি তদেবাহং সমাহিতঃ ॥৫৭॥

যদিমৌ বৰ্জ্জনীয়ঞ্চ কিঞ্চিদত্র বদিষ্যতঃ ।

তদহং বৰ্জ্জয়িষ্যামীত্যেবঞ্চক্রে মতিং নৃপঃ ॥ ৫৮ ॥

অথ তৌ চক্রতুঃ স্তোত্রং পৃথোবৈৰ্ণ্যস্য ধীমতঃ ।

ভবিষ্যোঃ কৰ্ম্মভিঃ সমাক্ সূস্বরৌ সূতমাগধৌ ॥ ৫৯ ॥

সত্যবাগ্ দানশীলোহয়ং সত্যসন্ধো নরেশ্বরঃ ।

হীমান্ মৈত্রঃ ক্ষমাশীলো বিক্রান্তো দুৰ্য্যশাসনঃ ॥ ৬০ ॥

ধৰ্ম্মজ্ঞঃ কৃতজ্ঞঃ দয়াবান্ প্রিয়ভাষকঃ ।

মান্য-মানয়িতা ‡ যজ্ঞা ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৬১ ॥

সদগুণ আছে সেই ব্যক্তিই শ্লাঘ্য । বোধ হয় এই সূত ও নাগধ আমার সদগুণসমূহেরই স্তব করিবে ।^{৫৬} অতএব ইহারা আমার স্তুতি পাঠ কালে যে সকল গুণের উল্লেখ করিবে । আমি সাবধান হইয়া সেই সকল গুণ অবলম্বন করিব ।^{৫৭} যদি ইহারা কোন কার্য্য নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণন করে জীহা হইলে আমি সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকিব । রাজা মনে মনে এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইলেন ।^{৫৮} অনন্তর সূত ও নাগধ উভয়ে জ্ঞানবান্ পৃথুর ভাবী কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া উত্তম রূপে মধুর স্বরে এইরূপ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, ^{৫৯} এই নরপতি সত্যবাদী দানশীল সত্যসন্ধ বিক্রান্ত দুৰ্য্যদমনকারী ও ক্ষমাশীল হইবেন । ইনি সৰ্ব্বপ্রাণীর প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার ও কুকার্য্যে ঘৃণাপ্রদর্শন করিবেন ।^{৬০} এই মহাত্মা, ধৰ্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ দয়াশীল প্রিয়বাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ যাগশীল ও সাধুদিগের শ্রদ্ধাস্পদ হইবেন । ইনি মান্য

• স্তব্যাশ্চাত্যাং গুণাগম ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† গুণসংকীৰ্ত্তনং ত্বিমৌ ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

‡ মান্যো মানয়িতা ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্যবহারে স্থিতৌ নৃপঃ * ।

স্মৃতেনোক্তান্ গুণানিখং স তদা মাগধেন চ ॥ ৬২ ॥

চকার হৃদি, তাদৃক্ চ † কৰ্ম্মণা কৃতবানসৌ ।

ততঃ স পৃথিবীপালঃ পালয়ন্ বসুধামিমাম্ ॥ ৬৩ ॥

ইয়াজ বিবিধৈর্যজৈর্মহন্তিভূরিদক্ষিণৈঃ ।

তং প্রজাঃ পৃথিবীনাথম্ উপতস্থুঃ ক্ষুধাদ্বিতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ওষধীষু প্রনফাসু তস্মিন্ কালে হ্যরাজকে ।

তমৃচুস্তেন তাঃ পৃষ্ঠাস্তত্রাগমনকারণম্ ॥ ৬৫ ॥

প্রজা উচুঃ ।

অরাজকে নৃপশ্রেষ্ঠ ! ধরিত্র্য। সকলৌষধীঃ ।

ব্যক্তিদিগের সম্মান রক্ষা করিবেন।* এই রাজা বিচারকালে অষ্টাদশ-
প্রকার বিবাদপদে অপক্ষপাতী এবং কি শত্রু কি মিত্র, সকলের প্রতিই
সমদর্শী হইবেন। স্মৃত ও মাগধ এই রূপে যে সকল গুণ কীর্তন করিলেন,
রাজা ৬২ তৎ সমুদায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেন এবং পরে কার্য্যদ্বারাও
তাহার সেই সমস্ত সৎগুণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর পৃথিবীপতি পৃথু ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন।** তিনি ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক নানাপ্রকার মহাযজ্ঞের
অন্নষ্ঠান করিতে লাগিলেন। একদা প্রজাগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহার নিকট
উপস্থিত হইল।** (প্রজাবর্গের অন্নান্ধারের কারণ এই যে) যে সময় বেণের
রাজ্যের অবসান হয়, তৎকালে পৃথিবী অরাজক হওয়াতে ধান্য যব
গোধূম মাষ মুদ্রা প্রভৃতি সমুদায় ওষধি নষ্ট হইয়াছিল। প্রজাগণ আসিয়া
নমস্কার করিলে রাজা তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।
তাহারা নিবেদন করিল।** (প্রজাগণ কহিল) রাজেশ্রেষ্ঠ ! যে সময় অরাজক

* ব্যবহারে স্থিতৌ নৃপ ইত্য, ব্যবহারস্থিতৌ নৃপ ইতি, ব্যবহারস্থিতৌ নৃপ ইতি চ
নানাপুস্তকানাং নানাবিধঃ পাঠঃ ।

† তাদৃক্ স ইতি বহবঃ পাঠস্তি ।

ঐশান্তঃ ক্রয়ং যান্তি প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজেশ্বর ! ॥ ৬৬ ॥
 ত্বং নো বৃত্তিপ্রদো ধাত্ৰা প্রজাপালো নিরুপিতঃ ।
 দেহি নঃ ক্ষুৎপরীতানাং প্রজানাং জীবনৌষধীঃ ॥ ৬৭ ॥
 পরাশর উবাচ ।

ততোহথ নৃপতির্দ্বিভ্যাম্ আদায়াজগবৎ ধনুঃ ।
 শরাংশ্চ দিব্যান্ কুপিতঃ সোহব্রুধাবদ্ বম্বুকরাম্ ॥ ৬৮ ॥
 ততো ননাশ ত্বরিতা গৌভূত্বা তু বম্বুকরা ।
 সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ তত্রাসাদগমন্-মহী ॥ ৬৯ ॥
 যত্র যত্র যযৌ দেবী সা তদা ভূতধারিণী ।
 তত্র তত্র তু সা বৈগ্যং দদর্শাভ্যুদ্যতায়ুধম্ ॥ ৭০ ॥
 ততস্তং প্রাহ বম্বুধা পৃথুং পৃথুপরাক্রমম্ ।
 প্রবেপমাণা তদ্বাণ-পরিত্রাণ-পরায়ণা ॥ ৭১ ॥

হইয়াছিল, সেই সময় ভগবতী বম্বুকরা সমুদায় ওষধিই গ্রাস করিয়াছেন ।
 নরনাথ ! এক্ষণে সমুদায় প্রজা অনাভাবে বিনষ্ট হইতেছে । * বিধাতা আপ-
 নাকেই আমাদের বৃত্তিদাতা অর্থাৎ জীবনোপায়-বিধায়ক ও প্রজাপালক স্থির
 করিয়া দিয়াছেন । এক্ষণে আমরা ক্ষুধায় কাতর হইতেছি, আপনি আমা-
 দেয় জীবন ধারণের নিমিত্ত ওষধি প্রদান করুন । **

পরাশর কহিলেন । অনন্তর ভূপাল পৃথু কুপিত হইয়া পিনাক নামক
 দিবা শরাসন ও দিবা শর গ্রহণ পূর্বক বম্বুকরার প্রতি ধাবমান হই-
 লেন । * বম্বুকরাও তৎক্ষণাৎ গোরূপ ধারণ পূর্বক পলায়ন করিলেন ।
 তিনি পৃথুর ভয়ে ভীতা হইয়া ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকেই ধাবমানা
 হইলেন ** কিন্তু সেই ভূতধারিণী দেবী, যেখানে যেখানে গমন করেন,
 সেই খানেই দেখেন যে, পৃথু উদ্যতায়ুধ হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 ধাবমান হইতেছেন । † অনন্তর বম্বুধা, পৃথু পরাক্রম পৃথুর (ভীক্) শর
 হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কম্পাঙ্কিত কলেবরে তাঁহাকে কহিলেন । ††

পৃথিব্যুবাচ ।

স্ত্রীবধে ত্বং মহাপাপং কিং নরেন্দ্র ! ন পশ্যসি ।
যেন মাং হন্তুমত্যর্থং প্রকরোষি নৃপোদ্যম্ ॥ ৭২ ॥

পৃথুরুবাচ ।

একস্মিন্ যত্র নিধনং প্রাপিতে দুৰ্য্যকারিণি ! ।
বহুনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৭৩ ॥

পৃথিব্যুবাচ ।

প্রজানামুপকারায় যদি মাং ত্বং হনিষ্যসি ।
আধারঃ কঃ প্রজানাং তে নৃপশ্রেষ্ঠ ! ভবিষ্যতি ? ॥ ৭৪ ॥

পৃথুরুবাচ ।

ত্বাং হত্বা বসুধে ! বাণৈর্মচ্ছাসন-পরাঙ্ মুখীম্ ।
আত্মযোগবলেনৈমা ধ্বংসিষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥ ৭৫ ॥

পরশর উবাচ ।

ততঃ প্রণম্য বসুধা তং ভূয়ঃ প্রাহ পার্থিবম্ ।

(পৃথিবী কহিলেন) নরনাথ! তুমি আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান হইয়াছ কিন্তু তুমি কি জান না যে, স্ত্রীবধ করিলে মহাপাতক হয় ? ১২

পৃথু কহিলেন, দৌৰ্বী এক ব্যক্তির বধ করিলে যদি বহু লোকের মঙ্গল হয় তাহা হইলে সেই এক ব্যক্তির বধে পাপ না হইয়া বরঞ্চ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে । ১৩

পৃথিবী কহিলেন, নরনাথ! প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত যদি তুমি আমাকে বধ কর তাহা হইলে কে তোমার প্রজাদিগের আধার হইবে অর্থাৎ কে তোমার প্রজাবর্গকে ধারণ করিবে ? ১৪

পৃথু কহিলেন, বসুধে ! তুমি আমার শাসনের বহির্ভূত, এই জন্য আমি শরনিকুর দ্বারা তোমাকে বিনাশ করিয়া স্বীয় যোগবলে, এই সমুদায় প্রজাগণকে ধারণ করিব । ১৫

পরশর কহিলেন । অনন্তর বসুধা সাতিশয় সাধসমুক্তা হইয়া কম্পা-

প্রবেশিতাজী পরমং সাধ্বসংসমুপাগতা ॥ ৭৬ ॥

পৃথিব্যুবাচ ।

উপায়তঃ সমারকাঃ সর্বৈ সিধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ ।

তস্মাদ্ বদাম্যুপায়ং তে তৎ কুরুষ্ব যদিচ্ছসি ॥ ৭৭ ॥

সমস্তান্তা ময়া জীর্ণা নরনাথ ! মহৌষধীঃ ।

যদীচ্ছসি প্রদাস্যামি তাঃ ক্ষীরপরিণামিনীঃ ॥ ৭৮ ॥

তস্মাৎ প্রজাহিতার্থায় মম ধর্মভূতাং বর ! ।

তৎ তু বৎসংপ্রবচ্ছ ত্বং ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা ॥ ৭৯ ॥

সমাপ্ত কুরু সর্বত্র যেন ক্ষীরং সমন্ততঃ ।

বরৌষধীবীজভূতঃ বীর ! সর্বত্র ভাবয়ে ॥ ৮০ ॥

পরশর উবাচ ।

তত উৎসারয়ামাস * শৈলান্ শতসহস্রশঃ ।

দ্বিত কলেবরে পুনর্বীর সেই প্রজাপতি পৃথুকে প্রণাম পূর্বক কহিলেন ।^{১*}

(পৃথিবী কহিলেন) মহারাজ ! যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা যায়, উপায় অবলম্বন পূর্বক প্ররুত হইলে অবশ্যই সিদ্ধ হয় অতএব আমি তোমাকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি, অতিক্রম হয় অবলম্বন কর ।^{১১} নরনাথ ! আমি পূর্বের সে সমুদায় ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি । যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমি দুগ্ধ রূপে সে সমুদায় প্রদান করিতে পারি ।^{১২} ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ! তুমি প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত কাহাকেও আমার বৎস কল্পনা করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি সেই বৎসে বৎসলা হইয়া ক্ষীর রূপে সমুদায় ওষধিই ক্ষরণ করিব ।^{১৩} বীর ! (এক্ষণে আমার সকল অংশই বন্ধুর আছে অতএব তুমি যত্নবান হইয়া) আমার সমুদায় উপরিভাগ সমতল কর । তাহা হইলে আমি সেই সমভূমিতে সর্বত্র সমান ভাবে উত্তম উত্তম ওষধি ও বীজস্বরূপ ক্ষীর প্রকাশ করিব ।^{১৪}

পরশর কহিলেন । অনন্তর পৃথু (পৃথিবীর এই উপদেশানুসারে) ধনুঃ-

ধনুঃকোট্যা তদা বৈশ্য-স্তুতঃ শৈলা বিবর্জিতাঃ*॥৮১॥

ন হি পূর্ববিসর্গে বৈ বিবর্মে পৃথিবীতলে ।

প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বা তদাভবৎ†॥৮২॥

ন শস্যানি ন গোরক্ষং ন কৃষির্ন বণিকপথঃ ।

বৈশ্যাং প্রভৃতি মৈত্রেয় ! সর্বম্যৈতস্যা সম্ভবঃ ॥ ৮৩ ॥

যত্র যত্র সমং তস্যা ভূমেরাসীন্-নরাধিপঃ ।

তত্র তত্র প্রজানাং হি নিবাসং সমরোচয়ৎ ॥ ৮৪ ॥

আহারঃ ফলমূলানি প্রজানাংমভবৎ তদা ।

কোটিদ্বারা শতসহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন । (তাহাতেই পৃথিবীর বহুল অংশ সমভূমি হইল ।) এই অবধিই সমুদায় পূর্বতঃশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে । ৮১ ইতঃপূর্বে ধরণীতল সাতিশয় বিঘম ও বন্ধুর ছিল স্মৃতরাং তৎকালে নগর ও গ্রাম সমুদায়ের রীতিমত বিভাগ ছিল না । ৮২ মৈত্রেয় ! (পৃথুর রাজ্যাধিকারের পূর্বে পৃথিবীর সর্বত্র উন্নতানত থাকাতে) তাদৃশ শস্য উৎপন্ন হইত না, রীতিমত কৃষিকার্য্য করিবারও উপায় ছিল না । (তৎকালে চতুর্দিক্ অরণ্যময় ও পর্বতাকীর্ণ ছিল, স্মৃতরাং) বণিক পথ না থাকাতে কোনরূপ বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া উঠিত না, রীতিমত গোরক্ষা করিবারও সুবিধা হইত না । অনন্তর যে অবধি রাজা পৃথু রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই অবধিই এই সমুদায় পশুপালন কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির স্রষ্টি হইয়াছে এবং সেই অবধিই গ্রাম নগর প্রভৃতি স্থাপনের ক্ষুদ্র পাত হইয়া দিন দিন ক্রমশঃ তাহাদের ঐরুদ্ধি হইয়া আসিতেছে । ৮৩ অনন্তর নরপতি পৃথুর প্রযত্নে পৃথিবীর যে যে স্থান সমভূমি হইতে লাগিল, সেই স্থলেই তিনি প্রজাগণকে বাস করাইতে আরম্ভ করিলেন । ৮৪ (পূর্বে পাকাদি দ্বারা আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিতে জানিত না) তৎকালে প্রজাগণ ফলমূল আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিত । ঐ ফল মূলও পর্যাপ্ত পরি-

* বিবর্জিতা। ইত্যত্র বিবর্জিতা ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† গ্রামাণাং বা পুরাভবৎ ইত্যপরে পঠন্তি ।

কৃচ্ছ্রেণ মহতা সোহনি অনষ্ঠ্যোষধীষু বৈ ॥ ৮৫ ॥
 স কম্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ত্ত্ববং প্রভুঃ ।
 স্বে পানৌ পৃথিবীনাথো দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ ॥ ৮৬ ॥
 শস্যজাতানি সর্কানি প্রজানাং হিতকাম্যয়া ।
 তেনাগ্নেন প্রজাস্তাত । বর্তন্তেহদ্যাপি নিত্যশঃ ॥ ৮৭ ॥
 প্রাণপ্রদানাং স পৃথুর্নম্রাদ্ ভূমেরভুং পিতা ।
 ততস্ত্ব পৃথিবীসংজ্ঞাম্ অবাপাখিলধারিণী ॥ ৮৮ ॥
 ততশ্চ দেবৈরুনিতির্দৈতৈরকোভিরদ্রিতিঃ ।
 গন্ধর্কৈরুরগৈর্ঘনৈঃ পিতৃতিস্তরুভিস্তথা ॥ ৮৯ ॥
 তৎ তৎ পাত্রমুপাদায় তৎ তদ্ দুক্ষা মুনে ! পয়ঃ ।
 বৎসদোক্ষু বিশেষাশ্চ তেবাং তদ্যোনয়োহভবন্ ॥ ৯০ ॥

মাগে প্রাপ্ত হওয়া যাইত না, অতিক্রমে অতি অল্পমাত্র সংগৃহীত হইত ।
 পৃথুর রাজ্য প্রাপ্তির পূর্বে যখন পৃথিবীতে অরাজক হয় তৎকালে ওষধি-
 সকল নষ্ট হওয়াতে ঐ অপ্রযত্ন-সম্মত ফলমূলও এক কালে দুর্লভ হইয়া
 পড়িয়াছিল । ৮৫ অনন্তর পৃথিবীনাথ পৃথু স্বায়ত্ত্বব মনুকে বৎস কম্পনা
 করিয়া অহস্তেই পৃথিবী দোহনে প্রবৃত্ত হইলেন । ৮৬ তিনি প্রজাবর্গের
 হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথিবী হইতে নানাবিধ শস্য দোহন করিতে লাগি-
 লেন । প্রজাগণ অদ্যাপি সেই পৃথুর উৎপাদিত শস্যে জীবন ধারণ করি-
 তেছে * । ৮৭ পৃথু, ভূতধারিণী ধরণীর প্রাণদান হেতু পিতাম্বরূপ ছিলেন,
 এই হেতু ইনি ‘পৃথিবী’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৮৮ অনন্তর দেবগণ মুনিগণ
 দৈত্যগণ রাক্ষসগণ পর্বতগণ গন্ধর্কগণ উরগগণ যক্ষগণ পিতৃগণ তকগণ ৮৯
 ই হারা সকলেই অভিলষিত তত্ত্বপাত্র গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু-

* পৃথু নামা স্থান হইতে নানাবিধ শস্যের বীজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । প্রজাগণ
 তাঁহার আদেশ ক্রমে স্তুতি। সম্বলি করিয়া ঐ বীজ গ্রহণ পূর্বক কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত
 হইল এবং রাজ্য স্বয়ং ভাবাবধান করিয়া বীজের উৎকর্ষ সাধন করেন । প্রজাবর্গ অদ্যাপি
 সেই সকল বীজ রক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছে ।

সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী পোষনী তথা ।

সর্বস্য জগতঃ পৃথ্বী বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা ॥ ৯১ ॥

এবং প্রভাবঃ স পৃথুঃ পুত্রো বেণস্য বীৰ্যবান্ ।

জজ্ঞে মহীপতিঃ পূৰ্ব্বং রাজাভূৎ জনরঞ্জনাত্ ॥ ৯২ ॥

স্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন । ইহাদের মধ্যে সকলেরই স্ব স্ব জাতীয় এক এক ব্যক্তি বৎস ও এক এক ব্যক্তি দোহনকারিস্বরূপ হইলেন* । ৯১ এই সেই পৃথিবী সামান্য নহেন । ইনি সমুদায় লোকের মাতা, সমুদায় লোকের কর্তা, সমুদায় লোকের আধার ও সমুদায় লোকের প্রতিপালনকর্তা হইতেছেন । ইনি পূৰ্বে বিষ্ণুর চরণতল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ৯২ তেজস্বী মহীপাল পৃথু, বেণ হইতে উৎপন্ন হইয়া এতদূর প্রভাবশালী হইয়াছিলেন ।

* দেব ঐত্বাত দশবিধ শ্রোগীস্থ ভাব স্ব স্ব শ্রোগী হইতে এক এক ব্যাক্তকে দোঁধা ও এক এক ব্যাক্তিকে বৎস কল্পনা করিয়া স্ব স্ব অতিমত পাত্র গ্রহণ পূর্বক পৃথিবী হইতে স্ব স্ব অতিমত বলরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন । এই বিষয় হরিবংশ মৎস্য-পুরাণ ঐত্বাতে এই রূপে বর্ণিত আছে যে—দেবতারাই প্রত্যেকে বৎস ও মিত্রকে দোঁধা করিয়া স্তবর্ণময় পাত্র গ্রহণ পূর্বক পৃথিবী হইতে বলরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন । ১ মুনিগণ সোমকে বৎস ও বৃহস্পতিকে দোঁধা কল্পনা করিয়া ছন্দোনয় পাত্র গ্রহণ পূর্বক তপস্যা ও বেদরূপ ক্ষীর দোহন করেন । ২ দৈত্যগণ বিরোচনকে বৎস ও ঐমুর্দ্ধাকে দোঁধা করিয়া লৌহপাত্র গ্রহণ পূর্বক মায়া রূপ ক্ষীর দোহন করিতে প্রবৃত্ত হন । ৩ রাক্ষসেরা স্তম্ভালীকে বৎস ও জতুমাতকে দোঁধা করিয়া অস্থিময় পাত্র গ্রহণ পূর্বক রুধিররূপ ক্ষীর দোহন করিলেন । ৪ পর্বতেরা হিমালয়কে বৎস ও মেরুকে দোঁধা করিয়া প্রস্তরময় পাত্র গ্রহণ পূর্বক ওষধি ও রত্ন রূপ ক্ষীর দোহনে নিযুক্ত হন । ৫ গন্ধর্বেরা চিত্ররথকে বৎস ও বিশ্বাবস্তুকে দোঁধা কল্পনা করিয়া পদ্মরূপ পাত্র গ্রহণ পূর্বক গন্ধরূপ ক্ষীর দোহন করেন । ৬ নাগেরা তক্ষককে বৎস ও ধৃতরাষ্ট্রকে দোঁধা করিয়া অলবু পাত্র গ্রহণ পূর্বক বিষরূপ ক্ষীর দোহন করিলেন । ৭ যক্ষেরা কুবেরকে বৎস ও তুর্ককে দোঁধা করিয়া আময়ন্তিকাময় পাত্র গ্রহণ পূর্বক অস্ত্র-ধ্বনিরূপ ক্ষীর দোহন করেন । ৮ পিতৃলোকেরা যমকে বৎস ও অস্তককে দোঁধা করিয়া রক্তময় পাত্র গ্রহণ পূর্বক অধারূপ দুগ্ধ দোহন করিতে প্রবৃত্ত হন । ৯ বৃক্ষেরা গন্ধকে বৎস ও শাল বৃক্ষকে দোঁধা করিয়া পত্রময় পাত্র গ্রহণ পূর্বক চিন্ন-সংযোগ রূপ ক্ষীর দোহন করেন । ১০ । পৃথিবী দোহনের তাৎপর্য যদিও স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতেছে না, তথাপি এইরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, পৃথু পূর্বে

য ইদং জন্ম বৈশ্যস্য পৃথোঃ কীর্তয়তে নরঃ ।

ন তস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ ফলদায়ি প্রজায়তে ॥ ৯৩ ॥

ইনিই প্রজারঞ্জন হেতু প্রথমতঃ রাজা বলিয়া বিখ্যাত হন।^{২২} যে ব্যক্তি বেণতনয় পৃথুর এই জন্ম বিবরণ কীর্তন করিবে, তাহাকে কোন পাপের ফল

মন্তব্যদিগের সমাজ বন্ধন ছিল না। এক্ষণে হনুমান্ জাতি ও মৃগ-বরাহ জাতি যেমন কতকগুলি একত্র দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে ও যদৃচ্ছাসক্ক ফল মূল বা ভূণ পর্ণাদি তক্ষণ পূর্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকে, পৃথুর পূর্বকার মন্তব্যেরা স্বাধিকল সেইরূপই করিতেন। হনুমানেের প্রত্যেক দলে যেমন এক একটা পালের গোদা থাকে সেইরূপ পূর্বকার প্রত্যেক মন্তব্যদলেই এক এক জন বসবান্ দ্বন্দ্বযুদ্ধ ধিগাবদ ত্ত্বকৌশল-সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ মন্তব্য থাকিতেন। ঐ প্রধান ব্যক্তির নাম প্রজাপতি। পৃথুর পূর্বে কোন দলপতিই, পৃথিবীপতি ভূপাল রাজা ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হন নাই। অরণ্যমধ্যে যুগযুগ-পতিকে যেমন ভূস্বামী বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ তৎকালে ভূমিতে কাহারো প্রকৃত স্বত্ব ছিল না। এক্ষণে দুই দল হনুমানেব সাক্ষাৎ হইলে যেমন যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং একজন দলপতি পরাস্ত হইলে দলস্থ সকল গুলিই জেতার অধীন হইয়া তাহার দলে মিশ্রিত হইয়া থাকে, পূর্বকার প্রজাপতিদের বিগ্রহও এইরূপ ছিল। পৃথু প্রজাপতি হইয়াই বনে বনে জমণপূর্বক স্বভাবসত্ত্বত ফলমূল আহরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা রহিত করিলেন। ভূমি উন্নতানত থাকিতে কৃষিকার্যের সুবিধা ছিল না, সুতরাং প্রজাগণকে নিযুক্ত করিয়া ভূমি সমতল করিতে লাগিলেন। নানা অরণ্য হইতে মানাপ্রকার ফল মূল ও ওষধির বীজ বা চারা আনয়ন পূর্বক বপন বা রোপণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। যে লম্বায় স্থান সমভূমি হইতে লাগিল, ততৎস্থানে প্রজাবর্ণের বাস করাইলেন। এই রূপে ক্রমশঃ গ্রাম ও নগরের সৃষ্টি হইল। পৃথুর দৃষ্টান্তানুসারে ও উপদেশ ক্রমে অন্যান্য প্রজাপতিরাও ঐরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পৃথু প্রথমতঃ প্রজাগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণী বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্। তাঁহারা জ্ঞান বিস্তার ও দৈব দুর্ঘটনা পাতি করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণী বলবান্। তাঁহারা জমণশীল মন্তব্যদল হইতে ও বন্য জন্তু হইতে প্রজাগণের শরীর ও উৎপাদিত শস্য রক্ষা করিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর প্রজাগণ শস্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিতেন। চতুর্থ শ্রেণীর প্রজারা গৃহকর্ম ও শরীরসুস্বাস্থ্য কাল যাপন করিতেন। এই চারি শ্রেণী, কার্য অনুসারে উপাধি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৈদিক জিজ্ঞাসা কর্ষ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। যিনি কত অর্থাৎ বিপদ হইতে জ্ঞান অর্থাৎ উদ্ধার করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। যিনি ক্ষেত্রাদিতে প্রবেশ অর্থাৎ কৃষি-কার্য করেন, তিনি বৈশ্য। যিনি, শৌচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দাস, তিনি শূদ্র।

দুঃস্বপ্নোপশমং নৃণাং শৃণুতাং চৈতদুত্তমম্ ।

প্ৰথোজ্জ্ব প্রভাবশ্চ কৰোতি সততং নৃণাম্ ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ভোগ করিতে হইবে না ।^{১৩} যে ব্যক্তি পৃথুর জন্ম ও প্রভাবের বিষয় শ্রবণ করিবে, তাহার সম্পূর্ণ রূপে দুঃস্বপ্নের উপশম হইবে ।^{১৪}

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ ত্রয়োদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ।

অনেকে বলেন, এইরূপ জাতিবিভাগ পৃথুর পূর্বেও ছিল। যাহা হউক পৃথুর আদেশ অনুসারে এই নির্দিষ্ট চারি প্রকার কার্য্য বাস্তবিত্তও অনেক অনেক কার্য্যে নিযুক্ত হন। বৈশ্যেরা কৃষি বাস্তবিত্ত বাণিজ্যাদিতেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ধাতুর আকার অন্বেষণ করেন, দাসগণের সাহায্যে কতকগুলি প্রজা ধাতু উত্তোলনে প্ররূত হন। কেহ কেহ বাঈতুময় পাত্র, অন্ন পত্র ও অলঙ্কারাদি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। সকলেই স্ব স্ব পারম্প্রদায়িক নিয়মের বশবর্তী হইয়াই অসংখ্য অমূল্য বস্তু প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পূর্বে জলপ্রাপ্তির অনুরোধ বশতঃ প্রজা বা মদী বা দেবপাত জলাশয়ের নিকটেই বাস করেন, পরে অমলিনীর্ঘ-কাল মধ্যে রূপ খনন করিতে শিখিয়া সকল স্থলেই বাস করিতে সমর্থ হইলেন। প্রজারা ইহার কিছুকাল পূর্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে শিখিয়াছিলেন। এক্ষণে ক্রমশঃ অগ্নি সংযোগে পাকাদি করিতেও আরম্ভ করিলেন। প্রজাগণ পূর্বে সমুদ্র বাস্তবিত্ত মদীপার হইতে জ্ঞানতেন না। তাহার প্রথমতঃ কাষ্ঠ অবলম্বন, পশ্চাৎ কাষ্ঠ সংযোগে ভেলা নির্মাণ তৎপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরল নির্মাণের সমর্থ হইলেন। এই সকল কার্য্য যদিও ক্রমশঃ উদ্ভাবিত ও উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি পৃথুর সময়ে যে অধিকাংশ মহোপকারী কার্য্যের সূত্রপাত হইয়া সমাজবন্ধনের অবিনশ্বর বীজ বপন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। পৃথু পৃথিবীর যে স্থানে যে উৎকৃষ্ট ফলমূল বা ওষধি পাইয়াছিলেন, তাহাই স্বীয় অধিকার মধ্যে বপন করেন। তুণ্ড খনন করিয়া স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু এবং বিবিধরত্নও সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এই জন্ম তিনি পৃথিবীর দোহনকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। দোহন শব্দের তাৎপর্য্য—সারসংগ্রহ। পৃথুর দুর্দৈবানুসারে ও উপদেশক্রমে তিন তিন জনের মনুষ্যেরাও এরূপ পৃথিবীদোহনে জন্ম পৃথিবীর সারসংগ্রহে প্ররূত হন।

চতুর্দশোঃধ্যায়ঃ ।



পুথোঃ পুত্রৌ মহাবীৰ্য্যৌ জজ্ঞাতেশ্বন্তর্দ্ধিপালিনৌ ।
 শিখণ্ডিনী হবির্দানম্ অন্তর্দানাদ্ ব্যজায়ত ॥ ১ ॥
 হবির্দানাত্ বড়ায়েয়ী ধিষণাজনয়ৎ সূতান্ ।
 প্রাচীনবর্হিষৎ শুক্রং গয়ং কৃষ্যং ব্রজাজিনৌ * ॥ ২ ॥
 প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ ।
 হবির্দানান্-মহারাজৌ যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥
 প্রাচীনাণাঃ কুশাস্তস্য পৃথিব্যামভবন্ মুনে ।।
 প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ খ্যাতে ভুবি মহাবলঃ ॥ ৪ ॥
 সমুদ্রতনয়ায়াং তু কৃতদারৌ মহীপতিঃ ।
 মহতস্তপসঃ পাত্রে, সবার্ণায়াং মহীপতেঃ ॥ ৫ ॥

পরাশর কহিলেন । রাজা পৃথুর মহাবল পরাক্রান্ত দুইটিপুত্র জন্মিয়া-
 ছিল । একটির নাম অন্তর্দান আর একটির নাম পালী । (অন্তর্দান শিখ-
 ণ্ডিনী নামে একটি কন্যাকে বিবাহ করেন) শিখণ্ডিনীর গর্ভে অন্তর্দান
 হইতে হবির্দান নামে একটি তনয় উৎপন্ন হয় ।^১ (হবির্দান, অগ্নিকন্যা
 ধিষণার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ।) ধিষণার গর্ভে হবির্দানের ছয়টি পুত্র
 জন্মিয়াছিল । ইহাদের নাম—প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্য, ব্রজ ও
 অজিন ;^২ হবির্দানতনয় ভগবান্ প্রাচীনবর্হি (সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) মহারাজ
 ও মহাপ্রজাপতি ছিলেন । তাঁহা হইতে অনেক প্রজা বৃদ্ধি হয় ।^৩ ব্রহ্মহ ।
 সেই অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন মহাবল রাজা (তপস্তা কালে) পৃথিবীতে প্রাচী-
 নাণ্য কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিতেন, এই কারণে তিনি প্রাচীনবর্হি, নামে
 দুঃমণ্ডলে বিখ্যাত হন ।^৪ এই মহীপাল, বহুকাল তপস্তার পর সবার্ণা নামে

• অয়ং কৃকব্রজাজিনৌ ইত্য পুস্তকান্তরেণ দৃশ্যতে ।

সবর্ণাধত্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ।

সর্কে প্রচেতসো নাম ধনুর্কেদস্য পারগাঃ ॥ ৬ ॥

অপৃথগ্নর্ম্মচরণান্তেহতপান্ত মহাতপঃ ।

দশবর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ৭ ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

যদর্থং তে মহাত্মানস্তপস্তেপুর্ম্মহামুনে ! ।

প্রচেতসঃ সমুদ্রান্তসে তদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৮ ॥

পরাশর উবাচ ।

পিত্রা প্রচেতসঃ প্রোক্তাঃ প্রজার্থমমিতাত্মনা ।

প্রজাপতিনিযুক্তেন বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মণা দেবদেবেন সমাদিষ্টোহস্ম্যহং সূতাঃ ! * ।

প্রজাঃ সংবর্দ্ধনীয়াস্তে ময়া চোক্তং তথৈতি তৎ ॥ ১০ ॥

সমুদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন । পরে তাঁহা হইতে ৫ সাগরনন্দিনী সবর্ণার গর্ভে দশটি পুত্রের জন্ম হইল । ইহাদের সকলেরই নাম প্রচেতাঃ । ইহারা দশ জনই ধনুর্কেদে সম্পূর্ণ পারদর্শী ।* ইহারা দশ জন একপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানই করিতেন । ইহারা সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইয়া দশ সহস্র বৎসর মহাতপস্যা করিয়াছিলেন ।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহর্ষে ! এই মহাত্মা প্রচেতার কি নিমিত্ত সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে প্ররত্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন ।

পরাশর কহিলেন । প্রজাপতি ব্রহ্মা, মহাত্মা প্রাচীনবর্হিকে সমাদর পূর্ব্বক প্রজা বৃদ্ধি করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । প্রাচীনবর্হি স্বীয় ক্রিয় প্রচেতাদিগকে কহিলেন । পুত্রগণ ! দেবদেব ব্রহ্মা আমাকে প্রজা বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন । আমিও, যে আজ্ঞা বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া

তন্-মম প্রীতয়ে পুত্রাঃ! প্রজাবুদ্ধিমতস্ত্রিতাঃ ।

কুরুধ্বং মাননীয়! বঃ সমাজা চ প্রজাপতেঃ ॥ ১১ ॥

পরশর উবাচ ।

ততস্তে তৎপিতুঃ ক্রতু বচনং নৃপনন্দনাঃ ।

তথেষু ক্রতু তু তং ভূয়ঃ পপ্রচ্চুঃ পিতরং যুনে! ॥ ১২ ॥

প্রচেতস উচুঃ ।

গেন তাত! প্রজাবুদ্ধৌ সমর্থ্যঃ কর্মণা বয়ম্ ।

ভবামস্তং সমস্তং নঃ কর্ম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৩ ॥

পিতোবাচ ।

আরাধ্য বরদং বিষ্ণুং ইষ্টপ্রাপ্তিমসংশয়ম্ ।

সমেতি নান্যথা মর্ত্যঃ কিমন্যং কথয়ামি বঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ প্রজাবিবুদ্ধার্থং সর্বভূতপ্রভুং হরিম্ ।

আরাধ্যত গোবিন্দং যদি সিদ্ধিমভীপ্সথ ॥ ১৫ ॥

ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চাশ্রিত্য সদা ।

আসিয়াছি।^{১০} অতএব পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রজাবুদ্ধি ব্রহ্মবান হও। দেখ, প্রজাপতির আজ্ঞা পালন করাও তোমাদের কর্তব্য।^{১১}

পরশর কহিলেন, যুনে! অনন্তর সেই রাজপুত্রগণ, পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন, এবং পিতাকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, (প্রচেতার বলিলেন) পিতঃ! কোন কার্য করিলে আমরা প্রজা বুদ্ধি করিতে সমর্থ হইব, (অমুগ্রহ পূর্বক) সমুদায় বলিয়া দিউন।^{১২} প্রাচীনবর্হি কহিলেন, তোমাদিগকে অধিক আর কি বলিব, বরপ্রদ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে সমুদায়ের সকল কামনাই পূর্ণ হইতে পারে, সন্দেহ নাই। অন্য প্রকারে হওয়া দুষ্কর।^{১৩} অতএব যদি তোমাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে প্রজা বুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব-প্রাণীর ঈশ্বর তগবান্ গোবিন্দের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।^{১৪} যিনি ধর্ম অর্থ

আরাধনীয়ো ভগবান্ অনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬ ॥

বস্মিন্নারাদিতে সর্গং চকারাদৌ প্রজাপতিঃ ।

তমারাদ্যাচ্যুতং বুদ্ধিঃ প্রজানাং বো ভবিস্যতি ॥১৭॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যেবমুক্তান্তে পিত্রা পুত্রাঃ প্রচেতসো দশ ।

মগ্নাঃ পয়োধিসলিলে তপস্তপুঃ সমাহিতাঃ ॥ ১৮ ॥

দশবর্ষসহস্রাণি ন্যস্তচিত্তা জগৎপতো ।

নারায়ণে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সর্বলোকপরায়ণে ॥ ১৯ ॥

তত্রৈব তে স্থিতা দেবম্ একাগ্রমনসো হরিম্ ।

তুষ্ণুর্বুধ স্তবতঃ কামান্ স্তোতুরিক্ষান্ প্রযচ্ছতি ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

স্তবং প্রচেতসো বিষ্ণোঃ সমুদ্রান্তসি সংস্থিতাঃ ।

চক্রুস্তনু-মে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সুপুণ্যং বক্তুমর্হসি ॥ ২১ ॥

কাম ও মোক্ষ প্রার্থনা করেন, তাঁহার সর্বদা অনাদি ভগবান্ পুরুষোত্তম হরির আরধনা করা বিধেয় ।^{১৬} পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, তাঁহার আরাধনা করিয়া নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই অচ্যুতের আরাধনা করিলে তোমাদের প্রজা বৃদ্ধি হইতে পারিবে ।^{১৭}

পরশর কহিলেন । দশ প্রচেতা, পিতা কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে গিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হইলেন এবং সুসমাহিত হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ।^{১৮} মুনিবর ! তাঁহারা সকল লোকের পরমগতি জগৎপতি নারায়ণে মনঃসমাধান পূর্বক অনন্যচেতাঃ হইয়া দশ সহস্র বৎসর অবস্থিতি করিলেন ।^{১৯} যে দেবের স্তব করিলে মনুষ্যের সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়, প্রচেতাগণ সমুদ্রসলিলে অবস্থিতি করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই হরির স্তব করিতে লাগিলেন ।^{২০}

মৈত্রেয় কহিলেন । মুনিবর ! প্রচেতাগণ সমুদ্র সলিলে অবস্থিতি পূর্বক

পরশর উবাচ ।

শুণু মৈত্রেয় ! গোবিন্দং যথা পূর্বং প্রচেতসঃ ।

তুষ্ণু বৃন্তম্ময়ীভূতাঃ সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ২২ ॥

প্রচেতস উচুঃ ।

নতাঃ স্য সর্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাস্বতী ।

তদাদ্যং তমশেষস্য জগতঃ পরমং প্রভুম্ ॥ ২৩ ॥

জ্যোতিরাদ্যমনৌপম্যম্ অনন্তরমপারবৎ ।

যোনিভূতমশেষস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ২৪ ॥

যস্যাহং প্রথমং রূপম্ অরূপস্য ততো নিশা ।

সন্ধ্যা চ পরমেশস্য তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ ২৫ ॥

ভূজতেহনুদিনং দেবৈঃ পিতৃভিশ্চ সুধাত্মকঃ ।

বিষ্ণুর যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা অতীব পবিত্র, অতএব সেই স্তব আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ।^{১১}

পরশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! পূর্ব কালে দশ প্রচেতা সাগরগর্ভে অবস্থিতি পূর্বক গোবিন্দে একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার যে জ্যোতিপাঠ করিয়াছিলেন, তাহা (বলিতেছি) শ্রবণ কর ।^{১২}

প্রচেতারা কহিয়াছিলেন । যাঁহাতে নিয়ত সকল বাক্যেরই সময় হয় অর্থাৎ সাকার নিরাকার, গুণময় নিগুণ, ইত্যাদি পরস্পর বিকল্প বাক্যও যাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে, যিনি নিখিল জগতের আদি ও অন্তে বিরাজমান থাকেন, সেই পরম প্রভুকে নমস্কার করি ।^{১৩} তিনি আদ্য জ্যোতিঃ । স্বর্ঘ্য প্রভৃতি কোন বস্তুতেই তাঁহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে না । তিনি ভেদ-বিবর্জিত অর্থাৎ বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে জগৎপ্রপঞ্চ হইতে অভিন্নরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন । তিনি অনন্ত অর্থাৎ সীমারহিত । তিনি অশেষ চরাচর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ।^{১৪} যিনি রূপাদিরহিত পরমেশ্বর, অর্থাৎ যিনি কালরূপী হওয়াতে দিবসই যাঁহার প্রথম রূপ এবং নিশা ও সন্ধ্যা যাঁহার (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) রূপ রূপে পরিগণিত, তাঁহাকে নমস্কার ।^{১৫}

জীবভূতঃ সমস্তস্য তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ * ॥ ২৬ ॥
 যন্তমো হন্তি † তীব্রাত্মা স্বভাভির্ভাসয়ন্ নভঃ ।
 যস্মংশীতান্তমাং যোনিস্তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥ ২৭ ॥
 কাঠিন্যবান্ যো বিভর্তি জগদেতদশেষতঃ ।
 শব্দাদিসংশ্রয়ো ব্যাপী তস্মৈ ভূম্যাত্মনে নমঃ ॥ ২৮ ॥
 যদ্ যোনিভূতং জগতো বীজং যৎ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
 তৎ তোয়রূপমীশস্য নমামো হরিমেধসঃ ॥ ২৯ ॥
 যো মুখং সর্ব্বদেবানাং হব্যভুক্ কবাভুকুতথা ।
 পিতৃগাঞ্চ নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পাবকাত্মনে ॥ ৩০ ॥
 পঞ্চধাবস্থিতো দেহে যশ্চেষ্টাং ফুরুতেহনিশম্ ।
 আকাশযোনির্ভগবান্ তস্মৈ বায়ুাত্মনে নমঃ ॥ ৩১ ॥

২

দেবগণ ও পিতৃগণ যাহার সুধাংশ তক্ষণ করিয়া (পরিপুষ্ট হন) যিনি
 সকলের জীবনস্বরূপ, সেই সোমমূর্তি ঈশ্বরকে নমস্কার । ২৬ যিনি খরতর
 কর-নিকর দ্বারা নভোমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া তিমিররাশি নিরাকরণ করিয়া
 থাকেন, যিনি শীত গ্রীষ্ম ও জলের কারণ, সেই সূর্য্যমূর্তি ভগবান্কে নম-
 স্কার । ২৭ যিনি কঠিনা-বশিষ্ট হইয়া এই চরাচর সমুদায় জগৎ ধারণ করিতে-
 ছেন, যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চগুণের আধার, সেই ক্ষিতিমূর্তি
 ভগবান্কে নমস্কার । ২৮ যিনি জগতের উৎপত্তি-স্থান ও প্রাণিমাত্রেরই বীজ,
 হরি হইতে অতির সেই ঈশ্বরের জলময়ী মূর্তিকে আমরা নমস্কার করি । ২৯
 যিনি হব্যভুকরূপে দেবগণের ও কবাভুকরূপে পিতৃগণের মুখস্বরূপ, সেই
 অগ্নিমূর্তি বিষ্ণুকে নমস্কার । ৩০ যিনি, প্রাণ উপান সমান উদান ব্যান, এই
 পঞ্চরূপে দেহে অবস্থান করিয়া নিরন্তর শারীরিক চেষ্টা জন্মাইয়া দিতেছেন,

* তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ ইতি কেচিৎ পঠান্তঃ ।

† যন্তমাসংস্কৃতি ইতি বা পাঠঃ ।

অবকাশমশেষাণাং ভূতানাং যঃ প্রযচ্ছতি ।
 অনন্তমূর্ত্তিমান্ শুদ্ধস্তস্মৈ বোমাত্মনে নমঃ ॥ ৩২ ॥
 সমস্তেন্দ্রিয়বর্গস্য যঃ সদা স্থানমুত্তমম্ ।
 তস্মৈ শব্দাদিরূপায় নমঃ ক্রমণ্য বেষধসে ॥ ৩৩ ॥
 গৃহীতি বিষয়ান্ নিত্যম্ ইন্দ্রিয়াত্মাক্ষরাক্ষরঃ ।
 যস্তস্মৈ জ্ঞানমূল্যায় নতাঃ স্মো হরিমেধসে ॥ ৩৪ ॥
 গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ আত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি ।
 অন্তঃকরণভূতায় তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ৩৫ ॥
 যস্মিন্মনন্তে সকলং বিশ্বং যস্মাৎ তথোক্তাতম্ ।
 লয়স্থানঞ্চ যস্তস্মৈ নমঃ প্রকৃতিধর্ম্মিণে ॥ ৩৬ ॥
 শুদ্ধঃ সংলক্ষ্যতে ভ্রান্ত্যা গুণবানিব যোহগুণঃ ।
 তমাত্মরূপিণং দেবং নতাঃ স্ম পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥

সেই আকাশ যিনি বায়ুরূপ ভগবান্কে নমস্কার ।^{১১} যিনি সমুদায় ভূতগণকেই স্থান দান করিয়া থাকেন, যাহার অমৃত বা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয় না, সেই বিশুদ্ধ আকাশ মূর্ত্তি ঈশ্বরকে নমস্কার ।^{১২} যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অবলম্বন, অর্থাৎ যিনি বিষয়স্বরূপ হইয়া নিরন্তর অন্তর্ভূত হইতেছেন, সেই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ স্বরূপ বিধাতা বিষ্ণুকে নমস্কার ।^{১৩} যিনি ক্ষর ও অক্ষর, অর্থাৎ স্থূল-শরীরাবচ্ছেদে অনিত্য ও লিঙ্গ-শরীরাবচ্ছেদে নিত্য ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া নিরন্তর শব্দ স্পর্শ রূপ রস পুভূতি বিষয় সকল গ্রহণ করিতেছেন, সেই শব্দাদি বিষয় জ্ঞানের মূল বিষ্ণুকে নমস্কার করি ।^{১৪} যিনি, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা পুভূতি ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা গৃহীত অর্থ, আত্মার নিকট সমর্পণ করেন অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তর্ভূত বিষয় আত্মার গোচর করিয়া থাকেন, অন্তঃকরণ-স্বরূপ সেই বিশ্বরূপী ভগবান্কে নমস্কার ।^{১৫} যাহা হইতে এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, যিনি ইহা পালন করিতেছেন, যাহাতে এই সমস্ত জগৎ লয় প্রাপ্ত হইবে, প্রকৃতিরূপী সেই অনন্তদেবকে নমস্কার ।^{১৬} যিনি নির্লিপ্ত ও নিগুণ হইয়াও জীবদিগের ভাস্তিজ্ঞানে সন্তুণের ন্যায় প্রতীয়মান হন, সেই

অবিকারমজং শুদ্ধং নিগুণং যন্নিরঞ্জনম্ ।

নভাঃ স্ম তৎপরং ব্রহ্ম যদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৩৮॥

অদীর্ঘদ্বন্দ্বমস্থূলম্ অনগুণ্যমলোহিতম্ ।

অস্নেহচ্ছায়মননুম্ অসন্তমশরীরিণম্ ॥ ৩৯ ॥

অনাকাশমসংস্পর্শম্ অগন্ধমরসঞ্চ বৎ ।

অচক্ষুঃশ্রোত্রমচলম্ * অবাক্প্রাণমমানসম্ ॥ ৪০ ॥

অনামগোত্রমমুখম্ অতেজস্কমহেতুকম্ ।

অভয়ং ভ্রান্তিরহিতম্ অনিন্দ্যমজরামরম্ † ॥ ৪১ ॥

অরজোহৃদমমৃতম্ অগ্নুতং বদসংবৃতম্ ।

পূর্বাপরে ন বৈ যস্মিন্ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৪২॥

পরমীশিত্বগুণবৎ ‡ সর্বভূতমসংশ্রয়ম্ ।

পুরুষরূপী দেব পুরুষোত্তমকে নৈমস্কার করি ।^{৩৭} যিনি বিকাররহিত অর্থাৎ জড় পদার্থের ন্যায় যাঁহার রূপান্তর হয় না, যিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, যিনি নিখল, নিগুণ ও নিরঞ্জন, বিষ্ণুর পরমপদ সেই পরম ব্রহ্মকে নমস্কার ।^{৩৮} যিনি দীর্ঘ নহেন, দ্বন্দ্ব নহেন; স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন; স্নেহদ্রব্য নহেন, লিগু নহেন; যাঁহার ছায়া নাই, বর্ণ নাই; যিনি শরীরীও নহেন; যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ,^{৩৯} যিনি স্পর্শরহিত ও আকাশ নহেন, যাঁহার গন্ধ নাই, রস নাই, চক্ষুঃ নাই, কর্ণ নাই, বাণ্য নাই, প্রাণ নাই, মন নাই, যিনি অচল,^{৪০} যিনি নামহীন, গোত্রহীন, মুখহীন, তেজোহীন, হেতুহীন, ভয়হীন, ভ্রান্তিহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ও অনিন্দ্য,^{৪১} যিনি রজোগুণ-রহিত, শব্দগুণ-রহিত, গমনরহিত, যিনি অসংবৃত ও অমৃতস্বরূপ, যাঁহাতে দিব্যরূত বা কালরূত পূর্ব বা উত্তর পদ প্রয়োগ করা যায় না, যিনি ঈদৃশ ও বিষ্ণুর পরম পদ ব্রহ্ম ।^{৪২} যিনি উপাধি-বিরহিত ঈশ্বর, যিনি মায়াদারা সর্বভূতময়

* অচক্ষুঃশ্রোত্রমচলম্ ইতি কাচৎ পাঠঃ ।

† আনন্দমজরামরম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ পরমীশিত্বগুণবৎ ইতি কেচিৎ পাঠান্তি ।

নতঃ স্ম তৎ পদং নিষেগার্জিহ্বাদৃগ্গোচরং ন যৎ ॥৪৩॥

পরশর উবাচ ।

এবং প্রচেতসো বিষুং স্তবন্তস্তৎসমাধয়ঃ ।

দশবর্ষসহস্রাণি তপশ্চৈরুর্মহার্ণবে ॥ ৪৪ ॥

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ তেবামতর্জলে হরিঃ ।

দদৌ দর্শনমুন্নিদ্রানীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ॥ ৪৫ ॥

পতত্রিরাজমারুঢ়ম্ * অবলোক্য প্রচেতসঃ ।

প্রণিপেতুঃ শিরোভিস্তং ভক্তিতাবাবনামিতৈঃ ॥৪৬॥

ততস্তানাহ ভগবান্ ব্রিয়তামীপ্সতো বরঃ ।

প্রসাদ-সুমুখোহহং বো বরদঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ৪৭ ॥

ততস্তমুচুর্বরদং প্রণিপত্য প্রচেতসঃ ।

যথা পিত্রা সমাদিষ্ঠং প্রজানাং বৃদ্ধিকারণম্ ॥ ৪৮ ॥

অথচ নিরাধার, যিনি রসনা বা চক্ষুর গোচর নহেন, বিষুর পরমপদ সেই ব্রহ্মকে নমস্কার ।^{৪৩} ।

পরশর কহিলেন । দশ প্রচেতাঃ, এই রূপে বিষুতে একা প্রচেতাঃ হইয়া তাঁহার স্তুতি পাঠ করণ পূর্বক সাগরগর্ভে মগ্ন থাকিয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন ।^{৪৪} অনন্তর প্রফুল্ল-নীলকমল-দল-কোমল-কান্তি ভগবান্ বিষু প্রসন্ন হইয়া সলিলরাশি মধ্যেই তাঁহাদের দর্শনপথে আবির্ভূত হইলেন ।^{৪৫} প্রচেতারা গুরুড়ারূঢ় ভগবান্কে অবলোকন করিয়াই ভক্তিতাবাবনত মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন ।^{৪৬} পরে ভগবান্ কহিলেন যে, আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদানার্থ উপস্থিত হইয়াছি, অতএব তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ।^{৪৭} অনন্তর প্রচেতারা বরদ বিষুকে প্রণাম করিয়া, পূর্বকৃত পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা

স চাপি দেবস্তং দত্ত্বা যথাভিলষিতং বরম্ ।
 অন্তর্দানং জগামাশু তে চ নিশ্চক্রমূৰ্জনাৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

করিলেন ।^{৪৮} দেব বিষ্ণুও প্রচেতাদিগের প্রার্থিত সেই বর দান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন । প্রচেতারাও সলিল মধ্য হইতে উত্থান করিলেন ।^{৪৯}

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ চতুর্দশ
 অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।



পরশর উবাচ ।

তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ ।
 অরক্ষামাণাবক্রুর্ভূবান্ প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ১ ॥
 নাশকস্মারতো বাতুং রতং খমভবদ্ ভ্রমৈঃ ।
 দশবর্ষসহস্রাণি ন শোকুশ্চেচ্ছিতুং প্রজাঃ ॥ ২ ॥
 তদ্ দৃষ্ট্বা জলনিষ্ক্রান্তাঃ সর্কে ক্রুদ্ধাঃ প্রচেতসঃ ।
 মুখেভো বায়ুমগ্নিঞ্চ তেহস্মজন্ জাতমন্যবঃ ॥ ৩ ॥
 উন্মূলানথ তান্ বৃক্ষান্ ক্রুত্বা বায়ুরশৌষয়ৎ ।
 তানগ্নিরদহদ্ ঘোরস্তত্রাভূদ্ ভ্রমসংক্ষয়ঃ ॥ ৪ ॥

পরশর কহিলেন । প্রচেতার যখন দশ সহস্র বৎসর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় (তাঁহাদের পিতা প্রাচীনবর্হি নারদের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক বনগমন করিয়াছিলেন, স্মৃতরাং তৎকালে) পৃথিবী রক্ষিত না হওয়াতে নানাবিধ রক্ষসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় সমুদায় প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।^১ আকাশমণ্ডল রক্ষাশাখায় আচ্ছন্ন হওয়াতে ঐ দশ সহস্র বৎসর (ভূপৃষ্ঠে) বায়ু বহিতে পারে নাই, প্রজাগণও নিশ্বাস প্রশ্বাস তাগ করিতে সমর্থ হয় নাই ।^২ অনন্তর যখন প্রচেতার সলিল গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন তাঁহারা পৃথিবীর দৈদৃশ্য অবস্থা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নির স্ফুটী করিলেন ।^৩ বায়ু, সমুদায় রক্ষ উন্মূলন করিয়া শুষ্ক করিল । পরে ঘোর অগ্নি সেই সমুদায় শুষ্ক রক্ষ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল । এই রূপে প্রায় সমস্ত রক্ষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে

দ্রুমক্ষয়মথো দৃষ্ট্বা কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু ।

উপগম্যত্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রজাপতীন্ ॥ ৫ ॥

কোপং যচ্ছত রাজানঃ ! শৃণুধ্বং বচো মম ।

সন্ধানং বঃ করিষ্যামি সহ ক্ষিতিকুহৈরহম্ ॥ ৬ ॥

রত্নভূতা চ কন্যায়ং বাক্ষ্যেয়ী বরবর্ণিনী ।

ভবিষ্যৎ জানতা পূর্বং ময়া গোভির্বিবর্দ্ধিতা ॥ ৭ ॥

মারিষা নাম নান্নৈষা বৃক্ষাণামিতি নির্মিতা ।

ভার্য্যা বোহস্তু মহাভাগা ধ্রুবং বংশবিবর্দ্ধিনী ॥ ৮ ॥

যুগ্মাকং তেজসোহর্দেন মম চার্দেন তেজসঃ ।

অসামুৎপৎসাতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥ ৯ ॥

মম চাংশেন সংযুক্তো যুগ্মতেজোময়েন বৈ ।

অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ১০ ॥

লাগিল ।^১ অনন্তর যখন প্রায় সমুদায় বৃক্ষই ভগ্নাবশেষ হইয়াছে, অল্প-
মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন উদ্ভিদগণের অধিপতি ভগবান্ সোম উপস্থিত
হইয়া সেই দশ জন প্রজাপতিকে কহিলেন ।^২ রাজগণ ! আপনারা ক্রোধ
পরিহার পূর্বক আমার বাক্য শ্রবণ করুন । আমি বৃক্ষগণের সহিত আপ-
নাদের সন্ধি স্থাপন করিব (মানস করিয়া আসিয়াছি) ।^৩ এই যে রত্নস্বরূপা
পরমসুন্দরী কন্যাটী দেখিতেছেন, এটা বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।
আমি পূর্বে ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে পারিয়াই জ্যোৎস্না দ্বারা ইহাকে পরি-
বর্দ্ধিত করিয়াছি ।^৪ বিধাতা বৃক্ষ হইতে এই কন্যাকে উৎপাদন করিয়াছেন ।
ইহার নাম মারিষা । আপনারা এই সুভাগা মারিষার পাণিগ্রহণ করুন ।
এই কন্যা হইতেই আপনাদের বংশ বৃদ্ধি হইবে ।^৫ আপনাদের অর্দ্ধেক
তেজোদ্বারা ও আমার অর্দ্ধেক তেজোদ্বারা এই কন্যাতে দক্ষ নামে বিদ্বান্
প্রজাপতি জন্ম পরিগ্রহ করিবেন ।^৬ অগ্নির সহিত যেমন অগ্নি মিলিত হয়,
তাহার ন্যায় আমার তেজের সহিত আপনাদের তেজ মিলিত হইয়া উৎপন্ন
হওয়াতে দক্ষ প্রজাপতি দ্বয় অপ্রত্যা হইয়া প্রজাবর্দ্ধি করিবেন ।^৭

কণ্ঠুর্নাম মুনিঃ পূর্ব্বমাসীদ্ বেদবিদাং বরঃ ।
 সুরম্যো গোমতীতীরে স তেপে পরমং তপঃ ॥ ১১ ॥
 তৎক্লেভায় সুরেন্দ্রেণ প্রমোচাখ্যা বরাঙ্গরাঃ ।
 প্রযুক্তা ক্লেভয়ামাস তদ্বিংশ সা শুচিস্মিতা ॥ ১২ ॥
 ক্লেভিতঃ স তয়া সার্কং বর্ষাণামধিকং শতম্ ।
 অতিষ্ঠন্-মন্দরদ্রোণ্যাং বিষয়ামন্তমানসঃ ॥ ১৩ ॥
 সা তং প্রাহ মহাত্মানং গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্ * ।
 প্রসাদসুমুখো ব্রজন্ ! অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥ ১৪ ॥

(একটা কন্যা ক্রমে দশ জনের ভাৰ্যা হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কারণ এই কন্যা মানুসী নহে, পরন্তু মহর্ষি কণ্ঠু হইতে অপ্সরার গর্ভে ইহার জন্ম। এই দেবী-হুহিতা মহর্ষি কণ্ঠুর তপঃপ্রভাবস্বরূপা। বিশেষতঃ বিষ্ণুর প্রসাদে দশ জাতীর এক পত্নী দোষাবহ হইবে না, অতএব এই কন্যার উৎপত্তি বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, অবগত করুন।)

পূর্ব্বকালে কণ্ঠু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি সমগ্র বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী। তিনি পরমরমণীয় গোমতী নদীতীরে সাতিশয় কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।^{১১} অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র (ভীত হইয়া) তাঁহার সমাধি ভঙ্গের নিমিত্ত প্রমোচা নামে নিকপম-রূপবতী অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন। মধুরহাসিনী সুরাঙ্গনা প্রমোচাও (বহুবিধ প্রলোভন দ্বারা অনায়াসে) সেই মহর্ষির মনোহরণ করিতে সমর্থ হইলেন।^{১২} মহর্ষিও সেই দিব্যাঙ্গনা কর্তৃক ছত্ৰচিত্ত হইয়া মন্দর পর্ব্বতের নিতম্ব দেশে এক শত বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল তাঁহার সহিত বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। (তিনি সমস্তোগস্থখে এতদূর আসক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে গত এক শত বৎসর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষাও অধিক বোধ হয় নাই।^{১৩}) অনন্তর একদা সেই দিব্যাঙ্গনা মহর্ষিকে কহিলেন, মহাত্মন! (বহু কাল হইল, আমি ডুতলে আসিয়াছি। এক্ষণে) দেবলোকে গমন করিতে বাসনা করি;

* গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্ ইতি পাঠান্তরম্।

তথৈবমুক্তঃ স মুনি-স্তস্যামাসক্তমানসঃ ।

দিনানি কতিচিদ্ ভদ্রে ! স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ১৫ ॥

এবমুক্তা ততস্তেন সাগ্রং বর্ষশতং পুনঃ ।

বুভুজে বিষয়াংশুস্বী তেন সার্কং মহাত্মনা ॥ ১৬ ॥

অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ ! ব্রজামি ত্রিদিবালয়ম্ ।

উক্তস্তয়েতি স মুনিঃ স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ১৭ ॥

পুনর্গতে বর্ষশতে সাধিকে সা শুভাননা ।

যামীত্যাহ দিবং ব্রহ্মন্ ! প্রণয়স্মিতশোভনম্ ॥ ১৮ ॥

উক্তস্তয়েবং স মুনিরুপগুহ্যায়তেক্ষণাম্ ।

প্রাহাস্যতাং ক্ষণং সুভ্রু ! চিরং কালং গমিষ্যসি ॥ ১৯ ॥

তচ্ছাপভীতা স্ত্রশ্রোণী সহ তেনর্ষিণা পুনঃ ।

আপনি প্রসন্ন মুখে অনুমতি প্রদান করুন ।^{১৪} মহর্ষি তৎকালে সেই দিব্য-
নীমন্ত্রিনীর প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎকর্তৃক এইরূপ
প্রার্থিত হইয়া উত্তর করিলেন যে, ভদ্রে ! আর কিছু দিন অবস্থিতি কর ।^{১৫}
সুরনারী প্রলোচন মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ
সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন এবং সেই মহাত্মার সহিত স্রক চন্দন প্রভৃতি
বিবিধ বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন ।^{১৬} (যখন শত বৎসর অপেক্ষাও
অধিক কাল গত হইল তখন) সেই দিব্যাজ্ঞনা পুনর্ব্বার কহিলেন, ভগবন্ !
আমি সুরপুরীতে যাইব, (রূপা করিয়া) অনুমতি প্রদান করুন । মহর্ষি এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আরো কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন ।^{১৭}
অনন্তর পুনর্ব্বার কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর অতীত হইলে সেই সুমুখী
অপ্সরা, প্রণয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন,
ব্রহ্মন্ ! এক্ষণে আমি দেবলোকে গমন করি, (অনুমতি প্রদান করুন ।)^{১৮}
মহর্ষি সেই আয়তলাচনা দিব্যাজ্ঞনার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়ভরে
গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি যাইলে ত শীঘ্র
আসিবে না, অতএব ক্ষণকাল অবস্থিতি কর ।^{১৯} মহর্ষির বাক্য লঙ্ঘন করিলে

শতদ্বয়ং কিঞ্চিদূনং বর্ষণামম্বতিষ্ঠত ॥ ২০ ॥
 গমনায় মহাভাগে দেবরাজনিবেশনম্ ।
 প্রোক্তঃ প্রোক্তস্তয়া তদ্ব্যং স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ২১ ॥
 তং সা শাপভয়াদ্ ভীতা দাক্ষিণ্যেন চ দক্ষিণা ।
 প্রোক্তা প্রণয়ভক্ত্যৰ্তি-বেদনী ন জহৌ মুনিম্ ॥ ২২ ॥
 তয়া চ রমতস্তস্য মহর্ষেষুদহর্নিশম্ ।
 নবং নবমভূৎ প্রেম মন্মথাবিফটেতসঃ ॥ ২৩ ॥
 একদা তু ত্বরাযুক্তো নিশ্চক্রামোটজান্-মুনিঃ ।
 নিষ্ক্রামন্তুঃ কুত্রেতি গম্যতে প্রাহ সা শুভা ॥ ২৪ ॥
 ইত্যুক্তঃ স তয়া প্রাহ পরিবৃত্তমহঃ শুভে ! ।

পাছে তিনি শাপ দেন, সুরসুন্দরী এই ভয়ে ভীতা হইয়া পুনর্বার প্রায় দুই শত বৎসর তাঁহার সহবাসে অবস্থিতি করিলেন,^{২০} পরন্তু তিনি দেবলোকে গমন করিবার নিমিত্ত যখনই প্রার্থনা করেন, তখনই সেই মহাত্মা মহর্ষি কিছু কাল থাকিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন ।^{২১} এই সুরসুন্দরী স্বভাবতই দাক্ষিণ্যগুণে অলঙ্কৃত ও দক্ষিণা * ছিলেন । বিশেষতঃ প্রণয়ভক্ত হইলে যে মন্মাস্তিক বেদনা ও দুঃসহ মনঃপীড়া হয়, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না, সুতরাং প্রণয়ভক্ত করিলে মহর্ষি সাতিশয় মনোব্যথায় আক্রান্ত হইয়া পাছে শাপ প্রদান করেন, এই ভয়ে ভীতা হইয়া তিনি মহর্ষিকে সহসা পরিত্যাগ করিতে বা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই ।^{২২} মহর্ষি নিরন্তর তাঁহার সহিত অহোরাত্র বিহার করিতে লাগিলেন । তিনি মন্মথ কর্তৃক একান্ত আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং দিন দিন তাঁহার নূতন নূতন প্রেম (নূতন নূতন আমোদ প্রমোদ) উদ্ভাবিত হইতে লাগিল ।^{২৩}

একদা মহর্ষি ত্বরান্বিত হইয়া উটজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন এমন সময়, সেই সুরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, (মহাশয় ! এত তাড়া তাড়ি)

* যে নায়িকা অন্য পুরুষে আসক্তা হইয়াও পূর্ব নায়কের প্রতি গৌরব প্রেম ভয় ও সঙ্কট পরিত্যাগ না করে তাহার নাম দক্ষিণা ।

সন্ধ্যোপাস্তিৎ করিষ্যামি ক্রিয়ালোপোহন্যথা ভবেৎ।২৫

ততঃ প্রহস্য মুদিতা তং সা প্রাহ মহামুনিম্ ।

কিমদ্য সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ ! পরিবৃত্তমহস্তব ? ॥ ২৬ ॥

বহনাং বিপ্র ! বর্ষাণাং পরিণামমহস্তব ।

গতমেতন্-ন কুরুতে বিস্ময়ং কস্য কথ্যাতাম্ ॥ ২৭ ॥

মুনিকুবাচ ।

প্রাতস্তু মাগতা ভদ্রে ! নদীতীরমিদং শুভম্ ।

ময়া দৃষ্টাসি তবদ্বি ! প্রবিষ্টা চ মমাশ্রমম্ ॥ ২৮ ॥

ইয়ঞ্চ বর্ত্ততে সন্ধ্যা পরিণামমহর্গতম্ ।

উপহাসঃ কিমর্থোহয়ং সদ্ভাবঃ কথ্যতাং মম ॥ ২৯ ॥

প্রমোচোবাচ ।

প্রভ্যবস্যাগতা ব্রহ্মন্ ! সত্যমেতন্-ন তে ম্ভা ।

কোথায় যাইতেছেন ? ২৫ মহর্ষি এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, স্তম্ভরি !
দিবাবসান হইয়াছে, এক্ষণে সন্ধ্যোপাসনা করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি।
এই সময় না যাইলে ক্রিয়ালোপ করা হইবে। ২৬ অপরূপ, মহর্ষির ঈদৃশ বাক্য
শ্রবণ পূর্বক প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া উপহাস পূর্বক কহিলেন,
ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ! অদ্য কি আপনকার দিবাবসান হইল ? ২৭ ব্রহ্মন্ ! শত শত
বৎসরের পরিণামে কি আপনকার এক দিন হইল ? ইহা শুনিলে কাহার
অন্তঃকরণে না বিস্ময়ের আবির্ভাব হইবে, বলুন। ২৮

মহর্ষি কহিলেন, স্তম্ভরি ! অদ্যই ত প্রাতঃকালে তুমি এই রমণীয় নদী
তীরে আগমন করিয়াছিলে ! পরে আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়া আমার
আশ্রমে আনয়ন করিয়াছি। ২৮ এক্ষণে দিবাভাগ অতীত হইয়াছে, সায়াংকাল
উপস্থিত ; অতএব তুমি কি অন্য উপহাস করিলে, আমার নিকট প্রকৃত
প্রস্তাবে বল। ২৯

প্রমোচা কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি যে বলিতেছেন, আমি প্রভ্যবে

কিন্তু দ্য তস্য কালস্য গতান্যদশতানি তে ॥ ৩০ ॥

সোম উবাচ ।

ততঃ সমাধ্বসো বিপ্র-স্তাং পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্ ।

কথ্যতাং ভীৰু ! কঃ কালস্তুয়া মে রমতঃ সহ ॥ ৩১ ॥

প্রমোচোবাচ ।

সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নববর্ষশতানি তে ।

মাংসাশ্চ ষট্ তথৈবান্যৎ সমতীতং দিনত্রয়ম্ ॥ ৩২ ॥

ঋষিরুবাচ ।

সত্যং ভীৰু ! বদস্যোতৎ পরিহাসমোহথ বা শুভে ! ।

দিনমেকমহং মন্যে ত্বয়া সার্কমিহাসিতম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রমোচোবাচ ।

বদিষ্যাম্যনৃতং ব্রহ্মন্ ! কথমত্র তবান্তিকে ।

বিশেষেণাদ্য ভবতা পৃষ্ঠা মার্গানুবর্তিনা ॥ ৩৪ ॥

আসিয়াছি, সে কথা যথার্থ বটে, মিথ্যা নহে, কিন্তু তাহার পর এক্ষণে শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে ।*

সোম কহিলেন, অনন্তর মহর্ষি সাধ্বস যুক্ত হইয়া সেই আয়তলোচনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্তুন্দরি ! অদ্য কত দিন হইল, আমি তোমার সহিত আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতেছি, বল ।*

প্রমোচা কহিলেন, মহর্ষে ! নয় শত সাত বৎসর ছয় মাস তিন দিন হইল (আমি আপনকার সহবাসে আছি ।)**

মহর্ষি কহিলেন, স্তুন্দরি ! তুমি কি সত্য বলিতেছ ? না পরিহাস করিতেছ ? আমার ত বোধ হইতেছে যে, আমি অদ্য একদিন মাত্র তোমার সহবাসে এখানে অবস্থিতি করিতেছি ।**

প্রমোচা কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি এ বিষয়ে আপনকার নিকট কি জন্য মিথ্যা কথা বলিব ? বিশেষতঃ অদ্য আপনি আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে

সোম উবাচ ।

নিশম্য তদ্ বচঃ সত্যং স মুনির্নৃপনন্দনাঃ ! ।

ধিঙ্ মাং ধিঙ্ মামতীবেষ্খং নিনিন্দাত্মানমাত্মনা ॥ ৩৫ ॥

মুনিরুবাচ ।

তপাংসি মম নষ্টানি, হতং ব্রহ্মবিদাং ধনম্ ।

হতো বিবেকঃ, কেনাপি যোষিম্মোহায় নিম্নিতা ! ॥ ৩৬ ॥

উর্দ্ধ্বঘটকাতীগং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মাত্মজয়েন মে ।

মতিরেষা হতা যেন, ধিক্ তং কামমহাঐহম্ ॥ ৩৭ ॥

ব্রতানি বেদবিদ্যাশ্চি-কারণান্যখিলানি চ ।

নরকগ্রামমার্গেণ সঙ্কেনাপহৃতানি মে ॥ ৩৮ ॥

বিনিন্দ্যেখং স ধর্মজ্ঞঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা ।

তাম্পরসমাসীনাম্বিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥

জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (ঈদৃশ স্থলে কি পরিহাস করা বা মিথ্যা কথা বলা হইতে পারে ?) ৩৪ ।

সোম কহিলেন, রাজকুমারগণ ! মহর্ষি, অম্পরীর সেই অবিতর্কিত বাক্য শ্রবণ করিয়া “আমাকে ধিক্, আমাকে ধিক্” এই বলিয়া পুনঃপুনঃ আপনি আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন । ৩৫ তিনি কহিলেন, হায় ! আমার সমুদায় তপশ্চা নষ্ট হইল ! যে ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের পরম ধন, তাহাও হারাইলাম ! হায় ! আমার সেই বিবেক কোথায় গেল ! হায় ! মোহানুকূলে নিম্বেপ করিবার নিমিত্ত কে এই স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছে ! ৩৬ আমি পূর্বে ইন্দ্రిয় জয় পূর্বক যে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জন করি, তদ্বারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, এই উর্দ্ধ্বঘটক অতিক্রম করিয়াছিলাম । এক্ষণে দুঃখচক্রে মদন আমার তৎসমুদায়ই নষ্ট করিল ! ৩৭ হায় ! যাহার সংসর্গ নরকবাসের পথস্বরূপ, আমি এতদিন সেই সংসর্গেই অবস্থিতি করিয়াছি ! যাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, আমি সেই সমুদায় ব্রতই ঐ কুসংসর্গে থাকিয়া পণ্ড করিলাম ! ৩৮ ধর্মজ্ঞ মহর্ষি, এই রূপে আপনাকে আপনি নিন্দা করিতে

গচ্ছ পাপে ! যথাকামং যৎ কার্য্যং তৎ কৃতং ত্বয়া ।
 দেবরাজস্য যৎকোভং কুর্কৃত্য ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥ ৪০ ॥
 ন ত্বাং করোম্যহং ভস্ম ক্রোধতীব্রেন বহিনা ।
 সতাং সাগুপদং মৈত্রমুষিতোহহং ত্বয়া সহ ॥ ৪১ ॥
 অথবা তব কো দোষঃ, কিং বা কুপ্যাম্যহং তব ।
 মমৈব দোষো নিতরাং, যেনাহমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥
 যয়া শত্রুপ্রিয়ার্থিন্যা ক্লুতো মে তপসো ব্যয়ঃ ।
 ত্বয়া, ধিক্ ত্বাং মহামোহমঞ্জুষাং সূজুগুপিতাম্ ॥ ৪৩ ॥

সোম উবাচ ।

যাবদিদং স বিশ্বর্ষি-স্তাং ব্রবীতি সুমধ্যমাম্ ।
 তাবদ্ গলৎ-শ্বেদজলা সা বভূবাতিবেপথুঃ ॥ ৪৪ ॥

লাগিলেন, পরে সেই অম্বরাকে সমীপে সমাসীনা দেখিয়া কহিলেন,^{১১}
 রে পাপীয়সি ! তুই হাব ভাব বিলাস প্রভৃতি বহুবিধ চেমটা দ্বারা আমার
 সমাধি ভঙ্গ করিয়া দেবরাজের অতিপ্রায় সিদ্ধি করিয়াছিস । এক্ষণে যেখানে
 ইচ্ছা, চলিয়া যা ।^{১২} আমি তীব্র ক্রোধান্বিত দ্বারা এখন তোকে ভস্মসাৎ
 করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিলাম না, কারণ একত্র সপ্ত পদ গমন করিলেই
 সাধুদিগের পরম্পর বন্ধুতা ও সম্ভাব জন্মিয়া থাকে । আমি তোর সঙ্গে বহু-
 কাল সহবাস করিয়াছি । (ইহাতে তোর প্রতি আমার স্নেহ সঞ্চার ও হই-
 য়াছে) ।^{১৩} অথবা তোর উপর আমার কোপ প্রকাশ করাই যথ্য, কারণ
 তোরই বা দোষ কি । আমি যখন জিতেন্দ্রিয় নহি, তখন এবিষয়ে আমারই
 সম্পূর্ণ দোষ, প্রকাশ পাইতেছে ।^{১৪} তুই মহামোহের মঞ্জুষা (পেটিকা)
 ও সাতিশয় ঘৃণার পাণ্ডী, তোকে ধিক্ । তুই দেবরাজের প্রিয় কার্য্য সম্পা-
 দনের জন্য আমার তপস্কা ধ্বংস করিলি !^{১৫}

সোম কহিলেন, সেই ব্রহ্মর্ষি, যে সময় এই বাক্য বলেন, তৎকালে সেই
 ক্ষীণমধ্যা দেবাজনা (ভয় হেতু অস্থিত পত্রের ন্যায় সাতিশয়) কাঁপিতে
 লাগিলেন, তাঁহার শরীর শ্বেদ জলে আত্ম হইয়া উঠিল ।^{১৬} অনন্তর যুনি

প্রবেশমাণাং সততং স্তম্ভগাত্রলতাং সতীম্ ।
 গচ্ছ গচ্ছেতি সক্রোধম্ উবাচ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৫ ॥
 সা তু নির্ভৎসিতা তেন বিনিক্রুয়া তদাশ্রমাৎ ।
 আকাশগামিনী স্বেদং মমার্জ্জ তরুপল্লবৈঃ ॥ ৪৬ ॥
 বৃক্ষাদ্ বৃক্ষং যযৌ বালা তদগ্রারুণপল্লবৈঃ ।
 নির্মার্জ্জমানা গাত্রাণি গলৎস্বেদজলানি বৈ ॥ ৪৭ ॥
 ঋষিণা যন্তদা গর্ভ-স্তম্ভা দেহে সমাহিতাঃ ।
 নির্জ্জগাম স রোমাচ্চ স্বেদরূপৌ তদঙ্গতঃ ॥ ৪৮ ॥
 তং বৃক্ষা জগৃহ্গর্ভম্ একং চক্রে তু মারুতঃ ।
 ময়া চাপ্যায়িতো গোতিঃ স তদা ববৃধে শনৈঃ ॥ ৪৯ ॥
 বৃক্ষাগ্রগর্ভসংভূতা মারিষাখ্যা বরানননা ।
 তাং প্রদাস্যন্তি কে বৃক্ষাঃ কোপ এব প্রশাম্যতাম্ ॥ ৫০ ॥

যখন দেখিলেন যে, প্রমোচা ভয়ে কাঁপিতেছেন, ও তদীয় অঙ্গযষ্টি ঘর্ষাক্ত হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধভরে কহিলেন, (পাপীয়সি!) দূর হ, (এখনই এ আশ্রম হইতে) দূর হ।^{১৫} প্রমোচা, মহর্ষি কর্তৃক এই রূপে ভৎসিতা হইয়া আশ্রম হইতে নির্গতা হইলেন এবং আকাশ পথে গমন করিতে করিতে তরুপল্লব দ্বারা স্বেদ জল যুচিতে লাগিলেন।^{১৬} সেই বালা যখন বৃক্ষের উপরিভাগ দিয়া আকাশ পথে গমন করেন, সেই সময় বৃক্ষের উপরি-ভাগস্থিত নবপল্লবসমূহ দ্বারা ঘর্ষজল-সিক্ত স্থায়ী শরীর মার্জনা করিতে লাগিলেন।^{১৭} ইতি পূর্বে মহর্ষি কণ্ডু, যে তাঁহাতে গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই গর্ভ তাঁহার শরীর হইতে লোমকুপ দ্বারা ঘর্ষরূপে নির্গত হইল।^{১৮} বৃক্ষেরা সেই গর্ভ গ্রহণ করিলে বায়ু তৎসমুদায় একত্র করিল। পূর্বে ঐ গর্ভ মদীয় চন্দ্রিকা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।^{১৯} এই সেই নিকপম-রূপবতী কন্যা, বৃক্ষাগ্র ধৃত গর্ভে জন্ম পরি-গ্রহ করিয়াছে। ইহার নাম মারিষা। বৃক্ষেরা আপনাদিগকে এই কন্যা সম্প্রদান করিবে, আপনারা ক্রোধ শাস্তি করুন।^{২০} এই কন্যাটী মহর্ষি

কণ্ডোরপত্যমেবং সা বৃক্ষেভ্যশ্চ সমুদাতা ।

মমাপত্যং তথা ধায়োঃ প্রমোচাতনয়া চ সা ॥ ৫১ ॥

স চাপি ভগবান্ কণ্ডুঃ ক্রীণে তপসি সত্তমঃ ।

পুরুষোত্তমাখ্যং মৈত্রেয় ! বিশেষায়তনং যযৌ ॥ ৫২ ॥

তত্রৈকাগ্রমতিভূত্বা চকারারাদনং হরৈঃ ।

ব্রহ্মপারময়ং কুর্ক্বান্ জপমেকাগ্রমানসঃ ।

উর্দ্ধ্বাবাহুর্মহাযোগী স্থিতিমৌ ভূপনন্দনাঃ ! ॥ ৫৩ ॥

প্রচেতস উচুঃ ।

ব্রহ্মপারং মুনৈঃ শ্রোতুম্ ইচ্ছামঃ পরমং স্তবম্ ।

জপতা কণ্ডুনা দেবো যেনারাধ্যত কেশবঃ ॥ ৫৪ ॥

কণ্ডুর সন্তান, অথচ বৃক্ষাণ্য হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে । (আমি ইহাকে চন্দ্রিকা দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছি, স্মৃতরাং) এটি আমারও ভূহিতা । (নানা বৃক্ষের নানা পল্লব হইতে বায়ু, গর্ত সৎগ্রহ করিয়াছিলেন, বলিয়া) বায়ুও ইহার পিতা । (প্রমোচা প্রথমতঃ গর্ত ধারণ করেন, স্মৃতরাং) এটি প্রমোচা-রও তনয়া হইতেছে ।^{৫১} এ দিকে সাধুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কণ্ডু, তপঃকর হইয়াছে, দেখিয়া পুরুষোত্তম নামক বিষ্ণু ধামে গমন করিয়াছেন ।^{৫২} রাজকুমারগণ ! সেই মহর্ষি, উক্ত পুরুষোত্তমে অবস্থিতি পূর্বক উর্দ্ধ্বাবাহু ও মহাযোগী হইয়া একাগ্র চিত্তে ব্রহ্মপার নামক * স্তব দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন এবং অন-ন্যদেয় হইয়া বিষ্ণুতে মনঃ সমাধান পূর্বক জপ করিয়া থাকেন ।^{৫৩}

প্রচেতারা কহিলেন, মহর্ষি কণ্ডু জপ করণ পূর্বক যে সকল ব্রহ্মপার অর্থাৎ বেদান্তান্বিতী স্তব দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছেন, তাহা অবগন করিতে ইচ্ছা করি ।^{৫৪}

* মহর্ষি কণ্ডু, প্রথম শ্লোকত্রয়দ্বারা বিষ্ণুর তত্ত্ব মিরপণ ও চতুর্থ শ্লোক দ্বারা রাগাদি দৌষোপশম প্রার্থনারূপ যে স্তুতিপাঠ করেন, তাহার নামই ব্রহ্মপার স্তব । কণ্ডুর এই ব্রহ্মপার স্তবদ্বারা অমতিদীর্ঘকাল ধর্মোই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন ।

সোম উবাচ ।

পারং পরং বিষ্ণুরপারপারঃ

পরঃ পরেভ্যঃ পরমার্থরূপী ।

স ব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ

পরঃ পরাণামপি পারংপারঃ ॥ ৫৫ ॥

স কারণং কারণতন্ততোহপি

তস্মাপি হেতুঃ পরহেতুহেতুঃ ।

কার্যেষু চৈবং সহ কর্মকর্তৃ-

রূপৈরশেষৈরবতীহ সর্বম্ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্ম প্রভুব্রহ্ম স সর্বভূতো-

ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোহসৌ ।

সোম কহিলেন । ভগবান্ বিষ্ণু এই সংসার বন্ধ্যের পর, অর্থাৎ নিরতি-
শয় (যে স্থান হইতে পুনরাবর্তন হয় না) পার, অর্থাৎ শেষ সীমা । তাঁহা
হইতে অপার সংসার সাগরের পার প্রাপ্ত হওয়া যায় । তিনি পর অর্থাৎ
অনন্ত আকাশাদি হইতেও পর অর্থাৎ অনন্ত । তিনি পরমার্থ অর্থাৎ
সত্যস্বরূপ ও পরমানন্দ স্বরূপ । তিনি বেদনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের
স্থলভ । তিনি পর অর্থাৎ অনাজড়ত (জড়) জগৎ প্রপঞ্চের অবধি-
স্বরূপ । তিনি ইন্দ্রিয়াদির পার, অর্থাৎ অগোচর নিকৃর্ণাধি পরমাত্মা ।
তিনি পার, অর্থাৎ পালক যে দেবরাজ পিতামহ প্রভৃতি, তাঁহাদিগেরও
পার, অর্থাৎ পালক । তিনি, জগতের কারণ, তাহার কারণ, তাহার
কারণ, তাহারও কারণ ; এই রূপে তিনি কারণমালায়ক হইতেছেন ।
আবার তিনিই কার্য্য, কার্য্যের কার্য্য, তাহার কার্য্য, তাহারও কার্য্য, এই রূপে,
কার্য্যমালায়ক, অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য মহৎ, মহতের কার্য্য অহংকার, অহ-
ংকারের কার্য্য একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্ত্রাত্ত্ব, পঞ্চতন্ত্রাত্ত্বের কার্য্য পঞ্চীকৃত ভূত-
পঞ্চক, পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড, তিনি এই সকল কার্য্যমালা
হইতে অভিন্ন । তিনি কোথাও নানাপ্রকার কর্ম্ম রূপে, কোথাও নানা-

ব্রহ্মাক্ষরং * নিত্যমজং স বিষ্ণুঃ

অপক্ষয়াদৈরথিলৈরসন্ধি ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মাক্ষরমজং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ ।

তথা রাগাদয়ো দোষাঃ প্রয়ান্ত প্রশমং মম ॥ ৫৮ ॥

সৌম উবাচ ।

এতদ্ ব্রহ্মপরাধাং বৈ সংস্রবং পরমং জপন্ ।

অবাপ পরমাং সিদ্ধিং সমারাধ্য স কেশবম্ ॥ ৫৯ ॥

ইয়ঞ্চ মারিষা পূর্বম্ অসীদ্ যা তাং ব্রবীমি বঃ ।

কার্য্যগৌরবমেতম্যাঃ কথনে ফলদায়ি বঃ ॥ ৬০ ॥

অপুত্রা প্রাগিয়ং বিষ্ণুং হৃতে ভর্ত্তরি সত্তমাঃ ! ।

প্রকার কর্ত্তরূপে নিখিল জগৎ পালন করিতেছেন।^{৫৭} তিনি ব্রহ্ম, অর্থাৎ নির্লিপ্ত হইয়াও প্রভু অর্থাৎ সর্বনিয়ন্তা। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও সর্বভূতময়। তিনি ব্রহ্ম হইয়াও প্রজাপালন করিতেছেন। তিনি অচ্যুত, অর্থাৎ অবয়্য। তিনি বিষ্ণু অর্থাৎ জগদ্ব্যাপী অথচ জন্মরহিত, ক্ষয়রহিত ও নিত্য ব্রহ্ম। তাঁহার পরিণাম, রুদ্ধি বা হ্রাস নাই।^{৫৮} সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণু যেমন জন্মরহিত ক্ষয়রহিত নিত্য বিশুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম, সেইরূপ তদেকাগ্রতা সংসাধন হেতু আমাতেও তৎস্বরূপের আবির্ভাব হওয়াতে আমারও সমুদায় রাগাদি দোষ উপশম হউক।^{৫৯}

সৌম কহিলেন, মহর্ষি কণ্ঠ, ব্রহ্মপার নামক এই পরমোৎকৃষ্ট শব্দ পাঠ পূর্বক জপ করিয়া ভগবান্ কেশবের আরাধনা করাতে পরম সিদ্ধি লাভ করি য়াছেন।^{৬০} এই মারিষাও পূর্ব জন্মে যেরূপ ছিল, তাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। কারণ, ইহার পূর্ব-রত্নান্ত শুনিলে তোমাদেরও পরিণয় কার্য্যে গৌরব অর্থাৎ সমাদর হইবে এবং তাহাতে তোমাদের বংশবিস্তার-রূপ শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারিবে।^{৬১}

এই মারিষা পূর্ব জন্মে এক মহাসৌভাগ্যশালিনী রাজমহিষী ছিলেন।

* ব্রহ্মাক্ষরং নিত্যমতি কেয়ুচিৎপুঙ্খকেষু দৃশ্যতে ।

ভূপপত্নী মহাভাগা তোষয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৬১ ॥

আরাধিত-স্তয়া বিষ্ণুঃ প্রাহ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ।

বরং বৃণীষেতি শুভা সা চ প্রাহাঅবাহিতম্ ॥ ৬২ ॥

ভগবন্ ! বালবৈধব্যাদ্ ব্রথাজন্মাহমীদৃশী ।

মন্দভাগ্যা সমুৎপন্না বিফলা চ জগৎপতে ! ॥ ৬৩ ॥

ভবন্ত পতয়ঃ শ্লাঘা মম জন্মনি জন্মনি ।

ত্বৎপ্রসাদাৎ তথা পুত্রঃ প্রজাপতিসমোহস্ত মে ॥ ৬৪ ॥

রূপসম্পৎসমায়ুক্তা সর্বস্যা প্রিয়দর্শনা ।

অযোনিজা চ জায়েয়ং ত্বৎপ্রসাদাদধোক্কজ ! ॥ ৬৫ ॥

সোম উবাচ ।

তয়েবমুক্তো দেবেশো হৃষীকেশ উবাচ তাম্ ।

ইহার সন্তান হয় নাই । বিবাহের কিছু কাল পরেই ইহার স্বামী পরলোক গমন করিলেন । রাজমহিষী বিধবা হইয়া অসাধারণ ভক্তিয়োগ দ্বারা বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন ।^{১১} অমন্তর ভগবান বিষ্ণু রাজমহিষীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, (বৎসে ! আমি তোমার ভক্তি ও আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত) বর প্রার্থনা কর । কল্যাণী রাজমহিষীও স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্বক কহিলেন,^{১২} ভগবন্ ! আমি বাল্য কালে বিধবা হইয়াছি । আমার জন্মই ব্রথা হইয়াছে । এই দেখুন, আমি কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছি । আমি অতি হতভাগিনী ! জগৎপতে ! এই জগতে আমার উৎপত্তিই বিফল হইয়াছে ।^{১৩} (এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থনা করি, যেন) জন্মে জন্মে আমি শ্লাঘ্য পতি সকল প্রাপ্ত হইতে পারি (এবং ঐ পতিগণের সহিত আমার বিচ্ছেদ না ঘটে) । আমার আর একটা প্রার্থনা এই যে, আপনার প্রসাদে আমার যেন প্রজাপতি তুল্য একটা পুত্র উৎপন্ন হয় ।^{১৪} অধোক্কজ ! (আমার তৃতীয় বর এই যে) আপনার প্রসাদে আমি যেন সকলের প্রিয়দর্শনা রূপ-সম্পন্ন ও অযোনিজা হইয়া জন্ম পরগ্রহ করি ।^{১৫}

প্রণামনম্রানুখ্যাপ্য বরদঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৬ ॥

দেবদেব উবাচ ।

ভবিষ্যন্তি মহাবীৰ্য্য্য একস্মিন্বেব জন্মনি ।

প্রখ্যাতোদারকৰ্ম্মাণো ভবত্যাঃ পতয়ো দশ ॥ ৬৭ ॥

পুত্রঞ্চ সুরমহাত্মানম্ অতিবীৰ্য্যপরাক্রমম্ ।

প্রজাপতিগুণৈর্যুক্তং ত্রয়বাম্ব্যসি শোভনে ॥ ৬৮ ॥

বংশানাং তস্য কর্তৃত্বং জগত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি ।

ত্রৈলোক্যমখিলং স্মৃতিস্তস্য চাপুরয়িষ্যতি ॥ ৬৯ ॥

অক্ষপাণ্যোনিজা সাদ্বী রূপৌদার্য্যগুণাবিতা ।

মনঃপ্রীতিকরী নৃণাং মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যসি ॥ ৭০ ॥

ইত্যুক্ত্বাস্তদধে দেব-স্তাং বিশালবিলোচনাম্ ।

স। চেয়ং নারিষা জাতা যুস্মৎপত্নী নৃপাত্মজাঃ ! *॥৭১॥

সোম কহিলেন । অনন্তর রাজমহিষী এই কথা বলিয়া সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিলেন । বরদ পরমেশ্বর হৃষীকেশও তাঁহাকে উত্থাপন পূর্বক কহিলেন ।*

দেবদেব কহিলেন, এক জন্মেতেই তোমার দশজন ভর্তা হইবেন । তাঁহাদের উদার কীর্ত্তি সর্বত্র বিখ্যাত থাকিবে । তাঁহার। মহাবীৰ্য্য-সম্পন্ন হইবেন ।* শোভনে ! তুমি একটা মহাতেজস্বী পুত্র লাভ করিবে । ঐ পুত্র, মহাত্মা ও অতুল-পরাক্রম-শালী হইবেন এবং প্রজাপতিতে যে সকল গুণ থাকে, তোমার সেই পুত্রেও সেই সমুদায় গুণ বিদ্যমান থাকিবে ।* এই জগতে সমুদায় বংশের উপরেই তোমার পুত্রের কর্তৃত্ব থাকিতে পারিবে । তাঁহার বংশে এই সমুদায় ত্রিলোক পুরিয়া যাইবে ।* তুমিও আমার প্রসাদে অযোনিজা সাদ্বী নিকপম-রূপবতী ও ঔদার্য্য-গুণ-সম্পন্ন হইবে । তোমাকে দেখিলে লোকের মনে প্রীতির উদয় হইবে ।* রাজপুত্রগণ ! বিষ্ণু, সেই বিশাল-লোচনা রাজমহিষীকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন । এক্ষণে

পরশর উবাচ ।

ততঃ সোমস্য বচনাৎ জগৃহ্ষ্তে প্রচেতসঃ ।
 সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্মেণ মারিষ্যাম্ ॥৭২॥
 দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ ।
 জজ্ঞে দক্ষো মহামোগো* যঃ পূৰ্ব্বং ব্রহ্মণোহভবৎ ॥৭৩॥
 স তু দক্ষো মহাভাগঃ স্মৃৎস্বার্থং স্তুমহামতে ! ।
 পুত্রান্ উৎপাদয়ামাস প্রজাস্মৃৎস্বার্থমাত্মনঃ ॥ ৭৪ ॥
 অচরাংশচ চরাংশৈশ্চ† দ্বিপদোহথ চতুষ্পদান্ ।
 আদেশাং ব্রহ্মণঃ কুর্স্বন্ স্মৃৎস্বার্থং সমুপস্থিতঃ ॥ ৭৫ ॥
 স স্মৃৎস্বা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদপ্যস্মজৎ স্ত্রিয়ঃ ।
 দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ॥ ৭৬ ॥

সেই রাজমহিষীই এই মারিষা নামে কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই কন্যাটী এক্ষণে তোমাদেরই পত্নী হইল।^{১১}

পরশর কহিলেন, অনন্তর দশপ্রচেতা, ভগবান্ সূর্য্যংশুর এই বাকা শ্রবণ করিয়া বৃক্ষগণের উপরি রোষাবেশ পরিহার পূর্ব্বক সেই মারিষা নামী কন্যাটীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।^{১২} পরে কিছু কাল গত হইলে দশ প্রচেতা হইতে মারিষার গর্ভে মহামোগী প্রজাপতি দক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এই দক্ষই পূর্ব্ব কল্পে ব্রহ্মার পুত্র রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।^{১৩} মহামতে! সেই মহাভাগ দক্ষ, প্রজাপতি ব্রহ্মার স্মৃতি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে এবং স্বীয় বংশ বিস্তার করিবার নিমিত্ত কতকগুলি পুত্র উৎপাদন করিলেন।^{১৪} পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্মৃতি করণে রূতসমুদ্রে হইয়া দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রাণী ও স্থাবর জঙ্গম সমুদায় স্মৃতি করিতে লাগিলেন।^{১৫} সেই দক্ষ মনোদ্বারা স্থাবর জঙ্গম স্মৃতি করিয়া পশ্চাৎ (বাইটী)

* মহাভাগঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† অবরাংশচ বরাংশৈশ্চ ইতি পাঠান্তরম্ ।

কালস্য নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবেণী

তাস্মৈ দেবাস্তথা দৈত্য্য নাগা গাব-স্তথা খগাঃ ॥৭৭॥

গন্ধৰ্ব্বাঙ্গরসশ্চৈব দানবাদ্যাশ্চ জড়িতৈঃ ।

ততঃ প্রভৃতি মৈত্রেয় ! প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ ॥ ৭৮ ॥

সঙ্কল্পাদ্ দর্শনাং স্পর্শাং পূর্বেযামভবন্ প্রজাঃ ।

তপোবিশেষৈঃ সিদ্ধানাং তদাত্যন্ততপস্বিনাম্ ॥৭৯॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

অঙ্গুষ্ঠাদ্ দক্ষিণাদ্ দক্ষঃ পূর্ব্বং জাতঃ শ্রুতং যয়া ।

কথং প্রাচেতসো ভূয়ঃ স সম্ভূতো মহায়ুনে ! ॥ ৮০ ॥

এব মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ ! স্মৃগহান্ হৃদি বর্জতে ।

যদ্ দৌহিত্রঃ স সোমস্য পুন্ঃ স্বশুরতাং গতঃ ! ॥৮১॥

কন্যা উৎপাদন করিলেন । তিনি ঐ কন্যাগণের মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, ও তেরটি কশ্যপকে দান করিলেন ।^{১০} তিনি, অশ্বিনী ভরিণী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি কন্যা শশধরকে দান করেন । চন্দ্রের এই অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি পত্নী কাল পরিমাণে নিযুক্ত আছেন । ইহাদের হইতে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, পক্ষী,^{১১} গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, ও দানব প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে । মৈত্রেয় ! এই অবধিই স্ত্রীপুরুষ সংযোগে পুত্র উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয় ।^{১২} (ইতি পূর্বে যদিও স্ত্রী পুরুষ সংযোগে সম্ভান হইয়াছে, তথাপি তৎকালে প্রায় অধিক পরিমাণে) সঙ্কল্প দ্বারা, দর্শন দ্বারা, বা স্পর্শন দ্বারা পুত্র জন্মিত । ফলতঃ পূর্ব্বকার লোকেরা সাতিশয় তপঃসিদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তপস্বী দ্বারাই পুত্রোৎপাদন করিতেন । (স্ত্রীপুরুষ-সংযোগের তাৎপর্য্য আবশ্যক হইত না) ।^{১৩}

মৈত্রেয় কহিলেন, মহর্ষে ! আমি শুনিয়াছিলাম যে, পূর্বে প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনি বলিলেন যে, তিনি দশ প্রচেতা হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ?^{১৪} ব্রহ্মন্ ! আমার অন্তঃকরণে আর একটি মহাসন্দেহ উপ-

• পরাশর উবাচ ।

উৎপত্তিষ্ঠ নিরোধষ্ঠ নিত্যৌ ভূতেষু সত্তম ! ।
 ঋষয়োহত্র ন মুহ্যন্তি যে চাত্র দিব্যচক্ষুযঃ ॥ ৮২ ॥
 যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে দক্ষাদ্যা মুনিসত্তমাঃ * ।
 পুনশ্চৈবং নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ৮৩ ॥
 কানিষ্ঠাং জ্যৈষ্ঠামপ্যেযাং পূৰ্ব্বং নাভূদ্ দ্বিজোত্তম ! ।
 তপ এব গরীয়োহভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্ ॥ ৮৪ ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধৰ্ব্বোৱগরক্ষসাম্ ।

স্থিত হইতেছে যে, দক্ষ, চন্দ্রের দৌহিত্র হইতেছেন, তিনি আবার কি প্রকারে তাঁহার শ্বশুর হইতে পারেন ? ৮১

পরাশর কহিলেন, সাধো ! প্রাণিদিগের উৎপত্তি ও নাশের প্রবাহ নিত্য । (সুতরাং সকলেই যথাসময়ে উৎপন্ন হইয়া কিছু কাল পরে লয় পাইতেছে) এ বিষয়ে দিব্য-চক্ষুঃ মহর্ষিরা আশ্চর্য্য বোধ করেন না । ৮২ মুনে! দক্ষ প্রভৃতি সকলেই যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন । পরে ইহার শ্বশুর নায় লয় প্রাপ্ত হন—অর্থাৎ পূৰ্ব্ব কল্পে যিনি দক্ষ বা যিনি চন্দ্র ছিলেন, এ কল্পেও তিনিই সেই দক্ষ বা চন্দ্ররূপে পুনর্বার আবির্ভূত হইয়াছেন । দক্ষ চন্দ্র প্রভৃতি সকলেই নিত্য । তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই আমরা জন্ম ও মৃত্যু বলিয়া নির্দেশ করিতেছি, সুতরাং দক্ষ ও চন্দ্রের জন্ম দ্বারা জ্যেষ্ঠতা বা কনিষ্ঠতা নাই । এ বিষয়ে বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা মুগ্ধ হন না (আশ্চর্য্য বোধও করেন না) । ৮৩ পূৰ্ব্বকালে বয়ঃক্রম দ্বারা কাহারো জ্যেষ্ঠতা বা কনিষ্ঠতা গণনা হইত না । যিনি সমধিক তপঃসম্পন্ন ও প্রভাবশালী হইতেন, তাঁহাকেই সকলে শ্রেষ্ঠ ও পূজা বলিয়া সম্মান করিত । ৮৪

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! দেবগণ, দানবগণ, গন্ধৰ্ব্বগণ, উরগগণ,

উৎপত্তিঃ বিস্তরেণেহ মম ব্রহ্মন্ ! প্রকীৰ্ত্তয় ॥ ৮৫ ॥

পরশর উবাচ ।

প্রজাঃ সৃজতি ব্যাদিষ্ঠঃ পূৰ্ব্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা ।

যথা সমর্জ ভূতানি তথা শৃণু মহামতে ! ॥ ৮৬ ॥

মানসানি তু ভূতানি পূৰ্ব্বং দক্ষোহসৃজৎ তদা ।

দেবানৃষীন্ সগন্ধর্কান্ অসুরান্ পন্নগাংস্তথা ॥ ৮৭ ॥

যদাস্য দ্বিজ ! মানসো নাভ্যবর্জিত তাঃ প্রজাঃ ।

ততঃ সঞ্চিন্ত্য স পুনঃ সৃষ্টিহেতোঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৮৮ ॥

মৈথুনে নৈব ধর্মেণ সিস্কুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অসিক্রীমাবহৎ কন্যাং বীরণস্য প্রজাপতেঃ ॥ ৮৯ ॥

সুতাং সুতপসা যুক্তাং মহতীং লোকধারিণীম্ ।

অথ পুত্রসহস্রাণি বৈরিণ্যাং পঞ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৯০ ॥

অসিক্র্যাং জনয়াস সর্গহেতোঃ প্রজাপতিঃ ।

রাক্ষসগণ, এ সমুদায়ের উৎপত্তি বিবরণ (বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া) বলুন । ৮৫

পরশর কহিলেন, মহামতে ! পূর্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে প্রজাপতি দক্ষ যে রূপে জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা (বলিতেছি) শ্রবণ কর । ৮৬ প্রথমতঃ প্রজাপতি দক্ষ, দেব, ঋষি, গন্ধর্ক, অসুর, পন্নগ প্রভৃতি মানসিক প্রজা সৃষ্টি করিলেন । ৮৭ দ্বিজবর ! অনন্তর যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মানসী প্রজার বৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি পুনর্বার অন্যবিধ সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৮৮ পরে তিনি, স্ত্রী পুরুষ সংযোগ দ্বারা নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া বীরণ নামক প্রজাপতির কন্যাকে বিবাহ করিলেন । ঐ কন্যার নাম অসিক্রী । ৮৯ ঐ কন্যা তপঃসম্পন্ন মহতী ও লোকধারিণী ছিলেন । অনন্তর সেই বীর্য্যবান্ প্রজাপতি দক্ষ, সৃষ্টির উদ্দেশে উক্ত বীরণকন্যা অসিক্রীতে পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন । এবং তিনি ঐ পঞ্চ সহস্র পুত্রকে অসু-

তান্ দৃষ্ট্বা নারদো বিপ্রঃ সংবিবর্দ্ধয়িস্বনু প্রজাঃ ।
সঙ্গম্য প্রিয়সংবাদো দেবর্ষির্বিদমব্রবীৎ ॥ ৯১ ॥

নারদ ঔবাচ ।

হে হর্যাস্থাঃ ! মহাবীৰ্য্যাঃ প্রজা যুয়ং করিষ্যথ ।
ঐদৃশো লক্ষ্যতে যত্তো ভবতাং ক্ষয়তামিদম্ ॥ ৯২ ॥
বালিশা বত যুয়ং বৈ নাস্যা জানীত বৈ ভুবঃ ।
অন্তরুর্দ্ধ্বমধশৈশ্বে কথং অক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ ? ॥ ৯৩ ॥
উর্দ্ধ্বং তিৰ্য্যগধশৈশ্বে যদাপ্রতিহতা গতিঃ ।
তদা কস্মাদ্ ভুবো নান্তং সৰ্ব্বং দ্রক্ষ্যথ বালিশাঃ ! ॥ ৯৪ ॥

পরশর উবাচ ।

তে তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রযাতাঃ সৰ্ব্বতো দিশম্ ।

মতি দিলেন যে, তোমরা প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও । অনন্তর একদা প্রিয়-
ভাবী মহর্ষি নারদ, তাঁহাদিগকে প্রজাবর্দ্ধনে অভিল্যায়ী দেখিয়া তাঁহাদের
সমীপে আগমন পূর্বক কহিলেন, ১১ (নারদ বলিলেন) অহে হর্যাস্থগণ !
দেখিতেছি, তোমরা মহাতেজস্বী । আমার বোধ হইতেছে, তোমরা প্রজা
সৃষ্টি করিবে এবং এক্ষণে তদ্বিষয়ে সাতিশয় যত্নবান হইয়াছ, পরন্তু (আমি
একটা কথা বলি) শ্রবণ কর । ১২ আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত (হইতেছি যে
তোমরা সৃষ্টি করণে উদ্যোগী হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমরা এই পৃথিবীর
পরিমাণ বিষয়ে) সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । এই পৃথিবীর উর্দ্ধ্ব দেশ, মধ্য দেশ ও
নিম্ন দেশের পরিমাণ কত, কিছুই জ্ঞান না, অতএব তোমরা কিরূপে প্রজা
সৃষ্টি করিতে পারিবে ? ১৩ আমি দুঃখিত হইলাম যে, তোমরা মূর্খের ন্যায়
কার্য্য করিতেছ, কারণ (আমি দেখিতেছি যে,) কি উর্দ্ধে, কি পার্শ্বে, কি
নিম্ন দেশে, পৃথিবীর সকল দিকেই তোমাদের গতি অপ্ৰতিহত অর্থাৎ
তোমরা যখন যে দিকে গমন করিতে ইচ্ছা কর, তখন সেই দিকেই অব্যাহত
গমন করিতে পার, অতএব তোমরা কিনিমিত্ত অগ্রে পৃথিবীর পরি-
মাণ-পরিজ্ঞানে যত্নবান না হইতেছ ১৪

পরশর কহিলেন, দক্ষতনয় হর্যাস্থগণ, দেবর্ষি নারদের তাদৃশ বাক্য

অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে * সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ৯৫ ॥

হর্যাস্থগণ নর্ঘেযু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ ।

বৈরিণামথ পুত্রাণাং সহস্রম্বজং প্রভুঃ ॥ ৯৬ ॥

বিবর্দ্ধয়িস্বস্তে তু শবলাশ্বাঃ প্রজাঃ পুনঃ ।

পূর্বোক্তং বচনং ব্রহ্মন্ ! নারদেন প্রচোদিতাঃ ॥ ৯৭ ॥

অনোহন্যমুচুস্তে সর্বৈ সম্যগাহ যহামুনিঃ ।

ভ্রাতৃণাং পদবী চৈব গন্তব্য্য নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥

জাত্বা প্রমাণং পৃথ্ব্যাশ্চ প্রজাঃ স্রক্ষ্যামহে ততঃ ।

তেহপি তে নৈব মার্গেণ প্রয়াতাঃ সর্বতো দিশম্ ।

অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ৯৯ ॥

শ্রবণ করিয়া (জগতের পরিমাণ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত চতুর্দিকে গমন করিলেন, পরন্তু নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইয়া পুনঃপ্রত্যাবর্ত্ত হয় না, তাহার ন্যায় তাঁহার অদ্যাপি আর ফিরিয়া আসিলেন না ।^{১৫} অনন্তর যখন প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষ দেখিলেন যে, তাঁহার পঞ্চ সহস্র পুত্র নিকর্দেশ হইল, তখন তিনি সেই বীরণতনয়াতেই পুনর্ব্বার সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন ।^{১৬} দক্ষের এই সহস্র তনয় শবলাশ্ব নামে বিখ্যাত হইলেন । ইহারও (পিতৃ অজ্ঞা অনুসারে) প্রজা রুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিলেন, পরন্তু একদা দেবর্ষি নারদ ইহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পূর্বে হর্যাস্থগণকে যে কথা বলিয়াছিলেন, ইহাদিগকেও সেই কথা বলিলেন ।^{১৭} তখন শবলাশ্বগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, (অহে ভাই !) দেবর্ষি ত উত্তম কথাই বলিতেছেন ? আমাদের ভ্রাতৃগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, আমাদেরও সেই পথের পথিক হওয়া উচিত, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই ।^{১৮} চল, আমরা অগ্রে পৃথিবীর পরিমাণ পরিজ্ঞাত হইয়া আসি, পশ্চাৎ প্রজাসৃষ্টি করা যাইবে । শবলাশ্বগণ (এই রূপ পরামর্শ করিয়া) পূর্বে ভ্রাতারা যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক চতুর্দিকেই

ততঃ প্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্থেবগে দ্বিজ ! ।

প্রয়াতো নশ্যতি তথা তন্ন কার্যং বিজানতা ॥১০০॥

তাংশ্চাপি নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ।

ক্রোধং চক্রে মহাভাগো নারদং স শশাপ চ ॥১০১॥

সর্গকামস্ততো বিদ্বান্ স মৈত্রেয় ! প্রজাপতিঃ ।

যষ্টিং দক্ষোহসৃজৎ কন্যা বৈরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥১০২॥

দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।

সপ্তাবিংশতি সোমায় চতশ্রোহরিষ্টনেমিনে ॥ ১০৩ ॥

দ্বৈ চৈব বহুপুত্রায় দ্বৈ চৈবান্ধিরসে তথা ।

দ্বৈ কুশাশ্বায় বিদুর্ষে তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ১০৪ ॥

অরুন্ধতী বসুধামা লম্বা ভানুর্মরুত্বতী ।

প্রস্থান করিলেন । নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবমানা হইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাহৃত হয় না, তাহার ন্যায় ইহারাও অদ্যাপি কিরিয়া আসিলেন না । ১০০ ব্রহ্মন ! এই অবধি যদি কোন ব্যক্তি ভ্রাতার অন্থেবগে গমন করে, তাহা হইলে প্রায়ই নষ্ট হয় ; অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তির কখন এরূপ করেন না । ১০১ অনন্তর মহাভাগ প্রজাপতি দক্ষ (অনন্তর-জাত শবলাশ্ব নামক) পুত্রগণকেও নিকন্দেশ হইতে দেখিয়া মাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দেবর্ষি নারদকে শাপ দিলেন (যে, রে মূঢ় ! তুই আমার ছয় সহস্র পুত্রকে নিকন্দেশ করিয়া দিলি, অতএব এই ত্রিলোকীর মধ্যে কোন ব্যক্তিই তোকে স্থান দান করিবে না, যেখানে তোর অধিষ্ঠান হইবে, সেই খানেই কলহ হইতে থাকিবে, স্মৃতরাং লক্ষ্মী সেই স্থান অচিরাৎ পরিত্যাগ করিবেন এবং কলহাধারা অলক্ষ্মী আসিয়া সেখানে বাস করিবেন ।) ১০২ মৈত্রেয় ! শুনিয়াছি বিদ্বান্ প্রজাপতি দক্ষ, পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া সেই বীরগতনয়াতেই বাইট্টী কন্যা উৎপাদন করিলেন । ১০৩ তিনি ধর্মকে দশটি, কশ্যপকে তেরটি, চন্দ্রকে সাতাশটি, অর্ষিষ্টনেমিকে চারিটি, ১০৪ বহুপুত্রকে দুইটি, অন্ধিরাকে দুইটি, ও বিদ্বান্ কুশাশ্বকে দুইটি কন্যা দান করিলেন ! এই কন্যাগণের

সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ তা দশ ॥ ১০৫ ॥
 ধর্মপত্ন্যা দশ ত্বৈতাস্তদপত্যানি মে শৃণু * ।
 বিশ্বদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত ॥ ১০৬ ॥
 মরুত্বত্যা মরুত্বন্তো বসোন্তু বসবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৭ ॥
 ভানোহস্ত ভানবঃ পুত্রা মুহূর্ত্তায়াং মুহূর্ত্তজাঃ ।
 লম্বায়াশ্চৈব ঘোমোহথ নাগবীথী তু যামিজা ॥ ১০৮ ॥
 পৃথিবীবিষয়ং সর্বম্ অরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত ।
 সঙ্কল্পায়ান্ত সর্বায়া জজ্ঞে সঙ্কল্প এব তু ॥ ১০৯ ॥
 যে ত্বনেকবসুপ্রাণা দেবা জ্যোতিঃপুরোগমাঃ ।
 বসবোহর্কৌ সমাখ্যাতা-শ্তেবাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥ ১১০ ॥
 আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোহনলঃ ।
 প্রতুষশ্চ প্রভাবশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১১ ॥

নাম (কীর্তন করিতেছি) শ্রবণ কর । ১০৫ অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, এই দশটি ১০৬ কন্যা ধর্মের পত্নী হন । ইহাদের গর্ভে যে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, ১০৭ মরুত্বতী হইতে মরুত্বগণ, বসু হইতে বসুগণ, ১০৮ ভানু হইতে ভাদিত্যগণ, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তজগণ, লম্বা হইতে ঘোম, ও যামী হইতে নাগবীথী (দেব যান-বীথ্যভি-মানিনী দেবতা) উৎপন্ন হইয়াছেন । ১০৯ এই পৃথিবীতে যা কিছু বস্তু দেখিতেছ, সমুদায়ই অরুন্ধতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । সর্বায়া সঙ্কল্প, সঙ্কল্পার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন । ১১০ পৃক্কোল্লিখিত বসুগণ, নানাপ্রকার তেজঃসম্পন্ন । তাঁহাদের মধ্যে পাবক প্রধান । তাঁহাদের সংখ্যা অষ্ট, বলিয়া কথিত আছে । তাঁহাদের বিবরণ বিস্তারিত রূপে বলিতেছি (শ্রবণ কর ।) ১১১ আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রতুষ

আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শান্তো ধ্বনিস্তথা ।
 ব্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥১১২॥
 সোমস্য ভগবান্ বর্চা বর্চস্বী যেন জায়তে ।
 ধরস্য পুত্রো দ্রুগিণো হুতহব্যবহস্তথা ॥ ১১৩ ॥
 মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোহথ বরুণস্তথা ।
 অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ ॥১১৪॥
 অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য চ ।
 অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্ত শরস্তম্বে ব্যজায়ত ॥ ১১৫ ॥
 তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ ।
 অপত্যং কুন্তিকানাস্ত কান্তিকেষ ইতি স্মৃতঃ ॥ ১১৬ ॥
 প্রতু বস্য বিদুঃ পুত্রমু স্মাষিং নাম্নাথ দেবলম্ ।
 দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনৌবিণৌ ॥ ১১৭ ॥
 বৃহস্পতেস্ত ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী ।

ও প্রভাস, এই আটটি অষ্ট বস্তুর নাম।^{১১১} (ইঁহাদের মধ্যে) আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শান্ত ও ধ্বনি। ব্রুবের পুত্র, লোকসংহর্তা ভগবান্ কাল।^{১১২} সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চা। ইঁহা হইতে লোকে বর্চস্বী অর্থাৎ কান্তিকৃত পুরুষ হইয়া থাকে। পর হইতে মনোহারার গর্ভে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাদের নাম অবিণ, হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ। অনিলের ভার্য্যার নাম শিবা। ঐ শিবার গর্ভে অনিল হইতে মনোজব^{১১৩} ও অবিজ্ঞাতগতি এই দুইটি পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করে। অগ্নির পুত্র কুমার। তিনি শরস্তম্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।^{১১৪} শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিনটি, কুমারের কনিষ্ঠ ভাতা। কুমার, কুন্তিকাগণ কর্তৃক পুত্র রূপে পালিত হওয়াতে কান্তিকেষ এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।^{১১৫}

প্রতাবের পুত্র মহর্ষি দেবল। দেবলের দুইটি পুত্র জন্মে। ঐ দুইটি পুত্রই বিদ্বান্ ও ক্ষমাশীল।^{১১৬} মহর্ষি বৃহস্পতির এক ভগিনী ছিলেন।

যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎস্মমস্তা বিচরত্বাত ॥ ১১৮ ॥

প্রভাসস্য তু সা ভার্যা বসুনাং অষ্টমস্য চ ।

বিশ্বকর্মা মহাভাগন্তুস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥ ১১৯ ॥

কর্তা শিল্পমহত্মাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ ।

ভূষণানাঞ্চ সর্কেষাং কর্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥ ১২০ ॥

যঃ সর্কেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ ।

মনুয্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্প্যং মহাত্মনঃ ॥ ১২১ ॥

তস্য পুত্রাস্তু চত্বার-স্তেষাং নামানি মে শৃণু ।

অজৈকপাদহিত্রধ্বস্তৃফা রুদ্রশচ বুদ্ধিমান্ ।

ত্বষ্টুশ্চাপ্যাত্মজঃ পুত্রৌ বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥ ১২২ ॥

হরশচ বলরূপশচ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ ।

ব্রহ্মকপিশচ শম্ভুশচ কপর্দী রৈবতস্তথা ॥ ১২৩ ॥

তিনি স্ত্রীলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ব্রহ্মচারিণী ও যোগসিদ্ধা হইয়াছিলেন । তিনি সংসারে আসক্তা না হইয়া (বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক) সমুদায় ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করেন ।^{১১৮} প্রভাস নামক অষ্টম বসু, এই রহস্যপূর্ণ-ভগিনীকে বিবাহ করিলেন । ইঁহার গর্ভে মহাভাগ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হইল ।^{১১৯} বিশ্বকর্ম্মা, সহস্র সহস্র শিল্প কার্যের স্রষ্টিকর্তা ও দেবতাদিগের শিল্পকার । ইনি সমুদায় শিল্পিদিগের শ্রেষ্ঠ ও সমুদায় অলঙ্কারের স্রষ্টিকর্তা ।^{১২০} ইনি সমুদায় দেবতাকেই এক একটা ব্যোমযান নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন । এক্ষণে মনুয্যগণ, এই মহাত্মা কর্তৃক স্রষ্ট শিল্প দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতেছে ।^{১২১} বিশ্বকর্ম্মার চারি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ইঁহাদের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । অজৈকপাদ্, অহিত্রধ্ব, ফা ও কদ্র । ইঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান্ । ইঁহাদের মধ্যে ফা হইতে মহাযশা বিশ্বরূপ উৎপন্ন হইলেন ।^{১২২} (এই ত্বষ্টার আত্মজ কদ্র, একাদশ অংশে বিভক্ত হন । সেই একাদশ অংশের নাম)—হর, বলরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, ব্রহ্মকপি, শম্ভু, কপর্দী, রৈবত,^{১২৩} মৃগবাহ, শর্ক ও

মৃগবাধশ্চ শর্করশ্চ কপালী চ মহামুনে ! ।

একাদশৈতে প্রথিতা * রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ১২৪ ॥

শতং ত্বেবং সমাখ্যাতং রুদ্রাণামমিতৌজসাম্ ।

অদিতির্দিতির্দনুঃ কালো অরিষ্ঠা সুরসা তথা ॥ ১২৫ ॥

সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা ।

কক্রমু'নিশ্চ ধর্মজ্ঞ ! তদপত্যানি মে শৃণু ॥ ১২৬ ॥

পূর্বমবন্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন্ সুরোত্তমাঃ ।

তুবিতা নাম তেহন্যোন্যমুচুর্বৈবস্বতেহন্তরে ॥ ১২৭ ॥

উপস্থিতেহতিযশসশ্চাক্ষুষ্যান্তরে মনোঃ ।

সমবায়ীকৃতাঃ সর্কে সমাগম্য পরম্পরম্ ॥ ১২৮ ॥

আগচ্ছত দ্রুতং দেবা অদিতিং সংপ্রবিশ্য বৈ ।

মবন্তরে প্রসূয়াম-স্তম্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি † ॥ ১২৯ ॥

কপালী । মহামুনে ! এই একাদশ কক্র ত্রিভুবনের ঈশ্বর বলিয়া বিখ্যাত
আছেন ।^{১২৪} ই'হাদের তেজ অপরিমিত ও অসংখ্যপ্রকার । (ধর্ম-ভার্যা-
দিগের বংশ কথিত হইল, এফণে কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর নাম কীর্তন
করিতেছি, যথা)—অদিতি, দিতি, দনু, কালো, অরিষ্ঠা, সুরসা,^{১২৫} সুরভি,
বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কক্র ও যুনি । (এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে
কশ্যপ বিবাহ করিয়াছিলেন ।) ধর্মজ্ঞ ! ই'হাদের গর্ভে যে সকল সন্তান
জন্মিয়াছেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{১২৬} পূর্ব মবন্তরে অর্থাৎ চাক্ষুষ মনুর
অধিকার কালে তুবিতা নামে যে দ্বাদশটি প্রধান দেবতা ছিলেন, তাঁহারা
সেই যশস্বী চাক্ষুষ মনুর অধিকারের অবসান কালে স্বায়ম্ভুব মবন্তর উপস্থিত
হইবার উপক্রম দেখিয়া সকলে একত্র মিলিত হইলেন, এবং পরস্পর
বলাবলি করিতে লাগিলেন যে,^{১২৮} অহে দেবগণ ! আইস শীঘ্র অদিতির

* কথিতা ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† শ্রেয়ো ভবেদিত্তি ইতি পাঠান্তরম্ ।

এবমুক্তা তু তে সর্কে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ।
 মারীচাৎ কশ্যপাৎ জাতা-শ্চে দিত্যা দক্ষকন্যায়া ॥১৩০॥
 তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব চ ।
 অর্যমা চৈব ধাতা চ ত্র্যম্ব। পুষা তথৈব চ ॥ ১৩১ ॥
 বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ ।
 অংশো ভগশ্চাদিতিজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥১৩২॥
 চাক্ষুষস্যান্তরে পূৰ্বম্ আসন্ যে তুষিতাঃ সুরাঃ ।
 বৈবস্বতেহন্তরে তে বৈ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥১৩৩॥
 সপ্তবিংশতি যাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্নোহথ স্মৃত্তাঃ ।
 সর্কা নক্ষত্রযোগিন্য-সুন্নাম্যশৈব তাঃ স্মৃতাঃ ॥১৩৪॥
 তাসামপত্যান্যভবন্ দীপ্তান্যমিততেজসা * ।

গর্ভে প্রবেশ পূর্বক এই উপস্থিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জন্ম পরিগ্রহ করা
 যাউক। ইহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে, (আমরা পুনর্বার দেবাধিকার
 প্রাপ্ত হইতে পারিব।) ১২০ চাক্ষুষ মনুর অধিকার সময়ে তুষিত নামক
 দেবগণ পরম্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া মারীচিসন্তান কশ্যপের ঔরসে
 দক্ষকন্যা আদিতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ১৩০ এই তুষিত নামক
 দ্বাদশ দেবতার মধ্যে প্রথমতঃ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র জন্মিলেন। অনন্তর
 অর্যমা, ধাতা, ত্র্যম্ব।, পুষা, ১৩১ বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ,
 উৎপন্ন হইলেন। আদিতির এই দ্বাদশ পুত্রের নাম দ্বাদশ আদিত্য। ১৩২
 পূর্বে চাক্ষুষ মনুর অধিকার সময়ে যে দ্বাদশ দেবতা তুষিত নামে বিখ্যাত
 ছিলেন, তাঁহুরাই এই বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া
 বিখ্যাত হইয়াছেন। ১৩৩

আমি পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, চন্দ্র, সপ্তবিংশতি দক্ষকন্যার
 পরিগ্রহন করেন। এই সাতাইশটি কন্যাই সুশীলা এবং ইঁহারা সক-

• দীপ্তান্যমিততেজসা ইত্যত্র দীপ্তিমন্ত্যমিততেজসা ইতি, দীপ্তান্যমিততেজসঃ ইতি
 চ পাঠান্তরম্ ।

অরিষ্টনেমিপত্নীনাম্ অপত্যানীহ যোড়শ ॥ ১৩৫ ॥

বহুপুত্রস্য বিদুষ-শতশ্চে বিদ্যাতঃ স্মৃতাঃ ।

প্রত্যঙ্গিরসজাঃ শ্রেষ্ঠা ঋচো ব্রহ্মর্ষিসংক্লৃতাঃ ॥ ১৩৬ ॥

ক্লৃশাশ্বস্য তু দেবর্ষেদেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ ।

এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি ॥ ১৩৭ ॥

সর্ষে দেবগণাস্থাত ! ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু ছন্দজাঃ ।

তেষামপীহ সততং নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে ॥ ১৩৮ ॥

যথা সূর্য্যস্য মৈত্রেয় ! উদয়াস্তময়াবিহ ।

লেই অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র রূপে ও নক্ষত্র নামে বিখ্যাত হই-
য়াছেন । ১৩৫ ই হাদের গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা সক-
লেই অসীম তেজঃপুঞ্জ দ্বারা দীপ্তিশালী । প্রজাপতি দক্ষ অরিষ্টনেমিকে
যে চারিটি কন্যা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গর্ভে ষোলটি পুত্র জন্ম
গ্রহণ করেন । ১৩৬ বিদ্বান্ বহুপুত্র যে দুইটি দক্ষকন্যাকে বিবাহ করেন,
তাঁহাদের গর্ভে বিদ্যাৎ নামে কন্যাচতুষ্টয় উৎপন্ন হন* । অঙ্গিরা যে
দুইটি দক্ষকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতে ব্রহ্মর্ষিসংক্লৃত
শ্রেষ্ঠ ঋক্ সকল (“যাৎ কল্পয়ন্তি” ইত্যাদি পঞ্চত্রিংশৎ মন্ত্রাভিমানী
দেবতারা) উৎপন্ন হইলেন । ১৩৭ দেবর্ষি ক্লৃশাশ্ব যে দুই কন্যা বিবাহ
করেন, তাঁহাদের হইতে দেবান্ত্রসকল উদ্ভূত হইল । এই সকল দেবতা
সহস্র যুগ অন্তর এক একবার জন্ম পরিগ্রহ করেন । ১৩৮ এই সকল
দেবতা প্রধানতঃ ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যা (অর্থাৎ অষ্টবহু, একাদশ কল্প, দ্বাদশ
আদিভ্যাং প্রজাপতি ও বশট্কার এই তেত্রিশটি প্রধান দেবতা ।) ই হারা
শ্বেচ্ছানুসারে জন্ম পরিগ্রহ করাতে ই হাদের প্রতি জন্ম মৃত্যু শব্দ সত্তত

* কপিলা, অতিলোহিতা, পীতা ও সিতা, বিদ্যাৎ এই চারি প্রকার । জ্যোতিঃ-
শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কপিলা বিদ্যাৎ হইতে কড় হয়, অতিলোহিতা বিদ্যাৎ হইতে
গীত্যাভিগম্য প্রকাশ হয়, পীতা বিদ্যাৎ প্রকাশ হইলে, বুদ্ধি হয়, সিতা বিদ্যাৎ দৃষ্ট
হইলে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

এবং দেবনিকায়ান্তে সংভবন্তি যুগে যুগে ॥ ১৩৯ ॥

দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যাপাদিতি নঃ শ্রুতম্ ।

হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ দুর্জয়ঃ ॥ ১৪০ ॥

সিংহিকা চাতবৎ কন্যা বিপ্রচিভেঃ পরিগ্রহঃ ।

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ ॥ ১৪১ ॥

অনুহ্লাদশ্চ হ্লাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বুদ্ধিমান্ ।

সংহ্লাদশ্চ মহাবীৰ্য্য * দৈত্যবংশবিবৰ্দ্ধনাঃ ॥ ১৪২ ॥

তেষাং মধ্যে মহাভাগ ! সৰ্ব্বত্র সমদৃগ্ বশী ।

প্রহ্লাদঃ পরমাং ভক্তিং য উবাহ জনার্দনে ॥ ১৪৩ ॥

দৈত্যেন্দ্রদীপিতৌ বহিঃ সৰ্ব্বাঙ্গোপচিতৌ দ্বিজ ! ।

ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ১৩৮ টেম্বরে ! সূর্য যেমন প্রতিদিন উদিত ও অস্ত-
মিত হন, সেইরূপ এই সকল দেবগণও যুগে যুগে আবির্ভূত (ও তিরো-
হিত) হইয়া থাকেন । ১৩৯

(অতঃপর দিতির বংশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।) শুনিয়াছি, কশ্য-
পের ঔরসে দিতির গর্ভে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । একটির নাম
হিরণ্যকশিপু ও আর একটির নাম হিরণ্যাক্ষ । এই দুই ভ্রাতাই দুর্জয় । ১৪০
(দিতির গর্ভে এই দুই পুত্র বাতীত আর একটি) কন্যাও জন্মিয়াছিল । এই
কন্যার নাম সিংহিকা । বিপ্রচিতি, সিংহিকার পাণিগ্রহণ করিলেন ।
হিরণ্যকশিপুর চারিটি পুত্র জন্মে । তাঁহার চারি ভ্রাতাই ভাসীম তেজো-
দ্বারা বিখ্যাত হন । ১৪১ তাঁহাদের নাম—অনুহ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও সং-
হ্লাদ । ইঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান, বীৰ্য্যবান্ ও দৈত্যকুলের বংশধর । ১৪২

মহাভাগ ! হিরণ্যকশিপুর এই পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রহ্লাদ জিতেস্ত্রিয়
ও সৰ্ব্বত্র সমদর্শী ছিলেন । তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি সাতিশয় ভক্তি
করিতেন । ১৪৩ ব্রহ্মন ! একদা দৈত্যরাজ, তাঁহার সৰ্ব্বাঙ্গে অগ্নি জ্বালিয়া

* অনুহ্লাদশ্চ হ্লাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বুদ্ধিমান্ । সংহ্লাদশ্চ মহাবীৰ্য্য ইতি পাঠো
বহু পুঙ্খকেন লভ্যতে ।

ন দদাহ চ যং বিপ্র ! বাসুদেবে হৃদি স্থিতে ॥ ১৪৪ ॥

মহাৰ্ণবাস্তঃসলিলে স্থিতস্য চলতো মহী ।

চচাল সকল্য যস্য পাশবদ্ধস্য ধীমতঃ ॥ ১৪৫ ॥

ন ভিন্নং বিবিত্ধৈঃ শৈশ্চর্য্যস্য দৈত্যৈশ্চপাতিতৈঃ ।

শরীরমদ্রিকঠিনং সৰ্ব্বত্রাচ্যুতচেতসঃ ॥ ১৪৬ ॥

বিষানলোজ্জ্বলমুখা যস্য দৈত্যৈশ্চোদিতাঃ ।

নান্তায় সৰ্পপতয়ো বভূবুরুরুতেজসঃ ॥ ১৪৭ ॥

শৈলৈরাক্রান্তদেহোহপি যঃ স্মরন্ পুরুষোত্তমৃ ।

তত্যাজ নাঅনঃ প্রাণান্ বিষু স্মরণদংশিতঃ ॥ ১৪৮ ॥

পতন্তমুচ্চাদবনি-ৰ্যমুপেত্য মহামতিমৃ ।

দধার দৈত্যপতিনা ক্ষিপ্তং স্বৰ্গনিবাসিনা ॥ ১৪৯ ॥

দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে ভগবান্ বাসুদেব নিরন্তর অবস্থিতি করাতে অগ্নি তাঁহাকে দক্ষ করিতে পারে নাই ।^{১৪৪} একদা দৈত্যরাজ, সেই ধীমান্ প্রহ্লাদকে রজ্জু দ্বারা বদ্ধন করিয়া মহাসাগরের সলিলে নিক্ষেপ করেন । (তাঁহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল না, প্রত্যুত সাগর গর্ভে) তিনি চলিত হইলে সমগ্রা পৃথিবীও বিচলিত হইতে লাগিল ।^{১৪৫} অনন্তর দৈত্যরাজ, নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার সৰ্ব্ব শরীরে আঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃ-করণ ভগবান্ অচ্যুতে একান্ত আসক্ত থাকাতে শরীর পৰ্ব্বতের ন্যায় কঠিন হইল, অস্ত্রাঘাতে খণ্ডিত হইল না ।^{১৪৬} একদা দৈত্যোজ্জ্বলিতমুখা, তথাপি তাহার। তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না ।^{১৪৭} অনন্তর দৈত্যপতি, স্মরণ শরীরোপরি কতকগুলি শৈল চাপাইয়া দিলেন । তিনিও (সে সময় একাধিক ভাবে ভগবান্) পুরুষোত্তম বিষুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং ঐ বিষু স্মরণ রূপ তন্ত্রব্রাণে রক্ষিত হওয়াতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন না, (আঘাত প্রাপ্তও হইলেন না) ।^{১৪৮} একদা দৈত্যরাজ, পৰ্ব্বত-শিখরে দণ্ডা-

যস্য সংশোধকো বায়ুর্দেহে দৈত্যোদ্ভ-যোজিতঃ ।
 অবাপ সংক্ষয়ং সদ্যশ্চিত্তস্থে মধুসূদনে ॥ ১৫০ ॥
 বিবাণভঙ্গমুন্মত্তা মদহানিঞ্চ দিগ্গজাঃ ।
 যস্য বক্ষঃস্থলে প্রাপ্তা দৈত্যোদ্ভ-পরিণামিতাঃ ॥ ১৫১ ॥
 যস্য চোৎপাদিতা ক্লৃতা দৈত্যরাজপুরোহিতৈঃ ।
 বভূব নান্তায় পুরা গোবিন্দাসক্তচেতসঃ ॥ ১৫২ ॥
 শম্বরস্য চ মায়ানাং সহস্রমতিমায়িনঃ ।
 যস্মিন্ প্রযুক্তং চক্রেণ ক্লৃষ্যস্য বিতথীকৃতম্ ॥ ১৫৩ ॥
 দৈত্যোদ্ভ-সুদোপহৃতং যন্তু হালাহলং বিষম্ ।
 জরয়ামাস মতিমান্ অবিকারমমৎসরী ॥ ১৫৪ ॥

য়মান হইয়া সেই মহামতি প্রহ্লাদকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু (ভগ-
 বতী) বহুক্ষুরা তাঁহাকে উচ্চদেশ হইতে নিপতিত হইতে দেখিয়া স্মরণ গিয়া
 অগ্রসর হইয়া ধারণ করিলেন ।^{১৫০} এক সময় দৈত্যপতি, (তাঁহার বিনাশ
 সাধনের উদ্দেশে) তদীয় শরীরে সংশোধক বায়ু প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু
 মধুসূদন তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিতি করাতে ঐ বায়ু তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত
 হইল ।^{১৫১} অনন্তর উন্নত দিগ্গজগণ, দৈত্যরাজ কর্তৃক শিক্ষিত ও অনুমত
 হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে দস্তাঘাত করিল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের দন্ত ও অহ-
 কার চূর্ণ হইয়া গেল ।^{১৫২} পরে দৈত্যরাজ তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত অভিচার
 করিতে পুরোহিতগণকে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহারমন ভগবান্ গো-
 বিন্দে একান্ত আসক্ত থাকাতে মৃত্যু হইল না ।^{১৫৩} অনন্তর অতিশয় মায়াবী
 শম্বর নামকদৈত্য, তাঁহার নিধনের নিমিত্ত সহস্র সহস্র মায়ী বিস্তার করিতে
 লাগিল, কিন্তু সে সমস্ত মায়াই বিষ্মুচক্র প্রভাবে বিফল হইয়া গেল ।^{১৫৪}
 একদা দৈত্যোদ্ভের আজ্ঞানুসারে তাঁহার পাচকগণ, সেই মাৎসর্যশূন্য সূমতি
 প্রহ্লাদকে, (খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিতকরিয়া) হালাহল * প্রদান করিয়া-

* হিমালয়ে হলাহলা নামে একটা নদী আছে। পূর্বকালে ঐ নদীতীরে অতি ভীক
 বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হইত। ঐ বিষবৃক্ষ বিসের মানই হলাহল বা হালাহল বিষ।

সমচেতা জগত্যান্মিন্ যঃ সর্বেষেব জন্তুযু ।
 যথাঅনি তথান্যত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ ॥ ১৫৫ ॥
 ধর্মাভ্যা সত্যশৌচাদি-গুণানামাকরন্তথা ।
 উপমানমশেষাণাং সাধূনাং যঃ সদাভবৎ ॥ ১৫৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

‘ছিল, পরন্তু ঐ (সর্বজীবন-সংহারক ভয়ঙ্কর) বিষে তাঁহার কিছুমাত্র বিকার
 হইল না । তিনি অনায়াসেই তাহা জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ।’^{১৫৫} যাহা
 হউক (ধর্মাভ্যা প্রম্লাদ যে কেবল ভগবান্ বিষ্ণুর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কাল
 যাপন করিতেন, এরূপ নহে, কারণ) তিনি জগতের সমস্ত প্রাণীকেই সমান
 দৃষ্টিতে দেখিতেন । (কাহারো প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ছিল না ।) তিনি
 আপনাকে যেরূপ প্রিয় বোধ করিতেন, পরকেও তদ্রূপ ভাল বাসিতেন ।
 সকলের প্রতিই তাঁহার বন্ধুবৎ ব্যবহার ছিল ।^{১৫৬} তিনি সর্বদা পরম
 ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ ও শৌচাদি গুণের আকর এবং সমুদায় সাধুরন্দের
 উপমা ছিলেন ।^{১৫৭}

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ পঞ্চদশ
 অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতো ভবতা বংশো মানবানাং মহামুনে ! ।
কারণঞ্চাস্য জগতো বিষণ্ণুরেব সনাতনঃ ॥ ১ ॥
যচ্চৈতদ্ ভগবানহ, প্রহ্লাদং দৈত্যসত্তমম্ ।
দদাহ নাগ্নিনীর্নাস্তৈশ্চ ক্ষুণ্ণস্ততাজ জীবিতম্ ॥ ২ ॥
জগাম বসুধা ক্ষোভং প্রহ্লাদে সলিলে স্থিতে ।
বন্ধবন্ধে বিচলতি বিক্ষিপ্তাঙ্গৈঃ সমাহতা ॥ ৩ ॥
শৈলৈরাক্রান্ত-দেহোহপি ন মমার চ্যুৎ পুরা ।
ঐবৈবাতীব মাহাত্ম্যং কথিতং যস্য ধীমতঃ ॥ ৪ ॥
তস্য প্রভাবমতুলং বিশ্লেষণমতো মুনে ! ।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ঋষি, উত্তানপাদ প্রভৃতি মনুজ-দিগের বংশ বিবরণ কহিলেন এবং ইহাও বাক্ত করিলেন যে, সনাতন-বিষ্ণুই এই জগতের কারণ ।^১ পরন্তু আপনি বলিলেন যে, অগ্নি, দৈত্যকুল-তিলক প্রহ্লাদকে দগ্ধ করিতে পারে নাই এবং অস্ত্রাঘাতেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই ।^২ যে সময় দৈত্যরাজ তাঁহাকে বন্ধন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, তৎকালে সলিল মধ্যে তাঁহার অঙ্গ-বিক্ষেপ দ্বারা বসুন্ধরা আহতা হইয়া বিচলিত হইয়াছিল ।^৩ তাঁহার শরীর শৈলসমূহে আক্রান্ত হইলেও তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন নাই । আপনি সেই ধীমান্ প্রহ্লাদের অসীম

শ্রোতুমিচ্ছামি যস্মৈ তৎ চরিতং দীপ্ততেজসঃ ॥ ৫ ॥
 কিং নিমিত্তমসৌ শস্ট্রৈ-বিক্রতো দিত্তিজৈর্মুনে ! ।
 কিমর্থঞ্চাক্সিসলিলে নিক্ষিপ্তো ধর্মতৎপরঃ ? ॥ ৬ ॥
 আক্রান্তঃ পর্বতৈঃ কস্মাৎ ? কস্মাদ্ভ্যো মহোরগৈঃ ? ।
 ক্ষিপ্তঃ কিমদ্রিশিখরাৎ ? কিং বা পাবকসঞ্চয়ে ? ॥ ৭ ॥
 দিগ্‌দন্তিনাং দন্তভূমিং স চ কস্মান্নিরূপিতঃ ? ।
 সংশোধকোহনিলশচাস্য প্রযুক্তঃ কিং মহাসুরৈঃ ? ॥ ৮ ॥
 কৃত্যঞ্চ দৈত্যগুরবো যুযুজুস্তত্র কিং ? মুনে ! ।
 শম্বরশ্চাপি মায়ানাং সহস্রং কিং প্রযুক্তবান্ ? ॥ ৯ ॥
 হালাহলং বিষমহো ! দৈত্যাস্তদৈর্মহাত্মনঃ ।
 কস্মাদ্‌দত্তং বিনাশায় ? যদ্‌জীর্ণং তেন ধীমতা ॥ ১০ ॥

মহাত্মা কীর্তন করিলেন । মহর্ষে ! যে প্রহ্লাদের ঈদৃশ অদ্ভুত চরিত, সেই দীপ্ততেজা মহাত্মার অতুল প্রভাব ও (অসামান্য) বিষ্ণুভক্তি অবগণ করিতে ইচ্ছা করি । মুনে ! দৈত্যেরা কি নিমিত্ত তাঁহার শরীরে শস্ত্রাঘাত করিয়াছিল ? তিনি ধার্মিকশ্রেষ্ঠ হইয়াও কি নিমিত্ত সাগরসলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ? তিনি কি নিমিত্ত শৈল দ্বারা আক্রান্ত হন ? ভীষণ বিষধরগনই বা কি নিমিত্ত তাঁহাকে দংশন করে ? তিনি কি নিমিত্ত পর্বতশিখর হইতে নিক্ষিপ্ত হন ? দৈত্যরাজ, কিজনাই বা তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে কেলিয়া দিয়াছিলেন ? দিগ্‌গজগণ, কিজনা তাঁহাকে দন্তদ্বারা কলিয়াছিল ? অসুরেরা কি কারণে তাঁহার প্রতি শোষণক বায়ু প্রয়োগ করে ? মহর্ষে ! দৈত্যগুণগণ কিজনা তাঁহার বধে কৃতসঙ্কপ হইয়া ক্ষতিচার মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন ? শম্বর নামক দৈত্যই বা কি উদ্দেশে তাঁহার সংহারার্থ সহস্র সহস্র মায়া বিস্তার করে ? ধীমান্ মহাত্মা প্রহ্লাদ, হালাহল বিষ জীর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কি নিমিত্ত দৈত্যরাজের পাচকেরা তাঁহার বধ সাধনে কৃতনিষ্ঠ হইয়া (খাদ্যত্রয়ের সহিত) এই বিষ প্রদান

এতৎ সৰ্ব্বং মহাভাগ ! প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ।

চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি মহামাহাত্ম্যাসুচকম্ ॥ ১১ ॥

ন হি কৌতূহলং তত্র যদ্দৈতৈত্যৰ্হতো হি সঃ ।

অনন্য-মনসো বিবেকঃ শক্লোতি নিপাতনে ? ॥ ১২ ॥

তস্মিন্ ধৰ্ম্মপরে নিত্যং কেশবাবোধনোদ্যতে ।

স্ববংশপ্রভবৈদৈত্যাঃ কর্তুং দ্বৈষোহতিদুষ্করঃ ॥ ১৩ ॥

ধৰ্ম্মাত্মনি মহাভাগে বিষুভক্তে বিমৎসরে ।

দৈতেতৈঃ প্রহতং যস্মাৎ তন্-মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৪ ॥

প্রহরন্তি মহাত্মানো বিপক্ষা অপি নেন্দ্রশে ।

গুণৈঃ সমন্বিতে সাধৌ কিং পুনর্যঃ স্বপক্ষজঃ ॥ ১৫ ॥

করিয়াছিল ? মহাত্মন! মহাভাগ প্রহ্লাদের এই সঙ্গদায় চরিত অবগ
করিতে বাসনা করি, কারণ ইহা দ্বারা তাঁহার মহামাহাত্ম্য অবগত হইতে
পারিব । দৈত্যগণ যে তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই, সে বিষয়ে
আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বোধ করি না, কারণ যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভগবান্
বিষ্মুতে একান্ত আসক্ত থাকে, কোন ব্যক্তিই তাহার ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়
না ।^{১২} পরন্তু (আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে যে,) প্রহ্লাদ, যদিও নিরন্তর
ধৰ্ম্মপরায়ণ ও বিষ্মুর আরাধনায় নিয়ত নিরত ছিলেন, তথাপি তদ্বংশীয়
দৈত্যেরা কি জন্য তাঁহার প্রতি দ্বেষ (ও শত্রুতাচরণ) করে ? এরূপ হওয়া
অতি দুর্ঘট ।^{১৩} প্রহ্লাদ, ধৰ্ম্মাত্মা মহাত্মা বিষুভক্ত ও মাৎসর্য্য-বিবর্জিত
ছিলেন ।^{১৪} ঈদৃশ অবস্থায় দৈত্যেরা কি জন্য তাঁহাকে প্রহার করে, অনুগ্রহ
করিয়া বলুন ।^{১৫} মহাত্মা ব্যক্তির, বিপক্ষ হইলেও এতাদৃশ-গুণসম্পন্ন সাধু
ব্যক্তির উপর অত্যাচার করিতে পারেন না, পরন্তু আত্মীয় ব্যক্তির। যে এরূপ
আচরণ করে, তাহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । (এই পৃথিবীতে
যিনি অলোকসামান্য গুণ-সম্পন্ন ও অসাধারণ ধার্মিক হন, সকলেই
তাঁহার প্রতি ভক্তি, ভক্তি ও আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন । এই
রূপ গুণ-পক্ষপাতী হওয়া জ্ঞানবান্ জীবমাত্রেরই প্রকৃতি । পরন্তু অসাধারণ

তদেতৎ কথ্যতাং সৰ্বং বিস্তরান্-মুনিসত্তম ! ।

দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

গুণবান্ পরমধার্মিক প্রহ্লাদ যে, পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিদ্বেষ-ভাজন হইলেন, তাহাতে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে ।) ১৬ অত-এব মহর্ষে ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বিস্তারিত রূপে বলুন, কারণ দৈত্যকুল-তিলক প্রহ্লাদের সমুদায় চরিত অবগণ করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে । ১৭

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশে ষোড়শ
অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।



পরাশর উবাচ ।

মৈত্রেয় ! শ্রুয়তাং সম্যক্ চরিতং তস্য ধীমতঃ ।
 প্রহ্লাদস্য সদোদার-চরিতস্য মহাত্মনঃ ॥ ১ ॥
 দিতেঃ পুত্রো মহাবীর্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ।
 ত্রৈলোক্যং বশমানিন্যে ব্রহ্মণে বরদর্পিতঃ ॥ ২ ॥
 ইন্দ্রত্বমকরোৎ দৈত্যঃ স চাসীৎ সবিতা স্বয়ম্ ।
 বায়ুরগ্নিরপাং নাথঃ সোমশ্চাত্ত্বন্-মহাসুরঃ ॥ ৩ ॥
 ধনানামধিপঃ সোহভূৎ স এবাসীৎ স্বয়ং যমঃ ।
 যজ্ঞভাগানশেষাংস্ত স স্বয়ং বুভুজেহসুরঃ ॥ ৪ ॥
 দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য তৎ-ত্রাসাৎ মুনিসত্তম ! ।
 বিচেক্ষুরবনৌ সর্কে বিভ্রাণা মানুষীং তনুম্ ॥ ৫ ॥

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! নিম্নত উদারচরিত ধীমান্ মহাত্মা প্রহ্লাদে-
 দেব সাধু চরিত (কীর্তন করিতেছি) শ্রবণ কর ।^১ পূর্বকালে দিতির পুত্র
 মহাবীৰ্য্য হিরণ্যকশিপু, পিতামহ-দত্ত বরে গর্ভিত হইয়া ত্রিলোক বশীভূত
 করিলেন ।^২ সেই মহাসুর দৈত্যরাজ, (দেবরাজকে পদচ্যুত করিয়া) স্বয়ং
 ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন এবং আপনিই দিবাকর বায়ু অগ্নি বরুণ নিশাকর,
 ইহাদের অধিকার গ্রহণ করিলেন ।^৩ তিনি, ধনাধিপতি কুবের ও যমকে
 তাড়াইয়া দিয়া আপনিই তাঁহাদের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং (সমুদায়
 দেবগণকে দেবলোক হইতে দূর করিয়া দিয়া) আপনিই সমুদায় যজ্ঞভাগ
 গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।^৪ মহামুনে ! দেবগণ তাঁহার ভয়ে ভীত
 হইয়া সুরলোক পরিত্যাগ পূর্বক মাঘস দেহ ধারণ করিয়া অবনীতলে পরি-

জিত্বা ত্রিভুবনং সৰ্ব্বং ত্রৈলোক্যেশ্বর্য্য-দর্পিতঃ ।
 উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈ-বুভুজে বিষয়ান্ প্রিয়ান্ * ॥ ৬ ॥
 পানাসক্তং মহাত্মানং হিরণ্যকশিপুং তদা ।
 উপাসাঞ্চত্রিরে সৰ্ব্বৈ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-পন্নগাঃ ॥ ৭ ॥
 অবাদয়ন্ জগুচ্চান্যে জয়শব্দানথাপরে ।
 দৈতরাজস্য পুরত-শত্রুঃ সিদ্ধা মুদান্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
 তত্র প্রনৃত্যাপ্সরসি স্ফটিকাভ্রময়েহসুরঃ ।
 পপৌ পানং মুদা যুক্তঃ প্রাসাদে স্তমনোহরে ॥ ৯ ॥
 তস্য পুত্রো মহাভাগঃ প্রজ্ঞাদো নাম নামতঃ ।
 পপাঠ বালপাঠ্যানি গুরুগেহে গতৌর্ভকঃ ॥ ১০ ॥
 একদা তু স ধর্ম্মাত্মা জগাম গুরুণা সহ ।
 পানাসক্তস্য পুরতঃ পিতৃদৈত্যপতেস্তদা ॥ ১১ ॥

ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।* তিনি সমুদায় ত্রিভুবন সম্পূর্ণ রূপে পরাজয়
 করিয়া ত্রৈলোক্যের একাদিপত্য পাওয়াতে গর্বিতান্তঃকরণে গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক
 স্তুয়মান হইয়া (অকু চন্দন বনিতা প্রভৃতি) রমণীয় বিষয় সকল ভোগ
 করিতে আরম্ভ করিলেন ।* অদ্বুত-প্রভাব হিরণ্যকশিপু যখন পানাসক্ত হই-
 তেন, তখন সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণ তাঁহার উপাসনা করিত, এবং তৎ-
 কালে সিদ্ধগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রজ্ঞাস্তঃকরণে তাঁহার সম্মুখে গান
 করিত, কেহ বা বাদ্য বাজাইতে প্রবৃত্ত হইত, কেহ কেহ জয় শব্দ উচ্চারণ
 করিত ।* যে সময় সেই দৈতরাজ, ভ্রমর ও স্ফটিকময় মনোহর প্রাসাদে
 অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রফুল্ল হৃদয়ে সুরাপান করিতেন, তৎকালে অঙ্গরোগণ
 তাঁহার নিকট নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইত ।*

তাঁহার পুত্র মহাভাগ প্রজ্ঞাদ যখন নিতান্ত শিশু ছিলেন, তখন তিনি
 গুরুগৃহে অবস্থিতি করিয়া বালকের পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন ।* একদা

পাদপ্রণামাবনতং তমুখাপ্য পিতা স্মৃতম্ ।

হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্ ॥ ১২ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

পঠ্যতাং ভবতা বৎস ! সারভূতং স্মৃতামিতম্ ।

কালেনৈনৈবত্যা যৎ তে সদোদয়ুক্তেন শিক্ষিতম্ ॥ ১৩ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

শ্রীযতাং তাত ! বক্ষ্যামি * সারভূতং তবাজ্ঞয় ।

সমাহিতমনা ভূত্বা যন্-মে চেতস্যবস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥

অনাদিমধ্যান্তমজম অবুদ্ধিক্ষয়মুচ্যতম্ ।

প্রণতোহস্মি মহাত্মানং সৰ্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৫ ॥

পরশর উবাচ ।

এবং নিশম্য দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনঃ ।

বিলোক্য তদ্-গুরুং প্রাহ স্ফুরিতাধরপল্লবঃ ॥ ১৬ ॥

দৈত্যপতি সুরাপানে আসক্ত আছেন, এমত সময় তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ গুরুর সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন করিলেন ।^{১১} সেই অসীম-তেজঃসম্পন্ন প্রহ্লাদ, ভূমিষ্ঠ হইয়া পাদবন্দনা করিলে হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন,^{১২} বৎস ! তুমি এত দিন নিয়ত পরিশ্রম করিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহার সার বাক্য পাঠ কর, (শ্রবণ কর) ।^{১৩}

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ ! আমি যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহার মধ্যে যাহা সার আছে, তাহা আমার অন্তঃকরণে নিয়ত জাগরুক-স্মৃতিয়াছে । এক্ষণে আপনকার আজ্ঞানুসারে সেই সার কথা বলিতেছি, আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন ।^{১৪} যাহার আদি মধ্য বা অন্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ যিনি পরিচ্ছেদাতীত ; যাহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয়

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

ব্রহ্মবন্ধো ! কিমেতৎ তে ? বিপক্ষস্তুতি-সংহিতম্ ।

অসারং ঐহিতো বালো মামবজ্জায় দুৰ্দ্ধতে ! ॥ ১৭ ॥

গুরুকুবাচ ।

দৈত্যেশ্বর ! ন কোপস্য বশমাগন্তুমহিসি ।

মমোপদেশজনিতং নায়ং বদতি তে স্মৃতঃ ॥ ১৮ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

অনুশাস্তোহসি কেনেদৃক্ ? বৎস ! প্রহ্লাদ ! কথ্যতাম্ ।

মমোপদিষ্টং নেত্যেয প্রব্রবীতি গুরুস্তব ॥ ১৯ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ ।

তমূতে পরমাৰ্হ্মানং তাত ! কঃ কেন শাস্যতে ॥ ২০ ॥

নাই, বিনাশ নাই; যিনি নিখিল কারণকলাপেরও কারণ; সেই মহাত্মাকে নমস্কার ।^{১৫}

পরিশর কহিলেন । দৈত্যরাজ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন । তাঁহার অধরপল্লব কম্পিত হইতে লাগিল । নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,^{১৬} (হিরণ্যকশিপু কহিলেন,) রে ব্রাহ্মণাধম ! রে দুৰ্দ্ধতে ! এ তোর কিরূপ রীতি ? তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার শিশু সন্তানকে বিপক্ষের স্তবরূপ অসার শিক্ষা দিয়াছিস্ ?^{১৭}

গুরু কহিলেন, দৈত্যরাজ ! ক্রোধের বশীভূত হইবেন না । আপনকার পুত্র যেরূপ বলিতেছে, আমি এরূপ উপদেশ দিই নাই ।^{১৮}

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, বাছা প্রহ্লাদ ! তোমার গুরু বলিতেছেন যে, ‘আমি এরূপ উপদেশ দিই নাই ।’ অতএব কে তোমাকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছে, বল ।^{১৯}

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতা ! যিনি অখিল জগতের জ্ঞান দান করিয়া-

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

কোহয়ং বিষুঃ ? সুদুর্বুদ্ধে ! যৎ ত্রবীষি পুনঃ পুনঃ ।
জগতামীশ্বরস্যেহ পুরতঃ প্রসভং মম ॥ ২১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন শক্যগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্ ।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষুঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

পরমেশ্বরসংজ্ঞোহস্ত ! কিমন্যো মম্যবস্থিতে ।
তবাস্তি ? মর্তুকামস্ত্বং প্রত্নবীষি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩ ॥
প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং তাত ! মম প্রজানাং

স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষুঃ ।

থাকেন, সেই ভগবান্ বিষু নিরন্তর হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন ! সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি জ্ঞান দান সমর্থ হইতে পারে ? ২০

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, রে দুর্বুদ্ধে ! আমি জগতের ঈশ্বর, তুই আমার সম্মুখে নিঃশরু চিত্তে পুনঃপুনঃ যাহার নাম করিতেছিস, সেই বিষু কে ? ২১

প্রহ্লাদ কহিলেন, যোগীরা যাহার পরম পদ ধ্যান করিয়া থাকেন ও যাহার পরম পদ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিবার শক্তি নাই। যিনি অমন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অমুপ্রবিষ্ট হন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও অধিষ্ঠাতা, তিনিই পরমেশ্বর ও বিষু । ২২

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, রে মূর্খ ! আমি থাকিতে আর কোন্ ব্যক্তি তোর পরমেশ্বর ? আমার বোধ হয়, তোর মৃত্যু কামনা হইয়াছে, নচেৎ কেন তুই পুনঃপুনঃ এক্রপ কথা বলিতেছিস । ২৩

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ ! সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষু যে কেবল আমারই পরমেশ্বর, এক্রপ নহে, কারণ তিনি সমুদায় জীবের, এমন কি আপনকারও

ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ

প্রসীদ, কোপং কুরুষে কিমর্থম্? ॥ ২৪ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

প্রবিষ্টিঃ কোহস্যা হৃদয়ে দূর্বৃদ্ধৈরতিপাপক্লং ।

যেনেদৃশান্যাসাধুনি বদত্যাবিষ্টিমানসঃ ॥ ২৫ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ন কেবলং মদহৃদয়ং স বিষ্ণুর্-

আক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ ।

স মাং হৃদাদীংশ্চ পিতঃ ! সমস্তান্

সমস্ত-চেষ্টাস্থ যুনক্তি সর্ব্বগঃ ॥ ২৬ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

নিক্ষাম্যতাময়ং দুর্ঘটঃ শাস্যতাক্ষ গুরোগৃহে ।

যোজিতো দুর্ঘমতিঃ কেন বিপক্ষবিতথাস্তুতো ॥ ২৭ ॥

ধাতা, বিধাতা ও পরমেশ্বর। অতএব পিতঃ! কি জন্য অন্যায় কোপ করিতেছেন, প্রসন্ন হউন। ২৪

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, (দেখিতেছি) এই বালকের দুর্বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ! এবং (বোধ হয়) কোন্ পাশায় ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। কারণ এই দুর্ঘটাত্মা, তদাবিষ্টি-হৃদয় হইয়া ঈদৃশ অসাধু বাক্য প্রয়োগ করিতেছে ! ২৫

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! সেই বিষ্ণু যে কেবল আমার হৃদয়েই অবস্থিতি করিতেছেন, এরূপ নহে, কারণ তিনি সকল লোকেই অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বগত, তিনি আমাকে, আপনাকে এবং সমুদায় লোকেই কার্যাবিশেষে বিনিয়ুক্ত করিতেছেন অর্থাৎ তিনি জীবগাত্রে-রই প্রযুক্তি নিরুক্তির কারণ। ২৬

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, এই দুর্ঘট দুর্ঘটাত্মাকে বাহির করিয়া দাও, ইহাকে পুনর্ব্বার গুরু গৃহে রাখিয়া উত্তম রূপে শাসন কর। বোধ হয়, কোন্ দুর্ঘটাত্মা

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তে স তদা দৈত্যৈ-নীতো গুরুগৃহং পুনঃ ।

জগ্ৰাহ বিদ্যামনিশং গুরুশুশ্রবণোদ্যতঃ ॥ ২৮ ॥

কালেহীতে চ মহতি প্রহ্লাদমসুরেশ্বরঃ ।

সমাহূয়াত্রবীৎ, পুত্র ! গাথা কাচিৎ প্রণীয়তাম্ ॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতৎ চরাচরম্ ।

কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষুঃ প্রসীদতু ॥ ৩০ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

দুরাত্মা বধ্যতামেষ নানেনার্থোহস্তি জীবতা ।

স্বপক্ষহানিকর্তৃত্বাদ্ যঃ কুলাঙ্গারতাং গতঃ ॥ ৩১ ॥

ইহাকে কুমতি প্রদান করিয়া শত্রুপক্ষের স্তুতিপাঠ ও কুপথের প্রশংসা করিতে শিখাইয়াছে । ২৭

পরশর কহিলেন । দৈত্যরাজ এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র দৈত্যেরা প্রহ্লাদকে পুনর্ব্বার গুরুগৃহে রাখিয়া আসিল । প্রহ্লাদও গুরুশুশ্রবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন । ২৮ এই রূপে কিছু কাল অতীত হইলে অসুররাজ প্রহ্লাদকে ডাকিয়া কহিলেন, পুত্র ! একটা গাথা অর্থ্যাৎ কবিতা পাঠ কর । ২৯

প্রহ্লাদ কহিলেন । যাহা হইতে প্রকৃতি, পুরুষ ও এই চরাচর জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে ; যিনি অশ্লিল পদার্থের কারণস্বরূপ, সেই বিষু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩০

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, এই দুরাত্মাকে বধ কর, ইহার জীবনে কোন কল দৃষ্ট হইতেছে না । এই দুরাশয় স্বপক্ষের হানি করিতেছে, সুতরাং এ কুলাঙ্গার * । ৩১

* কুলের অঙ্গার অর্থ্যাৎ যাহা হইতে কুল লক্ষণ ও লক্ষ হয় ।

পরশর উবাচ ।

ইত্যাঙ্গুষ্ঠাস্ততন্তেন, অগৃহীত-মহায়ুধাঃ ।

উদ্যতাস্তস্য নাশায় দৈত্য্যাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৩২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুগ্মাকং * ময়ি চামৌ যথা স্থিতঃ ।

দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মা ক্রামন্ত্ৰায়ুধানি মে ॥ ৩৩ ॥

পরশর উবাচ ।

ততস্তৈঃ শতশো দৈতৈঃ শস্ত্রৌষেরাহতোহপি সন্ ।

নাবাপ বেদনামপ্যাম্ অভূচ্চৈব পুনর্ববঃ ॥ ৩৪ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

দুর্বুদ্ধে ! বিনিবর্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ ।

অভয়ং তে প্রযচ্ছামি আতিমুঢ়মতির্ভব ॥ ৩৫ ॥

পরশর কহিলেন : দৈত্যরাজ এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র শত সহস্র দৈত্য, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইল ।*

প্রহ্লাদ কহিলেন, দৈত্যগণ ! বিষ্ণু আমাতে ও তোমাদের অস্ত্র শস্ত্রে যেমন অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ সেই সত্য অনুসারে আমি যেন কোন অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত না হই ।**

পরশর কহিলেন ; অনন্তর শত শত দৈত্য, নানাবিধ শস্ত্র দ্বারা প্রহ্লাদ-দের শরীরে আঘাত করিতে লাগিল পরন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করিলেন না এবং অস্ত্রঘাতের পর তাঁহার শরীর (অক্ষত ও) নূতনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল ।***

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, রে দুর্বুদ্ধে ! আমি দেখিতেছি, আমার শত্রু-পক্ষেই তোর সমধিক পক্ষপাত ও সমাদর, পরন্তু আমি এখনও তোকে অভয়

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে

মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি ।

যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি-

ভয়ানি সৰ্ব্বান্যপযান্তি তাত ! ॥ ৩৬ ॥

হিরণ্যকশিপুর্বাচ ।

ভো ভো সর্পা ! দুরাচারম্ এনমত্যন্তদুর্মতিম্ ।

বিষজ্জ্বালাকুলৈর্কলৈঃ সদ্যো নয়ত সংক্ষয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তেন তে সর্পাঃ কুহকাস্তক্ষকাক্ষকাঃ ।

অদশন্ত সমস্তেষু গাত্রৈদতিবিষোলুণাঃ ॥ ৩৮ ॥

স স্বাসক্তমতিঃ ক্রুষেৎ দশ্যমানো মহোরগৈঃ ।

ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যহ্লাদ-সংস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রদান করিতেছি, ক্ষান্ত হ, সাতিশয় মৃত্যু হইয়া কি জন্য নষ্ট হইতে-
ছি? ৩৬

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতাঃ! যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম, জরা ও মৃত্যু
প্রভৃতি সমুদায় ভয় নিরাকৃত হয়, সেই ভয়াপহারী ভগবান্ অনন্ত, অন্তঃক-
রণে অবস্থিতি করিলে ভয়ের সম্ভাবনা কি? ৩৭

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, অহে ভুজঙ্গগণ! তোমরা বিষরূপ অগ্নিশিখা-
বিশিষ্ট মুখ দ্বারা এই দুর্মতি দুরাচারকে সদা বিনাশ কর। ৩৮

পরাশর কহিলেন, কুহক তক্ষক অন্ধক প্রভৃতি অতিবিষোলুণ সর্পগণ,
দৈত্যরাজ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া (বিষুভক্ত প্রহ্লাদের) সৰ্ব্বাঙ্গে
দংশন করিতে লাগিল। ৩৮ প্রহ্লাদও ভগবান্ ক্রুষেৎ আসক্ত-চিত্ত হইয়া
তাঁহার স্মরণ জনিত সন্তোষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মহাসর্পগণ যে
তাঁহার শরীরে দংশন করিতেছে, তাঁহার কিছুই জানিতে পারিলেন
না। ৩৯

সর্পা উচুঃ ।

দংষ্ট্রা বিশীর্ণা, মণয়ঃ ক্ষুটস্তি,
ফণেষু তাপো, হৃদয়েষু কম্পঃ ।
নাস্য ত্বচঃ স্বম্পামপীহ ভিন্নং,
প্রশোধি দৈত্যেশ্বর ! কার্যামন্যৎ ॥ ৪০ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

হে দিগ্গজাঃ ! সঙ্কটদন্তমিত্রাঃ !
স্বতৈনমস্মাদ্ৰিপুপক্ষভিন্নম্ ।
তজ্জা বিনাশায় ভবন্তি তস্য
যথারণেঃ প্রজ্জলিতা হতাশাঃ ॥ ৪১ ॥

পরশর উবাচ ।

ততঃ স দিগ্গজৈর্বালৈ ভূভৃচ্ছিখরসন্নিভৈঃ ।
পাতিতো ধরণীপৃষ্ঠে বিষানৈরবপীড়িতঃ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর সর্পগণ (দৈত্যরাজের নিকট) কহিল, দৈত্যেশ্বর ! আমাদের দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া গেল ! মস্তকের মণি খসিয়া পড়িল ! গাত্রতাপে ফণা পুড়িয়া যাইতেছে ! 'হৃৎকম্প' উপস্থিত হইয়াছে ! তথাপি ত এই বালকের গায় দাঁত ফুটাইতে বা কিঞ্চিৎমাত্রও চর্যভেদ করিতে পারিলাম না, এমন যদি আর কিছু কার্য থাকে আজ্ঞা করুন ।*

অনন্তর হিরণ্যকশিপু (সর্পগণকে বিতথ-প্রযত্ন দেখিয়া দিগ্গজদিগকে আহ্বান পূর্বক) কহিলেন, দিগ্গজগণ ! আমার বিপক্ষ বৈষ্ণবেরা সামাদি উপায় দ্বারা আমার এই পুত্রকে আমা হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন। যেমন অরণি জনিত বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া স্বীয় কারণ অরণিকেই নষ্ট করিয়া থাকে (তাহার ন্যায় এই বালকও দৈত্যকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্ববংশ ধ্বংস করিতেই কৃতনিশ্চয় হইয়াছে) অতএব তোমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া উৎকট দন্ত দ্বারা এককালে ইহাকে আঘাত করিয়া বিনাশ কর ।*

পরশর কহিলেন, অনন্তর পর্বত-শিখর সদৃশ দিগ্গজগণ মিলিত হইয়া

স্মরতস্তস্য গোবিন্দম্ ইভদন্তাঃ সহস্রশঃ ।

শীর্ণা বক্ষঃস্থলং প্রাপ্য, স প্রাহ পিতরং ততঃ ॥ ৪৩ ॥

দন্তা গজানাং কুলিশাণনিষ্ঠুরাঃ

শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ ।

মহাবিপৎ-পাপ-বিনাশনোহয়ং

জনার্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

অল্যাতামসুরা !-বহ্নির্-অপসর্পত দিগ্গজাঃ ! ।

বায়ো ! সমেধয়াগ্নিং ত্বং, দহ্যতামেষ পাপক্লং ॥ ৪৫ ॥

পরশর উবাচ ।

মহাকাষ্ঠচয়চ্ছন্নম্ অসুরেন্দ্রসুতং ততঃ ।

প্রজ্বল্য দানবা বহ্নিং দদতঃ স্বামিনৌদিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

দন্তদারা প্রপীড়ন পূর্বক সেই বালককে ভুতলে নিক্ষেপ করিল।^{৪২} বালক প্রহ্লাদও (নয়ন নিমীলন পূর্বক ভগবান্) গোবিন্দকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, স্মৃতরাং সহস্র সহস্র দন্তিদন্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিশীর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি পিতাকে কহিলেন,^{৪৩} পিতঃ ! (আপান দেখিতেছেন) কুলিশাণের ন্যায় কঠিন গজদন্ত সকল যে আমার শরীরে ভগ্ন হইয়া গেল, তাহাষয়ে আমার কোন শক্তি নাই, পরন্তু যিনি মহাবিপদ ও মহাবিপদের মূল মহাপাপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, তাঁহারই স্মরণ প্রভাবে (আমার দৈদৃশ অস্তুত প্রভাব দৃশ্য হইতেছে)।^{৪৪}

হিরণ্যকশিপু (এতচ্ছবণে ক্রোধে অধীর হইয়া) কহিলেন, দিগ্গজ-গণ ! তোমরা এ স্থান হইতে চলিয়া যাও, অসুরগণ ! তোমরা অগ্নি প্রজ্বা-লিত কর, পবন ! তুমি অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিতে থাক ; (তোমরা সকলে যত্ববান্ হইয়া) এই পাপাত্মাকে দক্ষ কর।^{৪৫}

পরশর কহিলেন, অনন্তর দানবগণ দানবরাজের আজ্ঞানুসারে (পর্বত পরিমাণ) কাষ্ঠরাশি সংগ্রহ পূর্বক দানবেশ্বতনয় প্রহ্লাদকে আচ্ছাদন

প্রহ্লাদ উবাচ ।

তাতৈষ বহ্নিঃ পবনৈরিতোহপি

ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোহহম্ ।

পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি

শীতানি সর্ক্যাণি দিশাং মুখানি ॥ ৪৭ ॥

পরশর উবাচ ।

অথ দৈতেশ্বরং প্রোচু-র্ভার্গবস্যাজ্ঞা দ্বিজাঃ ।

পুরোহিতা মহাত্মানঃ সান্না সংস্কূয় বাগ্মিনঃ ॥ ৪৮ ॥

পুরোহিতা উচুঃ ।

রাজন্! নিয়ম্যতাং কোপো বালেশ্চ তনয়েহনুজে* ।

কোপো দেবনিকায়েষু যত্র তে সফলো যতঃ ॥ ৪৯ ॥

তথা তথৈনং বালং তে শাসিতারো বয়ং নৃপ ! †।

করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন পুরঃসর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ।^{৪৭} প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ ! এই অগ্নি, পবন কর্তৃক সম্ভীপিত হইয়াও আমাকে দগ্ধ করিতে পারিতেছে না । আমি বোধ করিতেছি, আমার শরীরের চতুর্দিকেই যেন পদ্মপত্রের আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে এবং চতুর্দিক্ শীতল বলিয়া আমার অন্তঃকরণ হইতেছে ।^{৪৮}

পরশর কহিলেন, অনন্তর পুরোহিত্য কার্যে নিযুক্ত বাগ্মী মহাত্মা শগুমর্ক প্রভৃতি ভার্গবতনয়গণ, দৈত্যরাজকে স্তব করিয়া সান্ত্বনা পূর্বক বলিলেন,^{৪৮} (পুরোহিতগণ কহিলেন,) রাজন্! আপনি যখন দেবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখনও আপনকার ক্রোধ সফল হইয়াছে, অতঃপর আপনকার এই পুত্রটী কনিষ্ঠ, বালক ও গুরুসম্ভ্রান্ত, সুতরাং আপনি ইহার প্রতি যে ক্রোধ করিয়াছেন, তাহা পরিহার করুন ।^{৪৯} রাজন্! আমরা

* রাজন্! নিয়ম্যতাং কোপো বালেশ্চ তনয়েহনুজে ইতি বা পঠ্যতাম্ ।^{৪৭}

† সংস্করিয়াম্যঃ বয়ং ইতি বা পঠমীয়ম্ ।^{৪৯}

যথা বিপক্ষ-নাশায় বিনীতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥
 বালত্বং সৰ্ব্বদোষণাং দৈত্যরাজাস্পদং যতঃ ।
 ততোহত্র কোপমত্যর্থং যোন্তুমহিসি নার্তকে ॥ ৫১ ॥
 ন ত্যক্ষ্যতি হরেঃ পক্ষম্ অস্মাকং বচনাদ্ যদি ।
 ততঃ কৃত্যাং বধায়াম্য করিষ্যামো নিবর্তিনীম্ ॥ ৫২ ॥
 পরাশর উবাচ ।

এবমভ্যর্থিতশ্চৈশ্চ দৈত্যরাজঃ পুরোহিতৈঃ ।
 দৈতৈর্নিষ্কাশয়ামাস পুত্রং পাবকসঞ্চয়াৎ ॥ ৫৩ ॥
 ততো গুরুগৃহে বালঃ স বসন্ বালদানবান্ * ।
 অধ্যাপয়ামাস মুহূৰ্-উপদেশান্তরে গুরোঃ ॥ ৫৪ ॥
 প্রহ্লাদ উবাচ ।

শ্রুত্যাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজাত্বজাঃ ! ।

(যত দূর সাধ্য যত্ন করিয়া) এই বালককে একরূপ সুশিক্ষিত করিব যে,
 (ভবিষ্যৎকালে) এই বালকই বিনীত হইয়া আপনকার শত্রুবংশ ধ্বংস
 করিতে থাকিবে ।^{১০} দৈত্যরাজ ! যখন দেখা যাইতেছে যে, বালকতা সকল
 দোষেরই আশ্রয়, তখন এই শিশুটির প্রতি স্নেহশয় ক্রোধান্বিত হওয়া
 আপনকার উচিত হইতেছে না ।^{১১} এই বালক, আমাদের কথাভঙ্গ্যের যদি
 দৈত্যারি বিষয় পক্ষ পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে, আমরা ইহার বিনা-
 শের নিমিত্ত অভিচার করিব । আমাদের সেই অভিচার মন্ত্র কিছুতেই
 বিফল হইবার সম্ভাবনা নাই ।^{১২}

পরশর কহিলেন, পুরোহিতগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, দৈত্যরাজ
 দৈত্যগণ দ্বারা অগ্নিকুণ্ড হইতে আত্মপুত্র প্রহ্লাদকে বাহির করিলেন ।^{১৩}
 অনন্তর বালক প্রহ্লাদও পুনর্বার গুরুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন । তিনি
 গুরুর নিকট উপদেশ প্রাপ্তির পর মধ্যে মধ্যে যখনই অবকাশ পাইতেন,

* বালকান্ দানবান্ ইতি বা পাঠ্যম্ ।

ন চান্যথৈতন্-মন্তব্যং নাত্র লোভাদিকারণম্ ॥ ৫৫ ॥
 জন্মবাল্যং ততঃ সর্বৌ জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্ ।
 অবাহিতৈব ভবতি ততোহনুদিবসং জরাম্ ॥ ৫৬ ॥
 ততশ্চ মৃত্যুমভোতি জন্তুর্দৈত্যেশ্বরাত্মজাঃ ! ।
 প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে চৈতদ্-অস্মাকং ভবতাং তথা ॥ ৫৭ ॥
 মৃতস্য চ পুনর্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা ।
 আগমোহয়ং তথা তত্র নোপাদানং বিনোদ্যবঃ ॥ ৫৮ ॥
 গর্ভবাসাদি যাবৎ তু পুনর্জন্মোপপাদনম্ ।

তখনই শিশু দানবকুমারদিগকে একত্র করিয়া (মোক্ষ পথ প্রাপ্তির অমু-
 কুল) উপদেশ দিতেন ।^{৫৫} (তিনি যে রূপে উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা
 কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।)

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে মদীয় ভ্রাতৃগণ ! হে সমুদায় দৈত্যাতনয়গণ ! আমি
 পরমার্থ বিষয়ক উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর । আমার উপদেশ বাঁকা মিথ্যা
 বা অন্যথা বোধ করিও না, কারণ আমি গুরুর ন্যায় লাভের প্রত্যাশায়
 লোভাদি হেতু তোমাদিগকে উপদেশ দিতে প্ররত্ত হইতেছি না ।^{৫৬} দেখ,
 প্রাণিগণ প্রথমত জন্ম পরিগ্রহ করে, পরে ক্রমশঃ বাল্যাবস্থা ও যৌবনা-
 বস্থা প্রাপ্ত হয় । যৌবনাবস্থার পর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া থাকে । ইহা^{*}
 কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ।^{৫৭} দৈত্যেশ্বরতনয়গণ ! জীবগণের বার্দ্ধ-
 ক্যাবস্থার অবসানে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে । একপ দশাবিপর্যায়
 তোমাদের বা আমাদের সকলেরই ঘটিতেছে । ইহা তোমরা ও আমরা সক-
 লেই প্রত্যক্ষ করিতেছি ।^{৫৮} যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহার পুনর্জন্ম জন্ম
 হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা কখনই হয় না । শাস্ত্রে ইহার ভুরি ভুরি
 প্রমাণ * প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরন্তু পুণ্যপাপরূপ প্রাক্কন কর্ম ব্যতিরিক্তও
 জন্ম হয় না ।^{৫৯} গর্ভবাস হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত যে সকল

* জীবগণ স্ব স্ব কর্ম অনুসারে কেহ কেহ মনুষ্য, পশু, পক্ষি প্রভৃতির গর্ভে জন্ম
 পরিগ্রহ করে, কেহ বা বৃক্ষাদি রূপে উৎপন্ন হয় । বাহার জন্ম হয়, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু
 হইয়া থাকে, বাহার মৃত্যু হয় তাহার জন্মও অব্যাহত ।^{৫৯}

সমস্তাবস্থকং তাবৎ দুঃখমেবাবগম্যাতাম্ ॥ ৫৯ ॥
 ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমং তদ্বৎ শীতাদ্যুপশমং সুখম্ ।
 মন্যতে বালবুদ্ধিত্বাৎ দুঃখমেব হি তৎ পুনঃ ॥ ৬০ ॥
 অত্যন্তস্তিমিতাদ্ভানাং ব্যায়ামেন সুখেবিণাম্ ।
 ভ্রান্তিজ্ঞানারতাক্ষাণাং প্রহারোহপি সুখায়তে ॥ ৬১ ॥
 ক শরীরমশেষাণাং শ্লেষাদীনাং মহাচয়ঃ ।
 ক কান্তি-শোভা-সৌরভ্য-কমনীয়াদয়ো গুণাঃ ॥ ৬২ ॥
 মাংসা-হৃৎক-পুষ-বিন্-মূত্র-স্নায়ু-মজ্জা-হৃষ্টি-সংহতো ।
 দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ ॥ ৬৩ ॥
 অগ্নেঃ শীতেন, ওতায়স্য ত্বা, ভক্তস্য চ ক্ষুধা ।

অবস্থা ঘটে, তৎসমুদায়ই দুঃখময় বিবেচনা করিবে।^{৫৯} যাহাদের বালকের
 ন্যায় বুদ্ধি, অর্থাৎ যাহারা ভ্রান্তিকূপে নিপতিত রহিয়াছে, তাহারা, ক্ষুধা
 নিরুত্তি, তৃষ্ণা শান্তি, শীতনিবারণ, গ্রীষ্মাপনয়ন প্রভৃতিকে সুখসাধন বলিয়া
 বোধ করে, কিন্তু ফলত সে সমুদায়ই দুঃখ, কারণ অন্তর্পানাদি সংগ্রহ
 করিতে সকলেরই অসীম কষ্ট ভোগ হইয়া থাকে।^{৬০} যাহাদের শরীর বা-
 তাদি দোষে জড়ীভূত হইয়াছে, তাহারা ব্যায়ামকে সুখজনক বলিয়া বোধ
 করে। যাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ভ্রান্তি দ্বারা আরত অর্থাৎ যাহারা মোহে
 আচ্ছন্ন, (প্রণয়-কুপিত-কামিনীর নৃপুত্র-রণৎকার-মুখর চরণ) প্রহারকেও
 সুখকর জ্ঞান করিয়া থাকে।^{৬১} (অহো ! কামিদিগের কি ভ্রান্তি !) শ্লেষা-
 দির পিণ্ড এই শরীরই বা কোথায় ! শোভা সৌরভ্য কমনীয়তা প্রভৃতি গুণই
 বা কোথায় ! (এ উভয়ের অনেক অন্তর অর্থাৎ কামীর ভ্রান্তি বশত শ্লেষা-
 দির পিণ্ড স্বরূপ এই শরীরকেই কমনীয়তাদি গুণের আধার বিবেচনা করিয়া
 থাকে, ইহা সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নহে।^{৬২} যে ব্যক্তি মাংস, অহৃৎ, পুষ,
 বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা, অস্তি, এ সমুদায়ের সংহতি স্বরূপ দেহেতে প্রীতি-
 মান হইয়া ‘আনি, আমার’ প্রভৃতি অহঙ্কার যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে, সেই
 মূঢ় ব্যক্তি, নরকেও প্রীতিযুক্ত হইতে পারে (কারণ নরকেও ঐ সকল পদার্থ

ক্রিয়তে সুখকর্তৃত্বং তদ্ বিলোমস্য চেতরৈঃ ॥ ৬৪ ॥

করোতি হে দৈত্যসুতা ! যাবন্মাত্রং পরিগ্রহম্ ।

তাবন্মাত্রং স এবাস্য দুঃখং চেতসি যচ্ছতি ॥ ৬৫ ॥

যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্ ।

তাবন্তোহসং নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥ ৬৬ ॥

যদ্ যদ্ গৃহে তন্-মনসি যত্র তত্রাবতিষ্ঠতঃ ।

নাশদাহাপহরণং তত্র তসৈব তিষ্ঠতি ॥ ৬৭ ॥

প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে ।)** যখন শীত উপস্থিত হয়, তখন অগ্নি, যখন তৃষ্ণা উপস্থিত হয় তখন জল, যখন ক্ষুধা উপস্থিত হয় তখন অন্ন সুখ-
কর বলিয়া বোধ হয়। থাকে, পরন্তু অগ্নির সুখজনকতা বিষয়ে শীতের,
জলের সুখজনকতা বিষয়ে তৃষ্ণার, অন্নের সুখজনকতা বিষয়ে ক্ষুধার সম্পূর্ণ
আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে । শীত্বাভাবে অগ্নি, তৃষ্ণাভাবে জল, ক্ষুধাভাবে
অন্ন সুখজনক হওয়া দূরে থাকুক্ সমধিক দুঃখজনকই হইয়া থাকে ।
(ফলতঃ শীতাদি উপস্থিত হইলে অগ্ন্যাদি দ্বারা দুঃখ শান্তিকেই সুখরূপে
জ্ঞান হইতেছে । এই সংসারের বাস্তবিক সুখ কিছুমাত্র নাই ।)** দৈত্যতনয়-
গণ ! জীবগণ যে পরিমাণে (মিত্রকলত্রাদি) পরিগ্রহ করিয়া থাকে (ও যে
পরিমাণে বিষয় ভোগে আসক্ত হয়) সেই পরিমাণেই তাহাদের অন্তঃকরণে
দুঃখ বদ্ধমূল হইতে থাকে ।** প্রাণিগণ এই সংসারে যে পরিমাণে প্রিয়তর
সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে থাকে, সেই পরিমাণেই তাহাদের হৃদয়ে শোকশঙ্ক
নিখাত হয় ।** সংসারী ব্যক্তি যে কোন দেশে অবস্থিতি করুন, তাঁহার
ধনাদি ভোগ্য বস্তু গৃহেতেই থাকে, কিন্তু সেই ধনাদির চিন্তা তাঁহার অন্তঃ-
করণেই নিয়ত অবস্থিতি করে । যদি দৈবগত্যা গৃহে সে সমুদায় দ্রব্য নষ্ট,
দগ্ধ বা অপহৃত হয়, তাহা হইলে ঐ গৃহী যেখানেই থাকুন, সেই খানেই
তাঁহা তাঁহার দুঃখ উপস্থিত করিয়া দেয় । (কি আশ্চর্য্য ! এইরূপ দুঃখ
উৎপাদন করিবার জন্যই ঐ ধনাদি বাসনারূপে অন্তঃকরণে অবস্থিতি
করে । সেই বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে আর দুঃখের সম্ভাবনা কি ?
অর্থাৎ সংসার বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক টেরাগ্য অবলম্বন করাই দুঃখ পরি-

জন্মন্যত্র মহদ-দুঃখং নিয়মাগস্য চাপি তৎ ।

যাতনাসু যমস্যোগ্রং গর্ভসংক্রমণেষু চ ॥ ৬৮ ॥

গর্ভে চ সূখলেশোহপি ভবন্তিরনুমীয়তে ।

যদি তৎ কথ্যতামেবং সর্বং দুঃখময়ং জগৎ ॥ ৬৯ ॥

তদেবমতিদুঃখানাম্ আশ্পদেহত্র ভবার্ণবে ।

ভবতাং কথ্যতে সত্যং বিষুরেকঃ পরায়ণম্ ॥ ৭০ ॥

মা জানীত বয়ং বালা দেহী দেহেষু শাস্বতঃ ।

জরা-যৌবন-জন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ ॥ ৭১ ॥

বালোহিং তাবদিচ্ছাতে যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা ।

হারের প্রথম উপায় ।)^{১১} এই জগন্মণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিলে যে নিরন্তর মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়, (তাহা প্রতিপন্ন করিলাম ।) মৃত্যুর পর যে যম-যাতনা, তাহাও সানান্য দুঃখদায়ক নহে । গর্ভসংক্রমণ কালেও সাত্তিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয় ।^{১২} তোমরা অনুমান করিয়া দেখ দেখি, যত কাল গর্ভমধ্যে বাস করিতে হয়, তত কাল কি কিছুমাত্র সুখলেশ ভোগ করিতে পারা যায় ? যদি তৎকালে কিঞ্চিদ্ব্যত্র সুখানুভব অল্পমিত হয়, বল । (যাহা হউক,) এই জগৎ নিয়ত সর্বপ্রকার দুঃখেরই আধার (সন্দেহ নাই ।)^{১৩}

পূর্বোক্ত বিষয় সমুদায় পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এই সংসার-সাগর কেবল নানা প্রকার দুঃখেরই আশ্পদ । আমি তোমাদের নিকট সত্য কথা বলিতেছি, (এই দুঃখময় সংসার-সাগরে) একমাত্র বিষ্মুই পরম গতি, (তাঁহার আশ্রয় বাতীত ইচ্ছা হইতে উদ্ধার হইবার আর উপায়ান্তর নাই ।)^{১৪} তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, আমরা বালক, (এক্ষণে আমাদের ধর্ম্ম আলোচনার সময় নহে,) কারণ এই দেহে যে আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি নিত্য । জন্ম বালা যৌবন জরা প্রভৃতি সমুদয় গুলিই দেহের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে (সুতরাং আত্মা সকল অবস্থাতেই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী । আত্মা কখন বালক যুবা বা বৃদ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট হন না ।) বিশেষতঃ তত্ত্বানুসন্ধান কালে সময় বিশেষ প্রতীক্ষা করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তির

যুবাং বার্ককে প্রাপ্তে করিষাম্যাত্মনো হিতম্ ॥৭২॥

বুদ্ধোহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে ।

কিং করিষামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎ ক্লতম্ ॥ ৭৩ ॥

এবং দুরাশয়াক্ষিপ্ত-মানসঃ পুরুষঃ সদা ।

শ্রেয়সোহভিমুখং যাতি ন কদাচিৎ পিপাসিতঃ ॥৭৪॥

বাল্যে ক্রীড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ ।

কর্তব্য নহে ।) ১২ আমি বালক, আমি এক্ষণে যথা ইচ্ছা বিচরণ করি। যৌবন কালে শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্নবান হইব। আমি এক্ষণে যুবা, (অধুনা আমি বিষয় ভোগাদি দ্বারা যৌবন কাল চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হই.) বার্ক-কাবস্থায় আত্মা বহিস্থাধনের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব। ১৩ এক্ষণে আমি বুদ্ধ, অধুনা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অগত্বে হওয়াতে কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। আমি যখন কার্য্যে পটু ছিলাম, তখন দ্রবুন্ধি প্রযুক্ত কিছুই করি নাই, এক্ষণে কি করিব? ১৪ জীবগণ যদিও জ্ঞানপিপাসায় নিরন্তর আকুল রহিয়াছে, তথাপি তাহারা এই রূপ দুরাশা কর্তৃক আকৃষ্ট-হৃদয় হইয়া শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির সম্মুখীন হয় না * ১৫ ভক্ত জীবগণ বাল্যকালে ক্রীড়ায় আসক্ত

* রজক যেমন নির্দল জাহ্নবী সলিলে বস্ত্র প্রক্ষালন করিতে করিতে পিপাসাতুর হইয়া মনে করে যে এই বস্ত্রখানি প্রক্ষালিত হইলেই জল পান করিব। যখন সেই বস্ত্রখানি প্রক্ষালিত করা হয় তখন আবার আর একখানি বস্ত্র লইয়া ঐরূপ বিবেচনা করিতে থাকে। ততরাং রজক পিপাসার্ত হইয়া জলমধ্যে থাকিয়াও জল পান করিতে পাবে না, জীবগণও ঐরূপ মনে করে যে, অন্য বিষয়-ভোগ করিয়া লই, কল্যাণের আশা চিন্তা দ্বারা জ্ঞানপিপাসা ও ধর্ম্মপিপাসা মিহত করিব। মিত্য ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতেই জীবের জীবন ক্ষয় হয়। যেমন কোন দীঘর গলাজলে মৎস্য ধরিতে ধরিতে পিপাসিত হইয়া বিবেচনা করে যে, এই মৎস্যটী ধরিয়াই জল পান করিব, পরে শুষ্ক ধারণেও ক্ষান্ত হইতে পাবে না, তাহার জল পান করাও হয় না, ততরাং সে অকস্মাৎ শুষ্কমুখে পতিত হয়, ঐরূপ জীবগণও মনে করে যে, আর কিছু দিন বিষয় ভোগ করিয়া বৈবাণ্য অবলম্বন করিব। পরে তাহারা বিষয় ভোগ হইতেও ক্ষান্ত হইতে পারে না, বৈবাণ্য আশ্রয় করাও তাহাদের ভাগ্যে ঘটয়া উঠে না। অনন্তর অপরিজ্ঞাত রূপে শুষ্ক আশ্রয় তাহাদিগকে গ্রাস করে। ৭৪

অজ্ঞা নয়ন্ত্যশক্ত্যা চ বার্কিকং সমুপস্থিতম্ ॥ ৭৫ ॥
 তস্মাদ্ বাল্যে বিবেকাত্মা যতেত শ্রেয়সে সদা ।
 বাল্য-যৌবন-বৃদ্ধাদৈ্যদেহী ভাবৈরসংযুতঃ ॥ ৭৬ ॥
 তদেতদ্ বো ময়াখ্যাতং যদি জানীত নানৃতম্ ।
 তদস্বপ্নীতয়ে বিষুঃ স্মর্য্যতাং বন্ধমুক্তিদঃ ॥ ৭৭ ॥
 আয়াসঃ স্মরণে কোহস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্ ।
 পাপ-ক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশম্ ॥ ৭৮ ॥
 সর্বভূতস্থিতে তস্মিন্ মতির্মৈত্রী দিবানিশম্ ।
 ভবতাং জায়তামেবং সর্বক্লেশান্ প্রহাস্যথ ॥ ৭৯ ॥
 তাপত্রয়েণাভিহতং যদেতদখিলং জগৎ ।
 তদা শোচ্যেযু ভূতেষু দ্বেবং প্রাজ্ঞঃ করোতি কঃ ॥ ৮০ ॥

থাকে। যৌবন কালে বিবিধ বিষয় ভোগে প্ররভ হয়। বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে তাহার অসমর্থতা প্রযুক্ত রুখা সময় অতিবাহন করে। (কোন কালেই, কোন অবস্থাতেই তাহাদের পরমার্থ চিন্তা ঘটিয়া উঠে না।) ৭৫ অতএব বাল্যকালেই অন্তঃকরণে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত সর্বদা যত্নবান হইবে। (আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে,) আত্মার বাল্য যৌবন বা বার্কিক্য ভাব নাই। ৭৬ আমি তোমাদিগকে যে সকল উপদেশ বা কহিলাম, যদি তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ না কর, তাহা হইলে আমার সমস্তোষ-সম্পাদনের নিমিত্ত বিষুঃ স্মরণ কর। তিনি তোমাদিগকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। ৭৭ (আরো তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ,) বিষুঃ স্মরণ করিতে পরিশ্রমই বা কি? অথচ তাঁহার স্মরণ করিলে তিনি মঙ্গল করেন ও পাপ ক্ষয় হয়। অতএব দিব্যরাত্রি সেই বিষুকে স্মরণ কর। ৭৮ সর্বভূতের অন্তরাত্মা ভগবান বিষুতে তোমাদের অন্তঃকরণ সমাহিত হউক। ভূতমাত্রই সেই ভগবানের অধিষ্ঠান, সুতরাং সর্বভূতের প্রতি তোমাদের বন্ধু-রূপে ব্যবহার হউক। (ভগবান বিষু) তোমাদের রাগদ্বৈবাদি-কৃত সমুদায় ক্লেশ দূর করুন। ৭৯ এই অখিল জগৎ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক

অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্ ।

মুদং তথাপি কুর্কীত হানিদে বক্ষলং যতঃ ॥ ৮১ ॥

বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেবং কুর্কন্তি চেৎ ততঃ ।

শোচ্যান্যাহোহতিমোহেন ব্যাণ্ডানীতি মনীষিণা ॥ ৮২ ॥

এতে ভিন্নদৃশা দৈত্যা বিকম্পাঃ কথিতা ময়া ।

কুত্বাভাগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রয়তাং মম ॥ ৮৩ ॥

বিস্তারঃ সৰ্ব্ভূতস্য বিষেণাবিশ্বমিদং জগৎ ।

দ্রষ্টব্যমাবুৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮৪ ॥

রূপ ত্রিবিধ তাপে অভিভূত রহিয়াছে, অতএব জগতের (সকলেই দুঃখভাগী ও) সকলেই শোচনীয় । ঈদৃশ অবস্থায় কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি তাহাদের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে পারে ? ৮০ অন্যান্য লোক বিদ্বান্ ধনসম্পন্ন ও উন্নতাবস্থায় অবস্থিত হইয়া সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে, আমিই কেবল ধনাদি উপার্জনে অশক্ত, ইহা আন্দোলন করিয়া কাহারো প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিবে না, প্রত্যুত ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি (ভাতৃভাব প্রদর্শন পূর্বক) প্রীতি প্রকাশই করিবে, কারণ দ্বেষ করিলে দ্বেষক ব্যক্তির অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট-লাভ কিছুই হয় না । ৮১ যাঁহারা শত্রুপক্ষেরও দ্বেষ করে, তাঁহারা মহামোহে আরত বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বঃখিতান্তঃকরণে আক্ষেপ ও শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন । ৮২

দৈতাগণ ! (যদিও সমুদায় জীবকেই আপনা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিতে হইবে, তথাপি) আমি আপাততঃ ভেদ-দৃষ্টি স্বীকার করিয়া তোমাদিগকে দ্বেষোপশমের প্রকার ভেদ কহিলাম । অতঃপর পরমার্থ বিষয়ে উত্তম জ্ঞানী-দিগের যাহা কর্তব্য, তাহার সারাংশ কহিতেছি, শ্রবণ কর । ৮৩ ভগবান্ বিষ্ণু সৰ্ব্ভূতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন । এই যে চরাচর জগৎ দেখিতেছি, এ সমুদায়ই বিষ্ণুময়, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির সমস্ত জীবকেই আপনা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা যেমন আপনার হিতকামনা করেন, সেই রূপ প্রাণিমাত্রের হিতকামনা করিয়া থাকেন, প্রাণান্তেও

সমুৎসৃজ্যাস্থরং ভাবং তস্মাদ্ যুয়ং তথা বয়ম্ ।
 তথা যত্নং করিষ্যামো যথা প্রাপ্যাম নিরুতিম্ ॥৮৫॥
 বা নাগ্নিনা নবার্কেণ নেন্দুনা নৈব বায়না ।
 পর্জ্জনাবরুণাভ্যাং বা ন সিদ্ধৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥ ৮৬ ॥
 ন যক্ষৈর্ন চ দৈত্যৈর্নৈ-নোরগৈর্ন চ কিন্নরৈঃ ।
 ন মনুষ্যৈর্ন পশুভি-র্দোষৈর্নৈবাত্মসম্ভবৈঃ ॥ ৮৭ ॥
 জ্বরাক্ষি-রোগা-হতীসার-প্লীহ-গুল্মাদিকৈস্তথা ।
 দ্বেবেষ্যামৎসরাদৈর্বা রাগলোভাদিভিঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৮৮ ॥
 ন চানৈর্নীয়তে কৈশ্চিন্-নিত্যা হ্যত্যন্তনির্মলা ।
 তামাপ্নোতি মলং ত্যক্ত্বা কেশবে হৃদি সংস্থিতে ॥৮৯॥

অসারসংসারবিবর্তনেষু

মা যাত তোষং প্রসভং ত্রীমি ।

পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না, সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া সাধারণের
 মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন হন । ৮৫ (ভ্রাতৃগণ !) আইস আমরা রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি
 আত্মর ভাব পরিভাগ পূর্বক, যাহাতে পরম নিরুতি অর্থাৎ নির্বাণ মুক্তি
 প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হই । ৮৬ কি অগ্নি দ্বারা, কি সূর্য্য
 দ্বারা, কি চন্দ্র দ্বারা, কি সমীরণ দ্বারা, কি জলধরপটল দ্বারা, কি বকণ দ্বারা,
 কি সিদ্ধগণ দ্বারা, কি রাক্ষসগণ দ্বারা, ৮৭ কি যক্ষদ্বারা, কি দৈত্যগণ দ্বারা,
 কি ভুজঙ্গগণ দ্বারা, কি কিন্নরগণ দ্বারা, কি মনুষ্যগণ দ্বারা, কি পশুগণ দ্বারা,
 কি আত্মসম্ভূত শারীরিক বা মানসিক দোষসমূহ দ্বারা, ৮৮ কি জ্বর, অতীসার,
 নেত্ররোগ, প্লীহা প্রভৃতি শারীরিক দোষবিশেষ দ্বারা, কি দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মাৎ-
 সর্ঘ্য, রাগ, লোভ প্রভৃতি মানসিক দোষ বিশেষ দ্বারা, ৮৯ কি উক্ত দোষ-
 মূলক অবিদ্যা-কার্য্যবিশেষ দ্বারা, কিছুতেই যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, যাহা
 অত্যন্ত নির্মল ও নিত্য, নির্মল অন্তঃকরণে বিষণ্ণকে ধারণ করিলে সেই
 পরম নিরুতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় । ৮৯

দৈত্যগণ ! এই অসার সংসার ক্ষেত্রে দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ

সৰ্বত্র দৈত্যাঃ সমতাযুপেত
 সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥ ৯০ ॥
 তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং
 ধর্মার্থকামৈরলম্প্যকাস্তে ।
 সমাশ্রিতাদ্ ব্রহ্মতরোরনন্তাং
 নিঃসংশয়ং প্রাপ্যথ বৈ মহৎ ফলম্ ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

রাক্ষস সমূহ্য পশু পক্ষি প্রভৃতি নানা প্রকার জন্ম হইয়া থাকে । তোমরা ইহাব
 মধ্যে যে কোন যোনিতে জন্মাপন্ন হইছ কপিয়া হঠাৎ তত্তদ্যোগ্য বস্তু লাভেই
 সন্তুষ্ট হইবা থাকিও না । পবন তোমরা সর্বত্র সমদর্শী হও ও সকলকেই
 আত্মবৎ জ্ঞান কর । আমি তোমাদের নিকট সার কথা বলিতেছি যে, সর্বত্র
 সমদর্শী হওয়া ও সর্ব প্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই ভগবান বিষ্ণুর আ-
 রাধনা ।” ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে জগতের কোন বস্তুই হুস্প্রাপ্য থাকে
 না । (তাঁহার প্রসাদে যদিও সমুদায় বস্তুই অনায়াসে লাভ করিতে পাওয়া
 যায়, তথাপি তাঁহার নিকট) ধর্ম অর্থ ও কাম প্রার্থনা করা উচিত নহে,
 কারণ ধর্মার্থ কাম রূপ ত্রিবর্গ অতি সামান্য বস্তু । তোমরা নিকাম হইবা
 ব্রহ্মরূপ অনন্ত রক্ষ আশ্রয় কর, তাহা হইলে অবশ্যই মোক্ষরূপ মহাফল
 প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই ।”

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমংশ সপ্তদশ
 অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।



পরশর উবাচ ।

তসৈবং দানবাশ্চেষ্টাং দৃষ্ট্বা দৈত্যপতেৰ্ভয়াৎ ।

আচচক্ষুঃ স চোবাচ সূদানাহুয় সত্ত্বরঃ ॥ ১ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

হে সূদা ! মম পুত্রোহসৌ অন্যোষামপি দুর্মতিঃ ।

কুমার্গ-দেশকৌ দুৰ্ষৌ হন্যতামবিলম্বিতম্ ॥ ২ ॥

হালাহলং বিষং তস্য সৰ্ব্বভক্ষ্যষু দীয়তাম্ ।

অবিজ্ঞাতমসৌ পাপো হন্যতাং না বিচার্যতাম্ ॥ ৩ ॥

পরশর উবাচ ।

তে তথৈব ততশ্চক্রুঃ প্রহ্লাদায় মহাত্মনে ।

পরশর কহিলেন । অনন্তর দৈত্যগণ প্রহ্লাদের ঈদৃশ কার্য অবলোকন করিয়া তত্ৰক্ৰমে দৈত্যরাজের নিকট নিবেদন করিল । দৈত্যরাজও তদ্রা-
স্থিত হইয়া পাচকগণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন ।^১ (হিরণ্যকশিপু কহি-
লেন,) সূদগণ ! আমার সেই পুত্রটির দুৰ্ব্বৃদ্ধি ঘটয়াছে । সেই দুহু বালক,
অন্যান্য বালকদিগকেও রূপথের পথিক করিবার জন্য উপদেশ দিতেছে,
অতএব অবিলম্বে তাহাকে বিনাশ কর ।^২ তোমরা অতি গোপনে তাহার
সমুদায় ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত হালাহল বিষ প্রদান কর এবং যাহাতে সে
পূর্বে কিছুই বুঝিতে সমর্থ না হয়, এরূপ করিয়া সেই পাপাত্মাকে মারিয়া
ফেল । এ বিষয়ে কিছুমাত্র বিচার করিও না ।^৩

পরশর কহিলেন । অনন্তর পাচকগণ দৈত্যরাজের আজ্ঞানুসারে মহাত্মা

বিষদানং যথাজ্ঞপ্তং পিত্রা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

হালাহলং বিষং ঘোরম্ অনন্তোচ্চারণেন সঃ ।

অভিমন্ত্র্য মহান্নেন মৈত্রেয় ! বুভুজে তদা ॥ ৫ ॥

অবিকারং স তদ্ বুভুধ্বা প্রহ্লাদঃ স্বস্থ-মানসঃ ।

অনন্ত-খ্যাতি-নিবীৰ্য্যং জরয়ামাস তদ্ বিষম্ ॥ ৬ ॥

ততস্তদা ভয়ত্রস্তা জীর্ণং দৃষ্ট্বা মহদ্ বিষম্ ।

দৈতৈশ্চরমুপাগম্য প্রণিপতোদমব্রুবন্ ॥ ৭ ॥

সুদা উচুঃ ।

দৈত্যরাজ ! বিষং দত্তম্ অস্মাভিরতিভীষণম্ ।

জীর্ণং তেন মহান্নেন প্রহ্লাদেন সুতেন তে ॥ ৮ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

‘ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাং হে হে সদ্যো দৈত্য-পুরোহিতাঃ ! ।

কৃত্যাং তস্য বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরাৎ ॥ ৯ ॥

প্রহ্লাদকে বিষ প্রদান করিল । মৈত্রেয় ! তখন প্রহ্লাদও ভগবান্ অনন্ত-দেবের নাম উচ্চারণ পূর্বক নিবেদন করিয়া ঘোর হালাহল বিষ মিশ্রিত সেই অন্ন ভোজন করিলেন । অনন্ত নাম কীৰ্ত্তনমাত্র ঐ বিষ নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল, স্মৃতরাং প্রহ্লাদ তাহা ভক্ষণ করিয়া অবিকৃত শরীরে ও অবিকৃত চিত্তে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন । পরে পাচকগণ প্রহ্লাদকে সেই মহাবিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিতে দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া দৈত্যরাজের নিকট গমন করিল এবং নমস্কার পূর্বক কহিল, (পাচকগণ বলিল,) দৈত্যরাজ ! আমরা আপনকার পুত্র প্রহ্লাদকে অম্মের সহিত অতিভীষণ বিষ প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু (আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে) সে তাহা (অনায়াসে) জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে ।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, অহে দৈতাপুরোহিতগণ ! তোমরা দ্বরাঙ্কিত হও, প্রহ্লাদকে সদা সংহার করিবার নিমিত্ত শীঘ্র অতিচার ক্রিয়ার অমুষ্ঠান কর, এ বিষয়ে ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব করিও না ।

পরশর উবাচ ।

সকাশমাগম্য ততঃ প্রহ্লাদস্য পুরোহিতাঃ ।

সামপূর্ব্বমথোচুস্তে প্রহ্লাদং বিনয়ান্বিতম্ ॥ ১০ ॥

পুরোহিতা উচুঃ ।

জাতত্বেলোক্য-বিখ্যাতে আয়ুষ্মন্ ! ব্রহ্মণঃ কুলে ।

দৈত্যরাজস্য তনয়ো হিরণ্যকশিপোর্ভবান্ ॥ ১১ ॥

কিং দেবৈঃ কিমনন্তেন কিমন্যেন তবাস্রয়ঃ ।

পিতা তে সর্ব্বলোকানাং ত্বং তথৈব ভবিষ্যসি ॥১২॥

তস্মাৎ পরিত্যজৈনাং ত্বং বিপক্ষ-স্বব-সংহিতাম্ ।

বাচং পিতা সমস্তানাং গুরুণাং পরমো গুরুঃ ॥ ১৩ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

এবমেতন্-মহাভাগাঃ ! শীঘ্রমেতন্-মহাকুলম্* ।

পরশর কহিলেন । অনন্তর দৈত্যকুলের পুরোহিতগণ প্রহ্লাদের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বিনয়ান্বিত দেখিয়া সান্বিতা পূর্ব্বক কহিলেন, ১০ (পুরোহিতেরা কহিলেন,) আয়ুষ্মন্ ! তুমি ত্রৈলোক্য বিখ্যাত ব্রহ্মার বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, বিশেষতঃ তুমি দৈত্যগণের অধিপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র । ১১ তোমার পিতা সমুদায় লোকের আশ্রয় । তুমিও তোমার পিতার ন্যায় লোকের আশ্রয় হইবে, অতএব তুমি কি জন্য দেবগণের, অনন্তের বা অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ ? ১২ (এক্ষণে আমরা তোমাকে বলিতেছি যে,) অতঃপর তুমি শত্রুপক্ষের স্তুতিপাঠ-পূর্ণ বাক্য পরিত্যাগ কর । (তুমি কি জান না যে) তোমার পিতা সমস্ত গুরুগণেরও পরম গুরু । ১৩

প্রহ্লাদ কহিলেন, মহাভাগ ! অপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য বটে । ব্রহ্মার পুত্র মরীচির এই মহাবংশ* সমুদায় ত্রৈলোক্যের মধ্যে

* শীঘ্রমেতন্-মহাকুলম্ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

* ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কণ্যপ, কণ্যপের পুত্র হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি ।

মরীচেঃ সকলেহ প্যস্মিন ত্রৈলোক্যে কোহন্যথা বদেৎ ৷ ১৪

পিতা চ মম সৰ্বস্মিন জগতুৎকৃষ্ট-চেষ্টিতঃ ।

এতদপ্যবগচ্ছামি সত্যমত্রাপি নানৃতম্ ॥ ১৫ ॥

গুরুণামপি সৰ্বেষাং পিতা পরমকো গুরুঃ ।

যদুক্তং, ভ্রান্তিরত্রাপি স্বপ্নাপি হি ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

পিতা গুরুর্ন সন্দেহঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ।

তত্রাপি নাপরাধ্যামীত্যেবং মনসি মে স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥

যদেতৎ কিমনন্তেনেত্যুক্তং যুগ্মাভিরীদৃশম্ ।

কো ব্রবীতি যথায়ুক্তং কিন্তু নৈতদ্ বচোহর্থবৎ ॥ ১৮ ॥

ইত্যুক্ত্বা সোহভবন্-মৌনৌ তেয়াং গৌরব-যন্ত্রিতঃ ।

প্রহস্য চ পুনঃ প্রাহুর্ কিমনন্তেন সাধ্বিতি ॥ ১৯ ॥

সাধু ভোঃ ! কিমনন্তেন সাধু ভো গুরবো মম ।

শ্রীমা, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? ১৪ এই সমুদায় জগতের মধ্যে আমার পিতা যে কার্য দ্বারা সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, তাহা সত্য, তাহাতে মিথ্যার লেশমাত্রও নাই, ইহাও আমি উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত আছি ১৫ আপনারা যে বলিলেন, আমার পিতা সমুদায় গুরু অপেক্ষা পরম গুরু; এ কথাতেও কিছুমাত্র ভ্রান্তি লক্ষিত হইতেছে না, অর্থাৎ ইহা আপনাদের অজ্ঞান বাক্য ১৬ পিতা যে পরম গুরু ও তাঁহাকে যে পরম যত্নের সহিত পূজা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই এবং আমার মনে হইতেছে যে, আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধী হই নাই ১৭ পরন্তু; আপনারা যে কহিলেন, “কি জন্য অনন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে?” ঈদৃশ বাক্য যে কতদূর অসঙ্গত ও যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। ফলতঃ আপনারা-
দের এই বাক্যটির সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে না। ১৮ প্রহ্লাদ এই বাক্য বলিয়া তাঁহাদের গৌরব রক্ষার নিমিত্ত মৌন অবলম্বন করিলেন, পরে পুনর্বার হাস্য করিয়া কহিলেন, অনন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি হইবে? ইহা কি আপনারদের সাধু বাক্য? ১৯ মদীয় গুরুগণ! অনন্তের আশ্রয়ে লাভ কি?

ক্রিয়তাং যদি নন্তেন, যদি খেদং ন বাস্যাথ ॥ ২০ ॥

ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃত্যঃ ।

চতুর্কর্মিদং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং কিমিদং বৃথা ॥ ২১ ॥

মরীচিমিশ্রৈর্দক্ষিণ তথৈবান্যৈরনন্ততঃ ।

ধর্মঃ প্রাপ্তস্তথৈবান্যৈরর্থঃ কামস্তথাপরেঃ ॥ ২২ ॥

তৎ তত্ত্ববেদিনো ভূত্বা জ্ঞান-ধ্যান-সমাধিভিঃ ।

অবাপুমুক্তিমপরে পুরুষা ধস্ত-বন্ধনাঃ ॥ ২৩ ॥

সম্পদৈশ্চর্য্য-মাহাত্ম্য-জ্ঞানসন্ততি-কর্মণাম্ ।

বিমুক্তৈশ্চৈকতালভাং মূলমারাদ্বনং হরেঃ ॥ ২৪ ॥

যতো ধর্মার্থকামাখ্যং মুক্তিঞ্চাপি ফলং দ্বিজাঃ ! ।

তেনাপি হি কিমিত্যেবম্ অনন্তেন কিমুচ্যতে ? ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চাত্ৰ বহুনোক্তেন ভবন্তো গুরবো মম ।

আপনাদের এ কথাটি কি ভাল হইয়াছে? যদি আপনাদের কোন ক্লেশ না হয়, তাহা হইলে অনন্ত হইতে যাদৃশ ফল লাভ হয়, তাহা (বলিতেছি,) শ্রবণ করুন ।^{২০} ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই চারিটি লাভ করাই পুরুষমাত্রের উদ্দেশ্য । যাহা হইতে এই চতুর্ভগ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে কি লাভ হইবে? এরূপ বৃথা বাকা কি জন্য প্রয়োগ করিতেছেন?^{২১} মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, প্রজাপতি দক্ষ ও অন্যান্য মহাত্মারা যে, ধর্ম উপার্জন করিয়াছেন, আর আর অনেকেই কেহ কেহ অর্থ, কেহ কেহ কাম প্রাপ্ত হইয়াছেন,^{২২} কোন কোন পুরুষ যে, তত্ত্বজ্ঞান উপার্জন পূর্বক জ্ঞান ধ্যান ও সমাধি দ্বারা সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন ।^{২৩} হরির আরাধনাই সেই সমুদায় সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য, জ্ঞান, কর্ম ও মুক্তির মূল কারণ । (হরির আরাধনাও ভ্রূহ কার্য্য নহে, কারণ) সর্বত্র সমদৃষ্টি দ্বারাই তাঁহার আরাধনা হইয়া থাকে ।^{২৪} দ্বিজগণ! যাহা হইতে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ভগ্ন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই অনন্ত হইতে কি লাভ হইতে পারে? এ কথা

বদন্তু সাধু বাসাধু বিবেকোহস্মাকম্পকঃ ॥ ২৬ ॥

পুরোহিতা উচুঃ ।

দহ্যমানস্তুমস্মাভিরগ্নিনা বাল ! রক্ষিতঃ ।

ভূয়ো ন বক্ষ্যাসীত্যেবং নৈব জ্ঞাতোহস্যবুদ্ধিমান্ ॥ ২৭ ॥

যদাস্মদ্-বচনান্-মোহগ্রাহং ন ত্যক্ষাতে ভবান্ ।

ততঃ ক্লৃতাং বিনাশায় তব শ্রক্ষ্যাম দুৰ্ম্মতে ! ॥ ২৮ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

কঃ কেন হন্যতে জন্তু-জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে ? ।

হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হাসন্ সাধু সমাচরন্ * ॥ ২৯ ॥

পরশর উবাচ ।

ইতুক্তাশ্চেন তে ক্রুদ্ধা দৈত্যরাজ-পুরোহিতাঃ ।

আপনারা কি রূপে বলিতেছেন ?^{২৯} অথবা ঐ বিষয়ে অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই । আপনারা আমার গুরু, আমাদের বিবেচনা শক্তি অতি অল্প, অতএব আপনারাই ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া বলুন ।^{২৯}

পুরোহিতগণ কহিলেন, বালক ! তুমি অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলে, আমরা তোমাকে এই বলিয়া রক্ষা করিয়াছি যে, তুমি পুনর্বার আর ওরূপ কথা মুখে আনিবে না, কিন্তু মূর্খতা নিবন্ধন তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ।^{২৯} দুৰ্ম্মতে ! যদি আমাদের কথামুসারে তুমি এই মোহক্লুত দুরাগ্রহ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমরা তোমার সংহারের নিমিত্ত অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব ।^{২৮}

প্রহ্লাদ কহিলেন । কোন ব্যক্তি কোন প্রাণীকে বধ করিতে পারে না, কোন ব্যক্তি কোন প্রাণীকে রক্ষা করিতেও সমর্থ হয় না, পরন্তু ঈশ্বর আত্মাই সাধু বা অসাধু ব্যবহার দ্বারা রক্ষিত বা হত হইয়া থাকে ।^{২৯}

পরশর কহিলেন, প্রহ্লাদ এই কথা বলিবামাত্র দৈত্যরাজের পুরোহিতগণ সান্তিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহারা (প্রহ্লাদকে বিনষ্ট করি-

* হংস সাধু সমাচরন্ উচি বা পাঠ্যম্ ।

কৃত্যামুৎপাদয়ামাসু-জ্বালামালোজ্জ্বলাকৃষ্টিম্ ॥ ৩০ ॥
 অতিভীমা সমাগমা পাদন্যাস-ক্ষুত-ক্ষিতিঃ ।
 শূলেণ সা স্রুসংক্রুদ্ধা তং জঘানাশু বক্ষসি ॥ ৩১ ॥
 তৎ তস্য হৃদয়ং প্রাপ্য শূলং বালস্য দীপ্তিমৎ ।
 জগাম খণ্ডিতং ভূমৌ তত্রাপি শতধাগতম্ ॥ ৩২ ॥
 যত্রানপায়ী ভগবান্ হৃদ্যাশ্বে হরিরৌশ্বরঃ ।
 ভঙ্গো ভবতি ক্রুদ্ধস্য তত্র শূলস্য কা কথা ॥ ৩৩ ॥
 অপাপে তত্র পাপৈশ্চ পাতিতা তত্র যাজকৈঃ ।
 তানৈব সা জঘানাশু কৃত্যা নাশং জগাম চ ॥ ৩৪ ॥
 কৃত্যয়া দহ্যমানাংস্তান্ বিলোকা স মহামতিঃ ।
 ত্রাহি ক্রোধে তানন্তেতি বদন্ত্যভাবপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

সর্বব্যাপিন্ ! জগদ্রূপ ! জগৎস্রষ্টর্-জনার্দন ! ।

বার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ অভিচার ক্রিয়ায় অমুষ্ঠান করিলেন ।) তাহাতে
 মূর্ত্তিমতী অভিচারক্রিয়া উৎপন্ন হইল । প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাসমূহ দ্বারা
 তাহার উজ্জ্বল আকৃতি দৃষ্ট হইতে লাগিল ।^{১০} তাহার পাদ বিক্ষেপে ধর-
 গীমগুল বিচলিত হইল । সেই অতিভীষণ অভিচারক্রিয়া উপস্থিত
 হইয়াই ক্রোধ পূর্বক তৎক্ষণাৎ শূল দ্বারা প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে আঘাত
 করিল ।^{১১} সেই প্রদীপ্ত শূল, বালক প্রহ্লাদের হৃদয়ে আহত হইয়াই খণ্ড
 খণ্ড হইয়া গেল এবং শতধা চূর্ণ হইয়া ভুতলে পতিত হইল ।^{১২} অনপায়ী
 ভগবান্ ঈশ্বর হরি যে হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, সে হৃদয়ে শূলের কথা
 কি বলিব, বজ্রও চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে ।^{১৩} পাপাত্মা দৈত্য-পুরোহিতগণ
 নিষ্পাপ প্রহ্লাদে অভিচারক্রিয়া প্রয়োগ করাতে সেই অভিচার ক্রিয়া
 তাঁহাদিগকেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া অন্তর্হিত হইল ।^{১৪} মহামতি
 প্রহ্লাদ, পুরোহিতগণকে অভিচার ক্রিয়া দ্বারা দগ্ধ হইতে দেখিয়া, হে

পাণ্ডি-বিপ্রানিমানন্দাদ্ দুঃসহান্-মন্ত্রপাবকাৎ ॥ ৩৬ ॥

যথা সৰ্ব্বেষু ভূতেষু সৰ্ব্ববাপী জগদ্-গুরুঃ ।

বিষ্ণুরেব তথা সৰ্ব্বে জীবন্তেভ্যে পুরোহিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

যথা সৰ্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্ ।

চিন্তয়ামারিপক্ষেহপি, জীবন্তেভ্যে পুরোহিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

যে হস্তমাগতা দত্তং যৈর্বিধং যৈর্হতাশনঃ ।

যৈর্দ্বিগ্গজৈর্-অহং ক্ষুণ্ণো দক্ষঃ সূৰ্যৈশ্চ যৈরপি ॥ ৩৯ ॥

তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোহস্মি ন ক্ৰচিৎ ।

তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্তু সুরযাজকাঃ ॥ ৪০ ॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তেন তে সৰ্ব্বে সংস্পৃষ্টাশ্চ নিরাময়াঃ ।

কৃষ্ণ! হে অনন্ত! রক্ষা কর, এই কথা বলিয়া দহ্যমান পুরোহিতবর্গের নিকট ধাবমান হইলেন । ৩৬

প্রহ্লাদ কহিলেন, সৰ্ব্ববাপিন্! জগৎস্বরূপ! জগৎ-সৃষ্টিকারক! জনাৰ্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাঘ্নি হইতে রক্ষা কর । ৩৭ সৰ্ব্ব-বাপী জগদগুরু বিষ্ণু যদি সৰ্ব্বজীবে থাকেন, তাহা হইলে এই পুরোহিত-গণ জীবিত হইবে । ৩৮ আমি সৰ্ব্বভূতময় বিষ্ণুতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক যেমন অগ্নিকেও শত্রু বলিয়া গণনা করি নাই, সেইরূপ এই পুরোহিতগণ জীবিত হইবে । ৩৯ পূর্বে যাহারা আমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিধ প্রদান করে, যাহারা আমাকে অগ্নিতে দক্ষ করিতে প্ররত্ত হয়, যে সকল দ্বিগ্গজ আমাকে দন্তাঘাত করিয়াছিল, যে সকল ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করে; ৪০ আমি তাহাদের সকলকেই মিত্রভাবে দর্শন করিতেছি, সকলের প্রতিই আমার সম দৃষ্টি রহিয়াছে । আমি কখন কাহারো অনিষ্ট চিন্তা করি নাই । ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই সত্য অনুসারে এই অসুর-যাজকগণ জীবন প্রাপ্ত হইবে । ৪০

পরশর কহিলেন । প্রহ্লাদ এই কথা বলিয়া স্পর্শ করিবামাত্র পুরো-

সমুত্তস্থুদ্বিজ। ভূয়-স্তধোচুঃ প্রশয়াম্বিতম্ ॥ ৪১ ॥

পুরোহিতা উচুঃ ।

দীর্ঘায়ুরপ্রতিহত-বল-বীৰ্য্য-সমম্বিতঃ ।

পুত্র-পৌত্র-ধনৈশ্বৰ্য্য-যুক্তো বৎস ! ভবোত্তম ! ॥ ৪২ ॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তং ততো গত্বা যথাবৃতং পুরোহিতাঃ ।

দৈত্যরাজায় সুকলম্ আচচক্ষুম্ হামুনে ! ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশে প্রহ্লাদ-
চরিতেহৃষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

হিতগণ নিরাময় হইয়া উথিত হইলেন এবং বিনগা বনত প্রহ্লাদকে পুন-
র্বার কহিলেন ।^{৪১}

পুরোহিতগণ কহিলেন, বৎস ! তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ । তুমি অপ্রতি-
হত বল বীৰ্য্যসম্পন্ন ও দীর্ঘায়ু হও । তুমি অতুল ঐশ্বৰ্য্যের অধীশ্ব
হইয়া পুত্রপৌত্রাদির সহিত (পরম স্বখে কাল যাপন কর ।)^{৪২}

পরশর কহিলেন, মহামুনে ! অনন্তর পুরোহিতগণ এই কথা বলিয়া
দৈত্যরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাঁহার
নিকট তৎসমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন ।^{৪৩}

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমোহংশ অষ্টাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ।

উনবিংশোধ্যায়ঃ ।



পরশর উবাচ ।

হিরণ্যকশিপুঃ শ্রুত্বা তাং কৃত্যাং বিতথীকৃতাম্ ।

আহূয় পুত্রং পপ্রচ্ছ প্রভাবস্যাস্য কারণম্ ॥ ১ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

প্রহ্লাদ ! সুপ্রভাবোহসি কিমেতৎ তে বিচেষ্টিতম্ ।

এতন্-মন্ত্রাদিজনিতম্, উতাহো সহজং তব ? ॥ ২ ॥

পরশর উবাচ ।

এবং পৃষ্ঠ-স্তদা পিত্রা প্রহ্লাদোহসুরবালকঃ ।

প্রণিপত্য পিতুঃ পাদাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

পরশর কহিলেন । অনন্তর হিরণ্যকশিপু যখন শুনিলেন যে, প্রহ্লাদের বিনাশের নিমিত্ত পুরোহিতেরা যে অভিচার ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহাও বিফল হইয়াছে, তখন তিনি প্রহ্লাদকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার তাৎক্ষণ প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, প্রহ্লাদ ! তোমার প্রভাব অতীব চমৎকার । পরন্তু তোমার এই প্রভাব কি তোমার আত্মচেষ্টা দ্বারা হইয়াছে ? অথবা কোন মন্ত্র দ্বারা হইতেছে ? কিংবা তোমার এই প্রভাব স্বাভাবিক, (তাহা বল ।)

পরশর কহিলেন, প্রহ্লাদের পিতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অসুরবালক প্রহ্লাদ তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন ।

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত ! ন বা নৈসর্গিকং মম ।

প্রভাব এষ সামান্যো यस্য যস্যাচ্যুতো হৃদি ॥ ৪ ॥

অন্যেযাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাআনো যথা ।

তস্য পাপাগম-স্তাত ! হেতুভাবান্ন বিদ্যাতে ॥ ৫ ॥

কর্মণা মনসা বাচ্য পরপীড়াং করোতি যঃ ।

তদ্-বীজ-জন্ম * ফলতি প্রভূতং তস্য চাশুভম্ ॥ ৬ ॥

সোহহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা । †

চিন্তয়ন্ সর্বভূতশ্রম আত্মন্যপি চ কেশবম্ ॥ ৭ ॥

শারীরং মানসং দুঃখং দৈবং ভূতভবং তথা ।

(প্রহ্লাদ কহিলেন) পিতঃ ! আমার এই প্রভাব মন্ত্রাদি দ্বারা হয় নাই, ইহা আমার স্বভাবসিদ্ধও নহে, পরন্তু ভগবান্ অচ্যুত যে যে ব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের সকলেরই এইরূপ প্রভাব ছষ্ট হইয়া থাকে । * যে ব্যক্তি কাহারো অনিষ্ট চিন্তা না করে ও সকলকেই আত্মন্য জ্ঞান করিয়া থাকে, কারণভাব হেতু তাহারও অনিষ্টোপাত হয় না । † যে ব্যক্তি কর্ম দ্বারা মনোদ্বারা বা বাক্য দ্বারা পরাপকারে প্ররক্ত হয়, তাহার সেই পরাপকাররূপ বীজ হইতে ভূরি ভূরি অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে । * আমি মনোদ্বারা কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি না, কোন ব্যক্তির অপকার করিতেও প্ররক্ত হই না এবং যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এরূপ বাক্যও প্রয়োগ করি না । আমি এই সকল পাপে বিরত থাকিয়া কেবল সর্বভূতময় ভগবান্ বিষ্ণুকে আত্মস্থ রূপে চিন্তা করিয়া থাকি । †

* ভবীজঃ জন্ম ফলতি প্রভূতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

† বদামি চ ইতি বা পাঠঃ ।

সৰ্বত্র শুভচিন্তস্য তস্য মে জায়তে কুতঃ ॥ ৮ ॥

এবং সৰ্বেষু ভূতেষু তত্ত্বিরব্যাভিচারিণী ।

কৰ্তব্য্য পণ্ডিতৈজ্ঞাত্বা সৰ্বভূতময়ং হরিম্ ॥ ৯ ॥

পরশর উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা স দৈত্যৈশ্চন্দ্রঃ প্রাসাদশিখরে স্থিতঃ ।

ক্রোধাক্কারিত-মুখঃ প্রাহ দৈত্যৈকিক্করান্ ॥ ১০ ॥

দুরাত্মা ক্ষিপ্যতামস্মাৎ প্রাসাদাৎ শতযোজনাৎ ।

গিরিপৃষ্ঠে পতত্বস্মিন্ শিলাভিন্নাঙ্গসংহতিঃ ॥ ১১ ॥

তত-স্তৎ চিক্ষিপুঃ সৰ্বৈ বালং দৈত্যৈরদানবাঃ । *

পপাত সোইপ্যধঃক্ষিপ্তৌ হৃদয়েনোদ্বহনু হরিম্ ॥ ১২ ॥

আমার চিন্তা সকলেরই কল্যাণসাধনে উন্মুখ, অতএব কি নিমিত্ত আমার শারীরিক বা মানসিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক দুঃখ উপস্থিত হইবে। ৮ এই রূপে ভগবান্ বিষ্ণুকে সৰ্বভূতময় জানিয়া সৰ্বভূতের প্রতি অব্যাভিচারিত ভক্তি (ও শ্রদ্ধা) করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কৰ্তব্য। ৯

পরশর কহিলেন। দৈত্যরাজ উচ্চতম প্রাসাদ শিখরে উপবেশন পূৰ্ণক যখন পুত্রের মুখে ঈর্ষা বাক্য শ্রবণ করিলেন, তখন ক্রোধে তাঁহার মুখ অন্ধকারপ্রায় হইল। তিনি কিক্করগণকে (আহ্বান করিয়া) কহিলেন, ১০ (কিক্করগণ!) তোমরা এই শতযোজন উচ্চ প্রাসাদ হইতে এই দুরাত্মাকে এই রূপ করিয়া নিক্ষেপ কর যে, এই দুরাত্মা সেন গিরি পৃষ্ঠে পতিত হয় এবং শিলাদ্বারা হইহার সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া যায়। ১১ অনন্তর দৈত্য ও দানবগণ সেই বালককে (উচ্চতম প্রাসাদশিখর হইতে) নিক্ষেপ করিল। বালক প্রহ্লাদও তরিকে হৃদয়ে ধারণ পূৰ্ণক নিম্নাভিমুখে পতিত হইতে

পতমানং জগদ্ধাত্রী জগদ্ধাত্রি কেশবে ।

ভক্তিব্যক্তং দধারৈনম্ উপসংগম্য মেদিনৌ ॥ ১৩ ॥

ততো বিলোক্য তং স্বস্থম্ * অবিশীর্ণাস্থিপঙ্করম্ ।

হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ শম্বরং মায়িনাং বরম্ ॥ ১৪ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

নাশ্মাভিঃ শক্যতে হস্তমসৌ দূরুদ্ধিবালকঃ । †

মায়্যাং বেত্তি ভবাংস্তস্মান্-মায়্যৈনং নিষূদয় ॥ ১৫ ॥

শম্বর উবাচ ।

সুদয়াম্যেব দৈত্যোদ্ভ ! পশ্য মায়াবলং মম ।

সহস্রমাত্রং মায়ানাং বস্য কোটিশতং তথা ॥ ১৬ ॥

লাগিলেন । ১২ । তখন জগদ্ধাত্রী পৃথিবী জগদ্ধিতা হরির একান্ত ভক্ত প্রহ্লাদকে (প্রাসাদশিখর হইতে) পড়িতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন । ১৩ ॥ অনন্তর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে স্বস্থ ও তাঁহার অস্থিপঙ্কর অভূম্য দেখিয়া সাতিশয় মায়াবী শম্বরকে কহিলেন । ১৪ ।

(হিরণ্যকশিপু কহিলেন, শম্বর !) আমরা এই দূরুদ্ধি বালককে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলাম না । তুমি মায়াবা, অতএব মায়াদ্বারা ইহাকে বিনষ্ট কর । ১৫ ।

শম্বর কহিল, দানবরাজ ! আমি এখনই এই বালককে বিনাশ করিতেছি । আপনি আমার মায়াবল প্রত্যক্ষ করুন । আমি শত-সহস্র কোটি প্রকার ময়া অবগত আছি । ১৬ ।

* স্তম্ভগতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† নাশ্মাভিঃ শক্যতে হস্তম্ অয়ং দূরুদ্ধিবালকঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

পরশর উবাচ ।

ততঃ স সমুজ্জৈ মায়াং প্রহ্লাদে শম্বরৌহমুরঃ ।
 বিনাশমিচ্ছন্ দুৰ্বুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্র সমদৰ্শিনি ॥ ১৭ ॥
 সমাহিত-মতিভূত্বা * শম্বরেহপি বিমৎসরঃ ।
 মৈত্রেয় ! সৌহপি প্রহ্লাদঃ সন্মার মধুসূদনম্ ॥ ১৮ ॥
 ততো ভগবতা তস্য রক্ষার্থং চক্রমুত্তমম্ ।
 আজগাম সমাজ্ঞপ্তং জ্বালামালিসুদৰ্শনম্ ॥ ১৯ ॥
 তেন মায়াসহস্রং তৎ শম্বরম্যাশুগামিনা ।
 বালস্য রক্ষতা দেহম্ একৈকশ্যেন সূদিতম্ ॥ ২০ ॥
 সংশোধকং তথা বায়ুং † দৈত্যৈশ্চিদ্রুমত্রবীৎ ।
 শীঘ্রমেব মমাদেশাদ্ দুরাত্মা নীয়তাং ক্ষয়ম্ ॥ ২১ ॥
 তথৈতুক্ত্বা তু সৌহপ্যেনং বিবেশ পবনো লঘু ।

পরশর কহিলেন, অনন্তর দুৰ্বুদ্ধি শম্বরাসুর সৰ্বত্র সমদৰ্শী প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মায়া বিস্তার করিতে লাগিল । ১৭ মৈত্রেয় ! প্রহ্লাদও শম্বরাসুরের প্রতি কিছুমাত্র মাৎসর্য প্রকাশ না করিয়া সমাহিত চিত্তে হরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । ১৮ অনন্তর ভগবান্ চক্রপাণি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত জ্বালাকরাল সুদৰ্শন চক্রকে আদেশ করিলে সুদৰ্শন প্রহ্লাদের নিকট আগমন করিল । ১৯ এবং সেই শীঘ্রগামী চক্র ঐ বালকের দেহ রক্ষার্থ শম্বরাসুরের সহস্র মায়া একাদিক্রমে বিনষ্ট করিল । ২০ অনন্তর দৈত্যৈশ্চিদ্রুমত্রবীৎ হিরণ্যকশিপু সংশোধক সমীরণকে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে আমার নির্দেশে এই দুরাত্মাকে ক্ষয় করিয়া ফেল । ২১ তখন শীত ক্লক

* সমাহিতমনা ভূত্বা ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† ততো বায়ু ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

শীতোহ্তিরুদ্ধঃ শোষায় তদ্-দেহস্যাতিদুঃসহঃ ॥২২॥
 তেনাবিক্তমথাত্মানং স বুদ্ধা * দৈত্যবালকঃ ।
 হৃদয়েন মহাত্মানং দধার ধরণীধরম্ ॥ ২৩ ॥
 হৃদয়স্থ-স্তত-স্তম্য তং বায়ুমতিভীষণম্ । †
 পপৌ জনার্দনঃ ক্রুদ্ধঃ, স ষযৌ পবনঃ ক্ষয়ম্ ॥ ২৪ ॥
 ক্ষীণাসু সর্বমায়াসু পবনে চ ক্ষয়ং গতে । ‡
 জগাম সৌহপি ভবনং গুরোরেষ মহামতিঃ ॥ ২৫ ॥
 অহন্যহন্যথাচার্যো নীতিং রাজ্যফলপ্রদাম্ ।
 গ্রাহয়ামাস তং বালং রাজ্যামুশনসা কৃতাম্ ॥ ২৬ ॥
 গৃহীত-নীতিশাস্ত্রং তং বিনীতঞ্চ বদা গুরুঃ ।
 মেনে, তদৈনং তৎপিত্রে কথয়ামাস শিক্ষিতম্ ॥২৭॥

নিতান্ত দুঃসহ বায়ু 'যথাজ্ঞা মহারাজ ! , এই বলিয়া প্রহ্লাদের দেহে শোষণের নিমিত্ত শীঘ্র তাঁহার দেহে প্রবেশ করিল। ২২ প্রহ্লাদ, স্বদেহে সংশোধক বায়ু প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া পবনাশন শেষমূর্তি ভগবান্কে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ২৩ তখন অনন্ত, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্বক সেই ভীষণ বায়ুকে পান করিতে লাগিলেন। সংশোধক বায়ুও ক্ষয় হইয়া গেল। ২৪

এই রূপে শম্বরাসুরের মায়া বিফল ও বায়ু ক্ষয় হইলে মহামতি প্রহ্লাদ গুরুর গৃহে গমন করিলেন। ২৫ গুরুও প্রতিদিন সেই বালককে রাজ্য ফলপ্রদ নীতিশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ২৬ তিনি যখন বুঝিলেন যে, প্রহ্লাদ নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত ও বিনীত

* অরুদ্ধা ইতি বা পাঠ।

† অতিশোষণম্ ইতি কেচিৎ পাঠান্তি।

‡ পবনে সংগতে ক্ষয়ম্ ইতি কেচাঞ্চিৎ পাঠঃ।

আচার্য্য উবাচ ।

গৃহীত-নীতিশাস্ত্রে পুত্রো দৈত্যপতে ! ক্লুতঃ ।

প্রহ্লাদস্তত্ত্বতো বেত্তি ভার্গবেণ যদীরিতম্ ॥ ২৮ ॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

মিত্রেষু বর্ত্তেত কথম্ অরিবর্গেষু ভূপতিঃ ।

প্রহ্লাদ ! ত্রিষু কালেষু মধ্যস্থেষু কথং চরেৎ ॥ ২৯ ॥

কথং মস্ত্রিষ্মামাতোষু বাহ্যেষু ভ্যন্তরেষু চ ।

চারেষু চৌরবর্গেষু শঙ্কিতেষু তরেষু চ ॥ ৩০ ॥

ক্লুতাক্লুত্যাবিধানেষু দুর্গাটবিকসাধনে ।

প্রহ্লাদ ! কথ্যতাং সম্যক্ তথা কটকশোধনে ॥ ৩১ ॥

হইয়াছে, তখন তিনি দানবরাজ হিরণ্যকশিপুর নিকট গমন করিয়া কহিলেন । ২৮ ॥

(আচার্য্য কহিলেন) দৈত্যপতে ! আপনার পুত্র প্রহ্লাদকে আমি নীতিবিদ্যা শিখাইয়াছি । শুক্রাচার্য্য যে নীতি উপদেশ করিয়াছেন, প্রহ্লাদ তাহা বিলক্ষণ আয়ত্ত করিয়াছে । ২৮ । হিরণ্যকশিপু কহিলেন, প্রহ্লাদ ! রাজা, শত্রু ও মিত্র এই উভয়ের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন ? ক্ষয় রক্ষি ও এই উভয়ের সাগ্যাবস্থায় কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য ? ২৯ মস্ত্রি অমাতা, বাহ্য বা অভ্যন্তর চর, শঙ্কিত অশঙ্কিত ও চোর এই সকলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে । ৩০ সন্ধি বিগ্রহাদি স্থলে কোথায় কিরূপ করা কর্তব্য ? কোথায় কিরূপ করা অকর্তব্য এবং পরজাদির দুর্গ বা জলদুর্গ কিরূপে ভেদ করিতে হইবে ও অরণ্যবাণী পুলিন্দ ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগকে বশীভূত করিতে হইলে এবং গুচ শত্রুদিগকে নিরাস করিতে হইলেই বা কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে । ৩১

এতচ্চান্যচ্চ সকলমধীতং ভবতা যথা ।

তথা মে কথ্যতাং, জ্ঞাতুং তবেচ্ছামি মনোগতম্ ॥৩২॥

পরশর উবাচ ।

প্রণিপত্য পিতুঃ পাদৌ তদা প্রশ্রয়ভূষণঃ * ।

প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈতেজস্রং কৃতাজ্জলিপুটস্তথা † ॥৩৩॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ ।

গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম ॥ ৩৪ ॥

সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথাপরৌ ।

উপায়াঃ কথিতাঃ সর্বের ‡ মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে ॥৩৫॥

তানেনবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত ! মা ক্রোধঃ ।

সাধ্যাভাবে মহাবাহো ! সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্? ॥৩৬॥

এই সকল ও অন্যান্য নীতি যাহা তুমি অধ্যয়ন করিয়াছ, তৎসমুদায় বল । তোমার মনোগত ভাব জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে । ৩২

পরশর কহিলেন । প্রহ্লাদ বিনয়াবনত হইয়া পিতার চরণে প্রণিপাত পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন । ৩৩ । (প্রহ্লাদ কহিলেন) পিতঃ ! আপনি যে সমস্ত বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব তৎসমুদায় বিষয়েই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং আমিও তাহা শিক্ষা করিয়াছি, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার মতে ঐ নীতি সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে না । ৩৪ । শত্রু মিত্রাদির সাধন অর্থাৎ বশীকরণাদি বিষয়ে সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয় উপদিষ্ট হইয়াছে । ৩৫ কিন্তু পিতঃ ! আপনি

* ততঃ পাদৌ পিতুঃ প্রশ্রয়ভূষণঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† কৃতাজ্জলিপুটস্থিতঃ হাত বা পঠনীয়ম্ ।

‡ কথিতা হোতে ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ ।

সৰ্বভূতাত্মকে তাত ! জগন্নাথে জগন্ময়ে ।

পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ ? ॥ ৩৭ ॥

দ্ব্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ ।

• যতস্ততোহয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ? ৩৮ ॥

তদেভিরলমত্যর্থং দুষ্ঠারস্তোক্তিবিস্তরৈঃ ।

অবিদ্যাস্তর্গতৈর্ষত্রঃ কর্তব্যস্তাত ! শোভনে ॥ ৩৯ ॥

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াম্ অজ্ঞানাং তাত ! জায়তে ।

বালোহ্মিঃ কিংন খদ্যোতম্ অসুরেশ্বর ! মন্যতে ? ॥ ৪০ ॥

তৎকর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে ।

আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিপিপিনপুণম্ ॥ ৪১ ॥

ক্রোধ করিবেন না, আমি সেই রূপ শত্রু মিত্রাদি দেখিতেছি না ।
মহাবাহো ! যে স্থলে সাধ্যের অভাব, সে স্থলে সাধনের প্রয়োজন
কি ?^{৩৭} পিতঃ ! যখন জগন্নাথ জগন্ময় সৰ্বভূতাত্মা । পরমাত্মা গোবিন্দ
সৰ্বভূতেরই অন্তরাত্মাতে অবস্থান করিতেছেন তখন মিত্র ও অমিত্রের
কথা কোথায়, সকল প্রাণীই ত সমান ।^{৩৮} যখন ভগবান্ বিষ্ণু
আপনাতে আমাতে ও অন্য সমুদায়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন
এই আমার মিত্র, এই আমার শত্রু এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে
স্থাপিত হইবে ।^{৩৯} নীতি শাস্ত্রে রাগ ঘেষাদি মূলক উদ্যোগের
বিলক্ষণ প্রবর্তন আছে, অতএব ঐ মোহান্ত নির্বিষ্ট নীতি শাস্ত্রে কি
প্রয়োজন ? পরন্তু নিষ্কাম হইয়া আত্মতত্ত্বে যত্ন করা বিধেয় হই-
তেছে ।^{৪০} হে অসুরেশ্বর ! মোহবশতই অবিদ্যাতে বিদ্যা বুদ্ধি উৎ-
পন্ন হইয়া থাকে । দেহান, বালক খদ্যোতকে কি অগ্নি বলিয়া বিবে-
চনা করে না ?^{৪১} বাহা দ্বারা সংসারবন্ধনের মোচন হয় তাহাই
কর্ম এবং বাহা হইতে মুক্তিলাভ হয় তাহাই বিদ্যা । অর্থ কামাদি-
সাধক জ্ঞান্য কর্ম কেবল আয়াসেরই নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে এবং
অন্য বিদ্যা ঐশ্বর্যজালিকাদি শিপিবিদ্যার ন্যায় কেবল কৌশল-

তদেতদবগম্যাহমু অসারং সারমুত্তমম্* ।

নিশাময় মহাভাগ! প্রণিপত্য ব্রবীমি তে † ॥৪২॥

ন চিন্তয়তি কো রাজ্যং কো ধনং নাভিবাঞ্ছতি ।

তথাপি ভাব্যমেবৈতদুভয়ং প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥ ৪৩ ॥

সৰ্ব্ব এব মহাভাগ! মহত্ত্বং প্রতি সৌদ্যমাঃ ।

তথাপি পুংসাং ভাগ্যানি নৌদ্যমাভূতিহেতবঃ ॥৪৪॥

জড়ানামবিবেকানাম‡ অশূরাণামপি প্রভো! ।

ভাগ্যভোগ্যানি § রাজ্যানি সন্ত্যনীতিমতামপি ॥৪৫॥

তস্মাদ্ যতেত পুণ্যেযু য ইচ্ছেম্মহতীং শ্রিয়ম্ ।

যতিতব্যং সমস্তে চ নির্বাণমপি চেষ্টতা ॥ ৪৬ ॥

মাত্রেই পর্যাবসিত হইতেছে।^{১০} অতএব রাজ্যাদিসাধক কার্য্য নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যাহা সার তাহা আমি আপনার নিকট প্রণত হইয়া কহিতেছি (শ্রবণ করুন।)^{১১} দেখুন, কোন্ ব্যক্তি রাজ্য ও ধনলাভের অভিলাষী না হয়? কিন্তু এই রাজ্য ও ধন উভয়ই জন্মান্তরীণ পুণ্যলভ্য, স্বতরাং পুণ্যবান্ পুরুষেরা ইহা প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।^{১২} মহাভাগ! সম্পদের প্রতি বা মহত্ত্বলাভের প্রতি সকলকেই যত্নশীল দেখা যায়, কিন্তু উদ্যোগত্রৈ^{১৩} সম্পদাদি লাভের কারণ নহে, পুরুষের ভাগ্যই তাহা প্রদান করিয়া থাকে।^{১৪} প্রভো! দেখুন, যাহারা নিতান্ত জড়, বিবেকশূন্য, দুৰ্দল ও রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহারাও ভাগ্য বলে সম্পদ লাভ করে।^{১৫} অতএব যিনি মহতী শ্রী প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে পুণ্যোপার্জনে যত্নবান্ হইতে হইবে। যিনি যুক্তি প্রার্থনা করেন, তাঁহার সৰ্ব্বত্র সমদৃষ্টি

* সাধ্যমুত্তমম্ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

† ব্রবীমি যৎ ইতি বা পঠ ।

‡ জড়ানামপি লোকানাম্ ইতি বচনসাদৃতঃ পাঠঃ ।

§ ভাগ্যভোগ্যানি ইতি পুস্তকান্তরীয়াঃ পাঠঃ ।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ ।

রূপমেতদনন্তস্য বিমোহাভিন্নমিব স্থিতম্ ॥ ৪৭ ॥

এতদ্বিজানতা সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।

দ্রষ্টব্যমাবদ্বিষ্যুর্যভোহয়ং বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ৪৮ ॥

এবং জ্ঞাতে স ভগবান্ অনাদিঃ পরমেশ্বরঃ ।

প্রসীদত্যুচ্যতস্তস্মিন্ প্রসন্নৈ ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পরশর উবাচ ।

এতৎ শ্রুত্বা তু কোপেন সমুখ্যায় বরাসনাৎ ।

হিরণ্যকশিপুঃ পুঞ্জং পদা বক্ষস্যাতাড়য়ৎ ॥ ৫০ ॥

উবাচ চ স কোপেন সামর্থ্যঃ প্রজ্বলন্বিব ।

নিষ্পিষ্য*পাণিনা পাণিং হস্তকামো জগদ্ যথা ॥ ৫১ ॥

রাখা কর্তব্য।^{৫০} দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ ও সরীসৃপ, ইহারা অনন্ত দেবেরই স্বরূপ, কেবল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র।^{৫১} যিনি এই সমুদায় বিষয় জ্ঞাত আছেন তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে আত্মবৎ দেখেন কারণ বিষ্ণুই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।^{৫২} লোকের এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইলে অনাদি ভগবান্ ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সমুদায় ক্লেশ দূর হইয়া যায়।^{৫৩}

পরশর কহিলেন, হিরণ্যকশিপু অশ্বাদেব যুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে সিংহাসন হইতে উত্থান পূর্বক স্ত্রীহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন^{৫৪} এবং কোপানলে প্রজ্বলিত ও নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া যেন জগৎ সংসার সংহার করিবার বাসনায় হস্তদ্বারা হস্ত নিষ্পেষণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন^{৫৫}

* নিষ্পিষ্য ইতি বা পাঠঃ ।

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

হে বিশ্বচিন্তে ! হে রাহো ! হে বলৈষ মহার্ণবে ।

নাগপাশৈর্দৃষ্টে বন্ধু । ক্ষিপ্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্ ॥৫২॥

অন্যথা সকলো লোকস্তথা দৈতেয়দানবাঃ ।

অনুযাস্যন্তি মূঢ়স্য মতমস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥

বহুশো * বারিতোহস্মাভিরয়ং পাপস্তথাপটৈঃ ।

স্তুতিং করোতি, দুষ্টানাং বধ এবোপকারকঃ ॥৫৪॥

পরশর উবাচ ।

ততস্তে সত্ত্বরা দৈত্যা বন্ধু । তং নাগবন্ধনৈঃ ।

ভর্তুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য চিক্ষিপুঃ সলিলালয়ে † ॥ ৫৫ ॥

ততশ্চচাল চলতা প্রহ্লাদেন মহার্ণবঃ ।

উদ্বেলোহভূৎ পরং ক্ষোভমুপেত্য চ সমন্ততঃ ॥৫৬॥

ভূর্লোকমখিলং দৃষ্ট্বা স্নাব্যমানং ‡ মহান্তসা ।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, অহে বিশ্বচিন্তে ! অহে রাহো ! অহে বল ! তোমরা এই বালককে নাগপাশে বন্ধন পূর্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, কিছুমাত্র বিলম্ব করিও না ।^{৫২} ইহা না করিলে সকল লোক ও সমুদায় দৈত্য দানবেরা এই ছুরাত্মা মুঢ়ের মতানুগর্তী হইবে ।^{৫৩} আমরা ও অন্যান্য লোক সকলেই বার বার নিবারণ করিয়াছি, তথাপি এই পাপাত্মা বিষ্ণুর স্তব করিতেছে অতএব দুষ্ট লোককে এক কালে বিনষ্ট করাই কর্তব্য ।^{৫৪}

পরশর কহিলেন । অনন্তর দৈত্যগণ প্রভু হিরণ্যকশিপুর আদেশানুসারে অবিলম্বে প্রহ্লাদকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া সাগরের জলে নিক্ষেপ করিল ।^{৫৫} পরে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদ, চলিত হইবামাত্র

* বহুশা ইতি পণ্ডিতমহাশয়সমাদৃতঃ পাঠঃ ।

† সলিলালয়ে ইতি প্রমাদবিজ্ঞপ্তিত্বঃ পাঠঃ ।

‡ স্নাব্যমানম্ ইতি বঙ্গীয়াঃ পাঠঃ ।

হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যান্ ইদমাহ মহামতে ! ॥৫৭॥

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

দৈতেয়াঃ ! সকলৈঃ শৈলৈরত্ৰৈব বরুণালয়ে ।

নিশ্ছিদ্রৈঃ সর্বশঃ সর্বৈশ্চীয়েতামেষ দুৰ্ম্মতিঃ * ॥৫৮॥

নাগ্নির্দহতি নৈবায়ং শতৈশ্চিহ্নৈঃ ন চোরগৈঃ ।

ক্ষয়ং নোত্তো ন বাতেন ন বিবেশ ন ক্লুত্যা ॥ ৫৯ ॥

ন মায়াভিন চৈবোক্ষাৎ পাতিতো ন চ দিগ্গজৈঃ ।

বালোহতিদুর্ঘচিত্তোহয়ং নানেনার্থোহস্তি জীবত ॥৬০॥

তদেব তোয়ধাবত্র সমাক্রান্তো মহীধরৈঃ ।

তিষ্ঠত্বকসহস্রান্তং প্রাণান্ হাস্যতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ৬১ ॥

মহাসাগর চতুর্দিকে ক্ষুভিত ও উদ্বেল হইয়া উঠিল।^{১০} মহামতে ! হিরণ্যকশিপু সাগরজলে ভুলোক প্রাণিতপ্রায় দেখিয়া দৈত্যগণকে কহিলেন।^{১১}

হিরণ্যকশিপু কহিলেন, হে দৈত্যগণ ! তোমরা এই সমুদ্রमध्ये এই দুৰ্ম্মতিকে পর্ততদ্বারা দৃঢ়রূপে আচ্ছাদন কর।^{১২} অগ্নি ইহাকে দক্ষ করিতে পারে নাই, অস্ত্রশস্ত্রও ইহাকে ছেদ করিতে সমর্থ হয় নাই, উরগগণও ইহাকে বিনাশ করিতে পারিল না। তীক্ষ্ণ বিষ ও অভিচারক্রিয়া ইহাকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই।^{১৩} শস্যরাসুরের মায়াও ইহার নিকট পরাশ্রয় হইয়াছে। উচ্চ পর্ততশিখর হইতে ইহাকে নিক্ষেপ করিলাম, তাহাতে ইহার কিছুমাত্র হানি হইল না। দিগ্গজগণও ইহাকে নষ্ট করিতে পারিল না। এই বালক অতিদুর্ঘ-
স্বভাব। ইহার জীবনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।^{১৪} অতএব এই দুৰ্ম্মতি এক্ষণে এই সমুদ্রে পর্ততসমূহদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অব-

* দৈতেয়া উভয়ঃ দৈতেয়ৈঃ, অত্ৰৈব ইত্যত্র তত্ৰৈব, সর্বশ ইত্যত্র সর্বত ইতি
পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

ভতো দৈত্যা দানবাস্ত পৰ্বতৈস্তং মহোদধৌ ।

আক্রম্য চয়নং চক্রুঃ* যোজনানি সহস্রশঃ ॥ ৬২ ॥

স চিতঃ পৰ্বতৈরন্তঃসমুদ্রস্য মহামতিঃ ।

তুষ্ঠাবাহিকবেলায়াম্ একাগ্রমতিরচ্যুতম্ ॥ ৬৩ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ! নমস্তে পুরুষোত্তম ! ।

নমস্তে সৰ্বলোকাঙ্ঘ্ ! নমস্তে তিথ্যচক্ৰিণে ॥ ৬৪ ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ † ।

রুদ্ররূপায় কম্পান্তে নমস্তভ্যং ত্রিমূর্তয়ে ॥ ৬৬ ॥

স্থান করুক । এইরূপ হইলে অস্তত সহস্র বৎসর পরেও ত্রাণ ত্যাগ করিবে।^{১১}

অনন্তর দৈত্যা দানবগণ সমুদ্রমধ্যে প্রহ্লাদকে পৰ্বতদ্বারা আক্রমণ করিয়া পৰ্বতসমূহদ্বারা সহস্র যোজন পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।^{১২} তখন মহামতি প্রহ্লাদ সমুদ্রমধ্যে পৰ্বতদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আত্মিক বেলায় একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।^{১৩}

প্রহ্লাদ কহিলেন । হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে পুরুষোত্তম ! হে সৰ্বলোকাঙ্ঘ ! তোমাকে নমস্কার । তুমি তীক্ষ্ণ চক্র ধারণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার।^{১৪} তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, গোত্রাঙ্গণের হিতকর ও জগতের মঙ্গল-সম্পাদক গোবিন্দ, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।^{১৫} তুমি ব্রহ্মস্বরূপে স্রষ্টি করিয়া থাক (বিষ্ণুরূপে) স্থিতিতে পালন

* চক্রুঃ চয়নম্ ইতি বা পাঠ্যম্ ।

† পালয়তে নমঃ ইতি বা পঠ ।

দেবী যক্ষাসুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ।
 পিশাচা রাক্ষসাস্চৈব মনুষ্যাঃ পশবন্তথা * ॥ ৬৭ ॥
 পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিকা সরীসৃপাঃ ।
 ভূমিরাপো নভো † বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথা রসঃ ॥ ৬৮ ॥
 রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ ।
 এতেষাং পরমার্থঞ্চ ‡ সর্ব্বমেতৎ ত্রয়চ্যুত ! ॥ ৬৯ ॥
 বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিবামৃতে ।
 প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কৰ্ম্ম বেদোদিতং ভবান্ ॥ ৭০ ॥
 সমস্তকৰ্ম্মভোক্তা চ কৰ্ম্মোপকরণানি চ ।
 ত্রমেব বিবেশ ! সৰ্ব্বাণি সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলঞ্চ যৎ ॥ ৭১ ॥
 ময্যানাত্র তথাশেষভূতেষু ভুবনেষু চ ।
 তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্যাগুণসংসৃচিকা প্রভো ! ॥ ৭২ ॥

করিতেছ এবং কল্পান্তে ব্রহ্মমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাক। তুমি
 ত্রিমূর্তি, তোমাকে নমস্কার।** দেবতা যক্ষ অসুর সিদ্ধ নাগ গন্ধর্ব্ব
 কিন্নর পিশাচ রাক্ষস মনুষ্য পশু।** পক্ষী পিপীলিকা সরীসৃপ
 (স্থাবর) ভূমি জল আকাশ বায়ু শব্দ স্পর্শ রস।** রূপ গন্ধ মন বুদ্ধি
 আত্মা কাল ও সত্ত্বাদি গুণ, হে অচ্যুত ! তুমিই এতৎসমুদায়ের
 কারণ ও এই সমুদায় পদার্থ তোমারই স্বরূপ।** তুমি বিদ্যা, তুমি
 অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমি অসত্য, তুমি বিশ্ব, তুমি অমৃত, তুমি বর্ত্ত-
 মান ও অতীত সমুদায় বেদোক্ত কৰ্ম্মস্বরূপ।** হে বিবেশ ! তুমি
 সমস্ত কৰ্ম্মের ফল ভোক্তা ও সমস্ত কৰ্ম্মের উপকরণ এবং তুমিই
 সকল কৰ্ম্মের কল।** প্রভো ! তুমি আমাকে, অন্য সকলকে এবং
 এই বিশ্ব সমুদায় ব্যাপিয়া আছ। তোমার এই ব্যাপ্তিহারা সাম-

* পশবন্ত যে উভি বা পাঠঃ ।

† ভূমাপোঃ সিমিত ইতি শাক্তিনাত্যঃ পাঠঃ ।

‡ পরমার্থশ্চ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্ঞিনঃ ।

হব্যকব্যাভুগেকস্বঃ পিতৃদেবস্বরূপধৃক্ ॥ ৭৩ ॥

রূপং মহৎ তে স্থিতমত্র বিশ্বং

ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ ! ।

রূপাণি সৰ্ব্বাণি * চ ভূতভেদা-

স্তেষ্মন্তরাত্মাধ্যাত্মীয সূক্ষ্মম্ ॥ ৭৪ ॥

তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদিবিশেষণানাম্

অগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্ ।

কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি

তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায় ॥ ৭৫ ॥

সৰ্বভূতেষু সৰ্ব্বাঙ্ঘন ! যা শক্তিরপরাভব † ! ।

গুণাশ্রয়া নমস্তস্মৈ শাস্ত্রতায়ৈ সুরেশ্বর ! ॥ ৭৬ ॥

খ্যাতিশয় ও সত্যসংকল্পতাদি গুণ সমুদায় সূচিত হইতেছে।^{১২} যোগীরা তোমাকে চিন্তা করেন। যাজ্ঞিকেরা তোমার উদ্দেশ্যেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। একমাত্র তুমিই হব্য ও রব্যের ভোক্তা এবং তুমিই পিতৃলোকস্বরূপ ও তুমিই দেবদেহ ধারণ করিয়া আছ।^{১৩} এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তোমার মহৎ রূপ। এই জগৎ তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম। নানা প্রকার জীব জন্তু তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং এই জীবজন্তু-গণের যে অন্তরাত্মা আছে, তাহা তৎসৰ্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। এতৎ সমুদায় তোমারই রূপভেদ।^{১৪} এই অন্তরাত্মা হইতেও উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অবিস্মৃত ভূত তোমার পরমাত্মস্বরূপ কোন এক অচিন্ত্যরূপ আছে। তোমার সেই পুরুষোত্তম নামক রূপকে নমস্কার করি।^{১৫} হে সৰ্ব্বাঙ্ঘন ! সৰ্বভূত মধ্যে তোমার ত্রিগুণাশ্রিত অন্য এক জড়-

* সূক্ষ্মাণি চ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† যা শক্তিরপরা ভব ইতি বা পাঠঃ ।

যাতীতগোচর। বাচাং মনসাধাবিশেষণা ।

জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্য। তাং বন্দে চেশ্বরীং পরাম্ ॥৭৭॥

ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা ।

ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোহখিলস্য যঃ ॥৭৮॥

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে ।

নামরূপং ন যস্যৈকো যোহস্তিত্বেনোপলভ্যতে ॥ ৭৯ ॥

যস্যাবতাররূপাণি সমর্চন্তি দিবৌকসঃ ।

অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে ॥ ৮০ ॥

যোহন্তুস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভয়।

তং সর্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্যে * পরমেশ্বরম্ ॥ ৮১ ॥

নমোহস্ত * বিষ্ণুবে তস্মৈ যস্যাত্মিন্নমিদং জগৎ ।

শক্তি আছে। হে সুরেশ্বর! সেই নিত্য শক্তিকে নমস্কার ।^{১০} যাহা
বাক্য মনের অগোচর, যাহা জাতি গুণাদি বিশেষণ শূন্য এবং
যাহাকে আত্মার আদেশিক জ্ঞান, নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়,
তোমার স্বরূপভূতা সেই পরম চিৎশক্তিকে নমস্কার করি।^{১১} কোন
পদার্থই যাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু যিনি সকল পদার্থ হইতে
স্বতন্ত্র, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে সর্বদা নমস্কার করি।^{১২} যাহার নাম
ও রূপ নাই, কেবল অস্তিত্ব মাত্রে যাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে।
সেই মহাত্মাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি।^{১৩} দেবগণ যাহার সূক্ষ্মরূপ
নেত্রগোচর করিতে না পারিয়া অবতার রূপকে অর্চনা করেন, সেই
মহাত্মাকে নমস্কার করি।^{১৪} যিনি সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়া
শুভাশুভ সমুদায় পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, সেই সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর
বিষ্ণুকে নমস্কার করি।^{১৫} এই জগৎ যাহা হইতে অতিন্ন, সেই
বিষ্ণুকে নমস্কার। তিনি সকলের ধোয় ও জগতের আদি। তিনি

ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ * ॥ ৮২ ॥

যজ্ঞোত্তমেষু তৎ প্রোক্তঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্ ।

আধারভূতঃ সর্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ৮৩ ॥

নমোহস্তু বিশ্ববে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ ।

যত্র সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ ।

মতঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে ॥ ৮৫ ॥

অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাসংশ্রয়ঃ ।

ব্রহ্মসংজ্ঞাহমেবাঞ্চে তথাত্তে চ পরঃ পুমান্ ॥ ৮৬ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশঃ

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অব্যয় পুরুষ । তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ৮২ যাঁহাতে মহত্ত্ব-
জ্ঞাদি রূপে অক্ষয় অব্যয় এই বিশ্ব ও তৎপ্রোক্ত হইয়া রহিয়াছে, যিনি
সকলের আধার, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ৮৩ যাঁহাতে
সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, যাঁহা হইতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড
উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের
আধারস্বরূপ, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার । তাঁহাকে বার বার নমস্কার
করি । ৮৪ সেই অনন্ত পুরুষ সর্বগামী, স্মরণ্য তিনিই আমি । আমি
হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায়
আছে, এবং আমিই নিত্য ও অক্ষয় । ৮৫ পরমাত্মাতেই আমার
আশ্রয় । আমি অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্ম । আমি সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিলাম
এবং মহাপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব । আমিই পরম পুরুষ । ৮৬

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমোংশ উনবিংশঃ

অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিংশোধ্যায়ঃ ।



পরশর উবাচ ।

এবং সন্ধিস্তয়ন্ বিষ্ণুন্ অভেদেনাত্মনো দ্বিজ ! ।

তন্ময়ত্বমবাধ্যং মেনে চাত্মানমচ্যুতম্ ॥ ১ ॥

বিসম্মার তথাআনং নান্যং কিঞ্চিদজানত ।

অহমেবাব্যয়োহনন্তঃ পরমাভ্যুত্যাচিন্তয়ৎ ॥ ২ ॥

তস্য তদ্ ভাবনাযোগাৎ ক্লীণপাপস্য বৈ ক্রমাৎ ।

শুদ্ধেহন্তঃকরণে বিষ্ণুস্তস্থৌ জ্ঞানময়েহচ্যুতঃ * ॥ ৩ ॥

যোগপ্রভাবাৎ প্রহ্লাদে জাতে বিষ্ণুময়েহসুরে ।

চলতুরগবন্ধৈস্তৈশ্চ * স্মৈত্রেয় ! ক্রটিতং ক্ষণাৎ ॥ ৪ ॥

পরশর কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! প্রহ্লাদ এই রূপে আত্মার সহিত অভেদ ভাবে বিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া সকলের প্রার্থনীয় তন্ময়ত্ব লাভ করিলেন এবং আপনাকে অচ্যুত বিষ্ণু বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন ।^১ তৎকালে ঐ বালকের এরূপ ভেদ জ্ঞান আর রহিল না যে, তিনি স্বয়ং প্রহ্লাদ । তিনি অবাস্তর জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া, আমিই অব্যয় অনন্ত পরমাত্মা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ।^২ প্রহ্লাদের এই রূপ ভাবনাযোগে ক্রমশঃ পাপ ক্ষয় হইয়া গেল । তখন বিষ্ণু স্তোত্রার্থী সেই বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানময় অন্তঃকরণে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।^৩ এই রূপে যখন প্রহ্লাদ যোগবলে বিষ্ণুময় হইলেন, তখন তিনি

* জ্ঞানময়োহচ্যুতঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† কটি তুরগবন্ধৈস্তৈরিতি বা পাঠ্যম্ ।

ভ্রান্তগাহগণঃ সোম্মির্ষযৌ ক্রোভং মহার্ণবঃ ।

চচাল চ মহী সর্ক। সশৈলবনকাননা ॥ ৫ ॥

স চ তং শৈলসম্পাতং দৈতৈর্যাস্তমথোপরি ।

প্রক্ষিপ্য তস্যাং মলিলান্নিশ্চক্রাম মহামতিঃ ॥ ৬ ॥

দৃষ্ট্ব। চ স জগদ্ভূপো গগনাদ্যুপলক্ষণম্ ।

প্রহ্লাদোহস্মীতি সস্মার পুনরাআনমাআনা ।

তুষ্ঠাব চ পুনর্ধীমান্ অনাদিং পুরুষোত্তমম্ ।

একাগ্রমতিরব্যাণো যতবাক্কায়মানসঃ ॥ ৮ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ ! শূলশূক্ষাকরাকর ! * ।

ব্যক্তাব্যক্ত ! কলাতীত ! সকলেশ ! নিরঞ্জন ! ॥ ৯ ॥

চলিত হইলে, সহসা উরগ বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল।^১ সমুদ্র ক্ষুভিত ও তরঙ্গাকুল হইয়া উঠিল। জলজন্তু সকল উহার মধ্যে প্রবলবেগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ভূমণ্ডল, শৈল ও কাননের সহিত বিচলিত হইয়া উঠিল।^২ তখন মহামতি প্রহ্লাদ, দৈত্যগণ-কর্তৃক বক্ষোপরি নিহিত শৈলরাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই সাগরমলিল হইতে নির্গত হইলেন।^৩ এবং তিনি দেখিলেন, সমুদায় জগৎ আকাশাদি রূপে দৃশ্যমান হইতেছে, পরে তিনি পুনরায় আপনাকে প্রহ্লাদ বলিয়া স্মরণ করিলেন।^৪ অনন্তর ধীমান্ দৈত্যবালক, ইন্দ্ৰিয়াদি সংযত করিয়া অব্যগ্র মনে একাগ্রভাবে অনাদি পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন।^৫

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে পরমার্থ জ্ঞানরূপ ! হে দৃশ্যরূপ ! তুমি শূল সূক্ষ্ম কর ও অক্ষর। তুমি ব্যক্ত অব্যক্ত নিরবয়ব সাবয়ব নিয়ামক ও

* ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ শূলশূক্ষাকরাকর ! ইতি বা পঠ্যতাং ।

গুণাঞ্জন ! গুণাধার ! নিগুণাত্মন ! গুণস্থির ! * ।
 মূর্ত্যামূর্ত ! মহামূর্তে ! সূক্ষ্মমূর্তে ! ক্ষুটাক্ষুট ! ॥ ১০ ॥
 করালসৌম্যরূপাত্মন ! বিদ্যাবিদ্যাময়াচ্যুত ! ।
 সদসক্রপ ! সন্তাব ! সদসন্তাবভাবন ! ॥ ১১ ॥
 নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মন ! নিষ্প্রপঞ্চামলাশ্রিত ! ।
 একানেক ! নমস্তভ্যং বাসুদেবাদিকারণ ! ॥ ১২ ॥

যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো

যঃ সর্বভূতো ন চ সর্বভূতঃ ।

বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতো-

র্নমোহস্ত তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ১৩ ॥

পরশর উবাচ ।

তস্য তচ্চেসো দেবঃ স্তুতিমিখং প্রকূর্বতঃ ।

নিলেপ ।^{১০} তুমি স্বশক্তি প্রকাশ দ্বারা গুণ সকলকে অনুরঞ্জিত করিয়া
 থাক, তুমি সকল গুণের আধার । তুমি নিগুণ ও সগুণ । তুমি মূর্ত
 ও অমূর্ত । তুমি মহামূর্তি ও সূক্ষ্মমূর্তি । তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ।^{১১} তুমি
 ভীষণ ও সৌম্যস্বরূপ । তুমি আত্মস্বরূপ । তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা-
 স্বরূপ । তুমি অচ্যুত । তুমি সৎ ও অসৎ রূপ । তুমি প্রত্যক্ষ ও
 অপ্রত্যক্ষ উভয়ই উৎপাদন করিতেছ ।^{১২} তুমি নিত্যানিত্য প্রপঞ্চ-
 স্বরূপ, কিন্তু বস্তুত তুমি নিষ্প্রপঞ্চ । জ্ঞানিগণ তোমাকে আশ্রয়
 করিয়া থাকেন । তুমি এক ও অনেক-স্বরূপ । তুমি আদি কারণ ।
 তোমাকে নমস্কার ।^{১৩} যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম । যিনি সকল প্রাণীর সমক্ষে
 প্রকাশ স্বরূপে বিদ্যমান আছেন । যিনি সকল ভূত অথচ তাহাও
 নহেন । যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে অথচ যিনি বিশ্বের কারণ
 নহেন । সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার ।^{১৪}

আবির্ভূত ভগবান্ পীতাম্বরধরো হরিঃ ॥ ১৪ ॥

সমস্তমস্তমালোক্য সমুখায়াকুলান্ধরম্ ।

নমোহস্ত বিষ্ণবেত্যন্তং ব্যাজহারামকুদ্ভিজ ! ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেব ! প্রপন্নার্তিহর ! প্রসাদং কুরু কেশব ! ।

অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়্যাচ্যুত ! * ॥ ১৬ ॥ •

শ্রী ভগবানুবাচ ।

কুর্কৃতস্তে প্রসন্নোহহং ভক্তিমব্যভিচারিণীম্ ।

যথাভিলষিতো মতঃ প্রহ্লাদ । ত্রিয়তাং বরঃ ॥ ১৭ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

নাথ ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।

পরিশর কহিলেন । প্রহ্লাদ তদ্রাতচিত্ত হইয়া এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিতেছেন, এই অবসরে পীতাম্বরধারী ভগবান্ হরি তথায় আবির্ভূত হইলেন ।^{১০} প্রহ্লাদ, হরিকে দর্শন করিবারাত্র সমস্তমে গাত্রোখান করিয়া গদগদ স্বরে, ‘বিষ্ণুকে নমস্কার, বিষ্ণুকে নমস্কার’ বার বার এইমাত্র বলিতে লাগিলেন ।^{১০} •

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে শরণাগত-ক্লেশ-নাশন ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । পুনরায় দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র করুন ।^{১০}

হরি কহিলেন, প্রহ্লাদ ! তুমি আমার প্রতি স্থিরতর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাক । এই কারণে আমি তোমার প্রতি যার পর নাই প্রসন্ন হইয়াছি । এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ।^{১১}

প্রহ্লাদ কহিলেন, ভগবান্ ! আমি যে সমস্ত যোনিতে পরিভ্রমণ

তেষু তেষুচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা স্বয়ি ॥ ১৮ ॥

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষু নপায়িনী ।

দ্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াগ্নাপসর্পতু ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়ি ভক্তিস্তবাস্ত্যেব ভূয়োহপ্যেবং ভবিষ্যতি ।

• বরস্ত মতঃ প্রহ্লাদ ! ত্রিয়তাং যন্তবেপ্সিতঃ ॥ ২০ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ময়ি হৃদ্যানুবন্ধোহভূৎ সংস্তুতাবুদ্যতে তব ।

নৃপিতৃস্তুৎকৃতং পাপং দেব ! তস্যা প্রণশ্যতু ॥ ২১ ॥

শাস্ত্রাণি পাতিতান্যক্কে ক্লিপ্তে যচ্চাগ্নিসংহতো ।

দংশিতশ্চোরগৈর্দত্তং যদ্বিষং মম ভোজনে ॥ ২২ ॥

করিব, সেই সেই যোনিতেই যেন আপনার প্রতি আমার সর্বদা গাঢ়তর ভক্তি থাকে।^{১৮} মোহাক্ষ ব্যক্তিদিগের শ্রকুচন্দন বনিতাদি বিষয়ে ঘেরূপ অবিচলিত প্রীতি থাকে, আমার হৃদয় যেন আপনার প্রতি সেইরূপ দৃঢ় ও স্থিরতররূপে প্রীতিমানু হয়।^{১৯}

শ্রীভগবান্ কহিলেন। প্রহ্লাদ ! আমার প্রতি তোমার ত অব্যতিচরিত ভক্তি আছে এবং তাহা চিরকাল থাকিবে, সন্দেহ নাই পরন্তু (আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে) তোমার ঘেরূপ অভিলাষ হয়, বর প্রার্থনা কর।^{২০}

প্রহ্লাদ কহিলেন, প্রভো ! আমি আপনকার স্তব করিতে উদ্যত হওয়াতে আমার পিতা আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়া যে পাপপঙ্কে মগ্ন হইয়াছেন, তাহা আপনকার প্রসাদে কালিত হউক।^{২১} প্রভো ! আমার পিতা আমার শরীরে যে অস্ত্র চালনা করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছেন,

বন্ধু। সমুদ্রে যৎ ক্ষিপ্তো * যচ্চিতৌহস্মি শিলোক্চয়ৈঃ ।

অন্যানি চাপ্যসাধুনি যানি যানি কৃতানি মে ॥ ২৩ ॥

ত্বয়ি ভক্তিযতো দ্বেষাদ্ অযং তৎসম্ভবঞ্চ যৎ ।

ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভো ! সদ্যস্তেন মুচ্যেত মে পিতা † ২৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রহ্লাদ ! সৰ্ব্বমেতৎ তে মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি ।

অন্যঞ্চ তে ‡ বরং দদ্মি ত্রিয়তামসুরাভ্যজ ! ॥ ২৫ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

কৃতকৃতৌহস্মি ভগবন্ ! বরেণানেন যৎ ত্বয়ি ।

ভবিত্রৌ ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ২৬ ॥

এবং তাঁহার আদেশ ক্রমে আমাকে যে সর্পগণ দংশন করিয়াছে, তিনি যে আমার ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন, ^{২২} তিনি যে আমাকে বন্ধন পূর্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং সেই সাগরগর্ভেই আমাকে পর্ত্তসমূহদ্বারা যে অপ্রহ্লাদন করেন, তিনি আমার প্রতি আর আর যে সমুদায় অসম্ভাবহার করিয়াছেন, ^{২৩} আপনকার প্রীতি ভক্তিয়ুক্ত হওয়াতে তিনি দ্বেষ করিয়া আমার আর যে সকল মহাপাতক ক্ষম্য করিয়াছেন, প্রভো ! আপনকার প্রসাদে তিনি সেই সমুদায় পাপ হইতেই সদ্য বিমুক্ত হউন । ^{২৪}

ভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমার প্রসাদে তৎসমুদায়ই সিদ্ধ হইবে। অসুরনন্দন ! আমি তোমাকে অন্য বর দিতে অভিলাষ করি, প্রার্থনা কর । ^{২৫}

প্রহ্লাদ কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমাকে যে বর প্রদান করি-

* সংক্ষিপ্তঃ ইত্যপি পাঠো লভ্যতে ।

† ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভো ! সদ্যস্তেন মুচ্যেত মে পিতা ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

‡ অন্যান্যভেদে ইতি পাঠোৎপি গ্রামণিকঃ ।

ধর্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ।

সমস্ত-জগতাং মূলে, স্যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ভূমি ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমম্বিতম্ ।

তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্বাণং পরমাপ্যসি ॥ ২৮ ॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যান্ত্রান্তর্দ্ধখে বিষ্ণুস্তস্য মৈত্রেয় । পশ্যতঃ ।

স চাপি পুনরাগম্য ববন্দে চরণৌ পিতুঃ ॥ ২৯ ॥

তং পিতা মুর্দ্ধনুপাত্রায় * পরিসৃজ্য চ পোড়িতম্ ।

জীবসীতাহ বৎসেতি বাস্পাদ্রনয়নো দ্বিজ ! ॥ ৩০ ॥

লেন, তাহাতেই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি, পরন্তু আপনি যদি অন্য বর প্রদান করিতে অভিলাষী হন তাহা হইলে এই বর দিউন, যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি কদাপি ব্যভিচারিত না হয়।^{১৭} প্রভো! আপনি সমুদায় জগন্ময় মূল, আপনকার প্রতি যাহার হৃৎ ভক্তি থাকে, তাহার ধর্ম অর্থ ও কামে কি প্রয়োজন? কারণ মুক্তিই তাহার হস্তগত, বিবেচনা করিতে হইবে।^{১৮}

শ্রীভগবানু কহিলেন। আমার প্রতি তোমার অন্তঃকরণ দৃঢ়, নিশ্চল ও ভক্তিমুক্ত হইয়া আছে, এই কারণে আমার প্রসাদে তুমি নির্বাণ মুক্তিলাভ করিবে।^{১৮}

পরশর কহিলেন, মৈত্রেয়! বিষ্ণু এই কথা বলিয়া ঐচ্ছাদেবী সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। ঐচ্ছাদও পুনর্বার পিতৃসমীপে আগমন পূর্বক তাহার চরণে প্রণাম করিলেন।^{১৯} ব্রহ্মন্! হিরণ্যকশিপুও ঐচ্ছাদেবীর মস্তকে আঘাত পূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বাস্পাকুল লোচন হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, বৎস!

প্রীতিমাংশাভবৎ তন্মিহ্ননুতাপী মহাসুরঃ
 গুরুপিত্রোচ্চকারৈবৎ * শুক্রমাং মোহপি ধর্মবিৎ । ৩১।
 পিতৃযুপরতিং নীতে নরসিংহস্বরূপিণা ।
 বিষ্ণুনা মোহপি দৈত্যানাং মৈত্রেয়াভূৎ পতিস্ততঃ । ৩২।
 ততো রাজ্যদ্যুতিং প্রাপ্য কর্মশুদ্ধিকরীং দ্বিজ ! ।
 পুত্রপৌত্রাংশ্চ সুবহূন্ অবাট্যৈশ্বর্যম্বেব চ ॥ ৩৩ ॥
 ক্রীণাধিকারঃ স যদা পুণাপাপবিবর্জিতঃ ।
 তদাসৌ ভগবদ্ধ্যানাং পরং নির্বাণমাপ্তবান্ ॥ ৩৪ ॥
 এবংপ্রভাবো দৈত্যোহসৌ মৈত্রেয়ামীন্ মহামতিঃ ।
 প্রহ্লাদো ভগবদ্ভক্তো যং ত্বং মামনুপৃচ্ছসি ॥ ৩৫ ॥
 যন্তে তচ্চরিতং তস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ।

আমি তোমাকে অনেক পীড়া দিয়াছি, (সৌভাগ্যক্রমে, তুমি জীবিত
 আছ।^{১০} অনন্তর মহাসুর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের প্রতি মাতিশয়
 প্রীতিমান্ হইলেন এবং আপনার পূর্বকৃত অন্যায় কার্য স্মরণ করিয়া
 অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ধর্মপরায়ণ প্রহ্লাদ, পিতা ও গুরু
 শুক্রা করিতে আরম্ভ করিলেন।^{১১} মৈত্রেয়! অনন্তর বিষ্ণু নরসিংহ
 রূপ ধারণ পূর্বক হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিলে সেই প্রহ্লাদ দৈত্য-
 গণের অধীশ্বর হইলেন।^{১২} প্রহ্লাদ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভোগ-
 স্বারা তাঁহার জন্মান্তরীয় পাপ পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাইতে লাগিল।
 তাঁহার বহুসংখ্য পুত্র পৌত্র উৎপন্ন হইল। তিনি অতুল ঐশ্বর্য
 ভোগ করিয়া^{১৩} যখন ক্রীণাধিকার হইলেন অর্থাৎ যখন তাঁহার সমু-
 দায় পাপ পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেল, তখন তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান
 করিয়া নির্বাণ মুক্তি লাভ করিলেন।^{১৪} মৈত্রেয়! তুমি যাহার কথা
 আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সেই ভগবদ্ভক্ত মহামতি দৈত্যরাজ

শৃণোতি তস্য পাপানি সদ্যো গচ্ছন্তি সংক্ষয়ম্ ॥৩৬॥

অহোরাত্রকৃতং পাপং প্রহ্লাদচরিতং নরঃ ।

শৃণু পঠংশ্চ মৈত্রেয় ! ব্যপোহতি ন সংশয়ঃ ॥৩৭॥

পৌর্ণমাস্যামবস্যাম্ অষ্টম্যামথবা পঠন্ ।

দ্বাদশ্যাং বা তদাপ্নোতি গোপ্রদানফলং দ্বিজ ! ॥৩৮॥

প্রহ্লাদং সকলাপংসু যথা রক্ষিতবান্ হরিঃ ।

তথা রক্ষতি যন্তস্য শৃণোতি চরিতং সদা ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণু পুরাণে প্রথমে ৭শে

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদের প্রভাব এতদূর পর্যন্ত ছিল।^{১০} যিনি এই মহাত্মা প্রহ্লাদ-
দের চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ সদ্যঃ ধ্বংস হয়।^{১১}
মৈত্রেয় ! যে ব্যক্তি প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তিনি
রাত্রিকৃত বা দিবাকৃত সমুদায় পাপরাশি হইতে বিনিক্ষুভ হন,
সন্দেহ নাই।^{১২} ব্রহ্মন্ ! যিনি পূর্ণিমাতে অমাবস্যাতে অষ্টমীতে বা
দ্বাদশীতে এই প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ করেন, তিনি প্রশস্ত কালে ও
প্রশস্ত সময়ে গোপ্রদানের যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।^{১৩}
ভগবান্ হরি যেমন সকল বিপদ হইতেই প্রহ্লাদকে বক্ষা করিয়া-
ছিলেন, সেইরূপ যিনি প্রহ্লাদের চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাকেও
তিনি সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন।^{১৪}

বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ বিংশোত্তম

অধ্যায় সমাপ্ত ।

একবিংশোধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

সংহ্লাদপুত্র আয়ুয়ান্ * শিবিকীক্লল এব চ ।

বিরোচনস্তু গ্রাহ্লাদির্বলির্জ্জজ্ঞে বিরোচনাৎ ॥ ১ ॥

বলেঃ পুত্রশতন্তুসীদ্ বাণজ্যেষ্ঠং মহামুনে ! † ।

হিরণ্যাক্ষসুতাশ্চামন্ সর্ক এব মহাবলাঃ ॥ ২ ॥

উৎকুরঃ শকুনিশ্চৈব ‡ ভূতসস্তাপনস্তথা ।

মহানাভো মহাবাহুঃ কালনাভস্তথাপরঃ § ॥ ৩ ॥

অভবন্দনুপুত্রাশ্চ দ্বিমূর্ধ্বা শঙ্করস্তথা ¶ ।

অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলঃ শম্বরস্তথা ॥ ৪ ॥

পরশর কহিলেন । সংহ্লাদের পুত্র আয়ুয়ান্ শিবি ও বাক্লল ।
গ্রাহ্লাদের পুত্র বিরোচন । বিরোচন হইতে বলির উৎপত্তি হয় ।
মহারাজ বলির এক শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম
বাণ । হিরণ্যাক্ষের অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল । তাহার সকলেই
মহাবলশালী । তাহাদের নাম উৎকুর, শকুনি, ভূতসস্তাপন, মহা-
নাভ, মহাবাহু ও কালনাভ ।^১

দশরথও অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল । তাহাদের নাম—দ্বিমূর্ধ্বা,

* সংহ্লাদপুত্রশ্চামান্ অথবা সংহ্লাদপুত্র আয়ুয়ান্ ইতি পৃথক্ পৃথক্ পাঠঃ ।

† বাণজ্যেষ্ঠং মরাধিপাৎ ইতি পাঠোহপি দৃশ্যতে ।

‡ ভূতবঃ শকুনিশ্চৈব ইত্যোবং পাঠো বজ্রীয়পুস্তকে লভ্যতে ।

§ মহাবাহুস্তরকশ মহাবলঃ ইতি বা পাঠঃ ।

¶ শঙ্করস্তথা ইতি পাঠঃ কচিৎ পাঠে ।

একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ ।
 স্বৰ্ভানুর্বষপৰ্কা চ পুলোমা চ মহাবলঃ ॥ ৫ ॥
 এতে দনোঃ স্মৃতা খ্যাতাঃ বিপ্রচিন্তিষ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 স্বৰ্ভানোস্তু প্রভা কন্যা শশ্মিষ্ঠা বার্ষপৰ্কণী ॥ ৬ ॥
 উপদানবী হয়শিরাঃ প্রখ্যাতা বরকন্যাকাঃ ।
 বৈশ্বানরস্মৃতে চোভে পুলোমা কালকা তথা ॥ ৭ ॥
 উভে স্মৃতে মহাভাগে * মারীচেস্তু পরিগ্রহঃ ।
 তাভ্যাং পুত্রসহস্রাণি বক্ষির্দানবসত্তমাঃ ॥ ৮ ॥
 পৌলোমা কালকেয়াশ্চ † মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ ।
 ততোহপরে মহাবীৰ্য্য দারুণাশ্চতিনিঘূর্ণাঃ ‡ ॥ ৯ ॥
 সিংহিকারামথোৎপন্ন বিপ্রচিতেঃ স্মৃতাস্তথা ।

শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরাঃ, কপিল, শশ্বর, * একচক্র, মহাবাহু, তারক,
 মহাবল, স্বৰ্ভানু, রুষপৰ্কা, মহাস্থর পুলোমা † ও মহাবল পরীক্রান্ত
 বিপ্রচিন্তি । ইহারা দশর পুত্র বলিয়া বিখ্যাত আছে । ইহাদের
 মধ্যে স্বৰ্ভানুর কন্যার নাম প্রভা ও রুষপৰ্কার কন্যার নাম শশ্মিষ্ঠা ।
 এতদ্ব্যতীত রুষপৰ্কার আর দুইটি নিরুপমরূপবতী কন্যা ছিল ।
 তাহাদের একটির নাম উপদানবী, আর একটির নাম হয়শিরাঃ ।
 বৈশ্বানরের যে দুইটি কন্যা হইয়াছিল, তাহাদের নাম পুলোমা ও
 কালকা । † এই দুই কন্যা সাতিশয় সৌভাগ্যশালিনী ছিল । মারীচি-
 তনয় কশ্যপ এই দুইটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন । ইহাদের গর্ভে
 বক্ষিসহস্র দানব, উৎপন্ন হয় । ‡ এই সকল মারীচতনয়, পৌলোম ও
 কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ । অন্যান্য যে সকল মহাবীৰ্য্য দানব আছে,
 তাহারা সাতিশয় নিঘূর্ণ । † বিপ্রচিন্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে যে

* উভে ভে তু মহাভাগে ইতি বা পাঠঃ ।

† পৌলোমা কালকজ্ঞাশ্চ অথবা পৌলোমা কালকজ্ঞাশ্চ ইতি বা পাঠাৎ ।

‡ দাম্বাশ্চোতিনিঘূর্ণা ইতি পাঠঃ কেবলচিৎ পুস্তকেষু লভ্যতে ।

বাংশঃ শল্যশ্চ বলবান্ নভশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ১০ ॥

বাতাপিনর্মুচিশ্চৈব ইল্ললঃ * খন্মস্তুথা ।

অঞ্জকো নরকশ্চৈব † কালনাভস্তুথৈব চ ॥ ১১ ॥

স্বর্ভানুশ্চ মহাবীৰ্য্যশ্চক্রযোধী মহাবলঃ ‡ ।

এতে তে § দানবাঃ শ্রেষ্ঠা দনুবংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥ ১২ ॥

এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ ।

প্রহ্লাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে ॥ ১৩ ॥

সমুৎপন্নঃ সুমহতা তপসা ভাবিতাত্মনঃ ।

ষট্ সূতাঃ সুমহাসত্ত্বাস্তামায়াঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১৪ ॥

শুকী শ্যেনী চ ভাসী চ সূত্রীবী শুচি-গৃধ্রিকা ।

শুকী শুকানজনয়দ্ উলূকী প্রতুলুককান্ ॥ ১৫ ॥

শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্রাপি ।

সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম—বাংশ, শল্য, বলবান্, নভ, মহাবল, বাতাপী, নমুচি, ইল্লল, খন্ম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ, মহাবীৰ্য্য স্বর্ভানু, ও মহাবল চক্রযোধী । ইহারা দানবশ্রেষ্ঠ । ইহাদের হইতে দনুর বংশ বিস্তার হইয়াছে । ইহাদের শতসহস্র পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হয় ।

মহাতপস্বী দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের বংশে নিবাতকবচ নামে দৈত্য-গণ উৎপন্ন হইয়াছিল । তাহার ছয়টি কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল । তাহাদের আশ্চর্য্য প্রভাব । তাহাদের নাম—শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সূত্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা । ইহাদের মধ্যে শুকী হইতে শুকগণ ও কাক-গণ, শ্যেনী হইতে শ্যেনগণ, ভাসী হইতে ভাসগণ, গৃধ্রী হইতে

* ইল্ললঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† আজিকো নরকশ্চৈব ইত্যপি পাঠঃ ।

‡ মহাবীৰ্য্যো বক্রযোধী মহাহ্রঃ ইতি বা পঠমীয়ম্ ।

§ এতে বৈ ইতি বা পাঠঃ ।

শুচ্যোদকান্ পক্ষিগণান্ সুর্যীবী তু বাজায়ত ॥ ১৬ ॥
 অশ্বানুষ্টান্ গর্দভাংশ্চ, তাম্রাবংশঃ * প্রকীর্তিতঃ ।
 বিনতায়ান্ত পুত্রৌ দ্বৌ বিখ্যাভৌ গরুড়ারুণৌ ॥ ১৭ ॥
 সুপর্ণঃ পততাং শ্রেষ্ঠৌ দারুণঃ পন্নগাশনঃ ।
 সুরসায়ান্ সহস্রস্ত সর্পাণামমিতৌজসাম্ ॥ ১৮ ॥
 অনেকশিরসাং ব্রহ্মন্ ! খেচরাণাং মহাত্মনাম্ ।
 কাদ্রবেয়াস্ত বলিনঃ সহস্রমমিতৌজসঃ ॥ ১৯ ॥
 সুপর্ণবশগা ব্রহ্মন্ ! জজিরে নৈকমস্তকাঃ ।
 তেষাং প্রধানভূতান্ত শৈব-বাসুকি-তক্ষকাঃ ॥ ২০ ॥
 শঙ্খঃ শ্বেতো মহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরৌ তথা ।
 এলাপত্রস্তথা নাগঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ো † ॥ ২১ ॥
 এতে চান্যে চ বহবো দন্দশূকা বিষোল্লুণাঃ ।

গৃধ্রগণ, শুচি হইতে জলচর পক্ষিগণ, সুর্যীবী হইতে * অশ্ব, উষ্ট্র ও
 গর্দভগণ উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলে তাম্রাবংশ। বিনতার গর্ভে
 জগদ্বিখ্যাত দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। একটির নাম অরুণ, দ্বিতীয়টির
 নাম গরুড়।^{১৭} গরুড়ের আর এক নাম সুপর্ণ। সুপর্ণ, সমুদায় পক্ষীর
 মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভীষণাকার ও ভুজঙ্গভোক্তা।। সুরসার গর্ভে অসীমভেজস্বী
 সহস্র সর্পের উৎপত্তি হয়।^{১৮} ব্রহ্মন্ ! এই সকল সর্প মহাপ্রভাবশালী
 খেচর ও অনেক মস্তক বিশিষ্ট। কক্ররও অমিত-ভেজঃসম্পন্ন বলবান্
 সহস্র সন্তান উৎপন্ন হয়।^{১৯} ব্রহ্মন্ ! ইহাদের আর সকলেরই অনেক
 মস্তক। ইহারা সকলেই গরুড়ের বশতাপন্ন ইহাদের মধ্যে বাহারা
 প্রধান, তাহাদের নাম—শৈব, বাসুকি, তক্ষক,^{২০} শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম,
 কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয়।^{২১} ইহারা ও অন্যান্য

* তাম্রাবংশঃ ইতি তাম্রাবংশঃ ইতি বা পঠ্যতাম্

† কর্কোটক-ধনঞ্জয়ো ইতি বজ্রীয়াঃ পঠন্তি ।

গগনং ক্রোধবশং বিদ্ধি তস্যঃ সর্কে চ দংকি ৭ঃ ॥২২॥
 স্থলজাঃ পক্ষিণোহজাশ্চ দারুণাঃ শিশিতাশমাঃ ।
 ক্রোধা তু জনয়ামাস পিশাচাংশ্চ মহাবলান্ * ।
 গাস্তু বৈ জনয়ামাস সুরভির্মহিষাংশ্চ † ॥২৩॥
 ইরা বৃক্ষলতাবল্লীশ্চ গজাতীশ্চ সর্কশঃ ।
 খমা তু যক্ষরক্ষাংসি, মুনিরপ্সরসস্তথা ॥ ২৪ ॥
 অরিষ্টা তু মহাসত্ত্বান্ গন্ধর্ব্বান্ সমজীজনৎ ।
 এতে কশ্যপদামাদাঃ কীর্তিতাঃ স্থানুজঙ্গমাঃ ॥ ২৫ ॥
 তেষাং পুত্রাশ্চ ‡ পৌত্রাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 এষ মন্বন্তরে সর্গো ব্রহ্মন্! স্বারোচিষে স্মৃতঃ ॥২৬॥
 টৈবস্বতে চ মহতি বারুণে বিততে ক্রতো ।

অনেকগুলি বিষোৎপন্ন অর্থাৎ উৎকট বিষবিশিষ্ট দম্ভশূক অর্থাৎ অতি-
 শয় দংশনশীল সর্প আছে ।

এরূপে ক্রোধবশার বংশ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ক্রোধবশার
 বংশোৎপন্ন সকলের সাধারণ নাম ক্রোধবশ । তাহার। দংক্রীষুধ ও
 নখাষুধ ।^{১২} তাহার। স্থলচর, জলচর ও খেচর । তাহার। মাংসাশী
 ও অতিশয় ভয়ঙ্কর । ক্রোধা হইতে মহাবল পিশাচগণের উৎ-
 পত্তি হইল । সুরতি হইতে গোগণ ও মহিষগণের উৎপত্তি হই-
 য়াছে ।^{১৩} ইরা হইতে বৃক্ষ লতা বল্লী ও সমুদায় তৃণ জাতির উৎপত্তি
 হইয়াছে । এইরূপ খমা হইতে যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ, মুনি হইতে
 অপ্সরোগণ,^{১৪} অরিষ্টা হইতে মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বগণ জন্ম পরিগ্রহ করি-
 য়াছে । এই স্বাবর জঙ্গম সকলেই কশ্যপের বংশ বলিয়া কথিত
 আছে ।^{১৫} ইহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছে ।
 ব্রহ্মন্! আমি যে রূপ বলিলাম, স্বারোচিষ মন্বন্তরে এইরূপই ন্যস্তি

* এতচরণধরং বহু পুস্তকেষু লভ্যতে ।

† মহিষীস্তথা ইতি পাঠান্তরম্ । ‡ তেষাং পুত্রাশ্চ ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।

জুহ্বানস্য ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে ॥ ২৭ ॥
 পূর্বং যত্র তু সপ্তর্ষীন উৎপন্নান্ সপ্ত মানসান্ ।
 পুত্রত্বে কণ্ণায়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ ॥ ২৮ ॥
 গন্ধর্বভোগিদেবানাং দানবানাঞ্চ সতম ! ।
 দিতিক্রিনক্ষপুত্রা বৈ তোষয়ামাস কশ্যপম্ ॥ ২৯ ॥
 তয়া চারাধিতঃ সম্যক্ কশ্যপস্তপতাং বরঃ ।
 বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সা চ বত্রে ততো বরম্ ॥ ৩০ ॥
 পুত্রমিন্দ্রবধার্থায় সমর্থমমিতৌজসম্ ।
 স চ তসৌ বরং প্রাদাদ্ ভার্গ্যায়ৈ মুনিসতম ! ॥ ৩১ ॥
 দত্ত্বা চ বরমভ্যুত্থাং কশ্যপস্তামুবাচ হ ।
 শক্রং পুত্রো নিহন্তা তে যদি গর্তং শরচ্ছতম্ ॥ ৩২ ॥

হইয়াছিল ।^{১৮} তৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে যখন বারুণ নামক
 বিদ্বত মহাগজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা তাহার হোম কার্যে
 নিযুক্ত ছিলেন । সে সময় যে রূপে প্রজা সৃষ্টি হয়, তাহা বলিতেছি,
 (প্রবণ কর ।)^{১৯} পূর্ব সর্গে ব্রহ্মা যে সপ্তর্ষিগণকে সংকল্প দ্বারা উৎপাদন
 করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং তাঁহাদিগকে পুত্র কণ্ণনা করিলেন ।^{২০}

নাথুঞ্জে ! যৎকালে দেব দানব গন্ধর্ব ও উরগদিগের পরস্পর
 বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন দিতির অনেকগুলি পুত্র (সংগ্রামে)
 নিহত হইয়াছিল । দিতি (পুত্র শোকে কাতরা হইয়া) কশ্যপের আরা-
 ধনা করিতে লাগিলেন ।^{২১} পরন্তু পত্নী ভগবান্ কশ্যপ, দিতি কর্তৃক
 সমারাধিত হইয়া বর প্রদানে উদ্যত হইলেন । দিতিও এই বর
 প্রার্থনা করিলেন যে,^{২২} দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করিতে পারে, এক্ষণ
 অসীম তেজঃসম্পন্ন একটা পুত্র উৎপন্ন হয় । মহর্ষি কশ্যপ ভার্গ্যা
 দিতিকে সেই বরই প্রদান করিলেন ।^{২৩} পরন্তু তিনি সেই অভূতপ্রবর
 প্রদান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি তুমি সমাহিতা অর্থাৎ
 ঐবিকুণ্ঠানপরায়ণা শৌচাদি নিয়মবতী ও অতিপ্রিয়তা হইয়া শত

সমাহিতাতিপ্রয়ত। শুচিনী ধারয়িষ্যসি।

ইত্যেবমুক্ত্বা তাতং দেবীং সঙ্গতঃ কশ্যাপো মুনিঃ *।৩৩।

দধার সা চ তং গৰ্ভং সম্যক্ শৌচসম্বিতা।

গৰ্ভমাত্মবধার্থায় জ্ঞাত্বা তং মঘবানপি ॥ ৩৪ ॥

শুক্রযুক্তামথাগচ্ছদ্ + বিনয়াদমরাদ্বিপঃ।

তস্যাতৈশ্বান্তরং প্রাপ্সু - ‡ রতিষ্ঠৎ পাকশাসনঃ ॥৩৫॥

উনে বর্ষশতে চাস্যা দদর্শান্তরমাত্মনা §।

অক্লত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ ॥৩৬॥

নিদ্রাঞ্চাহারয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ।

বৎসর গর্ভ ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সেই গর্ভে ইস্র-
হস্তা পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। মহর্ষি কশ্যাপ সেই দেবীকে এই কথা
বলিয়া (পুত্রোৎপাদনার্থ) তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন।^{১০} দিতি
শৌচাদি সম্পাদনা হইয়া গর্ভ ধারণ করিলেন। দেবরাজ ইস্র যদিও
জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বিনাশের নিমিত্তই সেই গর্ভ সঞ্চারণ
হইয়াছে,^{১১} তথাপি তিনি বিনয়ান্বিত ও শুক্রযুক্ত হইয়া সেই দিতির
নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবরাজের আগমনের উদ্দেশ্য এই যে,
যে কোন রূপে দিতির নিকট অবস্থিতি করিয়া তাঁহার ছিদ্রাশ্বেষণ
করিবেন।^{১২} (যাহা হউক নবনবতি বৎসর অতীত হইল, তথাপি
দেবরাজ দিতির কোন অনিয়ম বা ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না।)
শতাব্দী পূর্ণ হইবার এক বৎসর পূর্বে তিনি এই দোষ দেখিতে
পাইলেন যে, দিতি এক দিবস (জ্যৈষ্ঠক্রমে) পাদ প্রক্ষালন না করিয়া
শয়ন করিয়াছেন।^{১৩} তখন দেবরাজ তাঁহাকে নিদ্রাভিত্ত করিয়া বজ্র

* স গভঃ কশ্যাপো মুনিঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† শুক্রযুক্তামথাগচ্ছদ্ ইতি পুস্তকান্তরেহু লভ্যতে।

‡ তস্যাতৈশ্বান্তরং প্রাপ্সু রতিষ্ঠৎ বা পাঠঃ।

§ তস্যা দদর্শান্তরমাত্মনা ইতি বক্তব্য পুস্তকেহু লভ্যতে।

বজ্রপাণির্মহাগর্ভং চিচ্ছেদাথ স সপ্তধা * ॥ ৩৭ ॥

স পাট্যমানো বজ্রেণ প্রকুরোদাতিদারুণম্ ।

মা রোদৌরিত্তি তং শক্রঃ পুনঃ পুনরভাষত ॥ ৩৮ ॥

সোহভবৎ সপ্তধা গর্ভস্তম্ভিতঃ কুপিতঃ পুনঃ ।

একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণারিবিদারিণা ॥ ৩৯ ॥

মরুতো নাম দেবাস্তে বভূবুরতিবেগিনঃ ।

যদুক্তং বৈ মঘবতা তেনৈব মরুতোহভবন্ ।

দেবা একোনপঞ্চাশৎ সহায়ী বজ্রপাণিনঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

গ্রহণ পূর্বক তাঁহার গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গর্ভস্থ সেই মহাত্মাকে সপ্ত খণ্ড করিয়া ছেদ করিয়া ফেলিলেন।^{১০}

দেবরাজ যখন বজ্র দ্বারা সেই গর্ভ ছেদন করেন, তখন গর্ভস্থ বালক । অতি দারুণ চীৎকার পূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল । ‘ক্রন্দন করিও না, ক্রন্দন করিও না’ দেবরাজ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে এই কথা ‘কহিতে লাগিলেন।^{১১} গর্ভ সপ্তধা বিভক্ত হইল । অনন্তর ইন্দ্র কুপিত হইয়া শক্র-বিদারণ বজ্রদ্বারা সেই প্রত্যেক খণ্ডকে পুনর্বার সপ্তধা করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন।^{১২} তাহাতে একোনপঞ্চাশৎ-সংখ্য অতিবেগবান্ মরুৎ নামক দেবগণের উৎপত্তি হইল । এই একোনপঞ্চাশৎ মরুৎ ইন্দের সহায় হইলেন । (গর্ভচ্ছেদ কালে) দেবরাজ যে বলিয়াছিলেন, ‘মা রোদৌঃ’ অর্থাৎ রোদন করিও না, তাহাতেই এই একোন-পঞ্চাশৎ দেবতা মরুৎ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।^{১৩}

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ দৈত্য বংশ-বর্ণন

নামক একবিংশতিতম অধ্যায় ।

• বজ্রপাণির্মহাগর্ভং তং চিচ্ছেদাথ সপ্তধা ইতি বা পাঠ্যম্ ।
• পাট্যমানো বজ্রেণ প্রকুরোদাতিদারুণম্ ইতি পাঠ্যম্ ।

দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ১

পরশর উবাচ ।

যদাভিষিক্তঃ স পৃথুঃ পূৰ্ণং রাজ্যে মহর্ষিভিঃ ।
 ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি দদৌ লোক-পিতামহঃ ॥ ১ ॥
 নক্ষত্র-গ্রহ-বিপ্রাণাং বীরুধাঞ্চাপ্যশেষতঃ ।
 সোমং রাজ্যেহদধাদ * ব্রহ্মা যজ্ঞানাং তপসামপি ॥ ২ ॥
 রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং, রাজ্যে জলানাং বরুণং তথা ।
 আদিত্যানাং পতিং বিষ্ণুং বসুনাং পাবকম্ ॥ ৩ ॥
 প্রজাপতীনাং দক্ষন্ত বাসবং মরুতামপি ।
 দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমধিপং দদৌ ॥ ৪ ॥
 পিতৃণাং ধর্মরাজং তং † যমং রাজ্যেহভ্যবেচয়ৎ ।
 ঐরাবতং গজেন্দ্রানাম্ অশোযাণাং পতিং দদৌ ॥ ৫ ॥

পরশর কহিলেন । পূর্বকালে যখন মহর্ষিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভি-
 ষিক্ত করিয়াছিলেন । তৎপরে ক্রমশ সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য
 সকলকেও রাজ্য প্রদান করেন ।^১ তিনি চন্দ্রকে নক্ষত্র গ্রহ, দ্বিজ কুল
 লতা, যজ্ঞ ও তপস্যার আধিপত্য দিলেন^২ এবং কুবেরকে রাজগণের,
 বরুণকে জলের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের, অগ্নিকে বসুগণের,^৩ দক্ষকে
 প্রজাপতিগণের, বাসবকে মরুদগণের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের
 আধিপতি করিলেন ।^৪ তিনি ধর্মরাজ যমকে পিতৃগণের আধিপত্য

* সোমং রাজ্যেহদধাদ ইতি বঙ্গীয়াঃ পাঠান্তি ।

† ধর্মরাজং তু ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

পতত্রিণাঞ্চ গরুড়ং দেবানামপি বাসবম্ ।
 উচ্চৈঃশ্রবসমস্থানং বৃষভন্তু গবামপি ॥ ৬ ॥
 শেযন্তু নাগরাজানং, মৃগানাং সিংহমীশ্বরম্ ।
 বনম্পতীনাং রাজানং প্লক্ষমেবাভ্যষেচয়ৎ ॥ ৭ ॥
 এবং বিভজ্য রাজ্যানি দিশাং পালাননন্তরম্ ।
 প্রজাপতিপতিব্রহ্মা স্থাপয়ামাস সৰ্ব্বতঃ* ॥ ৮ ॥
 পূৰ্ব্বম্যাং দিশি রাজানং বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ।
 দিশঃ পালং সুধন্বানং সূতং বৈ সৌহভ্যষেচয়ৎ † ॥ ৯ ॥
 দক্ষিণম্যাং দিশি তথা কৰ্দমস্য প্রজাপতেঃ ।
 পুত্রং শত্ৰুপদং নাম রাজানং সৌহভ্যষেচয়ৎ ॥ ১০ ॥
 পশ্চিমম্যাং দিশি তথা রজসঃ পুত্রমচ্যুতম্ ।
 কেতুমন্তং মহাত্মানং রাজানমভিবিজ্ঞবান্ ‡ ॥ ১১ ॥
 তথা হিরণ্যরোমাণং পৰ্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ ।

দিলেন । তৎপরে তিনি ঐরাবতকে গজেন্দ্রগণের আধিপত্যে স্থাপন
 করিলেন ।* পরে তিনি গরুড়কে পক্ষিগণের, ইন্দ্রকে আর আর সমু-
 দায় দেবগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের, বৃষভকে গোগণের* অনন্তকে
 নাগগণের সিংহকে মৃগগণের এবং বটপ্লক্ষকে বনম্পতিগণের অধিপতি
 করিয়া দিলেন ।† সূত্রত ! প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে ইন্দ্রাদিকে রাজ্য
 বিভাগ করিয়া দিয়া পশ্চাৎ দিকপালগণকে স্থাপন করিলেন ।‡ তিনি
 প্রজাপতি বৈরাজের পুত্র মহারাজ সুধন্বাকে পূর্ব দিকে স্থাপন করি-
 লেন ।২ পরে তিনি প্রজাপতি কৰ্দমের পুত্র শত্ৰুপদ নামক রাজাকে
 দক্ষিণ দিকে অভিষিক্ত করেন ৩ এবং তিনি পশ্চিম দিকে রজের

* স্থাপয়ামাস সূত্রত । ইতি পুস্তকান্তরেহ লভ্যতে ।

† রাজ্যমঃ সৌহভ্যষেচয়ৎ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ রাজানং সৌহভ্যষেচয়ৎ ইতি কেচিৎ পাঠস্তি ।

উদৌচ্যাং দিশি দুর্দ্ধবং রাজানমভ্যবেচয়ৎ * ॥ ১২ ॥
 তৈরিয়ং পৃথিবী সৰ্বা সপ্তদ্বীপা সপত্না ।
 যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্মতঃ পরিপাল্যতে ‡ ॥ ১৩ ॥
 এতে সৰ্কে প্রবৃত্তস্য স্থিতৌ বিষেগ্মহাঅনঃ ।
 বিভূতিভূতা রাজানো যে চান্যে মুনিসত্তম ! ॥ ১৪ ॥
 যে ভবিষ্যন্তি যে ভূতাঃ সৰ্কে ভূতেশ্বর্য দ্বিজ ! § ।
 তে সৰ্কে সৰ্বভূতস্য বিষেগরংশা দ্বিজোত্তম ! ॥ ১৫ ॥
 যে তু দেবাধিপতয়ো যে চ দৈত্যাদ্বিপাস্থথা ।
 দানবানাঞ্চ যে নাথা যে নাথাঃ পিশিতাশিনাম্ ॥ ১৬ ॥
 পশূনাং যে চ পতয়ঃ পতয়ো যে চ পক্ষিণাম্ ।
 মনুষ্যাণাঞ্চ সর্পাণাং নাগানাঞ্চাদ্বিপাশ্চ য়ে ॥ ১৭ ॥
 বৃক্ষাণাং পর্বতানাঞ্চ গ্রহাণাঞ্চাপি য়েহধিপাঃ ।

পুত্র অক্ষয় মহাত্মা কেতুমানকে^{১১} উত্তর দিকে প্রজাপতি পঞ্চন্যের
 পুত্র দুর্দ্ধব হিরণ্যরোমাকে অভিষিক্ত করিলেন ।^{১২} ইহারা সপ্তদ্বীপ
 ও গ্রাম নগর সম্পন্ন পৃথিবীর নির্দিষ্ট দিক সকল অদ্যাপি ধর্ম্মানু-
 সারে শাসন করিতেছেন ।^{১৩} মহর্ষে ! ইহারা ও অন্যান্য অধিপতি
 সকল সর্বলোক-পালন-প্রবৃত্ত মহাত্মা বিষ্ণুর ঐশ্বর্য স্বরূপ ।^{১৪}
 দ্বিজোত্তম ! অতঃপর যে সমস্ত অধিপতি হইবেন এবং যাহারা হই-
 য়াছেন, তাঁহারা সকলেই সর্বভূতময় বিষ্ণুর অংশ ।^{১৫} যাহারা দেব-
 গণের অধিপতি, যাহারা দৈত্য ও দানবগণের রাজা, যাহারা রাক্ষস-
 গণের পতি^{১৬} যাহারা পশুগণের, পক্ষিগণের, মানবগণের, নাগগণের,
 বা সর্পগণের অধীশ্বর ।^{১৭} যাহারা বৃক্ষ পর্বত বা গ্রহগণের অধিপতি,

* রাজানং সোদ্যভ্যবেচয়ৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ প্রতিপাল্যতে ইতি বহুসমাস্তঃ পাঠঃ ।

§ সর্বভূতেশ্বর্য দ্বিজ ! ইতি বা পাঠ্যম্ ।

অতীতা বর্তমানাশ্চ যে ভবিষ্যন্তি চাপরে ॥ ১৮ ॥

তে সর্কৈ সর্কভূতস্য বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবাঃ ।

ন হি পালনসামর্থ্যম্ ঋতে সর্কৈশ্বরং হরিম্ ॥ ১৯ ॥

স্থিতৌ স্থিতং মহাপ্রাজ্ঞ ! ভবত্যান্যস্য কস্যাচিৎ ॥ ২০ ॥

সৃজতোয জগৎসৃষ্টৌ স্থিতৌ পাতি সনাতনঃ ।

হন্তি চৈবান্তকত্বে চ রজঃসত্ত্বাদিসংশ্রয়ঃ ॥ ২১ ॥

*চতুর্কিভাগঃ সংসৃষ্টৌ চতুর্দ্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ ।

প্রলয়ঞ্চ করোত্যন্তে চতুর্ভেদো জনার্দনঃ ॥ ২২ ॥

একেনাংশেন ব্রহ্মাসৌ ভবত্যাযুক্তমূর্তিমান্ ।

মরীচিমিষ্টাঃ পতয়ঃ প্রজানামন্যভাগতঃ ॥ ২৩ ॥

কালস্বতীয়স্তুম্যাংশঃ সর্কভূতানি চাপরঃ ।

ইখং চতুর্দ্ধা সংসৃষ্টৌ বর্ততেহসৌ রজোগুণঃ ॥ ২৪ ॥

যাঁহারা পূর্বকালে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা এক্ষণে আধিপত্য করিতেছেন ও ভবিষ্যৎকালে যাঁহারা আধিপত্য প্রাপ্ত হইবেন,^{১৮} তাঁহাদের সকলকেই বিষ্ণুর অংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া জানিবে, কারণ বিশ্বেশ্বর হরি ব্যতিরেকে কাহারই প্রজাপালন করিবার সামর্থ্য নাই।^{১৯}

মহাপ্রাজ্ঞ ! বিষ্ণুর সমুদ্ভূত হই নিখিল পদার্থের সমুদ্র প্রতীয়মান হইতেছে।^{২০} এই সনাতন বিষ্ণু মহাপ্রলয়ের অবসানে রজোগুণাবলম্বী হইয়া সৃজন করিতেছেন, পরে সত্ত্ব গুণ আশ্রয় পূর্বক সমুদায় পালন করেন। পরিশেষে তিনিই তমোগুণাবলম্বী হইয়া নিখিল জগৎ সংহার করিয়া থাকেন।^{২১} (ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণু) আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া স্থষ্টি করেন এবং ঐ চতুর্ধা হইয়া পালন করিয়াও থাকেন। তিনি সৃষ্টির অবসানে চতুর্ধা হইয়া সমুদায় সংহার করেন।^{২২} ভগবান্ জনার্দন সৃষ্টি কালে এক অংশ দ্বারা আবৃত্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট হিরণ্যরেতা হন। তিনি দ্বিতীয় অংশ দ্বারা মরীচি প্রকৃতি প্রজাপতি রূপে আবিস্কৃত হইয়া থাকেন।^{২৩} কাল

একাংশেন হিতৌ বিষ্ণুঃ করোতি প্রতিপালনম্ * ।

মম্বাদিরূপশান্যেন † কালরূপোহপরেণ চ ॥ ২৫ ॥

সর্বভূতেষু চান্যেন সংস্থিতঃ কুরুতে রতিম্ ।

সত্ত্বং গুণং সমাশ্রিত্য জগতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৬ ॥

আশ্রিত্য তমসৌ রতিম্ অন্তকালে তথা পুনঃ ‡ ।

রুদ্রস্বরূপো ভগবান্ একাংশেন ভবতাজঃ ॥ ২৭ ॥

অধ্যস্তকাদিরূপেণ ভাগেনান্যেন বর্ততে ।

কালস্বরূপো ভাগোহন্যঃ সর্বভূতানি চাপরঃ ॥ ২৮ ॥

বিনাশং কুর্স্বতস্তস্য চতুর্দ্ধৈবং মহাত্মনঃ ।

বিভাগকম্পনা ব্রহ্মন্ ! কথ্যতে সার্বকালিকী ॥ ২৯ ॥

ঐহার তৃতীয় অংশ এবং সমুদায় ভূত ঐহার চতুর্থ অংশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । ভগবান্ বিষ্ণু এই রূপে চারি অংশ হইয়া রজোগুণ অবলম্বন পূর্বক সৃষ্টি করেন ।^{১০}

ভগবান্ পুরুষোত্তম একাংশ দ্বারা বিষ্ণু রূপ ধারণ পূর্বক সমুদায় পালন করেন । তিনি দ্বিতীয় অংশ দ্বারা মম্বাদি রূপী ও তৃতীয় অংশ দ্বারা কালরূপী হইয়া রক্ষা করিতে থাকেন ।^{১১} তিনি অন্য অংশ দ্বারা সর্ব ভূতে অবস্থান পূর্বক (পালন কার্যের সহায়তা করেন ।) পুরুষোত্তম এই রূপে সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া জগৎ পালন করিতেছেন ।^{১২} সেই অজ ভগবান্ ঐভু জনার্দন অন্তকালে তামসী রুতি আশ্রয় পূর্বক একাংশ দ্বারা রুদ্ররূপী হইয়া জগৎ সংহারে প্রবৃত্ত হন ।^{১৩} তিনি অন্য অংশ দ্বারা অগ্নি অন্তক প্রভৃতি হইয়া থাকেন । তিনি তৃতীয় অংশে কালরূপী ও চতুর্থ অংশে সর্বভূতময় হন ।^{১৪} ব্রহ্মন্ ! মহাত্মা বিষ্ণু যখন (তমোগুণ আশ্রয় পূর্বক) সমুদায় সংহার

* একাংশেন হিতৌ বিষ্ণুঃ করোতি প্রতিপালনম্ ইতি বা পাঠিঃ ।

† মম্বাদিরূপী চান্যেন ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠিঃ ।

‡ অন্তকালে তথা প্রভৃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

ব্রহ্মাদব্রহ্মাদয়ঃ কালস্তথৈবাখিলজন্তবঃ ।

বিভূতয়ো হরেরেতা জগতঃ * সৃষ্টিহেতবঃ ॥ ৩০ ॥

বিষ্ণুর্মন্বাদয়ঃ কালঃ সর্বভূতানি চ দ্বিজ ! ।

স্থিতেনির্মিতভূতস্য বিষ্ণোরেতা বিভূতয়ঃ ॥ ৩১ ॥

রুদ্রকালান্তকাদ্যাশ্চ সমস্তাশ্চৈব জন্তবঃ ।

চতুর্কী প্রলয়ায়ৈতা জনার্দনবিভূতয়ঃ ॥ ৩২ ॥

জগদাদৌ তথা মধ্যে সৃষ্টিরাপ্রলয়াদ্ দ্বিজঃ ।

ধাত্রা মরীচিমিশ্রেষ্ঠ ক্রিয়তে জন্তুতিস্তথা ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মা সৃজত্যাদিকালে মরীচিপ্রমুখাস্ততঃ ।

উৎপাদয়ন্ত্যপত্যানি জন্তবশ্চ প্রতিক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

কালেন ন বিনয় ব্রহ্মা সৃষ্টিনিষ্পাদকো দ্বিজ ! ।

ন প্রজাপতয়ঃ সর্বৈ নচৈবাখিল-জন্তবঃ ॥ ৩৫ ॥

করিতে প্ররক্ত হন তখন তিনি যে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া থাকেন, তাহা কহিলাম। এক্ষণে তাঁহার সর্বকালিক অংশ বলিতেছি, (প্রবণ কর।) ^{১০} হিরণ্যগর্ভ, দক্ষ প্রভৃতি, কাল ও নিখিল প্রাণী, ইহারা সকলেই সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিষ্ণুর বিভূতিস্বরূপ। ^{১১} বিষ্ণু মনু প্রভৃতি, কাল ও সমুদায় প্রাণী, ইহারা সকলেই পালনকর্ত্তা ও বিষ্ণুর বিভূতিস্বরূপ। ^{১২} রুদ্র, অন্তক প্রভৃতি, কাল ও সমস্ত জীব, ইহারা সকলেই প্রলয়কর্ত্তা ও জনার্দন বিষ্ণুর বিভূতিস্বরূপ। ^{১৩}

ব্রহ্মন্ ! সৃষ্টির আরম্ভে ও যে পর্য্যন্ত প্রলয় কাল উপস্থিত না হয় সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি ও সমুদায় প্রাণিগণ সৃষ্টি করিতে থাকেন। ^{১০} প্রথমতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, পরে মরীচি প্রভৃতি, সমস্তান উৎপাদনে প্ররক্ত হন, অনন্তর প্রাণিগণ নিরন্তর সমস্তান উৎপাদন করিতে থাকে। ^{১১} ব্রহ্মন্ ! সৃষ্টিকাল উপস্থিত না হইলে ব্রহ্মা সৃষ্টি

এবমেব বিভাগোহয়ং * স্থিতাব্যুপদিশ্যতে ।

চতুর্দ্ধা দেবদেবস্য মৈত্রেয় ! প্রলয়ে তথা ॥ ৩৬ ॥

যৎকিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ ! ।

তস্য সৃজ্যস্য সংভূতৌ তৎ সর্কং বৈ হরেন্তনুঃ ॥ ৩৭ ॥

হন্তি বা যৎ কচিৎকিঞ্চিৎ ভূতং † স্থাবরজঙ্গমম্ ।

জনার্দনস্য তদ্ রৌদ্রং মৈত্রেয়াস্তকরং বপুঃ ॥ ৩৮ ॥

এবমেব জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা তথৈব চ ‡ ।

জগদ্ভক্ষয়িতা চেশঃ ¶ সমস্তস্য জনার্দনঃ ॥ ৩৯ ॥

সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধৈবং সংপ্রবর্ততে ।

গুণপ্রবৃত্তা পরমং পদং তস্যাগুণং মহৎ ॥ ৪০ ॥

করিতে পারেন না এবং মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ বা প্রাণি-
গণ, কালের সহায়তা ব্যতীত অর্থাৎ সময় উপস্থিত না হইলে
সম্প্রদান উৎপাদনে সমর্থ হন না।^{১০} মৈত্রেয় ! এইরূপ দেব-
দেব বিষ্ণুর চারি প্রকার বিভাগ জগতের পালন কালে বা সংহার
কালেও উপদিষ্ট হইয়াছে।^{১১} কোন প্রাণী হইতে যদি কোন প্রাণীর
উৎপত্তি হয় তাহা হইলে সেই স্রষ্টা জীবের কারণ স্বরূপ জীব, সেই
নূতন জীব স্রষ্টা বিষয়ে স্রষ্টাকর্তা বিষ্ণুরই মূর্তিস্বরূপ বলিয়া স্বীকার
করিতে হইবে।^{১২} মৈত্রেয় ! যদি কখন কোন প্রাণী, কোন স্থাবর বা
জঙ্গম জীবকে বিনাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে রুদ্রমূর্তি জনা-
র্দনের সংহার মূর্তিস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।^{১৩} এই
রূপে ভগবান্ বিষ্ণু, অখিল জগতের স্রষ্টাকর্তা, পালনকর্তা ও সংহার-
কর্তা হইতেছেন।^{১৪} তিনি স্রষ্টা স্থিতি প্রলয় বিষয়ে গুণকোত দ্বারা

* এষ এব বিভাগোহয়ম্ ইতি পুস্তকান্তরেণ লভ্যতে ।

† হন্তি যাবচ্চ যৎ কিঞ্চিৎ সত্ত্বম্ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

‡ জগৎপাতা তথা জগৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

¶ জগদ্ভক্ষয়িতা চেষ ইতি বহুসমাখ্যুতঃ পাঠঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানময়ং বাপি স্বসংবেদ্যমনৌপমম্* ।

চতুঃপ্রকারং তদপি স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

চতুঃপ্রকারতাং তস্য ব্রহ্মভূতস্য বৈ মুনে ! † ।

মমাচক্ষুযথান্যাগং ‡ যদুক্তং পরমং পদম্ ॥ ৪১ ॥

পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয় ! কারণং প্রোক্তং সাধনং সর্ববস্তুশু ।

সাধ্যঞ্চ বস্তুভিমতং যৎসাধয়িতুমাভ্বনঃ ॥ ৪২ ॥

যোগিনো মুক্তিকামস্য প্রাণায়ামাদিসাধনম্ ।

সাধ্যঞ্চ পরমং ব্রহ্ম পুনর্নাবর্ততে যতঃ ॥ ৪৩ ॥

সাধনালম্বনং জ্ঞানং মুক্তয়ে যোগিনো হি যৎ § ।

সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা, এই তিন মূর্তি অবলম্বন করেন পরব্রহ্ম তাঁহার পরম পদ (ব্রহ্ম) নিষ্কর্ষণ ও পূর্ণ ।^{৪০} পরমাত্মা বিষ্ণুরূপ যদিও চতুর্বিধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে তথাপি তাহা তত্ত্বজ্ঞানময়, স্বসংবেদ্য ও উপমা-রহিত ।^{৪১}

মৈত্রেয় কহিলেন, মুনে ! যাহা পরম পদ বলিয়া নির্দেশ করিলেন, যিনি ব্রহ্ম স্বরূপ, তিনি কি প্রকারে, ন্যায়াবুসারে চতুর্বিধ বিভক্ত হইতে পারেন ? আমার নিকট বলুন ।^{৪২}

পরশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! কোন বস্তুর প্রতি যাহা কারণ তাহার নামই সাধন । যে বস্তু স্বয়ং সাধন করিবার সঙ্কল্প থাকে তাহার নাম সাধ্য ।^{৪৩} যুগ্মস্কু যোগিকৃত যে প্রাণায়ামাদি, তাহা মুক্তির সাধন এবং যাহা হইতে আর পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে না হয়,

* তত্ত্ব জ্ঞানময়ং বাপি স্বসংবেদ্যমনৌপমম্ ইতি বা পাঠ্যম্ ।

† ব্রহ্মভূতস্য হে মুনে ! ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

‡ সমাচক্ষু যথান্যাগ ইতি পাঠান্তরম্ ।

§ যোগিনো হি তৎ ইতি বহুশ্চ পুস্তকেষু দৃশ্যতে ।

স ভেদঃ প্রথমস্তস্য ব্রহ্মভূতস্য বৈ মুনে ! ॥ ৪৪ ॥
 যুগ্মতঃ ক্লেশমুক্ত্যর্থং সাধ্যং যদ ব্রহ্ম যোগিনঃ ।
 তদালম্বনবিজ্ঞানং দ্বিতীয়োহংশো মহামুনে ! ॥ ৪৫ ॥
 উভয়োঃস্ববিভাগেন সাধ্যসাধনয়োর্হি যৎ ।
 বিজ্ঞানমদ্বৈতময়ং তদ্ভাগোহন্যো ময়োদিতঃ ॥ ৪৬ ॥
 জ্ঞানত্রয়স্য চৈতস্য বিশেষো যো মহামুনে ! ।
 তন্নিরাকরণদ্বারা দর্শিতাত্মস্বরূপবৎ * ॥ ৪৭ ॥
 নির্ব্যাপারমনাত্ম্যেয়ং ব্যাপ্তিমাত্রমনৌপমম্ ।
 আত্মসংবোধবিষয়ং সত্ত্বামাত্রমলক্ষণম্ ॥ ৪৮ ॥

তাছাড়া পরম ব্রহ্মই যোগীর সাধ্য।^{৪৪} মুনে! সাধনের আলম্বন
 দেহাদি-বিবিক্ত-জীবাত্মস্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ-ত্বং-পদার্থ বিষয়ক যে
 জ্ঞান, তাহা যোগীদিগের মুক্তির কারণ এবং তাহা জ্ঞানময় বিষ্ণুর
 প্রথম ভেদ।^{৪৫} মহর্ষে! জরা মরণ জন্ম প্রভৃতি সাংসারিক ক্লেশ
 মোচনের নিমিত্ত যিনি যোগ অভ্যাস করেন, ঐদৃশ যোগীর সাধ্য
 যে ব্রহ্ম, তদালম্বন যে তৎপদব্রহ্ম-চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান,
 তাহা (জ্ঞানময় বিষ্ণুর) দ্বিতীয় অংশ।^{৪৬} সাধ্য সাধন উভয়ের
 অভেদে আমিই ব্রহ্ম, ইত্যাকার অদ্বৈতময় অখণ্ডাত্মক তত্ত্ববিষয়ক
 যে জ্ঞান, তাহা (বিজ্ঞানময় বিষ্ণুর) তৃতীয় অংশ বলিয়া কথিত
 আছে।^{৪৭} মহর্ষে! ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মভিন্ন জগৎপ্রপঞ্চের জ্ঞান ও এত-
 দুভয়ের অভেদ জ্ঞান, এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ অর্থাৎ পরিচ্ছেদ,
 তন্নিরাকরণ দ্বারা অর্থাৎ অবিদ্যাখ্যা আবরণ ভঙ্গ দ্বারা দর্শিত অর্থাৎ
 প্রত্যক্ষীকৃত যে আত্মস্বরূপ, তদ্বিশিষ্ট যে একাকার জ্ঞান অর্থাৎ
 জ্ঞানময় বিষ্ণুর পরম পদার্থ জ্ঞান (তাহা বিজ্ঞানময় বিষ্ণুর চতুর্থ
 ভেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে।)^{৪৮} এই জ্ঞান নির্ব্যাপার অর্থাৎ স্ফুট-

প্রশান্তমভয়ং শুদ্ধমবিভাব্যমসংজ্ঞিতম্ * ।

বিষোক্তজ্ঞানময়স্যোক্তং তজ্জ্ঞানং পরমং পদম্ ॥৪৯॥

তত্রান্যজ্ঞানরোহিতং † যোগিনো যান্তি যে লয়ম্ ।

সংসারকর্মণোপ্তৌ তে যান্তি নির্বীজতাং দ্বিজ ! ॥ ৫০ ॥

এবং প্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্ ‡ ।

সমস্তভেদরহিতং বিষ্ণুখ্যং পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥

তদ্ ব্রহ্ম পরমং যোগী § যতো নাবর্ততে পুনঃ ।

করণাদি চেষ্টা পরিশূন্য, অতএব অনাখ্যায় অর্থাৎ যাহা নির্দেশ করিতে পারা যায় না, যাহা ব্যাপ্তিমাত্র অর্থাৎ যাহা খণ্ডিত নহে, অন্য কোন পদার্থের সহিত যাহার উপমা হয় না, যাহা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ অন্য কোন বস্তু যাহার উদ্বোধক হইতে পারে না, যাহার সম্ভ্রামাত্র প্রতীয়মান হইতেছে, অথচ যাহার কোন লক্ষণই প্রত্যক্ষ হয় না ।^{৪৮} যাহা প্রশান্ত অর্থাৎ বিক্লেপ রহিত, যাহাতে কোন ভয় নাই, যাহা শুদ্ধ অর্থাৎ নির্বিষয়, যাহা অসংশয় অর্থাৎ নিত্য, যাহা অবিভাব্য অর্থাৎ বিষয়রূপাকারের অভাব বশতঃ ভাবনার অবিষয়, সেই জ্ঞানই জ্ঞানময় বিষ্ণুর পরম পদ ।^{৪৯} ব্রহ্মন্ ! যে সকল যোগী অবিদ্যাজনিত অন্য জ্ঞান নিরোধ দ্বারা উক্ত চতুর্থ জ্ঞানময় ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সংসার ক্ষেত্রে বীজ বপন বিষয়ে অর্থাৎ পুনর্জন্মের কারণ কাম্যাদি কর্মকরণ বিষয়ে নির্বীজ হন অর্থাৎ কারণভাবে তাঁহাদের আর পুনর্জন্মাদি হয় না ।^{৫০} যাহাকে বিষ্ণুর পরমপদ বলা যায়, তিনি এই প্রকার, নির্মল, নিত্য, ব্যাপক, অক্ষয় ও ভেদ-বিবর্জিত ।^{৫১} ইহাই ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত হইয়া

* শুদ্ধং দুর্লভমবিভাব্যমসংজ্ঞিতম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি

† তত্রান্যজ্ঞাননিবোধেন ইতি বা পাঠঃ ।

‡ ব্যাপকমব্যয়ম্ ইতি পুস্তকান্তরেণ লভ্যতে ।

§ তদ্ ব্রহ্ম পরমং যোগী ইতি বা পাঠঃ ।

অপুণ্য-পুণ্যোপরমে ক্ষীণক্লেশোহতিনির্মলঃ *॥ ৫২ ॥

দ্বৈ রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্ত্কা মূর্ত্তমেব চ।

ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সৰ্বভূতেষু বস্থিতে ॥ ৫৩ ॥

অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সৰ্বমিদং জগৎ।

একদেশস্থিতস্যাত্মৈর্জ্যোৎস্না † বিস্তারিণী যথা ॥ ৫৪ ॥

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ।

তত্রাপ্যাসন্ন-দূরত্বাদ্ বহুত্ব-স্বপ্নতাময়ঃ ॥ ৫৫ ॥

জ্যোৎস্নাভেদোহস্তি তচ্ছক্তেস্তদ্বন্-মৈত্রেয়! বিদ্যতে।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্! প্রধানা ‡ ব্রহ্মশক্তয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

থাকে। পাপ পুণ্যের ক্ষয় হওয়াতে যে পরমযোগী সাংসারিক তাপ-
ত্রয় হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া নির্মল হইয়াছেন, তিনি এই ব্রহ্মে লীন
হন, পুনর্বার আর প্রত্যাবৃত্ত হন না।^{১২} ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, দুই
প্রকার রূপ। একটা বিনশ্বর, একটা অবিনশ্বর। এই দুই রূপ সর্বত্র
অবস্থিতি করিতেছে।^{১৩} একদেশ স্থিত অগ্নির কিরণ যেমন চতুর্দিকে
বিস্তীর্ণ হয়, তাহার ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ বিনশ্বর জগৎপ্রপঞ্চ,
অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মাত্র।^{১৪} মৈত্রেয়! এই অখিল জগৎ
পরম ব্রহ্মেই শক্তি। অগ্নির যে প্রভা ও দাহিকা শক্তি আছে,
সাম্বিধ্য বা দূরতা হেতু তাহার যেমন তারতম্য হয়, ব্রহ্মের রূপ
ভেদেও সেইরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ একজন প্রধান মনুষ্যের ষাট্‌শ
শক্তি, দেবগণের শক্তি তাহা অপেক্ষা অধিক। তাহা অপেক্ষা সাম্বিধ্য
প্রযুক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি অধিক, কিন্তু পূর্ণব্রহ্মের ন্যায়
পূর্ণশক্তি কাহারো নাই। মৈত্রেয়! পরমব্রহ্মের প্রধান শক্তি ব্রহ্মা,

* ক্ষীণক্লেশোহতিনির্মলঃ ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ।

† একদেশস্থিতস্যাত্মৈর্জ্যোৎস্না ইতি বা পাঠঃ।

‡ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবব্রহ্ম প্রধানা ইতি পাঠান্তবৎ।

ততশ্চ দেবা মৈত্রেয় ! ন্যূনা দক্ষাদয়স্ততঃ ।
 ততো মনুষ্যাঃ পশবো মৃগপক্ষিসরীক্ষপাঃ ।
 ন্যূনা ন্যূনতরাশ্চৈব বৃক্ষশূল্যাদয়স্ততঃ * ॥ ৫৭ ॥
 তদেতদক্ষরং † নিত্যং জগন্-মুনিবরাখিলম্ ।
 আবির্ভাবতিরোভাবজন্মনাশবিকল্পবৎ ॥ ৫৮ ॥
 সর্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোহপরম্ ।
 মূর্ত্তং যদ্ যোগিভিঃ পূৰ্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে ॥ ৫৯ ॥
 সালস্বনো মহাযোগঃ সর্বীজো যত্র সংস্থিতঃ ।
 মনস্যাব্যাহতে সম্যগ্ যুগ্মতাং জায়তে মুনে ! ॥ ৬০ ॥
 স পরঃ সর্বশক্তীনাং ‡ ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ ।
 মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ ! সর্বব্রহ্মময়ো হরিঃ ॥ ৬১ ॥

বিষ্ণু ও মহেশ্বর।^{১০} দেবগণ তাহা অপেক্ষা ন্যূন, দক্ষাদি প্রজাপতি-
 গণের তাহা অপেক্ষাও ন্যূনতা আছে। দক্ষাদি অপেক্ষা মনুষ্যের
 ক্ষমতা অল্প। মনুষ্য হইতে পশু মৃগ পক্ষী সরীক্ষপ বৃক্ষ লতা শূল্য
 প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে ন্যূন ও ন্যূনতর।^{১১}

মহর্ষে ! এই জগৎ বস্তুগত্যা নিত্য ও অক্ষয়। ইহার আবির্ভাব
 ও তিরোভাব, উৎপত্তি ও বিনাশ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।^{১২}
 সর্বশক্তিমান্ বিষ্ণু পরম ব্রহ্মেরই স্বরূপ। তিনি মূর্ত্তিমান্ (ও বুদ্ধির
 গম্য বলিয়া) যোগীরা প্রথমতঃ যোগারম্ভ কালে তাঁহারই ধ্যান
 করিয়া থাকেন।^{১৩} মুনে! যাঁহারা মহাযোগী, তাঁহাদের অব্যাহত
 অর্থাৎ বিক্ষেপাদি-রহিত অন্তঃকরণে সালস্বন অর্থাৎ ধ্যামসহিত,
 এবং সর্বীজ অর্থাৎ ওঙ্কারাদি মন্ত্র জপ সহিত সমাধিরূপ মহাযোগ
 অবস্থিতি করে।^{১৪} মহাভাগ! পরম ব্রহ্মের ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রভৃতি যে

* বৃক্ষশূল্যাদয়স্তথা ইতি কস্যাচৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

† তদেতদক্ষরম্ ইতি পুস্তকান্তবেত্ত্ব দৃশ্যতে ।

‡ স পরঃ পরশক্তীনাং ইতি বা পাঠ্যে ।

তত্র সৰ্বমিদং প্রোতমোতকৈবাখিলং জগৎ * ।
ততো জগজ্জগৎ তস্মিন্ † স জগচ্চাখিলং মুনে ॥ ৬২ ॥
ক্ষরাক্ষরময়ো বিষ্ণুর্বিভর্ত্তাখিলমীশ্বরঃ ।
পুরুষাব্যাকৃতময়ং ভূষণাস্ত্রস্বরূপবৎ ॥ ৬৩ ॥

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভূষণাস্ত্রস্বরূপস্থং যচ্চৈতদখিলং জগৎ ‡ ।
বিভর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুস্তনু-মমাখ্যা তুমহসি ॥ ৬৪ ॥
পরশর উবাচ ।

নমস্কৃত্বা প্রমেয়ায় ণ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ।
কথয়ামি যথাখ্যাতং বসিষ্ঠেন মমাববৎ ॥ ৬৫ ॥

সমুদায় শক্তি আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মের সম্বিহিত । এমন কি তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মই বলিতে পারা যায়, কারণ বিষ্ণুই সম্পূর্ণ ব্রহ্মময় ।^{১*} মুনে! এই অখিল জগৎ বিষ্ণু-তেই ওতপ্রোতরূপে অবস্থিতি করিতেছে । তাঁহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তিনিই সমুদায় জগৎ ।^{২*} নিত্যানিত্য স্বরূপ ঈশ্বর বিষ্ণু, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক এই সমস্ত জগৎ ভূষণ ও অস্ত্ররূপে ধারণ করিতেছেন ।^{৩*}

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু, কিরূপে ভূষণ ও অস্ত্রাকারে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন ।^{৪*}

পরশর কহিলেন । সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা অপ্রমেয় বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া পূর্বে বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করি ।^{৫*}

* তত্র প্রোতমিদং সৰ্বমোতকৈবাখিলং জগৎ ইতি বা পাঠ্যম্ ।

† ততোহন্তবজ্জগৎ তস্মিন্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

‡ যচ্চৈতদখিলং জগৎ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

¶ নমস্কৃত্বা প্রমেয়ায় ইত্যেবং পাঠো ব্যাকরণাবিরুদ্ধঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্ ।
 বিভক্তি কৌস্তভমণি-স্বরূপং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৬৬ ॥
 শ্রীবৎসসংস্থানধরম্ অনন্তে চ সমাপ্তিতম্ ।
 প্রধানং বুদ্ধিরপ্যাস্তে গদারূপেণ মাধবে ॥ ৬৭ ॥
 ভূতাদিমিত্রিয়াদিঞ্চ দ্বিধাহঙ্কারমীশ্বরঃ ।
 বিভক্তি শঙ্করূপেণ শাস্ত্ররূপেণ চ স্থিতম্ ॥ ৬৮ ॥
 বলস্বরূপমত্যন্ত-জবেনান্তুরিতানিলম্ * ।
 চক্রস্বরূপঞ্চ মনো ধত্তে বিষ্ণুঃ করে স্থিতম্ ॥ ৬৯ ॥
 পঞ্চরূপা তু যা মালা বৈজয়ন্তী গদাভূতঃ ।
 সা ভূতহেতু-সংঘাতা ভূতমালা চ বৈ দ্বিজ ॥ ৭০ ॥

ভগবান্ হরি, এই জগতের আত্মা স্বরূপ নির্মল নিষ্কর্ণ নির্লেপ
 পুরুষকে কৌস্তভমণিরূপে ধারণ করিতেছেন ।^{১০০} অনন্ত বিষ্ণু, প্রকৃ-
 তিকে শ্রীবৎস রূপে * ধারণ করেন এবং বুদ্ধিতত্ত্বও তাঁহাতে গদা-
 রূপে অবস্থিতি করিতেছে ।^{১০১} সেই ঈশ্বর ভূতাদি অর্থাৎ তামস
 অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার, এই উভয়কেই শাস্ত্র-
 রূপে ও শঙ্করূপে ধারণ করিতেছেন ।^{১০২} যাহা সকলের সামর্থ্য স্বরূপ,
 যাহা দেগদ্বারা বায়ুকেও অতিক্রম করিতে পারে, এরূপ মন অর্থাৎ
 সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে তিনি করকমল দ্বারা চক্ররূপে ধারণ করিয়া
 থাকেন ।^{১০৩} গদাধর বিষ্ণুর পঞ্চরূপা অর্থাৎ মুক্তা মাণিক্য মরকত
 ইন্দ্রনীল হীরক, এতৎপঞ্চরত্ন-সমানবর্ণ যে বৈজয়ন্তী মালা, তাহা
 ভূতহেতু পঞ্চতন্মাত্রের পঙ্ক্তি ও মহাভূতপঞ্চকের পঙ্ক্তি

* বাতস্বরূপমত্যন্ত-জবেনান্তুরিতানিলম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

• রত্নগর্ভ বলেন, যে শ্রীবৎস শব্দে প্রদক্ষিণাবর্ত রোমাবলি বিশেষ । শ্রীবৎস রূপ গরুড়-
 পূর্ণাঙ্গে বর্ণিত আছে যথা—“প্রদক্ষিণাবর্ত-বিচক্ররোম শ্রীবৎস-সর্ষপ-বিভূষিতাত্তম্ ।
 বক্ষে বিচক্রম্” ইতি

যানীন্দ্রিয়ান্যশেষাণি বুদ্ধিকর্মাভুকানি বৈ ।

শররূপাণ্যশেষাণি তানি ধত্তে জনার্দনঃ ॥ ৭১ ॥

বিভর্তি যচ্চাসিরত্বম্ অচ্যুতোহত্যন্তনির্মলম্ ।

বিদ্যাময়ন্ত তজ্জ্ঞানম্ অবিদ্যাকোশসংস্থিতম্ * ॥ ৭২ ॥

ইখং পুমান্ প্রধানঞ্চ বুদ্ধাহঙ্কারমেব চ ।

ভূতানি চ হ্রষীকেশে মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ ।

বিদ্যাবিদ্যে চ মৈত্রেয় ! সর্বমেতৎ সমাশ্রিতম্ ॥ ৭৩ ॥

অস্ত্রভূষণসংস্থানস্বরূপং রূপবর্জিতং ।

বিভর্তি মায়া রূপোহসৌ শ্রেয়সে প্রাণিনাং হরিঃ ॥ ৭৪ ॥

সবিকারং প্রধানঞ্চ † পুমাং শৈচবাখিলং জগৎ ।

বিভর্তি পুণ্ডরীকাক্ষস্তদেবং পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৫ ॥

(বিবেচনা করিতে হইবে ।) ১° যে সমুদায় বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়, তৎসমুদায় ভগবান্ জনার্দন শররূপে ধারণ করিতেছেন । ২° ভগবান্ অচ্যুত যে সাতিশয় নির্মল মহা অসি ধারণ করেন, তাহা বিদ্যাময় তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ এবং তাহা অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানরূপ চর্ম-নির্মিত কোশে আবৃত রহিয়াছে । ৩° মৈত্রেয় ! এইরূপে পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্ত্রাত্র অর্থাৎ অপক্ষীকৃত ভূত-পঞ্চক, পক্ষীকৃত পঞ্চভূত, মনঃ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, বিদ্যা, অবিদ্যা, এই সমুদায় ভগবান্ হ্রষীকেশকে আশ্রয় করিয়া আছে । ৪° ভগবান্ হরি যদিও নিরাকার ; তথাপি তিনি জীবগণের শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত মায়া রূপী হইয়া অস্ত্র ও ভূষণাকারে আশ্রিত উক্ত পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি ধারণ করিতেছেন । ৫° পরমেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু, এইরূপে আবিকৃতি মূলপ্রকৃতি, মহত্ত্বপ্রভৃতি প্রকৃতিবিকৃতি পঞ্চক,

• অবিদ্যাকর্মসংস্থিতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

† সবিকারং প্রধানং যৎ ইতি পুস্তকান্তরেণ লভ্যতে ।

বা বিদ্যা বা তথাবিদ্যা যৎ সদ্ যচ্চাসদব্যয়ম্ ।
 তৎ সৰ্ব্বং সৰ্বভূতেশো মৈত্রেয় ! মধুসূদনে ॥ ৭৬ ॥
 কলাকাষ্ঠানিমেষাদি-দিনত্বয়নহায়নৈঃ ।
 কালস্বরূপো ভগবান্ অপরো হরিরব্যয়ঃ * ॥ ৭৭ ॥
 ভূলোকোহথ ভুবলোকঃ স্বলোকো মুনিসত্তম ! ।
 মহর্জনস্তপঃ সত্যং সপ্ত লোকা ইমে বিভূঃ ॥ ৭৮ ॥
 লোকাভ্যমূর্তিঃ সৰ্বেষাং পূৰ্বেষামপি পূৰ্বজঃ ।
 আধারঃ সৰ্ববিদ্যাানাং স্বয়মেব হরিঃ স্থিতঃ ॥ ৭৯ ॥
 দেবমানুষপশাদিস্বরূপৈৰ্বহুভিঃ স্থিতঃ ।
 ততঃ † সৰ্বৈশ্বরোহনন্তো ভূতমূর্তিরমূর্তিমান্ ॥ ৮০ ॥
 ঋচো যজুংবি সামানি তথৈবাত্মকানি বৈ ‡ ।

পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ বিকৃতি, প্রকৃতিবিকৃতি
 ব্যতিরিক্ত পুরুষ ও অখিলব্রহ্মাণ্ড, এই সমুদায় ধারণ করিতে-
 ছেন।^{৭৬} মৈত্রেয়! বিদ্যা, অবিদ্যা, অনিত্য ও নিত্য অব্যয় পদার্থ,
 এ সমুদায়ই সৰ্বভূতের ঈশ্বর মধুসূদনে অবস্থিতি করিতেছে।^{৭৭} কলা,
 কাষ্ঠা, নিমেষ, পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, দিন, (মাস) ঋতু, অয়ন ও হায়ন
 প্রভৃতি-বিশিষ্ট নিত্য কালও ভগবান্ হরির রূপান্তর।^{৭৮}

মহর্ষে! ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক, মহলোক, জনলোক, তপ-
 লোক ও সত্যলোক এই সপ্তলোক বিভূ বিষ্ণুরই মূর্ত্তান্তর।^{৭৯} সকল
 লোকই সেই হরির মূর্ত্তি। তিনি সমুদায় আদির আদি। তিনি স্বয়ং
 সমুদায় বিদ্যার আধার।^{৮০} সেই নিরাকার সৰ্বৈশ্বর বিভূ অনন্ত ভূত-
 মূর্ত্তি হইয়া দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতি বহু আকারে অবস্থিতি
 করিতেছেন।^{৮১} ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস

* অপারো হরিরব্যয়ঃ ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ ।

† সৰ্বৈশ্বরোহতিশিষ্টঃ । স্থিতঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ তথৈবাত্মকানি চ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকত পাঠঃ ।

ইতিহাসোপবেদান্ত বেদান্তেষু তথোক্তয়ঃ ॥ ৮১ ॥

বেদাঙ্গানি সমস্তানি মন্বাদিগদিতানি চ ।

শাস্ত্রাণ্যশেষাণ্যাখ্যানান্যনুবাদাশ্চ যে কচিৎ ॥ ৮২ ॥

কাব্যালোপাশ্চ যে কেচিদ্ গীতকান্যাখিলানি চ * ।

শব্দমূর্ত্তিধরস্যেতদ্ বপূর্বিষয়োর্মহাত্মনঃ † ॥ ৮৩ ॥

যানি মূর্ত্তান্যমূর্ত্তানি যান্যত্রান্যত্র বা কচিৎ ।

সন্তি বৈ বস্তুজাতানি ‡ তানি সর্বাণি তদ্বপুঃ ॥ ৮৪ ॥

অহং হরিঃ সর্বমিদং জনার্দনো

নানাং ততঃ কারণকার্যাজাতম্ ।

ঐদৃঙ্-মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো

ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি ॥ ৮৫ ॥

অর্থাৎ মহাভারতাদি, উপবেদ অর্থাৎ আয়ুর্বেদ প্রভৃতি, বেদান্ত-
বাক্য ৮^১ মন্বাদি-প্রণীত সমুদায় বেদাঙ্গ অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা-
প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র, আখ্যান অর্থাৎ পুরাণ সমুদায়, যে কোন
অনুবাদ অর্থাৎ কম্পমূত্র প্রভৃতি, ৮^২ যে কোন কাব্যালোপ, সমুদায়
সঙ্গীত, এতৎসমস্তই শব্দমূর্ত্তিধারী মহাত্মা বিষ্ণুর অংশ। ৮^৩ এখানে
বা অন্য কোন স্থানে যে কোন সাকার বা নিরাকার বস্তু আছে, সে
সমুদায়ই বিষ্ণুর রূপভেদ। ৮^৪ আমি বিষ্ণু, এই নিখিল জগৎ
বিষ্ণুময়, এই জগতে যে সমুদায় কার্য বা কারণ আছে, তাহার
মধ্যে কোনটাই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, যাঁহার অন্তঃকরণ এইরূপ
হয়, তাঁহাকে আর সাংসারিক রাগদ্বेषরূপ হ্রদ্রোগ আক্রমণ করিতে
পারে না। ৮^৫

* কাব্যালোপাশ্চ যে কচিৎ ইতি পাশ্চাত্য্যোঃ পঠন্তি ।

† শব্দমূর্ত্তিধরস্যেতদ্ বিকোরংণা মহাত্মন ইতি দর্পণকার-মুতঃ পাঠঃ ।

‡ সন্তু বৈ বস্তুজাতানি ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

ইত্যেয তেহংশঃ প্রথমঃ পুরাণস্যাস্য বৈ দ্বিজ ! ।

যথাবৎ কথিতো, যস্মিন্ অংগে পাঠৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮৬॥

কার্ত্তিক্যাং পুষ্করস্নানে দ্বাদশাংকেন যৎ ফলম্* ।

তদস্য অবগাৎ সৰ্ব্বং † যৈত্রেয়াপ্নোতি মানবঃ ॥৮৭॥

দেবর্ষিপিতৃগন্ধৰ্ব্বযক্ষাদীনাঞ্চ সম্ভবম্ ।

ভবন্তি ‡ শৃণুতঃ পুংসো দেবাদ্যা বরদা যুনে ! ॥৮৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশঃ

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমোহংশঃ সমাপ্তঃ ।

ব্রহ্মন্ ! এই বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ তোমার নিকট যথাযথ কহিলাম । ইহা শ্রবণ করিলে সমুদায় পাপ ক্ষয় হয় । ৮৬ দ্বাদশ বৎসর কার্ত্তিক মাসে পুষ্করতীরে স্নান করিলে যে ফল হয়, মনুষ্যেরা এই বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ শ্রবণ করিলে সেই ফল সম্পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৮৭ যুনে ! যে ব্যক্তি, দেবতাগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, গন্ধৰ্ব্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ প্রভৃতির উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করেন, উক্ত দেবগণ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে বরপ্রদান করিয়া থাকেন । ৮৮

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ দ্বাবিংশ

অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশের বাঙ্গালা অনুবাদ সমাপ্ত ।

* দ্বাদশাংকেন তু ইতি পুস্তকান্তরেণ লভ্যতে ।

† তদস্য অরণে সৰ্ব্বম্ ইতি বহুলমাদৃতঃ পাঠঃ ।

‡ তবল্লু ইতি পুস্তকান্তরেণ লভ্যতে ।

বিষ্ণু পুরাণম্ ।



দ্বিতীয়াংশঃ ।

প্রথমোধ্যায়ঃ ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ ! সমাগাখাতং মমৈতদখিলং ত্বয়া ।

জগতঃ * সর্গসম্বন্ধি যৎ পৃষ্ঠোহসি শুভ্রো ! ময়া ॥ ১ ॥

যোহয়মংশো জগৎসৃষ্টি-সম্বন্ধো † গদিতস্ত্বয়া ।

তত্রাহং শ্রোতুমিচ্ছামি ভূয়োহপি মুনিসত্তম ! ॥ ২ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমার গুরু । আমি জগতের সৃষ্টি বিষয়ে আপনকার নিকট যাহা যাহা প্রশ্ন করিয়াছি, তৎ সমুদায়ই আপনি উত্তম রূপে আমার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছেন ।^১ পরন্তু মর্হে ! আপনি যে জগৎসৃষ্টি সংক্রান্ত অংশের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা আমি পুনর্বার বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি ।^২

* জগতাম্ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

† সম্বন্ধো গদিতস্ত্বয়া ইতি বা পাঠঃ ।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ স্মৃতৌ স্বায়ত্ত্বুবস্য যৌ ।

তয়োক্তানপাদস্য ধ্রুবঃ পুত্রস্ত্বয়োদিতঃ ॥ ৩ ॥

প্রিয়ব্রতস্য নৈবোক্তা ভবতা দ্বিজ ! সন্ততিঃ ।

তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রসন্নো বক্তুমহংসি ॥ ৪ ॥

পরশর উবাচ ।

কর্দমস্যাজ্জাং কন্যাং উপষেমে প্রিয়ব্রতঃ ।

সম্রাট্ কুক্ষী চ তৎকন্যো, দশপুত্রাস্তথাপরে ॥ ৫ ॥

মহাপ্রাজ্ঞা মহাবীৰ্য্যা বিনীতা দয়িতাঃ পিতুঃ ।

প্রিয়ব্রতস্মৃতাঃ খ্যাতাস্তেবাং নামানি মে শৃণু ॥ ৬ ॥

অগ্নীধ্রুচাগ্নিবাহুশ্চ বপুশ্চান্ দ্যুতিমাংস্তথা ।

স্বায়ত্ত্বুব মনুর প্রিয়ব্রত স্ব উত্তানপাদ নামে যে দুইটি পুত্র হইয়াছিল, তাহার মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, ইহা আপনি কীর্তন করিয়াছেন ।^১ ব্রহ্মনু ! আপনি প্রিয়ব্রতের বংশাবলি বর্ণন করেন নাই, অতএব আমি সেই প্রিয়ব্রতের বংশাবলি শ্রবণ করিতে লোলুপ হইয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া কীর্তন করুন ।^২

পরশর কহিলেন । প্রিয়ব্রত, কন্যানাম্নী কর্দম-তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । * এই কর্দমনন্দিনীর গর্ভে সম্রাট ও কুক্ষি নামে প্রথমতঃ দুইটি কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করে । অনন্তর আর দশটি পুত্রও উৎপন্ন হইয়াছিল ।^৩ এই প্রিয়ব্রত তনয়েরা সকলেই জ্ঞানবান্, সাতিশয় বীৰ্য্যশালী, বিনীত ও পিতৃবল্লভ ছিল । ইহাদের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।^৪ অগ্নীধ্রু, অগ্নিবাহু,

* কেহ কেহ বলেন, কর্দমতনয়াই নাম কাম্যা । মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এই কাম্যা নাম নির্দিষ্ট আছে । টীকাকারদিগের মতানুসারে তাঁহার নাম কন্যা । বায়ু পুরাণে কর্দম-তনয়ার নাম কন্যা বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । হরিবংশের টীকাকার বলেন, কর্দমের কাম্যা নামে আব একটা কন্যা ছিল । প্রিয়ব্রত তাঁহারও পাণিগ্রহণ করেন । কোন কোন পুরাণে এরূপও পাওয়া যায় যে, প্রিয়ব্রতের জন্মের নাম কাম্যা । কলতঃ মিমি প্রিয়-ব্রতজন্মনী কাম্যা, তিষ্মি কর্দমতনয়া নহেম ।

মেধা মেধাতিথিৰ্ভব্যঃ সূবনঃ পুত্র এব চ ॥ ৭ ॥
 জ্যোতিষ্মান্ দশমস্তেষাং সত্যনামা স্মৃতোহভবৎ * ।
 প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং প্রথ্যাতো বলবীৰ্য্যতঃ ॥ ৮ ॥
 মেধাধিবাহুপুত্রাস্তু ত্রয়ো যোগপরায়ণাঃ ।
 জাতিস্মরা মহাতাণা ন রাজ্যায় মনো দধুঃ ॥ ৯ ॥
 নির্মমাঃ সৰ্বকালন্তু সমস্তার্থেষু বৈ মুনে ! ।
 চক্ৰুঃ ক্রিয়া যথান্যায়ম্ অফলাকাজ্জিণো হি তে ॥ ১০ ॥
 প্রিয়ব্রতো দদৌ তেষাং সপ্তানাম্ মুনিসত্তম ! ।
 বিভজ্য সপ্ত দ্বীপানি মৈত্রেয় ! স্তমহাত্মনাম্ ॥ ১১ ॥
 জম্বুদ্বীপং মহাতাগ ! সোহগ্নীধ্রায় দদৌ পিতা ।
 মেধাতিথেস্তথা প্রাদাৎ প্লক্ষদ্বীপমথাপরম্ ॥ ১২ ॥
 শাল্মলে চ বপুষান্তং নরেন্দ্রমভিষিক্তবান্ † ।

বপুষ্মান্, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব, সূবন পুত্র * ও জ্যোতি-
 ষ্মান্ । প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের মধ্যে দশম পুত্র জ্যোতিষ্মানের নাম
 অম্বর্থ অর্থীৎ সার্থক হইয়াছিল । এই দশটি পুত্রই অসামান্য বল-
 বীৰ্য্য দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিল ।^১ ইহাদের মধ্যে মেধা অগ্নিবাহু ও
 পুত্র, এই তিনটি পুত্র মহাসৌভাগ্যশালী ও জাতিস্মর ছিলেন ।
 ইহারা রাজ্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন ।^২
 মহর্ষে ! ইহারা সমস্ত বিষয়েই সৰ্বদা মমতা-রহিত ছিলেন । ইহারা
 ফলাকাজ্জি পরিভ্যাগ পূর্বক ন্যায়ানুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেন ।^৩
 মৈত্রেয় ! প্রিয়ব্রত পৃথিবীর সপ্ত দ্বীপ বিভাগ করিয়া (অবশিষ্ট) সেই
 সাত মহাত্মা পুত্রকে প্রদান করিলেন ।^৪ মহাতাগ ! প্রিয়ব্রত, অগ্নীধ্র
 নামক পুত্রকে জম্বুদ্বীপের একাদ্বীপতঃ প্রদান করিলেন এবং মেধা-

* স্মৃতোহভবৎ ইতি পুস্তকান্তরেণ লভ্যতে ।

† মহেন্দ্রমভিষিক্তবান ইতি বা পঠ্যতাম ।

জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং রুতবান্ প্রভুঃ ॥১৩॥
 দ্যুতিষ্মন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ * ।
 শাকদ্বীপেশ্বরঞ্চাপি ভব্যঞ্চক্রে চ স প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥
 সবনং পুষ্করদ্বীপে রাজানং সমকারয়ৎ † ॥ ১৫ ॥
 জম্বুদ্বীপেশ্বরো যন্তু অগ্নীধ্রে মুনিসত্তম ! ।
 তস্য পুত্রা বভূবুস্তে প্রজাপতিসমা নব ॥ ১৬ ॥
 নাভিঃ কিম্পুরুষশ্চৈব হরিবর্ষ ইলারূতঃ ।
 রম্যো হিরণ্যান্ যষ্ঠশ্চ কুরুর্ভদ্রাশ্চ এব চ ॥ ১৭ ॥
 কেতুমালস্তুথৈবান্যঃ সাধুচেষ্ঠো নৃপোহভবৎ ।
 জম্বুদ্বীপবিভাগাংশ্চ তেযাং বিপ্র ! নিশাময় ॥ ১৮ ॥
 পিত্রা দত্তং হিমাশ্বন্ত বর্ষং নাভেষ্টু দক্ষিণম্ ।

তিথিকে গন্ধদ্বীপ দিলেন।^{১২} তিনি বপুয়ান্ নামক পুত্রকে শাল্মল
 দ্বীপের সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং জ্যোতিষ্মান্কে কুশ-
 দ্বীপের অধিপতি করিয়া দিলেন।^{১৩} তিনি 'দ্যুতিমান্' নামক পুত্রকে
 ক্রৌঞ্চ দ্বীপের সাম্রাজ্য ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং
 ভব্যকে শাকদ্বীপের অধীশ্বর করিয়া দিলেন।^{১৪} প্রভু প্রিয়ব্রত সবন
 নামক পুত্রকে পুষ্করদ্বীপের অধিপতি হইতে আদেশ করিলেন।^{১৫}

মহর্ষে! জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর অগ্নীধ্রের প্রজাপতি সঙ্কশ নয়টী
 পুত্র হইয়াছিল।^{১৬} তাহাদের নাম—নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলা-
 রূত, রম্য, হিরণ্যান্, কুরু, ভদ্রাশ্চ,^{১৭} ও কেতুমাল। এই নয়টী পুত্রই
 সৎকার্য্যাস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মন্! মহারাজ অগ্নীধ্র, যে রূপে ঐ নয়
 পুত্রকে জম্বু দ্বীপ বিভাগ করিয়া দেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।^{১৮}

* প্রিয়ব্রতঃ ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ ।

† পুষ্করাদিপতিং চক্রে সবনং চাপি স প্রভুঃ ইতি পাঠান্তবন্ম ।

হেমকূটং তথা বর্ষং দদৌ কিল্পুরুষায় সঃ ॥ ১৯ ॥

তৃতীয়ং নৈষধং বর্ষং হরিবর্ষায় দত্তবান্ ।

ইলারুতায় প্রদদৌ মেরুর্ষত্র তু মধ্যাগঃ ॥ ২০ ॥

নীলাচলাশ্রিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা ।

শ্বেতং তদুত্তরং * বর্ষং পিত্রা দত্তং হিরণুতে ॥ ২১ ॥

যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে দদৌ ।

মেরোঃ পূর্বেণ যদ্ বর্ষং ভদ্রাশ্বায় প্রদত্তবান্ ॥ ২২ ॥

গন্ধমাদনবর্ষন্তু কেতুমালায় দত্তবান্ ।

ইত্যেতানি দদৌ তেভ্যঃ পুত্রৈভ্যঃ স নরেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥

জম্বুদ্বীপের দক্ষিণাংশে হিমবর্ষ†। মহারাজ অগ্নীধ্রু, নাভিনামক পুত্রকে ঐ হিমবর্ষ প্রদান করিলেন এবং কিল্পুরুষ নামক পুত্রকে হেমকূট বর্ষের অধিপতি করিয়া দিলেন।^{১১} তিনি হরিবর্ষ নামক পুত্রকে নৈষধ বর্ষ প্রদান করিলেন এবং মেরু বর্ষ অর্থাৎ মেরুর সম্মিহিত ও চতুর্দিকস্থ দেশ সমুদায় ইলারুত নামক তনয়কে দিলেন।^{১২} নীলাচল বর্ষ অর্থাৎ যেখানে নীলাচল নামে পর্বত আছে, তাহাতে রম্য নামক পুত্রকে স্থাপন করিলেন। নীলাচল হইতে উত্তর শ্বেতবর্ষ (যেখানে শ্বেতগিরি আছে) হিরণ্যান্ নামক পুত্রকে দিলেন।^{১৩} শ্বেতবর্ষের উত্তর শৃঙ্গবদ্বর্ষ (যেখানে শৃঙ্গবান্ নামে মহীধর আছে) কুরু নামক পুত্রকে দিলেন। মেরুর পূর্বভাগে যে বর্ষ আছে, তাহাতে তিনি ভদ্রাশ্ব নামক পুত্রকে স্থাপন করিলেন।^{১৪} তিনি কেতুমালা নামক নবম পুত্রকে গন্ধমাদন বর্ষের (যেখানে গন্ধমাদন নামে মহাগিরি আছে) অধীশ্বর করিয়া দিলেন। জম্বুদ্বীপের অধিপতি মহারাজ অগ্নীধ্রু এই রূপে নয় পুত্রকে নয় বর্ষের অর্থাৎ নয়টী মহাদেশের

* শ্বেতং যদুত্তরং তন্মাৎ ঠতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† জম্বুদ্বীপের মধ্যে নয়টী বর্ষে নয়টী প্রধান পর্বত আছে। পূর্বকালে ঐ সকল পর্বতের নামেই বর্ষের নাম প্রসিদ্ধ ছিল ।

বর্ষেষু তেষু তান্ পুত্রান্ অভিষিচ্য স ভূমিপাঃ ।
 শালগ্রামং মহাপুণ্যং মৈত্রেয় ! তপসে যমৌ ॥ ২৪ ॥
 যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণ্যর্চৌ মহামুনে ! ।
 তেষাং স্বাভাবিকী সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যবত্নতঃ ॥ ২৫ ॥
 বিপর্যায়ো ন তেষু স্তি * জরামৃত্যুভয়ং ন চ ।
 ধর্মাধর্মৌ ন তেষু স্তাং নোত্তমাদমমধ্যমাঃ ॥ ২৬ ॥
 ন তেষু স্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষু চাসু সর্বদা ।
 হিমাশ্রং যস্য বৈ বর্ষং নাভেরাসীন্-মহাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥
 তস্যার্ভোহভবৎ পুত্রো মেরুদেব্যাত্ মহাদ্যুতিঃ † ।
 ঋষভাদ্ ভরতো জজ্ঞে জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্য সং ॥ ২৮ ॥

রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন ।^{১০} তিনি পুত্রগণকে উক্ত সমুদায় বর্ষে
 অভিষিক্ত করিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত মহাপবিত্র শালগ্রাম
 তীর্থে গমন করিলেন † ।^{১১} মহর্ষে ! (ভারতবর্ষ ব্যতীত) কিম্পুরুষ
 প্রভৃতি যে আটটী বর্ষ আছে, সেখানে স্বাভাবিকী সিদ্ধি ও অবত্ন-
 মূলত সুখ ভোগ করিতে পারা যায় ।^{১২} সেখানে অকাল মৃত্যু প্রভৃতি
 ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না । সুতরাং কাহারো পীড়াভয় বা
 বার্কিক্যাবস্থার পূর্বে মৃত্যুভয় নাই । সেখানে এরূপ ধর্মাধর্ম বা
 উত্তম মধ্যম অধমাদি বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না ।^{১৩} উক্ত অষ্ট
 মহাপ্রদেশে সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের অবস্থাতেদও নাই ।

মহাত্মা নাতি, হিমবর্ষের আধিপত্য লাভ করিয়া (পরম সুখে
 কালযাপন করিতে লাগিলেন ।)^{১৪} মেরু দেবীর গর্ভে ঋষভ নামে

* ন তত্রাস্তি ঠাত বা পাঠ্যম ।

† মেরুদেব্যাত্ মহাদ্যুতিঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

‡ পদ্ম পুরাণ উত্তর খণ্ডে ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, গঙকী নদীতে
 শালগ্রাম নামক বিষ্ণুচক্র বিশিষ্ট পবিত্র প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় । বোধ হয়, গঙকী
 নদীর উৎপত্তি স্থলে শালগ্রাম তীর্থ ছিল ।

কৃত্বা রাজ্যং স্বধর্মেণ তথেষ্টু। বিবিধান্ মথান্ ।
 অভিষিচ্য সূতং জ্যেষ্ঠং ভরতং পৃথিবীপতিম্ * ॥২৯॥
 তপসে স মহাভাগঃ পুলস্ত্যস্যাপ্রমং যযৌ † ।
 বাণপ্রস্থবিধানেন তত্রাপি কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩০ ॥
 তপস্তপে যথান্যায়ং যদা চ স মহীপতিঃ ‡ ।
 তপসা কৰ্ষিতোহত্যর্থং ক্রশো ধমনিমন্ততঃ ॥৩১॥
 নম্নো বীটাং মুখে দত্ত্বা মহাদ্বানং ৭ ততো গতঃ ।
 ততশ্চ ভারতং বষ্ম এতল্লোকেষু গীয়তে ॥ ৩২ ॥
 ভরতায় যতঃ পিত্রা দত্তং প্রাতিষ্ঠতা বনম্ ।

তঁাহার এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঋষভের শত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভরত।^{১৮} পৃথিবীপতি ঋষভ, বহুকাল ধৰ্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া জ্যেষ্ঠ তনয় ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।^{১৯} এবং সেই মহাত্মা তপস্যা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে কৃতনিশ্চয় হইয়া বানপ্রস্থ বিধানানুসারে^{২০} যথাবিধি তপস্যা করিতে লাগিলেন। যখন তিনি তপস্যা দ্বারা সাতিশয় ক্লান্ত হইলেন, যখন তঁাহার শরীরে শিরা সকল বিস্তীর্ণ ও ছষ্ট হইতে লাগিল^{২১} তখন তিনি দিগম্বর হইয়া মুখে উপলব্ধ প্রক্ষেপ পূর্বক মহাপথে যাত্রা করিলেন। (মহীপাল ঋষভের মহাপ্রস্থানের পর তদীয় পুত্র ভরত ধৰ্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করেন এই নিমিত্ত) এই হিমবর্ষ ভারতবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে *।^{২২} বিশেষতঃ যখন

• অভিষিচ্য সূতং বীরং ভরতং পৃথিবীপতিঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† পুলহস্যাপ্রমং যযৌ ইতি বহু পুস্তকেষু দৃশ্যতে ।

‡ ইয়াজ্ঞ স মহীপতিঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

৭ বীরাধ্বানমিতি বা পাঠঃ ।

• অম্যাম্য পুরাণেও বর্ণিত আছে যে, ঋষভের পুত্র ভরত হইতে তাবতবর্ষ নাম হইয়াছে, পরন্তু সংস্কৃত পুরাণ ও বীষ্ণু পুরাণে আছে যে, ময় প্রজাগণের ভরণ করিতেন

সুমতির্ভরতস্যাভূৎ * পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ৩৩ ॥

কৃত্বা সমাগ্ দদৌ তন্মৈ রাজ্যমিচ্ছমঞ্চঃ পিতা ।

পুত্রসংক্রামিতশ্রীশ্চ ভরতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৩৪ ॥

যোগাভ্যাসরতঃ প্রাণান্ শালগ্রামেহত্যজমুনে ।।

অজায়ত চ বিপ্রোহসৌ যোগিনাং অবরে কুলে ॥ ৩৫ ॥

মৈত্রেয় ! তস্য চরিতং কথয়িষ্যামি তে পুনঃ ।

ঋষভ বন প্রস্থান করেন, তখন ভরতকেই এই হিমবর্ষের একাধিপত্য প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। ভরতের সুমতি নামে একটা পরম ধার্মিক পুত্র হইয়াছিল। ৩৩ ভরত মাতি শয় যজ্ঞপ্রিয় ছিলেন। তিনি কিছুকাল রাজ্য ভোগ করিয়া উক্ত সুমতি নামক পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তিনি ঐ পুত্রকে সমুদায় রাজলক্ষ্মীর অধীশ্বর করিয়া ৩৪ যোগাভ্যাসে রত হইয়া শালগ্রাম তীর্থে যোগ দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া প্রধান যোগীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৫ মৈত্রেয় ! এই ভরতের পরজন্ম বৃত্তান্ত

বলিয়া তাঁহার আর একটা নাম ভবত, স্তুরতাং তরত অর্থাৎ মনু হইতে হিমবর্ষের নাম তারতবর্ষ হইয়াছে। যথা—

“তরণাত্তু প্রজামাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে ।

নিরুক্ত-বচনাত্মৈব বর্ষং তন্ তারণং স্মৃতম্ ॥ ”

বায়ু পুরাণের আর এক স্থলে আছে যে, হিমবর্ষের নাম ভরতের নামানুসারে তারত-বর্ষ হইয়াছে যথা—

“হিমাশ্বং দক্ষিণং বর্ষং তস্য (ভরতস্য) নামা বিদুর্কুধাঃ ॥” ইতি । ৩৬

যাহা হউক এক্ষণে কোম কোম বিচক্ষণ পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর্ষাদিগের পূর্বজন্ম রাজা ভরত হইতে যে তারতবর্ষ নাম হইয়াছে, তাহার কোম প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং বৌদ্ধদিগের প্রমাণানুসারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভরত নামে যে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার নামানুসারেই তারতবর্ষ নাম হইয়াছে। তাহারাই এই মতে বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত বচন সকল দেখিয়া বিবেচনা করুন যে, তারতবর্ষ নাম আনুমান্য বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে হইয়াছে ? কি তাহার পূর্বকও ছিল ? ॥

• সুমতির্ভরতস্যাসীৎ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

স্বমতেস্তেজসস্তস্মাদ্ ইন্দ্রদ্যুম্নে। ব্যজায়ত ॥ ৩৬ ॥

পরমেষ্ঠী ততস্তস্মাৎ প্রতিহারস্তদম্বয়ঃ ।

প্রতিহর্তেতি বিখ্যাত উৎপন্নস্তস্য চাত্বজঃ ॥ ৩৭ ॥

ভুবস্তস্মাৎ * তথোদগীথঃ প্রস্তারস্তৎসুতো বিভুঃ † ।

পৃথুস্ততোহভবন্নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ সুতঃ ॥ ৩৮ ॥

নরো গয়স্য তনয়-স্তৎপুত্রোহভূদ্ বিরাট্ ততঃ ।

তস্য পুত্রো মহাবীর্যো ধীমাংস্তস্মাদ্জায়ত ‡ ॥ ৩৯ ॥

মহাস্তস্তৎসুতশ্চাত্বন- § মনস্মাস্তস্য চাত্বজঃ ।

ত্বষ্টা ত্বষ্টুশ্চ বিরজো রজস্তস্যাপ্যভূৎ সুতঃ ॥ ৪০ ॥

শতজিহ্বজসস্তস্য জজ্ঞে পুত্রশতং মুনৈ ! ।

বিশ্বগ্জ্যোতিঃপ্রধানাস্তে যৈরিমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥ ৪১ ॥

পরে তোমার নিকট কীর্তন করিব । তেজস্বী স্বমতি হইতে ইন্দ্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হইল ।^{১*} ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী । পরমেষ্ঠীর পুত্র প্রতিহার । প্রতিহারের পুত্র প্রতিহর্তা নামে বিখ্যাত হইলেন ।^{২†} প্রতিহর্তার পুত্র ভুব । ভুবের পুত্র উদগীথ, উদগীথের পুত্র প্রস্তার । প্রস্তারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের পুত্র গয়^৩ গয়ের পুত্র নর, নরের পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মহাবীর্য, মহাবীর্যের পুত্র ধীমান্^{৪‡} ধীমানের পুত্র মহাস্ত, মহাস্তের পুত্র মনস্মা, মনস্মার পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র ত্বষ্টু, ত্বষ্টুর পুত্র বিরজ, * বিরজের পুত্র রজ^৫ রজের পুত্র

• তবস্তস্মাৎ ইতি বা পাঠ । † তৎসুতোহভবৎ ইতি কস্যচিৎ পাঠঃ ।

‡ ধীমাংস্তস্মাদ্জায়ত ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

§ মহাস্মাপি ততশ্চাত্বন ইতি বা পাঠঃ ।

• কেহ কেহ বলেন, বিরজ হইতে প্রিয়ব্রতের বংশ শেষ হইয়াছে । যথা—‘প্রিয়ব্রতং বংশমিমে বিরজন্তরমোন্তবঃ । অকরোদন্ত্যলং কর্তব্য বিধুঃ সুরগণং যথা ॥ ১১ ইতি ।

তৈরিদং ভারতং বর্ষং নবভাগৈরলঙ্কৃতম্।
 তেষাং বংশাশ্বতৈশ্চ ভুক্তৈয়ং ভারতী পুরা ॥ ৪২ ॥
 রুতত্রেতাতিসর্গেণ যুগাখ্যা হ্যেকসপ্ততিঃ ॥ ৪৩ ॥
 এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেনেদং পুরিতং জগৎ ।
 বারাহে তু মুনে ! কণ্ণে পূর্বমবন্তরাধিপঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শতজিৎ । মুনে ! শতজিতের এক শত পুত্র হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যে বিশ্বগ্জ্যোতিই প্রধান । এই এক শত পুত্র হইতে অসংখ্য ব্রজা বৃদ্ধি হইয়াছে ।^{৪২} ইহারা ভারতবর্ষকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ইহাদের বংশীয়রাই সত্য ত্রেতাাদি ক্রমে এক সপ্ততি মহাযুগ অর্থাৎ এক মন্বন্তর কাল ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য ভোগ করেন ।^{৪৩} মহর্ষে ! এই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ, বর্তমান বারাহ কণ্ণে পূর্ব মন্বন্তরের অধিপতি ছিলেন এবং তাহাদেরই সন্তানপরম্পরা দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে ।^{৪৪}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ প্রথম অধ্যায়
 সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতো ভবতা ব্রহ্মন্ ! সৰ্গঃ স্বায়ত্ত্ববংশ মে ।
শ্রোতুমিচ্ছামাহং ত্বতঃ সকলং মণ্ডলং ভুবঃ ॥ ১ ॥
যাবন্তঃ সাগরা, দ্বীপা, -স্তথা বৰ্ষাণি, পৰ্ব্বতাঃ ।
বনানি, সরিতঃ, পুৰ্য্যো দেবাদীনাং তথা মুনে ! ।
যৎপ্রমাণমিদং সৰ্ব্বং যদাধারং যদাত্মকম্ ।
সংস্থানমস্যা চ মুনে ! যথাবদ্বন্তুমহসি ॥ ৩ ॥
পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয় ! শ্রয়তামেতৎ সংক্ষেপাদ্ গদতো মম ।

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি স্বায়ত্ত্বব মনুর বংশ বিবরণ আমাকে কহিলেন, এক্ষণে (তৎপ্রসঙ্গে দ্বীপ বর্ষ প্রভৃতির উল্লেখ হওয়াতে) আপনকার নিকট সমুদায় ভূমণ্ডল-বিবরণ শ্রবণ করিতে লালসা হইয়াছে ।^১ মুনে ! এই ধরণীমণ্ডলে কতগুলি সাগর, কতগুলি দ্বীপ, কতগুলি বর্ষ, কতগুলি পর্বত, কতগুলি বন, কতগুলি নদী ও দেব মনুষ্য বা গন্ধর্বাদির কতগুলি পুরী আছে ?^২ এই সমুদায় এবং ধরা-মণ্ডলের পরিমাণ কত ? ইহার আধার কি ? অর্থাৎ ইহা কোন্ বস্তুর উপর অবস্থিতি করিতেছে ? এই পৃথিবী কোন্ কোন্ পদার্থে নির্মিত হইয়াছে ? ইহার আকৃতি কিরূপ ? এতৎসমুদায় আনুপূর্বিক বলুন ।^৩

পরশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে আমি তাহা

নাস্য বয়শতেনাপি বভ্রুং শক্যো হি বিস্তরঃ * ॥ ৪ ॥

জম্বুদ্বীপাঃ সপ্তদ্বীপাঃ † শাল্মলিশচাপরো দ্বিজ ! ।

কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৫ ॥

এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রেস্ত সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ ।

লবণেশ্বসুরাসপির্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্ ॥ ৬ ॥

জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানাম্ এতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ ‡ ।

তস্যাপি মেরুশ্চৈত্রৈয় ! মধ্যো কনকপর্বতঃ ॥ ৭ ॥

চতুরাশীতিসাহস্রো যোজনৈরস্য চোচ্ছুরঃ ।

প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্ দ্বাত্রিংশান্-মুর্দ্ধি বিস্তৃতঃ ॥ ৮ ॥

মূলে ষোড়শসাহস্রো ৭ বিস্তারস্তস্য সর্বশাঃ ।

সংক্ষেপে বলিতেছি। অরণ কর। (সংক্ষেপে বলিবার তাৎপর্য এই যে) বিস্তার রূপে বলিতে হইলে শতবর্ষও ইহার শেষ হইবে না।* ব্রহ্মন্! (এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা; ইহাতে) জম্বুদ্বীপ, গন্ধদ্বীপ, শাল্মলি-দ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ, এই সাতটি দ্বীপ আছে।† এই সপ্তদ্বীপ সপ্ত সমুদ্রদ্বারা সমান রূপে সর্বতোভাবে পরি-রত। সেই সপ্ত সমুদ্রের নাম—লবণ সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, স্নাত সমুদ্র, দধি সমুদ্র, দুগ্ধ সমুদ্র, ও জল সমুদ্র।‡ তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ সমুদ্রায় দ্বীপের মধ্যস্থিত। চৈত্রৈয়! এই জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে মেরু নামে একটি হিরণ্য পর্বত আছে।§ এই মেরুর চতুরাশীতি সহস্র যোজন উচ্চ। ইহা নিম্নে ষোড়শ সহস্র যোজন নিখাত আছে এবং ইহার উপরিভাগে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তার,¶ পরন্তু ইহার নিম্নে

* বভ্রুং শক্যোহিতিবিস্তরঃ ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

† জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ ইতি বা পাঠ্যতাম ।

‡ এতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ ইতি কেচিৎ পাঠস্তি ।

§ মূলে ষোড়শসাহস্রো ইতি বা পাঠঃ ।

ভূপদ্মসাম্যস্য শৈলেশঃ * কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৯ ॥

হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাম্য দক্ষিণে ।

নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্বতাঃ ॥ ১০ ॥

লক্ষপ্রমাণো দ্বৌ মধ্যো † দশহীনাস্তথাপরে ।

সহস্রদ্বিতয়োচ্ছ্রায়া-স্তাবদ্-বিস্তারিণশ্চ তে ॥ ১১ ॥

ভারতং প্রথমং বর্ষং, ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ।

হরিবর্ষং তথৈবান্যন্-মেরোর্দক্ষিণতো দ্বিজ ! ॥ ১২ ॥

রম্যাকণ্ঠোত্তরে বর্ষং তস্মৈবানু হিরণ্যম ‡ ।

* উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥ ১৩ ॥

বিস্তার ষোড়শ সহস্র যোজন । পৃথিবী পদ্মের ন্যায় ও এই শৈলরাজ তাহার কর্ণিকা সত্ত্বশ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে ।^১

এই সুমেরু পর্বতের দক্ষিণে হিমালয়, হেমকূট ও নিষধ পর্বত এবং উত্তরে নীলাচল, শ্বেতাচল ও শৃঙ্গবান্ পর্বত, এই ছয়টি বর্ষপর্বত আছে ।^২ এই পর্বত কএকটির মধ্যস্থলস্থ নিষধ ও নীলাচল নামক দুইটি পর্বত লক্ষ যোজন দীর্ঘ, অবশিষ্ট পর্বতগুলি তাহা অপেক্ষা দশাংশ ন্যূন অর্থাৎ হেমকূট ও শ্বেত পর্বত নবতি সহস্র যোজন দীর্ঘ । হিমালয় ও শৃঙ্গবান্ পর্বতের দীর্ঘতা একাশীতি সহস্র যোজন । এই সমুদায় পর্বতের উচ্চতা দুই সহস্র যোজন এবং বিস্তারও ঐরূপ দুই সহস্র যোজন হইবে ।^৩

ব্রহ্মণ ! স্বমেরুর সর্ব দক্ষিণে প্রথমতঃ ভারতবর্ষ, তাহার পর কিম্পুরুষবর্ষ, তদনন্তর হরিবর্ষ আছে ।^৪ উহার উত্তরদিকে প্রথমতঃ রম্যক বর্ষ, তৎপরে হিরণ্য বর্ষ এবং সকলের প্রান্তভাগে, দক্ষিণ দিকে যেমন

• ভূপদ্মসাম্য শৈলোৎসৌ ইতি বহু পুস্তকেষু লভ্যতে ।

† লক্ষপ্রমাণো দ্বৌ মধ্যো ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ রম্যকং চোত্তরং বর্ষং তথৈব তু হিরণ্যম্ ইতি বা পাঠঃ ।

নবসাহস্রমেকৈকম্ এতেষাং দ্বিজসত্তম !।

ইলারূতঞ্চ, তদ্বন্ধো সৌবর্ণো মেরুরুচ্ছিতঃ ॥ ১৪ ॥

মেরোচ্চতুর্দিশং তত্ত্ব * নবসাহস্রবিস্তৃতম্।

ইলারূতং মহাভাগ ! চত্বারশ্চাত্র পর্বতাঃ ॥ ১৫ ॥

বিকস্তা রচিতা মেরোর্ষোজনায়ুতমুচ্ছিতাঃ।

পূর্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।

বিপুলঃ পশ্চিমে পাস্থে সুপাস্থশ্চোত্তরে স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥

কদম্বস্তেমু জম্বুশ্চ পিপ্পলৌ বট এব চ।

একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ ॥ ১৮ ॥

জম্বুদ্বীপস্য সা জম্বুর্নামহেতুর্মহামুনে !।

ভারতবর্ষ আছে, সেইরূপ উত্তর প্রান্তে কুরুবর্ষ রহিয়াছে।^{১০} ব্রহ্মনু ! এই সমুদায় বর্ষের প্রত্যেকেই নব সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। ইলারূত বর্ষও ঐ রূপ নব সহস্র যোজন, পরন্তু ইলারূত বর্ষের মধ্যে হিরণ্যম্বুর পর্বত উচ্ছিত আছে।^{১১} মহাভাগ ! এই ইলারূত বর্ষে মেরুর চতুর্দিকেই নব সহস্র যোজন বিস্তৃত স্থান আছে এবং ঐ চারি দিকে চারিটি পর্বত দেখিতে পাওয়া যায়।^{১২} আমি বোধ করি, ম্বুর পর্বতের ছুততার নিমিত্ত পরমেশ্বর ঐ চারিটি পর্বতকে চারিটি বিকস্ত অর্থাৎ ধারণার্থ শঙ্কু স্বরূপ নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন। এই চারিটি পর্বত দশ সহস্র যোজন উন্নত। ইহাদের মধ্যে পূর্বদিকে মন্দর পর্বত, দক্ষিণ দিকে গন্ধমাদন পর্বত, পশ্চিম পাস্থে বিপুল পর্বত এবং উত্তর অংশে সুপাস্থ পর্বত আছে।^{১৩} মন্দর প্রভৃতি উক্ত চারিটি বিকস্ত পর্বতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট এই চারিটি মহাবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষচতুষ্টয় একাদশ সহস্র যোজন উচ্চ। উহারা পর্বতের ধ্বজ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।^{১৪} মহর্ষে ! উক্ত পর্ব-

মহাগজপ্রমাণানি জম্বুফলানি বৈ ॥ ১৯ ॥

পতন্তি ভূভূতঃ পৃষ্ঠে শীর্ষমাণানি সর্বতঃ ।

রসেন তেষাং প্রখ্যাতা তত্র জম্বু নদীতি বৈ ॥ ২০ ॥

সরিৎ প্রবর্ততে সা চ পীয়তে তন্নিবাসিভিঃ ।

ন স্বেদো ন চ দৌর্গন্ধাৎ ন জরা নেক্সিয়ক্ষয়ঃ ॥ ২১ ॥

তৎপানাত্ স্বচ্ছমনসাং * জনানাং তত্র জায়তে ।

তীরম্ তদ্রসং প্রাপ্য সুখবায়ু-বিশোধিতা ।

জাম্বুনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধভূষণম্ ॥ ২২ ॥

ভদ্রাশ্বং পূর্কতো মেরোঃ † কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে ।

তের উপর ঐ জম্বু বৃক্ষ, থাকাতে এতদ্বীপ জম্বু দ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । ঐ বৃক্ষে এক একটা মহাগজের ন্যায় রহদাকার জম্বুফল উৎপন্ন হয় ।^{১০} ঐ মহাগজ প্রমাণ জম্বুফল গিরিপৃষ্ঠে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায় । উক্ত জম্বুফলের রসে সুবিখ্যাত জম্বু নদীর উৎপত্তি হইয়াছে ।^{১১} জম্বু নদী পূর্কোক্ত গন্ধমাদন পর্বত হইতে নির্গত হইতেছে । (ইলারিত বর্ষ নিবাসী ও গন্ধমাদন পর্বত বাসী) লোকেরা জম্বু নদীর মধুর জল পান করিয়া থাকে । জম্বু নদীর সলিলে ক্লেদ বা দৌর্গন্ধ্য নাই । ঐ জল পান করিলে ইন্দ্রিয় নিশ্লেজ হয় না, বার্কিক্য দশাও উপস্থিত হইতে পারে না ।^{১২} জম্বু নদীর জলপানে তত্রত্য জনগণের অন্তঃকরণ নির্মল হয় । তাহার তীরস্থ মৃত্তিকা, তদীয় রসে সিক্ত ও সুখকর বায়ুকর্ষক বিশোধিত হইয়া সুবর্ণ-রূপে পরিণত হইয়া থাকে । সুবর্ণ, জম্বু নদীর রসাত্তিষিক্ত মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাহার নাম জাম্বুনদ হইয়াছে । সিদ্ধগণ এই জাম্বুনদ ভূষণরূপে ধারণ করিয়া থাকেন ।^{১৩} মুনিবর ! সুমেরু

* তৎপানস্বচ্ছমনসাম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† মেরোঃ পূর্কোক্ত ভদ্রাশ্বম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

বর্ষে'দ্বৈ তু মুনিশ্চেষ্ট ! তয়োর্মধ্যে ইলারূতম্ * ॥২৩॥

বনং চৈত্ররথং পূর্বে, দক্ষিণে গন্ধমাদনম্ ।

বৈভ্রাজং পশ্চিমে তদ্বদুত্তরে নন্দনং স্মৃতম্ ॥২৪॥

অরুণোদং, মহাভদ্রম্, অসিতোদং, স-মানসম্ ।

সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সৰ্বদা ॥ ২৫ ॥

শীতান্তশচক্রমুঞ্জশ্চ ‡ কুররী মাল্যবাংস্তথা ।

বৈকঙ্কপ্রমুখা মেরোঃ পূর্বতঃ কেসরাচলাঃ ॥ ২৬ ॥

পৰ্বতের পূর্ব দিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ ও পশ্চিম দিকে কেতুমাল বর্ষ আছে । * এই দুই বর্ষের মধ্যস্থলে ইলারূত বর্ষ ।^{১০} স্মেরুর পূর্ব অংশে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ বন ও উত্তরে নন্দন বন আছে ।^{১১} মেরুর চতুর্দিকে দেবভোগ্য চারিটি সরোবর আছে । এই সরোবর চতুর্কয়ের নাম অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ ও মানস সরোবর । দেবতারী সৰ্বদাই এই সকল সরোবর ভোগ করিয়া থাকেন ।^{১২}

(পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, ভূমণ্ডল পদ্মাস্বরূপ ও স্মেরু তাহার কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোষস্বরূপ, এক্ষণে বীজকোষের চতুষ্পাশ্বস্থ কিঞ্জল্কস্বরূপ কতকগুলি পৰ্বতের উল্লেখ হইতেছে ।) শীতান্ত, চক্র-মুঞ্জ, কুররী, মাল্যবান্ ও বৈকঙ্ক প্রভৃতি কতকগুলি কেসরাচল মেরুর

• তয়োর্মধ্যমিলারূতম্ ইতি বহুয় পুস্তকেষু লভ্যতে ।

† বনং চৈত্ররথং পূর্বে দক্ষিণং গন্ধমাদনম্ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ শীতান্তশচক্রমুঞ্জশ্চ ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।

• আমরা এই স্থান হইতে যে স্থান পশ্চিম বা পূর্ব বলিয়া নিরূপণ করিতেছি, সেই স্থানই স্মেরুর পশ্চিম বা পূর্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে মতুবা যে স্থানে যাওয়া যাউক সেই স্থানই বস্তুগত্যা মেরুর দক্ষিণ । মেরুর পশ্চিম, উত্তর বা পূর্ব দিকে দেশ থাকা সম্ভব হইতে পারে মা কারণ পাঞ্জেই নির্দিষ্ট আছে যে, স্মেরু সমুদ্র বর্ষের উত্তরে অবস্থিত । যথা—“সর্দেবামেব বর্ষাণাং মেরুরুত্তরতঃ স্থিতঃ ।” ইতি ।

ত্রিকূটঃ শিশিরশৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা ।

নিষধাদ্যা * দক্ষিণতন্তুস্য কেসরপৰ্বতাঃ ॥ ২৬ ॥

শিথিবাসাঃ সৰ্বৈদুর্য্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ ।

জারুধিপ্রমুখাস্তদ্বৎ † পশ্চিমে কেসরাচলাঃ ॥ ২৭ ॥

মেরোরনন্তরাঙ্কেযু জঠরাদিষুবস্থিতাঃ ‡ ।

শঙ্খকূটোহথ ঋষভো হংসো নাগস্তথাপরঃ ।

কালঞ্জরাদ্যাশ্চ তথা উত্তরে কেসরাচলাঃ ॥ ২৮ ॥

চতুর্দশমহাস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী ।

মেরোরপরি মৈত্রৈয় ! ব্রহ্মণঃ প্রথিতা দিবি ॥ ২৯ ॥

তস্যাঃ সমন্ততশ্চাফৌ দিশাসু বিদিশাসু চ ।

ইন্দ্রাদিলোকপালানাং প্রথ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ ॥ ৩০ ॥

পূৰ্বদিকে আছে ।^{১০} ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, প্রভৃতি কতকগুলি পৰ্বত মেরুর দক্ষিণ দিকে কেসরস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে ।^{১১} শিথিবাসাঃ, বৈদুর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন, জারুধি প্রভৃতি কতকগুলি কেসর পৰ্বত মেরুর পশ্চিম দিকে অবস্থিতি করিতেছে ।^{১২} শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস, নাগ এবং কালঞ্জর প্রভৃতি কতকগুলি পৰ্বত মেরুর উত্তরাংশের কেসরস্বরূপ হইয়া আছে । এই সমুদায় ভূধর-শ্রেণী স্ত্রমের পৰ্বতের অন্তরঙ্গ, অর্থাৎ জঠর বামপার্শ্ব দক্ষিণ পার্শ্ব পৃষ্ঠ প্রভৃতি সম্মিহিত অঙ্গে সংস্থাপিত হইয়া আছে ।^{১৩}

মৈত্রৈয় ! মেরুর উপরি ভাগে চতুর্দশ মহাস্র যোজন পরিমিত একটি মহাপুরী আছে । এই পুরী ব্রহ্মপুরী বলিয়া বিখ্যাত ।^{১৪} এই ব্রহ্মপুরীর পূৰ্বদক্ষিণ প্রভৃতি চারি দিকে ও অগ্নিকোণ, বায়ুকোণ

* নিষধাদয় ! ইতি কস্যাচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

† জারুধিপ্রমুখাস্তদ্বৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ জঠরাদিষুব স্থিতা ইতি কস্যাচিৎ পুস্তকেণ দৃশ্যতে ।

বিষ্ণুপাদবিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম্ ।
 সমস্তাদ্ ব্রহ্মণঃ পুৰ্ণাং গঙ্গা পততি বৈ দিবঃ ॥ ৩১ ॥
 সা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্দ্বা প্রতিপদ্যতে ।
 সীতা চালকনন্দা চ * চক্ষুর্ভদ্রা চ বৈ ক্রমাৎ ॥ ৩২ ॥
 পূর্বেণ শৈলাৎ সীতা তু শৈলং যাত্যন্তরিক্ষণা ।
 ততশ্চ পূর্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্চেনৈতি সাগরম্ ॥ ৩৩ ॥
 তথৈবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্ * ।
 প্রয়াতি সাগরং তুয়া সপ্তভেদা মহামুনে ! ॥ ৩৪ ॥

প্রভৃতি চারি *বিদিকে ইন্দ্ৰাদি লোকপালগণের প্রসিদ্ধ পুরী সকল
 রহিয়াছে।^{১০} গঙ্গা, ক্ষিপ্রপদ হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইয়া চন্দ্রমণ্ডলের
 হৃদিক্ আপ্লাবন পূর্বক স্বর্গ হইতে এই ব্রহ্মপুরীতে পতিত হই-
 তেছেন।^{১১} বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ব্রহ্মলোকে পতিত হইয়াই চতুর্দ্বা
 বিভক্ত হইতেছেন। গঙ্গার এই চারিভাগের নাম—সীতা, অলকনন্দা,
 চক্ষু ও ভদ্রা।^{১২} তন্মধ্যে সীতা পূর্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে
 পর্বত হইতে পর্বতান্তরে গমন করিতেছেন। পরে তিনি ভদ্রাশ্চ
 নামক পূর্ব বর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত হন।^{১৩} মহর্ষে! এইরূপ অলক-
 নন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবার্ষ পতিত হইতেছেন এবং ঐ
 ভারতক্ষেত্রে সপ্তদ্বা হইয়া *গমন পূর্বক সাগরে মিলিত হইতেছেন^{১৪}

• সীতা। বালকনন্দা চ ইতি পাঠান্তবম্ ।

† দক্ষিণেনৈব ভারতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

• মলিনী, ক্লাদিনী ও প্লাবিনী গঙ্গার এই তিনটী শাখা পূর্বদিকে গমন করিয়াছে ।
 সীতা, চক্ষু ও সিদ্ধু এই তিনটী শাখা পশ্চিম দিক্ দিয়া সাগরে পড়িতেছে। তাগীরখী
 নামে গঙ্গার সপ্তমী শাখা দক্ষিণ দিক্ দিয়া সাগরে মিলিত হইতেছে। “মলিনী ক্লাদিনী”
 চৈব প্লাবিনী চৈব প্রোচ্যাগাঃ । সীতা চ চক্ষুঃ সিদ্ধুশ্চ তিস্রস্তা বৈ প্রোচ্যাগাঃ । সপ্তমী
 স্বৰ্ণগাং গঙ্গা দক্ষিণেন তগীরথম্ ইতি মৎস্যপুরাণম্ ।

চক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীন্ অতীত্য সকলাংস্ততঃ
 পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষং গত্বৈতি সাগরম্ * ॥ ৩৫ ॥
 ভদ্রা তথোত্তরগিরীন্ উত্তরাংশ্চ তথা কুরুন্ ।
 অতীত্যোত্তরমস্তোদ্ধিং সমভ্যেতি মহামুনে ! ॥ ৩৬ ॥
 আনীলনিষধায়ামৌ মাল্যবদগন্ধমাদনৌ ।
 তয়োর্মধ্যগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥
 ভারতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাশ্চাঃ কুরবস্তথা ।
 পত্রাণি লোকপদ্মস্য মর্যাদা শৈলবাহ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥
 জঠরো দেবকূটশ্চ মর্যাদাপর্য্যতাভৌ ।
 তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামৌ আনীলনিষধায়তৌ ॥ ৩৯ ॥
 গন্ধমাদনকৈলামৌ পূর্বপশ্চায়তাভৌ ।
 অশীতিযোজনায়ামৌ অবর্ণবাস্তুর্ক্যবস্থিতৌ ॥ ৪০ ॥

চক্ষু ও পাশ্চাত্য পর্য্যন্তমুহু অতিক্রম করিয়া কেতুমালাখ্য বর্ষ দিয়া
 সাগরে গমন করিতেছে ।^{৩৫} মর্য্যে ! ভদ্রা নদী উত্তর কুরু দেশ ও উত্তর
 গিরি সমুদায় অতিক্রম পূর্বক উত্তর সাগরে মিলিত হইতেছে ।^{৩৬}
 পশ্চিম স্থিত মাল্যবান্ ও পূর্ব স্থিত গন্ধমাদন পর্য্যন্ত, উত্তর স্থিত নীল
 ও দক্ষিণ স্থিত নিষধ পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ । স্বমেরু পর্য্যন্ত এই পর্য্যন্তদ্বয়ের
 মধ্যে কর্ণিকাকারে অবস্থিতি করিতেছে ।^{৩৭} ভারতবর্ষ, কেতুমালা বর্ষ,
 ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কুরুবর্ষ, মীমা শৈলের মধ্যবর্তী এই সকল মহাদেশ
 জম্বুদ্বীপ রূপ পদ্মের পত্রস্বরূপ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে ।^{৩৮} জঠর
 ও দেবকূট এই দুইটি মর্য্যাদাপর্য্যন্ত । ইহার উত্তরে নীল পর্য্যন্ত
 পর্য্যন্ত, দক্ষিণে নিষধ পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ ।^{৩৯} গন্ধমাদন ও কৈলাস,
 এই দুইটি মর্য্যাদাপর্য্যন্ত পূর্ব পশ্চিমে আয়ত । ইহার অশীতি যোজন
 দীর্ঘ ;—সুতরাং ইহার পূর্ব পশ্চিম সমুদ্রে পর্য্যন্ত অবগাহন করিয়া অব-

নিষধঃ পারিপাত্রশ্চ মর্যাদাপৰ্কতাবুভৌ ।

মেরোঃ পশ্চিমদিগ্ভাগে যথা পূৰ্বে তথা স্থিতৌ *॥৪১॥

ত্রিশৃঙ্গো জারুধিশ্চৈব উত্তরৌ বর্ষপৰ্কতৌ ।

পূৰ্ণপশ্চায়তাবেতৌ অবৰ্ণবাস্তব্যবস্থিতৌ ॥ ৪২ ॥

ইত্যেতে মুনিবৰ্য্যোক্তা মর্যাদাপৰ্কতাস্তব ।

জঠরাদ্যাঃ স্থিতা মেরোস্তেবাং দ্বৌ দ্বৌ চতুর্দিশম্ ॥৪৩॥

মেরোশ্চতুর্দিশং যে তু প্রোক্তাঃ কেসরপৰ্কতাঃ ।

শীতান্তাদ্যা মুনে ! তেষামতীব হি মনোরমাঃ ॥ ৪৪ ॥

শৈলানামন্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ।

সুরগাণি তথা তাস্মৈ কাননানি পুরাণি চ ॥ ৪৫ ॥

লক্ষ্মীবিশ্বমিস্র্যাদি-দেবানাং মুনিসত্তম ! ।

স্থিতি করিতেছে ।^{১০} পূৰ্ণ দিকে যেমন দুইটি মর্যাদাপৰ্কত আছে, সেইরূপ নিষধ ও পারিপাত্র এই দুইটি মর্যাদাপৰ্কত মেরুর পশ্চিম অংশে অবস্থিতি করিতেছে ।^{১১} ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি এই দুইটি বর্ষপৰ্কত মেরুর উত্তর দিকে অবস্থিত । ইহারা পূৰ্ণ পশ্চিমে দীর্ঘ হইয়া সাগরগর্ভ পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে ।^{১২}

মহর্ষে ! জঠর প্রভৃতি যে আটটি মর্যাদাপৰ্কত মেরুর চতুর্দিকে দুই দুইটি করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের রক্তাস্ত তোমাকে কহিলাম ।^{১৩} মুনে ! পূৰ্ণ তোমাকে যে বলিয়াছি, মেরুর চতুর্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি কতকগুলি কেসরপৰ্কত আছে । তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে অতীব মনোহর^{১৪} কন্দর আছে । সিদ্ধ ও চারণগণ ঐ কন্দরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন । সেখানে সাতিশয় রমণীয় কানন ও পুরী বিরাজমান রহিয়াছে ।^{১৫} মুনিশ্রেষ্ঠ ! ঐ সকল স্থানে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি,

* ৩১ দক্ষিণোত্তরায়ামৌ আনীলনিষধায়তৌ । ইত্যধিকঃ পাঠো দাক্ষিণাত্য-পুস্তকেষু দৃশ্যতে । পারিপাত্র ইত্যত্র পরিষাত্র ইতি দাক্ষিণাত্যাঃ ।

৪ মেরোস্তেবাং দ্বৌ দ্বৌ চতুর্দিশম্ ইতি বা পাঠঃ ।

তাশ্চায়তনবর্ষাণি জুষ্ঠানি বরকিন্নরৈঃ * ॥ ৪৬ ॥

গন্ধর্ষষক্ষরক্ষাংশি তথা দৈতেয়দানবাঃ ।

ক্রীড়ন্তি তাসু রম্যাসু শৈলদ্রোণীষুহর্নিশম্ ॥ ৪৭ ॥

ভৌমা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা † ধর্ম্মিণামালয়া মূনে ! ‡

নৈতেষু পাপকর্মাণো ‡ যান্তি জন্মশতৈরপি ॥ ৪৮ ॥

ভদ্রাশ্বে ভগবান্ বিষ্ণুরাশ্তে হয়শিরা দ্বিজ ! ।

বরাহঃ কেতুমালে তু ভারতে কূর্ম্মরূপধৃক্ ॥ ৪৯ ॥

মৎস্যরূপশ্চ গোবিন্দঃ কুরুযাস্তে জনার্দনঃ ।

বিশ্বরূপেণ সর্বত্র সর্বঃ সর্বৈশ্বরো হরিঃ ¶ ॥ ৫০ ॥

সর্বস্যাধারভূতোহসৌ মৈত্রেয়াশ্তেহখিলাত্মকঃ ।

সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের আয়তনবর্ষ আছে । প্রধান প্রধান কিন্নরেরা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে । ৪৬ গন্ধর্ষগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ, ইহারা উক্ত সমুদায় রমণীয় পর্ব্বতকন্দরে দিবারাত্রি ক্রীড়া করিয়া থাকেন । ৪৭ মূনে ! এই সকল স্থান ধার্ম্মিক লোকদিগের আবাস এবং ইহা ভৌম স্বর্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে । যাহারা পালাত্না, তাহার শত শত জন্মেও এই স্থানে গমন করিতে পারে না । ৪৮

ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্ব বর্ষে হয়শিরারূপী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন । ব্রহ্মন্ ! তিনি কেতুমাল বর্ষে বরাহ রূপে, ভারত বর্ষে কূর্ম্ম রূপে, ৪৯ এবং কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে বিরাজমান আছেন, পরন্তু সেই জনার্দন সর্বৈশ্বর গোবিন্দ বিশ্বরূপে সর্বত্র অবস্থান করিতেছেন ; ৫০ কারণ তিনি সকলের আধারস্বরূপ ও সকলের আত্মাস্বরূপ ।

* বরকিন্নরৈঃ ইতি কস্যাচিৎ পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

† ভৌমাশ্তে তে স্মৃতাঃ স্বর্গা ইতি, ভৌমাস্ম্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ইতি বা পঠমীয়ন্ ।

‡ নৈতেষু পাপকর্ত্তারঃ ইতি কেচিৎ পঠান্ত ।

¶ সর্বঃ সর্বত্র গো হরিঃ ইতি পাঠঃ বহু পুস্তকেষু দৃশ্যতে ।

যানি কিম্পুরুষাদীনি * বর্ষাণ্যর্ষৌ মহামুনে !

ন তেষু শোকো নায়াসো নোদ্বৈগঃ ক্ষুদ্ভাদিকম্ ॥ ৫১ ॥

সুস্থঃ প্রজা † নিরাতঙ্কাঃ সর্বদুঃখবিবর্জিতাঃ ।

দশদ্বাদশবর্ষাণাং সহস্রাণি স্থিরাযুবঃ ॥ ৫২ ॥

ন তেষু বর্ষতে দেবো ভৌমান্যস্তাংসি তেষু বৈ ।

কৃতত্রেতাদিকা নৈব তেষু স্থানেষু কম্পনা ॥ ৫৩ ॥

সর্কেষুেতেষু বর্ষেষু ‡ সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ ।

নদ্যশ্চ শতশস্তেভ্যঃ প্রসূতা যা দ্বিজোত্তম ! ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

মহামুনে ! কিম্পুরুষ বর্ষ প্রভৃতি যে আটটি বর্ষ আছে, সেখানে শোক পরিশ্রম উদ্বৈগ ক্ষুধা বা ভয়াদি কিছুই নাই ।^{১০} তত্রত্য প্রজাগণ নির্ভয় ও সর্ব দুঃখ বিবর্জিত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করে । তাহাদের পরমাযু সংখ্যা দশ সহস্র বা দ্বাদশ সহস্র বৎসর । (আশা-দেব ন্যায়) তাহাদের জীবন অস্থির নহে ।^{১১} সে সমুদায় স্থানে বারি বর্ষণ হয় না । ভৌগ জলেই তত্রত্য প্রজাগণের জীবন যাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে । সেখানে সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের ব্যবস্থা নাই ।^{১২} উক্ত সমুদায় বর্ষেই সাত সাতটি করিয়া কুলাচল আছে । ব্রহ্মন্ ! এই সমস্ত বর্ষে শত শত নদী প্রবাহিত হইতেছে । এই সকল নদী উক্ত কুলাচল হইতেই উৎপন্ন ।^{১৩}

* যানি কিম্পুরুষাদানি ইতি বা পাঠ্যাম্ ।

† অস্থাঃ প্রজা ইতি বেচিৎ পঠন্তি ।

‡ সর্কেষুেতেষু বর্ষেষু ইতি বা পাঠঃ ।

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।



পরাশর উবাচ ।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেঃশ্চৈব দক্ষিণম্ ।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥ ১ ॥
নবযোজনসাহস্রে বিস্তারোহস্য মহামুনে ! ।
কর্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্ ॥ ২ ॥
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্বতঃ ।
বিন্ধ্যাশ্চ পারিপাত্রাশ্চ * সপ্তাত্র কুলপর্বতাঃ ॥ ৩ ॥
অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়ান্তি বৈ ।
তির্য্যক্ ত্বং নরকঞ্চাপি † যান্ত্যতঃ পুরুষা মুনে ! ॥ ৪ ॥

পরাশর কহিলেন । যে বর্ষ, সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে আছে, তাহার নাম ভারত বর্ষ । এই স্থানে ভারত বংশীয়েরা বাস করেন ।^১ মহর্ষে ! এই ভারতবর্ষ নবসহস্র যোজন বিস্তৃত । যাহারা স্বর্গ ও অপবর্গরূপ ফল ভোগ করেন, এই স্থানটাই তাঁহাদের কর্মভূমি স্বরূপ ।^২ মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, ভারত বর্ষে এই সাতটি কুলাচল আছে ।^৩ লোকে এই

* পারিপাত্র ইত্যত্র পারিষাত্র ইতি দাক্ষিণাত্যঃ পঠন্তি ।

† তির্য্যক্ ত্বং নরকং বাপি ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।



ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যাচ্চান্তশ্চ * গম্যতে ।
 নখলন্যত্র মর্ত্যানাং কৰ্ম ভূমৌ বিধীয়তে ॥ ৫ ॥
 ভারতস্যাস্য বৰ্ষস্য নব ভেদান্ নিশাময় ।
 ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ।
 নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্কস্তুথ বারুণঃ ॥ ৬ ॥
 অয়ন্তু নবমস্তেবাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ † ।
 যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাং ॥ ৭ ॥
 পূর্বে কিরাতা যস্য সূর্যঃ ‡ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ ।
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্য শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ॥ ৮ ॥

স্থান হইতে স্বর্গ ও এই স্থান হইতেই মুক্তি লাভ করে এবং এই স্থান হইতেই নরকে বা তিৰ্য্যক্ যোনিতে গমন করিয়া থাকে ।* লোকে এই স্থান হইতে স্বর্গ লোক, এই স্থান হইতে মোক্ষ পদ, এই স্থান হইতে মধ্যম লোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষ ও এই স্থান হইতে অন্ত অর্থাৎ পাতাল লোক প্রাপ্ত হয়, কারণ ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে পাপপুণ্য বিধায়ক যাগাদি কার্যের বিধান নাই ।*

ভারতবর্ষ নব ভাগে বিভক্ত । এই নয় ভাগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর । ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ক ও বারুণ ।* নব ভাগের মধ্যে এই সাগরদ্বীপ প্রায় সাগরদ্বারা বেষ্টিত । এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ ।† ইহার পূর্ব অংশে কিরাতগণ, পশ্চিম অংশে যবনেরা ও মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করিতেছেন । ইহারা স্ব স্ব ভাগ অনুসারে যাগ

* মধ্যাচ্চান্তশ্চ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† সাগরসংবৃত ইতি বহু পুঙ্খকেষু লভ্যতে ।

‡ পূর্বে কিরাতা যস্যাস্তে-ইতি বা পাঠঃ ।

ইজ্যা-যুদ্ধ-বাণিজ্যাদ্যৈ *কর্তৃত্বভ্যো ব্যবস্থিতাঃ ।

শতজ্ঞচন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ † ॥ ৯ ॥

বেদস্মৃতিমুখাদ্যাশ্চ ‡ পারিপাত্রোদ্ভবা মুনে ! ।

নর্মদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিক্ষ্যাদ্ভিনির্গতাঃ ¶ ॥ ১০ ॥

তাপী-পয়োক্ষী-নির্বিক্ষা-প্রমুখা ঋক্ষসন্তবাঃ ।

গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণাদিকাস্তথা § ॥ ১১ ॥

সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ ** ।

কৃতমালা-তাম্রপর্ণী-প্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ ॥ ১২ ॥

ত্রিসামা-চার্যকূল্যাদ্যা †† মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ।

যুদ্ধ ও বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন । শতজ্ঞ চন্দ্রভাগা প্রভৃতি কতকগুলি নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।^১ বেদস্মৃতি প্রভৃতি কতকগুলি নদী পারিপাত্র হইতে উৎপন্ন । নর্মদা সুরসা প্রভৃতি কতকগুলি নদীর উৎপত্তি স্থান বিক্ষ্য পর্ত হইতে নির্গত হইয়াছে । গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি কতকগুলি^২ নদী সহ্য পর্তের শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে । এই সকল নদীতে স্নান করিলে পাপভয় থাকে না । কৃতমালা তাম্রপর্ণী প্রভৃতি নদী সকল মলয় পর্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।^৩ ত্রিসামা অার্যকূল্য প্রভৃতি নদীসকল

* ইজ্যায়ুধবাণিজ্যাদ্যোঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† হিমবৎ-পাদসন্তবা ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

‡ বেদস্মৃতিমুখাশ্চান্য ইতি কস্যাচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

¶ নদ্যো বিক্ষ্যাভিনির্গতাঃ ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ ।

§ কৃষ্ণবেণাদিকাস্তথা ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

** স্মৃতাঃ পাপপ্রণাশনাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

†† ত্রিসামা ঋষিকূল্যাদ্যা ইতি বা পাঠঃ ।

ঋষিকুল্যা-কুমারীাদ্যাঃ * শুক্তিমৎ-পাদমন্তবাঃ ॥ ১৩ ॥

আসাং নদ্যপনদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশাঃ ।

তাস্মিমে কুরুপাঞ্চাল মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ ॥ ১৪ ॥

পূর্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনাঃ ।

পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা † মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্কশাঃ ‡ ॥ ১৫ ॥

তথাপরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরা ভৌরাস্তথার্কুদাঃ ।

কারুবা মালবাস্চৈব ¶ পারিপাত্রনিবাসিনাঃ ॥ ১৬ ॥

সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হুনাঃ শালুাঃ শাকলবাসিনাঃ ।

মদ্রারামাস্তথাম্ৰষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা ॥ ১৭ ॥

আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা ।

সমীপতো মহাভাগা হৃৎপুষ্টজনাকুলাঃ ॥ ১৮ ॥

মহেন্দ্র পর্তত হইতে নির্গত । ঋষিকুল্যা কুমারী প্রভৃতি নদী সমুদায় শুক্তিমান্ পর্ততের শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে ।^{১*} এই সকল নদীর শাখাস্বরূপ সহস্র সহস্র নদী ও উপনদী আছে । কুরুদেশ, পাঞ্চাল দেশ ও মধ্যদেশবাসী লোকেরা ।^{২*} এবং পূর্বদেশ প্রভৃতি ও কামরূপের লোক সকল, ও পুণ্ড্র দেশ, কলিঙ্গ দেশ, মগধ দেশ ও সমুদায় দাক্ষিণাত্য প্রদেশনিবাসী মনুষ্য সকল ।^{৩*} এবং অপরাস্ত, সুরাক্তি, শূর, ভৌর, অর্কুদ, কারুবা মালব ও পারিপাত্রদেশস্থিত জনগণ ।^{৪*} এবং সৌবীর, সৈন্ধব, হুণ, শালু ও শাকল দেশস্থ লোকেরা এবং মদ্র, আরাম, অম্রষ্ঠ ও পারস্য দেশীয় লোকেরা ।^{৫*} উক্ত সমুদায় নদীর

* ঋষিকুল্যা কুমারীাদ্যা ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

† ওপ্দ্ৰাঃ কলিঙ্গা ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

‡ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কুৎসরাঃ ইতি বহুবঃ পঠন্তি ।

¶ মালবঃ মালবাস্চৈব ইতি বা পঠমাংসম্ ।

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে ।

ক্লতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিষ্ঠান্যত্র ন ক্চিৎ ॥ ১৯ ॥

তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো * জুহ্বতে চাত্র যজ্ঞিনঃ ।

দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ ॥ ২০ ॥

পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে ।

বৈজৈর্যজ্ঞময়ো বিষুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা ॥ ২১ ॥

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে ! ।

যতো হি কর্মভূরেবা ততোহন্যা ভোগভূময়ঃ † ॥ ২২ ॥

অত্র জন্মসংস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম ! ।

কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥ ২৩ ॥

জল পান করে ও ঐ সমস্ত নদীর তীরে বাস করিয়া থাকে । ঐ সমুদায় দেশ হইতে পুষ্টি জনগণে পরিবৃত্ত ও মহাসৌভাগ্যশালী ।^{১৮}

মহর্ষে ! এই ভারতবর্ষেই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগ, অন্য কোন বর্ষে এরূপ যুগভেদ নাই ।^{১৯} এখানে পরলোকার্থ মুনিগণ তপস্তা করিয়া থাকেন, যাগশীল ব্যক্তিরা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং এই স্থানেই লোকেরা আদরপূর্বক দান করিয়া থাকেন ।^{২০} জম্বুদ্বীপ-বাসী লোকেরা যজ্ঞপুরুষ যজ্ঞময় বিষুর প্রীত্যর্থে সর্কদা যাগানুষ্ঠান করেন, অন্য দ্বীপে এরূপ নাই ।^{২১} মহামুনে ! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই পারলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠানবিষয়ে সর্বদ্রেষ্ঠ, কারণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই কর্মভূমি, অন্যান্য সমুদায় স্থান ভোগভূমি বলিয়া নির্দিষ্ট আছে ।^{২২} সাধো ! প্রাণিগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর কদাচিৎ পুণ্যবলে এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে মানবজন্ম লাভ করিয়া

* তপস্তপ্যন্তি মতয়ঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† হ্যভ্যেহন্যা ভোগভূময় ইতি বা পাঠঃ ।

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি

ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে ।

স্বর্গাপবর্গাঙ্গাদমার্গভূতে

ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

কর্মাণ্যসঙ্কপ্পিততৎফলানি

সংনাস্য বিমেষী পরমাত্মভূতে * ।

অবাধ্য তাং কর্মমহীমনন্তে

• তস্মিহ্নয়ং যে ত্বমলাঃ † প্রয়ান্তি ॥ ২৫ ॥

জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং ‡ বিলীনে

স্বর্গপ্রদে কর্মণি দেহবন্ধম্।

প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা

যে ভারতে নেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ ॥ ২৬ ॥

থাকে।^{১*} এ বিষয়ে দেবগণ এই গান করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য, কারণ তাঁহাদের জন্মভূমি ভারতভূমি, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের আশ্রয়।^{২*} নির্মল নিষ্পাপ লোকেরা এই কর্মভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্বক ফল-কামনা-বিমুক্ত হইয়া যে সকল কর্মানুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহারা, পরমাত্মা স্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হন।^{৩*} আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, কবে আমাদের স্বর্গপ্রদ পুণ্য ক্ষয় হইবে এবং কবে আমরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিব। কারণ যাহারা সমুদায় ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করিতে

* পরমাত্মরূপে ইতি পাঠান্তরম্।

† ত্বমলাঃ য়ে ত্বমলা ইতি বহুবঃ পঠন্তি।

‡ জানীম ত্বম দ বয়ম ইতি বা পঠ্যতাম্।

নববর্ষং তু মৈত্রেয় ! জম্বুদ্বীপমিদং ময়া !

লক্ষযোজনবিস্তারং সংক্ষেপাৎ কথিতং তব ॥ ২৭ ॥

জম্বুদ্বীপং সমাবৃত্য লক্ষযোজনবিস্তরঃ ।

মৈত্রেয় ! বলয়াকারঃ স্থিতঃ ক্ষারোদধির্বহিঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

পারেন, তাহারাই ধন্য ।^{২৬} মৈত্রেয় ! নয়টি বর্ষবিশিষ্ট লক্ষ যোজন
বিস্তীর্ণ এই জম্বুদ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপে তোমার নিকট কহিলাম ।^{২৭}
লবণ সমুদ্র বলয়াকার হইয়া এই জম্বুদ্বীপের চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিয়া
আছে । লবণ সমুদ্রের বিস্তারও ঐ লক্ষ যোজন ।^{২৮}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণু পুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

চতুর্থাদ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

ক্ষারোদেন যথা দ্বীপে। জম্বুসংজ্ঞোহভিব্যক্তিঃ ।

সংবেষ্ট্য ক্ষারমুদধিং প্লক্ষদ্বীপস্তথা স্থিতঃ ॥ ১ ॥

জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারঃ শতসাহস্রসংমিতঃ ।

স এবং দ্বিগুণো ব্রহ্মন্! প্লক্ষদ্বীপ উদাহতঃ ॥ ২ ॥

সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরস্য বৈ ।

জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়ো নাম শিশিরসুদনস্তরম্ ॥ ৩ ॥

সুখোদয়স্তথানন্দঃ শিবঃ ক্ষেমক এব চ ।

ধ্রুবশ্চ সপ্তমস্তেবাং প্লক্ষদ্বীপেশ্বরী হি তে ॥ ৪ ॥

পরশর কহিলেন । লবণ সমুদ্রে যেমন জম্বুদ্বীপ বেষ্টিত করিয়া আছে, সেইরূপ প্লক্ষদ্বীপও বলয়াকারে লবণ সমুদ্রের চতুর্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে ।^১ ব্রহ্মন্! কথিত আছে যে, জম্বুদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন এবং প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার ত্রীহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ।^২ প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির সাতটা পুত্র জন্মিয়াছিল । তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়, দ্বিতীয় পুত্রের নাম শিশির ।^৩ তৃতীয়ের নাম সুখোদয়, চতুর্থের নাম আনন্দ, পঞ্চমের নাম শিব, ষষ্ঠের নাম ক্ষেমক ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ধ্রুব । মেধাতিথির এই সপ্ত পুত্র প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন ।^৪

পূৰ্ব্বং শান্তভয়ং বৰ্ষং শিশিরং সুখদং তথা ।
 আনন্দঞ্চ শিবশ্চৈব ক্ষেমকং ধ্রুবমেব চ ॥ ৫ ॥
 মৰ্যাদাকারকান্তেষাং তথান্যে বৰ্ষপৰ্কৰতাঃ ।
 সশ্চৈব তেষাং নামানি শৃণু মুনিসত্তম ! ॥ ৬ ॥
 গোমেদশ্চৈব চন্দ্ৰশ্চ নারদো দুন্দুভিস্তথা ।
 সৌমকঃ সূমনাশ্চৈব বৈভ্রাজশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৭ ॥
 বৰ্ষাচলেবু রম্যোবু সৰ্ব্বেষু তেযু* চানযাঃ ।
 বসন্তি দেবগন্ধৰ্বসহিতাঃ সততং প্রজাঃ ॥ ৮ ॥
 তেবু পুণ্য জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে জনঃ ।
 নাধয়ো বাধয়ো বাপি সৰ্ব্বকালসুখং হি তৎ ॥ ৯ ॥
 তেষাং নদাস্ত সশ্চৈব বৰ্ষাণাঞ্চ সমুদ্রগাঃ ।
 নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি শ্রুতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ ॥ ১০ ॥

(তাঁহাদের নামানুসারে প্লক্ষদ্বীপস্থিত সপ্ত বর্ষের নাম বিখ্যাত হই-
 যাচ্ছে যথা—) শান্তভয়বর্ষ, শিশিরবর্ষ, সুখদবর্ষ, আনন্দবর্ষ, শিব-
 বর্ষ, ক্ষেমকবর্ষ ও ধ্রুববর্ষ ।^৭ এই সপ্ত বর্ষের মর্যাদাকর সাতটি বর্ষ
 পর্কত আছে । মুনিশ্রেষ্ঠ ! সেই বর্ষ পর্কত গুলির নাম কীৰ্ত্তন করি-
 তেছি, শ্রবণ কর ।^৮ গোমেদ গিরি, চন্দ্ৰ গিরি, নারদ গিরি, দুন্দুভি
 গিরি, সৌমক গিরি, সুমনা গিরি ও বৈভ্রাজ গিরি ।^৯ এই সমুদায়
 রমণীয় বর্ষ পর্কতে দেবগণ, গন্ধৰ্বগণ ও নিম্পাপ প্রজাগণ নিরন্তর
 বাস করিয়া থাকেন ।^{১০} সেখানে উত্তম পবিত্র জনপদ আছে । সেখান-
 কার লোকের পরমাযু অতীব দীর্ঘ অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র বৎসর । সে স্থানে
 আধিবাধি কিছুই নাই, সে স্থান সকল সগয়েই সুখ বিস্তার করিয়া
 থাকে ।^{১১} এই সাতটি বর্ষ পর্কত হইতে সাতটি নদী নির্গত হইয়া
 সাগরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে । এই সপ্ত নদীর নাম কীৰ্ত্তন করি-

অনুতপ্তা শিখী চৈব বিপাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ।
 অমৃতা স্মরুতা চৈব সশৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ ॥ ১১ ॥
 এতে শৈলান্তথা নদ্যাঃ প্রধানাঃ কথিতাস্তব।
 ক্ষুদ্রশৈলান্তথা নদ্যাস্তত্র সন্তি সহস্রশঃ ॥ ১২ ॥
 তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্ত তে।
 অপসর্পণী ন তেষাং* বৈ ন চৈবোৎসর্পিণী দ্বিজ! ॥ ১৩ ॥
 ন ত্বেবাস্তি যুগাবস্থা তেবু স্থানেষু সপ্তসু।
 ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্বদৈব মহামতে! ॥ ১৪ ॥
 প্লক্ষদ্বীপাদিসু ব্রহ্মন্! শাকদ্বীপান্তিকেষু বৈ।
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥ ১৫ ॥
 ধর্ম্মাঃ পঞ্চ ক্রুথেষু† বর্ণাশ্রমবিভাগজাঃ।

তেছি, শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে পাপক্ষয় হয়।^{১০} অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও স্মরুতা।^{১১} প্লক্ষদ্বীপের প্রধান প্রধান পর্বত ও প্রধান প্রধান নদীর নাম তোমাকে कहিলাম, পরন্তু এতদ্ব্যতীত সেখানে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র পর্বত ও ক্ষুদ্র নদী বিদ্যমান রহিয়াছে।^{১২} ব্রহ্মন্! তত্রতা জনপদবাসী লোকেরা সেই সমুদায় নদীর জল পান করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকেন। (এখানে যেমন যুগাদিভেদে মনুষ্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেরূপ) সেখানে হ্রাস বৃদ্ধির অবস্থা নাই।^{১৩} এই সপ্ত বর্ষে সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের অবস্থা ভেদ দৃষ্ট হয় না। মহামতে! সেখানে সর্বদাই ত্রেতা যুগের ন্যায় অবস্থা উপলব্ধি হইয়া থাকে।^{১৪} ব্রহ্মন্! প্লক্ষদ্বীপ অবধি শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত স্থাননিবাসী লোকেরা নিরাময় হইয়া পঞ্চ সহস্র বৎসর জীবন ধারণ করিয়া থাকে।^{১৫} প্লক্ষদ্বীপে বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনু-

* তৎসর্পিণী নদী তেষাং ইতি পাঠান্তরম্।

† পঞ্চা পঞ্চমৈশ্বরেষু ইতি বা পঠ্যতাম্।

বর্ণাশ্চ তত্র চত্বারস্তান্ নিবোধ বদামি তে * ॥ ১৬ ॥

আর্য্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিংশা † ভাবিনশ্চ যে ।

বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম ! ॥ ১৭ ॥

জম্বুবৃক্ষপ্রমাণস্ত তন্মধ্যে স্তমহাংস্তরুঃ ‡ ।

প্লক্ষস্তন্মামসংজ্ঞোহয়ং প্লক্ষদ্বীপো দ্বিজোত্তম ! ॥ ১৮ ॥

ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈর্কর্কৈরার্য্যকাদিভিঃ ।

সোমরূপী জগৎশ্রষ্টা সর্কঃ সর্কেশ্বরো হরিঃ ॥ ১৯ ॥

প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাহৃতঃ ।

তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেশানুকারণা ॥ ২০ ॥

নারে (ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এই) পঞ্চবিধ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । সেখানে চারি বর্ণ । সেই বর্ণচতুষ্টয়ের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{১*} মহর্ষে ! তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ, আর্য্যকজাতি কুরুজাতি বিবিংশজাতি ও ভাবীজাতি বলিয়া বিখ্যাত ।^{২*}

ব্রহ্মন্ ! জম্বুদ্বীপে যেমন একটি প্রকাণ্ড জম্বুবৃক্ষ আছে, সেইরূপ প্লক্ষদ্বীপেও উক্ত জম্বুবৃক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড একটি প্লক্ষবৃক্ষ রহিয়াছে । সেই বৃক্ষের নামানুসারেই প্লক্ষদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে ।^{৩*} সেখানকার আর্য্যক প্রভৃতি জাতির, জগৎশ্রষ্টা সর্কেশ্বর ভগবান্ সোমরূপী হরির আরাধনার্থ যাগানুষ্ঠান করিয়া থাকে ।^{৪*} প্লক্ষদ্বীপের পরিমাণ যত দূর, তত দূর বিস্তীর্ণ ইক্ষুরস সমুদ্রে, প্লক্ষদ্বীপের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে বেটন করিয়া আছে ।^{৫*} মৈত্রেয় ! তোমার নিকট সংক্ষেপে এই

* গদ্যমিশ্রিত ইতি বা পাঠ্যভাষ্য ।

† বিবিংশা ভাবিনশ্চ যে ইতি বা পাঠ্যঃ ।

‡ তন্মধ্যে স্তমহাংস্তরুঃ ইতি কেচিৎ পাঠ্যি ।

ইত্যেবং * তব মৈত্রেয় ! প্লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ ১
 সংক্ষেপেণ ময়া ভূয়ঃ শাল্মলং মে নিশাময় ॥ ২১ ॥
 শাল্মলশ্চৈব বীরো বপুশ্চাংস্তৎসুতান্ শৃণু ।
 তেবাস্তু নামসংজ্ঞানি সপ্ত বর্ষাণি তানি বৈ ॥ ২২ ॥
 শ্বেতোহথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা ।
 বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভচ্চ মহামুনে ! ॥ ২৩ ॥
 শাল্মলেন সমুদ্রোহসৌ দ্বীপেনেকুরসোদকঃ ।
 বিস্তারাদ্বিগুণেনাথ সর্বতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥
 তত্রাপি পর্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ ।
 বর্ষান্তব্যঞ্জক্য যে তু তথা সপ্ত চ নিম্নগাঃ † ॥ ২৫ ॥

প্লক্ষদ্বীপের বিবরণ কহিলাম, এক্ষণে শাল্মল দ্বীপের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{২১}

মহাবীর বপুশ্চান্ শাল্মল দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন । তাঁহার সপ্ত পুত্রের নামানুসারে তত্রত্য সপ্ত বর্ষের নাম হইয়াছে । এক্ষণে ঐ সপ্ত পুত্রের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{২২} শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ ।^{২৩} পূর্কোক্ত ইক্ষুরস সমুদ্রে এই শাল্মল দ্বীপ দ্বারা চতুর্দিকে পরিবৃত্ত রহিয়াছে । ইক্ষুরস সমুদ্রে যত দূর বিস্তীর্ণ, শাল্মল দ্বীপের বিস্তার তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ।^{২৪}

(শ্বেতবর্ষ, হরিতবর্ষ, জীমূতবর্ষ, রোহিতবর্ষ, বৈদ্যুতবর্ষ, মানসবর্ষ ও সুপ্রভবর্ষ) এই সাতটি বর্ষের সীমাব্যঞ্জক সাতটি বর্ষ-পর্বত আছে । তথায় নানাবিধ রত্নসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ঐ সপ্ত বর্ষ-পর্বতে সাতটি প্রধান নদী প্রবাহিত হইতেছে ।^{২৫}

* ইত্যেব ইতি পাঠান্তরম্ ।

† বর্ষান্তব্যঞ্জকান্তে তু তথা সপ্তৈব নিম্নগা ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

কুমুদশোভনতশ্চৈব তৃতীয়শ্চ বলাহকঃ ।

দ্রোণো যত্র মহৌষধ্যঃ স চতুর্থো মহীধরঃ ॥ ২৬ ॥

কঙ্কস্তু পঞ্চমঃ ষষ্ঠো মহিষঃ সপ্তমস্তথা ।

ককুদ্যান্ পরিতবরঃ সরিঙ্গামানি মে শৃণু ॥ ২৭ ॥

যোনী তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লা বিমোচনী * ।

নিবৃত্তিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতান্তাঃ পাপশান্তিদা ॥ ২৮ ॥

শ্বেতঞ্চ হরিতকৈব বৈদ্যুতং মানসং তথা ।

জীমুতরোহিতে চৈব স্প্রশভক্ষাতিশোভনম্ † ॥ ২৯ ॥

সপ্তৈতানি তু বর্ষাণি চাতুর্দশায়ুতানি বৈ ।

শাল্মলে যে তু বর্ষাশ্চ বসন্তোতে মহামুনে ! ॥ ৩০ ॥

কপিলাশ্চাকুণাঃ পীতাঃ কৃষ্ণাশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্ ।

প্রথম বর্ষপর্যন্তের নাম কুমুদ, দ্বিতীয়ের নাম উন্নত, তৃতীয়ের নাম বলাহক, ও চতুর্থের নাম দ্রোণ । এই পর্যায়ে অশেষবিধ মহৌষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে ।^{২৬} পঞ্চম বর্ষপর্যন্তের নাম কঙ্ক, ষষ্ঠের নাম মহিষ ও সপ্তম গিরিবরের নাম ককুদ্যান্ । এক্ষণে নদীদিগের নাম বলি, শ্রবণ কর ।^{২৭} যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি ! এই সপ্ত নদীর নাম কীর্তন করিলে পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে ।^{২৮} শ্বেত বর্ষ, হরিত বর্ষ, বৈদ্যুত বর্ষ, মানস বর্ষ, জীমুত বর্ষ, রোহিত বর্ষ ও স্প্রশভ বর্ষ, এই সমস্ত বর্ষ অতীব রমণীয় ।^{২৯} এই সপ্ত বর্ষেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের বাস আছে । মহামুনে ! শাল্মল দ্বীপে যে চারি বর্ষ বাস করেন ।^{৩০} তাঁহারা কপিল-

• যুক্তা বিমোচনী ইত্যপি পাঠঃ ।

† শ্বেতঞ্চ লোহিতকৈব জীমুতং হরিতং তথা । বৈদ্যুতং মানসকৈব স্প্রশভং নাম সপ্তমম্ ॥ ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাষ্টৈব বজন্তি তে ॥৩১॥

ভগবন্তং সমস্তস্য বিষ্ণু মা ত্মানমব্যয়ম্।

বায়ুভূতং মথৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্ষজ্বিনো যন্তসংস্থিতিম্ * ॥৩২॥

দেবানামত্র সান্নিধ্যমতীব স্তুমনোহরে।

শাল্মলিঃ স্তুমহারক্ষো নাম্না † নিবৃত্তিকারকঃ ॥৩৩॥

এব দ্বীপঃ সমুদ্রেণ সুরোদেন সমাহৃতঃ।

বিস্তারাদ্ধালুলশ্চেব সমেন তু সমন্ততঃ ॥ ৩৪ ॥

সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্বতঃ।

শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥ ৩৫ ॥

জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তপুত্রাঃ শৃণু তান্।

বর্ন, অরুণবর্ন, পীতবর্ন ও কৃষ্ণবর্ন বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ বিখ্যাত। পরন্তু ইঁ হারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।^{১০১} ইঁ হারা যাগশীল। যিনি সকলের ঈশ্বর, যিনি অব্যয় ও পরমাত্ম স্বরূপ, যিনি বায়ুরূপী ও প্রধান প্রধান যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে উক্ত বর্ন-চতুষ্টয় যাগ করিয়া থাকেন।^{১০২} এই মনোহর দ্বীপে দেবগণ নিরন্তর সন্নিহিত থাকেন। এখানে শাল্মলি নামে যে একটি মহাবৃক্ষ আছে, দেবগণ তাহাতে স্নাতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন।^{১০৩}

এই দ্বীপ সুরোদনামক সমুদ্রে দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। শাল্মল দ্বীপ যত দূর বিস্তীর্ণ, সুরোদ সমুদ্রের বিস্তারও সেই রূপ।^{১০৪}

এই সুরোদ সমুদ্রে কুশদ্বীপ দ্বারা চতুর্দিকে পরিবৃত্ত রহিয়াছে। শাল্মলদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা কুশদ্বীপের বিস্তার দ্বিগুণিত।^{১০৫}

কুশদ্বীপের অধীশ্বর জ্যোতিষ্মানের সাতটি পুত্র জন্মিয়াছিল।

* যন্তসংস্থিতিম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

† স্তুমনোরমে। শাল্মলিচ্চ মহাবৃক্ষো নাম ইতি বা পঠমীয়ম্।

উদ্ভিদো বেণুমাংশৈশ্চ বৈরথো লম্বনো ধৃতিঃ * ॥ ৩৬ ॥

প্রভাকরোহথ কপিলস্তম্বামা বর্ষপদ্ধতিঃ ।

তস্মিন্ বসন্তি মনুজাঃ সহ দৈতেয়দানবৈঃ ॥ ৩৭ ॥

তথৈব দেবগন্ধর্ব্বযক্ষকিংপুরুষাদয়ঃ ।

বর্ণাস্তত্রাপি চত্বারো নিজানুষ্ঠানতৎপর্যঃ ॥ ৩৮ ॥

দমিনঃ শুশ্রিণঃ স্নেহা মন্দেহাশ্চ † মহামুনে ! ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

যথোক্তকর্ম্মকর্তৃত্বাৎ স্বাধিকারক্ষয়া তে ।

তত্রৈব তৎ কুশদ্বীপে ‡ ব্রহ্মরূপং জনার্দনম্ ।

যজন্তঃ ক্ষপয়ন্ত্যগ্রমধিকারং ফলপ্রদম্ ¶ ॥ ৪০ ॥

এই সপ্ত পুত্রের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উদ্ভিদ, বেণুমান, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, * প্রভাকর ও কপিল। ইহাদের নামানুসারে তত্রত্য সপ্ত বর্ষের নাম বিখ্যাত হইয়াছে। এই সমুদায় বর্ষে মানবগণ দৈত্যগণ ও দানবগণ বাস করিয়া থাকে। ** এখানে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ ও কিন্সুরূষগণ প্রভৃতিও অবস্থিতি করেন। এই স্থানেও চারি বর্ণ স্ব স্ব নিরূপিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। † এখানকার দমী-জাতিরাই ব্রাহ্মণ, ‡ শূদ্রী-জাতিরাই ক্ষত্রিয়, স্নেহ-জাতিরাই বৈশ্য ও মন্দেহ-জাতিরাই শূদ্র ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ** এই কুশদ্বীপবাসী মনুষ্যেরা সংসার বন্ধন মোচনের নিষিদ্ধ শাস্ত্র বিহিত (মুক্তিমূলক) ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা অত্যাগ্র অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরূপ কলপ্রদ ক্রিয়া উৎখালন পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা

* উদ্ভিদো বেণুমাংশৈশ্চ বৈরথোলম্বনো ধৃতিঃ ইতি বা পাঠম্ ॥

† মন্দেহাশ্চ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ তত্র তে তু কুশদ্বীপে ইতি বা পাঠঃ ।

¶ যজন্তঃ ক্ষপয়ন্ত্যগ্রমধিকারফলপ্রদম্ ইতি বা পাঠঃ ।

বিক্রমো হেমশৈলশচ দ্যুতিমান্ পুষ্পবাংস্তথা ।
 কুশেশয়ো হরিশৈব * সপ্তমো মন্দরাচলঃ ।
 বর্ষাচলান্ত তত্রৈতে সপ্ত দ্বীপে মহামুনে ! † ॥ ৪১ ॥
 নদ্যন্ত সপ্ত ভাসান্ত শৃণু নামান্যনুক্রমাৎ ।
 ধূতপাপা শিবা চৈব ‡ পবিত্রা সম্মতিস্তথা ॥ ৪২ ॥
 বিদ্যদন্তা মহী চান্যা সর্কপাপহরান্তি মাঃ ।
 অন্যাঃ সহস্রশস্ত্র ক্ষুদ্রনদ্যন্তথাচলাঃ ॥ ৪৩ ॥
 কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ সংজ্ঞয়া তস্য তৎস্মৃতঃ ।
 তৎপ্রমাণেন স দ্বীপো য্নতোদেন সমাবৃতঃ ॥ ৪৪ ॥
 য্নতোদশচ সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপো মহাভাগ ! শ্রয়তাপ্যপরো মহান্ ॥ ৪৫ ॥

করে।^{১০} মহর্ষে! উক্ত কুশদ্বীপে সাতটি বর্ষাচল আছে। তাহা-
 দের নাম বিক্রম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হবি ও
 মন্দরাচল।^{১১} সেখানে সাতটি নদী আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে
 বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, ^{১২} বিদ্যা-
 দন্তা ও মহী। এই সাতটি নদীতে সমুদায় পাপক্ষয় হইয়া থাকে।
 এই কুশদ্বীপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত সহস্র সহস্র আছে।^{১৩}
 কুশদ্বীপে একটি প্রকাণ্ড কুশস্তম্ব আছে। তাহার নামানুসারেই ঐ
 দ্বীপের নাম কুশদ্বীপ হইয়াছে। কুশদ্বীপ, য্নতোদ সমুদ্রদ্বারা পরিবে-
 ষ্টিত রহিয়াছে। য্নতোদ সমুদ্রের বিস্তার কুশদ্বীপের সদৃশ।^{১৪} য্নতোদ
 সমুদ্রও ক্রৌঞ্চদ্বীপ কর্তৃক চতুর্দিকে পরিবৃত। মহাস্বন! ক্রৌঞ্চদ্বীপ

* হরিশৈব ইতি বা পাঠঃ ।

† বর্ষাচলাশচ সপ্তৈতে দ্বীপে তত্র মহামতে ইতি বা পাঠঃ ।

‡ ধূতপাপা শিবা চৈব ইতি কেচিৎ পঠন্তি । ধূতপাপা সিতা চৈব ইতি এক-
 পুরাণম ১২ অ ৪৬ ।

কুশদ্বীপস্থ বিস্তারাদ্বিগুণো যস্য বিস্তরঃ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাঅনঃ ॥ ৪৬ ॥
 তন্নামানি চ বর্ষাণি তেষাং চক্রে মহীপতিঃ ॥ ৪৭ ॥
 কুশলো মন্দগশ্চোষঃ পীবরোহপ্যঙ্ককারকঃ ।
 মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সশৈব তৎসুতা যুনে! ॥ ৪৮ ॥
 তত্রাপি দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিতাঃ স্মনোহরাঃ ।
 বর্ষাচল! মহাবুদ্ধে! তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৪৯ ॥
 ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চাঙ্ককারকঃ ।
 দেবারুৎ পঞ্চমশ্চাত্র তথান্যঃ পুণ্ডরীকবান্ ।
 দুন্দুভিশ্চ মহাশৈলো দ্বিগুণান্তে পরম্পরম্ ॥ ৫০ ॥
 দ্বীপাদ্বীপেষু যে শৈলা যথা দ্বীপানি তে তথা ॥ ৫১ ॥
 বর্ষেষু তেষু রম্যেষু তথা শৈলবরেষু চ * ।

নামে এই যে অপর একটি মহাদ্বীপ, ইহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{৪৫}

ক্রৌঞ্চদ্বীপ কুশদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। মহাত্মা দ্যুতিমান্ এই দ্বীপের অধীশ্বর। তাঁহার সাত পুত্র ।^{৪৬} মহীপতি দ্যুতিমান্ পুত্রগণের নামানুসারে এতদ্বীপস্থ সপ্তবর্ষের নামকরণ করিয়াছিলেন ।^{৪৭} যুনে! ঐ সপ্ত পুত্রের (ও সপ্তবর্ষের) নাম কুশল, মন্দগ, উষ, পীবর, অঙ্ককারক, মুনি ও দুন্দুভি ।^{৪৮} মহাবুদ্ধে! এই সকল বর্ষেও দেবগন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত স্মনোহর বর্ষাচল আছে। এই বর্ষাচল গুলির নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।^{৪৯} ক্রৌঞ্চ, বামন, অঙ্ককারক, দেবারুৎ, পুণ্ডরীকবান্, দুন্দুভি ও মহাশৈল। ইহারা উক্ত-রোস্ত্র দ্বিগুণ পরিমিত ।^{৫০} অর্থাৎ একদ্বীপ হইতে অন্যদ্বীপ যেমন

* বর্ষেষু তেষু রম্যেষু বর্ষশৈলবরেষু চ ইতি বা পঠ্যমান্ ।

নিবসন্তি নিরাতঙ্কাঃ সহদেবগণৈঃ প্রজাঃ ॥ ৫২ ॥
 পুষ্করাঃ পুঙ্কলা ধন্যান্তিপ্পাখ্যাশ্চ * মহামুনে ! ।
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্ৰমোদিতাঃ ॥ ৫৩ ॥
 তে তত্র নদীমৈত্রেয় † যাঃ পিবন্তি শৃণুষ তাঃ ।
 সপ্ত প্রধানাঃ শতশস্ত্রান্যাঃ ক্ষুদ্রনিম্নগাঃ ॥ ৫৪ ॥
 গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সক্ষ্যা রাত্রিমনোজবা ।
 ক্ষান্তিশ্চ পুণ্ডরীকা ‡ সশৈল্যে বর্ষনিম্নগাঃ § ॥ ৫৫ ॥
 তত্রাপি বিষুর্ভগবান্ ॥ পুষ্করাদৈর্জনাৰ্দ্দনঃ ।
 যাগৈরুদ্ভবস্য রূপশ্চ § ইজ্যতে যজ্ঞসম্মিধৌ ॥ ৫৬ ॥

দ্বিগুণ সেইরূপ এক দ্বীপস্থিত বর্ষাচল হইতে অন্য দ্বীপস্থিত বর্ষাচল
 দ্বিগুণ পরিমিত ।^{১০} এই সকল রমণীয় বর্ষে ও বর্ষাচল সমুদায়ে
 দেবগণ ও মানবগণ নির্ভীক চিস্তে বাস করেন ।^{১১}

মহামুনে ! এই দ্বীপস্থিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাক্রমে
 পুষ্কর, পুঙ্কল, ধন্য ও তিপ্পনামে বিখ্যাত ।^{১২} মৈত্রেয় ! তত্রত্য বর্ণ-
 চতুষ্টয়ের লোকেরা যেসকল নদীর জলপান করে, তাহা বলিতেছি,
 অবগন কর । এখানে সাতটি প্রধান নদী ও শত শত ক্ষুদ্র নদী
 আছে ।^{১৩} এই সাতটি প্রধান নদীর নাম গৌরী, কুমুদ্বতী, সক্ষ্যা,
 রাত্রি, মনোজবা, ক্ষান্তি ও পুণ্ডরীকা ।^{১৪} এই দ্বীপে উল্লিখিত পুষ্ক-
 রাদি বর্ণ সকল বিবিধ যজ্ঞদ্বারা রুদ্ভরূপী ভগবান্ জনার্দনের আরা-
 ধনা করিয়া থাকে ।^{১৫}

* তিপ্পাখ্যাশ্চ ইতি বা পঠনীয়ম্ ॥

† তে তত্র নদ্যো মৈত্রেয় ইতি বা পাঠ্যম্ ।

‡ খ্যাতিশ্চ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

§ তত্রাপি বর্ণৈর্ভগবান্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

§ যাগৈরুদ্ভবস্যরূপশ্চ ইতি বহবঃ পঠন্তি ।

ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন চ ।
 আরতঃ সৰ্ব্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপতুল্যেন মানতঃ ॥ ৫৭ ॥
 দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংরুতঃ ।
 ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্বিগুণেন মহামুনে ! ॥ ৫৮ ॥
 শাকদ্বীপেশ্বরস্যাপি ভবাস্য স্রুমহাত্মনঃ ।
 সপ্তৈব তনয়াশ্চেষাং দদৌ বর্ষানি সপ্ত সঃ ॥ ৫৯ ॥
 জলদশ্চ কুমারশ্চ স্রুকুমারো মনীচকঃ * ।
 কুসুমোদশ্চ মৌদাকিঃ সপ্তমশ্চ মহাক্রমঃ ॥ ৬০ ॥
 তৎসংজ্ঞান্যেব তত্রাপি সপ্ত বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ ।
 তত্রাপি পৰ্ব্বতাঃ সপ্ত বর্ষবিচ্ছেদকারিণঃ ॥ ৬১ ॥
 পূৰ্ব্বস্তত্রোদয়গিরির্জলাধারস্তথাপরঃ ।

এই ক্রৌঞ্চ দ্বীপ দধিমণ্ডোদক নামক সমুদ্র দ্বারা চতুর্দিকে পরি-
 রুত রহিয়াছে । দধিমণ্ডোদক সাগরের পরিমাণ ক্রৌঞ্চদ্বীপের সমূহ ।^{৫৭}
 মর্ষে ! দধিমণ্ডোদক সমুদ্রও শাকদ্বীপ দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত ।
 শাকদ্বীপের পরিমাণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ ।^{৫৮} মহাত্মা ভব্য
 শাকদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন । তাঁহার সাতটি পুত্র জন্মিয়াছিল ।
 তিনি সপ্ত পুত্রকে ঐ দ্বীপের সাতটি বর্ষ বিভাগ করিয়া দেন ।^{৫৯} ঐ
 সাতটি রাজকুমারের নাম জলদ, কুমার, স্রুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ,
 মৌদাকি ও মহাক্রম ।^{৬০} এই সপ্ত রাজকুমারের নামানুসারে তত্রত্য
 সপ্ত বর্ষের নামকরণ হইয়াছে । এই সপ্তবর্ষের ব্যবচ্ছেদক সাতটি
 বর্ষপর্বত আছে ।^{৬১} ইহাদের মধ্যে পূর্বদিক্স্থ পর্বতের নাম
 উদয়গিরি এবং আর কএকটির নাম জলাধার, রৈবতক, শ্যাম,

* জলদশ্চ কুমারশ্চ স্রুকুমারো মনীচক ইতি পাঠান্তরম ।

তথা রৈবতকঃ শ্যামস্তধৈবাস্তো গিরির্দ্বিজঃ ॥ ৬২ ॥

আধ্বিকৈরস্তথা রম্যঃ * কেমরী পর্বতোত্তমঃ ।

শাকস্তত্র মহারক্ষঃ সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতঃ ॥ ৬৩ ॥

যত্রত্যাভাসংস্পর্শাদাহ্লাদো জায়তে পরঃ ।

তত্র পুণ্য জনপদাশ্চাতুর্বর্গ্যসমষ্টিতাঃ ॥ ৬৪ ॥

নদ্যাশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্বপাপভয়াপহাঃ ।

স্বকুমারী কুমারী চ নলিনী ধেনুকা চ য় † ॥ ৬৫ ॥

ইক্ষুশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা ।

অন্যাস্থযুতশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যো মহামুনে ! ॥ ৬৬ ॥

মহীধরাস্তথা সন্তি শতশোহথ সহস্রশঃ ।

অন্তগিরি, ৯২ আধ্বিকৈয় ও কেমরী। এই কএকটি পর্বত উৎকৃষ্ট ও রমণীয়।

এই দ্বীপে শাকনাংমে এক মহারক্ষ আছে। ঐ রক্ষমূলে সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ বাস করিয়া থাকেন। ৯৩ এই স্থানের বায়ুস্পর্শে লোকের মনে মাতিশয় প্রীতি জন্মিয়া থাকে। এই স্থানের জনপদ সকল অতীব পবিত্র। তথায় বর্ষচতুর্কীয় বাস করিয়া থাকে। ৯৪ এই স্থানে যে সমুদায় নদী আছে, তাহা অতীব পবিত্র এবং তাহাতে সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। (সেই সমুদায় নদীর মধ্যে সাতটি নদী প্রধান। সেই সাতটি নদীর নাম) স্বকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ৯৫ ইক্ষু, বেণুকা এবং গভস্তী। মহামুনে! এই সপ্ত নদী ব্যতীত এখানে শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। ৯৬ এই দ্বীপে শত সহস্র পর্বতও রহিয়াছে। জলদ প্রভৃতি বর্ষে যে সকল লোক বাস করে,

* আধ্বিকৈয়স্তথারম্যঃ ইতি বা পাঠনীয়ম্।

† রেণকা চ য় ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

তাঃ পিবন্তি মুদা যুক্তা জলদাদিষু যে স্থিতাঃ ॥ ৬৭ ॥
 বর্ষেষু তে জনপদাঃ স্বর্গাদভ্যেতা মেদিনীম্ ।
 ধর্মহানিনি তেষু স্তি ন সংঘর্ষঃ পরস্পরম্ ॥ ৬৮ ॥
 মর্যাদাব্যুৎক্রমো নাস্তি তেষু দেশেষু সপ্তম্ ।
 হৃগাশ্চ মাগধাশ্চৈব * মানসা মন্দগাস্তথা ॥ ৬৯ ॥
 হৃগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা † মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা ।
 বৈশ্যাস্তু মানসাস্তেষাং শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ ॥ ৭০ ॥
 শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে ! ।
 যথোক্তৈরিজাতে সম্যাক্কর্ম্মভিনিয়তাভিঃ ॥ ৭১ ॥
 শাকদ্বীপস্তু মৈত্রেয় ! ক্ষীরোদেন সমন্ততঃ ।

তাহারা সম্ভুক্ত চিত্তে পূর্বোক্ত নদী সমুদায়ের জলপান করিয়া থাকে ।^{৭৭} এই সকল বর্ষে যে সকল জনপদ আছে, তৎসমুদায় যেন স্বর্গ হইতে মেদিনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছে । এই সকল জনপদে কখন ধর্মহানি হয় না । এই সকল স্থান নিবাসী জনগণের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব নাই ।^{৭৮} স্মৃতরাং কাহারও মর্যাদা হানিরও সম্ভাবনা হুইতেছে না । এই সপ্তবর্ষে হৃগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ (এই চারি বর্ণ বাস করে) ।^{৭৯} ইহাদের মধ্যে হৃগ জাতীয়েরা ব্রাহ্মণ সম্ভ্রম, মাগধেরা ক্ষত্রিয়, মানসজাতীয় লোকেরা বৈশ্য এবং মন্দগজাতীয় মনুষ্যেরা শূদ্র- (রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে) ।^{৮০} এই শাকদ্বীপস্থ জনগণ সংঘতাত্মা হইয়া সাধুকর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্বক সূর্য্যরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকে ।^{৮১} মৈত্রেয় ! এই শাকদ্বীপ, ক্ষীরোদ-

• মগাশ্চ মাগধাশ্চৈব ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।

† মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা ইতি বা পাঠ্যম্ ।

শাকদ্বীপপ্রমাণেন বলয়েনৈব বেষ্টিতঃ ॥ ৭২ ॥
 ক্ষীরাক্তিঃ সৰ্ব্বতো ব্রহ্মন্ ! পুষ্করাখ্যেন বেষ্টিতঃ ।
 দ্বীপেন শাকদ্বীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥ ৭৩ ॥
 পুষ্করে সবলস্থাপি মহাবীরোহভবৎ সূতঃ * ।
 ধাতকিশ্চ, তয়োস্তত্র দ্বৈ বর্ষে নামচিক্ৰিতে ॥ ৭৪ ॥
 মহাবীরং তথৈবান্যং † ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞিতম্ ।
 একশ্চাত্র মহাভাগ ! প্রখ্যাতো বর্ষপর্ষতঃ ॥ ৭৫ ॥
 মানসোত্তরসংজ্ঞোবৈ মধ্যতো বলয়াকৃতিঃ ।
 যোজনান্যং সহস্রাণি উর্দ্ধ্বং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৭৬ ॥
 তাবদেব চ বিস্তীর্ণঃ সৰ্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ।

২

সাগর কর্তৃক বলয়াকারে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ক্ষীরোদ
 সাগরের পরিমাণ শাকদ্বীপের পরিমাণের সছশ।^{৭২} ব্রহ্মন্ ! ক্ষীরোদ
 সাগরও পুষ্করদ্বীপ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। পুষ্কর দ্বীপের পরিমাণ শাক-
 দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ।^{৭৩} সবল নামক মহীপতি, পুষ্কর দ্বীপের অধীশ্বর
 হইয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মে। একের নাম মহাবীর,
 অপরের নাম ধাতকি। মহীপাল সবল স্বীয় পুত্রদ্বয়কে তদীয় নামানু-
 সারেই বর্ষদ্বয় চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন।^{৭৪} ঐ বর্ষদ্বয়ের মধ্যে একটি
 বর্ষের নাম মহাবীর ও আর একটি বর্ষের নাম ধাতকীখণ্ড হইয়াছে।
 মহাভাগ ! এখানে একটিমাত্র বিখ্যাত বর্ষপর্ষত আছে।^{৭৫} এই বর্ষ-
 পর্ষতের নাম মানসোত্তরগিরি। ইহা মধ্যস্থলে বলয়াকৃতি হইয়া রহি-
 য়াছে। এই পর্ষত উর্দ্ধে পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন।^{৭৬} এই সৰ্ব্বতো গোলা-

* মহাবীরোহভবৎ সূতঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† মহাবীরং তথাচাম্যং ইতি অন্যে পঠন্তি।

পুষ্করদ্বীপবলয়ং মধ্যেন বিভজন্নিব ॥ ৭৭ ॥

স্থিতোহসৌ তেন বিচ্ছিন্নং জাতং তদ্বর্ষকদ্বয়ম্ * ।

বলয়াকারমেকৈকং তয়োর্বর্ষং তথা গিরিঃ † ॥ ৭৮ ॥

দশ বর্ষমহত্শ্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ।

নিরাময়া বিশোকাস্চ রাগদেবাদিবর্জিতাঃ ॥ ৭৯ ॥

অধমোত্তমৌ ন তেষাস্তাং ন বধ্যাবধকৌ দ্বিজ ।

নেৰ্য্যাস্ময়া ভয়ং দ্বেষো দোষো লোভাদিকৌ ন চ ॥ ৮০ ॥

মহাবীরং বহির্বর্ষং ধাতকীথগুমন্ততঃ ।

মানসোত্তরশৈলস্ত দেবদৈত্যাদিসেবিতম্ ॥ ৮১ ॥

সত্যানুতে ন তত্রাস্তাং দ্বীপে পুষ্করসংজ্ঞিতে ।

কার পর্বতের বিস্তারও ঐ প্রকার । ইহা মধ্যস্থলে থাকিয়া পুষ্কর-
দ্বীপকে দুইভাগে বলয়াকারে বিভাগ করিয়াছে ।^{১১} এই পর্বত বলয়-
কারে মধ্যস্থলে থাকিতে পুষ্করদ্বীপ বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেকে বলয়াকার
দুইটি বর্ষ হইয়াছে ।^{১২} এখানকার মনুষ্যেরা রাগ দ্বেষাদি বিবর্জিত ।
তাহারা নিরাময় ও শোক রহিত হইয়া দশমহত্শ্র বৎসর জীবন ধারণ
করে ।^{১৩} তাহাদের মধ্যে উত্তম অধম বিচার নাই । তাহারা কেহ
কাহাকে বধ করে না । ব্রহ্মন্ ! তাহাদের মধ্যে ঈর্ষ্যা, অসূয়া, ভয়, দ্বেষ,
লোভ প্রভৃতি কোন দোষ দৃষ্ট হয় না ।^{১৪} মানসোত্তর শৈলের বহি-
র্দিকে যে বর্ষ আছে, তাহার নাম মহাবীর বর্ষ এবং ভিতরের দিকে যে
বর্ষ আছে তাহার নাম ধাতকীথগু । এই বর্ষদ্বয়ে দেবগণ ও দৈত্যগণ
বাস করিয়া থাকেন ।^{১৫} এই বর্ষদ্বয়যুক্ত পুষ্কর দ্বীপে সত্য মিথ্যার বিচার

* বর্ষদ্বয়ক ভং ইতি বহবঃ পঠন্তি ।

† তয়োর্মধ্যে তথা গিরেঃ ইতি বহুসমাদৃতঃ পাঠঃ ।

ন তত্র নদ্যাঃ শৈলা বা দ্বীপে বর্ষদ্বয়াস্থিতে ॥ ৮২ ॥
 তুল্যবেশান্ত মনুজা দেবাস্ততৈরেকরূপিণঃ ।
 বর্ণাশ্রমাচারহীনং ধর্মাহরণবর্জিতম্ ॥ ৮৩ ॥
 ত্রয়ীবার্তাদগুণীতি-শুষ্কযারহিতঞ্চ তৎ ॥
 বর্ষদ্বয়ন্ত মৈত্রেয় ! ভৌমস্বর্গোহয়মুত্তমঃ ॥ ৮৪ ॥
 সর্বস্ব সুখদঃ কালো জরারোগাদিবর্জিতঃ ।
 ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞেহথ মহাবীরে চ বৈ মুনে ! * ॥ ৮৫ ॥
 ন্যাগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্ ।
 তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৮৬ ॥
 স্বাদূককেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ ।

নাই। সেখানে নদী বা অন্য কোন পর্বত নাই।^{১২} এখানকার দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলেরই সমান রূপ ও সমান পরিচ্ছদ। অন্যান্য দ্বীপে যেমন বর্ষচতুর্ভুজের আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন এখানে মেরূপ নহে। এখানকার লোকেরা ধর্মানুষ্ঠান বিবর্জিত।^{১৩} এখানে ত্রয়ী, বার্তা, দগুণীতি, এই সমুদায়ের কিছুই নাই। মৈত্রেয়! (কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান না থাকতে) এই স্থানকে ভৌম স্বর্গ বলিতে পারা যায়।^{১৪} ব্রহ্মন্! উক্ত ধাতকীখণ্ডে ও মহাবীর বর্ষে সকল সময়ে সকল ব্যক্তিই জরা রোগাদি বিরহিত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিয়া থাকে।^{১৫}

পুষ্কর দ্বীপে যে একটি ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ আছে, তাহা ব্রহ্মার মনোনিীত স্থান। ব্রহ্মা সুরাসুর কর্তৃক পূজিত হইয়া ঐ (রমণীয়) স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।^{১৬} এই পুষ্কর দ্বীপ, স্বাদূদক নামক উদধি দ্বারা চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। স্বাদূদক সাগরের পরি-

* পুষ্করে ধাতকীখণ্ডে মহাবীতে চ বৈ মুনে ইতি বা পাঠঃ ।

সমেন পুষ্করসৈব বিস্তারান্নগুলং তথা ॥ ৮৭ ॥
 এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রেস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ * ।
 দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রশ্চ সমানৌ দ্বিগুণৌ পরৌ ॥ ৮৮ ॥
 পয়াংসি সর্বদা সর্বসমুদ্রেষু সমানি বৈ ।
 ন্যূনাতিরিক্ততা তেবাং কদাচিত্নৈব জায়তে † ॥ ৮৯ ॥
 স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাদুদ্রেকি মলিলং যথা ।
 তথেন্দুব্রহ্মৌ মলিলমন্তোধৌ মুনিসত্তম ! ॥ ৯০ ॥
 ন ন্যূনা নাতিরিক্তাশ্চ বর্দ্ধন্ত্যাপৌ হুসন্তি চ ।
 উদয়াস্তমনেষ্বিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৯১ ॥
 দশোত্তরাণি পঠেৎব অঙ্কলানাং শতানি বৈ ।

মাণ পুষ্কর দ্বীপের তুল্য । ৮৭-এই রূপে সপ্তদ্বীপ সপ্ত সমুদ্র কর্তৃক পরি-
 বৃত্ত হইয়া আছে । এক একটি দ্বীপ ও তৎপরবর্ত্তী সাগরের পরিমাণ
 পরস্পর তুল্য এবং পূর্ব পূর্ব দ্বীপ ও সাগর অপেক্ষা পরবর্ত্তী দ্বীপ ও
 সাগরের পরিমাণ দ্বিগুণ । ৮৮

কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল কালেতেই উক্ত সমুদায় সমুদ্রের জল
 সমান থাকে, ন্যূনাধিক্য কখনই হয় না । ৮৯ মহর্ষে ! অগ্নির উত্তাপে
 যেমন স্থালীস্থিত মলিল ক্ষীত হইয়া উঠে, তাহার ন্যায় সমুদ্রজলও
 চন্দ্রের বুদ্ধিতে প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকে । ৯০ অন্য কোন সময় সমুদ্র জলের
 ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হয় না কিন্তু শুক্লপক্ষে ও কৃষ্ণপক্ষে যখন চন্দ্রের উদয়
 ও অস্ত হয় সেই সময় ঐ সমুদ্র জলের বিলক্ষণ হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া
 থাকে । ৯১ মহামুনে ! (চন্দ্র সংযোগে) সমুদ্রের জল পাঁচশত দশ

* লবণেশু সুরাসপির্দামদুষ্ক জলৈঃ সমং উতি বা পাঠ্যঃ ।

† কদাচিত্রোপপদ্যতে ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

অপাং বুদ্ধিকর্যৌ দৃষ্টৌ সামুদ্রোণাং মহামুনে ! ॥২২॥
 ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্র স্বয়মুপস্থিতম্ ।
 বক্রসংভূঞ্জতে বিপ্র ! প্রজাঃ সর্বাঃ সদৈব হি ॥২৩॥
 স্বাদুদকস্য পরতো দৃশ্যতেহলোকসংস্থিতিঃ ।
 দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্বজন্তুবিবর্জিতা ॥ ২৪ ॥
 লোকালোকস্তথাশৈলো যোজনায়ুতবিস্তৃতঃ ।
 উচ্ছ্রায়েণাপি তাবন্তি সহস্রাণচলোহি সঃ ॥২৫॥
 ততস্তমঃ সমাবৃত্য তং শৈলং সর্বতঃ স্থিতম্ ।
 তমশ্চাণ্ডকটোহেন সমস্তাং পরিবেষ্টিতম্ ॥ ২৬ ॥
 পঞ্চাশৎকোটবিস্তার। সেয়মুর্বা মহামুনে ! ।

২
 অঙ্গুলি অর্থাৎ সওয়া একুশ হাত বাড়িতে ও কমিতে দেখা
 গিয়াছে । ২২

পুষ্কর দ্বীপে (কৃষি কার্যাদি দ্বারা পরিশ্রম করিয়া আহার প্রস্তুত
 করিতে হয় না) সেখানে খাদ্য দ্রব্য স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকে ।
 ব্রহ্মন্ ! পুষ্কর দ্বীপবাসী প্রজারা সর্বদা (ইচ্ছা মাত্রেই) ছয় রস
 আনন্দন করিয়া থাকে । ২৩

স্বাদুদক সমুদ্রের পর পারে কাঞ্চনী ভূমি আছে । সেখানে লোকের
 বসতি বা কোন জীবজন্তু নাই । স্বাদুদক সমুদ্রের যেরূপ পরিমাণ
 কাঞ্চনী ভূমির পরিমাণ তদপেক্ষা দ্বিগুণ । ২৪ ইহার পর লোকালোক
 পর্বত । ইহার বিস্তার অযুত যোজন পরিমিত এবং উচ্চতা অযুত
 সহস্র যোজন । ২৫

এই পর্বতের অপর পাশ্বে চতুর্দিকেই গাঢ় অন্ধকার ময় স্থান । এই
 অন্ধকারারত স্থান অণ্ডকটোহ কর্তৃক চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত । ২৬ মহা-
 মুনে ! অণ্ডকটোহের সহিত ও দ্বীপ সমুদ্র পর্বতাদির সহিত এই

সহৈবাণ্ডকটাহেন সদ্ধোপাক্ষিমহোধরা ॥ ৯৭ ॥
 সেয়ং ধাত্রো বিধাত্রী চ সৰ্বভূতগুণাধিকা ।
 আধারভূতা সৰ্ব্বেবাং মৈত্রেয় ! জগতামিতি ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ভূমণ্ডল পঞ্চাশ কোটি যোজন দিস্তীৰ্ণ ।^{৯৭} মৈত্রেয় ! এই ধরণী সক-
 লের ধাত্রী ও বিধাত্রী । আকাশাদি অন্যান্য ভূত চতুষ্টয় অপেক্ষা
 ইহার গুণ অধিক । এই পৃথিবীই সমুদায় জগতের আধার ।^{৯৮}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ চতুর্থ অধ্যায়
 সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।

পরশর উবাচ ।

বিস্তার এষ কথিতঃ পৃথিব্যা ভবতো ময়া ।

সপ্ততিস্তু সহস্রাণি দ্বিজোচ্ছ্রায়োহপি কথ্যতে ॥ ১ ॥

দশমাহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসত্তম ! ।

অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমং ।

মহাখ্যং সূতলঞ্চাত্ৰ্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্ ॥ ২ ॥

শুক্রা কৃষ্ণারুণা পীতা শর্করা শৈল-কাঞ্চনাঃ ।

ভূময়ো যত্র মৈত্রেয় ! বরপ্রাসাদমণ্ডিতাঃ * ॥ ৩ ॥

পরশর কহিলেন । ব্রহ্মন্ ! পৃথিবীর যে রূপ বিস্তার তাহা তোমার নিকট কহিলাম এবং ইহার উচ্চতা যে সপ্ততি সহস্র-যোজন তাহাও বলিয়াছি ।^১ মুনিশ্রেষ্ঠ ! এক একটী পাতাল দশ-সহস্র যোজন বিস্তার । (পাতাল সমুদায়ে সাতটি । তাহাদের নাম)—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমং, মহাতল, সূতল ও পাতাল ।^২ এই সপ্ত পাতালে যথাক্রমে শুক্রা ভূমি, কৃষ্ণা ভূমি, অরুণা ভূমি, পীতা ভূমি, শর্করা ভূমি, শৈলী ভূমি ও কাঞ্চনী

তেষু দানবদৈতেষ্য যক্ষাশ্চ শতশস্তথা * ।

নিবসন্তি মহানাগ-জাতয়শ্চ মহামুনে ! ॥ ৪ ॥

স্বল্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ ।

প্রাহ স্বর্গসদাং মধ্যে পাতালেভ্যোগতো দিবি ॥ ৪ ॥

আহ্লাদকারিণঃ শুভ্রা মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ ।

নাগৈরাভ্রিয়মাণাসু † পাতালং কেন তৎ সমম্ ॥ ৫ ॥

দৈন্যদানবকন্যাভিরিতশ্চেতশ্চ শোভিতে ।

পাতালে কস্য ন প্রীতির্বিমুক্তস্যাপি জায়তে ॥ ৭ ॥

দিবার্করশ্ময়ো যত্র প্রভাং তদ্বন্তি নাতপম্ ।

ভূমি, এই সাতপ্রকার মৃত্তিকা আছে । এই সকল স্থান নানা-
বিধ সুরম্য প্রাসাদে বিভূষিত ।* মহামুনে ! ঐ সমস্ত প্রাসাদে
দৈত্যগণ, দানবগণ, মহানাগ জাতি ও শত শত যক্ষ বাস
করিতেছেন ।† একদা মহর্ষি নারদ পাতাল লোক পরিভ্রমণ
করিয়া দেবলোকে গমন পূর্বক দেব সভায় দেবগণের মধ্যে সমা-
সীন হইয়া বলিয়াছিলেন যে, পাতাল লোক স্বর্গলোক অপেক্ষাও
সমধিক রমণীয় ।‡ ফলতঃ যে স্থানে নাগগণ আহ্লাদকর শুভ্র
বিশুদ্ধ প্রভাশালী মণিসমূহ ধারণ করিতেছে, সেই পাতালের
সহিত কোন স্থানেরই তুলনা হইতে পারে না ।§ এই পাতাল
লোক দৈত্যকন্যা ও দানবকন্যাগণ কর্তৃক চতুর্দিকে পরিশোভিত
সুতরাং সেই স্থান কোন্ ব্যক্তির না প্রীতিপ্রদ হইবে, এমন কি
যাঁহার বিমুক্ত ও বীতরাগ, তাঁহাদিগেরও সেই স্থানে অবস্থিতি
করিতে লালসা হয় ।¶ এই স্থানে দিবারক রশ্মি, প্রভামাত্র বিস্তীর্ণ

* তেষু দানবদৈতেষ্য-জাতয়ঃ শতসংঘাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† নানাভরণভূষা ইতি বা পঠ্যতাম ।

শশিনশ্চ ন শীতায় নিশি দ্যোতায় কেবলম্ ॥ ৮ ॥
 ভক্ষ্যভোজ্যমহাপান-মুদিতৈরতিভোগিভিঃ * ।
 যত্র ন জায়তে কালো গতৌহপি দমুজাদিভিঃ ॥ ৯ ॥
 বনানি নদ্যো রম্যাণি সরাসি কমলাকরাঃ ।
 পুংস্কোকিলাভিলাপাশ্চ মনোজ্ঞান্যপরাণি চ ॥ ১০ ॥
 ভূষণান্যতিরম্যাণি গন্ধাঢ্যঞ্চানুলেপনম্ ।
 বীণাবেণুহৃদঙ্গানাং স্বনাস্তূর্য্যাণি চ দ্বিজ † ॥ ১১ ॥
 এতান্যান্যানি চোদার-ভাগ্যভোগ্যানি দানবৈঃ ।
 দৈত্যৈরগৈশ্চ ভুজ্যন্তে পাতালান্তরগোচরৈঃ ॥ ১২ ॥

করে, আতপতাপ প্রদান করিতে পারে না । এই রূপ হিমাংশু-
 রশ্মিও শৈত্য বিস্তার না করিয়া কেবল আলোকমাত্র প্রদান করে ।^৮

পাতাল লোকের অধিবাসী দৈত্যদানব প্রভৃতির বিবিধ ভক্ষ্য
 ভোজ্য ও পেয় দ্রব্য সেবনে নিরন্তর প্রীত ও প্রমোদযুক্ত থাকে
 সুতরাং সময় গত হইলেও তাহারা জানিতে পারে না ।^৯ বিশেষতঃ
 এই পাতাল লোকে রমণীয় বন উপবন নদ নদী ও অফুল্ল কমল-
 স্প্রশোভিত সরোবর বিরাজমান আছে । পুংস্কোকিলগণের স্তমধুর
 রবে চতুর্দিক্ নিনাদিত হইতেছে এবং আর আর কত যে রমণীয়
 বস্তু আছে তাহা বর্ণনা করা যায় না ।^{১০} ব্রহ্মন্ ! অতিশুভ্র ও সুপ-
 রিকৃত ভূষণ, অতি সুগন্ধ অমুলেপন, বীণা বেণু হৃদঙ্গ তূর্য্য প্রভৃ-
 তির অতি স্তমধুর স্বনি, ^{১১} পাতাল তলবাসী মহাভাগ্য দানবগণ
 দৈত্যগণ ও উরগগণ, নিরন্তর এই সমুদায় দুলভ ভোগ্য বস্তু ভোগ
 করিয়া থাকেন ।^{১২}

* মুদিতৈরপি ভোগিভিঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† হিমাশ্বিনাদিতানি চ হাত কেচিৎ পঠন্তি ।

পাতালানামধশাস্ত্রে * বিষেয়া তামসী তমুঃ ।
 শেযাখ্যাদ্গুণান্ বক্তুং ন শক্তাদৈত্যদানবাঃ ॥১৩॥
 যোহনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবোদেবর্ষিপূজিতঃ † ।
 স সহস্রশিরা ব্যক্তস্বস্তিকামলভূষণঃ ॥ ১৪ ॥
 ফণামণিসহস্রৈঃ যঃ স বিদ্যোতয়ন্ দিশঃ ।
 সর্ঙ্গান্ করোতি নিবর্ষ্যান্ জিতায় জগতোহসুরান্ ॥১৫॥
 মদাঘূর্ণিতনেত্রোহসৌ যঃ স দৈবৈককুণ্ডলঃ ।
 কিরীটী অশ্বরো ভাতি সাধিঃ শ্বেত ইবাচলঃ ॥ ১৬ ॥
 নীলবাসা মদোৎসিক্তঃ ‡ শ্বেতহারোপশোভিতঃ ।

পাতাল তলের অধঃপ্রদেশে শেষ নামে রিক্তর একটি তামসী
 মূর্তি আছে । দৈত্যগণ বা দানবগণও এই মূর্তির গুণ বর্ণন করিতে
 সমর্থ নহে ।^{১*} সিদ্ধগণ এই মূর্তিকে অনন্ত বলিয়া থাকেন । দেব-
 র্ষিগণ পরমদেবতা বলিয়া তাঁহার পূজা করেন । এই অনন্তদেবের
 সহস্র মস্তক এবং স্বস্তিক অর্থাৎ রেখাবিশেষ সেই মস্তক সহস্রের
 নির্মল ভূষণ ।^{২*} তিনি জগতের হিত সাধনের নিমিত্ত ফণামণি
 সহস্রদ্বারা সকল দিক্ সমুজ্জ্বল করেন এবং তদ্বারা সমুদায় অসুরগণ
 নিবর্ষ্য হইয়া থাকে ।^{৩*} মদমস্ততা হেতু তাঁহার নয়ন সতত ঘূর্ণায়-
 মান । তিনি সর্ঙ্গদা অদ্বিতীয় কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন । তাঁহার
 মস্তকে কিরীট এবং গলদেশে অপূর্ণমালা শোভা বিস্তার করি-
 তেছে । তিনি অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্ষতের ন্যায় অননুভবনীয় দীপ্তি
 ধারণ করিতেছেন ।^{৪*} তাঁহার পরিধান নীল বসন, তিনি সর্ঙ্গদা

* পাতালানামধশাস্ত্রে উক্তি বা পাঠ্যম্ ।

† সিদ্ধৈর্দেবদেবর্ষিপূজিতঃ উভাপি গ্রামাণিকঃ পাঠঃ ।

‡ নীলবাসা মদোৎসিক্ত ইতি বসাকুহরাক্তপুস্তকস্য পাঠঃ ।

সাত্ত্বগঙ্গাপ্রবাহোহসৌ কৈলাসাদ্রিরিবোন্নতঃ ॥ ১৭ ॥
 লাক্ষ্মীসম্ভ্রান্তাণো বিভ্রম্যন্ত মূলমুত্তমম্ ।
 উপাসাতে স্বয়ং কান্ত্যা যো বারুণ্য চ মূর্ত্তয়া ॥ ১৮ ॥
 কম্পান্তে সম্য বভ্ৰেভ্যো বিমানলশিখাঙ্গুলঃ ।
 সঙ্কর্ষণাত্মকোরুদ্রো নিষ্কুম্ভান্তি জগত্ত্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥
 স বিভ্রচ্ছৈখরীভূতমশেষং ক্ষিতিমণ্ডলম্ ।
 আন্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোহশেষমুরার্চিতঃ ॥ ২০ ॥
 তস্য বীৰ্য্যং প্রভাবঞ্চ স্বরূপং রূপমেব চ ।
 ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং জ্ঞাতুং বা ত্রিদশৈরপি ॥ ২১ ॥
 যস্যৈষা সকলা পৃথ্বী ফণামণিশিখারুণা ।

মদোৎসিক্ত এবং তাঁহার গলদেশে সর্ষদা স্বৈতবর্ণ হার প্রলম্বিত
 রহিয়াছে। তাহাতে বোধ হয়, কৃষ্ণমেঘ ও গঙ্গা প্রবাহ সমলঙ্কৃত
 কৈলাস পর্যন্ত যেন শোভা পাইতেছে।^{১৭} তাঁহার এক হস্তে
 লাক্ষ্মী ও অপর হস্তে উৎকৃষ্ট মুমল শোভা পাইতেছে। কান্তি
 অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী এবং বারুণী অর্থাৎ মদিরাধিকাত্রী দেবী মূর্ত্তি-
 মতী হইয়া স্বয়ং তাঁহার উপাসনা করিতেছেন।^{১৮} মহাপ্রলয়
 কালে তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে বিমানল শিখা দ্বারা সমুজ্জ্বল সঙ্কর্ষণ
 নামক রুদ্র নিষ্কাস্ত হইয়া ত্রিলোক গ্রাস করিয়া থাকেন।^{১৯} অশেষ
 সুরগণ কর্তৃক সমর্চিত শেষমূর্ত্তি ভগবান্, পাতালতলে অবস্থিতি
 পূর্ব্বক মন্তকের শেখর স্বরূপ সমুদায় অবনীমণ্ডল ধারণ করিয়া
 আছেন।^{২০} পরন্তু দেবগণও তাঁহার বীৰ্য্য প্রভাব স্বরূপ ও রূপ
 বর্ণন করিতে বা জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন।^{২১} এই অখণ্ড ভূমণ্ডল,
 তাঁহার শিখামণি-কিরণজাল দ্বারা অরুণবর্ণ হইয়া যদীয় মস্তকস্থ

আন্তে কুসুমমালেব কস্তদ্বীৰ্য্যং বদিষ্যতি ॥ ২২ ॥
 যদা বিজৃম্বতেহনন্তো মদঘূর্ণিতলোচনঃ ।
 তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াক্ষিকাননা * ॥ ২৩ ॥
 গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ কিম্মরোরগচারণাঃ ।
 নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তোহরমব্যয়ঃ ॥ ২৪ ॥
 যস্য নাগবধূহৃষ্টৈর্গালিতং † হরিচন্দনম্ ।
 মুহুঃ শ্বাসানিলাপাস্তং যাতি দিক্শূদবাসতাম্ ‡ ॥ ২৫ ॥
 যমারাধ্য পুরাণর্ষির্গর্গো জ্যোতীংষি তত্ত্বতঃ ।
 জ্ঞাতবান্ সকলশ্লেষ নিমিত্তপঠিতং ফলম্ ॥ ২৬ ॥

কুসুমমালার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহার যে কিরূপ বীৰ্য্য তাহা কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে ।^{২২}

এই অনন্তদেব যখন মদঘূর্ণিতলোচন হইয়া জুম্মা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে সমুদ্র সলিল ও কাননসমূহের সহিত এই পৃথিবী কম্পিত হইয়া থাকে ।^{২৩} গন্ধৰ্বগণ, অপ্সরোগণ, সিদ্ধগণ, কিম্মর-গণ, উরগগণ ও চারগগণ, সেই অব্যয় পুরুষের শ্রুণের অন্ত পান নাই, এই নিমিত্ত তিনি অনন্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ।^{২৪} নাগ-বধূগণ তাঁহার গাত্রে যে সুরভি হরিচন্দনের অনুলেপন করিয়া দিয়া থাকেন তাহা তদীয় শ্বাসানিল দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া দিক্ সকলের সুগন্ধীকরণ চূর্ণস্বরূপ হয় ।^{২৫} পুরাণ মহর্ষি গর্গ, যাহার আরাধনা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের তত্ত্ব, ও তাবি শুভাশুভ ফলজনক সুনিমিত্ত

* সাদ্রিতোয়সকাননা ইতি রাজবান্ধিতপুস্তকস্য পাঠঃ ।

† যস্য নাগবধূহৃষ্টৈর্গালিতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ যাতি দিকপটবাসতাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

তেনৈয়ং নাগবর্ষেণ শিরসা বিধূতা মহী ।

বিভক্তি মালাং লোকানাং সদেবাস্থরমানুষাম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ও দুর্নিমিত্তাদি অবগত হইয়াছেন।^{১০} সেই নাগরাজ অনন্তদেব
কণামণ্ডল দ্বারা এই অবনীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন, অবনীমণ্ডলও
দেব অস্থর ও মানবগণের সহিত লোকমালা অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ
ঐত্ৰীতি চতুর্দশ ভুবন ধারণ করিতেছে।^{১১}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ পঞ্চম অধ্যায়

সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ।



পরাশর উবাচ ।

ততশ্চ নরকান্ বিপ্র ! ভুবোহধঃসলিলস্য চ ।
পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তান্ শৃণুষ মহামুনে ! ॥ ১ ॥
রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা ।
মহাঙ্গালস্তপ্তকুন্তো শ্বসনোহথ বিমোহনঃ* ॥ ২ ॥
রুধিরাক্কো † বৈতরণী কুমীশঃ কুমিভোজনঃ ।
অসিপত্রবনং কুষ্মেণ লালভক্ষ্যশ্চ দারুণঃ ‡ ॥ ৩ ॥
তথা পুয়বহঃ পাপো বহ্নিঙ্গালো হৃধঃশিরাঃ ।

পরাশর কহিলেন । ব্রহ্মন্ ! ভূমণ্ডল ও জলরাশির নিম্ন
প্রদেশে, কতকগুলি নরক আছে । পাপীরা তথায় নিক্ষিপ্ত হইয়া
থাকে । এই সমুদায় নরকের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ।^১

রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাঙ্গাল^১ তপ্তকুণ্ড,
(তপ্তকুন্ত,) লবণ, (শবন) বিমোহন, (বিলোহিত)^২ রুধিরাক্ক,
(বধিরাক্ক) বৈতরণী, কুমীশ, কুমিভোজন, অসিপত্র বন, কুষ্ম,
লালাভক্ষ্য, (লালভক্ষ্য) দারুণ ।^৩ পুয়বহ, পাপ, বহ্নিঙ্গাল, অধঃ-

* লবণোহথ বিলোহিতঃ ইতি পাঠান্তবন্ ।

† বধিরাক্ক ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

‡ লালভক্ষ্যশ্চ দারুণঃ ইতি ভিন্নঃ পাঠঃ ।

সন্দংশঃ কালসূত্রশ্চ তমশ্চাবীচিরেব চ ॥ ৪ ॥
 স্বভোজনোহথাপ্রতিষ্ঠশ্চাবীচিশ্চ তথাপরঃ ।
 ইত্যেবমাদয়শ্চান্যে নরকা ভূশদারুণাঃ ॥ ৫ ॥
 যমস্য বিষয়ে ঘোরাঃ শাস্ত্রাণিভয়দায়িনঃ ।
 পতন্তি তেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাস্তু যে ॥ ৬ ॥
 কূটসাক্ষী তথা সম্যক্ পক্ষপাতেন যো বদেৎ ।
 যশ্চান্যদনৃতং বক্তি স নরো যাতি রোরবম্ ॥ ৭ ॥
 ভ্রূহা পুরহর্তা * চ গোম্বশ্চ মুনিসত্তম ! ।
 যান্তি তে নরকং রোধং † যশ্চোচ্ছ্বাসনিরোধকঃ ॥ ৮ ॥
 সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেয়ো সুবর্ণস্য চ শূকরে ।

২

শিরাঃ, সন্দংশ, কালসূত্র, তমঃ, অবীচি, ১° স্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ, অগীচী ইত্যাদি সাতিশয় দারুণ অনেকগুলি নরক আছে ।° এই সমুদায় নরক যমরাজের রাজ্যের অন্তর্গত । পাপাচারী লোকেরা এই সমুদায় নরকে পতিত হইয়া থাকে । এখানে সর্বদাই শাস্ত্র অগ্নি প্রভৃতির ভয় বিদ্যমান রহিয়াছে ।°

যে ব্যক্তি কূটসাক্ষী, যে ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাত করে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহে, সেই সমুদয় মনুষ্য রোরব নামক নরকে পতিত হয় ।° মুনিশ্রেষ্ঠ ! যাহারা ভ্রূহত্যা করে, যে ব্যক্তিরা অন্যের ভদ্রাসন কাড়িয়া লয়, যে সকল লোক গোহত্যা করে, তাহারা রোধ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ।* এই নরকে জীবগণের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায় ।° যে সকল মনুষ্য সুরাপান

* ভ্রূহা গুরুত্বা চ ইতি, পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

† যান্তি তে নরকং ঘোরম্ ইত্যপরে পঠন্তি ।

প্রয়াতি নরকে যশ্চ তৈঃ সংসর্গমুপৈতি বৈ ॥ ৯ ॥

রাজন্যবৈশ্যহা তালে তথৈব গুরুতম্পগঃ ।

তপ্তকুণ্ডে স্বহগামী * হস্তি রাজভটাংশ্চ যঃ ॥ ১০ ॥

সান্ধীবিক্রয়রুদ্ধপালঃ † কেসরিবিক্রয়ী ।

তপ্তলোহে পতন্ত্যেতে যশ্চ ভক্তং পরিত্যজেৎ ॥ ১১ ॥

স্মৃতাং স্মৃতাং বাপি গত্বা ‡ মহাজ্বালে নিপাতাতে ।

অবমন্তা গুরুণাং যো যশ্চাক্রোষ্টা নরাধমঃ ॥ ১২ ॥

বেদদুষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়কশ্চ যঃ ।

করে, যাহারা ব্রহ্মহত্যায় প্ররক্ত হয়, যাহারা স্তবর্ণ অপহরণ করে এবং যাহারা এই সকল পাপাত্মার সহিত সংসর্গ করিয়া থাকে, তাহারা শূকর নামক নরকে পতিত হয়।^{১০} যাহারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হত্যা করে, তাহারা তাল নামক নরকে যায়। যাহারা গুরুপত্নী হয়গে প্ররক্ত হয়, তাহারা তপ্তকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা রাজদূতকে বিনষ্ট করে, তাহারা রুধির নামক নরকে পতিত হয়।^{১১} যে সকল লোক পতিব্রতা পত্নীকে বিক্রয় করে, যাহারা কারাগার রক্ষকের কর্মে নিযুক্ত হয়, যাহারা অশ্ব বিক্রয় করিয়া থাকে, যে সকল মনুষ্য ভক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহারা তপ্তলোহ নামক নরকবিশেষে নিপতিত হয়।^{১২} যে সকল পাপাত্মা কন্যা বা পুত্রবধূ গমন করে, তাহারা মহাজ্বাল নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। যে সকল নরাধম গুরুলোকের প্রতি অবমাননা বা আক্রোশ প্রকাশ করিয়া

* তপ্তকুণ্ডে স্বহগামী ইতি বা পাঠীয়ম্ ।

† সান্ধীবিক্রয়রুদ্ধপাল ইতি বা পাঠঃ ।

‡ স্মৃতাং স্মৃতাং চাতিগামী ইতি বা পাঠঃ ।

অগম্যাগামী যশ্চ স্যাৎ তে যান্তি লবণং দ্বিজ ॥ ১৩ ॥

চৌরো বিমোহে পততি মর্যাদাদূষকস্তথা ।

দেবদ্বিজপিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ ।

স যাতি ক্রমিভঞ্জে বৈ ক্রমীশে চ দুরিষ্টকৃৎ ॥ ১৪ ॥

পিতৃদেবাত্মিত্বান্ যশ্চ * পর্যাশ্রাতি নরাধমঃ ।

লালভঞ্জে স যাত্যুগ্রে শরকর্তা চ বেধকে † ॥ ১৫ ॥

করোতি কর্ণিনো যশ্চ যশ্চ খড়্গাদিকৃৎ নরঃ ।

প্রয়ান্ত্যেতে বিশসনে নরকে ভূশদারুণে ॥ ১৬ ॥

অসৎ প্রতিগ্রহীতা তু নরকে যাত্যধোমুখে ‡ ।

থাকে।^{১২} যাহারা বেদ নিন্দা বা বেদ বিক্রয় করে, যে সকল মনুষ্য অগম্যা গমনে প্ররম্ভ হয়, তাহারা লবণ নামক নরকে গমন করে।^{১৩} যে ব্যক্তি লোভে যুদ্ধ হইয়া চৌর্য্যকার্য্যে প্ররম্ভ হয় যে ব্যক্তি শিষ্টাচারের নিন্দা করে, যে ব্যক্তি দেবতার ব্রাহ্মণের বা পিতার নিন্দা করিতে প্ররম্ভ হয়, যে ব্যক্তি রত্ন দূষিত করে, তাহারা ক্রমি-ভোজন নামক নরকে নিষ্কিন্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতিচার কর্ত্তা সে ব্যক্তি ক্রমীশ নামক নরকে গমন করে।^{১৪} যে নরাধম পিতা, দেবতা বা অতিথিকে ফেলিয়া অগ্রে ভোজন করে, সে ব্যক্তি লাল-ভঞ্জন নামক অত্যাধম নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি বাণ প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি বেধক (বা রোধক) নামক নরকে যায়।^{১৫} যাহারা কর্ণ নামক বাণ বিশেষ প্রস্তুত করে বা যে সকল ব্যক্তি খড়্গাদি নির্মাণ করিয়া থাকে, তাহারা বিশসন নামক সাত্ত্বিক দারুণ

* পিতৃদেবাত্মরান্ যশ্চ ইতি বা পাঠঃ ।

† বেধকে ইতি বা পাঠঃ ।

‡ অসৎ প্রতিগ্রহীতাবো নরকে যাত্যধোমুখে ইতি বা পাঠঃ ।

অযাজ্যযাজকশ্চৈব তথা নক্ষত্রসূচকঃ ॥ ১৭ ॥

কুমিপুয়বহষ্টৈকে * যাতি মিষ্ঠান্নভুঙ্ নরঃ ।

লাক্ষ্যমাংসরসান্নাঞ্চ তিলানাং লবণস্য চ ।

বিক্রেতা ব্রাহ্মণো যাতি তমেব নরকং দ্বিজ ! ॥ ১৮ ॥

মার্জ্জারকুক্কুটচ্ছাগ-শ্ববরাহবিহঙ্গমান্ ।

পৌষয়ন্নরকং যাতি তমেব দ্বিজসত্তম ! ॥ ১৯ ॥

রজ্জোপজীবৌকৈবর্তঃ কুণ্ডাশী গরদস্তথা ।

সূচী মাহিষিকশ্চৈব পর্ককারী চ যো দ্বিজঃ † ॥ ২০ ॥

নরকে পতিত হয় ।^{১৭} যে ব্যক্তি অসৎ প্রতিগ্রহ করে ও যে ব্যক্তি অযাজ্য যাজন বা গ্রহ নক্ষত্রাদি গণনা করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি অধঃশিরা নামক নরকে যায় ।^{১৮} ব্রহ্মন্ ! যাহারা একাকী ভোজন করে তাহারা কুমিযুক্ত পুয়বহ নরকে গমন করে । যে সকল ব্রাহ্মণ, লাক্ষ্য মাংস রস তিল ও লবণ বিক্রয় করে বা অসম সাহসিক কার্যে প্ররস্ত হয়, তাহারাও উক্ত নরকে পতিত হয় ।^{১৯} ব্রহ্মন্ ! ব্রাহ্মণ হইয়া বিড়াল কুক্কুট কুক্কুর ছাগ বরাহ ও পক্ষী পুষিলে উক্ত নরকে গমন করে ।^{২০} যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকূলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রজ্জোপজীবী হয় অর্থাৎ নট মল্ল প্রভৃতির ব্যবসায় অবলম্বন করে, যে ব্রাহ্মণ ধীবর রুস্তি অবলম্বন পূর্কক জীবিকা নির্বাহে প্ররস্ত হয়, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া কুণ্ডের ‡ অর্থাৎ জারজ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, যে ব্যক্তি বিষপ্রদান করে, যে ব্রাহ্মণ খল, যে ব্রাহ্মণ মাহিষিক অর্থাৎ মাহিষের ব্যবসা করে (বা স্ত্রীকে ব্যভিচা-

* বেগিপুয়বহষ্টৈক উক্তি বা পাঠঃ ।

† পর্ককারী চ যো দ্বিজ উক্তি বা পাঠঃ ।

‡ স্বামী জীবিত থাকিতে যে জারজ সন্তান হয় তাহার নাম কুণ্ড ।

আগারদাহী মিত্রস্বঃ শাকুনির্গামযাজকঃ
 রুধিরাক্ষে পতন্ত্যেতে সোমং বিক্রীণতে চ যে ॥ ২১ ॥
 মধুহা গ্রামহন্তা চ যাতি বৈতরণীং নরঃ ।
 রেতঃপানাদিকর্তারো মর্যাদাতেদিনো হি যে ।
 তে ক্রুষে যান্ত্যশৌচাশ্চ কুহকাজীবিনশ্চ যে ॥ ২২ ॥
 অসিপত্রবনং যাতি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ ।
 ঔরভ্রিকা মৃগবাধা বহ্নিজ্বালে পতন্তি বৈ ॥ ২৩ ॥
 যান্ত্যেতে দ্বিজ ! তত্রৈব যে চাপাকেমু বহ্নিদাঃ ।
 ত্রতানাং লোপকো যশ্চ স্বাশ্রমাচ্ছিত্যশ্চ যঃ ॥ ২৪ ॥

রিণী করিয়া তদ্বারা জীবিকা নির্বাহে প্ররুন্ত হয়) যে ব্রাহ্মণ অর্থ-
 লোভে অপর্কদিবসে পর্কদিবসীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে (বা পর্ক-
 দিনে পত্নী সহবাসে প্ররুন্ত হয়, ^{২০} যে ব্যক্তি গৃহ দক্ষ করে,
 যে মনুষ্য মিত্রদ্রোহী হয়, যে ব্রাহ্মণ পক্ষীর ব্যবসায় করে বা গ্রাম-
 যাজক হয়, যে ব্রাহ্মণ সোমরস বিক্রয় করে, ইহারা সকলে রুধি-
 রাক্ষ (বধিরাক্ষ) নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয় । ^{২১} যে ব্যক্তি মধু নষ্ট
 করে বা গ্রাম নষ্ট করিয়া ফেলে, সে বৈতরণী নামক নরকে পতিত
 হয় । যাহারা রেতঃপানাদি দুষ্ট্রিয়াতে প্ররুন্ত হয়, যাহারা
 ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে, যে সকল লোক সর্ষদা অশুচি
 থাকে, যাহারা ঐশ্বর্যজালিক ব্যবসায় অবলম্বন করে তাহারা
 কালসূত্র নামক নরকে যায় । ^{২২}

যে ব্যক্তি বিনা কারণে বনচ্ছেদন করে, সে অসিপত্র বন নামক
 নরকে নিক্ষিপ্ত হয় । মেঘব্যবসায়ী ও মৃগবাধেরা বহ্নিজ্বাল নামক
 নরকে গমন করে । ^{২৩} ব্রহ্মন্ ! যাহারা ইষ্টক কলস মৃদ্ভাণ্ড প্রভৃতি
 অদাহ্য পদার্থে বহ্নি প্রদান করে, তাহারাও উক্ত বহ্নিজ্বাল নামক

সন্দংশযাতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি ।
 দিবাস্বপ্নে চ স্কন্দন্তে যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ ।
 পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ তে পতন্তি স্বভোজনে ॥ ২৫ ॥
 এতে চান্যে চ নরকাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 যেষু দুষ্কৃতকর্মাণঃ * পচ্যন্তে যাতনাগতাঃ ॥ ২৬ ॥
 যথৈব পাপান্যেতানি তথান্যানি সহস্রশঃ ।
 ভুজ্যন্তে যানি পুরুষৌ-নরকান্তরগোচরৈঃ ॥ ২৭ ॥
 বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধঞ্চ কর্ম কুর্কন্তি যে নরাঃ ।
 কর্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে ॥ ২৮ ॥

নরকে নিষ্কিপ্ত হয় । যাহারা ব্রত লোপ করে ও যাহারা আপনায়
 আশ্রম পরিত্যাগ করে ^{২৫} তাহারা সকলেই সন্দংশ নামক নরকে
 যায় । যে সকল ব্রহ্মচারী দিবসে নিদ্রিত হইলে রাতঃস্বলন হয়,
 যাহারা পুত্র কর্তৃক অধ্যাপিত হইয়া থাকে, তাহারা স্বভোজন
 নামক নরকে প্রবিষ্ট হয় ।^{২৬}

আমি যে সমুদায় নরকের নামোল্লেখ করিলাম, তন্মিত্ত শত
 সহস্র নরক আছে । যাহারা পাপানুষ্ঠান করে তাহারা ঐ সমস্ত
 নরকে পতিত হইয়া অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ।^{২৭}
 (এই পৃথিবীতে) উক্ত সমুদায় পাপের ন্যায় যেমন অন্যান্য অশেষ-
 বিধ পাপ আছে, সেইরূপ নানাপ্রকার নরকও রহিয়াছে । যে
 ব্যক্তি যাদৃশ পাপে লিপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি তদনুরূপ নরকে পতিত
 হইয়া স্বকৃত পাপের ফলভোগ করিয়া থাকে ।^{২৮}

যে সকল মনুষ্য কর্মদ্বারা মনোদ্বারা বা বাক্যদ্বারা জাতি বিরুদ্ধ

* যে তু দুষ্কৃতকর্মাণ হাত বা পাঠঃ ।

† জাতি পুরুষৈর্যানি ইতি বা পাঠঃ ।

অধঃশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকৈর্দীর্ঘি দেবতাঃ ।
 দেবাশ্চাধোমুখান্ সর্কান্ অধঃপশ্যন্তি নারকান্ ॥ ২৯ ॥
 শ্বাবরাঃ কুমরোহি জাশ্চ পক্ষিণঃ পশাবো নরাঃ ।
 ধার্মিকাস্ত্রিদশাস্ত্রদ্বয়োক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৩০ ॥
 সহস্রভাগাঃ প্রথমা দ্বিতীয়ানুক্রমাৎ তথা ।
 সর্বৈ হ্যেতে * মহাভাগ ! যাবন্মুক্তিসমাপ্তরাঃ ॥ ৩১ ॥
 যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে ভাবন্তে নরকৌকসঃ ।
 পাপকৃদ্ যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ ॥ ৩২ ॥

বা আচার বিরুদ্ধ কর্ম করে তাহারাও নিরয়গামী হয় ।^{১৮} নরকবাসী
 পাপীরা স্বর্গলোকস্থ দেবগণকে অধঃশিরার ন্যায় দর্শন করে এবং
 দেবতারাও নরকস্থ পাপীদিগকে অধঃস্থিতও অধঃশিরা দেখিতে
 পান ।^{১৯} পাপীরা নরকভোগানন্তর ক্রমশঃ শ্বাবর, কুমি, জলচর
 প্রাণী, খেচর প্রাণী, ভূচর জন্তু, মনুষ্য, ধার্মিক মনুষ্য, দেবতা
 ও য়ুমুকু হইয়া জন্মলাভ করে ।^{২০} মহাভাগ ! শ্বাবর জন্ম হইতে
 কুমি জন্ম সহস্রশ্রেণী উৎকৃষ্ট । এইরূপ যে পর্য্যন্ত য়ুমুকু জন্ম না
 হয় সেই পর্য্যন্ত প্রত্যেক জন্মই ঐ সহস্রশ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত
 হইয়া থাকে ।^{২১} (যাহারা নরক ভোগ করে তাহারা ক্রমশঃ শ্বাবর
 অভূতি জন্মলাভ করিয়া মনুষ্য জন্মে পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক কাল-
 ক্রমে স্বর্গে গমন করিতেছে । যাহারা দেবতা ও স্বর্গলোকে
 থাকেন তাহারাও পুণ্য ক্ষয় ও দুষ্কৃত বশতঃ কালক্রমে নরকে যান
 স্মতরাৎ) স্বর্গ ও নরক উভয় স্থলেই বহুসংখ্য প্রাণী বাস করিতেছে ।
 যে ব্যক্তি পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহাকে নিশ্চয়ই নরক-

পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্ যথা ।
 তথা তথৈব সংসৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ ॥ ৩৩ ॥
 পাপে গুরুণি গুরুণি স্বপ্পান্যপ্পে চ তদ্বিদঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় ! জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
 প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ ।
 যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ * ॥ ৩৫ ॥
 ক্লতে পাপেহনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে ।
 প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্মৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥ ৩৬ ॥
 প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যা-মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্ ।
 নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥ ৩৭ ॥

গমন করিতে হয়, (কিছুতেই তাহার খণ্ডন হয় না) ।^{১২} যে পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত অনুরূপ হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া মহর্ষিরা বলিয়া গিয়াছেন ।^{১৩} মৈত্রেয় ! স্বায়ম্ভব মনু প্রভৃতি তদ্বদর্শী মহর্ষিরা গুরুপাপে স্তুর প্রায়শ্চিত্ত, অল্প পাপে অল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন ।^{১৪}

(মহর্ষিরা পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যে সকল) কৃচ্ছাদি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ের মধ্যে হরি স্মরণই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অন্তরের সহিত বিম্বুকে স্মরণ করিলে সমুদায় পাপই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।^{১৫} যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করিয়া অনুতাপ যুক্ত হয় তাহার পক্ষে হরিস্মরণই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, তাহার আর কোন প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা থাকে না ।^{১৬} প্রাতঃকালে রজনীতে সন্ধ্যাকালে বা মধ্যাহ্ন সময়ে অথবা অন্য যে কোন সময় যদি

* কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ইতি কেচিৎ পাঠান্তঃ ।

বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ * ।
 মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিশ্রোহনুমীয়াতে ॥ ৩৮ ॥
 বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চনাদিষু ।
 তস্মান্তুরায়ো মৈত্রেয় ! দেবেন্দ্রাদিকং ফলম্ ॥ ৩৯ ॥
 ক নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্ ।
 ক জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুতমম্ ॥ ৪০ ॥
 তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে ! ।
 ন যাতি নরকং মর্ত্যঃ † সংক্ষীণাখিলপাতকঃ ॥ ৪১ ॥

মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক একবার মাত্র নারায়ণকে স্মরণ করে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়।^{৩৭} ভক্তিমুক্ত হৃদয়ে বিষ্ণুর স্মরণ করিলে সমুদায় পাপ মোচন ও মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হয়, এমন কি বিষ্ণু স্মরণকারীর পক্ষে স্বর্গলাভও পরম-পুরুষার্থের বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।^{৩৮} মৈত্রেয় ! যে পুণ্যাত্মা জপ হোম বা পূজাদি সময়ে একমাত্র বাসুদেব কৃষ্ণে মনঃসমাদান করেন তাঁহার পক্ষে দেবরাজ পদ প্রাপ্তিও পরমপুরুষার্থের অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়।^{৩৯} যে স্থান হইতে পুনর্বার পতন হয় ঐদৃশ স্বর্গলোক গমন ও পরমপুরুষার্থ মুক্তিফলোপ-
 ধায়ক বাসুদেব নাম জপ, এতদুভয়ের অনেক অন্তর।^{৪০}

মুনে ! যে ব্যক্তি অহোরাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি উক্ত সমুদায় কারণ বশতঃ সমস্ত পাপ হইতে^{৪১} বিনির্মুক্ত থাকে সুতরাং তাহাকে আর কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।^{৪২}

* বিষ্ণু স্মরণসংক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয় হাঁত বা পাঠঃ ।

† ম যাতি নরকং শুদ্ধ ইতি কস্যাচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপৰ্যায়ঃ ।

নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম ! ॥ ৪২ ॥

বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়ৈবোক্তবায় চ ।

কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ বস্তু বস্ত্ৰাত্মকং কুতঃ * ॥ ৪২ ॥

তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনদুঃখায় জায়তে ।

তদেব কোপায় ততঃ প্রসাদায় চ জায়তে ॥ ৪৪ ॥

তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিং সুখাত্মকম্ ।

মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ † ॥ ৪৫ ॥

জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্ম জ্ঞানং বন্ধায় চেব্যতে ।

দ্বিজবর ! যাহা হইতে মনে প্রীতি হয় তাহার নাম স্বর্গ এবং যাহা হইতে অন্তঃকরণের ক্রেশ হয় তাহার নাম নরক, অতএব পুণ্য ও পাপের নামান্তরই স্বর্গ ও নরক ।^{৪২} (অক্ চন্দন বনিতা প্রভৃতি যে সমুদায় ভোগ্য বস্তু সুখসাধন বলিয়া বিখ্যাত আছে, তন্মধ্যে দেশ কাল পাত্রাদির অবস্থা ভেদে) এক বস্তুই কখন দুঃখ সাধন, কখন সুখ সাধন, কখন ঈর্ষ্যাৎপাদক, কখন ক্রোধোদ্দীপক হইয়া থাকে, অতএব সমুদায় বস্তুকেই দুঃখের নিদান বলিতে হইবে ।^{৪৩} দেখ, এ এক বস্তু কখন প্রীতি উৎপাদন করে, কখন বা ক্রোধের কারণ হয়, কখন বা তাহা হইতে অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে ।^{৪৪} অতএব এই জগতে কোন বস্তুই দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক বলিয়া পৃথক্ নির্দিষ্ট নাই । সুখ বা দুঃখ কেবল অন্তঃকরণের পরিণাম মাত্র ।^{৪৫} একমাত্র বিজ্ঞানই পরম ব্রহ্ম, বিজ্ঞান

* বস্তু দুঃখাত্মকং তত ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† সুখদুঃখোপলক্ষণ ইতি বা কৈশিচৎ পঠ্যতে ।

জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাদ্বিদ্যতে পরম্ ।
 বিদ্যাবিদ্যেতি মৈত্রেয় ! জ্ঞানমেবাবধারণ ॥ ৪৬ ॥
 এবমেতন্ময়া খ্যাতং ভবতো মণ্ডলং ভুবঃ ।
 পাতালানি চ সৰ্কানি তথৈব নরকা দ্বিজ ! ॥ ৪৭ ॥
 সমুদ্রাঃ পৰ্বতাশ্চৈব দ্বীপবৰ্ণানি নিম্নগাঃ ।
 সঙ্ক্ষেপাৎ সৰ্কমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

হইতে সংসার বন্ধন হয় কারণ এই বিশ্বই বিজ্ঞানময়, অতএব
 বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোন বস্তুরই সম্ভা নাই । বিদ্যা ও অবিদ্যা
 অর্থাৎ জ্ঞান ও মায়া এই দুইটীও বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে ।^{৪৬}

ব্রহ্মন্ ! এই আমি তোমার নিকট সমুদায় ভূমণ্ডলের বিবরণ,
 সমুদায় পাতালের বিবরণ ও নরকের বিবরণ কহিলাম ।^{৪৭} এবং
 পৃথিবীস্থ সমুদায় সমুদ্রে পৰ্বত দ্বীপ বর্ষ নদী প্রভৃতির বৃত্তান্তও
 সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আর কি
 শ্রবণ করিতে বাসনা কর ? ।^{৪৮}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ ষষ্ঠ অধ্যায়
 সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ ।



নৈত্রৈয় উবাচ ।

কথিতং ভূতলং ব্রহ্মন্ মমৈতদখিলং ত্বয়া * ।

ভুবলোকাদিকান্ লোকান্ শ্রোতুমিচ্ছামাহং মুনে ! ১৥

তথৈব গ্রহসংস্থানং প্রমাণানি যথা তথা † ।

সমাচক্ষু মহাভাগ ! মহ্যং ত্বং পরিপৃচ্ছতে ॥ ২ ॥

পরশর উবাচ ।

রবিচন্দ্রমসৌর্য্যাবন্নয়ুথৈরবভাসতে ‡ ।

সমুদ্ভাসরিচ্ছলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥ ৩ ॥

নৈত্রৈয় কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি আমার নিকট ভূলোকের
ব্রহ্মাস্ত্র সমুদায় কহিলেন, এক্ষণে ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সমুদায় লো-
কের বিবরণ শুনিতে বাসনা করি।^১ মহাভাগ ! এইরূপ গ্রহনক্ষত্র-
গণের স্থান ও পরিমাণ যে প্রকার তাহাও আমার শুনিতে ইচ্ছা
হইয়াছে, আপনি (কৃপা করিয়া) আমার নিকট বলুন।^২

পরশর কহিলেন । চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ দ্বারা সমুদ্র নদী শৈল-
সমবেত ভূমণ্ডলের যত দূর পর্য্যাস্ত উজ্জ্বল হয় তত দূর পর্য্যাস্ত ভূ-

* কথিতং ভুবনং ব্রহ্মন্ মমৈতৎ সকলং ত্বয়া ইতি বা পাঠ্যম্ ।

† প্রমাণানি যথাতথ্যম্ ইতি বহবঃ পাঠান্তি ।

‡ নয়ুথৈরবভাসতে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলাৎ ।
 নভস্তাবৎপ্রমাণং বৈ ব্যাসমণ্ডলতো দ্বিজ ! ॥ ৪ ॥
 ভূমের্ষোজনলক্ষে তু সৌরং মৈত্রেয় ! মণ্ডলম্ ।
 লক্ষাদ্ দিবাকরম্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্ ॥ ৫ ॥
 পূর্ণে শতসহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাৎ ।
 নক্ষত্রমণ্ডলং ক্লৃৎস্বম্ উপরিষ্ঠাৎ প্রকাশতে ॥ ৬ ॥
 দ্বৈ লক্ষে চোপরি ব্রহ্মন্ ! বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ ।
 তাবৎপ্রমাণভাগে তু বুধস্ত্যাপ্যশনাঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥
 অঙ্গারকোহপি শুক্রস্ত তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ ।
 লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্ত্য স্থিতো দেবপুরোহিতঃ ॥ ৮ ॥
 শৌরির্বৃহস্পতিশ্চোদ্ধ্বং দ্বিলক্ষে সম্যাগাশ্রিতঃ * ।
 সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাৎ লক্ষমেকং দ্বিজোত্তম ! ॥ ৯ ॥

লোকের সীমা ।° ব্রহ্মন্ ! পৃথিবীর বিস্তার ও উর্দ্ধের পরিমাণ
 যে প্রকার, ভুবলোকের বিস্তার ও উর্দ্ধতাও সেই রূপ ।°

মৈত্রেয় ! ভূমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল
 এবং সূর্য্যমণ্ডল হইতেও এক লক্ষ যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল রহি-
 য়াছে ।° চন্দ্রমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন উপরে সমুদায় নক্ষত্র-
 মণ্ডল শোভা পাইতেছে ।° ব্রহ্মন্ ! নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুই লক্ষ
 যোজন উর্দ্ধে বুধগ্রহ অবস্থিতি করিতেছেন । বুধগ্রহ হইতে দুই
 লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শুক্রগ্রহ রহিয়াছেন ।° শুক্র হইতে দুই লক্ষ
 যোজন উপরে মঙ্গলগ্রহ আছেন । মঙ্গলগ্রহ হইতে দুই লক্ষ
 যোজন উর্দ্ধে বৃহস্পতি অবস্থিতি করিতেছেন ।° বৃহস্পতি গ্রহ

ঋষিভাস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ ।
 মেধোভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রেণ বৈ ধ্রুবঃ ॥ ১০ ॥
 ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতমুৎসেধেন মহামুনে ! ।
 ইজ্যাফলস্য ভূরেণ ইজ্যা চাত্র ব্যবস্থিতা ॥ ১১ ॥
 ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহলৌকো যত্র তে কম্পবাসিনঃ ।
 একবোজনকোটিস্তু যত্র তে কম্পবাসিনঃ * ॥ ১২ ॥
 দ্বৈ কোটৌ তু জনৌ লোকৌ যত্র তে ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ।

হইতে দুই লক্ষ যোজন উপরি শনৈশ্চর গ্রহ আছে । দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! শনৈশ্চর গ্রহের উপরি এক লক্ষ যোজন দূরে সপ্তর্ষিগণ্ডল শোভা বিস্তার করিতেছে ।^{১০} সপ্তর্ষিগণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে ধ্রুব নক্ষত্র বিরাজমান আছেন । এই ধ্রুবনক্ষত্র সমুদায় জ্যোতিশ্চক্রেণ মেধি স্বরূপ অর্থাৎ নাভিস্বরূপ ।^{১১}

মহর্ষে ! এই তোমার নিকট আমি (পঞ্চদশ লক্ষ যোজন উন্নত) ত্রৈলোক্যের বিষয় বর্ণন করিলাম । এই ত্রৈলোক্যই যাগ যজ্ঞাদির ফল ভোগের স্থান এবং ইহার মধ্যেই (ভারতবর্ষে) যাগানুষ্ঠান হইয়া থাকে ।^{১২} ধ্রুবলোক হইতে এক কোটি যোজন উর্দ্ধে মহলৌক আছে । তত্রত্য লোক তথায় এক কম্প বাস করেন অর্থাৎ কম্পান্তে যখন সপ্তর্ষিগণি দ্বারা ত্রিলোকী দক্ষ হইতে আরম্ভ হয় তৎকালে তত্রত্য ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ উদ্ভাপ সহ্য করিতে না পারিয়া উপরিস্থিত জনলোকে গমন করিয়া থাকেন সুতরাং কম্পান্ত কালে মহলৌক জনশূন্য হইয়া যায় ।^{১৩} মৈত্রেয় ! ধ্রুবলোক হইতে দুই কোটি যোজন উর্দ্ধে জনলোক

* একা যোজনকোটি তু মহলৌকোঃ ত্রিদিগতে ইতি বা পাঠঃ

সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামলচেতসঃ ॥ ১৩ ॥
 চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধ্বং * জনলোকাৎ তপঃ স্মৃতম্ ।
 বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জিতাঃ ॥ ১৪ ॥
 বড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকে বিরাজতে ।
 অপুনর্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকে হি স স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥ ,
 পাদগম্যন্তু ষৎকিঞ্চিৎ বস্তুস্তি পৃথিবীময়ম্ ।
 স ভূলোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোহস্ম ময়োদিতঃ ॥ ১৬ ॥
 ভূমিস্বর্ঘ্যান্তরং যত্নু সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্ ।
 ভুবলোকস্তু সোহপ্যুক্তো দ্বিতীয়ে মুনিসত্তম ! ॥ ১৭ ॥

রহিয়াছে। এখান পূর্বোক্ত সনন্দন প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রেরা বাস করেন। তাঁহাদের অস্তঃকরণ অতীব পবিত্র।^{১৩} জনলোক হইতে আট কোটি যোজন উর্দ্ধে তপোলোক বিরাজমান আছে। বৈরাজ-নামক দেবগণ এই লোকে অবস্থিতি করেন। ইঁহারা সম্ভাপাদি-বিবর্জিত।^{১৪} তপোলোক হইতে দ্বাদশ কোটি যোজন উর্দ্ধে সত্যলোক শোভা বিস্তার করিতেছে। এই সত্যলোকই প্রদেশ-ভেদে ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সত্যলোকে যাঁহারা অবস্থিতি করেন তাঁহারা অমর অর্থাৎ মৃত্যু তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না।^{১৫}

এই পৃথিবীর যত দূর পর্য্যন্ত পদ দ্বারা গমনীয় পার্থিব পদার্থ আছে তাহার নাম ভূলোক। ইহার বিস্তার পূর্বে কথিত হইয়াছে।^{১৬} মুনিশ্রেষ্ঠ! ভূমিতল হইতে জুম্যামণ্ডল পর্য্যন্ত যে স্থান আছে, তাহার নাম ভুবলোক। ইহাকেই দ্বিতীয় লোক বলে।

* চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধ্বং ইতি বা বহুসম্বন্ধঃ পাঠঃ।

ঋবসূর্য্যাস্তরং ষষ্ঠ নিযুতানি চতুর্দশ ।

স্বলোকঃ সোহপি গদিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ ॥ ১৮ ॥

ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং মৈত্রেয় ! পরিপঠ্যতে ।

জনস্তপস্তথা * সভামিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥

কৃতকাকৃতকয়োর্মধ্যে মহলোক ইতি স্মৃতঃ † ।

শূন্যো ভবতি কণ্ঠ্যন্তে যোহত্যন্তং ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

এতে সপ্ত ময়া লোকা মৈত্রেয় ! কথিতাস্তবঃ ।

পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডৈশ্চৈব বিস্তরঃ ॥ ২১ ॥

এতদণ্ডকটাহেন তিৰ্য্যক্ চোদ্ধ্বমধস্তথা ।

এই স্থানে সিদ্ধগণ প্রভৃতি বাস করিয়া থাকেন ।^{১৭} যাঁহারা লোক-সংস্থান জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে ঋব-নক্ষত্র পর্য্যন্ত যে চতুর্দশ লক্ষ যোজন স্থান, তাহার নাম স্বলোক ।^{১৮}

মৈত্রেয় ! ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয় কৃতক শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে কারণ প্রতিকল্পে ইহার সৃষ্টি ও ধ্বংস হয় । জন তপঃ ও সত্য এই তিন লোক অকৃতক অর্থাৎ কণ্ঠ্যন্তে ইহার ধ্বংস হয় না ।^{১৯} এই কৃতক লোকত্রয় ও অকৃতক লোকত্রয়ের মধ্যস্থিত মহলৌকিক কৃতকাকৃতক শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ কণ্ঠ্যন্তে ইহার সম্পূর্ণ লয় হয় না । পরন্তু ইহা প্রাণিশূন্য হইয়া যায় ।^{২০} মৈত্রেয় ! এই সপ্ত লোকের বিবরণ তোমার নিকট কহিলাম এবং সপ্ত পাতালের বিবরণও বলিয়াছি সুতরাং সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিকট কথিত হইল ।^{২১}

কপিথের বীজ যেমন চতুর্দিকে সমারূত থাকে তাহার ন্যায়

* জনং তপস্তথা ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† কৃতকাকৃতকো মধ্যে মহলোক ইতি স্মৃতিঃ ইতি বা পাঠঃ ।

কপিখম্য যথা বীজং সৰ্ব্বতো বৈ সমারূতম্ ॥ ২২ ॥
 দশোত্তরেণ পয়সা মৈত্রেয়াশুঞ্চ তদ্রূতম্ ।
 সৰ্ব্বোহম্মু পরিধানোহসৌ বহিনা বেষ্টিতো বহিঃ ॥ ২৩ ॥
 বহিঃচ বায়ুনা, বায়ুর্মৈত্রেয় ! নভসা বৃত্তঃ ।
 ভূতাদিনা নভঃ, সোহপি মহতা পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২৪ ॥
 দশোত্তরাণ্যশেষাণি মৈত্রেয়ৈতানি সপ্ত বৈ ।
 মহান্তঃ সমারূত্য প্রধানং সমবস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥
 অনন্তস্য ন তন্ত্রান্তঃ সংখ্যানঞ্চাপি বিদ্যতে ।
 তদনন্তমসংখ্যাত-প্রমাণং ব্যাপি * বৈ যতঃ ॥ ২৬ ॥
 হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতিঃ সা পরা মুনে ! ।
 অণুনাশ্চ সহস্রাণাং সহস্রাণ্যুতানি চ ।

এই চতুর্দশ ভূবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অধঃ উর্দ্ধে ও পার্শ্বে চতুর্দিকে
 অশুকটাহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ।^{২২} (এই অশুকটাহ কোটি
 যোজন বিস্তার ।) মৈত্রেয় ! এই অশুকটাহও চতুর্দিকে জলদ্বারা
 পরিবৃত্ত । অশুকটাহের পরিমাণ অপেক্ষা জলের পরিমাণ দশগুণ ।
 এই জলাবরণও অগ্নিদ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত ।^{২৩} মৈত্রেয় !
 এইরূপ বহি বায়ুদ্বারা, বায়ু আকাশ দ্বারা, আকাশ ভূতাদি অর্থাৎ
 অহঙ্কার দ্বারা, অহঙ্কার মহত্ত্ব দ্বারা পরিবৃত্ত আছে ।^{২৪} এই
 সপ্ত আবরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর দশগুণ । মৈত্রেয় ! (সর্ব শেষে)
 প্রকৃতি মহত্ত্বের আবরণ হইয়া রহিয়াছে ।^{২৫} এই প্রকৃতি অনন্ত
 অর্থাৎ নিত্য এবং ইহার পরিমাণ করা যায় না । এই জন্য ইহা
 অনন্ত অসংখ্যাত অপরিমাণ ও সর্বব্যাপী বলিয়া কথিত আছে ।^{২৬}
 মুনে ! এই প্রকৃতি অশেষ জগতের প্রধান কারণ । এই প্রকৃতিতে

* তদনন্তমসংখ্যাত-প্রমাণং ব্যাপি ইতি ২৬ পাঠ্যম্ ।

ঐদৃশানাং তথা তত্র * কোটিকোটিশতানি চ ॥ ২৭ ॥
 দারুণ্যধির্যথা তৈলং তিলে তদ্বৎ পুমানপি ।
 প্রধানেন্দ্ৰবস্থিতো বাপী চেতনাত্মাববেদনঃ ॥ ২৮ ॥
 প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সৰ্বভূতাত্মভূতয়া ।
 বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে ! বৃত্তৌ সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ ॥ ২৯ ॥
 তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাব-কারণং সংশ্রয়স্ত চ ।
 ক্ষোভকারণভূতা চ সর্গকালে মহামতে ! ॥ ৩০ ॥
 যথা শৈত্যং জলে বাতো বিভর্তি কণিকাশতম্ ।
 জগচ্ছক্তিস্তথা বিমোঃ প্রধানপুরুষাত্মিকা † ॥ ৩১ ॥

চতুর্দশ ভূবনাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় সহস্র সহস্র কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড (বাক্তরূপে বা অব্যাক্তরূপে) অবস্থিতি করিতেছে ।^{২৭} কাষ্ঠে যেমন অগ্নি থাকে, তিলে যেমন তৈল থাকে, সেই রূপে স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ সর্বাঙ্গ্যাপী পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিতেছেন ।^{২৮} মহাবুদ্ধে ! এই প্রকৃতি এবং পুরুষ, সর্ভভূতের আত্মাস্বরূপ বিষ্ণু-শক্তি কর্তৃক নিয়ম্য-নিয়ন্ত্ৰ, ভাবে সর্ভতোভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ।^{২৯} মহামতে ! সেই বিষ্ণুশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তিই প্রকৃতি ও পুরুষকে প্রলয়কালে পৃথক্ এবং সৃষ্টিকালে সংযুক্ত করে । এই বিষ্ণুশক্তিই স্থিতির প্রারম্ভে প্রকৃতির ক্ষোভের কারণ হয় ।^{৩০} যেমন বায়ু, পরম্পর অসংশ্লিষ্ট—শত শত জলকণা ধারণ করে, তাহার ন্যায় বিষ্ণুশক্তিও পরম্পর অনাসক্ত প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ ধারণ করিতেছে ।^{৩১}

* ঐদৃশাং তত্র জাটানাম্যাত বা পট্টাহাম ।

† প্রধানপুরুষাত্মকত্ব-বৃত্তি কোট্যং পঠ্যন্তি ।

ଯଥା ଚ ପାଦପୋ ମୂଳ-ସ୍ଵରୂପାଦିସଂଯୁତଃ ।

ଆଦିବୀଜାଂ ପ୍ରଭବତି ବୀଜାନ୍ୟାନ୍ୟାନି ବୈ ତତଃ * ॥ ୩୨ ।

ପ୍ରଭବନ୍ତି ତତସ୍ତେଭ୍ୟଃ ସମ୍ଭବନ୍ତ୍ୟପରେ କ୍ରମାଃ † ।

ତେହ୍ନିପି ତଲ୍ଲକ୍ଷଣଦ୍ଵୟା-କାରଣାନ୍ତୁଗତା ଯୁନେ ! ॥ ୩୩ ॥

ଏବମବ୍ୟାକୃତାଂ ପୂର୍ବଂ ‡ ଜାୟନ୍ତେ ମହାଦାଦୟଃ ।

ବିଶେଷାନ୍ତାନ୍ତତସ୍ତେଭ୍ୟଃ ସମ୍ଭବନ୍ତ୍ୟମୁରାଦୟଃ ॥ ୩୪ ॥

ତେଭ୍ୟଃ ପୁତ୍ରାନ୍ତେଷାଂ ପୁତ୍ରାଣାମପରେ ସୁତାଃ ।

ବୀଜାନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରରୋହେନ ଯଥା ନାପଚୟନ୍ତରୋଃ ।

ଭୂତାନାଂ ଭୂତସର୍ଗେନ ନୈବାନ୍ତ୍ୟପଚୟନ୍ତୁଥା ॥ ୩୫ ॥

ସନ୍ନିଧାନାନ୍ତୁ ଯଥାକାଶ-କାଳାଦ୍ୟାଃ କାରଣଂ ତରୋଃ ।

ମୂଳ ସ୍ଵରୂପାଦି ପ୍ରଭୃତିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯେମନ ଆଦି ବୀଜ ହଇତେ ଉତ୍ପ-
ପନ୍ନ ହଇଯା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏବଂ ଐ ବୀଜ ହଇତେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୟ, ଐ ମକଳ ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମେର ଜାତି
ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଯା ଥାକେ^{୩୨} ସେଇରୂପ ପ୍ରକୃତି ହଇତେ ମହ-
ତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଭୃତି ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୟ ଏବଂ ତାହା ହଇତେ ଅମୁ-
ରାଦି ଶ୍ଵେତ ହଇଯା ଥାକେ ।^{୩୩} ଐ ଅମୁର ପ୍ରଭୃତିର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପ୍ରପୌ-
ତ୍ରାଦି କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୟ ପରନ୍ତୁ ବୀଜ ହଇତେ ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଇଲେ
ଯେମନ ପୂର୍ବ ବ୍ରହ୍ମେର କୌଣ ଅପଚୟ ହୟ ନା, ସେଇ ରୂପ ଭୂତ ହଇତେ
ଭୂତାନ୍ତର ଶ୍ଵେତ ହଇଲେ ଐ ପୂର୍ବଭୂତେର କୌଣ ଅବଚୟ ହଇବାର ସମ୍ଭାବନା
ନାହି ।^{୩୪} ଯେମନ ସନ୍ନିଧାନ ହେତୁ ଆକାଶ କାଳ ପ୍ରଭୃତି, ସ୍ଵର୍ଗୋଽ-
ପସ୍ତିର କାରଣ ହୟ, ତାହାର ନ୍ୟାୟ ଜଗତେର ପରିଣାମ ଓ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟେ

* ବୀଜାନ୍ୟାନ୍ୟାନି ବୈ ଯତଃ ଇତି ବହବଃ ପଠନ୍ତି ।

† ଭବନ୍ତେତେ ପରେ କ୍ରମାଃ ଇତି ବା ପଠ ।

‡ ଏବମବ୍ୟାକୃତାଃ ପୂର୍ବମ୍ ଇତି ବା ପଠ୍ୟମ୍ ।

তথৈব পরিণামেন * বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩৬ ॥
 ত্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা ।
 কাণ্ডং কোমলস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলাঃ ॥ ৩৭ ॥
 তুয়াঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ ।
 প্ররোহহেতুসামগ্র্যাং আসাদ্য মুনিসত্তম ! ॥ ৩৮ ॥
 তথা কর্মস্বনৈকেষু দেবাদ্যাঃ সমবস্থিতাঃ ‡ ।
 বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ ॥ ৩৯ ॥
 স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্বমিদং জগৎ § ।
 জগচ্চ যো যত্র চেদং যস্মিন্শ্চ লয়মেষ্যতি ॥ ৪০ ॥
 তদ্বচ্চ তৎ পরং ধাম সদসৎ পরমং পদম্ ।

ভগবান্ বিষ্ণুকে কারণ বলা যায় ১° যেমন ধান্য-বীজমধ্যে,
 ধান্যের মূল নাল পত্র অঙ্কুর কাণ্ড কোমল পুষ্প ক্ষীর তণ্ডুল° তুষ
 কণা, এ সমুদায় অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান আছে ঐএবং ভূমি জল
 প্রভৃতি প্ররোহ-সামগ্রী উপস্থিত হইলে যেমন ঐ সমুদায় আবি-
 ভূত হইতে থাকে° সেইরূপ দেবদানব মনুষ্য প্রভৃতি পাপ পুণ্য
 রূপ স্ব স্ব কর্মে অব্যক্ত রূপে অবস্থিত করিতেছেন। বিষ্ণুশক্তি
 রূপ কারণ দ্বারা তাঁহারা যথাসময়ে আবিভূত হইয়া থাকেন।°

যাঁহা হইতে এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড স্রষ্ট হইয়াছে, যিনি এই
 ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, যাঁহাতে এই ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত করিতেছে, যাঁহাতে
 ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইবে, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই পরমব্রহ্ম ১° এই

* তথৈবপরিণামেন ইতি ভিন্নঃ পাঠিঃ ।

† প্ররোহহেতুং সামগ্র্যাং উভ্যপরে পঠন্তি ।

‡ তথা কর্মস্ব লোকেষু দেবাদ্যাস্তনবঃ স্তিত্ব ইতি পাঠান্তবন্ ।

§ জগদেতচ্চবাচ্যম্ ইতি কেচিং পঠন্তি ।

যস্য সৰ্বমভেদেন যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ॥ ৪১ ॥

স এব মূলপ্রকৃতির্বাভূরূপা জগচ্চ সঃ ।

তন্মিত্তেব লয়ং সৰ্বং যাতি তত্র চ তিষ্ঠতি ॥ ৪২ ॥

কর্তা ক্রিয়াণাং স চ ইজ্যতে ক্রতুঃ

স এব তৎকৰ্মফলঞ্চ তস্য তৎ ।

শ্রুগাদি যৎ সাধনমপাশেষতো

হরেন কিঞ্চিদ্ব্যারিক্রমস্তি বৈ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

সমুদায় জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন, এই সমুদায় চরাচর জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম, তিনিই নিত্য ও অনিত্য বস্তু স্বরূপ ও তিনিই পরম পদ।^{১১} তিনিই মূল প্রকৃতি, তিনিই ব্যাক্তরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, তাঁহাতেই সমুদায় লোক লয় প্রাপ্ত হয়, ও তাঁহাতেই সমুদায় লোক অবস্থিতি করিতেছে।^{১২} তিনিই সমুদায় ক্রিয়া কলাপের কর্তা, তাঁহার উদ্দেশ্যেই যাগ অনুষ্ঠিত হয়, তিনিই যাগের ফলস্বরূপ, তিনিই যাগের ফলদাতা ও তিনিই যাগসাধন সুক্ প্রভৃতি স্বরূপ। অতএব এই জগতে হরি ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই।^{১৩}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ সপ্তম অধ্যায়

সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

অষ্টমাধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

ব্যাখ্যাতমেতদ্ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থানং তব সূত্রত ! ।

ততঃ প্রমাণসংস্থানে সূর্য্যাদীনাং শৃণুযু মে ॥ ১ ॥

যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব ।

ঐষাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণো মুনিসত্তম ! ॥ ২ ॥

সাদ্ধিকোটিস্তথা সপ্ত নিযুতান্যধিকানি বৈ ।

যোজনানান্তু তস্যাক্ষস্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩ ॥

ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে বগ্নেগিন্যক্ষয়াত্মকে ।

সংবৎসরময়ে ক্লৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪ ॥

পরাশর কহিলেন, সূত্রত ! তোমার নিকট নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার সংস্থান বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে সূর্য্যাদির সংস্থান ও পরিমাণ বলিতেছি শ্রবণ কর ।^১ মুনিশ্রেষ্ঠ ! সূর্য্যের রথের পরিমাণ নবসহস্র যোজন এবং তাহার ঐষাদণ্ড অর্থাৎ বাহাতে অক্ষ যুগের সন্ধি হয় সেই দণ্ডের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টাদশ সহস্র যোজন ।^২ তাহার অক্ষ দেড় কোটি সপ্ত নিযুত যোজন অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক । তাহাতেই চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে ।^৩ সেই চক্রের পূর্ণাক্ষ মধ্যাক্ষ ও অপর্ণাক্ষ রূপ তিন নাভি, সংবৎসর

চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়েহক্ষৌ বিবস্বতঃ ।

পঞ্চান্যানি তু সার্কানি স্পন্দনস্য মহামতে! * ॥ ৫ ॥

অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণং তদ্ব্যাগার্কয়োঃ ।

হৃষোহক্ষস্তদ্ব্যাগার্কেন † ক্রবাধারো রথস্য বৈ ।

দ্বিতীয়েহক্ষৌ তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাতলে ॥ ৬ ॥

হর্যাস্ত সপ্ত চ্ছন্দাংসি তেবাং নামানি মে শৃণু ।

গায়ত্রী স বৃহত্যাষিক্ জগতী ত্রিষ্টুবেব চ ।

অনুষ্টুপ্ পংক্তিরিত্যুক্তাচ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ ॥ ৭ ॥

মানসোত্তরশৈলে তু পূৰ্ব্বতোবাসবী পুরী ।

পরিবৎসর প্রভৃতি পাঁচটি অর অর্থাৎ চক্রের শলাকা ও ছয় ঋতু ছয়টি নেমি অর্থাৎ চক্রের প্রাস্ত-বলয় আছে। ইহা অক্ষয় ও সংবৎসরময়, সুতরাং ইহাতেই সমুদায় কালচক্র প্রতিষ্ঠিত আছে।* দিবাকরের রথের দ্বিতীয় চক্র সার্ক পঞ্চচত্বারিংশৎ যোজন পরিমিত।† (ঐষাদশের অগ্রভাগে বক্রভাবে নিবদ্ধ যে অশ্বযোজনার্ধ দণ্ড তাহার নাম যুগ।) অক্ষের পরিমাণ যত, দুই পান্থ স্ব দুই যুগার্কের পরিমাণও সেইরূপ। পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র অক্ষ ঐ যুগার্কের সহিত বায়ুরাশিতে নিবদ্ধ হইয়া ক্রবাধার রূপে বর্তমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় অক্ষ মানসাতল, তাহাতে ঐ রথিরথ সংস্থাপিত আছে*।*

সপ্ত চ্ছন্দই দিবাকরের সপ্ত অশ্ব। তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। গায়ত্রী, বৃহতী, উষিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পঙ্ক্তি, এই সপ্ত চ্ছন্দ সূর্য্যের সপ্ত অশ্ব।† মানসোত্তর পর্ব্বতের পূর্ব দিকে ইন্দ্রপুরী, দক্ষিণ দিকে যমপুরী, পশ্চিম দিকে বরুণপুরী

* স্পন্দনেহসং মহামনঃ ইতি পুস্তকান্তবস্য পাঠঃ ।

† হৃষোহক্ষস্তদ্ব্যাগার্কিক ইতি পুংক পাঠঃ ।

দক্ষিণেন যমস্যান্য প্রতীচ্যাং বরুণস্য চ ।
 উত্তরেণ চ সোমস্য তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ৮ ॥
 বশোকসারা শক্রস্য যাম্য সংযমনী তথা ।
 পুরী স্মৃথা জলেশস্য * সোমস্য চ বিভাবরী ॥ ৯ ॥
 কাষ্ঠাং গতো দক্ষিণতঃ ক্ষিপ্তেয়ুরিব সর্পতি ।
 মৈত্রেয় ! ভগবান্ ভানুর্জ্যোতিবাং চক্রসংযুতঃ ॥ ১০ ॥
 অহোরাত্রব্যবস্থানকারণং ভগবান্ রবিঃ ।
 দেবযানঃ পরঃ পস্থা যোগিনাং ক্লেশসংক্ষরে ॥ ১১ ॥
 দিবসস্য রবির্মধ্যে সর্বকালং ব্যবস্থিতঃ ।
 সর্বদ্বীপেষু মৈত্রেয় ! নিশাঙ্কস্য চ সম্মুখঃ ॥ ১২ ॥

ও উত্তর দিকে সোমপুরী বিদ্যমান আছে । এই সকল পুরীর নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^৮ ইন্দ্রপুরীর নাম বশোকসারা, যমপুরীর নাম সংযমনী, বরুণপুরীর নাম স্মৃথা (মুখ্যা বা স্মৃথ্যা), সোমপুরীর নাম বিভাবরী ।^৯

মৈত্রেয় ! দক্ষিণায়ন কালে ভগবান্ দিবাকর জ্যোতিষচক্রের সহিত দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া নিঃক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় শীঘ্র গমন করেন ।^{১০} ইহাতে তিনি সর্বত্র দিবারাত্রি ব্যবস্থার কারণ হন এবং তিনি ক্রমযুক্তিভাগী যোগীদিগের পক্ষে দেবযান স্বরূপ পরম পথ হইয়া থাকেন ।^{১১}

মৈত্রেয় ! দিবাকর সকল দ্বীপেই মধ্যাহ্নকালে মস্তকের উপরি-
 ভাগে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে থাকিয়া আতপ তাপ বিস্তার করেন ।
 যখন যে দেশে মধ্যাহ্ন কাল হয় তাহার সমমুত্র পাতে স্নমেক-

* পূর্বা মুখ্যা জলেশস্য অথবা পুরী মুখ্যা জলেশস্য ইতি বা পাঠঃ ।

উদয়াস্তমানে চৈব সৰ্বকালন্তু সম্মুখে ।
 বিদিশাস্তু ত্রশেষাস্তু তথা ব্রহ্মন্! দিশাস্তু চ* ॥ ১৩ ॥
 যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ ।
 তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥ ১৪ ॥
 নৈবাস্তমনমকস্ম নোদয়ঃ সৰ্বদা সতঃ ।
 উদয়াস্তমনাখ্যং হি দৰ্শনাদৰ্শনং রবেঃ ॥ ১৫ ॥
 শাক্রাদীনাং পুরে ভিষ্ঠন্ স্পৃশতোষ পুরত্রয়ম্ ।
 বিকর্ণো দ্বৌ বিকর্ণস্থ-জ্ঞীন্ কোণান্ দ্বৈপুরে তথা ॥ ১৬ ॥

ব্যবহিত দেশে নিশার্দ্ধ হইয়া থাকে।^{১২} যেখানে মধ্যাহ্ন কাল হয় সমসূত্র পাতে তাহার পার্শ্বদ্বয়ে সৰ্বদা উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্!^{১৩} দিক্ বিদিক্ সমুদায় স্থানেই এই নিয়ম।^{১০} নিশাপ্রসানে যাহারা যে স্থান হইতে প্রথম সূর্য্য দেখিতে পান, তাঁহাদের পক্ষে তাহাই উদয় বলিতে হইবে এবং যে স্থানে যে সময়ে সূর্য্য বাহাদের দৃষ্টিপথের অতীত হন, সেই স্থানে তাঁহাদের পক্ষে তাহাই অস্ত।^{১৪} বস্তুতঃ সূর্য্যের উদয় বা অস্ত নাই, (কারণ তিনি স্বমেরুর চতুর্দিকে) সৰ্বদাই ভ্রমণ করিতেছেন পরন্তু সূর্য্যের দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।^{১৫} সূর্য্য যখন ইক্ষুপুরী (পূর্ব দিক্) প্রভৃতিতে অবস্থিতি করেন, তখন সেই পুরী ও সম্মুখস্থ অন্য দুই পুরী এবং পার্শ্বস্থ দুই কোণ আলোক ময় করিয়া থাকেন। তিনি যখন কোন কোণে থাকেন তখন ঐরূপ কোণত্রয় ও সম্মুখস্থ দুই পুরীতে প্রভা বিস্তার করেন।^{১৬} দিবা-

* দিশাশ্রমণাস্তু তথা টেমত্রয়। বিদিশাস্তু চ ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ।

† স্পৃশতোষ পুরত্রয়মিতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

‡ সূর্য্য স্বমেরু চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। যে স্থান হইতে যে দিকে সূর্য্যোদয় হইতে দেখা যায় তাহাকে পূর্ব দিক্ বলে। যে দিকে সূর্য্যের অস্তময় দেখা

উদিতো বর্দ্ধমানাভিরামধ্যাহ্নাৎ তপন্ রবিঃ ।

ততঃ পরং হ্রসত্তীভির্গোভিরন্তং নিমচ্ছতি ॥ ১৭ ॥

উদয়াস্তমনাভ্যাঞ্চ সূতে পূর্বা পরে দিশৌ ।

যাবৎ পুরস্তাৎ তপতি তাবৎ পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ১৮ ॥

ঋতেহমরগিরের্মেরোরুপরি ব্রহ্মণঃ সভাম্ ।

যে যে মরীচয়োহর্কস্য প্রয়ান্তি ব্রহ্মণঃ সভাম্ ।

তে তে নিরস্তাস্তদ্ভাসা প্রতীপমুপযান্তি বৈ ॥ ১৯ ॥

কর উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান কিরণদ্বারা তৎপরে ক্ষীয়-
মাণ কিরণদ্বারা তাপ বিস্তার করিয়া অস্ত গমন করেন ।^{১৭} সূর্য্যের
উদয় ও অস্তদ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম দিক নিরূপণ হইয়া থাকে । সূর্য্য
সম্মুখে যত দূর পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করেন, দক্ষিণ ও উত্তর দুই
পার্শ্বে এবং পশ্চাতে তত দূর পর্য্যন্ত কিরণজালদ্বারা উজ্জ্বল
করিয়া থাকেন ।^{১৮} সূর্য্যের উপরিস্থিত ব্রহ্মসভা ব্যতীত সূর্য্যের
সকল স্থানই দিবাকর করে উজ্জ্বল হয় । সূর্য্যের যে সকল কিরণ

যায়, তাহার নাম পশ্চিম দিক । বস্তুতঃ পূর্ব বা পশ্চিম দিকের একটা নির্দিষ্ট স্থান
নাই । আমরা সূর্য্যোদয় দেখিয়া যে স্থানকে পূর্ব দিক বলিয়া নির্দেশ করিতেছি,
অন্য দেখিয়া ব্যক্তিরা সেই স্থানে অস্ত দর্শন করিয়া পশ্চিম দিক বলিয়া নির্দেশ
করিতেছে । সূর্য্যের ও সূর্য্যের উপরিস্থিত ধ্রুব নক্ষত্র সকল দেশেরই উত্তর
দিকে অবস্থিতি করিতেছে । “গর্বেষামেব বর্ষণাৎ মেঘরুস্তরতঃ স্থিতঃ ।” ভাষ্ক-
রাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে সময় লক্ষা ছোপে সূর্য্যোদয় হয় সেই সময় যম-কোটিতে
মধ্যাহ্ন কাল, সিদ্ধপুরে সায়াংকাল ও রোমকপতনে অর্দ্ধ রাত্রি । বস্তুতঃ এ বিষয়ে
পৌরাণিক মতের সহিত আর্য্যাবিদের জ্যোতিষের মতের বা ইয়ুরোপীয় আধুনিক
মতের কোন বিরোধ দেখিতেছি না । পৌরাণিকেরা বলেন, সূর্য্য সূর্য্যের চতু-
র্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন । তিনি সূর্য্যের ব্যবধানে গমন করিলে রাত্রি হয় এ
কথায় আপাততঃ বিরোধ বোধ হয় বটে কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি
হইবে যে, ভাষ্কর্য্য একই হইতেছে । দিবাকর তিন পুরী ও দুই পার্শ্ব উজ্জ্বল
করেন, এ কথায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে দিবা ও অর্দ্ধাংশে
রাত্রি হয় ।

তস্মাদিশ্মুত্তরস্থাং বৈ দিব্যরাত্রিঃ সদৈব হি ।
 সর্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতো যতঃ ॥ ২০ ॥
 প্রভা বিবস্বতো রাত্রাবস্তং গচ্ছতি ভাস্করে ।
 বিশত্যগ্নিমতো রাত্রৌ বহ্নিদূরাং প্রকাশতে ॥ ২১ ॥
 বহ্নিপাদস্তথা ভানুং * দিনেষাবিশতি দ্বিজ ! ।
 অতীব বহ্নিসংযোগাদকঃ সূর্য্যঃ প্রকাশতে ॥ ২২ ॥
 তেজসী ভাস্করাগ্নেয়ে প্রকাশোক্ষস্বরূপিণী ।
 পরম্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়তে দিবানিশম্ ॥ ২৩ ॥
 দক্ষিণোত্তরভূম্যর্দ্রে সমুত্তিষ্ঠতি ভাস্করে ।

ব্রহ্মসভায় গমন করে, তাহার। ব্রহ্মসভার দীপ্তিতে নিরন্তর হইয়া
 প্রত্যাহৃত হয়।^{১১} যত দ্বীপ ও যত বর্ষ আছে, স্নমেরু পর্বত সক-
 লের উত্তর দিকে (এবং লোকালোক পর্বত সকলের দক্ষিণ দিকে)
 অবস্থিতি করিতেছে, এই জন্য উত্তর দিকে (বা দক্ষিণ দিকে কখন
 কখন) নিরন্তর দিবা ও নিরন্তর রাত্রি হইয়া থাকে।^{১২}

যখন দিবাকর অন্ত গমন করেন তখন রাত্রিতে সূর্য্যের কিরণ
 অগ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, এই জন্য রাত্রি কালে স্বদূর স্থান হইতেও
 অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকে।^{১৩} ব্রহ্মন্! এইরূপ অগ্নিকিরণও দিবসে
 সূর্য্যে প্রবিষ্ট হয়। এই জন্য সূর্য্য বহ্নিসংযোগে দিবসে সাতিশয়
 প্রকাশমান হন।^{১৪} প্রকাশ ও উষ্ণ স্বরূপ সূর্য্য ও অগ্নির তেজ,
 দিবা ও রাত্রিতে পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরের উৎকর্ষ
 সম্পাদন করে।^{১৫}

দক্ষিণায়ন কালে দিবাকর যখন দক্ষিণ দিকে গমন করেন তখন
 দক্ষিণ দিকে তমঃশীল রাত্রি জলে প্রবেশ করে এবং উত্তর দিকে

* বহ্নিপ্রভা তথা ভানুং ইতি বা পাঠঃ ।

অহোরাত্রং বিশত্যন্তমঃপ্রাকাশশীলবৎ ॥ ২৪ ॥

আত্মা হি ভবন্ত্যাপো দিবানন্তপ্রবেশনাৎ ।

দিনং বিশতি চৈবান্তো ভাস্করেঃস্তুমুপেয়ুষি * ।

তস্মাচ্ছুক্লীভবন্ত্যাপো নন্তমন্তঃপ্রবেশনাৎ ॥ ২৫ ॥

এবং পুষ্করমধ্যে তু † যদা যাতি দিবাকরঃ ।

ত্রিংশদাগন্তু মেদিন্যাস্তদা মৌহূর্ত্তিকী গতিঃ ॥ ২৬ ॥

কুলালচক্রপর্যন্তো ভ্রমনেষ দিবাকরঃ ।

করোত্যহস্তথা রাত্রিং বিমুঞ্চ্যেদিনীং দ্বিজ ! ॥ ২৭ ॥

অয়নস্তোত্তরস্তাদৌ মকরং যাতি ভাস্করঃ ।

প্রকাশশীল দিবা জলে প্রবিষ্ট থাকাতে তত্রত্য জল শুক্লবর্ণ অনুভূত হইয়া থাকে । উত্তরায়ণ কালে দিবাকর যখন স্নেহের সন্ধি-
হিত হন তখন উত্তর দিকে তমঃশীল রাত্রি জলে প্রবিষ্ট হয় এবং
দক্ষিণ দিকে প্রকাশ শীল দিবস জলে প্রবেশ করাতে তত্রত্য জল
শুক্লবর্ণ বোধ হইয়া থাকে ।^{২৪} এইরূপ সর্বত্র দিবাভাগে রাত্রি
জলে প্রবেশ করাতে জল ঈষৎ তাত্রবর্ণ দেখায় এবং রাত্রি কালে
দিবস জলপ্রবিষ্ট হওয়াতে জল শুক্লবর্ণ বোধ হয় ।^{২৫}

দিবাকর যখন পুষ্কর দ্বীপ রূপ পৃথিবীর ত্রিংশাংশ গমন করেন
তখন তাঁহার মৌহূর্ত্তিকী গতি হয় অর্থাৎ পুষ্কর দ্বীপ ভূমণ্ডলের
ত্রিংশাংশ পরিমিত, এই ত্রিংশাংশ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের এক
মুহূর্ত্ত কাল অতীত হয় ।^{২৬} ব্রহ্মন্ ! কুলালচক্রের প্রান্তবর্ত্তী
জন্তুর ন্যায় দিবাকর ক্রমাগত গমন করিতেছেন ও পৃথিবীর এক
এক অংশ অতিক্রম করাতে দিবারাত্রি হইতেছে ।^{২৭}

* ভাস্করেঃস্তুমুপাগতে ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† এবং পুষ্করমধ্যে ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

ততঃ কুন্তধ্ব মীনধ্ব রাশেরাশ্চান্তরং দ্বিজ ! ॥ ২৮ ॥

ত্রিষেতেষুথ ভুক্তেষু ততো বৈষুবতীং গতিম্ * ।

প্রয়াতি সবিতা কুর্কন্থ অহোরাত্রং ততঃ সমম্ ।

ততো রাত্রিঃ ক্ষয়ং যাতি বর্দ্ধতেহনুদিনং দিনম্ ॥ ২৯ ॥

ততশ্চ মিথুনস্তান্ত্রে পরাকাষ্ঠামুপাগতঃ ।

রাশিঃ কর্কটকং প্রাপ্য কুরুতে দক্ষিণায়নম্ ॥ ৩০ ॥

কুলালচক্রপর্যন্তো যথা শীঘ্রং প্রবর্ততে ।

দক্ষিণে প্রক্রমে সূর্যাস্তথা শীঘ্রং প্রবর্ততে ॥ ৩১ ॥

অতিবেগিতয়া কালং বায়ুবেগবলাচ্চলন† ।

তস্যাং প্রকৃষ্টাং ভূমিস্তু কালেনান্যেণ গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥

উত্তরায়ণের প্রথমে দিবাকর মকর রাশিতে গমন করেন । ব্রহ্মন্ ! পরে তিনি কুম্ভ ও তৎপরে মীন রাশিতে গমন করিয়া থাকেন ।^{১৮} এই তিন রাশি ভুক্ত হইলে পর ভাস্কর বিষুবরেখায় গমন করেন । সে সময় অহোরাত্র সমান হইয়া থাকে । অনন্তর রাত্রি ক্ষীণ ও দিবস বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় ।^{১৯} পরে উষ্ণরশ্মি, মেঘ ও বৃষ রাশি উদ্ভীর্ণ হইয়া মিথুন রাশির অন্ত্রে গমন করিলে উত্তরায়ণের অবসান হয় এবং কর্কট রাশিতে গমন করিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়া থাকে ।^{২০} কুলাল চক্রের প্রান্তবর্ত্তী প্রাণী যেমন শীঘ্র গমন করে, তাহার ন্যায় দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলে সূর্য্য শীঘ্র গমন করিতে আরম্ভ করেন ।^{২১} সূর্য্য অতিশয় বেগে বায়ুমার্গে ধাবমান হইয়া অতি স্বল্প কালমধ্যেই এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য প্রকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হন ।^{২২}

* ততো বৈষুবতীং গতিম্ ভূতি বা পাঠঃ ।

† বায়ুমাগবলাচ্চলন ভূতি বহবঃ পাঠান্তি ।

সূর্যো দ্বাদশভিঃ * শৈশ্রবান্-মুহূর্তৈর্দক্ষিণায়নে ।
 ত্রয়োদশার্দ্ধমক্ষাণামহা তু চরতি দ্বিজ ! ।
 মুহূর্তৈস্তাবদক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥ ৩৩ ॥
 কুলালচক্রমধ্যস্থো যথা মন্দং প্রসপতি ।
 তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সপতে মন্দবিক্রমঃ ॥ ৩৪ ॥
 তস্মাদ্ দৌৰ্ঘ্যেণ কালেন ভূমিমপ্পাস্তু গচ্ছতি ।
 অষ্টাদশমুহূর্তং যদ্ উত্তরায়ণপশ্চিমম্ ।
 অহর্ভবতি তক্ষাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ ॥ ৩৫ ॥
 ত্রয়োদশার্দ্ধমহা তু ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ ।
 মুহূর্তৈস্তাবদক্ষাণি রাত্ৰৌ দ্বাদশভিশ্চরন্ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মন্ ! দক্ষিণায়ন পূর্ণ হইলে দিবাংকর শীঘ্রগামী হইয়া দিবসে দ্বাদশ মুহূর্তে সার্ক ত্রয়োদশ নক্ষত্র অর্থাৎ জ্যোতিষচক্রের অর্দ্ধ-
 রক্ত গমন করেন এবং রক্তনীতে মন্দগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্তে
 অপর অর্দ্ধ অংশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন ।^{৩৩} কুলালচক্রমধ্যস্থিত
 (জন্তু) যেমন মন্দ মন্দ গমন করে, তাহার ন্যায় উত্তরায়ণ কালে
 সূর্য্য দিবসে মন্দগামী হন ।^{৩৪} সুতরাং তিনি মন্দগামী হইয়া
 দীর্ঘকালে অল্প স্থান মাত্র গমন করেন অর্থাৎ উত্তরায়ণের শেষে
 দিবাভাগে বৃহস্পতি গমনে সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত কাল গত হয়,
 তাহাতেই দিবাভাগ দীর্ঘ হইয়া থাকে ।^{৩৫} এ সময়ে সূর্য্য দিবা-
 ভাগে যেমন অষ্টাদশ মুহূর্তে সার্ক ত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন,
 সেইরূপ রাত্রিতে দ্বাদশ মুহূর্তে অপর সার্ক ত্রয়োদশ নক্ষত্র ভ্রমণ
 করিয়া থাকেন ।^{৩৬} কুলাল চক্রের ভ্রমণ কালে নাতিস্থিত মধ্য-

অথো মন্দতরং নাভ্যাং* চক্রং ভ্রমতি বৈ যথা ।

স্বংপিণ্ড ইব মধ্যস্থো † ধ্রুবো ভ্রমতি বৈ তথা ॥ ৩৭ ॥

কুলালচক্রনাভিস্তু যথা তত্রৈব বর্ততে ।

ধ্রুবস্তথা হি মৈত্রেয় ! তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ৩৮ ॥

উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতো মণ্ডলানি তু ।

দিবা নক্তঞ্চ সূর্য্যস্য মন্দা শীঘ্রা চ বৈ গতিঃ ॥ ৩৯ ॥

মন্দাহি যস্মিন্নয়নে শীঘ্রা নক্তং তদা গতিঃ ।

শীঘ্রা নিশি যদা চাস্ত্য তদা মন্দা দিবাগতিঃ ॥ ৪০ ॥

একপ্রমাণমেবৈব মার্গং যাতি দিবাকরঃ ।

অহোরাত্রেণ যো ভূঙ্ক্তে সমস্তা রাশয়ো দ্বিজ ! ॥ ৪১ ॥

বর্ত্তী সূর্য্যপিণ্ড যেমন (স্বস্থানচ্যুত না হইয়া) মন্দ মন্দ ভ্রমণ করে, তাহার ন্যায় (রাশিচক্রের নাভিস্বরূপ) ধ্রুব নক্ষত্রও রাশিচক্রের সহিত মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতে থাকে ।^{৩৭} মৈত্রেয় ! কুলাল চক্রের নাভি যেমন স্থানভ্রষ্ট না হইয়া স্বস্থানেই পরিভ্রমণ করে তাহার ন্যায় ধ্রুব নক্ষত্র স্বস্থানে থাকিয়াই পরিবর্তিত হইতেছে ।^{৩৮}

সূর্য্য কখন দক্ষিণ ভাগে কখন উত্তর ভাগে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছেন । তাহাতেই কখন দিবাভাগে কখন রাত্রিকালে তাহার শীঘ্রা না মন্দা গতি হয় ।^{৩৯} যে অয়নে দিবসে মন্দা গতি হয় সেই অয়নে রজনীতে শীঘ্রা গতি হইয়া থাকে এবং যে অয়নে দিবসে শীঘ্রা গতি হয় সেই অয়নে রজনীতে মন্দা গতি হইয়া থাকে ।^{৪০} ফলতঃ দিবাকর দিবারাত্রিতে সমান পথ ভ্রমণ করিতেছেন কারণ তিনি এক অহোরাত্রে চির কালই দ্বাদশ রাশি গমন

* অথো মন্দতরং নাভ্যাম্ ইতি কস্তচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

† য় পিণ্ডরূপমধ্যে ইতি বা পাঠ্যম্ ।

ষড়্বেব রাশয়ো ভুঙ্তে রাত্রাবন্যাংশে ষড়্দিবা ।
 রাশিপ্রমাণজনিতা দীর্ঘহ্রস্বাত্মা দিনে ।
 তথা নিশায়াং রাশীনাং প্রমাণৈর্লঘুদীর্ঘতা ॥ ৪২ ॥
 দিনাদেদীর্ঘহ্রস্বত্বং তদ্ব্যোগেনৈব জায়তে ।
 উত্তরে প্রাক্রমে শীঘ্রা নিশি মন্দা গতির্দিবা ।
 দক্ষিণে ত্রয়নে চৈব বিপরীতা বিবস্বতঃ ॥ ৪৩ ॥
 উষা রাত্রিঃ সমাখ্যাতা ব্যুষ্টিশ্চাপ্যচ্যতে দিনম্ ।
 প্রোচ্যতে চ তথা সন্ধ্যা উষাব্যুষ্টিয়োর্ষদন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥
 সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণে ।
 মন্দেহা রাক্ষসা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥ ৪৫ ॥

করেন, (কখন তাহার সূর্য্যনাধিক্য হয় না)'' এবং সূর্য্য দিবাভাগে
 ছয় রাশি ও রজনীতে ছয় রাশি ভোগ করেন পরন্তু রাশি পরিমা-
 ণের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা অনুসারে দিবসের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা ঘটিয়া
 থাকে । এইরূপ রাশির দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা অনুসারেই রাত্রিকালের
 দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা ঘটিতেছে ।'' এতদনুসারে সূর্য্যের রাশিভোগ
 অনুসারেই দিবা বা রাত্রির দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা ছট হইতেছে ।
 যখন উত্তরায়ণ আরম্ভ হয় তৎকালে সূর্য্যের গতি দিবাভাগে শীঘ্রা
 ও রাত্রিতে মন্দা হইয়া থাকে । যখন দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয় তখন
 সূর্য্যের গতি ইহার বিপরীত অর্থাৎ দিবাভাগে মন্দা ও রজনীতে
 শীঘ্রা হয় ।''

রাত্রিকালের নাম উষা ও দিবসের নাম ব্যুষ্টি । উষা ও ব্যুষ্টির
 মধ্যবর্ত্তী কালের নাম সন্ধ্যা ।'' এই সন্ধ্যাকাল পরম দারুণ ও
 সাতিশয় ভয়ঙ্কর, কারণ সেই সময় মন্দেহ নামক রাক্ষসগণ সূর্য্য-

প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেষাং মৈত্রেয় ! রাক্ষসাম্।

অক্ষয়ত্বং শরীরানাং গরগন্ধ দিনে দিনে ॥ ৪৬ ॥

ততঃ সূর্য্যস্ত তৈয়ুর্দ্ধং তবতাত্যন্তদারুণম্।

ততো দ্বিজোত্তমাস্তোয়ং যৎ ক্ষিপন্তি মহামুনে* ॥ ৪৭ ॥

ওঙ্কারত্রয়সংযুক্তং গায়ত্রী চাভিমন্ত্রিতম্।

তেন দহন্তি তে পাপা বজ্রভূতেন বারিণা† ॥ ৪৮ ॥

অগ্নিহোত্রে হুয়তে যা সমস্তা প্রথমাছতিঃ।

সূর্য্যো জ্যোতিঃসহস্রাংশুস্তয়া দীপ্যতি ভাস্করঃ ॥ ৪৯ ॥

ওঙ্কারো ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রিধামা বচসাং পতিঃ।

তদুচ্চারণতস্তে তু বিনাশং বাস্তু রাক্ষসাঃ ॥ ৫০ ॥

দেবকে গ্রাস করিহুত অভিলাষ করে।** মৈত্রেয়! রাক্ষসগণের প্রতি প্রজাপতির শাপ আছে যে, দিবসে তাহাদের হীনবলতা ও মৃত্যু হইবে, অন্য সময় তাহাদের শরীর অক্ষয় থাকিবে।** ইহাতে যখন তাহারা দিবাকরকে গ্রাস করিতে আইসে, তখন তাহাদের সহিত দিবাকরের সাতিশয় দারুণ যুদ্ধ হয়। মহামুনে! ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত ওঁকার মন্ত্রসংযুক্ত যেজল নিক্ষেপ করেন, সেই জল বজ্র স্বরূপ হইয়া সেই সমস্ত পাপাচারী রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে থাকে।** ব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোত্র কালে মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক যে প্রথম আছতি প্রদান করেন তাহাতেই জ্যোতির্ময় সহস্রাংশু সূর্য্য তেজঃ প্রাপ্ত হন।** ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয় যাঁহার তেজঃস্বরূপ, যিনি বেদবাক্যের অধিপতি ওঁকার স্বরূপ, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর নামোচ্চারণ মাত্র রাক্ষসগণ বিনাশ প্রাপ্ত

* ততো দ্বিজোত্তমাস্তোয়ং যৎ ক্ষিপন্তি মহামুনে! ইতি পাঠান্তরম্।

† পাপাঃ বজ্রভূতেন বারিণা ইতি বা পাঠঃ।

বৈষ্ণবোহংশঃ পরং সূর্য্যো যোহন্তজ্যোতিরসংগবম্ ।
 অভিধায়ক ঔঁকারস্তস্য তৎপ্রেরকঃ পরঃ * ॥ ৫১ ॥
 তেন সম্প্রেরিতং জ্যোতিঃ-রোঙ্কারেণাথ দীপ্তিমৎ ।
 দহত্যশেষরক্ষাংসি মন্দেহাখ্যানি তানি বৈ ‡ ॥ ৫২ ॥
 তস্মান্মোল্লঙ্ঘনং কার্য্যং সঙ্কোপাসনকর্ম্মণঃ ।
 স হস্তি সূর্য্যং সঙ্ক্যায়াং নোপাস্তিৎ কুরুতে তু যঃ ॥ ৫৩ ॥
 ততঃ প্রয়াতি ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরভিরক্ষিতঃ ।
 বালখিলাদিভিশ্চৈব জগতঃ পালনোদ্যতঃ ॥ ৫৪ ॥

কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব

ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাঞ্চ § ।

হয়।^{১*} দিবাকর পরম বৈষ্ণব অংশ এবং তিনি নির্মিকার ও
 জ্যোতিঃস্বরূপ । বিষ্ণুর অভিধায়ক ঔঁ এই শব্দটী ব্রাহ্মসং-
 বিষয়ে অব্যর্থ প্রবর্তক ।^২ ব্রাহ্মগণ কর্ত্তক উচ্চারিত প্রণব হইতে
 পরম জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া মন্দেহ নামক সমুদায় ব্রাহ্মসংগকে
 দহন করিতে থাকে ।^৩ অতএব সঙ্ক্যাকালে সঙ্ক্যাবন্দন লঙ্ঘন
 করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে । যে ব্রাহ্মণ সঙ্ক্যাকালে সঙ্কোপা-
 সনা না করেন, তাঁহাকে সূর্য্যহত্যা বিষয়ে পাতকী হইতে হয় ।^৪

ভগবান্ সূর্য্য এইরূপে বালখিল্য প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ কর্ত্তকপরি-
 রক্ষিত হইয়া জগন্মণ্ডল পালনের নিমিত্ত ধাবমান হইতেছেন ।^৫

পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয় । ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ

* তস্য সংপ্রেরকঃ পর ইতি পাঠান্তরম্ ।

† তেন তৎ প্রেরিতং জ্যোতিঃ ইতি পুস্তকান্তর্য্য পাঠঃ ।

‡ মন্দেহাখ্যান্যানি বৈ ইতি অন্যে পঠিষ্যুঃ ।

§ গণয়েৎ কলাস্ত্য ইত্যপি পাঠ্যম্ ।

ত্রিংশৎ কলাশৈব ভবেম্মুহূর্ত-

শ্তৈস্ত্রিংশতা রাত্রাহনী সমেতে ॥ ৫৫ ॥

হ্রাসবন্ধৌ ত্বহর্তাগৈর্দ্বিসানানং যথাক্রমম্।

সন্ধ্যা মুহূর্তমাত্রা বৈ হ্রাসবন্ধৌ সমা স্মৃতা ॥ ৫৬ ॥

লেখাৎ প্রভৃত্যখাদিত্যে ত্রিমুহূর্তগতে তু বৈ *।

প্রাতঃ স্মৃতস্ততঃ কালো † ভাগশ্চাক্ষঃ সপঞ্চমঃ ॥ ৫৭ ॥

ততঃ প্রাতস্তনাৎ কালো ‡ ত্রিমুহূর্তস্ত সঙ্গবঃ।

মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্তস্ত তস্মাৎ কালো তু সঙ্গবাৎ ॥ ৫৮ ॥

তস্মান্মধ্যাহ্নিকাৎ কালাদ্ অপরাহ্ন ইতি স্মৃতঃ।

ত্রয় এব মুহূর্তান্ত কালভাগঃ স্মৃতো বুধৈঃ।

অপরাহ্নে ব্যস্তীতে তু কালঃ সায়াহ্ন এব চ ॥ ৫৯ ॥

কলায় এক মুহূর্ত, ত্রিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র হইয়া থাকে।^{১*} দিবস ও দিবসাংশ প্রহরাদির যথাক্রমে হ্রাস বন্ধি হয় কিন্তু সন্ধ্যা এক মুহূর্ত পরিমিত, তাহার কখন হ্রাস বন্ধি হয় না।^{২*} দিবাকরের অঙ্কোদয় অবধি তিন মুহূর্ত অর্থাৎ দিবসের প্রথম পঞ্চম ভাগের নাম প্রাতঃকাল।^{৩*} প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত অর্থাৎ দিবসের দ্বিতীয় পঞ্চম ভাগের নাম সঙ্গব। সঙ্গব হইতে তিন মুহূর্ত অর্থাৎ দিবসের তৃতীয় পঞ্চম ভাগের নাম মধ্যাহ্ন।^{৪*} অনন্তর মধ্যাহ্ন কাল হইতে তিন মুহূর্ত অর্থাৎ দিবসের চতুর্থ পঞ্চম ভাগের নাম অপরাহ্ন। অপরাহ্ন অতীত হইলে তিন মুহূর্ত

* ত্রিমুহূর্তগতেষু বৈ ইতি বা পাঠিঃ।

† প্রাতঃসমঃ স্মৃতঃ কাল ইতি কেচিৎ পাঠন্তি।

‡ তস্মাৎ প্রাতঃসমঃ কালো ত্রিমুহূর্তস্ত সঙ্গবঃ ইত্যপ্যস্যা পুস্তকস্য পাঠিঃ।

¶ অপরাহ্নব্যস্তীপাতঃ কালঃ সায়াহ্ন উচ্যতে ইতি বা পঠনীয়ম্।

দশপঞ্চমুহূর্ত্তাহে মুহূর্ত্তান্তর এব চ ।

দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ অহর্বেষুবতং স্মৃতম্ * ॥ ৬০

বর্দ্ধতেহহো হুসেঈবাপ্যনে † দক্ষিণোত্তরে ।

অহস্ত্র ঐসতে রাত্রিং রাত্রিঐসতি বাসরম্ ॥ ৬১ ॥

শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে বিষুবস্ত বিভাব্যতে ।

তুলামেষগতে ভানৌ সমরাত্রিদিনস্ত তৎ ‡ ॥ ৬২ ॥

কর্কটাবস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে ।

উত্তরায়ণমপুত্রং মকরেষু দিবাকরে ॥ ৬৩ ॥

ত্রিশমুহূর্ত্তং কথিতমহোরাত্রস্ত যম্ময়া ।

অর্থাৎ শেষ পঞ্চম ভাগের নাম সায়াহ্ন ।^{১০} বৈষুবত দিবসের পরিমাণ পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত পরন্তু অন্য সময় তিন মুহূর্ত্ত কাল ত্রাস রুক্তির গোচর হইয়া থাকে ।^{১১} দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ কালে দিবসের ত্রাস রুক্তি হয় । সে সময় যখন দিবসের রুক্তি হয় তখন দিবস রাত্রিকে গ্রাস করিয়া থাকে এবং যখন রাত্রির রুক্তি হয় তখন রাত্রি দিবসকে গ্রাস করে ।^{১২} আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাস শরৎকাল । এই দুই মাসের মধ্যে তুলাখ্য বিষুব সংক্রমণ হয় এবং টেত্র বৈশাখ দুই মাস বসন্ত । এই দুই মাসের মধ্যে মেঘাখ্য বিষুব সংক্রান্তি হইয়া থাকে । যে সময় দিবাকর তুলা ও মেঘ রাশিতে গমন করেন, সেই সময় দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে ।^{১৩} দিবাকর যখন কর্কট রাশিতে অবস্থিতি করেন, তখন দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয় এবং যখন তিনি মকর রাশিহু হন তখন উত্তরায়ণ হইয়া থাকে ।^{১৪}

* দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ অহর্বেষুবতং স্মৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্

† বর্দ্ধতেহহো হুসতি চ অয়মে ইতি বা পাঠীয়ম্ ।

‡ সমরাত্রিদিবস্ত তৎ ইতি গ্রন্থান্তরস্য পাঠঃ ।

তানি পঞ্চদশ ব্রহ্মন্ ! পঞ্চ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥

মাসঃ পঞ্চদ্বয়েনোক্তো দ্বৌ মাসৌ চার্কজারুতুঃ ।

ঋতুত্রয়ঞ্চাপ্যনং দ্বৈয়নে বর্ষসংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৫ ॥

সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্দ্দ্ব্যাসবিকম্পিতাঃ ।

নিশ্চয়ঃ সর্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৬ ॥

সংবৎসরস্ত প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ।

ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্ত চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ ॥

ব্রহ্মন্ ! আমি পূর্বে বলিয়াছি, ত্রিংশৎ যুত্বর্ভে এক দিবারাত্রি হয়। ঐরূপ পঞ্চদশ দিবারাত্রিতে এক পঞ্চ হইয়া থাকে।^{১*} দুই পক্ষে এক মাস হয়। সৌর দুই মাসে এক ঋতু হইয়া থাকে। তিন ঋতুতে এক অয়ন হয়। দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে।^{১*}

সাবন সৌর চান্দ্র ও নাক্ষত্র এই চারি প্রকার মাসে বৎসর গণনা হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসরে এই চতুর্বিধ মাসের সমন্বয় হইয়া এক যুগ হয় *।^{১*}

এই পঞ্চ বৎসরের মধ্যে প্রথম বৎসরের নাম সংবৎসর, দ্বিতীয়

* ত্রিংশ দিমে যে মাস গণনা হয় তাহার নাম সাবনমাস। সূর্য্য এক রানিতে যত দিন থাকেন তত দিমে যে মাস হয় তাহার নাম সৌরমাস। শুক্লপ্রতিপদ অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস হয় তাহার নাম চান্দ্রমাস। চান্দ্র সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভোগ করিলে যে মাস হয়, তাহার নাম নাক্ষত্রমাস। বৃদ্ধ গর্গও বলিয়াছেন যে, সাবন সৌর চান্দ্র নাক্ষত্র এই চারি প্রকার মাস ও বৎসরে যুগ হয়। যে সময় শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে এক নক্ষত্রে চান্দ্র ও সূর্য্য থাকেন ও সংক্রান্তি হয়, তখন এক-কালেই চারি প্রকার মাস আরম্ভ হয়। সে সময় সৌর মাসে এক বৎসরে ছয় দিম বৃদ্ধি হয়, চান্দ্রমাসে এক বৎসরে ছয় দিম হ্রাস হয়। এইরূপে পঞ্চবৎসরান্তক এক যুগে সাবন ৩০ বর্ষিক মাস, সৌর ৩১ একবর্ষিক মাস, চান্দ্র ৩২ দ্বিবর্ষিক মাস, নাক্ষত্র ৩১ সপ্তবর্ষিক মাস অর্ভাভ হয়। মধ্যে মলমাস হইয়া যুগের সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। পরে এক যুগ অতীত হইলে যখন ষষ্ঠ বর্ষ উপস্থিত হয় তখন পুনর্বার পূর্ববৎ এক নক্ষত্রে চান্দ্র সূর্য্যের যোগ হইয়া থাকে। চান্দ্র সূর্য্যের যোগ হয় বলিয়া উহা যুগ শেষে অতিষ্ঠ হইতেছে।

বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোহয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ ॥ ৬৭ ॥
 যঃ শ্বেতশ্চোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিজ্ঞাতঃ ।
 ত্রীণি তস্ম তু শৃঙ্গাণি যৈরসৌ শৃঙ্গবান্ স্মৃতঃ * ॥ ৬৮ ॥
 দক্ষিণশ্চোত্তরশ্চৈব মধ্যং বৈষুবতং তথা ।
 শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে তজ্জানুঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৬৯ ॥
 মেঘাদৌ চ তুলাদৌ চ মৈত্রৈয় ! বিষুবং স্থিতঃ † ।
 তদা তুলামহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ ।
 দশপঞ্চমুহূর্তং বৈ তদেতদুভয়ং স্মৃতম্ ॥ ৭০ ॥
 প্রথমে কৃত্তিকাভাগে যদা ভাস্বাংস্তথা শশী ।

বৎসরের নাম পরিবৎসর, তৃতীয় বৎসরের নাম ইদ্বৎসর, চতুর্থ বৎসরের নাম অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসরের নাম যুগবৎসর । ৭১

শ্বেত দ্বীপের উত্তরভাগে যে শৈল আছে, তাহা শৃঙ্গবান্ নামে বিখ্যাত । এই পর্বতের তিনটি শৃঙ্গ থাকিতে উহার নাম শৃঙ্গবান্ হইয়াছে । ৭২ দিবাকর শরৎকাল ও বসন্ত কালের মধ্যে এই পর্বতের দক্ষিণ উত্তর ও মধ্যভাগে গমন করেন । ৭৩ মৈত্রৈয় ! দিবাকর মেঘ রাশিতে ও তুলা রাশিতে যখন প্রথম গমন করেন তখন তাঁহার বিষুব রেখায় গতি হয় । এই সময় দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে অর্থাৎ এই সময় রাত্রি পঞ্চদশ মুহূর্ত ও দিবস পঞ্চদশ মুহূর্ত হয় । ৭৪ যে সময় দিবাকর কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেঘ রাশির অন্তে অবস্থিতি করেন, সেই সময় নিশাকর বিশাখা নক্ষত্রের চতুর্থ ভাগে অর্থাৎ রুশিক রাশির উপক্রমে থাকিবেন

* যৈরিয়ং শৃঙ্গবান্ স্থিতঃ ইতি কুচিং পাঠঃ ।

† মৈত্রৈয় ! বিষুবস্থিতঃ ইত্যপি পঠ্যমায়ম্ ।

বিশাখানাং চতুর্থেংশে মূনে ! তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥ ৭১ ॥

বিশাখানাং যদা সূর্যাস্তরত্যংশং তৃতীয়কম্ ।

তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্ ॥ ৭২ ॥

তদৈব বিষুবাখ্যো বৈ কালঃ পুণ্যোহভিধীয়তে ।

তদা দানানি দেয়ানি দেবেভ্যঃ প্রযতানুভিঃ ॥ ৭৩ ॥

ব্রাহ্মণেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মুখ্যমেতৎ তু দানজম্ ।

দত্তদানস্তু বিষুবে কৃতকৃত্যোহভিজায়তে ॥ ৭৪ ॥

অহোরাত্রাধিমাসৌ* তু কলাকাষ্ঠাক্ষণাস্তথা ।

পৌর্ণমাসৌ তথা জ্যেষ্ঠা অমাবাস্যা তথৈব চ ।

সিনীবালীকুহূশ্চৈব রাক্ষা চানুমতিস্তথা ॥ ৭৫ ॥

তপস্তপস্কৌ মধুমাধবৌ চ

শুক্লঃ শুচিষ্ঠায়নমুক্তরং স্রাৎ ।

সন্দেহ নাই ।^{১১} যে সময় দিবাকর বিশাখা নক্ষত্রের তৃতীয় অংশে অর্থাৎ তুলা রাশির অন্তে গমন করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকা নক্ষত্রে অর্থাৎ মেঘ রাশির অন্তে অবস্থিতি করেন ।^{১২} এই সময়েই মহা-বিষুব নামে পুণ্যকাল উপস্থিত হয় । এই সময় পবিত্র হইয়া যত্ন পূর্বক দেবোদ্দেশে দান করা কর্তব্য ।^{১৩} এই কাল ব্রাহ্মণগণকে ও পিতৃগণকে দান করিবার মুখ্য সময় । যে ব্যক্তি বিষুব কালে দান করে সে কৃতকৃত্য হয় ।^{১৪}

অহোরাত্র, অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ, সিনীবালী অর্থাৎ ছট-চন্দ্রা অমাবস্যা, কুহু অর্থাৎ নষ্টচন্দ্রা, অমাবস্যা, রাক্ষা অর্থাৎ পূর্ণ-চন্দ্রা পৌর্ণমাসী, অনুমতি অর্থাৎ কলাহীনচন্দ্রা পৌর্ণমাসী,^{১৫}

* অহোরাত্রাধিমাসে তু ইত্যপি পঠন্তি ।

নভো নভস্যোথ ইষশ্চ সোজ্জঃ

সহঃসহস্রাবিত্তি দক্ষিণং স্যাৎ ॥ ৭৬ ॥

লোকালোকশ্চ যঃ শৈলঃ প্রাণ্ডন্তো ভবতো ময়া ।

লোকপালাস্তু চত্বারস্তত্র তিষ্ঠন্তি সূত্রতাঃ ॥ ৭৭ ॥

সুধামা শঙ্খপাট্টেব * কৰ্দমস্তাত্মজো দ্বিজ ! ।

হিরণ্যরোমা চৈবান্যশ্চতুর্থঃ কেতুমানপি ॥ ৭৮ ॥

নির্দ্বন্দ্বা নিরভিমানা নিস্তৃত্বা নিম্পরিগ্রহাঃ † ।

লোকপালাঃ স্থিতা হেতে লোকালোকে চতুর্দিশম্ ॥ ৭৯ ॥

উত্তরং যদগস্ত্যস্ত অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্ ।

পিতৃযানঃ স বৈ পত্না বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ ॥ ৮০ ॥

মাঘ কাল্গুন, মধুমাধব অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, উত্ত-
রায়ণ কালীন এই তিন ঋতু, শ্রাবণ ভাদ্র, আশ্বিন কার্ত্তিক, অগ্র-
হায়ণ পৌষ, দক্ষিণায়ন কালীন এই তিন ঋতু; ইহার মধ্যে বিশেষ
বিশেষ সময়কে পুণ্যকাল বলে ।^{১*}

আমি পূর্বে তোমার নিকট যে লোকালোক পর্বতের উল্লেখ
করিয়াছি, সেখানে চারি জন সুব্রত লোকপাল বাস করেন ।^{১১}
ব্রহ্মন্! এই চারি জন লোকপালের নাম, সুধামা, শঙ্খপাৎ (ইঁহারা
দুই জন কৰ্দমের পুত্র), হিরণ্যরোমা ও কেতুমান্ ।^{১২} এই চারি
জন লোকপাল লোকালোক পর্বতের চতুর্দিকে অবস্থিতি করিতে-
ছেন । ইঁহারা দ্বন্দ্বরহিত, অভিমান বর্জিত ও তজ্জাশূন্য । ইঁহারা
দারপরিগ্রহ করেন নাই ।^{১৩}

বৈশ্বানর পথের বহির্দেশে অগস্ত্যর উত্তর ও অজবীথির দক্ষিণ

* সুধামা শঙ্খপাট্টেব ইতি বা পাঠঃ ।

† নিস্তৃত্বা নিম্পরিগ্রহাঃ ইতি বহবঃ পাঠান্তি ।

তত্রাসতে মহাত্মান ঋষয়ো যেহগ্নিহোত্রিণঃ ।
 ভূতারন্তরুতং ব্রহ্ম শংসন্ত ঋত্বিগুদ্যতাঃ ॥ ৮১ ॥
 প্রারভন্তে তু যে লোকাশ্বেষাং পশ্বাঃ সদক্ষিণঃ ।
 চলিতং তে পুনব্রহ্ম স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৮২ ॥
 সন্ততা তপসা চৈব মর্যাদাভিঃ ক্রতেন চ ।
 জায়মানাস্তু পূর্বে চ পশ্চিমানাং গৃহেষু বৈ ॥ ৮৩ ॥
 পশ্চিমাশ্চৈব পূর্বেষাং * জায়তে নিধনেষুহ ।
 এবমাবর্তমানাস্তে তিষ্ঠন্তি নিয়তব্রতাঃ † ।

যে বর্ষা আছে তাহার নান পিতৃঘান ।^{৮১} সেই স্থানে অগ্নিহোত্রী মহাত্মা ঋষিগণ বাস করেন । যে মন্ত্রে প্রজা বৃদ্ধি হয় ঐদ্রুশ প্রবৃন্তি কর্ম বিধায়ক বেদভাগ তাঁহার সর্মদা পাঠ করিতেছেন । যুগাবসানে যখন যজ্ঞাদি লোপ হয় তখন তাঁহার ঋত্বিক্ ভাবে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া থাকেন ।^{৮২} যাঁহার লুপ্তপ্রায় যজ্ঞাদি কর্ম প্রথম আরম্ভ করেন, যাঁহার যুগে যুগে বিচ্ছিন্ন বেদ পুনঃসংস্থাপন করেন, তাঁহার (দেহাবসানে) সেই দক্ষিণ পথে গমন করিয়া থাকেন ।^{৮৩}

সন্ততি অর্থাৎ বংশপ্রবর্তন, তপস্যা, মর্যাদা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা, ক্রত অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রবর্তন, এই সকল কারণে পূর্বপুরুষেরা পশ্চিম পুরুষের অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদির গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ।^{৮১} এইরূপ পশ্চিম পুরুষেরা যখন দেহ পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহারও পুত্রাদিরূপে জাত পূর্বপুরুষদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন । এইরূপে তাঁহার নিয়ত প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন । তাঁহার দিবাকরের দক্ষিণপথ আশ্রয় করিয়া আছেন এবং

* পশ্চিমাশ্চৈব সর্বেষাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† তিষ্ঠন্ত্যাবৃত্তসংস্রবম্ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

সবিতুর্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৮৪ ॥

নাগবীথ্যুত্তরং যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্ ।

উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানশ্চ স স্মৃতঃ ॥ ৮৫ ॥

তত্র তে বশিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ ।

সন্ততিং তে জুগুপ্সন্তি তস্মান্মৃত্যুর্জিতশ্চ তৈঃ ॥ ৮৬ ॥

অষ্টাশীতিসহস্রাণাং * মুনীনামৃদ্ধ্বরেতসাম্ ।

উদকপন্থানমর্যায়ঃ স্থিতা হ্যাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৮৭ ॥

তেহসংপ্রয়োগাল্লোভস্য মৈথুনস্য চ বর্জনাৎ ।

ইচ্ছাঘ্নেবাশ্রুত্যা চ ভূতারন্তবিবর্জনাৎ ॥ ৮৮ ॥

পুনশ্চাকামসংযোগাচ্ছদাদেদোষদর্শনাৎ ।

যে পর্য্যন্ত চন্দ্র তারা থাকিবে সেই পর্য্যন্ত তাঁহারাও থাকিবেন । ৮৪

(উত্তরপথের উত্তরা বীথীর নাম নাগবীথী) নাগবীথীর উত্তর, সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণ যে সূর্য্যের উত্তরপথ তাহার নাম দেবযান । ৮৫ এই স্থানে জিতেজিয় সিদ্ধ নির্ম্মল ব্রহ্মচারীরা বাস করেন । ইঁহারা সন্তানোৎপাদনে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই জন্য ইঁহারা মৃত্যুকেও জয় করিয়াছেন । ৮৬ অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধ্বরেতা মর্ষি সূর্য্যের উত্তরপথে অবস্থিতি করিতেছেন । তাঁহারা প্রলয় কাল পর্য্যন্ত থাকিবেন । ৮৭ তাঁহারা লোভ রহিত ও স্ত্রীসংসর্গ বিবর্জিত । ইচ্ছা ঘ্নে বা প্ররুত্তি না থাকাতে তাঁহারা কোন স্রষ্টিবিষয়ে প্ররুত্ত হন না । ৮৮ তাঁহারা গন্ধ রূপ রস প্রভৃতির দোষ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন সুতরাং ঐ সমুদায় প্ররুত্তি না থাকাতে তাঁহাদের যোগভ্রংশের কোন কারণ উপস্থিত হয় না । এই সকল কারণে তাঁহারা অতীব বিশুদ্ধ সুতরাং তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন । ৮৯

ইতোভিঃ কারণৈঃ শুদ্ধান্তেহমৃতত্বং হি ভোজিরে ॥৮৯॥

আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাব্যতে ।

ত্রৈলোকাস্থিতিকালোহয়মপুনর্দ্বার উচ্যতে ॥ ৯০ ॥

ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং পুণ্যাপাপকৃতো বিধিঃ ।

আভূতসংপ্লবং স্থানং ফলমুক্তং তয়োর্দ্বিজ ! ॥ ৯১ ॥

যাবন্মাত্রৈ প্রদেশে তু * মৈত্রেয়্যাবস্থিতো ধ্রুবঃ ।

ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূতসংপ্লবে ॥ ৯২ ॥

উর্দ্ধোত্তরমুখিত্যস্ত ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ ।

এতদ্বিষুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্ ॥ ৯৩ ॥

নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতান্বনাম্ ।

যে পর্য্যন্ত প্রায় কাল না হয় সেই পর্য্যন্ত অবস্থিতির নাম অমৃতত্ব । এই সময় পর্য্যন্ত ত্রিলোক স্থায়ী হয়, পরন্তু যাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহাদের আর মৃত্যু হয় না কারণ তাঁহারা ক্রমমুক্তি ভজন করেন অর্থাৎ ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হন ।^{১০}

ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মহত্যা দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় হয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে যে পুণ্য উপার্জিত হইয়া থাকে প্রায় কাল পর্য্যন্ত তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, শাস্ত্রে এইরূপ বিধি আছে ।^{১১} মৈত্রেয় ! ভূমি হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত যে স্থান, প্রায় কালে তৎসমুদায়েরই ধ্বংস হয় ।^{১২} সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে, উত্তর ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত ও তদুর্দ্ধে যে স্থান তাহার নাম বিষ্ণুপদ । ইহা আকাশমণ্ডলে দীপ্তিমান্ দিব্য তৃতীয় স্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ।^{১৩} ব্রহ্মন্ !

* যাবন্মাত্রপ্রদেশে তু ইতি বা পাঠ্যম্ ।

জ্ঞানং তৎ পরমং বিপ্র ! পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে ॥ ৯৪ ॥
 অপুণ্যাপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষার্থিহেতবঃ * ।
 যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯৫ ॥
 ধর্মধ্রুবাদ্যাশ্চিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ ।
 তৎসাজ্জ্যোৎপন্নযোগেজস্তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯৬ ॥
 যত্রোত্তমৈতৎ প্রোতঞ্চ যদ্বৃত্তং সচরাচরম্ ।
 ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় ! তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯৭ ॥
 দিবীব চকুরাততম্ যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্ ।

যাঁহাদের দোষরূপ পক্ষ কালিত হইয়াছে, যাঁহারা যতি ও সং-
 যতাত্মা, তাঁহাদের পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে এই পরম স্থান লাভ
 হয় ।^{১০} যাঁহাদের সমুদায় পুণ্য পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা
 সমুদায় সাংসারিক ক্লেশ হেতু অদৃষ্ট হইতে বিনির্মুক্ত হইয়াছেন,
 তাঁহারা এই বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া শোক তাপাদি হইতে
 নিলিপ্ত হন ।^{১১} এই স্থানে ধর্ম ধ্রুব প্রভৃতি পুণ্যাশ্রয়া লোক-
 সাক্ষি স্বরূপ হইয়া আছেন । এই স্থান নিবাসীরা বিষ্ণুর সমান
 ঐশ্বর্যশালী অর্থাৎ অগ্নিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য থাকাতে
 ইঁহারা সম্পূর্ণ রূপে ইন্দ্রিয় বশীকরণে সমর্থ সুতরাং এই স্থানস্থিত
 পুণ্যাশ্রয়া ইন্দ্রিয় বশীকরণ সামর্থ্য হইতে উৎপন্ন যোগরূপ
 সমাধিধারা অতিশয় উজ্জীপ্ত । এই কারণে এই স্থানকে বিষ্ণুর পরম
 পদ বলা যায় ।^{১২} মৈত্রেয় ! যে স্থানে অতীত ও ভাবী চরাচর ব্রহ্মাণ্ড
 ওতপ্রোত রূপে অবস্থিতি করিতেছে, সেই স্থানের নাম বিষ্ণুর
 পরম পদ ।^{১৩} আকাশে বিস্তৃত সর্বপ্রকাশক সূর্য্য রূপ চকুর
 ন্যায় তন্ময়াশ্রা যোগীদিগের তত্ত্বজ্ঞান রূপ চকুরধারা যে স্থান দৃষ্ট

* কিণে শেষার্থিহেতব ইতি পৃথক পাঠঃ ।

বিবেকজ্ঞানদৃষ্টিঞ্চ তদ্বিশেষাঃ পরমং পদম্ ॥ ৯৮ ॥

যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেধীভূতঃ স্বয়ং ধ্রুবঃ * ।

ধ্রুবে চ সৰ্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃষষ্ঠোমুচো দ্বিজ ॥ ৯৯ ॥

মেঘেষু সমতা রুষ্টির্'মেষ্টাপোহথ পোষণম্ † ।

আপ্যায়নঞ্চ সৰ্বেষাং দেবাদীনাং মহামুনে ! ॥ ১০০ ॥

ততশ্চাজ্যাহতিদ্বারা পোষিতান্তে ‡ হবিভূজঃ ।

রুষ্টিঃ কারণতাং যান্তি ভূতানাং স্থিতয়ে পুনঃ ॥ ১০১ ॥

এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্ ।

আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বৃদ্ধিকারণম্ ¶ ॥ ১০২ ॥

ততঃ প্রবর্ততে ব্রহ্মন্ ! § সৰ্বপাপহরা সরিৎ ।

হইতেছে, সেই স্থানের নামই বিষ্ণুর পরমপদ।^{১০৮} যে স্থানে তেজস্বী ধ্রুব স্বয়ং মেধীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং ধ্রুব নক্ষত্রে সমুদ্র জ্যোতিঃ ও জ্যোতিঃ সমুদ্রায়ে মেঘ রহিয়াছে।^{১০৯} মহামুনে! মেঘ হইতে রুষ্টি হয়, রুষ্টি হইতে পৃথিবী জল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জল হইতে ওষধি প্রভৃতির পুষ্টি হয়, ওষধি প্রভৃতি হইতে দেব মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই আপ্যায়িত হন।^{১১০} বিশেষতঃ ওষধি হইতে পুষ্ট গবাদি জনিত ঘূতাদির আহুতি দ্বারা দেবগণ পুষ্ট হন। পরে সেই দেবগণ জীবলোক রক্ষার নিমিত্ত রুষ্টি করেন।^{১১১} অতএব এই তৃতীয় বিষ্ণুর পদ অতীব নির্মল এবং ত্রিলোকের আধার স্বরূপ ও বৃদ্ধির কারণ।^{১১২} ব্রহ্মন্! এই স্থান হইতে সৰ্ব পাপহরা সরিৎ গঙ্গা, দেবাজ্ঞাদিগের অঙ্গীভূত

* মেধীভূতঃ স্বয়ং ভূত ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

† মেঘেষু সমতা রুষ্টির্'মেষ্টাপোহস্যপোষণম্' ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

‡ ততশ্চাজ্যাহতিদ্বারাবপোষিতান্তে ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

¶ ত্রয়াণাং বৃদ্ধিকারণম্' ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

§ ভূতঃ প্রভবতি ব্রহ্মন্! ইতি পাঠান্তরম্ ।

গঙ্গা দেবাকনাকানামনুলেপনপিঞ্জর। ১০৩ ॥

বামপাদামুজাঙ্গুষ্ঠনখশ্রোতোবিনির্গতা ।

বিষেণাবিভক্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবঃ ॥১০৪॥

ততঃ সপ্তর্ষয়ো যস্যাঃ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।

তিষ্ঠন্তি বীচিমালাভিরুহ্যমানজটা জলে * ॥ ১০৫ ॥

বার্হোমৈঃ সন্ততৈর্যস্যাঃ প্লাবিতং শশিমণ্ডলম্ ।

ভূয়োহধিকতমাং কান্তিং বহত্যেতদুপক্ষয়ম্ † ॥ ১০৬ ॥

মেরুপৃষ্ঠে পততুচ্চৈর্নিক্সান্তা শশিমণ্ডলাং ।

জগতঃ পাবনার্থায় যা প্রয়াতি চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১০৭ ॥

সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ সংস্থিতা ‡ ।

একৈব যা চতুর্ভেদা দিগ্ভেদগতিলক্ষণা ॥ ১০৮ ॥

দ্বারা পিঙ্গল বর্ণ হইয়া নির্গতা হইতেছেন । ১০৩ এই গঙ্গা বিষ্ণুর
বাম পাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ নখ হইতে শ্রোতোরূপে নিঃসৃত হই-
তেছেন । ধ্রুব ভক্তি পূরক দিবারাত্রি তাঁহাকে মন্তকে ধারণ করি-
তেছেন । ১০৪ সপ্তর্ষিগণ ঐ নদীতে অবগাহন পূরক যখন প্রাণা-
য়াম করেন তখন তাঁহার তরঙ্গমালা দ্বারা ঐ সপ্তর্ষিদিগের জটাতার
বাহিত হইয়া থাকে । ১০৫ যাহার বিস্তীর্ণ বারিপ্রবাহ দ্বারা চন্দ্র-
মণ্ডল প্লাবিত হইয়া ক্ষয় কালেও সমধিক কান্তি ধারণ করে । ১০৬
এই গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিক্সান্তা হইয়া মেরুপৃষ্ঠে পতিত হই-
তেছেন এবং জগৎ পবিত্র করিবার জন্য সেই স্থান হইতে চতু-
র্দ্দিকে গমন করিতেছেন । ১০৭ এক গঙ্গাই চতুর্দ্দিকে গমন করিতে
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়া-

• বীচিমালাভিরুহ্যমানজটালয়ে ইত্যপরে পঠাণ্ড ।

† বহত্যুপক্ষয়াম ইতি ভিন্নঃ পাঠঃ ।

‡ বংক্ষুর্ভদ্রাতসংস্থিতা ইতি বা পঠনীয়া ।

ভেদধ্বালকনন্দাখ্যং যম্যাঃ সর্বোহপি দক্ষিণম্ ।

দধার শিরসা প্রীত্যা বর্ষাণামধিকং শতম্ ॥ ১০৯ ॥

শস্তোজটাকলাপাচ্চ বিনিক্ষান্তাশ্চিশকরাঃ ।

প্লাবয়িত্বা দিবং নিন্যে পাপাঢ্যান্ সগরাঅজান্ * ॥ ১১০ ॥

স্নাতস্য সলিলে যম্যাঃ সদ্যঃ পাপং প্রণশ্যতি ।

অপূর্বপুণ্যপ্রাপ্তিঞ্চ সদ্যো মৈত্রেয় ! জায়তে ॥ ১১১ ॥

দভাঃ পিতৃভ্যো যত্রাপস্তনয়েঃ শ্রদ্ধয়াশ্রিতৈঃ ।

সমাত্রয়ং প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং মৈত্রেয় ! দুর্লভাম্ ॥ ১১২ ॥

যন্তামিষ্টা মহাযজ্ঞৈর্যজ্ঞেশং পুরুষোত্তমম্ ।

দ্বিজভূতাঃ পরামৃদ্ধিমা† অবাপুর্দিবি চেহ চ ॥ ১১৩ ॥

ছেন ; যথা সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা ।^{১০৮} অলকনন্দা দক্ষিণবাহিনী হইয়াছেন । ভগবান্ মহাদেব প্রীতি পূর্বক এক শত বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল তাঁহাকে মন্তকে ধারণ করিয়া ছিলেন ।^{১০৯}

এই অলকনন্দা মহাদেবের জটাকলাপ হইতে নির্গতা হইয়া সগরসন্তানগণের অস্তিত্ব প্রাণিত করিয়া সেই পাপাত্মাদিগকে দেবলোকে লইয়া গিয়াছেন ।^{১১০} মৈত্রেয় ! তাঁহার সলিলে স্নান করিলে সদ্যঃ পাপ মোচন ও তৎক্ষণাৎ অপূর্ব পুণ্য লাভ হইয়া থাকে ।^{১১১} পুত্রেরা শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া পিতৃলোককে তদীয় জল একবার মাত্র দান করিলে পিতৃলোক তিন বৎসর কাল দুর্লভ তৃপ্তি লাভ করেন ।^{১১২} অনেকে এই অলকনন্দাতে মহাযজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তমের আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণকূলে জন্ম পরিগ্রহ

* যান্ পাপান্ সগরাঅজান্ ইত্য বা পৃঠ ।

† দ্বিজভূতাঃ পরাং সিদ্ধিম্ ইতি বহবঃ পঠন্তি ।

স্নানাদ্বিশূতপাপাশ্চ যজ্জলে যতয়ন্তথা ।

কেশবাসক্তমনসঃ প্রাপ্তা নির্বাণমুক্তমম্ ॥ ১১৪ ॥

ঋতাভিলষিতা দৃষ্ঠা স্পৃষ্ঠা পীতাবগাহিতা ।

যা পাবয়তি ভূতানি কীর্তিতা চ দিনে দিনে ॥ ১১৫ ॥

গঙ্গা গঙ্গেতি যৈর্গাম যোজনানাং শতেষুপি ।

স্থিতৈরুচ্চরিতং হন্তি পাপং জন্মত্রয়ার্জিতম্ ॥ ১১৬ ॥

যতঃ সা পাবনায়ালং ত্রয়াণাং জগতামপি ।

সমুদ্ভূতা পরং তত্ত্ব তৃতীয়ং ভগবৎপদম্ ॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

পূরক ইহলোকে ও দেবলোকে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।^{১১৪} যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারা এই অলকনন্দার জলে স্নান পূরক পাপ হইতে বিনিমুক্ত ও কেশবাসক্ত চিত্ত হইয়া নির্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন।^{১১৫} এই অলকনন্দার নাম শ্রবণ করিলে, সেই জলে স্নান করিতে অভিলাষ করিলে, তাঁহাকে দর্শন করিলে, তজ্জল স্পর্শ করিলে বা পান করিলে, তাহাতে অবগাহন করিলে, অলকনন্দা বা গঙ্গা এই নাম কীর্তন করিলে, দিন দিন জীবগণ পবিত্র হয়।^{১১৬} যদি কোন মনুষ্য শত যোজন দূরে থাকিয়াও গঙ্গা গঙ্গা এই নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহার তিন জন্মের পাপরাশি ধ্বংস হইয়া যায়।^{১১৭} যে স্থান হইতে সমুদ্ভূতা এই গঙ্গা ত্রিলোক পবিত্র করিতে সমর্থ, সেই তৃতীয় পরম স্থানের নামই বিষ্ণুর পরম পদ।^{১১৮}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ অষ্টম অধ্যায়

সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

নবমাধ্যায়ঃ ।



পরিশর উবাচ ।

তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ ।

দিবি রূপং হরৈর্যন্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ ॥ ১ ॥

সৈব ভ্রমন্ ভ্রাময়তি চন্দ্রাদিত্যাদিকান্ গ্রহান্ ।

ভ্রমন্তমন্ তং যান্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ ॥ ২ ॥

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ ।

বাতানীকময়ৈর্বৈষ্ণুধ্রুবে বন্ধানি তানি বৈ ॥ ৩ ॥

পরিশর কহিলেন । আকাশমণ্ডলে শিশুমার নামক জলজন্তুর
ন্যায় আকৃতি তারাময় যে ভগবান্ বিষ্ণুর রূপ দেখিতে পাওয়া
যায়, তাহার পুচ্ছেদেশে ধ্রুব সংলগ্ন আছেন ।^১ সেই ধ্রুবনক্ষত্র
শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের বশতা প্রযুক্ত আকাশমণ্ডলে চক্রের
ন্যায় স্বয়ং ভ্রমণ করিতেছেন, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকেও ভ্রমণ
করাইতেছেন এবং সমুদায় নক্ষত্রগণ সেই ভ্রমণশীল ধ্রুব নক্ষত্রের
অনুগামী হইয়া আকাশপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে,^২ কারণ
চন্দ্র সূর্য্য তারা অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র গ্রহগণ, ইহারা সকলে বায়ু-
সমূহ রূপ বন্ধন দ্বারা * ধ্রুব নক্ষত্রে বদ্ধ আছে ।^৩

* কৃষ্ণপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বায়ু সাত প্রকার । এই সাত প্রকার বায়ু
ক্রমণঃ উপরে স্তরে স্তবে আছে । তাহাদের নাম—আবহ, গ্রবহ, অগ্রবহ, সংবহ
বিবহ, পরাবহ ও পরিবহ । এই সাত নৈমি বায়ুর মধ্যে ভূমণ্ডল হইতে যেহ পর্য্যন্ত
যে বায়ু তাহার নাম আবহ । মেঘমণ্ডল হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার

শিশুমারাকৃতি প্রোক্তং স্বরূপং জ্যোতিবাং দিবি ।
 নারায়ণঃ পরং ধাম্নাং তস্মাধারঃ স্বয়ং হৃদি ॥ ৪ ॥
 উত্তানপাদপুত্রস্ত তমারাধ্য প্রজাপতিম্ ।
 স তারাশিশুমারস্ত ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫ ॥
 আধারঃ শিশুমারস্ত সৰ্ব্বাধ্যক্ষো জনার্দনঃ ।
 ধ্রুবস্ত শিশুমারশ্চ ধ্রুবে ভানুব্যবস্থিতঃ ॥ ৬ ॥
 তদাধারং জগদ্ধেদং স দেবাসুরমানুষম্ ।
 যেন বিপ্র ! বিধানেন তস্মৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৭ ॥

আমি তোমার নিকট আকাশস্থ শিশুমারাকৃতি যে নক্ষত্রপুঞ্জের কথা কহিলাম, তেজের আধার স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ পরম তেজস্বী নক্ষত্র রূপে তাহার হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন ।^৪ উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুব সেই জগৎপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া উক্ত শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের পুচ্ছেদে অবস্থিতি করিতেছেন ।^৫ সৰ্ব্বাধ্যক্ষ ভগবান্ জনার্দন শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের আধার স্বরূপ হইতেছেন । শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জও ধ্রুব নক্ষত্রের আধার হইয়া আছে । ধ্রুব নক্ষত্রও দিবাকরের আধার স্বরূপ ।^৬ দেব অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত এই জগৎ দিবাকরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে । ব্রহ্মন্ ! এই জগৎ যে রূপে দিবাকরের আশ্রিত, তাহা বলিতেছি, একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ।^৭ দিবা-

নাম প্রবহ । সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম অন্নবহ বা উষ্মহ । চন্দ্রমণ্ডল হইতে নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম সংবহ । নক্ষত্র-মণ্ডল হইতে গ্রহমণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম বিবহ । গ্রহগণ হইতে সপ্তর্ষি-মণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম পবাবহ । সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহার নাম পরিবহ । •

↑ জগৎপতিম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

বিবস্বানক্ৰতিৰ্মাসৈরাদায়াপো রসাত্মিকাঃ ।

বৰ্ষত্যস্মু ততশ্চান্নমন্নাদপ্যখিলং জগৎ ॥ ৮ ॥

বিবস্বানং শুভিস্তৌক্কুরাদায় জগতো জলম্ ।

সোমং পুষ্যত্যথেন্দুশ্চ * বায়ুনাড়ীময়ৈর্দিবি ॥ ৯ ॥

নালৈর্বিষ্কিপতেহজ্রেষু ধূমাধানিলমূর্তিষু ।

ন ভ্রশ্যন্তি যতশ্চেভ্যো জলান্যভ্রাণি তান্যতঃ ॥ ১০ ॥

অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ ।

সংস্কারং কালজনিতং মৈত্রেয়াসাদ্য নির্মলাঃ ॥ ১১ ॥

সরিৎসমুদ্রভৌমাস্তু তথাপঃ প্রাণিসম্ভবাঃ ।

চতুঃপ্রকারা ভগবানাদভে সবিতা যুনে ! ॥ ১২ ॥

কর অষ্ট মাস পৃথিবীর রস রূপ জল আকর্ষণ করেন । পরে তিনি (চারি মাস) জল বর্ষণ করিতে থাকেন । সেই জল হইতে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় । খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া সমুদায় লোক জীবন ধারণ করিতেছে ।^৮ দিবাকর তীক্ষ্ণ কিরণ দ্বারা জগতের জল গ্রহণ করিয়া নিশাকরকে পুষ্ট করেন । নিশাকরও বায়ুরূপ নাড়ীময় নাল-দ্বারা ঐ সমুদায় জল, ধূম অগ্নি ও অনিলাত্মক মেঘসমূহে নিঃক্ষেপ করিয়া থাকেন ।^৯ যাহা হইতে জল স্বতঃপ্রসূত হয় না অর্থাৎ সাধারণ জল ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহার নাম অভ্র অর্থাৎ মেঘ ।^{১০} মৈত্রেয় ! মেঘস্থিত জল বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া সময় অনুসারে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া নির্মল হয় অর্থাৎ বায়ু-সংযোগে মেঘস্থ জল বিশুদ্ধ হইয়া মধুর রস ধারণ করে পরে বৃষ্টি রূপে পতিত^{১১} হইতে আরম্ভ হয় ।^{১২} যুনে ! সরিৎ, সমুদ্র, ভৌম ও জীবজাত—এই চারি প্রকার রস ভগবান্ সূর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন^{১৩} এবং তিনি রশ্মি-

* সোমং পুষ্যত্যথেন্দুশ্চ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

আকাশগঙ্গাসলিলং তদাদায় গভস্তিমান্ * ।

অনভ্রগতমেবোৰ্বাং সদাঃ ক্ষিপতি রশ্মিভিঃ ॥ ১৩ ॥

তস্য সংস্পর্শনিধূতপাপপঙ্কো দ্বিজোত্তম ! ।

ন যাতি নরকং মর্ত্যো দিব্যস্নানং হি তৎ স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টসূর্য্যং হি যদ্বারি পতত্যৈবিনা দিবঃ ।

আকাশগঙ্গাসলিলং তদোভিঃ ক্ষিপ্যতে রবেঃ ॥ ১৫ ॥

কৃত্তিকাদিয়ু ঋক্ষেযু বিষমেযুসু যদিবঃ ।

দৃষ্টার্কং পততি জ্যেষ্ঠং তদগাঙ্গং দিগ্গজোজ্জ্বিতম্ ॥ ১৬ ॥

যুগ্মক্ষেষু চ যতোয়ং পতত্যকৌজ্জ্বিতং দিবঃ ।

দ্বারা আকাশগঙ্গার জল গ্রহণ করিয়া তাহা মেঘগর্ভস্থ না হইলেও তৎক্ষণাৎ ভূতলে ক্ষেপণ করেন ।^{১০} ব্রহ্মন্ ! মনুষ্য সেই দিব্য জলস্পর্শে তৎক্ষণাৎ পাপপঙ্ক হইতে ক্ষালিত হয় ও তাহাকে আর নরকে গমন করিতে হয় না কারণ তাহা দিব্য স্নান শব্দে অভিহিত হইয়াছে ।^{১১} যে সময় দিবাকর দৃষ্টিগোচর হন ও বিনা মেঘে আকাশ হইতে জল পতিত হইতে থাকে, তখন আকাশগঙ্গার জল সূর্য্য কিরণ দ্বারা ক্ষিপ্ত হয় ।^{১২} যে সময় সূর্য্য কৃত্তিকা যুগ্ম-শীর্ষা প্রভৃতি বিষম নক্ষত্রে অবস্থিতি করিয়া লোকের দৃষ্টিগোচর হন, সে সময় যে দিব্য জল পতিত হয়, তাহা দিগ্গজ কর্কট ক্ষিপ্ত উক্ত আকাশগঙ্গার জল ।^{১৩} যৎকালে সূর্য্য রোহিণী আত্রা প্রভৃতি সমনক্ষত্রে অবস্থিতি করেন তৎকালে যে বিনা মেঘে আকাশ হইতে সলিল নিপতিত হয়, তাহা দিবাকর স্মর্য্য কিরণ-জালদ্বারা গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করেন ।^{১৪} মহামুনে ! উক্ত

* তথাদায় গভস্তিমান্ ইতি বা পাঠ্যহ ।

১ দৃষ্টার্কং পততি জ্যেষ্ঠম্ ইতি ভিন্নঃ পাঠঃ ।

তৎ সূর্য্যরশ্মিভিঃ সদাঃ সমাদায় নিরস্ততে * ॥ ১৭ ॥

উভয়ং পুণ্যমত্যর্থং নৃণাং পাপাপহং দ্বিজ ! † ।

আকাশগঙ্গাসলিলং দিব্যস্নানং মহামুনে ! ॥ ১৮ ॥

যত্তু মেঘৈঃ সমুৎসৃষ্টং বারি তৎ প্রাণিণাং দ্বিজ ! ।

পুষ্পাত্যোষধয়ঃ সর্বা জীবনায়ামৃতং হি তৎ ॥ ১৯ ॥

তেন বৃদ্ধিঃ পরাং নীতঃ সলিলেনৌষধীগণঃ ‡ ।

সাধকঃ ফলপাকান্তঃ প্রজানাং দ্বিজ ! জায়তে ॥ ২০ ॥

তেন যজ্ঞান্ যথাপ্রোক্তান্ মানবাঃ শাস্ত্রচক্ষুষঃ ।

কুর্কন্ত্যহরহস্তৈশ্চ দেবানাপ্যায়য়ন্তি তে ॥ ২১ ॥

এবং যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ণাশ্চ দ্বিজপূর্ব্বকাঃ ।

উভয়বিধ জলই মনুষ্যের পাপনাশক ও অতীব পবিত্র আকাশ-
গঙ্গার সলিল । ঐ উভয়বিধ সলিলে স্নান করিলে দিব্য স্নান
হয় ।^{১৮}

ব্রহ্মন্! মেঘগণ যে জল বর্ষণ করে, তদ্বারা ওষধি সকল পরিপুষ্ট
হয় এবং সমুদায় ওষধিই জীবগণের জীবনরক্ষা বিষয়ে পরম অমৃত-
স্বরূপ হইয়া থাকে ।^{১৯} দ্বিজ! ফল পক্ব হইলে যে সকলের বিনাশ
হয়, তৎসমুদায় ওষধি উক্ত বৃষ্টিজল দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া
প্রাণিগণের সাধক অর্থাৎ ছুট ও অদৃষ্ট শ্রেয়ঃসাধনের কারণ
হইয়া থাকে ।^{২০} শাস্ত্রচক্ষু মানবগণ উক্ত ওষধিসমূহদ্বারা নির-
স্তর যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন । তাহাতেই দেবগণ আপ্যা-
য়িত হন ।^{২১} এই রূপে সমুদায় যজ্ঞ, সমুদায় দেবঐশ, ব্রাহ্মণ-

* সর্বং সমাদায় নিরস্ততে ইত্যপরে পঠিত্তি ।

† নৃণাং পাপভয়াপহম্ ইতি বহুঃ পঠিত্তি ।

‡ সকলশৌষধীগণ ইতি পৃথক পাঠঃ ।

সর্বৈ দেবনিকায়ান্চ পশুভূতগণান্চ যে ॥ ২২ ॥
 বৃক্ষা ধৃতমিদং সর্বম্ অন্নং নিষ্পাদ্যতে যয়া ।
 সাপি নিষ্পাদ্যতে বৃষ্টিঃ সবিত্রা মুনিসত্তম ! ॥ ২৩ ॥
 আধারভূতঃ সবিতুষ্কবো মুনিবরোত্তম ! ।
 ধ্রুবস্য শিশুমারোহসৌ সোহপি নারায়ণাশ্রয়ঃ * ॥ ২৪ ॥
 হৃদি নারায়ণস্তস্য শিশুমারস্য সংস্থিতঃ ।
 বিভর্তা সর্বভূতানাম্ আদিভূতঃ সনাতনঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে নবমোহধ্যায়ঃ ।

প্রভৃতি সমুদায় বর্গ, সমুদায় উপদেব, সমুদায় পশু ও সমুদায়
 ভূতগণ,^{১২} এই সকলেই বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইতেছেন কারণ
 বৃষ্টিই অন্নের কারণ। মহামুনে! এই মহোপকারিণী বৃষ্টি সূর্য্য
 হইতে প্রবর্তিত হইয়া থাকে।^{১৩} মুনিশ্রেষ্ঠ! ধ্রুবনক্ষত্র দিবাকরের
 আধারস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ধ্রুবের আধার শিশুমারাকৃতি
 নক্ষত্রপুঞ্জ। শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জও নারায়ণাত্মক^{১৪} কারণ
 সর্বভূতের পালনকর্তা। সকলের আদিভূত সনাতন ভগবান্ নারায়ণ
 সেই শিশুমারাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।^{১৫}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ নবম অধ্যায়
 সমাপ্ত ।

* সোহপি নারায়ণাত্মক ইতি পাঠান্তরম্।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

দশমাধ্যায়ঃ ।



পরশর উবাচ ।

সাশীতিমণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োরন্তরং দ্বয়োঃ ।

আরোহণাবরোহাভ্যাং তানোরদেন যা গতিঃ ॥ ১ ॥

স রথোহধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈশ্চ ষিভিস্তথা ।

গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীস্পর্শরাক্ষসৈঃ ॥ ২ ॥

ধাতা ক্রতুস্থলা চৈব পুলস্ত্যা বাসুকিস্তথা ।

পরশর কহিলেন । দক্ষিণায়ন কালে সূর্য্য দক্ষিণ দিকে যত দূর গমন করেন এবং উত্তরায়ণ কালে তিনি উত্তর দিকে যত দূর যান, তাহার মধ্যস্থিত সমুদায় স্থান এক শত অশীতি মণ্ডলে বিভক্ত । (সূর্য্য ছয় মাসে এই এক শত অশীতি মণ্ডল গমন করেন সুতরাং তিনি এক এক দিনে উত্তরায়ণ কালে উত্তর দিকে ও দক্ষিণায়ন কালে দক্ষিণ দিকে এক এক মণ্ডল গমন করিয়া থাকেন ।) তাঁহার এই গতি দুই প্রকার, আরোহণ ও অবরোহণ । (উত্তরায়ণ কালীন গতিকে আরোহণ ও দক্ষিণায়ন কালীন গতিকে অবরোহণ বলে ।) এক বৎসরের মধ্যে সূর্য্যের এই দুই প্রকার গতি হইয়া থাকে ।^১ সূর্য্য যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নে প্রৱৃত্ত হন তখন তাঁহার রথ, (বিশেষ বিশেষ পথে) দেবগণ আদিত্যগণ ঋষিগণ গন্ধর্ভগণ অপ্সরোগণ যক্ষগণ সর্পগণ বা রাক্ষসগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে ।^২ ধাতা ক্রতুস্থলা পুলস্ত্য বাসুকি রথরূপে নামে যক্ষ রাক্ষস

রথরুদ্ধামণীহেতিস্তম্বরুশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৩ ॥
 এতে বসন্তি বৈ চৈত্রে মধুমাসে সদৈব হি ।
 মৈত্রেয় ! স্তন্দনে ভানোঃ সপ্ত মাসাধিকারিণঃ ॥ ৪ ॥
 অর্যমা পুলহশ্চৈব রথোজাঃ পুঞ্জিকঙ্কলা * ।
 প্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নারদশ্চ রথে রবেঃ ।
 মাধবে নিবসন্ত্যেতে শুচিসংজ্ঞে নিবোধ মে ॥ ৫ ॥
 মিত্রোহত্রিস্তক্ষকো রক্ষঃ পৌরুষেষোহথ মেনকা ।
 হাহা রথস্বনশ্চৈব মৈত্রেয়ৈতে বসন্তি বৈ ॥ ৬ ॥
 বরুণো বশিষ্ঠো রত্না সহজন্যা হুহুবুধঃ ।
 রথচিত্তস্তথা শুক্রে † বসন্ত্যাষাঢ়সংজ্ঞকে ॥ ৭ ॥
 ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ স্রোত এলাপত্নস্তথাক্ষিরাঃ ।

ও ভুষ্মরু এই সাত জন ।° মৈত্রেয় ! ইঁহার। চৈত্র মাসে সর্কদা
 সূর্য্যের রথে অধিষ্ঠান করেন স্ততরাং এই সাত জন চৈত্র মাসের
 অধিষ্ঠাতা ও অধিপতি ।° অর্যমা পুলহ যক্ষ পুঞ্জিকঙ্কলা রাক্ষস
 সর্প নারদ, ইঁহার। বৈশাখ মাসে দিবাকরের রথে বাস করেন ।
 জ্যৈষ্ঠ মাসে যাঁহার। রথে অধিষ্ঠান করেন তাঁহাদের নাম বলি-
 তেছি, শ্রবণ কর ।° মিত্র অত্রি তক্ষক পৌরুষেয় নামক রাক্ষস
 মেনকা হাহা ও রথস্বন, ইঁহার। জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যের রথে বাস
 করিয়া থাকেন ।° বরুণ বশিষ্ঠ রত্না সহজন্যা হুহু বুধ ও রথচিত্ত
 (যক্ষ ও সর্প) ইঁহার। আষাঢ় মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন ।° ইন্দ্র
 বিশ্বাবসু স্রোত এলাপত্ন নামক নাগ অক্ষিরাঃ প্রলোচা ও সর্প,

* পুঞ্জিকঙ্কলা ইতি পাঠান্তরম্ ।

† রথচিত্তস্তথা শুক্রে ইতি বা পাঠঃ ।

প্রমোচা চ নভশ্চৈতে সর্পশ্চাকৈ বসন্তি বৈ ॥ ৮ ॥
 বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ভৃগুশ্চাপূরণস্তথা ।
 অনুমোচা শঙ্খপালো* ব্যাঘ্রো ভাদ্রপদে তথা ॥ ৯ ॥
 পুষা চ সুরুচির্ধাতা † গৌতমোহথ ধনঞ্জয়ঃ ।
 সুবেণোহন্যো স্নাতাচী চ বসন্ত্যশ্বযুজে রবৌ ॥ ১০ ॥
 বিভাবসুভরদ্বাজৌ পর্জ্জনৈর্যাবতৌ তথা ।
 বিশ্বাচী সেনজিচ্চাপঃ কার্ত্তিকে চাধিকারিণঃ ॥ ১১ ॥
 অংশুকাশ্যপতাক্ষ্যাস্তু মহাপদ্মস্তথোর্কশী ।
 চিত্রসেনস্তথা বিদ্যুন্ন্যার্গশীর্ষাধিকারিণঃ ॥ ১২ ॥
 ক্রতুভগস্তথোর্গায়ুঃ স্কৃজ্জঃ কর্কোটকস্তথা ।
 অরিষ্টনেমিচ্চৈবান্য পূর্কচিতিবরাঙ্গরাঃ ॥ ১৩ ॥

ইঁহারা আশ্বিন মাসে দিবাকররথে অবস্থান করেন ।^১ বিবস্বান্
 উগ্রসেন নামক গন্ধর্ব্ব ভৃগু আপূরণ নামক বক্ষ অনুমোচা শঙ্খপাল
 ও রাক্ষস, ইঁহারা ভাদ্র মাসে আদিত্যরথে অধিষ্ঠান করেন ।^২
 পুষা সুরুচি ধাতা গৌতম ধনঞ্জয় সুবেণ ও স্নাতাচী, ইঁহারা আশ্বিন
 মাসে ভাস্কররথে অবস্থিতি করেন ।^৩ বিশ্বাবসু ভরদ্বাজ পর্জ্জন্য
 ঐরাবত নামক সর্প বিশ্বাচী সেনজিৎ ও চাপ অর্থাৎ রাক্ষস ইঁহারা
 কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করেন ।^৪ অংশু কশ্যপ তাক্ষ্য
 মহাপদ্ম উর্কশী চিত্রসেন ও বিদ্যুৎ, ইঁহারা অগ্রহায়ণ মাসে দিবা-
 কররথে থাকেন ।^৫ ক্রতু ভগ উর্গায়ু নামক গন্ধর্ব্ব স্কৃজ্জ নামক
 রাক্ষস কর্কোটক নামক সর্প অরিষ্টনেমি নামক বক্ষ এবং পূর্কচিতি

* উমোচা শঙ্খপালশ্চ ইতি কুচিৎ পাঠঃ ।

† পুষা বসুরুচিধাতা ইত্যপি পঠনীয়ম্ ।

পৌষমাসে বসন্তোতে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে ।
 লোকপ্রকাশনার্থায় বিশ্বব্যাপ্যধিকারিণঃ ॥ ১৪ ॥
 ভূচাঁথ জমদগ্নিঃ কবলোহথ তিলোত্তমা ।
 ব্রহ্মাপেতোহথ ঋতজিৎ ধৃতরাষ্ট্রোহথ সপ্তমঃ ॥ ১৫ ॥
 মাঘমাসে বসন্তোতে সপ্ত মৈত্রয় ! ভাস্করে ।
 ঋতপাশাপরে সূর্য্যে ফাল্গুনে নিবসন্তি যে ॥ ১৬ ॥
 বিষ্মুরশ্বতরো রক্তা সূর্য্যবর্চাথ সত্যজিৎ * ।
 বিশ্বামিত্রস্তথা রক্ষো † যজ্ঞাপেতো মহামুনে ॥ ১৭ ॥
 মাসেষুতেষু মৈত্রয় ! বসন্তোতে তু সপ্তকাঃ ।
 সবিতুর্নগুণে ব্রহ্মন্ ! বিষ্মুশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥ ১৮ ॥

নামে প্রধান অঙ্গরা^{১০} এই সাত জন পৌষ মাসে সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন । দ্বিজবর ! লোকপ্রকাশের নিমিত্ত ইহারা ই পৌষ মাসের অধিকারী ।^{১১} ভূচাঁ জমদগ্নি কবল তিলোত্তমা ব্রহ্মাপেত অর্থাৎ ব্রাহ্মস ঋতজিৎ নামক যক্ষ ও ধৃতরাষ্ট্র নামক গন্ধর্ব্ব^{১২} এই সাত জন মাঘ মাসে প্রভাকরমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া থাকেন । পরে ফাল্গুন মাসে ইহারা সূর্য্যমণ্ডলে থাকেন তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{১৩} বিষ্মু অশ্বতর নামক সর্প রক্তা সূর্য্যবর্চা নামে গন্ধর্ব্ব সত্যজিৎ নামক যক্ষ বিশ্বামিত্র ও যজ্ঞাপেত নামক ব্রাহ্মস, মহামুনে ! (ইহারা ফাল্গুন মাসে সূর্য্যমণ্ডলে বাস করেন)^{১৪}

মৈত্রয় ! উক্ত দ্বাদশ মাসে উক্ত সপ্ত সপ্ত গণ বিষ্মু শক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন ।^{১৫} সূর্য্যের

* সূর্য্যবর্চাঃ সত্যজিৎ ঋতর্ষাপ পঠন্তি
 বিশ্বামিত্রস্তথা ব্রহ্ম ইতি বা পাঠঃ ।

স্তবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং গন্ধর্বৈর্গায়তে পুরঃ ।

নৃত্যন্ত্যোহম্পরসো যান্তি সূর্য্যস্যানু নিশাচরাঃ ॥ ১৯ ॥

বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেহভীষুসংগ্রহঃ ।

বালখিলাস্তথৈবৈনং পরিবার্গ্য সমাসতে ॥ ২০ ॥

সোহয়ং সপ্তগণঃ সূর্য্যমণ্ডলে মুনিসত্তম ! ।

হিমোষবারিবৃক্ষীনাং হেতুত্বে সময়ং গতঃ* ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে দশমোহধ্যায়ঃ ।

গমনকালে মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, গন্ধর্বগণ সন্মুখে গান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, অম্পরোগণ নাচিতেছেন, নিশাচরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছেন,^{১৯} পন্নগগণ তাঁহার রথ সন্মজ্জিত করণে নিযুক্ত রহিয়াছে, যক্ষগণ অশ্বরশ্মি সংযোজন করিতেছে এবং বালখিলাগণ তাঁহার চতুর্দিকে বেটন করিয়া আছেন।^{২০} মুনিশ্রেষ্ঠ ! উক্ত সপ্তগণ এই রূপে স্ব স্ব নিয়মিত সময়ে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুপরিবর্তের কারণ হইতেছেন।^{২১}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ দশম অধ্যায়
সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

একাদশাধ্যায়ঃ ।



* মৈত্রেয় উবাচ ।

যদেতদ্ভগবানাহ গণঃ সপ্তবিধো ববেঃ* ।

মণ্ডলে হিমতাপাদেঃ কারণং তন্ময়া শ্রুতম্ ॥ ১ ॥

ব্যাপারাজাপি কথিতা গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ ।

ঋষীণাং বালখিল্যানাং তথৈবাপ্সরসাং গুরো! ॥ ২ ॥

যক্ষাণাঞ্চ রথে ভানোর্বিষ্মুশক্তিধৃতাঙ্গনাম্ ।

কিন্তুাদিত্যস্য যৎ কৰ্ম তন্মাত্রোক্তং ত্বয়া মূনে! ॥ ৩ ॥

যদি সপ্তগণো বারি হিমমুষ্ণঞ্চ বর্ষতি ।

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্ ! শুনিলাম, আপনি কহিলেন, সপ্ত-
বিধগণ রবিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া শীতগ্রীষ্মাদি উৎপাদন
করেন ।^১ গুরো! গন্ধর্বগণ, সর্পগণ, রাক্ষসগণ, ঋষিগণ, বাল-
খিল্যগণ, অপ্সরোগণ ও যক্ষগণ ইহারা বিষ্ণুশক্তি দ্বারা সমুদ্ভূত
হইয়া দিবাকররথে অবস্থান পূর্বক যে যে কার্য করেন তাহাও
আপনি কহিয়াছেন, পরন্তু সূর্য্যের কৰ্ম কি তাহা আপনি এ স্থলে
বলেন নাই ।^২ যদি সপ্তগণ সূর্য্যরথে থাকিয়াই শীত গ্রীষ্ম ও বৃষ্টি
বিতরণ করেন, তাহা হইলে ত সূর্য্য হইতে কিছুই হইতেছে না ?

* গণঃ সংসপ্তকো ববেঃ ইত্যপরস্য পুস্তকস্য পাঠঃ ।

তৎ কিমত্র রবের্ধেন বৃষ্টিঃ সূর্য্যাদিতীর্থাতে * ॥ ৪ ॥

বিবস্বানুদিতো মধ্যে যাত্যন্তমিতি কিং জনাঃ † ॥

ত্রবীত্যেতৎ সমং কৰ্ম্ম যদি সপ্তগণস্য তৎ ॥ ৫ ॥

পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয় ! শ্রয়তামেতদ্ যদ্ববান্ পরিপৃচ্ছতি ।

যথা সপ্তগণেহপ্যেকঃ ‡ প্রাধান্যেনাধিকো রবিঃ ॥ ৬ ॥

সৰ্ব্বা শক্তিঃ পরা § বিবেগাশ্চাৰ্গ্যজুঃসামসংজিতা ।

সৈবা ত্রয়ী তপন্ত্যহংহো জগতশ্চ হিনস্তি যা ॥ ৭ ॥

এবং আপনি যে বলিয়াছেন, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ।* যদি সপ্তগণের কৰ্ম্ম সমান হয় অর্থাৎ যদি সপ্তগণ সূর্য্যরথে আরোহণ পূৰ্ব্বক ভ্রমণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে, লোকে কি জন্য এরূপ বলে যে, সূর্য্য উদিত হইলেন, সূর্য্য মধ্যস্থলে আরুঢ় হইয়াছেন, সূর্য্য অস্ত গমন করিতেছেন । তাহার। কি জন্য সপ্তগণের নামোল্লেখ করে না ।†

পরশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । সপ্তগণ ও রবি এ উভয়ের তুলনা করিলে একমাত্র রবিই সৰ্ব্বতোভাবে প্রধান* কারণ ঋক্ যজুঃ ও সাম নাম্নী সৰ্ব্বার্থপ্রকাশিকা যে বিষ্ণুর ত্রয়ীরূপা শক্তি, সেই শক্তিই দিবাকররূপে তাপপ্রদান করিতেছেন এবং উপাসিত হইয়া জগতের পাপাপনোদনে প্রবৃত্ত হইতেছেন ।† এই শক্তিই জগতের

* বৃষ্টিঃ সূর্য্যাদিতীর্থাতে ইতি ৬। পঠনীয়ম্ ।

‡ যাত্যন্তমিতি কিং জগৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ যথা সপ্তগণেহপ্যেকঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

§ যা তু শক্তিঃ পরা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

সৈব বিষ্ণুঃ স্থিতঃ স্থিত্যাং * জগতঃ পালনোদ্যতঃ ।
 ঋগ্‌যজুঃসামভূতোহন্তঃসবিতুর্দ্বিজ ! তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥
 মাসি মাসি রবির্যো যন্তত্র † তত্র হি সা পরা ।
 ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং করোতি বৈ ॥ ৯ ॥
 ঋচস্তপন্তি পূর্ক্সাহ্নে মধ্যাহ্নেহথ যজুঃষি বৈ ।
 বৃহদ্রথন্তরাদীনি সামান্যাহ্নঃ ক্ষয়ে রবৌ ॥ ১০ ॥
 অঙ্গমেযা ত্রয়ী বিষ্ণোঋগ্‌যজুঃসামসংজিতা ।
 বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা ‡ ॥ ১১ ॥
 ন কেবলং রবৌ শক্তিবৈষ্ণবী সা ত্রয়ীময়ী ।
 ব্রহ্মাথ পুরুষো রুদ্রস্ত্রয়মেতৎ ত্রয়ীময়ম্ ॥ ১২ ॥

স্থিতির নিমিত্ত বিষ্ণুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং লোকের পালনের নিমিত্ত ঋক্‌যজুঃ ও সাম রূপে সবিতৃমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন ।^৮ মাসে মাসে যখন যে স্থানে দিবাকর থাকুন তাঁহাতেই ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তি অবস্থান করিতেছেন ।^৯

পূর্ক্সাহ্নে ঋক্‌বেদ সূর্য্যাধিক্তিত হইয়া তাপপ্রদান করেন এবং মধ্যাহ্নে যজুর্বেদ ও অপরাহ্নে সূর্য্যের ক্ষয়কালে বৃহদ্রথন্তরা প্রভৃতি সাম সকল ঐরূপ তাপপ্রদান করিয়া থাকেন ।^{১০} ঋক্‌যজুঃ ও সাম নামী এই ত্রয়ীরূপা বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুর অঙ্গস্বরূপ । এই বিষ্ণুশক্তি সর্বদা সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছে ।^{১১} বিষ্ণুশক্তি ত্রয়ীরূপে যে কেবল সূর্য্যমণ্ডলেই অবস্থিতি করিতেছে এরূপ নহে, পরন্তু তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিতয়েও ত্রয়ীরূপে অব-

* সৈব বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিত্যাম্ ইতি অন্যে পঠন্তি ।

† মাসি মাসি রবির্যো যন্তত্র ইতি বা পাঠঃ ।

‡ মাসাদিত্যে করোতি সা ইতি বহবঃ পঠন্তি ।

সর্গাদৌ ঋক্সয়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ময়ঃ ।
 রুদ্রঃ সামময়ৌহন্তায় তস্মাৎ তস্মাৎশুচির্ধনিঃ ॥ ১৩ ॥
 এবং সা সাত্বিকী শক্তিবৈষ্ণবী বা ত্রয়ীময়ী ।
 আত্মসম্প্রগণস্থং তং ভাস্বন্তমধিতিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥
 তয়া চাধিষ্ঠিতঃ সোহপি জাজ্বলীতি স্বরশ্চিতিঃ ।
 তমঃ সমস্তজগতাং নাশং নয়তি চাখিলম্ ॥ ১৫ ॥
 স্তবন্তি তং বৈ মুনয়ো* গন্ধর্ভৈর্গায়তে পুরঃ ।
 নৃত্যন্ত্যোহম্পরসো যান্তি তস্য চান্ন নিশাচরাঃ ॥ ১৬ ॥
 বহন্তি পল্লগা যট্কেঃ ক্রিয়তেহভীষুসংগ্রহঃ ।
 বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥ ১৭ ॥

স্থান করিতেছে ।^{১২} সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা ঋক্সয় হইয়া সৃষ্টি করেন, যজুর্ময় বিষ্ণু পালন করিতে থাকেন, ঐলয়কালে সামময় রুদ্র সমুদায় সংহার করেন । এই অন্য সামবেদের গান অশুচি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ।^{১৩}

ত্রয়ীময় স্বাত্ত্বিক বিষ্ণুশক্তি এই রূপে স্বীয় সম্প্রগণ কর্তৃক পরি-
 রূত দিবাকরে অধিষ্ঠান করেন ।^{১৪} ভগবান্ দিবাকরও সেই বিষ্ণু-
 শক্তি কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া সাতিশয় দেদীপ্যমান হন এবং জগ-
 তের সমস্ত তমোরাশি ধ্বংস করিতে থাকেন ।^{১৫} সূর্য্য যখন গমন
 করেন তখন মুনীগণ তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতে থাকেন, গন্ধর্ভেরা
 সম্মুখে থাকিয়া গান করেন, অম্পরোগণ পুরোবর্ত্তী হইয়া স্তুত্যা
 করিতে থাকেন, নিশাচরেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন ।^{১৬}
 পল্লগগণ বহন বা রথসজ্জা করিতে থাকেন, যট্কেগণ অশ্বরশ্মি
 যোজনা করেন । বালখিল্য নামক ঋষিগণ সূর্য্যদেবের চতুর্দিকে

নোদেতা নাস্তমৈতা চ কদাচিচ্ছক্তিরূপধৃক্ ।
 বিষ্ণুর্বিষ্ণোঃ পৃথক্ তস্য গণঃ সপ্তময়োহপ্যায়ম্* ॥ ১৮ ॥
 স্তম্ভস্থদর্পণস্যেব যোহয়মাসন্নতাং গতঃ † ।
 ছায়াদর্শনসংযোগং স তং প্রাপ্নোত্যথাত্মনঃ ‡ ॥ ১৯ ॥
 এবং সা বৈষ্ণবী শক্তিন্নৈবাপৈতি ততো দ্বিজ ! ।
 মাসানুমাংসং ভাস্তম্ভমধ্যাস্তে তত্র সংস্থিতম্ ॥ ২০ ॥
 পিতৃদেবমনুষ্যাदीন্ স সদাপ্যায়য়ন্ প্রভুঃ § ।
 পরিবর্তত্যহোরাত্রাকারণং সবিতা দ্বিজ ! ॥ ২১ ॥

উপবিষ্ট থাকেন ।^{১১} প্রতিমাসে সূর্য্যমণ্ডলস্থিত সপ্তগণের বেক্সপ
 উদয় ও অস্ত হয়, সূর্য্যাদিষ্ঠিত বিষ্ণুশক্তি সেরূপ উদিত বা অস্ত-
 মিত হয় না, কারণ সপ্তগণ বিষ্ণুশক্তি হইতে পৃথক্ হওয়াতে উদ-
 রাস্তাদির অধীন হইয়াছে ।^{১২} যেমন স্তম্ভনিখাত-দর্পণ-সন্নি-
 ধানে যে যে ব্যক্তি গমন করে সেই সেই ব্যক্তিরই আক্সছায়া
 ছক্তিপথে উপস্থিত হয় ।^{১৩} সেইরূপ স্তম্ভসদৃশ সূর্য্যরথে দর্পণ-
 স্থানীয় বৈষ্ণবী শক্তি সর্ব্বদাই অবস্থান করে, -কখনই তাহার ঐ
 স্থান হইতে অপগম হয় না, পরন্তু সূর্য্যমণ্ডল আগন্তুক ব্যক্তির
 ন্যায় মাসে মাসে তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন ।^{১৪} প্রভু দিবা-
 কর, পিতৃগণ দেবগণ ও মনুষ্যগণকে আপ্যায়িত করিয়া দিবা-
 রাত্রির কারণ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন ।^{১৫} স্তম্ভের নামে যে

* গণঃ সপ্তময়োহব্যয় ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† স্তম্ভস্থদর্পণস্যেতি যোহয়ং বাসন্নতাং অরঃ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ সমঃ প্রাপ্নোত্যথাত্মনঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

§ নবা বাপ্যায়য়ন্ প্রভুঃ ইতি অন্যো পঠন্তি ।

সূর্য্যরশ্মিঃ সুষুম্নো যন্তুর্পিত্তস্তেন চন্দ্রমাঃ ।

ক্লৃপক্ষেইমরৈঃ শশ্বৎ পোয়তে বৈ সূধ্যাময়ঃ ॥ ২২ ॥

পীতং তদ্বিকলং সোমং ক্লৃপক্ষক্ষেয়ে দ্বিজ ! ।

পিবন্তি পিতরঃ শেবং * ভাস্করাং তর্পণং তথা ॥ ২৩ ॥

আদত্তে রশ্মিভির্যন্তু ক্ষিতিসংস্থং রসং রবিঃ ।

তমুৎসৃজতি ভূতানাং† পুষ্ঠার্থং শস্যবৃদ্ধয়ে ॥ ২৪ ॥

তেন প্রীণাত্যশেষানি ভূতানি ভগবান্ রবিঃ ।

পিতৃদেবমনুষ্যাदीন্ এবমাপ্যায়তাসৌ ॥ ২৫ ॥

সূর্য্যরশ্মি তদ্বারায়নশাক্তর তর্পিত অর্থাৎ পরিপুষ্ট হন । ক্লৃপক্ষে দেবগণ সেই সূধ্যাময় চন্দ্রকলা প্রতিদিন পান করিয়া থাকেন ।^{২২} যখন ক্লৃপক্ষের অবসান হয় অর্থাৎ ক্লৃপ চতুর্দশীর দিবস চন্দ্রের দুইটা মাত্র কলা অবশিষ্ট থাকে, তখন পিতৃগণ ঐ দুইটির মধ্যে একটীমাত্র কলা ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন, সুতরাং যখন দিবাকর হইতে সূধ্যাংশুর বৃদ্ধি ও সুধ্যাংশুভক্ষণে দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তি হইতেছে তখন দিবাকরকেই দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তির কারণ বলিতে হইবে ।^{২৩} দিবাকর স্বীয় কন্নিকর দ্বারা যে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করেন, প্রাণিগণের পুষ্টিসাধনার্থ শস্যবৃদ্ধির জন্য পুনর্বার তাহা তিনি বিতরণ করিয়া থাকেন ।^{২৪} ভগবান্ রবি ইহা দ্বারাই ভূতলস্থ অশেষ প্রাণীর তৃপ্তিসাধন করেন । এই রূপে তিনি দেবগণের পিতৃগণের ও মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধক হইতেছেন ।^{২৫}

* পিবন্তি পিতরস্তেষাম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

† সূৎসৃজতি ভূতানাম্ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

পক্ষতৃপ্তিষ্ঠ দেবানাং পিতৃণাঐব মাসিকীম্ ।

শশ্বতৃপ্তিঞ্চ মর্ত্যানাং মৈত্রেয়্যার্কঃ প্রযচ্ছতি ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে -

একাদশোধ্যায়ঃ ।

মৈত্রেয় ! দিবাকর দেবগণের এক পক্ষ তৃপ্তি, পিতৃগণের এক মাস তৃপ্তি ও মনুষ্যাতির প্রাত্যহিক তৃপ্তি বিধান করেন অর্থাৎ দিবাকর কর্তৃক বিনষ্ট রুচি দ্বারা যে অন্ন নিস্পন্ন হয় তাহা এক বার ভোজন করিলে দেবতারা এক পক্ষ, পিতৃলোক এক মাস ও মনুষ্যাতি এক দিন পরিতৃপ্ত থাকেন।*

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ একাদশ অধ্যায়

সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

ষাটশাধ্যায়ঃ ।



পরশর উবাচ ।

রথস্ত্রিচক্রঃ সোমস্য কুন্দাভাস্তস্য বাজিনঃ ।
বামদক্ষিণতো যুক্তা দশ তেন চরতাসৌ ॥ ১ ॥
বীথ্যাশ্রয়ানি শ্মশ্রুগণি ধ্রুবাধারেণ বেগিনা ।
হ্রাসবৃদ্ধিক্রমস্তস্য রশ্মীনাং সবিতূর্যথা ॥ ২ ॥
অর্কস্যেব হি তস্মাশ্বাঃ সুরুদযুক্তা বহন্তি তে ।
কম্পমেকং মুনিশ্রেষ্ঠ ! বারিগর্ভসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩ ॥
ক্ষীণং পীতং সূরৈঃ সোনমাপ্যায়তি দীপ্তিমান্ ।

পরশর কহিলেন । চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র । তাঁহার অশ্ব দশটি ।
অশ্বগুলি কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ । তাহার বাম দক্ষিণ উভয়
পার্শ্বে যোজিত আছে । শশধর তদ্বারা গমন করিতেছেন ।
নাগবীথী প্রভৃতির আশ্রয়স্বরূপ যে সকল অশ্বিন্যাди নক্ষত্র,
তাঁহার বেগবান্ ধ্রুবাধারের সহিত দিবাকরের অগ্রে অগ্রে পরি-
ভ্রমণ করিয়া থাকে । সূর্য্যরশ্মির যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি-ক্রম আছে, নিশা-
করেরও সেইরূপ ।^১ মুনিশ্রেষ্ঠ ! দিবাকরের ন্যায় নিশাকরেরও অশ্ব-
গুলি একবারমাত্র রথে যোজিত হইয়া এক কম্প কাল বহন করে ।
ঐ সকল অশ্ব বারিগর্ভসমুদ্ভূত ।^২ টেম্বেয় ! কৃষ্ণপক্ষে যখন দেব-
গণ ও পিতৃগণ সুখাংগুকে পান করেন তখন তিনি ক্ষীণ হইলে

মৈত্রেয়ৈককলং সন্তং রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ ॥ ৪ ॥

ক্রমেণ যেন পীতোহসৌ দেবৈস্তেন নিশাকরম্ ।

আপ্যায়য়তানুদিনং ভাস্করো বারিতস্করঃ ॥ ৫ ॥

সন্তৃতঞ্চাৰ্দ্ধমাসেন তৎসোমস্থং সুধামৃতম্ ।

পিবন্তি দেবা মৈত্রেয় ! সুধাহারা যতোহমরাঃ ॥ ৬ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ ।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ তথা দেবাঃ পিবন্তি ক্ষণদাকরম্ ॥ ৭ ॥

কলাদ্বয়াবশিষ্টস্তু অবিষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ।

অমাথারশ্মৌ বসতিঅমাবাস্থা ততঃ স্মৃতা ॥ ৮ ॥

অপ্সু তন্মিন্নহোরাত্রে পূৰ্ণং বসতি চন্দ্রমাঃ * ।

এক কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ভগবান্ ভাস্কর সূর্য্যনামক এক রশ্মি দ্বারা তাঁহাকে পুনর্ব্বার পরিপুষ্ট করেন ।* এই রূপে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদাদিক্রমে যে রূপে দেবগণ নিশানাথকে পান করেন, দিবাকর শুরু প্রতিপৎ হইতে সেই ক্রম অনুসারেই প্রতিদিন পৃথিবী হইতে জল আকর্ষণ পূৰ্ণক তাঁহাকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন ।* মৈত্রেয় ! এই রূপে অৰ্দ্ধমাস দ্বারা নিশাকরের সুধারূপ অমৃত সঞ্চিত হইলে দেবতার। পুনর্ব্বার তাহা পান করেন, কারণ সুধাই দেবগণের আহার ।* তেত্রিশ সহস্র তেত্রিশ শত ও তেত্রিশসহস্র দেবতা সুধাকরের সুধা পান করিয়া থাকেন ।* যখন দুই কলা অবশিষ্ট থাকে তখন চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলে অবিষ্ট হন ।* সে সময় তিনি অমানামক সূর্য্য রশ্মিতে বাস করেন, এই জন্য এই দিবস অমাবাস্থা নামে খ্যাত হইয়াছে ।* এই অমাবাস্থায় দিবারাত্রির মধ্যে চন্দ্র প্রথমত জলে পরে লতা-

ততো বীৰুৎসু বসতি প্রয়াত্যকং ততঃ ক্রমাৎ ॥ ৯ ॥

ছিনত্তি বীৰুধো যন্তু বীৰুৎসংস্থে নিশাকরে ।

পত্রংবা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি ॥ ১০ ॥

শেষে পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে কলাত্মকে ।

অপরাক্ষে পিতৃগণা জঘন্যং * পৰ্য্যাপাসতে ॥ ১১ ॥

পিবন্তি দ্বিকলাকারশিষ্টা তস্মৈ কলা তু বা †

সুধামৃতময়ী পুণ্য তামিন্দাঃ পিতরো মুনে ! ॥ ১২ ॥

নিঃসৃতং তদমাবস্থাং গভস্তিভ্যঃ সুধামৃতম্ ।

মাসং তৃপ্তিমবাপ্যাগ্ন্যাং পিতরঃ সন্তি নিবৃত্তাঃ ॥

সৌম্যা বর্হিবদশৈব অগ্নিস্বভাশ্চ তে ত্রিধা ॥ ১৩ ॥

সমূহে বাস করিয়া পশ্চাৎ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন ।^{১*} নিশাকর যে সময় লতাতে গমন করেন সেই সময় যদি কেহ লতাচ্ছেদন করে বা তদীয় পত্র ছেদন করিতে প্ররক্ত হয়, তাহা হইলে, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাতকী হয় ।^{২*}

অমাবস্তার অহোরাত্রমধ্যে নিশানাথ লতা ও জলে প্রবেশ করাতে তাঁহার অবশিষ্ট কলা উপক্ষীণপ্রায় হইলে কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে সেই জঘন্য অংশ পিতৃগণ সেবন করেন ।^{৩*} এই রূপে চন্দ্ৰের যে দ্বিকলাকার কলা অবশিষ্ট থাকে তাহা পবিত্র অমৃতময়ী সুধা মনে করিয়া পিতৃগণ পান করিতে থাকেন ।^{৪*} অমাবস্তার সুধাকরের কিরণ হইতে যে সুধামৃত নিঃসৃত হয় তাহা পান করিয়া পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত থাকেন । সৌম্য বর্হিবদ ও অগ্নিস্বভা, পিতৃগণ এই তিন জ্ঞেয়ীতে বিভক্ত ।^{৫*} সুধাকর চন্দ্ৰ

* জঘন্যে পর্য্যাপাসতে ইত্যপরে পঠতি ।

† পিবন্তি দ্বিকলাং সৌম্য শিষ্টা কলা তু বা কলা ইতি বা পাঠঃ ।

এবং দেবান্ সিতে পক্ষে ক্লমপক্ষে তথা পিতৃন্ ।
 বীরুধশ্চামৃতময়ৈঃ শীতৈরপ্পরমাণুভিঃ ॥ ১৪ ॥
 বীরুধোধধিনিপ্শত্যা মনুষ্যপশুকীটকান্ ।
 আপ্যায়য়তি শীতাংশুঃ প্রাকাশ্যাহ্লাদনেন তু ॥ ১৫ ॥
 বায়ুশ্চিদ্রব্যসংভূতো রথশ্চন্দ্রসুতস্ত চ ।
 পিষষ্টৈস্তুরগৈর্যুক্তঃ সোমশ্চাভির্বাযুবেগিভিঃ ॥ ১৬ ॥
 সবরুথঃ সানুকর্ষো যুক্তো ভূনন্তবৈহরৈঃ ।
 সোপাসঙ্গপতাকন্তু শুক্রশ্চাপি রথো মহান্ ॥ ১৭ ॥
 অষ্টাশ্চঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্* ভৌমশ্চাপি রথো মহান্ ।

যেমন স্বধা দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করেন সেইরূপ
 স্বধাময়-কিরণ-সম্ভূত অন্ন দ্বারা দেবগণকে শুক্ল পক্ষে ও পিতৃগণকে
 ক্লমপক্ষে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন । তিনি অমৃতময় শীতল জলীয়
 পরমাণু দ্বারা উদ্ভিদগণকে পরিবার্জিত করেন ।^{১০} তিনি বৃক্ষলতাদি
 উৎপাদন দ্বারা মনুষ্য পশু কীট প্রভৃতিকে প্রকাশ্য রূপে আপ্যা-
 য়িত করেন ।^{১১}

চন্দ্র সুত বুধের রথ বায়ু ও অগ্নি এই দুই দ্রব্য দ্বারা বিনি-
 শ্চিভ । সেই রথে বায়ুর ন্যায় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ অষ্ট তুরঙ্গ
 যোজিত আছে ।^{১২} এই রথে উক্তম বরুথ অর্থাৎ রথশুশ্রি (যজ্ঞদ্বারা
 রথাক্রম ব্যক্তি তিরোহিত হইয়া থাকেন) এবং অনুবর্ষ অর্থাৎ
 রথের অধঃস্থিত কাষ্ঠ, ও পাতাকার সহিত উপাসঙ্গ অর্থাৎ রথ-
 চূড়ান্ত কাষ্ঠ বিদ্যমান আছে । এই রথের অশ্বশ্রলি ভূনন্তুত ।
 এইরূপ শুক্রের রথও প্রকাশ্য ।^{১৩} এই রথ কাঞ্চনময় অষ্টকোণ ও

পদ্মরাগারূপৈরশৈঃ সংযুক্তো বহ্নিসম্ভবৈঃ ॥ ১৮ ॥
 অষ্টাভিঃ পাণ্ডুরৈযুক্তো বাজিভিঃ কাঞ্চনো রথঃ ।
 তস্মিন্স্থিতি বর্ষান্তে* রাশৌ রাশৌ বৃহস্পতিঃ ॥ ১৯ ॥
 আকাশসম্ভবৈরশৈঃ শবলৈঃ সান্দনং যুতম্ ।
 তমারুহ্য শনৈর্যাতি মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ॥ ২০ ॥
 স্বর্ভানোস্তুরগা হ্যর্কৌ ভৃঙ্গাভা ধূমরং রথম্ ।
 সরুদ্যুক্তাস্তু মৈত্রেয়! বহন্ত্যবিরতং সদা ॥ ২১ ॥
 আদিত্যান্নিঃস্রতো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পর্শসু ।
 আদিত্যমেতি সোমাক্ষ পুনঃ সৌরেষু পর্শসু ॥ ২২ ॥
 তথা কেতুরথশ্চাশ্বা অপ্যর্কৌ বাতরং হসঃ † ।

অতীব সুদৃশ্য। ঈশ্বরের রথও এইরূপ প্রকাণ্ড। তাহার অশ্বগুলি
 পদ্মরাগ মণির ন্যায় অরুণবর্ণ। এই সকল অশ্ব বহু হইতে উৎপন্ন
 হইয়াছে।^{১৮} অষ্টমহা পাণ্ডুরবর্ণ অশ্ব যুক্ত যে সূর্যবর্ণ রথ আছে,
 বৃহস্পতি সেই রথে প্রত্যেক রাশিতে বৎসরের অবসানে অবস্থিতি
 করেন।^{১৯} মন্দগামী শনৈশ্চর যে রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন
 তাহা আকাশ সম্ভূত শবলবর্ণ অশ্ব দ্বারা চালিত হইয়া থাকে।^{২০}
 মৈত্রেয়! রাহুর রথের আটটি অশ্ব। এই অশ্বগুলি ভ্রমরের ন্যায়
 কৃষ্ণবর্ণ। তাহার রথ ধূমরবর্ণ। এই সকল অশ্ব এই রথে একবারমাত্র
 যোজিত হইয়া চির কাল বহন করিতেছে।^{২১} রাহু সৌর্যপর্শকালে
 সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া চন্দ্রে গমন করে এবং সৌরপর্শকালে চন্দ্রে
 হইতে নির্গত হইয়া পুনর্বার সূর্য্যে গমন করিয়া থাকে।^{২২} এইরূপ
 কেতু গ্রহের রথে আটটি অশ্ব যোজিত আছে। তাহার বায়ুর ন্যায়

* তস্মিন্স্থিতি বর্ষং দৈর্ঘ্যং কতিং পাঠঃ ।

† অর্কৌ তে বাতরং হসঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

পলালধূমবর্ণাভা লাক্ষারসনিভারুণাঃ ॥ ২৩ ॥

এতে ময়া এহাণাং বৈ তবাখ্যাতা রথা নব ।

সৰ্কে ক্রবে মহাভাগ ! প্রবদ্ধা বায়ুরশ্মিভিঃ ॥ ২৪ ॥

এহক্ষর্তারাক্ষিণ্যানি ক্রবে বদ্ধান্যশেষতঃ ।

ভ্রমন্ত্যুচিতচায়েণ মৈত্রেয়ানিলরশ্মিভিঃ ॥ ২৫ ॥

যাবত্যশ্চৈব তারাস্তাস্তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ ।

সৰ্কে ক্রবে নিবদ্ধান্তে ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি তম্ ॥ ২৬ ॥

তৈলাপীড়া যথা চক্রং ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি বৈ ।

তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংবি বাতাবিদ্ধানি সৰ্ব্বশঃ * ॥ ২৭ ॥

বেগবান্ । তাহার। পলাল ধূমের ন্যায় ধূমবর্ণ ও লাক্ষারসের ন্যায় অরুণবর্ণ ॥ ২৩

মহাভাগ ! এই আমি তোমার নিকট নবগ্রহের রথের বিবরণ কহিলাম । এই সকল রথ বায়ুরূপ রশ্মি দ্বারা ক্রব নক্ষত্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে । ২৪ মৈত্রেয় ! সমুদায় গ্রহ নক্ষত্র ও রাশিচক্র বায়ুরূপ রশ্মি দ্বারা ক্রব নক্ষত্রে বদ্ধ থাকিয়া স্বস্বোচিত গতি দ্বারা ভ্রমণ করিতেছে । ২৫ আকাশমণ্ডলে যতগুলি নক্ষত্র আছে ততগুলি বায়ুরূপ রশ্মি ক্রব নক্ষত্রে বদ্ধ রহিয়াছে । ঐ সমস্ত বায়ুরশ্মি স্বয়ং নিরন্তর ঘুরিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডলকেও অবিশ্রান্ত ঘুরাইতেছে । তাহার সহিত স্বয়ং ক্রব নক্ষত্রও ঘুরিতেছে । ২৬ তৈলকার যেমন স্বয়ং ঘুরিতে ঘুরিতে তৈলযন্ত্রকেও তৎসমভিব্যাহারে ঘুরাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রবাহাখ্য বায়ুচক্রে নিবদ্ধ জ্যোতির্মণ্ডল স্বয়ং ভ্রমণ করিতেছে, ক্রব নক্ষত্রকেও ভ্রমণ করাইতেছে । ২৭ জ্যোতির্মণ্ডল বায়ুচক্রে চালিত হইয়া অলাত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে ।

* বাতবদ্ধানি সৰ্ব্বশঃ ইত্যপরপুস্তকস্য পাঠঃ ।

অলাতচক্রবদ্যান্তি বাতচক্রেৱিতানি তু
 বস্মাজ্জ্যোতীংশি বহতি প্রবহন্তেন স স্মৃতঃ ॥ ২৮ ॥
 শিশুমারস্ত যঃ প্রোক্তঃ স ক্রবো যত্র তিষ্ঠতি ।
 সন্নিবেশঞ্চ তস্মাপি শৃণু মুনিসত্তম ! ॥ ২৯ ॥
 যদহা কুরুতে পাপং তং দৃষ্ট্বা নিশি মুচ্যতে ।
 যাবত্যাশ্চৈব তারাস্তাঃ শিশুমারান্তিতা দিবি ॥
 তাবন্ত্যেব তু বর্ষাণি জীবত্যভ্যধিকানি চ ॥ ৩০ ॥
 উত্তানপাদস্তস্মাৎ বিজ্ঞেয়োহুত্মরো হনুঃ ।
 যজ্ঞোহধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো ধর্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ ॥ ৩১ ॥
 হৃদি নারায়ণশ্চাস্তে অশ্বিনৌ পূর্বপাদয়োঃ ।
 বরুণশ্চার্যমা চৈব পশ্চিমে তস্ম সন্ধিনি ॥ ৩২ ॥

পরন্তু বায়ু জ্যোতির্মণ্ডল বহন করে বলিয়া প্রবহ বায়ু নামে
 বিখ্যাত হইয়াছে । ২৮ মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার নিকটে যে শিশু-
 মারাকৃতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার পুঙ্খদেশে ক্রব অবস্থান করি-
 তেছে, তাহার সন্নিবেশ বলিতেছি, শ্রবণ কর । ২৯ প্রাণিগণ দিবা-
 ভাগে যে পাপ করে রাত্রিকালে শিশুমার দর্শন করিলে সেই পাপ
 হইতে মুক্ত হয় । আকাশমণ্ডলে যতগুলি নক্ষত্র ঐ শিশুমারকে
 আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাহা অপেক্ষাও অধিকসংখ্য বৎসর ঐ
 শিশুমার অবস্থিতি করিবে । ৩০ উত্তানপাদ ঐ শিশুমারের উত্তর
 হনু । যজ্ঞ (নক্ষত্ররূপী দেবতাবিশেষ) তাহার অধর ও ধর্ম
 তাহার মস্তক আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন । ৩১ নারায়ণ
 তাহার হৃদয়ে রহিয়াছেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সম্মুখস্থিত পাদদ্বয়ে
 অবস্থান করিতেছেন । বরুণ ও সূর্য্য তাহার পশ্চাৎ পাদদ্বয়ের

শিশ্নঃ সংবৎসরস্তস্য মিত্রোহপানং সমাশ্রিতঃ ।

পুচ্ছেহগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ কশ্যপোহথ ততো ধ্রুবঃ ।

তারকা-শিশুমারস্য নাস্তম্নেতি চতুৰ্থয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যেব সন্নিবেশোহয়ং পৃথিব্যা জ্যোতিষাং তথা ।

দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ পৰ্বতানাঞ্চ কীর্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥

বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ ।

তেষাং স্বরূপমাখ্যাতং সংক্ষেপঃ শ্রয়তাং পুনঃ ॥ ৩৫ ॥

যদমু বৈয়বঃ কায়ন্ততো বিপ্র ! বম্বুকরা ।

পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পৰ্বতাক্ষাদিসংযুতা । ॥ ৩৬ ॥

জ্যোতীংষি বিষ্ণুভুবনানি বিষ্ণুঃ

বনানি বিষ্ণুর্গিরিয়ে দিশশ্চ ।

উক্ত আশ্রয় করিয়া আছেন ।^{১২} এই শিশুমারের পুংচিকুস্থলে সংবৎসর ও অপানস্থলে মিত্র অবস্থিতি করিতেছেন । পুচ্ছেদেশে অগ্নি মহেন্দ্র কশ্যপ ও ধ্রুব মূল হইতে পর পর বর্তমান রহিয়াছেন । শিশুমারের পুচ্ছেস্থিত এই চারিটী তারকা অন্তঃগমন করেন না ।^{১৩}

এই তোমার নিকট পৃথিবী জ্যোতির্মণ্ডল দ্বীপ সমুদ্র ও পৰ্বত-গণের সন্নিবেশ কীর্তিত হইল ।^{১৪} বর্ষ নদী ও বর্ষস্থিত জীবগণের বৃন্তান্ত এবং স্বরূপও তোমার নিকট পূর্বে বলিয়াছি, এক্ষণে পুন-র্বার সেই সমুদায় সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর ।^{১৫} ব্রহ্মন্ ! বিষ্ণুমূর্তি জল সকলের আধারস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে । জলের গর্ভোদক হইলে পৰ্বতাদির সহিত পদ্মাকারা বম্বুকরা, উথিত হইয়া রহিয়াছে ।^{১৬} ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! নক্ষত্র সকল বিষ্ণুগয়,

নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সৰ্ব্বং

যদন্তি যন্নাস্তি চ বিশ্রবৰ্ধ্য ! ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ

অশেষমূর্তির্ন চ বস্তুভূতঃ ।

ততো হি শৈলান্ধিধরাভিভেদান্

জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্বিতানি ॥ ৩৮ ॥

যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সৰ্ব্বং

কৰ্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তশেষম্* ।

তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি

ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ ৩৯ ॥

ভূবন সকল বিষ্ণুময়, বন সকল বিষ্ণুময়, পৰ্ব্বত সকল বিষ্ণুময়, দিক্ সকল বিষ্ণুময়, নদী সকল বিষ্ণুময়, সমুদ্র সকল বিষ্ণুময়, এমন কি জগতে যাহা বিদ্যমান আছে, ছিল বা থাকিবে অথবা যাহা জগতে নাই, তৎ সমুদায়ই বিষ্ণুময়।^{১৭} সেই ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার মূর্তি অনন্ত অথচ তিনি বস্তুভূত নহেন। জ্ঞানস্বরূপ সেই বিষ্ণু হইতে শৈল সাগর ধরণী প্রভৃতি যে প্রভেদ দৃষ্ট হয় তৎ সমুদায় বিজ্ঞানাদিষ্টিত ও মায়াবিলসিত-মাত্র।^{১৮} যে সময় পাপ পুণ্য রূপ অদৃষ্ট ক্ষয় হয়, ও যে সময় অদ্বৈত জ্ঞান হওয়াতে একমাত্র আত্মাতে বিশুদ্ধ জ্ঞানমাত্র প্রতি-ভাত হইতে থাকে ও অন্য কিছু ভেদ দৃষ্ট না হয়, তখন সঙ্কল্প-রূপের ফলস্বরূপ যে পৃথিব্যাदि বস্তুতে বস্তুজ্ঞান, তাহা নিরন্ত হইয়া থাকে।^{১৯} ব্রহ্মন্! আদি মধ্য অন্ত বিহীন সত্ত্ব একরূপ বস্তু কি কোথাও আছে? যাহা পরিণামান্তর প্রাপ্ত হয় তাহা

* অপাস্তশেষম্ ইতি বহবঃ প্ৰাচীনি ।

বস্তুস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্য-

পর্গ্যন্তুহীনং সততৈকরূপম্ ।

যচ্চান্যথা ত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো

ন তত্ত্বথা কুত্র কুতো হি তত্ত্বম্ ॥ ৪০ ॥

মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা

কপালিকা চূর্ণরজস্ততোহগুঃ ।

জনৈঃ স্বকর্ম্মস্তিমিতাঅনিশ্চয়ৈঃ

আলক্ষ্যতে ক্রহি কিমত্র বস্তু ॥ ৪১ ॥

তস্মান্ন বিজ্ঞানম্ভেদস্তি কিঞ্চিৎ

কুচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্ ।

বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্মভেদ-

বিভিন্নচিত্তৈবৈবদ্ধ্বাহভূপেতম্ ॥ ৪২ ॥

পুনর্বার পূর্ববৎ হয় না। অতএব স্বরূপচ্যুত উপলব্ধ বস্তুতে
সৃষ্টিরজতাদির ন্যায় কি রূপে পারমার্থিকতা থাকিতে পারে।^{১০}
(এই জগৎ যে মিথ্যা তাহার উদাহরণ দেখ) সৃষ্টিকা ঘট-
রূপে দৃষ্ট হয়, ঐ ঘটে আবার কপালরূপ অবয়ব দৃষ্ট হইয়া
থাকে। কপালে আবার রেণু লক্ষিত হয়, রেণুতে পরমাণু উপ-
লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব পাপ পুণ্য রূপ স্বকর্ম্ম দ্বারা যাহা-
দের আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তাহারা এই পরিণামি সং-
সারে ঘট কপালাদির মধ্যে কোন্ বস্তুকে বস্তুবোধে অবলোকন
করিবে, বল।^{১১} অতএব ব্রহ্মন্! এই জগতে বিজ্ঞান ব্যতীত কোন
বস্তু কোন কালে দৃষ্ট হয় নাই। স্ব স্ব কর্ম্মভেদ দ্বারা বিভিন্নচিত্ত
মনুষ্যেরা সেই একমাত্র বিজ্ঞানকেই নানারূপে অবলোকন করে।^{১২}
ব্রহ্মজ্ঞানাবচ্ছিন্ন বিবিধ শোকাদির সহিত যাহার সংস্রব নাই,

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্

অশেষশোকাদিনিরন্তসঙ্গম্ ।

এবং সর্দৈকং * পরমঃ পরেশঃ

স বাসুদেবো ন যতোহন্যদস্তি ॥ ৪৩ ॥

সদ্ভাব এষো ভবতো ময়োক্তো

জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমনাৎ ।

এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং

তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥ ৪৪ ॥

যজ্ঞঃ পশুবহ্নিরশেষ ঋত্বিক্

সোমঃ সুরাঃ স্বর্গময়শ্চ কামঃ † ।

ইত্যাদিকর্মাশ্রিতমার্গদৃষ্টং

ভূতাদিভোগাশ্চ ফলানি তেষাম্ ॥ ৪৫ ॥

সেই শোকতাপাদিরহিত বিশুদ্ধ নির্মল জ্ঞানই ভগবান্ বাসু-
দেব । তিনি বিকারশূন্য পরিণাম বিরহিত পরম পরমেশ্বর । তাঁহা
হইতে ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই ।^{৪৩} এই আমি তোমার নিকট
পরমার্থ বিষয় কহিলাম । একমাত্র জ্ঞানই সত্য ও জ্ঞান ভিন্ন
সমুদায় মিথ্যা, ইহাও প্রতিপন্ন করা হইল, পরন্তু জ্ঞান ব্যতিরিক্ত
এই যে সমস্ত প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়, ইহা পরমার্থোপযোগী ব্যবহারশ্রিত
মাত্র, ইহা বস্তুতঃ সত্য নহে ।^{৪৪} যজ্ঞ পশু বহ্নি অশেষ ঋত্বিক্ সোম
সুরা ও স্বর্গময় কামনা, এ সমুদায় কাম্যকর্মাশ্রিত পথ দ্বারা দৃষ্ট
হইতেছে, এবং ভূভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি ভোগ ইহার ফলস্বরূপ ।^{৪৫}

* জ্ঞানং শুদ্ধং বিমলং বিশোকো নিঃশেষশোকাদিনিরন্তসঙ্গঃ ।

একঃ সর্দৈকঃ ইত্যপরস্য পুস্তকস্য পাঠঃ ।

† সংবৎসরাঃ স্বর্গময়শ্চ কামঃ ইতি বা পাঠঃ ।

যচ্চৈতদ্ভুবনগতং ময়া তবোক্তং

সৰ্বত্র ব্রজতি হি তত্র কৰ্মবশ্যঃ * ।

জ্ঞাতৈবং ধ্রুবমচলং সদৈকরূপং

তৎ কুর্যাদ্বিশতি হি যেন বাসুদেবম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে

দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।

এই যে আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাণ্ডগত ব্রহ্মাস্ত বর্ণন করি-
লাম, লোকে পাপপুণ্যরূপ অদৃষ্টের বশবর্তী হইয়া তাহাতে ভ্রমণ
করে । এই সমুদায় জ্ঞাত হইয়া যাহাতে ধ্রুব অচল পরিণামরহিত
ভগবান্ বাসুদেবে প্রবেশ করিতে পারা যায় এরূপ কার্য্য করিবে ।*

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ দ্বাদশ

অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ ।



মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ সম্যাগাখ্যাং তং * যৎ পৃষ্ঠোহসি ময়াখিলম্ ।

ভূসমুদ্রাদিসরিতাং সংস্থানং গ্রহসংস্থিতিম্ ॥ ১ ॥

বিষ্ণুধারং ত্বা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্ ।

পরমার্থস্ত তেনোক্তো† যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥ ২ ॥

যত্বেতদ্ভগবানাহ ভরতস্য মহীপতেঃ ।

কথয়িষ্যামি চরিতং তন্মমাখ্যাতুমহঁসি ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সৰ্ব্ভূতের ঈশ্বর । আমি আপনকার নিকট যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তৎ-সমুদায় (সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন) । বিশেষতঃ পৃথিবী সমুদ্র নদী প্রভৃতির সন্নিবেশ এবং গ্রহাদির সংস্থানও (আমার নিকট বলিয়াছেন) ।^১ এই ত্রৈলোক্য বিষ্ণুতে অবস্থিতি করিতেছে, এবং একমাত্র জ্ঞানই সত্য, এই পরমার্থ বিষয়ও আপনি কীর্তন করিয়াছেন ।^২ পরন্তু আপনি যে বলিয়াছিলেন, রাজা ভরতের চরিত তোমার নিকট বলিব, এক্ষণে (অনুগ্রহ করিয়া) তাহা বলুন ।^৩ সেই মহীপাল ভরত শালগ্রাম তীর্থে বাস করিতেন । তিনি সৰ্ব্

* ভগবন্ সৰ্ব্ভূতেন ! ইতি বা পাঠঃ ।

† পরমার্থস্ত তে প্রোক্ত ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

ভরতঃ স মহীপালঃ শালগ্রামেহবসৎ কিল ।
 যোগযুক্তঃ সমাধায় বাসুদেবে সদা মনঃ ॥ ৪ ॥
 পুণ্যদেশপ্রভাবেন ধ্যায়তচ্চ সদা হরিম্ ।
 কথন্তু নাভবমুক্তির্যদভূৎ স দ্বিজঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
 বিপ্রত্নে চ ক্লতং তেন যজ্ঞরূপঃ সূমহাত্মনা ।
 ভরতেন মুনিশ্রেষ্ঠ ! তৎ সৰ্ব্বং বক্তুমহসি * ॥ ৬ ॥
 পরাশর উবাচ ।

শালগ্রামে মহাভাগো ভগবন্ত্যন্তমানসঃ ।
 স উপবাস চিরং কালং † মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ ॥ ৭ ॥
 অহিংসাদিষশেষেষু গুণেষু গুণিনাং বরঃ ।
 অবাপ পরমাং কাষ্ঠাং মনসশ্চাপি সংযমে ॥ ৮ ॥
 যজ্ঞেশাচ্যুত ! গোবিন্দ ! মাধবানন্ত ! কেশব ! ।

যোগে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় সৰ্বদা ভগবান্ বাসুদেবে সমাহিত থাকিত।* তিনি পুণ্য দেশে বাস করিয়া সৰ্বদা হরির ধ্যান করিতেন। ঈদৃশ অবস্থায় কি জন্য তাঁহার মুক্তি হইল না, কি জন্যই বা তাঁহাকে পুনর্বার ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে হইল।† সেই মহাত্মা ভরত ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্য পুনর্বার তপস্যা করেন, মুনিশ্রেষ্ঠ ! এ সমুদায় আমার নিকট বলুন।*

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয় ! মহাভাগ রাজা ভরত শালগ্রাম ভীর্থে বাস করিতেন। তাঁহার মন নিরন্তর ভগবান্ বাসুদেবে ন্যস্ত ছিল।† গুণিশ্রেষ্ঠ ভরত অহিংসাদি গুণসমূহে ও মনঃসংযম বিষয়ে চরম সীমা প্রাপ্ত হইলেন।‡ সেই রাজা, যজ্ঞেশ ! অচ্যুত !

* পূর্বকর্মেণভাবেন তপ্তমাত্মাত্মহসি ইতি বহবঃ পঠান্তি ।

† উপাস হুচিরং কালম্ ইতি কেচিৎ পঠান্তি ।

কৃষ্ণ! বিষ্ণে! হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্ ॥ ৯ ॥

নানাজ্জগাদ মৈত্রেয়! কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেইপি চ।

এতৎ পরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদচিন্তয়ৎ ॥ ১০ ॥

সমিৎপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াক্রতে।

নান্যানি চক্রে কৰ্ম্মাণি নিঃসঙ্গো যোগতাপসঃ ॥ ১১ ॥

জগাম সৌভিষেকার্থম্ একদা তু মহানদীম্।

সন্তো তত্র তদা চক্রে স্নানস্নানান্তরক্রিয়াঃ* ॥ ১২ ॥

অথাজগাম তত্তীর্থং জলং পাতুং পিপাসিতা।

আসন্নপ্রসবা ব্রহ্মন্ একৈব হরিণী বনাৎ ॥ ১৩ ॥

ততঃ সমভবত্তত্র পীতথ্যে জলে তয়া†।

সিংহস্য নাদঃ স্নমহান্ সৰ্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দ! মাধব! অনন্ত! কেশব! কৃষ্ণ! বিষ্ণে! হৃষীকেশ!
সমদ্য কেবল এই বাক্য উচ্চারণ করিতেন।^{১০} মৈত্রেয়! তিনি স্বপ্না-
বস্থাতেও এতদ্ভিন্ন কিছুই বলিতেন না, এবং এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু
চিন্তাও করিতেন না।^{১১} তিনি দেবপূজার জন্য সমিৎ পুষ্প ও
কুশাদি আহরণ করিতেন, অন্য কোন কৰ্ম্ম করিতেন না। তিনি
নিঃসঙ্গ ও যোগযুক্ত তাপস ছিলেন।^{১২}

একদা তিনি স্নানের নিমিত্ত মহানদীতে গমন করিলেন। সেখানে
তিনি স্নান করিয়া স্নানান্তর ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন।^{১৩} এমত
সময় বনমধ্য হইতে আসন্নপ্রসবা একটি হরিণী প্রসববেদনায়
কাতর ও পিপাসার্ত হইয়া সেই তীর্থে (বাটে) জল পান করিতে
আগমন করিল।^{১৪} হরিণী জল পান করিতেছে, ঐদৃশ সময়ে সেই
স্থানে সৰ্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর সুদীর্ঘ সিংহগর্জন শ্রুত হইল।^{১৫} হরিণী

* স্নানস্নানান্তরং ক্রিয়া ইতি বা পাঠঃ।

† জলে তথা ইতি বা পঠ্যীয়ম্।

ততঃ সা সহসা ত্রাসাদাপ্লুতা নিম্নগাতটম্ ।
 অত্যাচারোহণেনাস্যা নদ্যাং গৰ্ভঃ পপাত সঃ * ॥১৫॥
 তমুহ্যমানং বেগেন বৌচিমালাপরিপ্লুতম্ ।
 জগ্ৰাহ স নৃপো গৰ্ভাৎ পতিতং মৃগপোতকম্ ॥ ১৬ ॥
 গৰ্ভপ্রচ্যুতিদোষেণ প্রোতুঙ্গাক্রমণেন চ ।
 মৈত্রেয় সাপি হরিণী † পপাত চ মমার চ ॥ ১৭ ॥
 হরিণীং তাং বিলোক্যথ বিপন্নাত নৃপতাপুসঃ ।
 মৃগপোতং সমাদায় নিজমাশ্রমমাগতঃ ‡ ॥ ১৮ ॥
 চকারানুদিনঞ্চাসৌ মৃগপোতস্য বৈ নৃপঃ ।
 পোষণং পুষ্যমাণশ্চ স তেন বর্ধে মুনে ॥ ১৯ ॥

সিংহগর্জন শুনিবামাত্র সহসা ভয়বিহ্বলা হইয়া তটোভিমুখে লক্ষ প্রদানপূর্বক পলায়ন করিতে প্ররম্ভ হইল। অত্যাচরিত তটো লক্ষ প্রদান করাতে তাহার গৰ্ভ নদীগর্ভেই নিপতিত হইল।^{১৫} রাজা দেখিলেন, গৰ্ভনিঃসৃত মৃগপোত পতিত হইয়া জলতরঙ্গে পরিপ্লুত ও নদীবেগে নীয়মান হইতেছে। তখন তিনি (সদয় হইয়া) তাহাকে গ্রহণ করিলেন।^{১৬} মৈত্রেয়! অনন্তর গৰ্ভপ্রচ্যুতি হেতু ও লক্ষ প্রদানপূর্বক উক্ত স্থানে আরোহণ হেতু সেই হরিণী যেমন পতিত হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।^{১৭} তপস্বী রাজা, হরিণীকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া মৃগশাবককে গ্রহণপূর্বক নিজ আশ্রমে উপনীত হইলেন।^{১৮} অনন্তর রাজা নিরন্তর ঐ মৃগশাবকের আহারদান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মৃগশাবকও পোষিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।^{১৯}

* মদ্যাং গৰ্ভঃ পপাত ই ইতি বা পাঠঃ ।

† হরিণী সাপি মৈত্রেয় ইত্যপরপুস্তকস্য পাঠঃ ।

‡ পুন্নরাশ্রমমাগতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

চচারাশ্রমপর্যন্তং তৃণানি গ্রহণেযু সঃ* ।

দূরং গত্বা চ শার্দূলত্রাসাদভাষয়ৌ পুনঃ† ॥ ২০ ॥

প্রাতর্গত্বাতিদূরঞ্চ সায়মায়াত্যাশ্রমম্ ॥

পুনশ্চ ভরতম্যাভূদাশ্রমস্যোটজাজিরে ॥ ২১ ॥

তস্য তস্মিন্নগ্রে দূরসমীপপরিবর্তিনি ।

আসীদেতঃ সমায়ুক্তং ন যথাবন্যাতে৷ দ্বিজ‡! ॥ ২২ ॥

বিমুক্তরাজ্যতনয়ঃ প্রোজ্জ্বিতাশেষবান্ধবঃ ।

মমত্বং স চকারোচ্চৈস্তস্মিন্ হরিণবালকে ॥ ২৩ ॥

কিং বৃকৈর্ভক্ষিতে৷ ব্যাটৈঃ কিং সিংহেন নিপাতিতঃ ।

চিরায়মাণে নিষ্কান্তে তস্যাসীদিতি মানসম্ ॥ ২৪ ॥

ঐ মৃগপোত আশ্রমমধ্যে বা অরণ্যে তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়াইত ।
কখন বা শার্দূলভয়ে ভীত হইয়া ঘূনির নিকট উপস্থিত হইত ।^{১০}
এই রূপে মৃগশিশু কোন কোন দিন প্রাতঃকালে দূরে গমন করে,
সায়ং কালে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হয় । কখন বা রাজা
ভরতের আশ্রমস্থ পর্ণশালার প্রাঙ্গণে (ক্রীড়া করিতে) থাকে ।^{১১}

ব্রহ্মন্! মৃগ যখন দূরে বা সমীপে পরিভ্রমণ করিতে থাকে
তখন রাজার মন তাহাতেই সমাসক্ত হয়, বিষয়াস্তরে ব্যাসক্ত
হয় না ।^{১২} রাজা যদিও সমুদায় বন্ধু বান্ধবের, সমুদায় রাজ্যের ও
পুত্র বলভাদির মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সেই
হরিণশাবকটীর প্রতি অতীব স্নেহ করিতে লাগিলেন ।^{১৩} যখন
হরিণশিশুটী আশ্রম হইতে বহির্গত হয়, তখন রাজার মন এইরূপ
বান্ধুল হইতে থাকে যে, হয় ত ইহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে,

* তৃণানি গ্রহণেযু চ ইতি অন্যে দৃষ্টান্তি ।

† শার্দূলত্রাসাদভাষয়ৌ পুন ইত্যপরস্য পুস্তকস্য পাঠঃ ।

‡ আসীদেতঃ সমায়ুক্তং ন যথাবন্যাতে৷ দ্বিজ ! ইতি বা পাঠঃ ।

এষা বসুমতী তস্য খুরাগ্ৰাক্তকবুঁরা* ।
 প্রীতয়ে মম জাতোহসৌ ক্ব মমৈগকবালকঃ ॥ ২৫ ॥
 বিবাণাগ্ৰেণ মদ্বাহকগুণনপরো হি সঃ !
 ক্ষেমেণাভাগতোহরণাদপি মাং সুখয়িষ্যতি ॥ ২৬ ॥
 এতে লুনশিখাস্তস্য দশনৈরচিরোদগতৈঃ ।
 কুশাঃ কাশা বিরাজন্তে বটবঃ সামগা ইব ॥ ২৭ ॥
 ইথং চিরগতে তস্মিন্ স চক্রে নানসং মুনিঃ ।
 প্রীতিপ্রসন্নবদনঃ পার্শ্বস্থে চাভবন্মৃগে ॥ ২৮ ॥
 সমাধিভঙ্গস্তৃণসীৎ তন্ময়ত্বাদ্ভাত্মনঃ† ।
 সন্ত্যক্তরাজ্যভোগদ্বি-স্বজনস্থাপি ভূপতেঃ ॥ ২৯ ॥

অথবা সে সিংহের গ্রাসে পতিত হইয়া জীবন হারাইয়াছে।^{১৭} এই সম্মুখবর্তী ভূমি তাহার খুরাগ্র দ্বারা ক্ষত ও চিত্র বিচিত্র হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমার প্রীতিকর সেই হরিণশিশুটী কোথায় গেল !^{১৮} আহা ! সে যে বিবাণাগ্র দ্বারা আমার বাহু কণ্ঠ্যন করিত ! সে কি অরণ্য হইতে কুশলে আসিয়া পুনর্বার আমাকে সুখিত করিবে !^{১৯} এই সমস্ত কুশ ও কাশ, তাহার অচিরোদগত দশন দ্বারা চর্ম্মিতশিখ হইয়া সামগ বটু ব্রাক্ষণের ন্যায় শোভা পাইতেছে।^{২০}

মৃগ যখন বহু ক্রণ আশ্রমে না আসিত তখন মুনি ঐরূপ চিন্তা করিতেন । আবার যখন মৃগ সমীপবর্তী থাকিত, তখন তিনি প্রীত ও প্রসন্নবদন হইতেন।^{২১} তিনি যদিও রাজ্য ঐশ্বর্য্য বন্ধু বান্ধব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি ঐ মৃগের প্রীতি মমতা সদয়চিন্ততা ও সমাদর থাকাতে তাহার সমাধিভঙ্গ হইল।^{২২}

* খুরাগ্রাক্তিখর্ণরা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

† তন্ময়ত্বাদ্ভাত্মনঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

চপলং চপলে তস্মিন্ দূরগং দূরগামিনি ।

মৃগপোতেহ্ ভবচ্ছিত্ত্বং শৈর্ঘ্যবত্তস্য ভূপতেঃ ॥ ৩০ ॥

কালেন গচ্ছতা মোহথ কালঞ্চক্রে মহীপতিঃ ।

পিতেব সাস্রং পুত্রেণ মৃগপোতেন বীক্ষিতঃ ॥ ৩১ ॥

মৃগমেব তদাদ্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি ।

তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় ! নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

ততশ্চ তৎকালরূতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্ ।

জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতো* জাতিস্মরো মৃগঃ ॥ ৩৩ ॥

জাতিস্মরত্বাদুদ্বিগ্নঃ সংসারস্য দ্বিজোত্তম ! ।

বিহায় মাতরং ভূয়ঃ শালগ্রামমুপাযযৌ ॥ ৩৪ ॥

১.

মৃগপোত চলিত হইলে রাজার মন বিচলিত হইত। সে দূর-
গমন করিলে রাজার মনও সেই সঙ্গে দূরে যাইত। সে যখন
স্থির হইত তখন রাজাও স্থিরচিন্ত হইতেন।^{১০}

অনন্তর কিছু কাল গত হইলে রাজা কালকবেলে পতিত হই-
লেন। পিতার মৃত্যু হইলে যেমন পুত্র শোক প্রকাশ করে, তাহার
ন্যায় মৃগ শোকাক্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে দেখিতে
লাগিল।^{১১} মৈত্রেয় ! রাজা যখন প্রাণত্যাগ করেন, তখন সম্মুখে
মৃগকেই দেখিতে লাগিলেন এবং তন্ময়তা প্রযুক্ত আর কিছুই
চিন্তা করিলেন না।^{১২} রাজা অন্তকালে তন্ময় হইয়া মৃগচিন্তা
করাতে কালঞ্জর পৰ্ব্বতের মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্মগ্রহণ
করিলেন।^{১৩} ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর সেই মৃগ জাতিস্মরতা হেতু
সংসারে বীতরাগ হইয়া মাতাকে পরিত্যাগ পূর্বক পুনরবার শাল-
গ্রামতীর্থে গমন করিল।^{১৪} পরে সে শুদ্ধ ভূণ দ্বারা জীবন-

* জম্বুমার্গে মহারণ্যে জন্মে ইতি বা পঠ্যতাম্।

শুক্লেভূগৈলুথ্য পঠৈঃ স কুর্কন্নাঅপোষণম্ ।

মৃগত্বহেতুভূতস্য কর্মণো নিকৃতিং বযৌ ॥ ৩৫ ॥

তত্র চোৎসৃষ্টদেহোহসৌ যজ্ঞে জাতিস্মরো দ্বিজঃ ।

সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥ ৩৬ ॥

সর্ববিজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।

অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয় ! আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম ॥ ৩৭ ॥

আত্মনোহধিগতজ্ঞানো দেবাদীনি মহামুনে ! ।

সর্বভূতান্যভেদেন স দদর্শ মহামতিঃ ॥ ৩৮ ॥

ন পপাঠ গুরুপ্রোক্তং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতম্* ।

ন দদর্শ চ কর্ম্মাণি শাস্ত্রাণি জগৃহে ন চ ॥ ৩৯ ॥

উক্তোহপি বহুশঃ কিঞ্চিজ্জড়বাক্যমভাষত ।

ধারণ করিয়া মৃত্যুকালে মৃগত্ব-হেতুভূত কর্ম্ম হইতে নিকৃতি লাভ করিল ।^{১৫} অনন্তর তিনি মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া সদাচারশীল যোগীদিগের বিশুদ্ধ প্রধান বংশে জাতিস্মর ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন ।^{১৬} মৈত্রেয় ! সর্ববিজ্ঞানসম্পন্ন সর্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ (তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা) প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ।^{১৭} মহামুনে ! সেই মহামতি ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া দেব দানব মনুষ্য প্রভৃতি সর্ব-প্রাণীকে সর্বদা আপনা হইতে অভিন্ন ভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন ।^{১৮}

যখন তাঁহার উপনয়ন হইল, তখন তিনি গুরুপদিষ্ট বেদ অধ্যয়ন করিলেন না, বর্ষাশ্রমের কর্ম্ম কিছুই দেখিলেন না, শাস্ত্র পাঠেও প্ররক্ত হইলেন না ।^{১৯} তিনি পুনঃপুন অনুরুদ্ধ হইয়া

* গুরুপ্রোক্তাং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতম্ ইতি অন্যে পঠন্তি ।

তদপ্যসংস্কারযুতং গ্রাম্যভাষ্যোক্তিসংযুক্তম্ * ॥ ৪০ ॥

অপদ্বস্তবপুং সোহথ মলিনাশ্বরধৃগৃহ্বিজঃ ।

ক্লিন্নদন্তান্তরঃ সর্কৈঃ পরিভূতঃ স নাগটৈঃ ॥ ৪১ ॥

সম্মাননা পরাং হানিং যোগক্লেঃ কুরুতে যতঃ ।

জনেनावমতো যোগী যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্ধতি ॥ ৪২ ॥

তস্মাচ্চরেত বৈ যোগী সতাং মার্গমদূষয়ন্ ।

জনা যথাবমন্যোরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্ ॥ ৪৩ ॥

হিরণ্যগর্ভবচনং বিচিন্ত্যেথং মহামতিঃ ।

আত্মানং দর্শয়ামাস জড়োন্নতাক্রুতিং জনে ॥ ৪৪ ॥

ভুঙ্তে কুল্মাবটীহ্যাদি † শাকং বন্যফলং কণান্ ।

জড়ের ন্যায় দুই একটি মাত্র কথা কহিতেন । ঐ কথাগুলিও অসং-
স্কৃত গ্রাম্য বাক্য ।^{৪০} সেই ব্রাহ্মণের শরীর সর্বদাই ময়লাযুক্ত
থাকিত । তিনি মলিন বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিতেন । তাঁহার
দশনচ্ছিদ্র সর্বদা লালাক্রিম দেখা যাইত, স্নাতরাং নগরবাসী সক-
লেই তাঁহাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিত ।^{৪১} লোকে অধিক সম্মান
করিলে যোগসিদ্ধির হানি হয়, এই জন্য যোগী, লোক কর্তৃক অব-
জ্ঞাত হইয়া যোগসিদ্ধি লাভ করেন ।^{৪২} অতএব যোগীর কর্তব্য
এই যে, সাধুসমাদৃত পথ দূষিত না করিয়া ঐষ্ট্রশ বাবহার করিবেন
যে, সাধারণ লোকে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে ও কেহ তাঁহার সংসর্গে
না আইসে ।^{৪৩} মহামতি ভরত উক্ত হিরণ্যগর্ভ বচন এইরূপ
আলোচনা করিয়া জনসমাজে আপনাকে জড় ও উন্নতের ন্যায়
দেখাইতে লাগিলেন ।^{৪৪} তিনি কিঞ্চিৎ পকু মাস চণক প্রভৃতি ও

* তদপ্যসংস্কারজনং গ্রাম্যভাষ্যোক্তিসংযুক্তম্ ইতি কচিং পাঠঃ ।

† ভুঙ্তে কুল্মাবট্যাদি ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

যদ্যদাপ্নোতি সুবহু তদন্তে কালসংযমম্* ॥ ৪৪A ॥
 পিতর্যুপরতে সৌহৃৎ ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যবাস্কবৈঃ ।
 কারিতঃ ক্ষেত্রকর্মাদি কদম্নাহারপোষিতঃ ॥ ৪৫ ॥
 স তুক্ষুপীনাবয়বো† জড়কারী চ কর্মণি ।
 সর্বলোকোপকরণং বভূবাহারবেতনঃ ॥ ৪৬ ॥
 তং তাদৃশমসংস্কার-বিপ্রাকৃতিবিচেষ্টিতম্ ।
 ক্ষত্বা সৌবীররাজস্য বিষ্টিযোগ্যমমন্যত ॥ ৪৭ ॥
 স রাজা শিবিকারূঢ়ো গন্তুং ক্লতমতির্দ্বিজ ।
 বভূবেক্ষুমতীতীরে কপিলর্ষেবরাশ্রমম্ ॥ ৪৮ ॥

বন্য ফল শাক এবং ভূপতিত শস্যাকণা, যাহা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা শরীরধারণার্থ মাত্র ভক্ষণ করিতেন ।^{৪৪A}

কিছু কাল গত হইলে জড় ভরতের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। তখন তাঁহার ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রকর্মে নিযুক্ত করিয়া অতি কদর্য্য আহার দিতে আরম্ভ করিল।^{৪৫} জড় ভরতের শরীর রূষভের ন্যায় পীন ছিল। জড় ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে তিনিও সেইরূপ করিতেন সুতরাং সাধারণ লোকের রীতি অনুসারে কেবল আহারমাত্র তাঁহার বেতন স্বরূপ ধার্য্য হইল।^{৪৬}

একদা সৌবীররাজের দ্বারপাল সংস্কাররহিত ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহার আকৃতি ও কার্য্য দেখিয়া যানবাহক হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিল।^{৪৭} ব্রহ্মর্শি! এক দিবস সেই রাজা শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক ইক্ষুমতী নদীর তীরদেশস্থিত মহর্ষি কপিলের

* তদন্তে কালসংযমম্ ইতি পুস্তকান্তরগ্য পাঠঃ ।

† সক্ষুপীনাবয়ব ইতি কস্যচিৎ পুস্তকস্য পাঠঃ ।

শ্রেয়ঃ কিমত্র সংসারে দুঃখপ্রায়ে নৃণামিতি ।

প্রক্টুং তং মোক্ষধর্মজ্ঞং* কপিলাখ্যং মহামুনিম্ ॥৫৯॥

উবাহ শিবিকাং তস্য ক্ষত্তুর্বচনচোদিতঃ ।

নৃণাং বিষ্টিগৃহীতানাং অনোয়াং সোহপি মধ্যগঃ ॥৬০॥

গৃহীতো বিষ্টিনা বিপ্রঃ সর্বজ্ঞানৈকভাজনঃ ।

জাতিস্মরোহসৌ পাপস্য ক্ষয়কাম উবাহ তাম্ ॥ ৬১ ॥

যযৌ জড়গতিঃ সোহথ যুগমাত্রাবলোকনম্ ।

কুর্স্বন মতিমতাং শ্রেষ্ঠস্তদন্যে ত্বরিতং যযুঃ ॥ ৬২ ॥

বিলোক্য নৃপতিঃ সোহপি বিযমাং শিবিকাগতিম্ ।

কিমৈতদিত্যাহ সমং গম্যতাং শিবিকাবহাঃ ! ॥ ৬৩ ॥

আশ্রমে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন ।^{১৮} আশ্রমগমনে তাঁহার উদ্দেশ্য এই, তিনি মোক্ষধর্মজ্ঞ মহামুনি কপিলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই দুঃখাকীর্ণ সংসারমধ্যে কিরূপ আচরণ করা মনুষ্যের শ্রেয়ঃ ।^{১৯} অনন্তর ভরত দ্বারপালের আজ্ঞানুসারে যানবাহক অন্যান্য লোকের মধ্যে থাকিয়া সেই শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন ।^{২০} তিনি যদিও সমুদায় জ্ঞানের আধার ও জাতিস্মর ছিলেন, তথাপি দ্বারপাল কর্তৃক ধৃত হইয়া পূর্নকৃত পাপক্ষয় কামনায় শিবিকাবহনে প্রবৃত্ত হইলেন ।^{২১} অন্যান্য বাহকেরা ত্বরিত গমনের চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণ যুগমাত্র (পালকীর বাঁট) অবলোকন করিতে করিতে জড়বৎ মন্দগতি অবলম্বনপূর্বক চলিলেন ।^{২২} রাজা দেখিলেন, শিবিকাগতির সমতা রক্ষা হইতেছে না । তখন তিনি শিবিকাবাহকদিগকে কহিলেন, বাহকগণ ! একি ! সকলে সমান হইয়া চল ।^{২৩} পরে

পুনস্তথৈব শিবিকাং বিলোক্য বিষমাং হি সঃ * ।

নৃপঃ কিমেতদিত্যাহ ভবন্তিৰ্গমাতেহন্যথা ॥ ৫৪ ॥

ভূপতের্বদতন্তস্য ঋত্রেখং বহুশো বচঃ ।

শিবিকোদ্ধাহকাঃ প্রোচুরয়ং যাতীত্যসত্বরম্ ॥ ৫৫ ॥

রাজোবাচ ।

কিং শ্রান্তোহস্যপ্পমধানং ত্বয়োঢ়া শিবিকা মম ।

কিমায়াসসহো ন ত্বং? পীবানসি নিরীক্ষ্যসে ॥ ৫৬ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

নাহং পীবান্ নচৈবোঢ়া শিবিকা ভবতো ময়া ।

ন শ্রান্তোহস্মি নচায়াসঃ সোঢ়ব্যোহস্তি মহীপতো ॥ ৫৭ ॥

রাজা পুনর্বার শিবিকার বিষয়গতি দেখিয়া কহিলেন, এ কি? কি জন্য তোমাদের গতিস্থলন হইতেছে? কি জন্য তোমরা সম-ভাবে চলিতে পারিতেছ না?।^{৫৪} বাহকগণ, রাজাকে পুনঃপুন এইরূপ বলিতে দেখিয়া কহিল, এই ব্যক্তিই আমাদের সহিত সমান যাইতে পারিতেছে না।^{৫৫}

রাজা কহিলেন, তুমি অপি পথমাত্র আমার শিবিকা বহন করিয়া কি শ্রান্ত হইয়াছ? অথবা আয়াস ও পরিশ্রম কি তোমার সহ্য হয় না? এ দিকে ত দেখিতেছি, তুমি বিলক্ষণ হুস্ট পুষ্ট!।^{৫৬}

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমি স্থূল নহি এবং আমি ত আপনকার শিবিকা বহন করি নাচি, শ্রান্তও হই নাই, বিশেষতঃ আমাকে শ্রম ও আয়াস সহ্য করিতে হয় এরূপ কার্যও ত দেখিতে পাই না।^{৫৭}

* বিলোক্য বিষমাং হসন্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† স শ্রান্তোহস্মি ন চায়াসো বোঢ়ব্যোহস্তি মহীপতে ! ইতি বা পাঠঃ ।

রাজ্ঞোবাচ।

প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে পীবানদ্যাপি শিবিকা ত্বয়ি।

অমশ্চ ভারোদ্ধহনে ভবত্যেব হি দেহিনাম্ ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রত্যক্ষং ভবতা ভূপ! যদৃক্ষ্যং মম তদ্বদ।

বলবানবলশ্চেতি বাচ্যং পশ্চাদ্বিশেষণম্ ॥ ৫৯ ॥

ত্বয়োক্তা শিবিকা চেতি ত্বয়াদ্যাপি চ সংস্থিতা।

মিথ্যৈতদত্র তু ভবান্ * শৃণোতু বচনং মম ॥ ৬০ ॥

ভূমৌ পাদযুগস্যাস্থা জজ্ঞে পাদদ্বয়ে স্থিতে।

উরু জজ্ঞাদ্বরাবস্থৌ তদাধারং তথোদরম্ † ॥ ৬১ ॥

রাজা কহিলেন, বিলক্ষণ! তুমি স্থূল, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তুমি শিবিকা বহন কর নাই, এ কিরূপ কথা! এখনও তোমার স্কন্ধে শিবিকা রহিয়াছে। তার বহন করিলে প্রাণিমা-
ত্রেরই শ্রম হইয়া থাকে।^{৫৮}

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আপনি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিলেন, তাহাই বলুন, আমি বলবান্ কি দুর্বল, এই বিশেষণ পদের সম্মি-
বেশ পশ্চাৎ হইবে।^{৫৯} (আপনি কহিলেন) তুমি আমার শিবিকা
বহন করিয়াছ, এবং এ পর্য্যন্ত তোমার স্কন্ধেই শিবিকা রহি-
য়াছে। এই কথাটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ বিষয়ে আমি (যে প্রমাণ
দিতেছি ও) বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন।^{৬০} পৃথিবীর উপর
পদদ্বয় রহিয়াছে, পদদ্বয়ের উপরি জজ্ঞাদ্বয়, জজ্ঞাদ্বয়ের উপর উরু-
যুগল ও উরুযুগলের উপর উদর অবস্থান করিতেছে।^{৬১} বন্ধস্থল

* মিথ্যৈতদপ্যত্র ভবান্ ইত্যাপি কেচিৎ পঠন্তি।

† তদাধারমথোদরম্ ইতি অপরপুস্তকস্য পাঠঃ।

বক্ষস্থলং তথাবাহু স্কন্ধৌ চোদরসংস্থিতৌ ।
 স্কন্ধাশ্রিতেয়ং শিবিকা মম ভারোহত্র কিং ক্লুতঃ ? ॥ ৬২ ॥
 শিবিকায়াম্ স্থিতক্ষেদং বপুস্তদুপলক্ষিতম্ ।
 তত্র ত্বমহমপ্যত্র প্রোচ্যতে চেদমন্যথা ॥ ৬৩ ॥
 অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্থিব ।
 গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোহপি যাতায়ম্ ॥ ৬৪ ॥
 কর্মবশায় গুণাশৈচতে সত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে ।
 অবিদ্যাসঞ্চিতং কর্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুশু ॥ ৬৫ ॥
 আত্মা শুদ্ধোহক্ষরঃ শান্তো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
 প্রবৃদ্ধাপচরৌ নাস্ত্য একস্তাখিলজন্তুশু ॥ ৬৬ ॥

বাহুদ্বয় ও স্কন্ধদ্বয় উদরের উপর আছে। এই শিবিকা স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে (আমি নির্লিপ্ত) আমার কেন ভার বোধ (বা পরিশ্রম) হইবে? ১২ যে শরীরে আপনকার আত্মাভিমান হইতেছে, সেই শরীর এই শিবিকাতে রহিয়াছে, পরন্তু ভ্রান্তি নিবন্ধন আপনি বাহ্য ও আমি বাহক বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছি। ১৩ মহারাজ! আমি, আপনি এবং আর আর সকলেই ভূতগণ কর্তৃক বাহিত হয়। ভূতগণও অবিদ্যা জনিত কর্মাবধীন সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ কর্তৃক চালিত হইতেছে। ১৪ মহারাজ! সত্ত্ব রজ ও তম, এই গুণত্রয় অষ্টকৌর অধীন। মায়াদ্বারা শুভাশুভ কর্ম জনিত যে অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, তাহা অশেষ প্রাণীতে অবস্থিতি করিতেছে। ১৫ আত্মা বিস্তৃত অব্যয় শান্ত নিগুণ ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্। তাঁহার উপচয় বা অপচয় নাই। তিনি অদ্বিতীয়, অথচ সকল জীবে অবস্থান করিতেছেন। ১৬ রাজম্! যখন আত্মার উপ-

যদা নোপচয়স্তস্মৈ নচৈবাপচয়ো নৃপ ! ।

তদা পীবানসীতীশ্বং* কয়া যুক্ত্যা ত্বয়েরিতম্ ॥ ৬৭ ॥

ভূ-পাদ-জজ্ঞা-কট্যুরু-জঠরাদিষু সংস্থিতে† ।

শিবিকেয়ং যদা স্কন্ধে তদা ভারঃ সমস্ত্যুয়া ॥ ৬৮ ॥

তদানৈর্জন্তুভিভূপ ! শিবিকোথো ন কেবলম্।

শৈলদ্রুমগৃহোথোহপি পৃথিবীসম্ভবোহপি বা ॥ ৬৯ ॥

যদা পুংসঃ পৃথগ্ভাবঃ প্রাক্লভৈঃ কারণৈর্নৃপ‡ ! ।

সোঢব্যস্ত তদায়াসঃ কথং বা নৃপতে! ময়া§ ॥ ৭০ ॥

চয় বা অপচয় হইবার সম্ভাবনা নাই তখন আপনি কি প্রকারে কোন্ যুক্তি অনুসারে কহিলেন যে, তোমাকে স্থূল ও হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি ?।^{৭১} পৃথিবী চরণ জজ্ঞা কটি উরু উদর প্রভৃতির উপস্থিত স্কন্ধে এই শিবিকা রহিয়াছে। ইহাতে যদি আমার ভারবোধ হয়, তাহা হইলে, কি জন্য আপনকার ভারবোধ হইতেছে না ?^{৭২} এবং অন্য প্রাণীরাই বা কিজন্য এই শিবিকা বহনের ভার অনুভব করিতেছে না? আমি হইতে ভিন্ন স্কন্ধস্থিত ভারে যদি আমার শ্রম অনুভব হয়, তাহা হইলে, শুদ্ধ শিবিকার ভারে কেন, পর্ত্তত ব্লক্ষ ও গৃহাদির অথবা পৃথিবীর ভারেও সকলে ক্লান্ত হইতে পারে।^{৭৩} রাজন্! যখন প্রাকৃতিক ঘটনার সহিত পুরুষের পৃথক্ ভাব অর্থাৎ নির্লিপ্ততা ছষ্ট হইতেছে তখন কি প্রকারে আমাকে আয়াস বা পরিশ্রম সহ্য করিতে হইবে।^{৭৪} এই শিবিকা যে দ্রব্যে নির্মিত, আপনকার আমার এই সমুদায়

* তদা পীবানসীতি স্বম্ ইত্যপরে পঠন্তি ।

† জঠরাদিষু সংস্থিতা ইতি বা পঠমীয়ম্ ।

‡ প্রাক্লভৈঃ কারণৈর্নৃপ ! ইতি কুচিং পাঠঃ ।

§ সোঢব্যঃ স্তমহাভারঃ কন্তমো নৃপতে ময়া ইতি পাঠান্তরম্ ।

যদুব্যা শিবিকা চেয়ং তদ্রুব্যো ভূতসংগ্রহঃ * ।

ভবতো মেহখিলশ্চাস্ত্য মমত্বেনোপরংহিতঃ ॥ ৭১ ॥

পরশর উবাচ ।

এবমুক্তাভবম্মৌনী স বহন শিবিকাং দ্বিজঃ ।

সোহপি রাজাবতীর্থোর্ব্যাং তৎপাদৌ জগৃহে ত্বরন ॥ ৭২ ॥

রাজোবাচ ।

ভো ভো বিস্বজ্য শিবিকাং প্রসাদং কুরু মে দ্বিজ ! ।

কথ্যতাং কো ভবানত্র জালুরূপধরঃ স্থিতঃ ॥ ৭৩ ॥

যো ভবান্ যন্নিমিত্তং বা যদাগমনকারণম্ ।

তৎ সৰ্ব্বং কথ্যতাং বিদ্বন্ ! মহ্যং শুশ্রববে ত্বয়া ॥ ৭৪ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ক্রয়তাং কোহহমিত্যেতদ্বক্তুং ভূপ ! ন শক্যতে ।

লোকের শরীরও সেই দ্রব্যে বিনির্মিত হইয়াছে । পরন্তু শরীরে (ব্রাহ্মি নিবন্ধন) সমতা ও আত্মাভিমান হইয়া থাকে । ৭১

পরশর কহিলেন । ব্রাহ্মণ শিবিকা বহন করিতে করিতে এই বাক্য বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন । রাজাও ত্বরান্বিত হইয়া শিবিকা হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহার পদদ্বয়ে ধরিলেন । ৭২

রাজা কহিলেন । ব্রহ্মন্ ! শিবিকা পরিত্যাগ করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । আপনি জালুরূপ ধারণপূর্বক ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতেছেন । আপনি কে ? পরিচয় দিউন । ৭৩ আপনি কে ? কি নিমিত্তই বা আপনকার শুভাগমন হইয়াছে ? বিদ্বন্ ! এ সমুদায় প্রশ্ন করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক বলুন । ৭৪

ব্রাহ্মণ কহিলেন । রাজন্ ! আপনকার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি,

* যদুব্যা শিবিকা চেয়ং তদ্রুব্যো ভূতসংগ্রহঃ ইতি বা পাঠঃ ।

উপভোগনিমিত্তঞ্চ সৰ্বত্র গমনক্রিয়া* ॥ ৭৫ ॥
 সুখদুঃখোপভোগৌ তু তৌ দেহাদুপপাদকৌ ।
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌদ্ভবৌ ভোক্তুং জন্তুর্দেহাদিমৃচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥
 সৰ্বশ্চৈব হি ভূপাল ! জন্তোঃ সৰ্বত্র কারণম্ ।
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ যতঃ কস্মাৎ কারণং পৃচ্ছ্যতে ততঃ† ॥ ৭৭ ॥
 রাজোবাচ ।

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ ন সন্দেহঃ সৰ্বকାର্য্যেষু কারণম্ ।
 উপভোগনিমিত্তঞ্চ দেহদেশান্তরাগমঃ ॥ ৭৮ ॥
 বক্তৃত্তদন্তবতা প্রোক্তং কোহহমিত্যেতদাত্মনঃ ।
 বক্তুং ন শকাতে শ্রোতুং তন্মমেচ্ছা প্রবর্ততে ॥ ৭৯ ॥

শ্রবণ করুন। আমি যে কে? তাহা আমি বলিতে পারি না। শুভা-
 শুভ অঙ্কুরের ফলভোগের নিমিত্ত সৰ্বত্রই আমার গতিবিধি
 আছে।^{১৫} সুখ ও দুঃখ ভোগের জন্যই মনুষ্যের শরীর উৎপন্ন
 হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখও ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।
 অতএব আত্মা, ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম জনিত সুখ দুঃখ ভোগের জন্য শরীর
 পরিগ্রহ করেন।^{১৬} রাজন্! ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সকল প্রাণীরই সৰ্বত্র গম-
 নের কারণ, অতএব আপনি কিজন্য আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা
 করিতেছেন?^{১৭}

রাজা কহিলেন। ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মই যে, সকল কার্য্যের কারণ ও সুখ
 দুঃখ উপভোগের নিমিত্তই যে জীবের, দেহ লাভ ও দেহান্তর
 প্রাপ্তি হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।^{১৮} পরন্তু আপনি যে
 কহিলেন, আমি কে? অধ্যাত্ম বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তর হয় না।

* সৰ্বত্রাগমনক্রিয়া ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† যতস্তস্মাৎ কারণং পৃচ্ছ্যতে কৃতঃ ইত্যপি পঠনীয়ম্ ।

যোহস্তু সোহহমিতি ব্রহ্মন্! কথং বক্তুং ন শক্যতে ।
আত্মন্যেষ ন দোষায় শক্যোহহমিতি যো দ্বিজ ! ॥ ৮০ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

শক্যোহহমিতি দোষায় আত্মন্যেষ তথৈব তৎ ।
অনাত্মন্যাভুবিজ্ঞানং শক্যো বা ভ্রান্তিলক্ষণঃ ॥ ৮১ ॥
জিহ্বা ব্রবীত্যহমিতি দন্তোষ্ঠং তালুকং নৃপ !
এতে নাহং যতঃ সর্ক্রে বাঙ্গিপ্পাদনহেতবঃ ॥ ৮২ ॥
কিং হেতুভির্বদতোষা * বাগেবাহমিতি স্বয়ম্ ।
তথাপি বাগ্‌নাহমেতদ্বক্তুমিথং ন যুজ্যতে ॥ ৮৩ ॥

এ কথার তাৎপর্য কি? শ্রবণ করিতে আমার মাতিশয় লালসা হইয়াছে।^{১০} ব্রহ্মন্! যে আত্মারূপ বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহার প্রতি কেন না ‘আমি’ এই পদপ্রয়োগ করা যাইতে পারে।^{১১}

ব্রাহ্মণ কহিলেন। আমি এই শব্দ প্রয়োগ করা দোষের বিষয় মন্দেহ নাই, পরন্তু উহা যদি আত্মার প্রতিই প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে অযথাপ্রয়োগ হয় না। আমি এই শব্দটী প্রয়োগ করিলে অনাত্ম অর্থাৎ জড় পদার্থে আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং আমি করিতেছি, আমি যাইতেছি ইত্যাদি শব্দ ভ্রান্তি-বিজ্ঞপ্তিত।^{১২} রাজন্! জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ ও তালু, ইহারাই আমি যাইতেছি, আমি থাইতেছি, এইরূপ বলিতেছে। ফলত ইহারাই আমি পদের অভিধেয় নহে, পরন্তু ইহারাই কেবল বাক্য নিষ্পাদন করিতেছে। আত্মা বাক্যনিষ্পাদনের কারণ নহে।^{১৩} বাক্য স্বয়ং কি কারণে আমি যাইতেছি, আমি থাইতেছি ইত্যাদি স্থলে আমি শব্দ প্রয়োগ করে, পরন্তু ঐ বাক্যই যে আমি শব্দের অভিধেয়, এ

* কিং হেতুভির্বদতোষা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

পিণ্ডঃ পৃথগ্‌যতঃ পুংসঃ পাদপাণ্যাদিলক্ষণঃ * ।

ততোহহমিতি কুত্রৈতাং সংজ্ঞাং রাজন্! করোম্যহম্ ॥ ৮৪ ॥

যদ্যন্যোহস্তি পরঃ কোহপি মত্তঃ পার্থিবসত্তম! ।

তদৈষোহমরক্ষান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে ॥ ৮৫ ॥

যদা সমস্তদেহেবু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ ।

তদা হি কো ভবান্ কোহহমিত্যেতদ্বিকলং বচঃ ॥ ৮৬ ॥

ত্বং রাজা শিবিকা চেয়ম্ ইমে বাহাঃ পুরঃসরাঃ † ।

অয়ঞ্চ ভবতো লোকো ন সদেতত্তবোচ্যতে ‡ ॥ ৮৭ ॥

রক্ষাদ্ দারু ততশ্চেয়ং শিবিকা ত্বদধিষ্ঠিতা ।

কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। ৮০ রাজন্! হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট শরীর যখন পুরুষ হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তখন তাহার প্রতি কখনই আমি শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। ৮০ মহারাজ! যদি এই শরীরে এক জন স্বতন্ত্র আত্মা থাকিতেন, তাহা হইলে, এই আমি, ইনি আমি হইতে ভিন্ন, একরূপ বলিতে পারা যাইত। ৮০ যখন একমাত্র পুরুষ সমস্ত দেহে অবস্থান করিতেছেন, তখন তুমি কে? আমি কে? ঐদৃশ প্রশ্নই বিকল হইতেছে। ৮০ আপনি রাজা, এই শিবিকা, সমীপস্থ এই সকল বাহক, এই সমুদায় আপনকার অনুযায়ী লোক, ইহাদের মধ্যে কেহই নিত্য নহে। ৮১ রক্ষ শুদ্ধ হইয়া কাষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি যাহাতে আরোহণ করিয়া থাকেন, সেই এই শিবিকা কাষ্ঠ হইতে বিনির্মিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার রক্ষ দাঁরু বা শিবিকা কৈন্ নাম দেওয়া যাইতে পারে বলুন। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন নামই

* শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ ইতি অন্যে পৃষ্ঠান্তি ।

† বয়ং বাহাঃ পুরঃসরা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

‡ ন সদেতত্তবোচ্যতে ইত্যপরপুঙ্কস্য পাঠঃ ।

কিং বৃক্ষসংজ্ঞা বাস্যাঃ স্যাৎ দারুসংজ্ঞাথ বা নৃপ ! * ৮৮ ॥

বৃক্ষাক্রুড়ে মহারাজো নায়ং বদতি তে জনঃ ।

ন চ দারুণি সৰ্ব্বস্বাং ত্রবীতি শিবিকাগতম্ ॥ ৮৯ ॥

শিবিকা দারুসংঘাতে রচনাস্থিতিসংস্থিতঃ ।

অম্বিয়াতাং নৃপশ্রেষ্ঠ ! তদ্ভেদে শিবিকা ত্বয়া ॥ ৯০ ॥

এবং ছত্রশলাকানাং পৃথগ্ভাবো বিম্বাতাম্ † ।

ক যাতং ছত্রমিত্যেব ন্যায়স্তুরি তথা ময়ি ॥ ৯১ ॥

পুমান্ স্ত্রী গোঁরজো বাজী কুঞ্জরোঃ বিহরিস্তরুঃ ‡ ।

দেহেযু লোকসংভেয়ং বিজ্ঞেয়া কৰ্ম্মহেতুযু ॥ ৯২ ॥

নিত্য হইতেছে না । ৮৮ মহারাজ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন, এ কথা কেহই বলে না, অথবা এরূপও কেহ কহে না যে, মহারাজ কাষ্ঠে উঠিয়া যাইতেছেন, পরন্তু এখন এই কথা সকলে বলে যে, রাজা শিবিকারোহণে গমন করিতেছেন । ৮৯

মহারাজ ! কাষ্ঠসমূহের রচনাবিশেষই শিবিকা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে আপনি সেই রচনা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখুন, শিবিকা-নামও তিরোহিত হইবে । ৯০ এইরূপ ছত্রের অঙ্গ শলাকাদি পৃথক্ করিয়া দেখিবেন, ছত্রত্ব থাকিবে না । এই ন্যায় আপনকার শরীরে ও আমার শরীরে খাটিতেছে, অর্থাৎ হস্ত পদ উদর মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ সমুদায় সংযুক্ত থাকাতে আমি এই পদ প্রয়োগ করিতেছি । যদি হস্ত পদাদি বিশ্লিষ্ট হয়, তখন কে আমি এই পদের বাচ্য হইবে ? ৯১ পুরুষ স্ত্রী গোঁরজ অথ হস্তী গেষ সিংহ বৃক্ষ, ইহারা স্ব স্ব কৰ্ম্ম অনুসারে দেহমাত্রে লৌকিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

* কিং বৃক্ষসংজ্ঞা বাস্যাঃ দারুসংজ্ঞাথ বা নৃপ ! ইতি বা পাঠঃ ।

† পৃথগ্ভাগে বিম্বাতাম্ ইতি বহবঃ পাঠান্তি ।

‡ কুঞ্জরো বিহগস্তরুঃ ইতি পুস্তকান্তর্যস্ পাঠঃ ।

পুমান্ন দেবো ন নরো ন পশুর্ন চ পাদপঃ ।
 শরীরাকৃতিভেদাস্তু ভূপৈতে কন্ময়োময়ঃ * ॥ ৯৩ ॥
 বসুরাজেতি যল্লোকো † যচ্চ রাজভট্টাঙ্কম্ ।
 তথান্যচ্চ নৃপেথং তন্ন সৎ সঙ্কল্পনাময়ম্ ॥ ৯৪ ॥
 যৎ তু কালান্তুরেণাপি নান্যাং সংজ্ঞামুপৈতি বৈ ।
 পরিণামাদিসংভূতং তদ্বস্তু নৃপ ! তচ্চ কিম্ ॥ ৯৫ ॥
 ত্বং রাজা সর্বলোকস্য পিতুঃ পুত্রো রিপোরিপুঃ ।
 পত্ন্যাঃ পতিঃ পিতা সুনোঃ কিং ত্বাং ভূপ ! বদাম্যহম্ ॥ ৯৬ ॥
 ত্বং কিমেবং স্থিতঃ কিন্তু ‡ শিরস্তব তথোদরম্ ।

অর্থাৎ আত্মা স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হন না ।^{১২} মহারাজ !
 শরীরাদিষ্ঠিত পুরুষ-দেবতা নহেন, মনুষ্য নহেন, পশু নহেন, বৃক্ষও
 নহেন পরন্তু কন্ম অনুসারে শরীর ভেদ ও আকৃতি ভেদ হই-
 য়াছে ।^{১৩} রাজন্ ! আপনকার একটী নাম বসুরাজ আর একটী নাম
 রাজভট্ট । আপনকার এইরূপ আর আর নামও আছে । পরন্তু
 আপনকার কোন নামই নিত্য নহে, সকলই কল্পনাময় ।^{১৪}
 মহারাজ ! যে বস্তু কালান্তরেও অন্য নাম প্রাপ্ত না হয় এরূপ
 পরিণামী বস্তু জগতে কি আছে ?^{১৫} রাজন্ ! আপনি সকল
 লোকের রাজা, পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, পত্নীর পতি ও পুত্রের
 পিতা । এইরূপ অবস্থা-ভেদে আপনকার নানা সংজ্ঞা হওয়াতে
 আমি আপনাকে কি বলিয়া আত্মান করিতে পারি ।^{১৬} মহাপতে !
 আপনি সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছেন; কিন্তু এই হস্ত-পদ উদর
 প্রভৃতিই কি রাজা ? না ইহারা রাজার হস্ত পদ উদর

* যত্র তে কন্ময়োময়ঃ ইতি, কচিৎ পাঠঃ ।

† বসুরাজেতি যল্লোকে ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

‡ স্বং কিমেতচ্ছিরঃ কিং নু ইতি অমো পঠতি ।

কিমু পাদাদিকং ত্বং বা তবৈতৎ কিং মহীপতে ! ॥৯৭॥

সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথগ্ভূপ ! ব্যবস্থিতঃ ।

কোহমিত্যত্র নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব ! ॥ ৯৮ ॥

এবং ব্যবস্থিতে তত্ত্বে * ময়্যাহমিতি ভাবিতুম্ ।

পৃথক্করণনিষ্পাদ্যং শক্যতে নৃপতে ! কথম্ ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

প্রভৃতি ? ১১৭ রাজন ? ইহার্য যদি আপনকার হস্তপদাদি হয়, তাহা হইলে, আপনি সমস্ত অবয়ব হইতে পৃথক্ থাকিয়া, আমি কে ? এই বিষয়টী সমাহিত চিত্তে চিন্তা করুন ১১৮ আশ্চর্য্য এই রূপে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে অন্য হইতে পৃথক্ করণ দ্বারা সম্পাদ্য আমি এই শব্দটী নির্দেশ করিয়া কিপ্রকারে বলিতে পারিব যে, আমি অমুক ১১৯

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

চতুর্দশাধ্যায়ঃ ।



পরাশর উবাচ ।

নিশাম্য তন্যোতি বচঃ পরমার্থ-সমন্বিতম্ ।

প্রশয়াবনতো ভূত্বা তমাহ নৃপতির্দ্বিজম্ ॥ ১ ॥

রাজোবাচ ।

ভগবন্ ! যত্নয়া প্রোক্তং পরমার্থময়ং বচঃ ।

শ্রুতে তস্মিন্ ভ্রমন্তীব মনসো মম বৃত্তয়ঃ ॥ ২ ॥

এতদ্বিবেকবিজ্ঞানং যদশেষেষু জন্তুযু ।

ভবতা দর্শিতং বিপ্র ! তৎ পরং প্রকৃতের্মহৎ ॥ ৩ ॥

নাহং বহামি শিবিকাং শিবিকা ন ময়ি স্থিতা ।

শরীরমন্যদস্মভ্যো যেনেয়ং শিবিকা ধৃতা ॥ ৪ ॥

পরাশর কহিলেন । অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণের তাদৃশ পারমার্থিক বাক্য শ্রবণপূর্বক বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন ।^১

রাজা বলিলেন, ভগবন্ ! আপনি যে আমার নিকট পারমার্থিক বাক্য কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মনোবৃত্তি সমুদায় ভ্রমণ করিতেছে।^২ ব্রহ্মন্ ! আপনি অশেষ প্রাণীতে যে বিবেক ও বিজ্ঞানের বিষয় দেখাইলেন, তাহা অতীব মহৎ ও প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত।^৩ আমি শিবিকা বহন করি নাই, আমার স্কন্ধে শিবিকা নাই । শরীর আমা হইতে পৃথক্ । সেই শরীরই শিবিকা ধারণ করিয়া আছে।^৪ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ

গুণপ্রবৃত্ত্যা ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ কৰ্মচোদিতাঃ ।
 অবর্তন্তে গুণা হ্যেতে কিমেতদ্যৎ ত্বয়োদিতম্ * ॥ ৫ ॥
 এতস্মিন্ পরমার্থজ্ঞ ! মম শ্রোত্রপথং গতে ।
 মনো বিহ্বলতামেতি পরমার্থার্থিতাং গতম্ ॥ ৬ ॥
 পূৰ্ণমেব মহাভাগং কপিলর্ষিমহং দ্বিজ ! ।
 অষ্টমভ্যুদ্যতো গত্বা শ্রেয়ঃ কিন্তু ত্র শংস মে ॥ ৭ ॥
 তদন্তরে চ ভবতা যদেতদ্বাক্যমীরিতম্ ।
 তেনৈব পরমার্থার্থং ত্বয়ি চেতঃ প্রধাবতি ॥ ৮ ॥
 কপিলর্ষিভগবতঃ সৰ্বভূতস্য বৈ দ্বিজ ! † ।
 বিষ্ণোরংশো জগন্মোহনাশায়োবীমুপাগতঃ ॥ ৯ ॥
 স এব ভগবান্ ন্যূনমস্মাকং হিতকাম্যয়া ।

ভূতগণকে চালিত করে । গুণত্রয়ও অষ্টম কৰ্মক চালিত হয় ।
 আপনি যে এই সমস্ত কথা বলিলেন, তাহা কিরূপ ? পরমার্থজ্ঞ !
 আপনকার ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার মন পরমার্থ-জিজ্ঞাসু
 হইয়া অতীব বিহ্বল হইয়াছে ।^১ ব্রহ্মন্ ! এই সংসারে কি
 রূপে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইতে পারে এই বিষয় জিজ্ঞাসার নিমিত্ত
 আমি পূর্বেই মহাভাগ মহর্ষি কপিলের নিকট যাইতে উদ্যত
 হইয়াছিলাম । ইতি মধ্যে আপনি যে এই সকল বাক্য কহিলেন,
 তাহাতে পরমার্থজ্ঞানের জন্য আপনাতেই আমার মন ধাবিত
 হইতেছে ।^২ ব্রহ্মন্ ! . মহর্ষি কপিল সৰ্ব-ভূত-ময় ভগবান্ বিষ্ণুর
 অংশ । তিনি জগতের মোহ দূর করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ
 হইয়াছেন ।^৩ আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আমার বোধ

* কিং মমেতি ত্বয়োদিতম্ ইতি কেচিৎ পঠাৎ ।

† সৰ্বভূতস্য বৈ কিল ইতি বা পাঠঃ ।

প্রত্যক্ষতামত্র গতো* যথৈতদ্ব্যবতোচ্যতে ॥ ১০ ॥

তন্মহাং প্রণতায় ত্বং যচ্ছ্রুয়ঃ পরমং দ্বিজ !।

তদ্বদাখিলবিজ্ঞানজলবীচুদধির্ভবান্ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ভূপ ! পৃচ্ছসি কিং শ্রেয়ঃ ? পরমার্থং নু পৃচ্ছসি ? ।

শ্রেয়াংসি পরমার্থানি অশেষাণি চ ভূপতে! † ॥ ১২ ॥

দেবতারাদ্রাধনং কুত্বা ধনসম্পদমিচ্ছতি ‡ ।

পুত্রানিচ্ছতি রাজ্যঞ্চ শ্রেয়স্তসৌব তন্ম প ! ॥ ১৩ ॥

কর্ম যজ্ঞাত্মকং শ্রেয়ঃ স্বর্লোকফলদায়ি চ ॥

হইতেছে, সেই ভগবান্ কপিলই আমার হিতসাধনের জন্য এখানে দর্শন-পথে আবির্ভূত হইলেন।^{১০} ব্রহ্মণ ! আপনি নিখিল বিজ্ঞানরূপ তরঙ্গমালার জলনিধি হইতেছেন। আমি আপনকার নিকট প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি (কৃপা করিয়া) যাহা পরম-শ্রেয়ঃ-সাধন তাহা বলুন।^{১১}

ব্রাহ্মণ কহিলেন। ভূপতে! আপনি কি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন? না পরমার্থ-লাভের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ একপ্রকার নহে।^{১২} কেহ কেহ দেবতার আরাধনা করিয়া ধনসম্পত্তি পুত্র বা রাজ্য কামনা করে। ইহাদের পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃ।^{১৩} স্বর্গরূপ-ফল-দায়ক যে যজ্ঞরূপ কর্ম তাহাও একপ্রকার শ্রেয়ঃ। যদি ফলের অভিসন্ধি না থাকে, তাহা হইলে, তাহাই অর্থাৎ সেই যজ্ঞাদিই প্রধান শ্রেয়ঃ বলিয়া

* গতঃ প্রত্যক্ষতামত্র ইতি বা পঠনীয়ম্।

† শ্রেয়াংসাপরমার্থানি যান্যশেষাণি ভূপতে! ইতি বা পাঠঃ।

‡ ধনসম্পত্তিমিচ্ছতি ইতি ভিন্নগ্রন্থস্য পাঠঃ।

॥ স্বর্লোকফলদায়ি যং ইতি বা পাঠ্যম্।

শ্রেয়ঃ প্রধানঞ্চ ফলে তদেবানভিসন্ধিতে * ॥ ১৪ ॥

আত্মা ধ্যেয়ঃ সদা ভূপ ! যোগযুক্তৈস্তথাপরম্ ।

শ্রেয়স্তস্যৈব সংযোগঃ শ্রেয়ো যঃ পরমাত্মনা ॥ ১৫ ॥

শ্রেয়াংস্যেবমনেকানি শতশোহথ সহস্রশঃ ।

সন্ত্যত্র পরমার্থস্ত তত্ত্বতঃ শ্রয়তাক্ষ মে † ॥ ১৬ ॥

ধৰ্ম্মায় ত্যজ্যতে কিং নু পরমার্থো ধনং যদি ।

ব্যয়শ্চ ক্রিয়তে কস্মাৎ ‡ কামপ্রাপ্ত্যুপলক্ষণঃ ॥ ১৭ ॥

পুত্রশ্চেৎ পরমার্থঃ স্যাৎ সোহপ্যন্যস্য নরেশ্বর ! ।

পরমার্থভূতঃ সোহন্যস্য পরমার্থো হি তৎপিতা ॥ ১৮ ॥

এবং ন পরমার্থোহস্তি জগতস্মিংশচরাচরে ।

পরমার্থা হি কার্য্যানি কারণানামশেষতঃ ॥ ১৯ ॥

নির্দিষ্ট হইবে ।^{১৪} রাজন্ ! যোগযুক্ত হইয়া পরমাত্মার ধ্যান করিবে । ইহার পক্ষে পরমাত্মার সহিত যে তাহার সংযোগ তাহাই শ্রেয়ঃ ।^{১৫} এইরূপ শত সহস্র প্রকার শ্রেয়ঃ আছে, পরন্তু এ সমুদায় পরমার্থ নহে । পরমার্থ কিরূপ বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।^{১৬} ধন যদি পরমার্থ হয়, তাহা হইলে, কি নিমিত্ত ধর্ম্ম উপার্জননের জন্য তাহা দান করা হইয়া থাকে, কি নিমিত্ত ই বা ভোগ্য-বস্তু-লাভের জন্য তাহা ব্যয় করা হয় ?^{১৭} নরেশ্বর ! পুত্র যদি পরমার্থ হয়, তাহা হইলে, ঐ পুত্রের পিতাও অন্যের পরমার্থ এবং তৎপিতাও অপরের পরমার্থ হইবে ।^{১৮} এই রূপে প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক কারণের পরমার্থ হইল, সুতরাং (অনবস্থা দোষ

* তদেবানভিসন্ধিতে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

† ম বেতে শ্রয়তাক্ষ ইমে ইতি বহবঃ পাঠান্তি ।

‡ ব্যয়শ্চ ক্রিয়তে তস্মাৎ ইতি বা পাঠঃ ।

রাজ্যাদিপ্রাপ্তিরদ্রোক্তা পরমার্থতয়া যদি ।
 পরমার্থা ভবন্ত্যত্র ন ভবন্তি চ বৈ ততঃ ॥ ২০ ॥
 ঋগ্যজুঃসামনিষ্পাদ্যং যজ্ঞকর্ম্ম মতং তব ।
 পরমার্থভূতং তত্রাপি জায়তাং গদতো মম ॥ ২১ ॥
 যন্তু নিষ্পাদ্যতে কার্য্যং মৃদা কারণভূতয়া ।
 তৎকারণানুগমনাং জায়তে নৃপ ! মৃণ্ময়ম্ ॥ ২২ ॥
 এবং বিনাশিভিদ্ভবৈঃ সমিদাজ্যকুশাদিভিঃ ।
 নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যা তু* সা ভবিত্রী বিনাশিনী ॥ ২৩ ॥
 অনাশী পরমার্থস্ত প্রাট্জৈরভূাপগম্যতে ।
 তৎ তু নাশি ন সন্দেহো নাশিভব্যোপপাদিতম্ ॥ ২৪ ॥

নিবন্ধন) এই চরাচর জগতে প্রকৃত একটি পরমার্থ থাকিল না।^{১০}
 রাজ্যাদি-প্রাপ্তিকেই যদি পরমার্থ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে
 বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহাই কি পরমার্থ হইতেছে? কখনই
 নহে।^{১১} ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ নিষ্পাদ্য যজ্ঞকর্ম্মকেই যদি
 পরমার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সে বিষয়ে বাহা বলি-
 তেছি, শ্রবণ করুন।^{১২}

রাজন্! মৃত্তিকারূপ কারণ দ্বারা যে কার্য্য আরম্ভ করা যায়,
 সেই কার্য্যে মৃণ্ময় কারণের অনুগম হেতু তাহা মৃণ্ময়ই হইয়া
 থাকে।^{১৩} এইরূপ সমিৎ আজ্য কুশ প্রভৃতি বিনাশী দ্রব্য দ্বারা
 যে ক্রিয়া সম্পাদন করা যায় তাহা যে বিনাশশালিনী হইবে,
 তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।^{১৪} জ্ঞানবান্ পশ্চির্ভূতেরা স্বীকার
 করেন যে, পরমার্থের ধ্বংস নাই। পরন্তু বিনাশী দ্রব্য দ্বারা যাহা
 সম্পাদিত হইবে, তাহা যে বিনাশী হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র

* নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যন্তু ইত্যপরাধকস্য পাঠঃ ।

তদেবাকলদং কৰ্ম পরার্থে মতস্তব ।

মুক্তিসাধনভূতত্বাৎ পরমার্থো ন সাধনম্ ॥ ২৫ ॥

ধ্যানৈক্যবাত্মনো ভূপ ! পরমার্থার্থশক্তিতম্ ।

ভেদকারি পরেভ্যস্ত * পরমার্থো ন ভেদবান্ ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে ।

মিথ্যৈতদনাদ্ভূত্বাৎ হি † নৈতি তদ্ভূতাত্ম যতঃ ॥ ২৭ ॥

তস্মাচ্ছেদ্যাত্মশেষাণি নৃপৈতানি ন সংশয়ঃ ।

পরমার্থস্ত ভূপাল ! সংক্ষেপাৎ ক্রয়তাং সম ॥ ২৮ ॥

একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নিঃশব্দঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

নাই।^{১০} যদি বলেন যে, যে কৰ্ম কোন ফল প্রদান না করে, তাহাই পরমার্থ, তাহা হইলে, যাহা মুক্তির সাধন তাহা পরমার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।^{১১} যদি বলেন, জীবাত্তার সহিত পরমাত্মার একীভাবই পরমার্থ, তাহা হইলে, এই সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইয়া যাইতেছে, কারণ এক দ্রব্য অন্যদ্রব্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না।^{১২}

মহারাজ ! এই সকল কারণ বশতঃ শ্রেয়ঃ নানাপ্রকার হইতেছে, মন্দেহ নাই। এক্ষণে পরমার্থ কি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।^{১৩} সেই বিভূ এক অর্থাৎ প্রতিদেহে ভিন্ন নহেন। তিনি ব্যাপী অর্থাৎ সাক্ষিক্রমে সর্বব্যাপক। তিনি সম (একরূপ) অর্থাৎ জ্ঞানার্দি পরিণাম দ্বারা অনেকরূপ নহেন। তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ কলুষতা পরিশূন্য। তিনি নিঃশব্দ অর্থাৎ ত্রিষ্ট-

* ভেদকারি পরেভ্যস্ত ইতি শূন্যকান্তরস্য পাঠঃ ।

† মিথ্যৈব বদনাদ্ভূত্বাৎ ইতি অন্যে পাঠঃ ।

জন্মরূদ্ধাদিরহিত আত্মা সৰ্ব্বগতোহব্যয়ঃ ॥ ২৯ ॥

পরজ্ঞানময়োহসত্ত্বিনামজাত্যাদিভিবিভূঃ ।

ন যোগবান্ যুক্তোহভূমৈব পার্থিব! যোজ্যতে * ॥ ৩০ ॥

তস্যাত্মপরদেহেবু সতোহপ্যেকময়ং হি যৎ ।

বিজ্ঞানং পরমার্থোহসৌ দ্বৈতিনোহতত্ত্বদর্শিনঃ † ॥ ৩১ ॥

বেগুরক্ষু বিভেদেন ভেদঃ বড়্জাদিসংজ্ঞিতঃ ।

অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

গাভীত । তিনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, স্মৃতরাং জন্ম রুদ্ধি প্রভৃতি দেহ-বিকার দ্বারা অসংস্পৃষ্ট । তিনি অব্যয় সৰ্ব্বগত আত্মা ।^{২০} রাজন্! তিনি নিস্ত্য-জ্ঞান-স্বরূপ । সেই বিভূ অবিদ্যাময় নাম জাত্যাদির সহিত যুক্ত হন নাই, যুক্ত হইতেছেন না, যুক্ত হইবেনও না ।^{২০} তিনি সকল দেহে অবস্থান করিতেছেন, পরন্তু সৰ্ব্বদেহাবচ্ছেদে যে একময় অর্থাৎ একাকার বিজ্ঞান অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট জ্ঞান তাহার নামই পরমার্থ । যাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন, তাঁহারাই দ্বৈতবাদী ।^{২১} বায়ু ভূমণ্ডলব্যাপী ও অভিন্ন অর্থাৎ সৰ্ব্বত্র সমান হইয়াও যেমন বেগুরক্ষাদি ভেদে বড়্জ ঋষভ গাঙ্কারাদি স্বরাভিভাষকতা হেতু সেই সেই নাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মা একমাত্র হইয়াও উপাধি-ভেদে নানা-জীবরূপে দৃষ্ট হইতেছেন ।^{২২} পরন্তু দেব মনুষ্য প্রভৃতি রূপ-ভেদ বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলের কৰ্ম্মফল দ্বারা নিম্পন্ন হইতেছে ।

*, * ন যোগবান্ যুক্তোহভূমৈব পার্থিব! যোজ্যতে ইতি বা পাঠঃ ।

† দ্বৈতি মোহতত্ত্বদর্শিনঃ ইতি অন্যো পাঠস্তি ।

একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্য-কর্ম্ম-প্রতিজঃ ।

দেবাদিভেদেহপঞ্চস্তে নাস্ত্যেবাবরণে হি সঃ* ॥ ৩৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে
চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

যখন দেব-মনুষ্যাদি-ভেদ-রূপ আবরণ তিরোহিত হয়, তখন সকল বস্তুতে অভেদ জ্ঞান হইতে থাকে ।*

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ চতুর্দশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

পঞ্চদশাধ্যায়ঃ ।



পরশর উবাচ ।

ইতুক্তে মৌনিং ভূয়শ্চিন্তয়ানং মহীপতিম্ ।
প্রত্যাচাখ বিপ্রোহসাবদ্বৈতান্তর্গতাং কথাম্ ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

শ্রয়তাং নৃপশীর্দ্দল ! যদগীতং ঋভুণা* পুরা ।
অববোধং জনয়তা নিদাযস্য মহাত্মনঃ † ॥ ২ ॥
ঋভুর্নামাভবৎ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
বিজ্ঞাততত্ত্বসম্ভাবো নিসর্গাদেব ভূপতে ! ॥ ৩ ॥

পরশর কহিলেন । রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণও পুনর্বার অদ্বৈত-বিষয়িনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ।^১

ব্রাহ্মণ কহিলেন । মহারাজ ! মহাত্মা নিদাঘের জ্ঞানের নিগিত পূর্বে ঋভু যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।^২ ভূপতে ! পরমেশ্বরী ব্রহ্মা ঋভু নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । ঋভু স্বভাবতই পরম তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন ।^৩ নিদাঘ-

* যত্র যত্র ঋভুস্তত্র তত্র তত্ত্বজ্ঞানিতি পঠ্যতে কৈশিচৎ ।

† নিদাঘস্য বিজ্ঞানঃ ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

তস্য শিষ্যো নিদাঘোহভূৎ পুলস্ত্যতনয়ঃ পুরা ।
 প্রাদাদশেষবিজ্ঞানং স তস্মৈ পরয়া মুদা ॥ ৪ ॥
 অবাণ্ডজ্ঞানতত্ত্বস্য ন তস্যা দ্বৈতবাসনাম্ ।
 স ঋভুস্তকর্যামাস নিদাঘস্য নরেশ্বর ॥ ৫ ॥
 দেবিকার্যাস্তটে বীর-নগরং নাম বৈ পুরম্ ।
 সমৃদ্ধমতিরম্যঞ্চ পুলস্ত্যান নিবেশিতম্ ॥ ৬ ॥
 রম্যোপবনপর্যন্তে স তস্মিন্ পার্থিবোত্তম ! ।
 নিদাঘো নাম যোগজ্ঞ ঋভুশিষ্যোহবসৎ পুরা ॥ ৭ ॥
 দিব্যে বর্ষসহস্রে তু সমতীতেহস্য তৎ পুরম্ ।
 জগাম স ঋভুঃ শিষ্যং নিদাঘমবলোককঃ ॥ ৮ ॥
 স তস্য বৈশ্বদেবান্তে দ্বারালোকনগোচরে ।
 স্থিতস্তেন গৃহীতার্যো নিজবেশ্ম প্রবেশিতঃ ॥ ৯ ॥
 প্রক্ষালিতাজ্জি পাণিঞ্চ কৃতাসনপরিগ্রহম্ ।

নামা পুলস্ত্যর পুত্র তাঁহার শিষ্য হইলেন। ঋভু পরম সঙ্কট
 চিন্তে নিদাঘকে বিবিধ জ্ঞান দান করিলেন।^৪ ভূপতে! নিদাঘ
 যদিও অশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি ঋভু তাঁহাকে
 অদ্বৈতজ্ঞান দান করেন নাই।^৫ ইতিপূর্বে মহর্ষি পুলস্ত্য দেবিকা
 নদীর তীরে বীরনগর নামে একটা নগর সংস্থাপন করিয়াছি-
 লেন। এই নগরটা অতীব মনোহর ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।^৬
 ভূপতে! যোগজ্ঞ ঋভুশিষ্য নিদাঘ উক্ত রমণীয় উপবনে বাস
 করিতে লাগিলেন।^৭ দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে ঋভু,
 শিষ্য নিদাঘকে দেখিবার জন্য সেই নগরে আগমন করিলেন।^৮
 ঋভু অগ্নিগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইবামাত্র নিদাঘ অর্ঘ্য
 প্রদানপূর্বক তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন।^৯ ঋভু, হস্ত পদ

উবাচ স দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভুজ্যতামিতি সাদরম্ ॥ ১০ ॥

ঋতুরুবাচ ।

ভো বিপ্রবর্য্য ! ভোক্তব্যং যদন্নং ভবতো গৃহে * ।

তৎ কথ্যতাং কদম্বেষু ন প্রীতিঃ সততং মম ॥ ১১ ॥

নিদাঘ উবাচ ।

ভক্ত-যাবক-বাট্যানাম্ অপূপানাক্ষ মে গৃহে ।

যদ্রোচতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তৎ ত্বং ভুজ্জ্ব যথেষ্টয়া ॥ ১২ ॥

ঋতুরুবাচ ।

কদম্বানি দ্বিজৈতানি মৃফমন্নং প্রযচ্ছ মে ।

সংযাব-পায়সাদীনি দ্রক্ষ-ফাগিতবন্তি চ ॥ ১৩ ॥

প্রাকালনপূরক আসনপরিগ্রহ করিলে নিদাঘ সমাদরপূরক তাঁহাকে ভোজন করিতে কহিলেন ।^{১০}

ঋতু উত্তর করিলেন । ভো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! তোমার গৃহে আমাকে কিরূপ অন্ন ভোজন করিতে হইবে, বল । কুৎসিত অন্ন ভোজন করিলে আমার তাদ্রশ হৃদি হয় না ।^{১১}

নিদাঘ কহিলেন । ব্রহ্মন্ ! ভক্ত অর্থাৎ ওদন, যাবক অর্থাৎ যববিকার, বাটা অর্থাৎ উদ্যানজাত কন্দ মূল ফলাদি ও পিষ্টক, এতৎ সমুদায়ই আমার গৃহে আছে । ইহার মধ্যে যাহাতে অতিরুচি হয়, স্বেচ্ছাপূরক ভোজন করুন ।^{১২}

ঋতু কহিলেন । দ্বিজ ! এ সমুদায়ই কদম্ব । আমাকে মিত্র অন্ন প্রদান কর । সংযাব অর্থাৎ তন্তুসদৃশ গোধুমবিকার, পায়স, দ্রক্ষ অর্থাৎ তরল দধি ও ফাগিত অর্থাৎ গুড় দ্রব্য বিশেষ (ফেণী) এই সমুদায় দ্রব্য ভোজনে আমার অতিরুচি হইতেছে ।^{১৩}

* যদন্নং ভবতো গৃহে ইতি বা পঠ্যতাম্ ।

নিদাঘ উবাচ ।

হে হে শালিনি ! মদোহে যৎ কিঞ্চিদতিশোভনম্ ।
ভক্ষ্যোপসাধনং হৃৎ * তেনাস্যান্নং প্রসাধয় ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ইত্যুক্তা তেন সা পত্নী মিষ্টমন্নং দ্বিজস্য যৎ ।
প্রসাধিতবতী তদৈ ভৰ্ত্তু বর্চনগৌরবাৎ ॥ ১৫ ॥
তং ভুক্তবন্তমিচ্ছাতো মিষ্টমন্নং মহামুনিম্ ।
নিদাঘঃ প্রাহ ভূপাল ! প্রশয়াবনতস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥

নিদাঘ উবাচ ।

অপি তে পরমা তৃপ্তিরুৎপন্না তুষ্টিরেব চ ।
অপি তে মানসং স্বপ্নাহারেণ ক্লুতং দ্বিজ ! ॥ ১৭ ॥
ক নিবাসো ভবান্ বিপ্র ! ক চ গন্তুং সমুদ্যতঃ ।

নিদাঘ কহিলেন । গৃহিণি ! আমার গৃহে যে কিছু উত্তম
ভোজনোপযুক্ত মিষ্ট দ্রব্য আছে, তদ্বারা ইহার জন্য অন্ন প্রস্তুত
কর ।^{১*}

ব্রাহ্মণ কহিলেন । নিদাঘপত্নী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পতির
অনুরোধে সেই ব্রাহ্মণের ভোজনোপযুক্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করি-
লেন ।^{২*} রাজন্ ! সেই ব্রাহ্মণ ইচ্ছানুসারে মিষ্ট অন্ন ভোজন করি-
তেছেন, এমনত সময় মহামুনি নিদাঘ বিনয়াবনত হইয়া অবস্থান-
পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ।^{৩*}

নিদাঘ কহিলেন । ব্রাহ্মণ ! এই আহার দ্বারা আপনকার তৃপ্তি
ও পরিতোষ হইয়াছে ত ? । এই আহারে আপনকার মন ত সুস্থ
হইয়াছে ? ।^{১*} ব্রাহ্মণ ! আপনকার নিবাস কোথায় ? কোথাই বা

* হৃৎমিত্যত্র মিষ্টমিতি ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

আগম্যতে চ ভবতা যতস্তক দ্বিজোচ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

ঋতুরবাচ ।

কুদ্যস্য তস্য ভুলেহ্মে তৃপ্তির্ত্রাক্ষণ ! জায়তে ।

ন মে কুন্নাভবৎ তৃপ্তিঃ * কস্মান্মাং পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৯ ॥

বহ্নিনা পার্থিবে ধাতৌ ক্ষয়িতে কুৎসমুদ্ভবঃ ।

ভবত্যস্তসি চ ক্ষীণে নৃণাং তৃড়পি জায়তে † ॥ ২০ ॥

কুত্বযৌ দেহধর্মাখ্যে ‡ ন মমৈতে যতো দ্বিজ ! ।

ততঃ কুৎসস্তবাতাবাৎ তৃপ্তিরস্ত্যাব মে সদা ॥ ২১ ॥

মনসঃ স্বস্থতা তুষ্টিশ্চিত্তধর্মাবিমৌ দ্বিজ ! ।

চেতসৌ যস্য তৎ পৃচ্ছ পুমানৈভির্ন যুজ্যতে ॥ ২২ ॥

গমন করিতেছেন ? কোন্ স্থান হইতেই বা আগমন করিলেন ? বলুন ।^{১৮}

ঋতু কহিলেন । দ্বিজ ! যাহার কুধা হয়, অন্ন ভোজন করিলে তাহারই তৃপ্তি হইয়া থাকে । আমার কুধাও হয় নাই, তৃপ্তিও হয় নাই, স্নাতরাং রূপা কেন আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ।^{১৯} বহ্নি দ্বারা পার্থিব পদার্থ ক্ষীণ হইলে ঋধার উৎপত্তি হয় এবং শরীস্র জল ন্যূন হইলে তৃষ্ণার উদ্ভেদ হইয়া থাকে ।^{২০} দ্বিজ ! কুধা ও তৃষ্ণা এই দুইটী দেহের ধর্ম, আমার নহে । অতএব যখন আমার কুধার সম্ভাবনা নাই, তখন তৃপ্তি ত সর্দসাই রহিয়াছে, নতুন তৃপ্তি কি রূপে হইতে পারে ?^{২১} ব্রহ্মানু পরিতোষ ও তৃপ্তি এই দুইটী মনের ধর্ম । অতএব যে মনের পরিতোষ ও তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার নিকটেই ঐ প্রশ্ন কর । ঐ

* ন মে কুদ্যভবৎ তৃপ্তিম্ ত্রি বহবঃ পঠান্তি ।

† নৃণাং তৃষ্ণাভিজায়তে ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

‡ কুত্বযৌ দেহধর্মাখ্যে ইতি বা পাঠঃ ।

* ক নিবাসন্তবেতুক্তং ক গন্তাসি চ যৎ ত্বয়া † ।

কুতশ্চাগম্যতে তত্র ত্রিতয়েহপি নিবোধ মে ॥ ২৩ ॥

পুমান্ সৰ্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ ।

কুতঃ কুত্র কু গন্তাসীত্যেতদপ্যর্থবৎ কথম্ ॥ ২৪ ॥

নাহং গন্তা নচাগন্তা ‡ নৈকদেশনিকেতনঃ ।

ত্বঞ্চান্যে চ ন চ ত্বং ত্বং নান্যে নৈবাহমপাহম্ § ॥ ২৫ ॥

মৃচ্ং ন মৃচ্মপোষা জিজ্ঞাসা মে ক্লতা তব ।

পরিতোষ ও তৃপ্তির সহিত পুরুষের কোন সংশ্রব নাই ।^{১২} আরও তুমি যে জিজ্ঞাসা করিলে “অপনকার নিবাস কোথায় ? কোথায় যাইবেন ? কোথা হইতে আসিতেছেন ?” এই তিন বিষয়ে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{১৩} পুরুষ সৰ্ব্বগত ও আকাশের ন্যায় সৰ্ব্ব-ব্যাপী । অতএব কোথায় নিবাস, কোথা হইতে আসিলেন, কোথায় যাইবেন, এই প্রশ্নত্রয়ের সার্থকতা কি রূপে রক্ষিত হইতে পারে ?^{১৪} আমি কোথাও হইতে আসিতেছি না, কোন স্থানে যাইবও না কারণ কোন এক পরিচ্ছিন্ন প্রদেশে আমি অবস্থান করি না । তুমিও এইরূপ, অন্য সকল মনুষ্যও এইরূপ । লৌকিক তুমি প্রকৃত তুমি নহ, লৌকিক অন্য ব্যক্তি প্রকৃত অন্য ব্যক্তি নহে, লৌকিক আমি প্রকৃত আমি নহি ।^{১৫} ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ! আমি অম্লের মিটামিটতা বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহাতে কেবল তুমি কি বল, অর্থাৎ আশ্রিতত্বাশ্রিত বাক্য অবলম্বনপূর্বক মিট ও অমিটের তুল্যতা সংস্থাপন কর কি না ? ইহা জানিবার নিমিত্তই তাৎপৰ্য্য প্রশ্ন হইয়াছিল । এক্ষণে তদ্বি-

* ন যোগবান্ ম যুক্তোঃত্বুন্নৈব যোগ্যতি চ দ্বিজ ! ইত্যধিকঃ পাঠঃ ।

† ক গন্তাসিতি যৎ ত্বয়া হাক্ত বা পঠ্যতাম ।

‡ সোহহং গন্তা ন বা গন্তা ইতি বা পঠমীয়ম্ ।

§ নান্যোৎনো নাহমপাহম্ ইতি জিন্নগ্রন্থস্য পাঠঃ ।

কিং বক্ষ্যসীতি তত্রাপি শ্রুত্যাং দ্বিজসত্তম ! ॥ ২৬ ॥
 কিমস্বাদ্বথবা হৃদং ভুঞ্জতোহন্নং দ্বিজোত্তম ! ।
 হৃদমেব যদাহৃদং তদৈবোদ্বৈগকারকম্ * ॥ ২৭ ॥
 অহৃদং জায়তে হৃদং হৃদাদুদ্বিজতে জনঃ ।
 আদিমধ্যাবসানেষু কিমন্নং রুচিকারকম্ ॥ ২৮ ॥
 মৃণ্ময়ং হি গৃহং যদহ্মদা লিপ্তং স্থিরং ভবেৎ ।
 পার্থিবোহন্নং তথা দেহঃ পার্থিবৈঃ পরমাণুভিঃ ॥ ২৯ ॥
 যবগোধূমমুদাদি স্নাতং তৈলং পয়ো দধি ।
 গুড়ং ফলাদীনি তথা পার্থিবাঃ পরমাণবঃ ॥ ৩০ ॥
 তদেতদ্ভবতা জ্ঞাত্বা হৃদাহৃদবিচারি যৎ ।

১

যয়ে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।^{২৬} যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহার পক্ষে নিয়ত অস্বাদু বা নিয়ত স্বাদু কি কোন বস্তু আছে ? যে বস্তুকে যে অবস্থায় স্বাদু বলিয়া মনে কর, সেই বস্তুই সেই অবস্থায় (অতিতৃপ্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে) উদ্বৈগকারক ও বিস্বাদু বলিয়া বোধ হয় ।^{২৭} কখন কখন (অতি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে) বিস্বাদু বস্তুও সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয়, কখন কখন সুস্বাদু বস্তুও মৃণাল হইয়া উঠে । অতএব আদি মধ্য অন্ত অর্থাৎ সকল সময়েই রুচিকর কোন অন্ন আছে, বল ।^{২৮} যেমন মৃণ্ময় গৃহ হস্তিকা দ্বারা লিপ্ত ও নির্মিত হইয়া স্থির ও দৃঢ় থাকে, তাহার ন্যায় এই পার্থিব শরীর পার্থিব পরমাণু দ্বারা নির্মিত হইয়া দৃঢ় হইয়াছে ।^{২৯} যব গোধূম মুদা স্নাত তৈল জল দুগ্ধ স্নাত গুড় ফল মূল প্রভৃতি সমুদায়ই পার্থিব পরমাণু সমষ্টি ।^{৩০}

(আমি দেখিতেছি) এক্ষণে তোমার মন সুস্বাদু ও বিস্বাদুর

তন্মনঃসমতালম্বি কার্যং সাম্যং হি মুকুয়ে ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ইত্যাকৰ্ণ্য বচন্তস্য পরমার্থাশ্রিতং নৃপ ! ।

প্রণিপত্য মহাভাগো নিদাঘো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥

নিদাঘ উবাচ ।

প্রসীদ মদ্ধিতার্থায় কথ্যতাং যন্তু মাগতঃ ।

নর্যো মোহন্তবাকৰ্ণ্য বচাংসোতানি মে দ্বিজ ! ॥ ৩৩ ॥

ঋভুরুবাচ ।

ঋভুরস্মি তবাচার্য্যঃ প্রজ্ঞাদানায় তে দ্বিজ ! ।

ইহাগতোহহং যাস্যামি পরমার্থস্তবোদিতঃ ॥ ৩৪ ॥

বিচার করিয়া থাকে । অতএব আমি যাহা বলিলাম, তাহা উত্তম রূপে পর্যালোচনা করিবে এবং যাহাতে মন সমতাবলম্বী হয় অর্থাৎ যাহাতে সুস্বাদু ও বিষাদু বস্তুতে সমান জ্ঞান ও সমান আদর হইয়া উঠে, তদ্বিশয়ে যত্নবান্ হইবে, কারণ (সৰ্ব বস্তুতে) সমতা-জ্ঞানই মুক্তির সাধন ।^{৩১}

ব্রাহ্মণ কহিলেন । রাজন্ ! মহাভাগ নিদাঘ তাঁহার মুখে এই প্রকার পারমার্থিকবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন ।^{৩২}

নিদাঘ কহিতেছেন । ব্রহ্মন্ ! প্রসন্ন হউন, আপনি আমার হিতসাধনের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, আপনি কে ? ব্যক্ত করুন । আপনকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহজাল অপনীত হইয়াছে ।^{৩৩}

ঋভু কহিলেন । বিপ্র ! আমি তোমার আচার্য্য ঋভু । তোমাকে জ্ঞান দান করিবার জন্ম এখানে আসিয়াছি । এক্ষণে তোমার পরমার্থ-জ্ঞান উদিত হইয়াছে, আমি চলিলাম ।^{৩৪} আরো তোমার

এবমেকমিদং বিদ্ধি ন ভেদি সকলং জগৎ ।

বাসুদেবাভিধেয়স্য স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

তথেষ্টোক্ত্বা নিদায়েন প্রণিপাতপুরঃসরম্ ।

পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা ইচ্ছাতঃ প্রযযাব্ভুঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েহংশে

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

নিকট বলিতেছি, এই সমুদায় জগৎ একই, পরস্পর ভিন্ন নহে, কারণ ইহা বাসুদেব-নামক পরমাত্মারই স্বরূপ ।^{৩৫}

ব্রাহ্মণ কহিলেন । অনন্তর নিদাঘ তথাস্ত বলিয়া ভক্তিসহ-কারে প্রণিপাতপূর্বক ঋতুর পূজা করিলেন । ঋতুও বিদায় লইয়া অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিতে প্ররম্ভ হইলেন ।^{৩৬}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ পঞ্চদশ অধ্যায়

সমাপ্ত ।



বিষ্ণুপুরাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

ষোড়শাধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ঋতুৰ্বর্ষসহস্রে তু সমতীতে নরেশ্বর ! ।
নিদাযজ্ঞানদানায় তদেব নগরং যযৌ ॥ ১ ॥
নগরস্য বহিঃ সোহথ নিদাযং দদৃশে মুনিঃ ।
মহাবলপরীবারে পুরং বিশতি পার্শ্বিবে ॥ ২ ॥
দূরে স্থিতং মহাভাগং জনসংমর্দবর্জকম্* ।
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠমায়ান্তমরণ্যাং সমমিৎকুশম্ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন । ভূপতে ! অনন্তর সহস্র বৎসর অতীত হইলে ঋতু, পুনর্বার জ্ঞানদানের নিমিত্ত সেই নগরে নিদাঘের নিকট উপস্থিত হইলেন ।^১ তিনি নগরের বাহিরে স্থলিষ্য নিদাঘকে দেখিতে পাইলেন । সেই সময় সেই স্থলে তত্রত্য রাজা মহতী সেনা ও পরিবারবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া পুরপ্রবেশ করিতে ছিলেন ।^২ মহাভাগ নিদাঘ জন-সংমর্দ-পরিহারের নিমিত্ত দূরে দণ্ডায়মান হইলেন । তিনি অরণ্য হইতে সমিৎ কুশ আহরণ-পূর্বক আগমন করিতে ছিলেন । ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল ।^৩

৭

* জনসম্মার্গবর্জকম্ ইতি অম্যে পঠন্তি ।

দৃষ্ট্বা নিদাঘং স ঋভুরূপগম্যাভিবাদ্য চ ।

উবাচ কস্মাদেকান্তে স্থীয়তে ভবতা দ্বিজ ! ॥ ৪ ॥

নিদাঘ উবাচ ।

ভো বিপ্র! জনসংমর্দো মহানেষ জনেশ্বরে* ।

প্রবিবিক্ষৌ পুরং রম্যং তেনাত্র স্থীয়তে ময়া ॥ ৫ ॥

ঋভুরূবাচ ।

নরাধিপোহত্র কতমঃ কতমশ্চেতরো জনঃ ।

কথাতাং মে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভ্রমভিভ্রো মতো মম ॥ ৬ ॥

নিদাঘ উবাচ ।

যোহয়ং গজেন্দ্রমুন্নতম্ অদ্রিশৃঙ্গসমুচ্ছিতম্ ।

অধিক্রোণো নরৈন্দ্রোহয়ং পরলোকস্তথৈতরঃ ॥ ৭ ॥

ঋভু নিদাঘকে দেখিয়া সমীপবর্তী হইয়া নমস্কারপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজ! কিজন্য এক পাশ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছ? ১*

নিদাঘ কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই রাজা রমণীয় নগরে প্রবেশ করিতেছেন এবং তাহাতে অতিশয় জন-সংমর্দ (ভিড়) হইয়াছে। এই জন-সংমর্দ পরিহারের নিমিত্ত এখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। ২*

ঋভু কহিলেন। ইহার মধ্যে কোন্টী রাজা. অনুচরই বা কে? দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার বোধ হইতেছে, তুমি সমুদায় অবগত আছ, আমার নিকট বল। ৩*

নিদাঘ কহিলেন। ঐ যিনি পরীতশৃঙ্গসদৃশ উচ্চ মন্ত্র মাত্রে আরোহণ করিয়াছেন, তিনিই রাজা, আর আর সকলেই তাঁহার অনুচর। ৪*

* ভো বিপ্র! জনসংমার্গো মহানেষ নরেশ্বরে ইতি বা পঠ্যভ্যাস।

ঋতুরূবাচ ।

এতৌ হি গজরাজানৌ যুগপৎ দর্শিতৌ মম ।

ভবতা ন বিশেষেণ পৃথক্চিহ্নোপলক্ষণৌ ॥ ৮ ॥

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ ! বিশেষো ভবতানয়োঃ ।

জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যহং কোহত্র গজঃ কো বা নরাধিপঃ ? ॥ ৯ ॥

নিদাঘ উবাচ ।

গজো যোহয়মধো ব্রহ্মন্ ! উপর্য্যস্যৈব ভূপতিঃ ।

বাহ্যবাহকসম্বন্ধং কো ন জানাতি বৈ দ্বিজ ! ॥ ১০ ॥

ঋতুরূবাচ ।

জানাম্যহং যথা ব্রহ্মং স্তথা মামববোধয় ।

অধঃশব্দনিগদ্যং কিং * কিঞ্চোক্তমভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

ঋতু কহিলেন । তুমি, হস্তী ও রাজা উভয়কেই এককালে দেখা-
ইলে, কিন্তু কোন্টী রাজা, কোন্টী হস্তী তাহা বিশেষ চিহ্ন দ্বারা
পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করিলে না ।^৮ অতএব মহাভাগ ! এই উভ-
য়ের মধ্যে কোন্টী নরেন্দ্র, কোন্টী গজেন্দ্র, বিশেষ করিয়া বল,
আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে ।^৯

নিদাঘ কহিলেন । ব্রহ্মন্ ! যেটী নীচে রহিয়াছে, ত্রীটী গজেন্দ্র ।
যিনি তাহার উপর আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, তিনিই নরেন্দ্র ।
গজের সহিত মনুষ্যের বাহ্যবাহক সম্বন্ধ কে না অবগত আছে ।^{১০}

ঋতু কহিলেন । ব্রহ্মন্ ! আমি যেভাবে বুঝিতে পারি, আমাকে
সেইরূপ করিয়া বুঝাইয়া দাও । অধঃশব্দের অভিধেয় কি ? উক্ত
শব্দেই বা কি বুঝাইতেছে ? ।^{১১}

ব্রাহ্মণ কহিলেন । ঋতু এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র নিদাঘ

* অধঃশব্দনিগদ্যং কিম্ ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইতু্যুক্তঃ সহসারুহ্য নিদাঘঃ প্রাহ তং ঋভুম্।

ক্রয়তাং কথয়াম্যেব যন্মাং ত্বংপরিপৃচ্ছসি ॥ ১২ ॥

উপর্যাহং যথা রাজা ত্বমধঃ কুঞ্জরো যথা।

অববোধায় তে ব্রহ্মন্! দৃষ্টান্তো দর্শিতো ময়া ॥ ১৩ ॥

ঋভুরুবাচ।

ত্বং রাজেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স্থিতোহহং গজবদ্যদি।

ভদেতৎ ত্বং সমাচক্ষু * কতমন্তুমহং তথা ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইতু্যুক্তঃ সত্ত্বরং তস্য প্রগৃহ্য চরণাবুভৌ †।

সহস্র (লক্ষ্য প্রদর্শনপূর্বক) তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন এবং কহিলেন, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই আমি তাহা বুঝাইয়া দিতেছি, শ্রবণ কর।^{১২} ঐ রাজার ন্যায় আমি তোমার উপরি অবস্থান করিতেছি এবং ঐ হস্তীর ন্যায় তুমি নীচে রহিয়াছ। ব্রহ্মন্! তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম।^{১৩}

ঋভু কহিলেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তুমি রাজার ন্যায় ও আমি গজের ন্যায় যদি হইলাম তাহা হইলে তুমি আমাকে এইটীমাত্র বুঝাইয়া দাও যে, তুমি কে? আমিই বা কে?।^{১৪}

ব্রাহ্মণ কহিলেন। ঋভু এই কথা জিজ্ঞাসা করিবারমাত্র নিদাঘ দ্বরাপূর্বক তাঁহার স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আপনি অবশ্যই আমার আচার্য্য

* তদেতৎ ত্বং সমাচক্ষু ইতি কেচিৎ পঠন্তিঃ।

† চরণাবুভৌ সঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

নিদাঘঃ গ্রাহ ভগবান্‌চার্য্যাস্তৃম্ভুক্তবম্ ॥ ১৫ ॥
 নান্যস্যাঽদ্বৈত-সংস্কার-সংস্কৃতং মানসং তথা ।
 বখাচার্য্যস্য তেন ত্বাং* মন্যে প্রাপ্তমহং গুরুম্ ॥ ১৬ ॥
 ঋতুরুবাচ ।

তবোপদেশ-দানায় পূৰ্ব্বশুশ্রূষণাদৃতঃ ।
 গুরুস্তেহহম্ভুনাং নিদাঘ ! সমুপাগতঃ ॥ ১৭ ॥
 তদেতদুপদিষ্টং তে সংক্ষেপেণ মহামতে ! ।
 পরমার্থসারভূতং যদদ্বৈতমশেষতঃ ॥ ১৮ ॥
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।

এবমুক্ত্বা যযৌ বিদ্বান্‌ নিদাঘং স ঋতুগুরুঃ ।
 নিদাঘোহপ্যুপদেশেন তেনাদ্বৈতপরোহভবৎ ॥ ১৯ ॥
 সৰ্ব্বভুতান্যভেদেন দদৃশে স তদাত্মনঃ ।

ঋতু হইবেন ।^{১৫} আমার আচার্য্য ভিন্ন আর কাহারো মন ঈদৃশ
 অদ্বৈত সংস্কারে সংস্কৃত নহে । অতএব আমার বোধ হইতেছে,
 আমার গুরুকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ।^{১৬}

ঋতু কহিলেন, নিদাঘ ! আমি তোমার গুরু । আমার নাম
 ঋতু । পূর্বে তুমি যে আমার শুশ্রূষা করিয়াছিলে, তাহাতে আমি
 পরম সন্তুষ্ট আছি এবং এক্ষণে পুনর্বার তোমাকে উপদেশ দিবার
 জন্য আসিয়াছি ।^{১৭} মহামতে ! এক্ষণে অশেষ পরমার্থের সার-
 স্বরূপ অদ্বৈত বিষয়ে তোমাকে সংক্ষেপে উপদেশ দিলাম ।^{১৮}

ব্রাহ্মণ কহিলেন । নিদাঘগুরু বিদ্বান্‌ ঋতু এই কথা বলিয়া
 প্রস্থান করিলেন, নিদাঘও সেই উপদেশ দ্বারা অদ্বৈতবাদী হই-
 লেন ।^{১৯} তিনি সৰ্ব্বভুতকেই আপনা হইতে অভিন্নরূপ অব-

যথা ব্রহ্মপরো মুক্তিমবাপ পরমাং দ্বিজঃ ॥ ২০ ॥

তথা ত্বমপি ধর্মজ্ঞ ! তুল্যাগ্নিগুবাস্কবঃ ।

ভব সর্বগতং জানন্ আত্মানমবনীপতে * ! ॥ ২১ ॥

সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ ।

ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২২ ॥

একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ

তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোহন্যৎ ।

সোহহং স চ ত্বং স চ সর্বমেতৎ

আত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্ ॥ ২৩ ॥

পরাশর উবাচ ।

ইতীরিতস্তেন স রাজবর্য্যঃ

লোকন করিতে লাগিলেন । তিনি যেমন ব্রহ্মপরাগণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ পরম মুক্তিও লাভ করিলেন ।^{২০}

রাজন্! আপনি ধর্মজ্ঞ হইতেছেন, আপনিও ঐরূপ আত্মাকে সর্বগত ভাবিয়া শত্রু ও মিত্রকে সমভাবে দেখিবেন।^{২১} যেমন একমাত্র আকাশে ভ্রমক্রমে শুক্ল নীল প্রভৃতি নানা বর্ণ লক্ষিত হয়, তাহার ন্যায়, আত্মা এক হইলেও ভ্রান্তদৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ অনুভূত হইয়া থাকে।^{২২} জগতে বাহ্য কিছু আছে, সমুদায়ই এক বস্তু, এবং অচ্যুতই সেই এক বস্তু । তাঁহা হইতে ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই । আমি সেই অচ্যুত, তুমি সেই অচ্যুত এবং সমুদায় বস্তুও সেই আত্মস্বরূপ অচ্যুত । অতএব ভেদজ্ঞানরূপ মোহ পরিত্যাগ কর।^{২৩}

পরাশর কহিলেন । ব্রাহ্মণ এইরূপ কহিলে সেই রাজেন্দ্রের

* জাহা আত্মানমবনীপতে ! হতি বা পাঠ্যম্ ।

তত্যাঙ্গ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ ।

স চাপি জাতিস্মরণাভ্যবোধঃ

তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ ॥ ২৪ ॥

ইতি ভরতনরেন্দ্রবৃত্তসারম্*

কথয়তি যশ্চ শৃণোতি ভক্তিয়ুক্তঃ ।

স বিমলমতিরেতি নান্নমোহং†

ভবতি চ সংস্মরণেষু ভক্তির্যোগ্যঃ ‡ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়েংশে

ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়োংশঃ সম্পূর্ণঃ ।

পরমার্থজ্ঞান উদিত হইল । তিনি ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন । সেই ব্রাহ্মণও জাতিস্মরণতা হেতু আত্মজ্ঞান উপার্জনপূর্বক সেই জন্মেই মুক্তি লাভ করিলেন ।^{১*}

যে ব্যক্তি ভক্তিয়ুক্ত হইয়া এই ভরত রাজার চরিত পাঠ করিবেন বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার নির্মল জ্ঞান হইবে এবং আত্মজ্ঞান বিষয়ে মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না, এমন কি, যিনি এই ভরতচরিত স্মরণ করেন, তিনিও সকলের ভক্তিভাজন হন ।^{২*}

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশের বাঙ্গালা অনুবাদ সমাপ্ত ।

* ইতি ভরতনরেন্দ্রসারবৃত্তম্ ইতি বা পাঠান্তরম্ ।

† নান্নমোহম্ ইত্যপরে পঠিত্তিঃ ।

‡ সংস্মরণেষু মুক্তির্যোগ্যঃ ইতি কস্যচিৎপুস্তকস্য পাঠঃ ।

বিষ্ণুপুরাণটীকা ।

প্রথমোঃ-

প্রথমোধ্যায়ঃ ।

—॥—॥—॥—॥—

ওঁ নমো গণেশায় ।

শ্রীবিষ্ণুমাধবং বন্দে পরমানন্দবিগ্রহম্ ।

বাচং বিশেষশরং গঙ্গাং পরাশর-মুখান্ যুগীন্ । ১ ।

শ্রীমচ্চিৎ-সুখ-যোগি-মুখ্য-রচিত-ব্যাখ্যাং নিরীক্ষ্য ক্ষুণ্ণং

তন্মার্গেণ সুবোধসংগ্রহবতীমাস্ম-প্রকাশ্যতিথাম্ ।

শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরাণ-সার-বিস্তৃতিং কৰ্ত্তা যতিঃ শ্রীধর-

স্বামী সঙ্গরূ-পাদ-পদ্ম-মধুপঃ সাধু স্বধী-শুক্রে । ২ ।

শ্রীমদ্-বিষ্ণুপুরাণস্য ব্যাখ্যাং স্বপ্নাতিবিস্তরাম্ ।

প্রাচীনালোকা তদ্-ব্যাখ্যা মধ্যমেয়ং বিধীয়তে । ৩ ।

অগ্নিন্ বিবক্ষিতং যুক্তু বস্ত তন্নমনাত্মকম্ ।

মুনির্মন্ত্রোপনিষদা কৃতং বধ্যতি মঙ্গলম্ । ৪ ।

জিতং তং ইতি । তজ্জাংশে প্রথমেহধ্যায়ে ঠৈত্রেয়েণ পরাশরে ।

অবশ্যার্থং পুরাণস্য প্রমা দ্বাবিংশতিঃ কৃতাঃ ॥

ইহ খলু পুরাণানাং ঐশ্বর-নিব্বাসিত-স্বরূপত্বেন বেদমূলত্বেন
ইদানীন্তনানাং ব্যাস-বসিষ্ঠ-পরশরাদীনাং স্মৃতি-রূপত্বেন চ প্রমা-
ণত্বং প্রয়োজনবত্বং চ দূরপুরুষমেব । তদ্-ব্যাখ্যানানাং চ তত্ত্বদর্শনা-

ভাস-নিরাস-তত্ত্বদর্থপ্রকাশকত্ব-পরত্বেন প্রয়োজনবদ্ধম্ পুরাণত্বাবিশে-
ষেহপি উপাখ্যান-লঘুত্বেন জগজ্জীবাত্ম-পরমাত্মনামৈকাত্মা-প্রতিপা-
দনাভ্যাস-বশাদত্ৰৈব পুরাণে যুয়ুক্ষুগাং প্রবৃত্তি-রুচিততমেত্যেত-
দেব ব্যাখ্যায়তে । তত্র চ সর্গ-প্রতিসর্গ-বংশ-মম্বন্তর-বংশান্তচরি-
তানাং তদপবাদেন যুক্তেশ্চ প্রতিপাদনম্ । সদাচার-ভূগোল-তর-
তোপাখ্যানাদি-নিরূপণস্য সাক্ষাৎ-পরম্পরয়া বা যুক্তাবেবোপযোগো
দ্রষ্টব্যঃ । পুণ্ডরীকাক্ষেতি । হৃদয়াখ্যং পুণ্ডরীকং অম্মুতে ব্যাখ্যো-
তীতি তথা । যদ্বা পুণ্ডরীকে ইব অক্ষিণী যস্যেতি । অত্র স্বেতত্বমবি-
বক্ষিতং, লোহিতত্বেনৈব নয়নোৎকর্ষাৎ । শিবারাধনার্থং পুণ্ডরীকী-
কৃতমক্ষি যেনেতি বা, “পুণ্ডরীকং পরং ধাম অক্ষমব্যয়মুচ্যতে” ইত্যাদি
শ্লোকোক্তব্যাৎপত্ত্যা বা পুণ্ডরীকাক্ষেতি সম্বোধনমিতি বা । তে ইতি
সম্বন্ধে ষষ্ঠী । তব জিতং জয়োহুস্তিত্যর্থঃ । যদ্বা, তে ত্বয়া জিতং,
সর্বোৎকর্ষেণ স্থিতম্ভূতি । এতেন নমস্কার আক্ষিপ্তঃ । বিশ্বভাবন !
বিশ্বোৎপাদক ! হৃষীকান্গিঞ্জিয়ানামীশ ! তৎপ্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-হেতু-
ত্বাৎ, “প্রাণস্য প্রাণয়ুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো
বিদুঃ” ইতি শ্রুতেঃ । মহাপুরুষেতি জীবব্যবচ্ছেদায় । মহত্বং চ “দ্বা
সুপর্ণা সযুজা সখায়া” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । নিত্যযুক্তস্বভাবত্বাচ্চ । পুরি
শরীরে শয়নাত্ম পুরুষত্বম্ । বিশ্বোৎপাদকত্বে হেতুঃ । পূর্বজৈতি স্মৃষ্টেঃ
পূর্বমেব স্বতঃ প্রাদুভূতত্বেনানন্যথাসিদ্ধত্বেন বান্যেযাং তদধীনত্বাৎ ।
নন্বেকস্মাদেব নমস্কারান্মদলসিদ্ধৌ কৃতং বহুভি নমস্কারৈরিরিতি চেন্ন ।
অস্য শাস্ত্রাস্যাতিশ্রেয়ঃসাধনত্বেন বহুবিশ্বসংভাবনয়া মঙ্গলবাহু-
ল্যস্যাবশ্যকত্বাৎ । অথবা পুণ্ডরীকাক্ষেত্যাদি পঞ্চবিশেষণৈঃ “ভূতাত্মা
চৈঞ্জিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্ । আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ
পঞ্চধা স্থিতঃ ইতি পঞ্চমাংশোক্তঃ ।” পঞ্চাত্মা হিরিরীতিতঃ ইতি ।
তত্র পুণ্ডরীকাক্ষেতি ভূতাত্মা, বিশ্বভাবনেতি প্রধানাত্মা, হৃষীকেশেতি
ইঞ্জিয়াত্মা, মহাপুরুষেতি পরমাত্মা, পূর্বজৈত্যায়াতিহিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রোতৃপ্রবৃত্ত্যজং সম্বন্ধং প্রয়োজনং চ প্রতিপাদয়িতুমাহ,
সদক্ষরমিতি । মোহিতপ্রসিদ্ধো বিষ্ণুরূপনশীলো দেশকালস্বরূ-
পতো বাবচ্ছেদাতাবাৎ । বিশতের্বা বিষ্ণুঃ প্রবেশনশীলঃ “তৎ স্মৃষ্ট ।

তদেবানুপ্রাণিশদ" ইতি শ্রুতেঃ । মতি-ভূতি-যুক্তিদোহস্তু মতিভূত্যা
তত্ত্বজ্ঞানোদ্রেকেন যুক্তিদঃ । যদ্বা অধিকারিভেদাৎ । মতিম্ উক্তমাং
বুদ্ধিং, ভূতিম্ ঐশ্বর্য্যং, যুক্তিঞ্চ দদাতীতি তথা । বিষ্ণুপদস্য প্রবেশন-
শীলার্থত্বে মূর্ত্ত্ত্বং প্রাপ্তং নিরাকরোতি । ব্রহ্মেতি পূর্ণমিত্যর্থঃ । তদপি
কুত ইত্যত আহ, সৎ সৰ্ব্বানুসূতম্ । ইদং সদিদং সদিতি সৰ্ব্বত্র
প্রতীয়মানত্বাৎ, অনষ্টমিতি যাবৎ । অক্ষরমিতি বিকারং নিরা-
করোতি, পুমান্ কূটস্থঃ কুতস্তুহি মত্যা দিপ্রদত্বমত আহ, ঐশ্বর্য্যঃ
কৰ্ত্ত্বুমকৰ্ত্ত্বুমন্যাধা কৰ্ত্ত্বুং সমর্থঃ । তদপি কুত ইত্যত আহ গুণেতি
গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি তেবায়ুৰ্ম্ময়ঃ ক্ষোভজনিতাঃ সৃষ্টিস্থিতিকালঃ
কালঃ সংহারঃ তেষাং সংলয়ঃ সংশ্লেষোহধ্যাসো যস্মিন্ স তথা
সৰ্ব্বাধিষ্ঠানত্বেনৈশ্বরত্বমব্যাহতমিত্যর্থঃ । ননু প্রধানাদেব সৃষ্ট্যাদি ইতি
চেদত আহ, প্রধানবুদ্ধাদীনাং জগৎপ্রপঞ্চানাং স্রুঃ সবিতা প্রধান-
স্যানাদিতয়া কথং তজ্জনকত্বমিতি চেন্ন । প্রলয়ে তস্যাক্ষিণ্ডকরত্বেন
শক্ত্যৰ্পণদ্বারা জননোপচারাৎ । যদ্বা প্রধান দ্বারা যুক্ত্যাদিসূরি-
ত্যর্থঃ । যদ্বা যো বিষ্ণুর্বেদান্তিনাং সদক্ষরং ব্রহ্ম, পাতঞ্জলানাং
কেশকৰ্ম্মবিপাকাশয়েরপরাযুক্ত ঐশ্বর্য্যঃ । সাংখ্যানাং পুমান্ পুরুষঃ ।
তদুক্তং কাপিলৈঃ “ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ পুরুষ” ইতি । স মতিভূতি-
যুক্তিদোহস্তিত্যান্বয়ঃ । শেষং সমানম্ ॥ ২ ॥ অথ পরাশরো যুনিঃ
গুরাদিতক্তিং পুরুষার্থমাধনং দর্শয়ন্ মৈত্রেয়ং নিমিত্তীকৃত্য
বিষ্ণুতত্ত্বপ্রতিপাদকং বিষ্ণুপুরাণমারভতে । প্রণম্যোতি প্রশংসেন
ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়ো দ্যোত্যাতে । বিবেচনাং ব্রহ্মাদিসত্ত্বপর্য্যস্তা-
নামীশং প্রবৃদ্ধিনিবৃত্তিকারণম্ । প্রকৃতশাক্তে সম্প্রদায়প্রবর্ত্ত-
কান্ প্রণমতি, ব্রহ্মাদীনিহি । ব্রহ্ম-ঋতু-দক্ষ-পুরুকুৎস-সারস্বত-
প্রভৃতীন্ । গুরুং কপিলং সারস্বতং বা । পুরাণং সৰ্গ-প্রতিসৰ্গ-বংশ-
মন্ত্রস্তর-বংশানুচরিতমিতি পঞ্চাঙ্গম্ । তত্র যথাযথং প্রথমেহংশে সৰ্গ-
প্রতিসৰ্গৌ । দ্বিতীয়ে প্রসঙ্গাভ্যাসতং ভূগোল-জ্যোতিষশাস্ত্রম্ । তৃতীয়ে
মন্ত্রস্তরম্ । চতুৰ্থে বংশঃ । পঞ্চমে বংশানুচরিতম্ । ষষ্ঠে বৈরাগ্যোপ-
যোগি প্রলয়াদিকমভিধায় আত্মান্তিকপ্রলয়রূপমোক্ষঃ কথ্যতে ।
স্তুতি, বেদেন সংমিতং তুল্যমিতি ॥ ৩ ॥ ইতিহাসেত্যত্র শিষ্য-

অগ্নি এব পুরাণপ্রবৃত্তিহেতুরিতি ভাবঃ । ইতিহেতাব্যয়ম্
 পারম্পর্য্যোপদেশাভিধায়ি, তস্যাসনম্ আসঃ অবস্থানমেতেদ্বিতি ।
 ইতিহাসাঃ পুরাণস্থানি “ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসম্বিতম্ ।
 পূর্ব্বব্রহ্মকথামুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ” ইতি স্মৃতেঃ । বেদবে-
 দাঙ্গপারগং বেদস্য তদঙ্গানাং শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দো-
 জ্যোতিষাঞ্চ পারগম্ । ধর্ম্মশাস্ত্রং স্মৃতিঃ ; আদিশিক্ষা ন্যায়-মীমাং-
 সাদি-সংগ্রহার্থঃ । ধর্ম্মশাস্ত্রার্থেতি বা পাঠঃ । বসিষ্ঠতনয়ঃ শক্তিঃ,
 তস্যাস্বজং পুত্রম্ ১৪ । পরাশরমিতি স্মৃতিস্বয়ং পরোক্ষনির্দেশো
 লোকোক্ত্যা দেহীদাবনহঙ্কারদ্যোতনার্থঃ । প্রণিপতা দণ্ডবৎ প্রণম্য
 পাদগ্রহণাদিবিধিনা অভিবাদ্য চ ॥ ৫ ॥ * বুভুধসিতমর্থং প্রক্টুং তৎ-
 কৃতমনুগ্রহমনুবদতি ত্বত্ত্ব ইতি দ্বাভ্যাম্ । ত্বস্তো বেদাধ্যয়নমধীতং
 কৃতমিত্যর্থঃ । ওদনপাকং পচতীতিবৎ । অন্যে বিদ্বাংসো মাং
 সর্কশাস্ত্রেষু অকৃতশ্রমং ন বক্ষ্যন্তি অপি তু বিদ্বিষোহপি কৃতা-
 ভ্যাসমেব বক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ । ৬ । ৭ । পূর্ব্বং যথা জগদ্ বভূব, পুনশ্চ
 যথা ভবিষ্যতীতি জগতো জন্মপ্রকারপ্রশ্নঃ । ৮ । যস্যমিত্যু-
 পাদানপ্রশ্নঃ । যতশ্চেতি নিমিত্তপ্রশ্নঃ । লীনমামীদৃ যত্রেতি লয়াধার-
 প্রশ্নঃ । ৯ । প্রমাণমিয়ন্তাপ্রকাশকং বা । ‘যৎপ্রমাণানি মহাভূ-
 তানি যৎপ্রকাশ্যানি চেত্যর্থঃ । দেবাদীনাং চ সম্ভবমিত্যানুসঙ্গ-
 প্রশ্নঃ ১০ । কল্পান্ ব্রহ্মায়ুঃপরিমিতান্ মহাকল্পান্ ; কল্পবিকল্পান্
 ব্রহ্মাহংসংজ্ঞান্ । বিভাগানিতি পাঠেইপি স এবার্থঃ । চতুষ্টয়ং গৈরাবর্ত্ত-
 মানৈর্বিকল্পিতান্ বিভক্তান্ ১১ । বাসিষ্ঠঃ শক্তিঃ । তস্য নন্দন স্তুত
 হে পরাশর ! ১৪ । প্রসাদপ্রবণং প্রসাদাভিযুগং যেন প্রসাদপ্রবণেন
 চিন্তেন জাতাং ত্বৎপ্রসাদাদহমেতৎ সর্কং জানীয়াম্ । ১৫ । বসিষ্ঠস্তব

• পরাশরমিতি । পরাসৌহৃদকল্পস্য বশিষ্ঠস্য অপরোহহিংসমং মরণান্নিহন্তির্গম্মাৎ
 তম্ । পরা মঞ্চ পুর্নস্য অধাতে রূপম্ । পুবা হি পুত্রশোকাকুলিতো বশিষ্ঠো মর্ত্ত্যুদ্যাতঃ
 পরাসৌহৃদং বর্জ্যুৎ বেদদ্বীপরম্ভং অম্বা মরণান্নিহন্ত ইতি । মৈত্রেয়ো মিত্রায়ু নাম্নো মুনঃ
 পুত্রঃ । অভিবাদ্য সবেদ্যম সব্যঃ স্পৃষ্টব্যো দক্ষিণেম চ দক্ষিণ ইত্যুক্তবিধিনা মমকৃত্য
 প্রণিহত, দণ্ডবৎ প্রণম্য ইতি ব্রহ্মগর্ভেণ ব্যাখ্যাতম্ ॥ • ॥

কদা কিম্বাচেতাপেক্ষায়াং তদুজ্জেক্ষপোদ্ধাতকথাগাহ, বিশ্বামিত্র-
প্রযুক্তেনেত্যাদিনা* । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । যশস্তপসোর্নানশকজ্ঞাদেব
স্বর্গাপবর্গয়োর্ব্যাসেধস্য প্রতিবন্ধস্য কারণং ক্রোধঃ । হে তাত ! তদ্বশে
মা ভব । ২৩ । স্ত্রীজ্ঞাকারিণাং শত্রুপক্ষীয়া অপি অনুকূলা ভবন্তি ইতি
দর্শয়িমাং । সম্প্রাপ্তশ্চেত্যাদিনা । ২৬ । যদ্ যস্মাৎ অস্য স্ত্রো-
রীক্যাৎ ক্ষমা আশ্রিতা তস্মাৎ । ২৭ । প্রব্রুন্তে চ নিব্রুন্তে চ কর্মণি
অন্তমলা অজ্ঞানবিপর্যয়-শূন্যা মতির্ভবিষ্যতি । তে চ কর্মণী স্মৃতি-
প্রসিক্তে । “ইহবায়ুত্র কাম্যাং চ প্রব্রুন্তমভিধীয়তে । গৈরাগ্যজ্ঞান-
পূর্ব্বস্ত নিব্রুন্তমুপদিশ্যতে” ইতি । ৩১ । যথায়থং যথার্থম্ । ৩৪ ।
শ্রোতুঃ স্মৃথপ্রতিপত্তয়ে সংক্ষেপতস্তাবৎ সর্বপ্রশ্নোত্তরতয়া পুরাণার্থ-
মাহ বিক্ষোণিতি য্লোকেন । সকাশাৎ কাশঃ প্রকাশঃ ঐক্ষণমিতি
যাবৎ । তৎসহিতাদ্ বিক্ষোজর্গদুদ্ভূতম্ । “স ঐক্ষত লোকান্
উৎসৃজাং” ইতি “সোইক্ষাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি প্রতি-
সিদ্ধিমিচ্ছাদিশদ্যাপরপর্য্যায়ং যদীক্ষণমালোচনাত্মকং তেন প্রকা-
রেণ জগদুদ্ভূতম্ । অনেন যথা বভূবেত্যস্যা জন্ম প্রকারপ্রশ্নসম্যো-
ত্তরং তত্রৈব স্থিতম্ । প্রলয়কাল ইতি লয়াধারপ্রশ্নসম্যোত্তরম্ । চ
শব্দাৎ জগতঃ স্থিতিরপি তত্রৈবেতু্যুক্তম্ । অস্যা জগতঃ স্থিতিসং-
যময়োরসাবেব কর্ত্তা । জন্মনোইপ্যাপলক্ষণম্ । অনেন যতশ্চৈতচ্চরা-
চরাত্মকম্ । জগদিত্যস্য নিমিস্তপ্রশ্নসম্যোত্তরম্ । জগচ্চ স ইতু্যপা-
দানপ্রশ্নসম্যোত্তরম্ । উপাদানকারণরূপজ্ঞাৎ কার্য্যস্য । অনেনৈব বিক্ষো-
জর্গদুপাদানরূপ-কর্ত্তৃত্বাদি-কথনেন বিক্ষোরেবোদ্ভবিষ্যতি তত্রৈব স্থাস্য-
তীত্যাди সর্বপ্রশ্নসম্যোত্তরমর্থাদ্ দ্রষ্টব্যম্ । অত্র চ যথা জগদ্ বভূব, যথাচ
পুনর্ভবিষ্যতি, যন্ময়ং চ জগৎ, যতশ্চ, যত্র পূর্ব্বং লীনম্, পুনশ্চ যত্র লয়-

* মৈত্রেয়প্রশ্নমোদনেনোপোদ্ধাতসঙ্গত্যা পুরাবৃত্তবাহ, সাধু শোভনং পুণাতনং
চিরন্তনং বৃত্তং স্মারিতোৎস্মি । ১৬ । রক্ষসঃ দ্বিজশাপজনিত-রক্ষোভাবেন রাজ্য
কল্মাসপাদেন তক্ষিত স্বাতো ময়। ১৭ । ইত্যর্থঃ । ততঃ শ্রবণাৎ । ১৭ । রক্ষসাং
বিনাশায় সত্ৰং বহুকালসাধনং যাগমহং সমারক্ষবান্ । অসং ব্যর্থং মনুষ্যং কোপং বাগপ
ত্যজ । যতস্তে পিতৃস্বখা বিহিতং কর্ম । ২০ । তদেব স্পষ্টয়তি মুঢ়া মামিতি । ত্যাগে
হেতুস্তবমাহ । সক্তিভ্যোতি, । ২১ ।

মেঘাতি । যৎপ্রমাণানি ভূতানি দেবাদীনাং চ সংভবমিত্যষ্টপ্রমস্যা-
স্তরং প্রথমাংশে । সমুদ্রপৰ্জতানাঞ্চ সংস্থানং, ভুবঃ সংস্থানং, সূর্যা-
দীনাঞ্চ সংস্থানং, তেষাং পরিমাণং চেতি চতুঃপ্রমোস্তরং দ্বিতীয়াংশে ।
“দেবাদীনাং তথা বংশান্ মন্বন্ মন্বন্তরাণি চ । বেদশাখাপ্রণয়নং যথা-
বদ্ বাসকৰ্ত্তৃকম্ । ধৰ্ম্মাংশ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং তথা চাপ্রমবাসিনাম্ ।”
ইতি ষট্‌প্রমোস্তরং তৃতীয়াংশে । দেবর্ষিপাৰ্ধিবানাঞ্চ চরিতমিতি
প্রমস্যোস্তরং তদ্বংশবিস্তারোক্তিপূৰ্ণকং চতুৰ্থাংশে । তত্র চ যদু-
বংশে ভূভারহরণার্থমবতীৰ্ণস্য হরেশ্চরিতং বিস্তরেণ পঞ্চমাংশে ।
কম্পান্ কম্পবিকম্পাংশ্চ কম্পান্তস্য স্বরূপং চেতি প্রমত্ৰয়স্য প্রথ-
মাংশেন সঙ্ক্ষেপেণ দন্তোস্তরস্য যুগধৰ্ম্মাংশ্চ কৃৎনশ ইত্যম্য চোস্তরং
ষষ্ঠাংশে ইতি বিবেকঃ । ৩৫ ।

ইতি শ্রীবিষ্ণু পুরাণটীকায়াং প্রথমাংশে

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

—*—

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

—><—

অষ্টেতৎ-পুরাণ-প্রতিপাদ্যং বিষ্ণোঃ স্বরূপং পরাপররূপেণ প্রণ-
মন্ বিস্তরেণ পুরাণার্থং বক্তুমাহ, অবিকারায়ৈতি নবভিঃ শ্লোকেঃ ।
তত্র তাবৎপূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে পুরাণার্থং সংক্ষেপশ্লোকেন জগদুপাদান-
কৰ্ত্তৃত্বাদ্যুক্ত্যা প্রাপ্তং বিকারাদিপ্রসঙ্গং বারয়ন্ প্রণমতি । লোকে ই-

ক্রিয়াশ্রয়ত্বাৎ কর্ত্তা, বিকারী দৃষ্টঃ । রাগাদিমাংশ্চানিত্যশ্চ সাহ-
স্কারশ্চ । এতদ্ব্যবর্ত্তয়তি । অবিকারায়ৈতি চতুর্ভিঃ পদৈঃ । উপাদান-
কারণমপি মূৎস্ববর্ণাদি ঘটকটকাদিনানাপরিণামরনেকরূপং দৃষ্টং,
তদ্ব্যবর্ত্তয়তি একরূপমেব রূপং যস্য তস্মৈ মদেতি সৰ্ব্বত্রান্বয়ঃ ।
তত্র হেতুঃ । সৰ্ব্বজিষবে অচিষ্টৈশ্চাৰ্গ্যেণ সৰ্বান কর্ত্তৃকারণাদীন
জেতুং অতিশয়িতুং শীলং যস্য তস্মৈ এবম্ভূতায় বিষ্ণবে নম ইত্যুক্ত-
রেণান্বয়ঃ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মাদিত্রিশৃতিরূপেণ প্রণমতি, হিরণ্যগৰ্ভাদিরূপায়,
তৈঃ রূপৈঃ স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণে বায়ুদেবায় নমঃ । তদেবং সংসার-
প্রবর্ত্তকত্বমুক্ত্বা তন্নিবর্ত্তকত্বেন প্রণমতি । তারায় ভক্তানাং তারকায়
চ ॥ ২ ॥ কিঞ্চ একমনেকং স্বরূপং যস্য স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চাত্মা স্বরূপং যস্য ।
বিরুদ্ধস্বরূপদ্বয়ং কথমিত্যত্রাহ । অব্যক্তব্যক্তরূপায় অব্যক্তং কারণং,
ব্যক্তং কার্য্যং তদুভয়রূপায় । অতোব্যক্তরূপত্বাৎ একরূপায় চ ।
ব্যক্তরূপত্বাদনেকরূপায় স্থূলাত্মনে চেত্যর্থঃ । এবং সৰ্ব্বাত্মত্বেনোপা-
সকানাং যুক্তিহেতবে নমঃ ॥ ৩ ॥ কার্য্যাকারণদ্বয় অভিনয়ন্ প্রণমতি,
সর্গেতি । জগতঃ স্বর্গাদীনাং যো মূলভূতঃ জগন্ময়শ্চ অতো বিষ্ণবে
সৰ্বব্যাপিনে, তথা পরমাত্মনে কার্য্যাকারণাত্যাং পরম উৎকৃষ্ট
আত্মা স্বরূপং যস্য তৎসম্প্রহিতায়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ আধারভূতমিত্যা-
দীনাং প্রণম্য কথয়ামীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ । অণীয়াসামপি অণীয়াংসম্
অতিসূক্ষ্মতমং সম্ভূতেষু নিয়ন্তৃদ্বেন স্থিতম্ । ভূতান্তঃস্থত্বেহপ্যচ্যুতং
তৈরপরিচ্ছিন্নম্ । ৫ । অর্থস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ দ্রষ্টৃজীবপ্রান্তিজ্ঞানেন
স্থিতং প্রতীতম্ । ৬ । বিষ্ণুং গ্রসিষ্ণুমিতানেন কালরূপেণ প্রণামঃ ।
অতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণে ইত্যানেনাপোনরুক্তম্, অতএব নমস্যাস্বরূপ-
ভেদদ্যোতনার্থং প্রণম্যৈতস্যাবুত্তিঃ । অক্ষরমচলম্ । ৭। ৮। পিতামহেন
দক্ষাদিত্যঃ প্রোক্তং ত্বয়া কথং কথ্যতে । তত্রাহ, তৈশ্চোক্তমিতি । ৯ ।
অব্যক্তাদিস্বরূপাং পরমাত্মনো জগৎস্থত্যাং বক্তুং ততঃ প্রাচীনং
তৎস্বরূপমাহ । পর ইতি চতুর্ভিঃ “ইন্দ্ৰিয়েভাঃ পরা হার্থ্যহার্ঘ্যেভ্যশ্চ
পরং মন” ইত্যাদি ঋতিস্মৃতিভ্যঃ পরত্বেন প্রতিপাদিতানামিন্দ্ৰিয়া-
দীনাং পরঃ প্রাক্তনঃ, অতএব পরম উৎকৃষ্টঃ পরমাত্মা আত্মসংস্থিতঃ
অনন্যাধারঃ । রূপবর্ণাদিভিঃ যো নির্দেশঃ তদেব বিশেষণং তেন বিব-

জিতঃ । রূপং শুক্রাদি, বর্ণো ব্রাহ্মণাদিঃ । আদিশব্দজ্ঞাতিক্রিয়ে ।
 শুক্রঃ ব্রাহ্মণঃ, গোঃ পাচক ইত্যাদিনির্দেশেন বিশেষ্যমশব্যঃ । যদ্বা
 রূপাদিনির্দেশবিবৰ্জিতঃ । রূপাদ্যতাবাৎ । অতএব বিশেষণৈ-
 রপি বিবৰ্জিত ইত্যর্থঃ । ১০ । সদ্ভাববিকারবৰ্জিতশ্চেত্যাং, অপ-
 ক্ষয়েতি । ননু চ “অসম্ভব স ভবতি অসঙ্কুক্ষেতি বেদ চেৎ । অস্তি
 ব্রক্ষেতি চেদেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ” ইতি । অস্তীত্যেবোপলক্ষ্য
 ইত্যাদিশ্রুতেরন্তুত্বং তাবদঙ্গীকর্তব্যম্ । তথাচ দ্বিতীয়ো ভাববিকারঃ
 প্রাপ্ত ইত্যশঙ্ক্যাহ, শকাতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি । সৰ্বদা অস্তিত্বং
 চ ন ভাববিকারঃ । কিন্তু জন্মান্তরাস্তিত্বমেব । কাদাচিত্বেকত্বাৎ ।
 অতো নায়ং দোষ ইত্যর্থঃ । ১১ । পরমাত্মৈব চ সাত্ততত্ত্ববিম্বিত্বা-
 সুদেব ইত্যুচ্যত ইত্যাং । সৰ্বত্রোতি, সৰ্বত্রাসৌ বসতি, সমস্তধা-
 শ্মিন্ বসতি ইতি, বৈ প্রসিদ্ধৌ, ততঃ স বাম্মদেব ইতি বিদ্বদ্ভিরুচ্যতে
 ইত্যর্থঃ । বসনাৎ বাসনাচ্চ বাসুঃ, দ্যোতনাদ্ দেবঃ । বাম্মশ্চাসৌ
 দেবশ্চেতি বাম্মদেবঃ । “বাসনাদ্ দ্যোতনাট্টেব বাম্মদেবং ততো বিদুঃ”
 ইতি মোক্ষধৰ্ম্মেষু নিরুক্তেঃ । ১২ । স এবৌপনিষদেব্রক্ষেত্বাচ্যত-
 ইত্যাং । তদ্ব্যক্ষেতি । যঃ পরমাত্মা রূপবর্ণাদিরাহিত্যেন জন্মাদি-
 রাহিত্যেন চ লক্ষিতঃ স এব বাম্মদেব ইতি ব্রক্ষেতি চোচ্যতে । ন
 বস্তুস্তরং লক্ষণভেদাতাবাদিত্যাশয়েন তদেব লক্ষণমনুবদতি । পরমং
 নিত্যমিত্যাदि । হেয়মবিদ্যা তৎকার্যঞ্চ তদভাবান্নিৰ্ম্মলম্ । তদুক্তং
 ভাগবতে “বদন্তি তৎ তদ্বিদন্তস্তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্ । ব্রক্ষেতি পরমা-
 ত্মোতি ভগবানিতি শব্দতঃ ” ॥ ১৩ । তদেবং শুদ্ধং ব্রহ্মস্বরূপং নিরূপ্য
 ইদানীং তসৈস্যেব স্বমায়াবিকৃতব্যক্তাদিচতুরূপস্য সৰ্বপ্রপঞ্চোপাদান-
 নিমিস্ততামাহ । তদেবেতি । তদেব ব্রহ্ম এতৎ সৰ্বং ব্রহ্ম প্রপঞ্চজা-
 তম্ । কথন্তু তম্ । ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ, ব্যক্তং মহাদাদি, অব্যক্তং প্রধানং
 তৎস্বরূপবৎ । তেন রূপেণ স্থিতং সৎ । তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ
 চ স্থিতং সৎ । ১৪ । চতুরূপোদ্ভবপ্রকারমাহ । পরমোতি । “সু-
 ঐক্ষত মোহকাময়ত” ইত্যাদিশ্রুত্যাতেক্ষণাদিকৰ্ত্ত্ব । পুরুষঃ পরমা ব্রহ্মণঃ
 প্রপঞ্চরূপম্ । তথাচ পুরাণান্তরে বক্ষ্যতে । “তসৈস্যেব যোহনুগুণভুগু-
 বহুধৈক্য এব প্রজ্ঞোপ্যশুদ্ধ ইব যুক্তিবিভাগভেদৈঃ । জ্ঞানাম্বিতঃ

সকলসদ্বিবৃত্তিকর্তা তস্মৈ নমোহস্ত পুরুষায় সদা ব্যায় " ইতি ।
 তসৈব শুদ্ধস্য ব্রহ্মণো যোহনু সমন্বস্তরঃ পুরুষ ইতি হি তস্যার্থঃ ।
 তথাচ নারদীয় তন্ত্রে । “বিষ্ণোস্ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ ।
 প্রথমং মহতঃ স্রষ্টা দ্বিতীয়স্তু গুণসংস্থিতম্ । তৃতীয়ং সৰ্বভূতস্থং
 তানি জ্ঞান্বা বিমুচ্যতে” ইতি । ভাগবতে চ, “কালব্রহ্মা তু মায়ায়াং
 গুণময়ামধোক্জঃ পুরুষণোহ্ভূতেন বীৰ্য্যমাধস্ত বীৰ্য্যবান্ । ততোহ-
 ভবন্ মহন্তত্বম্” ইত্যাদি । বাক্তাব্যাক্তে তথৈবান্যে রূপে পুরুষেষ্কণীয়-
 মব্যাক্তং ততো জাতং ব্যাক্তং চেতি হে অন্যে বিলক্ষণে রূপে । জড়ত্বাৎ
 কালস্তথাপরং রূপং সৰ্বেষাং ক্ষোভকত্বাদস্তে নির্দেশঃ । ১৪ । পরস্য
 ব্রহ্মণো রূপাণীভুক্তা । প্রাপ্তং তেষামুপাদেয়ত্বং বারয়মাহ । প্রধা-
 নেতি । সূর্যো যৎ পশ্যন্তি তদেব বিষ্ণোঃ পরমং রূপমিত্যর্থঃ । ১৫ ।
 তহি প্রধানাদিরূপৈঃ কিং কার্যমত আহ । প্রধানেতি । প্রধা-
 নাদিরূপাণি তু জগতঃ স্থিতিসর্গনাশানাং ব্যক্তিসম্ভাবহেতবঃ ।
 ব্যক্তিরভিব্যক্তিঃ প্রকাশঃ, সম্ভাব উৎপত্তিঃ তত্র হেতবঃ কারণানি ।
 কথং প্রবিভাগশঃ । “চতুর্কিতাগঃ সংস্রষ্টৌ চতুর্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ ।
 প্রলয়ং চ করোত্যস্তে চতুর্ভেদৌ জনার্দনঃ ॥ ব্রহ্মা দক্ষাদয়ঃ কাল-
 স্তথৈবাখিলজন্তবঃ । বিষ্ণুর্ন্বাদয়ঃ কালঃ” ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণবিভাগ-
 প্রকারেণ । ১৬ । নন্যেবং চতুরূপো ভূত্বা বিষ্ণুঃ সর্গাদৌ কিমর্থং প্রব-
 র্ত্ততে তত্রাহ । ব্যাক্তং বিষ্ণুরিতি বিষ্ণুর্যাক্তাদিরূপো ভবতীতি যৎ তৎ
 ক্রীড়তো বালকস্য চেষ্টামিব জানীতি । তদুক্তং “লোকবত্তু লীলা-
 কৈবল্যম্” ইতি । ১৭ । অথেনাদানীং তদেব রূপচতুষ্টিয়ং প্রপঞ্চয়িষ্যন্
 প্রথমং প্রধানং প্রপঞ্চয়তি অব্যক্তমিতি পঞ্চতিঃ । যদব্যাক্তং তদ-
 বিসম্বৃত্তমৈঃ কারণং প্রধানং প্রকৃতিগিতি চ প্রোচ্যতে । নিত্যং
 সর্গৈকরূপং ব্রহ্মাদিহীনমিত্যর্থঃ । সদসদাত্মকং কার্যাকারণশক্তি-
 যুক্তম্ ॥ ১৮ ॥ অক্ষয়ম্ অবিনাশি । পাঠান্তরে ক্ষয়ানহং নান্যাধারং
 অনন্যাশ্রয়ম্, মূলকারণত্বাৎ ৬ নান্যাধারমিতি বক্তব্যে অনাশঙ্কে
 যথৈবিতক্যলোপাবার্যো । অমেয়ং ইয়ন্তাশূন্যং, ধ্রুবং নিশ্চলম্ ॥ ১৯ ॥
 গুণত্রয়সাম্যরূপম্ অনাদি জন্মশূন্যং প্রধানং প্রভবাণ্যম্ । প্রভব-
 স্তীতি প্রভবাঃ কার্যাণি অপিয়ন্তি লীয়ন্তেহস্মিন্ ইতি অপ্যয়ং কার্যাণাং

লয়স্থানমিত্যর্থঃ । অগ্রে স্বক্টেঃ পূৰ্ব্বম্ অতীতপ্রলয়ানন্তরম্ । সৰ্গমেব
 কাযাজাতং তেন ব্যাপ্তম্ অন্তর্নিহিতমাসীদিত্যর্থঃ । “তম আসীৎ ত-
 মস্যা গৃঢ়মগ্রে প্রকেতম্” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২০ ॥ অত্রার্থে বিদ্বৎসম্মতি-
 মাহ । বেদবাদাঃ সিদ্ধার্থপর্যগি বাক্যানি তদ্বিদঃ । নিয়তাস্তদর্থনিষ্ঠাঃ
 ব্রহ্মবাদিনঃ বেদে প্রবচনশীলাঃ এতমেবার্থমুদ্दिश्य श्रुत्यर्थसूचन-
 परं प्रधानप्रतिपादकं नाहरित्यादि श्लोकं पठन्ति ॥ ২১ ॥ তদা
 নাহো ন রাত্রিরাসীৎ সূর্যাদ্যভাবাৎ রাত্রেরভাবান্ন তমঃ অহোভাবা-
 য় জ্যোতিঃ । নচানাৎ কিঞ্চিদভূৎ শব্দাদ্যভাবাৎ শ্রোত্রাদিজন্য-
 জ্ঞানেনানুপলভ্যং প্রাধানিকং প্রধানমেব প্রাধানিকং ব্রহ্ম চ পুমাং-
 শ্চেতি ত্রয়মেব তদা প্রলয়ে আসীৎ । তথাচ শ্রুতিঃ “নাসদাসী-
 য়ো সদাসীৎ তদানীম্” ইত্যাদি ॥ ২২ ॥ কালস্বরূপং বিবরণোতি । বিষ্ণো-
 রিতিচতুর্ভিঃ । পরতো নিকৃপাধেঃ বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ তে প্রাপ্তভূতৈ
 প্রধানং পুরুষশ্চেতি হে রূপে অন্যে বিলক্ষণে মাযাকূতে । তেহন্যে
 ইত্যর্থঃ সন্ধিঃ । ২তস্য বিষ্ণোরিবান্যেন রূপেণ তে হে রূপে ধূতে
 সর্গকালে সংযোজিতে বিযুক্তে চ প্রলয়কালে । যদ্বা বিযুক্তে যথা
 তিষ্ঠতস্তথা প্রলয়কালে ধূতে স্থাপিতে তয়োঃবিযোগে প্রলয়াভাব-
 প্রসঙ্গাৎ । তদেতৎ কালসংজ্ঞং রূপান্তরম্ । ২৩ ॥ কালস্বরূপেণ
 প্রকৃতিপুরুষয়োঃস্বিয়োজনং প্রতিসঞ্চরসমাখ্যায়োপপাদয়তি । প্রকৃ-
 ত্যিতি । অতীতগ্রহণং সৰ্গপ্রলয়োপলক্ষণার্থং অতীতপ্রলয়ে
 যদু যস্মাৎ প্রকৃতো সংস্থিতং লীনং বিশ্বমাসীৎ । তস্মাদ্ বিশ্বস্য
 প্রকৃতো সঞ্চরণাৎ প্রাকৃতোহয়ং মহাপ্রলয় উচ্যতে । এতচ্চ প্রকৃতি-
 পুরুষয়োঃবিযোগেন ঘটত ইতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ কালশ্চ প্রলয়ে অস্তীতি
 বক্ত ৭ তস্যানাদিনিধনম্ভবাহ । অনাদিরিতি । অত্র কার্য্যানাথা-
 নুপপাত্তং প্রমাণয়তি অব্যুছিন্না ইতি । ততঃ কারণাদুদেতে সর্গস্থিত্য-
 ন্তসংস্রাঃ । সর্গঃ স্থিতিশ্চ তদন্তে সংযমশ্চ অব্যুছিন্নাঃ প্রবাহরূপে-
 নাবিরতাঃ ॥ ২৫ ॥ ততঃ কারণাৎ তন্মিন্ প্রলয়ে শুণ্যমায়ো প্রধানে
 পুরুষে চ পূর্ণক্ বিযুক্ততয়া ব্যবস্থিতে সতি । তথৈব তয়োঃসংস্রাৎ
 খালাখ্যং কপং বর্ততে । অন্যথা প্রলয়ানির্ঝাহাদিতি ভাবঃ । নাহো
 নরাত্রিরিত্যত্র সূর্যাদিগত্বাপলক্ষিতঃ স্থূলঃ কালো নাস্তীত্যুক্তম্ ।

অত্র তু যাবৎ প্রলয়ঃ প্রকৃতিপুরুষবিয়োগধারকো বিযোঃ স্বরূপভূতঃ
 কালো বর্ততে ইত্যুচ্যতে ইত্যবিরোধঃ । অনেনৈব প্রলয়ে প্রকৃত্যাবি-
 যুক্তস্তৃষ্ণীং লীন ইব তিষ্ঠন্ সৰ্গকালে চ প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্ফটাদিকৰ্ত্তা
 পুরুষ, ইতি পুরুষস্বরূপমপি দ্বিততং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৬ ॥ ইদানীং
 ব্যক্তস্বরূপং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ পরমেশ্বরাৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ ক্ষোভপ্রকার-
 মাহ । তত ইতি পঞ্চাভিঃ । ততঃ সৰ্গকালে সম্প্রাপ্তে পরমেশ্বরো
 হরিঃ স্বেচ্ছয়া প্রধানং পুরুষঞ্চ প্রবিশ্য ক্ষোভয়ামাসেতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ।
 কথং ভূতো হরিঃ, তত্রাহ । তদব্রক্ষেত্যাদি । অব্যক্তাদিবৎ । রূপ-
 বিলক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥ কথন্তুভূতো প্রধানপুরুষো ব্যাঘাৰ্য্যো পরিণাম্যপরিণা-
 মিনো, উপাদাননিমিত্তভূতাবিতি যাবৎ । প্রলয়কালে বিযুক্ত-
 তয়াগ্নিনি তৃষ্ণীং স্থিতৌ স্বাংশভূতো প্রধানপুরুষৌ স্বকালশক্ত্যো-
 দ্বুবুদ্ধয়েচ্ছাশক্ত্যা সংযোজ্য স্ফটান্মুখৌ চকারেত্যর্থঃ । ২৮ । প্রবিশ্য
 ক্ষোভয়ামাসেত্যুক্ত্বা প্রাপ্তং সক্রিয়ত্বং বারয়তি । যথেন্দি । সন্নিধি-
 মাত্রেণ গন্ধো মনসঃ ক্ষোভায় জায়তে । নতুপকৰ্ত্তৃত্বাৎ তদনুকূল-
 ক্রিয়াকারিত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ ননু প্রধানাদীনামপি স্বরূপাব্যতিরেকাৎ
 ক্ষোভাস্যানাস্য তৎকার্য্যস্য চাভাবাৎ কথং ক্ষোভকত্বং তত্রাহ । স
 এবেন্দি স্বাভাৎ সংকোচঃ সাম্যং বিকাশো গুণক্ষোভঃ তাভ্যাং পল-
 ক্ষিতঃ । প্রধানদেহপি স এব স্থিতঃ । তদবস্থাভয়োপেতং প্রধান-
 মপি বিষ্ণুরেবেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ বিকারাণুস্বরূপৈর্মহাত্মতমহাদাদিকরূপৈ-
 ব স্বরূপাদিভির্জীবতেদৈরপ্যপলক্ষিতঃ । ব্যক্তস্বরূপশ্চ সমস্তি-
 দেহাত্মকশ্চ বিষ্ণুরেবেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ইদানীং মহাদাদিক্রমেণ ব্যক্তা-
 খ্যপ্রপঞ্চস্বষ্টিমাহ । গুণসাম্যাদিত্যাদি । বাঁজং বাহ্যদলৈরিবেতা-
 শ্চেন । ততঃ ক্ষোভানন্তরম্ । তস্মাদ্ গুণসাম্যাৎ । ক্ষেত্রজেন পুরুষেণা-
 দ্বিষ্টিতাৎ গুণানাং ব্যঞ্জনং মহন্তত্বম্ । ব্যজ্যতেহনেনেতি ব্যঞ্জনং
 তস্য সমুত্তিঃ উদ্ভবোহভূৎ ॥ ৩২ ॥ অত্র চ যথা মৃদেব পিণ্ডাদ্যবাস্তর-
 কার্য্যাবস্থামাপাদ্যমানা ঘটাদেকরূপাদানং দণ্ডাদিকন্তু নিমিত্তমাত্রম্ ।
 ঘটাদাবনুগমাৎ বিনাপি দণ্ডমনাশিত্বাৎ তথৈবেশ্বরাধিষ্ঠিতং
 প্রধানমেব মহাদাদ্যবাস্তরকার্য্যাপ্যাদানতয়া ব্যাপ্তবৎ চরমকার্য্যস্য-
 প্যাদানমিতি দর্শয়িতুং পূৰ্ণকার্য্যেণোত্তরোত্তরকার্য্যস্য ব্যাপ্তিমাহ ।

প্রধানতত্ত্বমিত্যাদিনা । উদ্ভূতং মহাস্তং কর্মভূতং শুদ্ধপাদানভূতং
 প্রধানতত্ত্বং কর্তৃত্বতং সমারণোৎ ব্যাপ্নোৎ । এতদেব বিব্রণোতি ।
 সাত্ত্বিক ইতি সমমন্থানানতিরেকং যথা ভবতোব্যং ত্বেচা বীজং
 যথা আরতং তথা সাত্ত্বিকাদি-ত্রিধোদ্ভূতো বহান্ প্রধানতত্ত্বেন
 সমস্তাদারত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ । তৈজসো রাজসঃ ।
 ভূতাদিশ্রুতমস ইতি স্বয়মেব ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩৪ ॥ স চ ভূতানামিশ্রি-
 য়াণাঞ্চ হেতুঃ । দেবানামপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৩৫ ॥ তামসাহঙ্কারকার্য্যং প্রপ-
 ক্ষয়তি ভূতাদিরিতি নবতিঃ । বিকুরাণঃ ক্ষুভ্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ অভ-
 বৎ । সাদ্রয়ো দ্বীপাঃ সমুদ্রোচ অভবামিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ অশুস্যাস্তঃস্থিতি-
 যুক্তা তদ্বাহ্যস্থিতিমাহ । বারীতি । ততঃ কটাহরূপপৃথিব্যাবরণানন্তরং
 তদ্বাহঃ প্রত্যেকং বারিবহ্লাদিভির্দশগুণযুক্তরৈরধিকৈরানুতম্ । পৃথি-
 ব্যাবরণং কোটিযোজনপ্রমাণাদশগুণং তোয়াবরণং, ততো দশগুণং
 বহ্ল্যাবরণমিত্যেবং দশগুণোত্তরাণি পৃথিব্যাদ্যাবরণানি সপ্ত । প্রকৃত্যা-
 বরণং স্তম্ভমমপরিমিতম্ । “মহাদিভিঃচাবরণৈরকৃতির্কহিরানুতম্” ইতি
 শুকোক্তেঃ । অতএব প্রকৃতিং পৃথক্কৃত্য প্রাকৃতিৈঃ সপ্ততিরিত্যুক্তম্ ॥
 ৫৪।৫৫ ॥ তদেবং ব্রহ্মাণ্ডং সৃষ্টা তস্মিন্ লীলয়া প্রবিষ্টয়া পরমেশ্বরস্য
 গুণাবতারৈরবাস্তরসৃষ্টাদিলীলামাহ । জুষ্মিতি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ ।
 বিস্কৌ বিবিধচরাচরাভিস্কৌ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥ যাবৎ কল্পেবিকল্পনা
 ব্রহ্মদিনাবসানং যাবৎ । সত্ত্বভুক্ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৭ ॥ তমোদ্রেকী-
 ত্যর্থঃ সন্ধিঃ । তমউদ্রেকবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ পরমেশ্বরঃ শেতে
 ব্রহ্মাদ্যবতারমূলস্বরূপেণ ॥ ৫৯ ॥ ব্রহ্মাদিরূপাণি চ তদ্ব্যতিরিক্তানি
 ন ভবন্তীত্যাহ । সৃষ্টিস্থিতিসম্বন্ধকরণাদিতি । করণামিতি পাঠে সৃষ্ট্যা-
 দিকরণং নিমিত্তং যস্যাঃ সা তাং যাতীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥ স্রষ্টৃসৃজ্যাদি-
 ভেদশ্চ ন তাত্ত্বিক ইত্যাহ । স্রষ্টেতি । বিষ্ণুরৈব স্রষ্টা আত্মানমেব
 স্রজতি । পাল্যাশ্চ পালকশ্চ উপসংহার্যাশ্চ সংহর্ত্তা চ স্বয়মেব ॥ ৬১ ॥
 কৃত ইত্যাহ । পৃথিবীতি । যদ্ যন্মাং পৃথিব্যাপ ইত্যাদি সর্বং জগৎ
 পুরুষাখ্যং হি পুরুষসংজ্ঞমেব । “পুরুষ এবদং সর্বম্” ইতি শ্রুতেঃ ॥
 ৬২ ॥ নমু কথং স এব সর্গাদিকর্ত্তেত্যাচ্যতে পিত্রাদীনাং কর্ত্তৃপালকা-
 দীনাং প্রতীয়মানত্বাৎ তত্রাহ । স এবেতি । যতঃ স হরিরেব সর্বভূতা-

নামীশঃ প্রবর্তকো বিশ্বরূপশ্চ ততো হেতো ভূতস্থং পিতৃপুত্রাদিষু
স্থিতং সর্গাদিকং অস্ম্য হরেরেবোপকারকম্ । তৎ প্রযুক্তৈস্তদ্বিত্বভূতেরেব
বিস্তারাৎ যথা স্বাধ্বিগ্ভিঃ ক্রুতং যজমানসৈস্যোপকারকং তৎ প্রযুক্তৈ-
স্তদ্বিত্বভূতেরেব বিস্তারাৎ তদ্বদিত্যর্থঃ । ৬৪ ॥ উক্তং শ্রষ্টৃনৃজ্যা-
দৈদ্যাক্ষুপসংহরন্ বিবক্ষিতমর্থমাহ । স এবোতি । অস্তি চেতি
চকারাদদ্যতে চ । ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিঃ সর্গাদিককর্তা অশেষমূর্তিঃ সৃষ্ট্যাদি-
রূপঃ । অতো বিষুরেব বসিষ্ঠঃ মহন্তমঃ শ্রেষ্ঠঃ পরমার্থ ইতি যাবৎ ।
বরদশ্চ বরেণ্যো বরগৌরঃ, পরমানন্দরূপত্বাৎ । ৬৫ ॥

ইতি ত্রিবিষয়পুরাণটীকায়াম্ প্রথমাংশে

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।



তদেবং ব্রহ্মণঃ সৃষ্টাদিককর্তৃভূক্তং তত্র শঙ্কতে । নিগূণ-
স্যোতি । সত্ত্বাদিশুণরহিতস্য । অগ্রমেয়স্য দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নস্য,
শুদ্ধস্য অদেহস্য সহকারশূন্যস্যোতি বা, অমলাত্মনঃ পুণ্যপা-
সংস্কারশূন্যস্য রাগাদিশূন্যস্যোতি বা । এবংভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং
সর্গাদিককর্তৃত্বমিষ্যতে । এতদ্বিলক্ষণসম্যক লোকে ঘটাদিস্থ কৰ্ত্তৃ-
ত্বাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ । ১ ॥ পরিহরতি । শক্তয় ইতি সাক্ষেন । লোকে
হি সর্কেষাং ভাবানাং মণিমস্তাদীনাম্ শক্তয়ঃ । অচিন্ত্যজ্ঞানগো-
চরাঃ । অচিন্ত্যং তর্কাসহং যদ্ জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্ৰমাণকং
তস্য গোচরাঃ সন্তি । যদ্বা । অচিন্ত্য্য ভিন্নাভিন্নাদিবিশ্লৈপশ্চিস্ত-
য়িতুমর্শক্যাঃ । কেবলমর্থ্যপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি । যত এবম্ অতো
ব্রহ্মণোহপি তাস্তথাবিধাঃ সর্গাদ্যাঃ সর্গাদিহেতভূতাঃ ভাবশক্তয়ঃ

স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব । পাবকস্য দাহকত্বাদি শক্তিৰূপঃ ।
 অতো গুণাদিহীনম্যাপ্যচিস্ত্যশক্তিগত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং যত
 ইত্যর্থঃ । শ্রুতিশ্চ “ন তস্য কাৰ্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে ন তৎসমঃ চাত্য-
 দিকশ্চ ব্রূষাতে । পরাস্য শক্তিস্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-
 বলক্রিয়াঃ চ ॥ স্যাস্তু অকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনস্তু মহেশ্বরম্ ” ইত্যাদি ।
 যদ্বা এবং যোজনা, সৰ্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকসৌক্ষ্যতাশক্তিবদচিস্ত্য-
 জ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব । ব্রহ্মণঃ পুনশ্চাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপা-
 দতিমাঃ শক্তয়ঃ । “পরাস্য শক্তিস্বিবিধৈব শ্রুয়তে” ইত্যাদি শ্রুতেঃ ।
 অতো গণিমজ্জাদিভিরয়োক্ষ্যবৎ ন কেনচিদ্ বিহন্তুং শক্যতে । অতএব
 তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্যম্ । তথাচ শ্রুতিঃ “স বা অয়মাগ্না সৰ্ব্বস্য বশী
 সৰ্ব্বমোশানঃ সৰ্ব্বস্যাপিপতিঃ ইত্যাদি । তপতাং শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্
 যা কাপি তপঃশক্তিঃ স্বয়ংবেদ্যেতি হৃচয়তি । যত এবম্ অতো ব্রহ্মণো
 হেতোঃ সর্গাদ্যা ভগন্তি নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিত্যর্থঃ । ২ ॥ তদেবং ব্রহ্মণঃ
 সর্গাদিকর্তৃত্বপাদ্য অস্তুতং ব্রাহ্মণং সৰ্গমন্তুর্ভূত্বমাহ । তন্নিবো-
 ধেতি ॥ ৩ ॥ ননু নারায়ণাখ্য এব চেদ্ ব্রহ্মা কথং তর্হি “হিরণ্যগৰ্ভঃ
 সমবর্ত্ততায়ে” ইত্যাদি শ্রুতিভিস্তস্যোৎপত্তিরূচাতে । তত্রাহ উৎপন্ন
 ইতি । উপচারতঃ স্বেচ্ছয়াবির্ভাবম্যাপ্যুৎপত্তিসাধুশাং ॥ ৪ ॥
 উপচারিকমেব তস্যায়ুর্মানমাহ । নিজে ন স্বকীয়েন বক্ষ্যমাণেন বর্ষশতং
 তস্যায়ুঃ স্মৃতম্ । তদায়ুঃ পরাখ্যং সর্বাতিশায়িত্বাং ॥ ৫ ॥ তেন কালেন
 তস্য ব্রহ্মণঃ অন্যেষাং চ পরিমাণস্য জীবনকালস্যোৎপাদনং সম্পা-
 দনং নিবোধ । পাঠান্তরে পরিণামস্য অবসানস্য উপপাদনমিত্যর্থঃ ।
 অচরাশ্চ যে তেষামপীতি শেষঃ ॥ ৬ ॥ তদেব নিমেষাদিক্রমেণ নিরূপয়তি
 কার্ত্তেত্যাদিনা । অক্ষিপক্ষানিক্ষেপোপলক্ষিতঃ কালো নিমেষঃ ।
 পঞ্চদশ নিমেষাঃ একা কার্ত্তেত্কা ত্রিংশৎ কাষ্ঠা একা কলা ।
 ত্রিংশৎ কলাঃ একা ঘটিকা । তে দ্বৈমৌহূর্ত্তিকৌ বিধিঃ, যুতুর্ভ-
 নানপ্রকারঃ । ৭ ॥ তাবৎসংখ্যেঃ ত্রিংশৎসম্ব্যাকৈরুতুর্ভূতৈস্তাবন্তি
 ত্রিংশদহোরাত্রাণীতি লৌকিকঃ সাধনো মাস উক্তঃ । পক্ষদ্বয়াক
 ইতি চান্দ্রো মাসঃ । “দশবিধং মাসয়ুগন্তি চান্দ্রম্” ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৮ ॥
 মৌরৈর্মাসৈরয়নপ্রকারমাহ । তৈরিতি । তচ্ছব্দেন চান্দ্ররূপবিপ্র-

কর্ষাৎ সৌরা মাসা লক্ষ্যন্তে । সূর্য্যস্য মেঘাদ্যৈককরাশির্যোগঃ সৌ-
রোমাসঃ । তৈঃ ষড়্ভিরয়নম্ । দ্বৈয়নে ইত্যর্ষঃ সন্ধিঃ । অতঃপরং
দিব্যমানমাহ । অয়নমিত্যাদিনা । দক্ষিণময়নং দেবানাং রাত্রিঃ, উক্তর-
ময়নং দিনম্ । এবম্ভূতৈঃ ষট্শতরাত্রিংশতাহোরাত্রৈর্দেবানাং বর্ষমিতি
দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৯ ॥ তৈর্ ঋষৈশ্চতুর্যুগমানমাহ । দিব্যৈরিতি । দিব্যৈর্ষা-
দশভির্ঋষসহস্রৈশ্চতুর্যুগমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥ যথা ক্রমং কৃত যুগে চত্বারি
সহস্রাণি, ত্রেতায়াং ত্রীণি, দ্বাপরে দ্বৈ সহস্রে, কলাবেকসহস্রমিতি ।
১১ ॥ তৎপ্রমাণৈস্তেষাং সহস্রাণাং ষড়্প্রমাণং চত্বারি ত্রীণি দ্বৈ
চৈকমিত্যুক্তম্ । তৎপ্রমাণৈস্তৎসংখ্যৈঃ শতৈঃ পরিমিতা যুগস্য পূর্ব্ব-
ভোগিনী সঙ্কোচ্যতে । তাবানেব যুগানন্তরবারী সঙ্ক্যাংশঃ । এতচ্চ
যুগধর্ম্মব্যবস্থায়ামুক্তম্ । তথাচ শুকঃ ‘সঙ্ক্যাংশয়োরন্তরেণ যঃ কালঃ
শতসঙ্খ্যকঃ তমেবাহুর্যুগং তজ্জ্ঞা যত্র ধর্ম্মো বিধীয়তে’ ইতি । ১২ ॥
তদেবং যুগাণাং দশসহস্রাণি বর্ষাণি তৎপূর্ব্বোত্তরভাবিনাঞ্চ সঙ্ক্যা-
সঙ্ক্যাংশকানাং শতৈর্দেহসহস্রে । এবং দ্বাদশভির্ঋষসহস্রৈশ্চতুর্যুগ-
মিতি সিদ্ধম্ । ১৪ । মন্বন্তরমানং বক্তুমাহ । ব্রহ্মণ ইতি । ১৬ ॥
তৎস্থনব এব যুগাঃ । এককালে হি সৃজ্যন্তে । অধিকারিণঃ ক্রিয়ন্তে,
সংক্রিয়ন্তে নিরধিকারাঃ ক্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ সাধিকেত্যত্র শ্লোকাঃ,
“দ্বিচত্বারিংশতা যুক্তশতেনাত্যধিকাস্থথা । দিব্যাক্ষাঃ পঞ্চসাহস্রা
মাসা দশ দিনাষ্টকম্ চতুর্য়ামা যুক্তৌ দ্বাবষ্টাবপি কলাস্তুথা ।
কাষ্ঠাঃ সপ্তদশ দ্বৌ চ নিমেষৌ তদনন্তরম্ । দেবটৈম্যকনিমেষস্য সপ্তমো
ভাগ ইষ্যতে । মানুষাকান্ত লক্ষাণি সাক্ষাষ্টাদশ তৎপরম্ । সহস্র-
মষ্টাবিংশত্যা যুতা চাক্চতুঃশতী । চতুর্বিংশতাহোরাত্রযুতা
মাসাশ্চ ষট্ তথা । নাড্যো দ্বাদশ তাবত্যাঃ কালান্ত তদনন্তরম্ । পঞ্চ-
বিংশতিকাক্ষাশ্চ নিমেষা দংশ সাধিকাঃ” ইতি চতুর্যুগসহস্রপ্রমাণস্য
ব্রহ্মদিনস্য চতুর্দশখণ্ড বিভাগে প্রতিভাগমেকসপ্ততিশ্চতুর্যুগানি
ভবন্তি । অবশিষ্যতে চতুর্যুগষট্কাস্তরস্য চতুর্দশাংশো যথা-
গণিতঃ প্রতিমন্বন্তরমেকসপ্ততিশ্চতুর্যুগমিত্যর্থঃ । সুরাদীনাং চ । সপ্ত-
ষয়ঃ সুরাঃ শত্রু ইতি পূর্ব্বোক্তানাম্ মন্বন্তরাধিকারিণাম্ ॥ ১৭ ॥
তমেব মন্বন্তরকালং দিব্যাক্ষৈর্গণয়তি ॥ অষ্টাবিতি ॥ ১৮ ॥ তমেব মানুষা-

তৈর্গণয়তি । ত্রিংশৎ কোটা ইতি দ্বাভ্যাম্ । নিযুতানি লক্ষাণি, পুরো-
ক্ষমধিকম্ কালং বিনা । ১৯ ॥ ব্রাহ্মেয়া নৈমিস্তিকঃ ব্রহ্মনিদ্রানিমিত্তঃ
প্রতিসম্ভবঃ প্রলয়ঃ । ২০ ॥ ভূভুবাদিকমিত্যৰ্থঃ সন্ধিঃ ॥ ২১ ॥ ভোগী
শেষঃ স এব শয়াং তদাতঃ সন্ শেতে । ত্রৈলোক্যজ্ঞানবৃংহিত ইতি পাঠে
ত্রৈলোক্যজ্ঞানময়ৈর্জীবৈরুপবৃংহিতঃ । ত্রৈলোক্যগ্রামবৃংহিত ইতি
পাঠে প্রপঞ্চগ্রামেন সমৃদ্ধ-ব্রহ্মানন্দ ইত্যর্থঃ । ২২ ॥ জনৈশ্চিস্ত্য-
মানঃ । মহলৈকস্থানামপি তদা তত্রৈব গতত্বাৎ । তৎপ্রমাণং ব্রহ্মা-
হঃপরিমিতাং তাং সাত্ত্বিং নৈরন্তর্য্যেণ শেতে । ২৩ ॥ এবংত্বিতি ॥ এবং
ভূতৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকপ্পনয়া বসম্ ॥ ২৪ ॥ মহাকপে
ইতি অবাস্তরকপ্প এব পুষ্করপ্রাদূর্তাবাদিগুণৈর্মহদ্ধামহাকপ্প
ইত্যাচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণু পুরাণটীকায়াং প্রথমাংশে

২ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পুরোপক্ষিপ্তমেব ব্রাহ্মসর্গং প্রসঙ্গান্তরিতং শ্রোতুকামো মৈত্রেয়ঃ
পৃচ্ছতি । ব্রহ্মেতি ॥ ১ । ২ ॥ প্রতিজাতং প্রজাসর্গং নিরূপয়িষ্যম্
প্রথমং তদাধারভূতায় ভূমেরূদ্ধারং বক্তুমাহ । অতীতকপেভ্যা-
দিনা । নিশায়াং সুপ্তং প্রস্থাপঃ, তন্মাদুখিতঃ । অতএব তদা মন্ত্ৰো-
দ্ভিতঃ । দৃশ্যতে হি নিদ্রাবসানে প্রবুদ্ধানাম্ প্রসন্নকরণত্বলক্ষণঃ
সদ্ব্যভিশয়ঃ । ৩ ॥ সর্কসম্ভবঃ বিশ্বশ্রুতঃ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মণো নারায়ণসংজ্ঞাং
বুৎপাদয়তি । ইমং চেতি । ব্রহ্মস্বরূপিণং নারায়ণং প্রতি ব্রহ্ম-
স্বরূপো নারায়ণ এবৈত্যস্মিন্নর্থঃ ॥ ৫ ॥ “নরভীতি নরঃ প্রোক্তঃ পর-

সাক্ষা সনাতনঃ” ইতি বচনাৎ । নরঃ পুরুষোত্তমস্তস্মাজ্জাতা নারীঃ ।
 তদুক্তম্ । “তাস্ববাৎসীং স্বস্টাঙ্গম্ সহস্রপরিবৎসরান্ । তেন নারায়ণো
 নাম যদাপি পুরুষোদ্ভবাঃ” ইতি ॥ ৬ ॥ ততঃ কিমত আহ । তোয়ান্ত-
 রিতি পাদোদঘাভ্যাম্ । তোয়স্যোপরি পুষ্করপৰ্ণং দৃষ্ট্বা তদধিষ্ঠানাত্ম-
 মানাৎ তোয়স্যাস্তস্মদ্বীং জ্ঞাত্বা তদুচ্চারং কর্তুমিচ্ছন্ নারায়ণোহন্যাং
 তনুং তদুচ্চারযোগ্যামকরোদিতাস্বয়ঃ । ৭ । পুরা যথা মৎস্যাকুর্মাদি-
 কাং তনুং কণ্পাদিষু তন্ত্ৰং কার্যার্থমকরোৎ তদ্বৎ । তথা চ শ্রুতিঃ ॥
 “সোহিপশ্যৎ পুষ্করপৰ্ণে তিষ্ঠন্ সোহমন্যত অস্তি চৈতৎ যস্মিন্নিদমধি-
 তিষ্ঠতি” ইতি । “স চ বারাহং রূপং কৃৎবা উপনামজ্জাতং, স পৃথিবীমপ
 আচ্ছদ্” ইত্যাদি । তদা চ বারাহং বপুরাস্থিতঃ সন্ তোয়ং প্রবিবেশ
 ইত্যুক্তিরেণাস্বয়ঃ । ৮ । বেদযজ্ঞময়রূপমাস্থিতঃ যতোহশেষজগতঃ
 স্থিতৌ স্থিতঃ বেদযজ্ঞাধীনত্বাজ্জগৎস্থিতঃ । ৯ । ১০ । তদা বসুন্ধরা
 তদধিষ্ঠাত্রী দেবী তৎ তুষ্টিব । ১১ । অস্মাৎ পাতালতলান্ মাযুক্তর
 অস্তৌ হেতোরহমুখিতা উৎপন্না উক্তা উদগতা বা । ১২ । উপাদান-
 কারণমপি মম চ গগনাদীনাং চ স্বমেবেত্যাহ স্বম্ময়েতি স্ব-
 ম্ময়ী । ১৩ । উপাদাননিমিত্তত্বাদিকং সাধয়ন্তী পরব্রহ্মস্বরূপেণ
 পূৰ্ণোক্তপুরুষাদি-চতুরূপেণ প্রণমতি নমস্ত ইতি । ১৪ । ব্রহ্মাদি-
 রূপেণ সৃষ্টাদিকৰ্ত্তা চ স্বমেবেত্যাহ স্বম্মিতি । পাতা পালকঃ । ১৫ ।
 শেষে শয়নং করোষি । ১৬ । দিবৌকসোহপি । ১৭ । যুযুজ্ঞা-
 মপি তদেব ভজনীয়মিত্যাহ স্বম্মিতি পরং ব্রহ্মমূৰ্ত্তিং স্বামেবারাধ্য
 যুক্তিং প্রাপ্তাঃ । ১৮ । মনসা গ্রাহ্যং সংকল্প্যাম্ । বুদ্ধ্যা চ যৎ পরি-
 ক্ষেদ্যমধ্যবসাম্ । ১৯ । মম তু ত্বদীয়ত্বং লোকপ্রসিদ্ধমেবেত্যাহ তন্ম-
 য়েতি । ত্বৎসমাশ্রয়া ত্বৎশরণা ইত্যেতৈহে তুভিস্তত আরভ্য মাময়ং
 লোকো মাধবীং ত্বদীয়ামভিধন্তে । ২০ । ২১ । পরাপরং কারণং কার্যঞ্চ ।
 উচ্চনীচং বা । তদাস্মন্ ! তদ্রূপ যজ্ঞপতে ! যজ্ঞকলদ ! বষট্কারঃ
 বষট্ ইতি মন্ত্রঃ তদ্বাচ্যো বা । ২২ । যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞমূৰ্ত্তিৰ্যজ্ঞা-
 রাধ্যো বা । তাসা অশ্বিনাদ্যাঃ । অন্যানি নক্ষত্রাণি , বিপরীতং বা ।
 উভয়থাপি প্রয়োগদর্শনাৎ । ২৩ । মূৰ্ত্তমসর্গগতং ত্রবাৎ কঠিনং
 বা । অগ্নশ্যম্ অগ্নেত্যাক্ষম্ । ভূয়ো ভূয় ইত্যাদিরার্থম্ । ২৪ । সামস্বর এব

পরিণ্যস্য স ইদানীং বরাহং রূপমব্রূত্যা পরিবর্ষরং তজ্জাত্যব্রূত্যা
জগজ্জ বানদৎ । ২৫ । সমুৎক্ষিপ্য উকৃত্য । ক্ষুটে বিকসিতে পদ্মে
ইব লোচনে যস্য সঃ । উৎপলপত্রসন্নিভঃ স্নিগ্ধশ্যামঃ । ২৬ ।
নিফল্যুৰানপি তান্ মুনীন্ প্রাকর্ষণেণ কালয়ামাস অতিনির্মলানকরোৎ ।
পাঠান্তরেইপ্যেবমেবার্থঃ । ২৭ । বরাহস্য খুরায়েণ বিকতে বিদীর্ঘে
রসাতলে সতি, তেন দ্বারেণাধস্তাৎ তোয়ানি প্রয়াস্তি । কথং, রুতশব্দ-
সম্ভূতি সনির্বোধঃ যথা ভবতি তথা, সমুদ্রাস্তপাঠে কৃত্য শব্দসম্ভূতি-
র্যস্মিন্ রসাতলে তস্মিন্নধঃ প্রয়াস্তীত্যর্থঃ । স্বামানিলেন অন্তাঃ ক্ষিপ্তাঃ ।
জনে জনলোকে । ২৮ । বিবৃহ্য (ইতি পাঠে) বিশেষেণ গৃহীত্বা রোমা-
ন্তরস্থা মুনয় ইতি জনলোকং যাবদ্ রোমপ্রসরণাদিতি ভাবঃ । ২৯ ।
তোষণে পরীতং ব্যাপ্তং চেতো যেষাং তে । তারতরঃ অভ্যাক্তঃ
স চাসাবুদ্ধতেক্ষণচ্ উন্নতদৃষ্টিঃ তম্ । ধীরতরোদ্ধতেক্ষণমিতি
পাঠে নির্দিষ্টকোদারেক্ষণমিত্যর্থঃ । ৩০ । ঈশ্বরানাং ব্রহ্মাদীনাং
পরমেশ ! অতো জগতঃ প্রসূতাদীনাং ত্বমেব হেতুঃ ঈশ্বরশচ
নিয়ন্তা । সচ্চ পরমং পদং তদপি ত্বন্তো নান্যৎ । ত্বমেব পরং ব্রহ্মে-
ত্যর্থঃ । পাঠান্তরং স্নগমম্ । ৩১ । পরমত্বেন স্তম্ভা প্রস্তুতাবতার-
রূপং যজ্ঞরূপকেণ স্তবন্তি পাদেদ্বিতি ত্রিভিঃ । যজ্ঞপুমান্ স্তবমেবেতি
প্রতিজ্ঞা । তৎসম্পাদনং পাদেদ্বিত্যাদিভিঃ । চতুঃসংখ্যাত্বাদ্ যজ্ঞাঙ্গ-
ত্বাচ্চ বেদা যজ্ঞময়স্য তস্য পাদেদ্বেন রূপ্যন্তে । যুপা উন্নতত্বাৎ দংষ্ট্রী
যস্য, হে যুপদংষ্ট্রী ! দন্তেযু যজ্ঞাঃ পুরোডাশাদিত্যর্থত্বাদ্ যজ্ঞা দন্ত-
দ্বেন রূপ্যন্তে । চিতয়ঃ “শ্যেনচিতং চিন্মীত কক্কচিতং চিন্মীত” ইত্যো-
দিশ্চতুস্তান্যগ্নিস্থলানি, তান্চিতয়ো বজ্রস্থানীয়াঃ হবিনির্দ্বৈপস্থান-
ত্বাৎ । এবং সর্বত্র কিঞ্চিৎ সাম্যমুহনীয়ম্ । হৃতশোহগ্নির্জিহ্বা যস্য সঃ ।
দর্ভাস্তব তনুরহাণি রোমাণি । ৩২ । রাত্ৰ্যহনী তমঃপ্রকাশধর্মকে
যজ্ঞকালাক্কে তব বিলোচনে নিমেষোন্মেষাভ্যাং তয়োরাপি তমঃ-
প্রকাশধর্মকত্বাৎ । পরং ব্রহ্ম তব শিরঃ উত্তমাজম্ । স্নজানি বৈষ্ণবা-
দীনি সটাকলাপঃ স্কন্ধকেশরসন্দর্ভঃ শব্দসন্দর্ভরূপত্বাৎ সূক্তানাম্ ।
হবীংষি প্রাণৈঃক্রিয়ং গন্ধবস্ত্রসামাং । ৩৩ । অকৃতুণ্ডেত্যাদি চত্বারি-
সংবোধনানি । অক্ জুহুস্তুণ্ডং মুখং যস্য, বরাহমুখাকারত্বাৎ অচঃ ।

সামস্বর এষ ধীরো গন্তীরো নাদো যস্য প্রাগ্‌বংশঃ অগ্নিশালায়াঃ
 পূর্বভাগঃ । “পূর্বভাগোহগ্নিশালায়াঃ প্রাগ্‌বংশঃ পরিকীৰ্ত্তিত” ইতি
 বচনাৎ প্রাগ্‌বংশঃ কায়ো মধ্যভাগো যস্য । অথিলানি সত্রাণি দ্বাদ-
 শাহাদীনি সঙ্কয়ো যস্য, তেষাং ত্রিহত্যঞ্চ দশাদ্যাহঃ সংহতিরূপ-
 ত্বাৎ । পূৰ্ত্তং স্মার্ত্তো ধৰ্ম্মঃ, ইটং শ্রোতো ধৰ্ম্মঃ, তো শ্রবণো যস্য স
 ত্বমসি । সনাতনান্মন ! নিতামূৰ্ত্তে ! ৩৪। তদুপপাদয়তি পদক্রমেতি ।
 পদক্রমেণ পাদবিক্ষেপেণাক্রান্তা ব্যাপ্তা ভূত্বেন তথাভূতং ভবন্তং
 বিশ্বস্যাদিং স্থিতিঞ্চ জনকং পালকঞ্চ বিদ্যা ইত্যম্বয়ঃ । অতঃ পরমে-
 শ্বরোহসি নাথশ্চ ত্বমেবাসি নাথ্যতে প্রার্থ্যত ইতি নাথঃ । অভিপ্রেত-
 মর্থং যাচনীয়শ্চাসীতার্থঃ । পাদক্রমাক্রান্তমনন্তমাদিস্থিতং ত্বমেবেতি
 পাঠে—ভো অক্ষর ! ভো বিশ্বমূৰ্ত্তে ! ত্বয়া পাদক্রমৈরাক্রান্তমনন্তং
 বিশ্বং তস্মাৎ ত্বমেব বিশ্বস্যাদিস্থিতং কারণং পরমেশ্বরশ্চ নাথশ্চাসীতি
 বয়ং বিদ্যাঃ অতঃ প্রসীদেত্যম্বয়ঃ । ৩৫। কিঞ্চ তে তব দংষ্ট্রাণ্যে বিন্যস্তং
 স্থিতমেতদ্ তুমণ্ডলম্ উতপক্ষং ধৃতপক্ষং সরোজপত্রমিব বিভাবাতে
 প্রতীয়তে কথম্ভূতং সরোজপত্রমিব । পদ্মবনং বিগাহিতঃ প্রবিশ্য
 গিরতঃ অর্থাৎ গজেন্দ্রস্য তবেব দংষ্ট্রাণ্যে বিলম্বমিবেত্যর্থঃ । ৩৬ ।
 কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোৰ্যদন্তরমন্তরীক্ষং তৎ তবৈব বপুষা-ব্যাপ্তম্ ।
 জগদ্ব্যাপ্তৌ সমর্থো দীপ্তয়ো যস্য ভো তথাভূত ! পাঠান্তরং সুগমম্ । ৩৭।
 তব বপুষা ব্যাপ্তমিত্যুক্তেঃ প্রতীতব্যাপ্যাপবাদেন পরমার্থমাহঃ ।
 পরমার্থ ইতি । অন্যশ্চেচ্চ নাশ্চি কথং তর্হি ত্বয়া ব্যাপ্তমিত্যুক্তং
 তত্রাক্ষঃ । তবৈষ মহিমা মায়া প্রভাবঃ । কোহসৌ যেন মহিম্না বশপ্তম্
 এতচ্চরাচরং জগৎ স এষঃ । ৩৮ । ব্যাপ্তাজ্জগতন্তস্য বৈলক্ষ্য-
 মাহঃ । যদেতদ্বিতি । তব যদেতন্ যুৰ্ত্তং ভূতাত্মকং তক্রপং দৃশ্যতে
 এতজ্জ্ঞানান্মনো জ্ঞানধনস্য তব জ্ঞানময়মেব রূপম্ । জ্ঞানাত্মকং
 তবেতি বা পাঠঃ । অযোগিনস্তু জ্ঞা ভ্রান্তি জ্ঞানেন জগদ্রূপম্ ভূত-
 ময়ং পশ্যন্তীত্যর্থঃ । ৩৯ । ইদং বরাহং রূপং ত্বয়ালীলয়া ধৃতং
 জ্ঞানাত্মকমিতি কিং বক্তব্যম্ । যতো বস্তুতন্তরূপাব্যতিরেকাদ্ জগ-
 দপি জ্ঞানময়মেবেত্যাহঃ জ্ঞানস্বরূপমিতি মোহময়ে সংপ্লবে সংসার-
 সাগরে ৪০। জ্ঞানাত্মকমেব সর্বমিত্যত্র বিশ্বদন্তুভবং প্রমাণন্তি,

যেদ্বিতি । জায়তে অনেনেনি জ্ঞানং বেদান্তপুরাণাদি ; তদ্বিদঃ ।
 প্রতিশ্চ ‘সৰ্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এতদাত্ম্যমিদং সৰ্বম্’ ইত্যাদিঃ । ৪১ । সৰ্ব !
 সৰ্বাত্মন ! জড়াজড়স্বরূপ ! ভবন্ত্যস্মিন্মিতি ভবেণ নিবাসঃ তদর্থমুস্মী-
 যুক্তর এবং কৃত্বা শং স্মৃথং নোহমভ্যং দেহি । ভো অঙ্কলোচন !
 অঙ্কবৎ স্মৃগ্ৰসম্মে লোচনে যস্য তব । ৪২ । সান্ধ্রীতঞ্চ তবেদমেব
 যুক্তমিত্যাহঃ সর্বোদ্ভিক্রোহসীতি দ্বাত্যাম্ । তবায় উদ্ভবার্থম্ । অঙ্ক-
 লোচন ! ত্রীনিলয়ভূতে লোচনে যস্য । ৪৩ । জগদুপকার এবাস্মৎ-
 মুখং তদেবাস্মাভিঃ প্রার্থ্যত ইতি ত্বমেব জানাসীতি পুনঃ সংগো-
 ধয়ন্তি । অঙ্কে হৃৎপুণ্ডরীকে লোচনং দৃষ্টিৰ্যস্য ভো হৃদয়সাক্ষিন্ !
 ইত্যর্থঃ । ৪৪ । ৪৫ । বিততত্বাৎ বিস্তৃতত্বাৎ সংপ্লবৎ নিমজ্জনং ন
 যাতি । ৪৬ । যথাবিভাগং যথাস্থানম্ । ৪৭ । অমোঘবাক্ষিতঃ
 সত্যসঙ্কল্পঃ । ৪৮ । যথাতথং যথাবৎ । ভূগাদ্যাংশ্চতুরো লো-
 কান্ যথাপূৰ্ব্বং সমকল্পয়ৎ । সংকল্পেনৈব সৃষ্টবান্ । পাতালে ন সহ
 ভূবাদীনাং চতুষ্টিয়ম্ । যদ্ বা মহলৌকস্যাপি সঙ্কৰ্ণয়ুথানলোম্মাণা
 শূন্যতয়া বিনষ্টপ্রায়ত্বাৎ চতুরো লোকানিত্যুক্তম্ । তথাচ প্রতিঃ ।
 “সূর্য্যোচ্চ্রমসৌ ধাতা যথাপূৰ্ব্বমকল্পয়ৎ । দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চাস্তরীক্ষম-
 থো স্বঃ” ইতি দিবঃ পৃথগুপাদানাৎ স্বঃ শব্দেন মহলৌকো গৃ-
 হ্যতে । ৪৯ । তদেবং ভূম্যুদ্ধারাদিলোকরচনাপর্য্যস্তা বারাহমর্ভে-
 হরৈল্লীলোক্তাঃ অথ তেনৈব ব্রহ্মরূপেণ কৃত্বাং দেবাদিসংক্ৰিয়াহ
 ব্রহ্মরূপেতি । ৫০ । রজসারতঃ সৃষ্টিং চকারেভূক্তং । তত্র রজো-
 গ্ৰনস্য কর্মশক্তিদুঃখাদিহেতুত্বাদ্ ব্রহ্মণো নিত্যং কর্মদুঃখিত্বাদিপ্রা-
 প্তিমাশঙ্ক্যাহ নিমিস্তমাত্রমিতি । অসৌ হরিব্রহ্মরূপপরঃ । অয়মর্থঃ
 সৃষ্টানাং সংগে ব্রহ্মা নিমিস্তমাত্রং পৰ্জ্জন্যবৎ সন্নিধিমাত্রেন সাধারণ-
 কার্ণামেব ন তু প্রতিস্বজ্যং স্বয়ং ব্যাপ্রিয়তে । তদুক্তম্ । “যুগা সন্নিধি-
 মাত্রেন গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়ত” ইত্যত্র তর্হি মুখ্যং কারণম্ কিমিত্যাহ
 প্রধানকারণীভূতা ইতি । প্রধানং মুখ্যমসাধারণং কারণং তথা ভূতঃ ।
 যতঃ কারণং স্বজ্যশক্তয় এব । ৫১ । এতদ্ বিহগোতি । নিমিস্তমাত্রমিতি
 নিমিস্তশাক্তসমবধানেন সতি কারণাত্মনা স্থিতং সূক্ষ্মং বস্ত্ত্বপরিণাম-
 শব্দৈক্যব বস্তুত্বাৎ স্থলরূপতাং নীয়তে নিমিস্তাদ্ যদন্যৎ তৎ স্থল-

রূপপরিণামার্থং নাপেক্ষতে । যথা । ধান্যাদিদীর্ঘেষু সূক্ষ্মাঙ্গানাং স্থিত-
মঙ্কুরাদিপৰ্জ্জন্যে সতি স্বপরিণামশব্দেক্যে তথা পরিণমতে তদ্বৎ ।
অতো নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ । ৫২ ।

ইতি ত্রিবিধুপুরাণটীকায়াং প্রথমোংশে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।



ব্রহ্মরূপধরো দেবঃ সৃষ্টিধিকারেভ্যুক্তম্ । তৎপ্রকারং জিজ্ঞাস্বঃ
পৃচ্ছতি, যথেন্তি দ্বাভ্যাম্ । ভূ-বোম সলিলান্যোকাংশি স্থানানি যেমাং
তান্ । ১। যদুগ্ধমিত্যাदि । গুগঃ সত্ত্বাদিঃ । স্বভাবঃ শাস্ত্রস্বঘোর-
াদিঃ । রূপং ত্বিপাচ্চতুষ্পাদিত্যাদ্যাকারঃ । যাত্ৰগুণশীলাকারমি-
ত্যর্থঃ । ২ । ৩ । অবিদ্যাং বিনা সৃষ্টেষু দেহেষু জীবানাং কর্তৃত্ব-
ভোক্তৃত্বাদ্যাসম্ভবাৎ প্রথমমবিদ্যাবির্ভাবমাহ সৃষ্টিমিতি । অবুদ্ধি-
পূৰ্ণকঃ অনবধানমূলঃ তমোময়ঃ অবিদ্যাবৃত্তিরূপঃ । ৪ । তদেবাহ,
তম ইতি । অন্ধসংজ্ঞিতঃ অন্ধতামিশ্রঃ । পঞ্চপৰ্কাণি ব্রহ্মবিশেষাঃ যমাঃ
স । তত্রীতমোদেহাদাবনাগ্ন্যাভিমানঃ । মোহস্তৎসম্বন্ধিষু পুত্রা-
দিষু স্বাম্যহমস্মীত্যভিমানঃ । মহামোহঃ শব্দাদিভোগস্পৃহা । তামি-
শ্রস্তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধঃ । অন্ধতামিশ্রো বিনাশাদিশঙ্কয়া নিত্যং তদ-
রক্ষণাদ্যভিনিবেশ্বঃ । এতে চ পঞ্চবিপর্যয়াঃ পাতঞ্জলে ক্লেশশব্দে-
নোক্তাঃ “অবিদ্যামিত্যরাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশা” ইতি । ৫ ।
তদেবমবিদ্যায়ায়দুভূত্যাং সত্যং প্রথমমত্যন্ততমোময়ং স্বাবর-
জগমাহ, পঞ্চধেন্তি সাক্ষেন । তস্য সৃষ্টিং ধ্যায়তঃ সতো নগাংকঃ
স্বাবররূপঃ সর্গঃ পঞ্চধাবস্থিতঃ । “ব্রহ্ম-শূলম-লতা-বীৰুৎ সমস্তান্তৃণ-
জাতয় ইতি পঞ্চমাংশে ব্রহ্মমাণঃ পঞ্চপ্রকারো জাত ইত্যর্থঃ । তস্য

সাংখ্যলক্ষণম্ অপ্রতিবোধনাম্ কোহহমিতি পরামর্শশূন্যঃ বহিঃ শব্দা-
 দিবিষয়ে অন্তঃস্থখাদৌ চ অপ্রকাশঃ জ্ঞানশূন্যঃ । সংরতায়া যুত্বভা-
 বঃ ৬। মুখমিব প্রথমঃ ব্রহ্মণঃ সর্গো ভবতীতি মুখ্যং নগাঃ স্বাবরাঃ ।
 অতএব পর্ত্তানানং স্বাবরত্বেইপি ব্রাহ্মসর্গাৎ প্রাগেব বরাহেণ সৃষ্টত্বা-
 নাত্রানুপ্রবেশ ইতি পঞ্চধেতুক্রমঃ । যদ্বা পর্ত্তানানং পঞ্চচ্ছেদনিমিত্ত-
 মাগন্তকং স্বাবরত্বং ন স্বাভাবিকমিতি নাত্রানুপ্রবেশঃ । মুখ্যসর্গপরিতো-
 ষেণ সর্গান্তরং ধ্যায়তস্তস্মাৎ কিঞ্চিদুৎকৃষ্টত্ব্যাক্সর্গো জাত ইত্যাহ ।
 তৎ দৃষ্টেতি সাক্ষীজ্ঞিতিঃ । অসাধকং পুরুষার্থপ্ররুতিশূন্যং দৃষ্ট্যইপরং
 সর্গমন্যদমন্যত দধ্যাবিত্যর্থঃ । অমন্যত পরং পুনরिति পাঠঃ
 সাধুঃ । ৭। তিথ্যাক্স্রোতাঃ অভাবর্ত্তত সন্ধির্যসঃ । যস্মাৎ তি-
 থ্যাক্স্র ব্রহ্মতঃ তিথ্যাগাহারমঞ্চারেণ প্রকৃষ্টং ব্রহ্মং ব্রহ্মজীবনং যস্য
 সঃ । ৮। পশাদয় ইতি আদিশব্দেন পক্ষ্যাতিঃ তেষাং লক্ষণং তমঃ-
 প্রায়ঃসমোহধিকাঃ । অবৈদিনঃ অনুসন্ধানশূন্যাস্থখা চ ক্ষতিঃ “অপে-
 তরেষাং পশুনামশনানুপিপাসে এবাভিজ্ঞানং, ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন
 বিজ্ঞাতং প্রপশ্যন্তি ন বিদুঃ স্বস্তনং ন লোকালোকৌ ইতি” । উৎপথ-
 গ্রাহিণঃ উন্মাদবর্ত্তিনঃ ভক্ষ্যভক্ষ্যগম্যাগম্যাদিবিবেকরহিতা ই-
 ত্যর্থঃ । অজ্ঞানে বিপর্যয়জ্ঞানে সম্যগ্জ্ঞানাভিমানিনঃ । ৯। অহং-
 কৃতাঃ সাহস্কারমেব কৃতং কর্ম যেষাং তে অহংমানাঃ সাহস্কার এব
 মানোহববেদো যেষাং তে । অষ্টাবিংশদ্বধাত্বকাঃ অষ্টাবিংশতিবধ-
 স্বভাবাঃ । অন্তঃস্থখাদৌ প্রকাশঃ প্রকৃষ্টং জ্ঞানং যেষাং তে । আত্ম-
 তাত্ত্ব পরস্পরম্ অন্যান্যভিজাত্যস্বভাবাদ্যানভিজ্ঞাঃ । অষ্টাবিংশতি
 বধাঃ সাংখ্যোক্তাঃ । “একাদশেশ্রিয়বধাঃ সহবুদ্ধিবৈধরশক্তিরুদ্ভি-
 ক্তাঃ । সপ্তদশা তু বুদ্ধৈর্মিপর্যয়াৎ তুচ্ছিসিক্তানাম্ । আধ্যাত্মিকাস্ত-
 তস্রঃ প্রকৃত্য পাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ । বাহ্য বিষয়োপধরমীং পঞ্চতুট-
 যোহতিহিতাঃ ॥ উহঃ শব্দোহধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্রয়ঃ সুখপ্রাপ্তিঃ । দা-
 নঞ্চ সিক্তয়োহকৌ সিক্তেঃ পূর্বোহক্ষুশজ্জিবিধঃ ॥” অয়মর্থঃ, ইশ্রিয়বধা
 একাদশ অক্ষবধিরত্বাদিরূপাদ্ বৈকল্যাৎ স্বার্থগ্রহণাশক্তিরূপাঃ । তুচ্ছী-
 নানং নবানং সিক্তীনাঞ্চকৌনাং বৈকল্যাৎ সপ্তদশা বুদ্ধৈর্মিধাঃ । তদেব-
 মষ্টাবিংশতিবধাত্বকাঃ পশাদয়ঃ । যদ্যপি মনুষ্যাদীনামপীশ্রিয়াদ্যশক্ত-

৪ঃ সম্ভবন্তি তথাপি তিরশ্চাৎ তদাধিক্যাদেবযুক্তম্ । তত্র নবতুষ্টীরাহ ।
 আধ্যাত্মিকাঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাস্ততশ্চতস্রস্তুষ্টয়ঃ । তত্রাত্তিবিধ-
 প্রকৃত্যাং চিন্তলয়ান্ যুক্তোহস্মীতি প্রকৃত্যাখ্যা তুষ্টিঃ । সম্যাসবে-
 শোপাদানমাত্রাৎ রুতার্থোহস্মীতি তুষ্টিরূপাদানাখ্যা । কালতএব
 সেৎস্যাতি, কিং ধ্যানক্লেশেনেতি তুষ্টিঃ কালাখ্যা । ভাগ্যোদয়াদেব
 সেৎস্যাভীতি তুষ্টিভাগ্যাখ্যা । এতাশ্চাত্তানমধিকৃত্য ভবন্তীত্যাধ্যাত্মি-
 কাশ্চতস্রঃ । অর্থানামর্জ্জুনরক্ষণবায়নাশাদিদোষদর্শনেন শব্দাদিপঞ্চ-
 বিষয়োপরমাং পঞ্চ তুষ্টয়ো বাহ্যবিষয়ত্বাদ্ বাহ্যাঃ । এবং নব তুষ্টি-
 যোহতিহিতাঃ । অষ্টৌ সিদ্ধীরাহ । উহ ইতি । উপদেশানপেক্ষমণা-
 র্থোন্নয়নমুহসিদ্ধিঃ । প্রাসঙ্গিকচ্ছন্দশ্রবণাদর্থজ্ঞানং শব্দসিদ্ধিঃ । গুরু-
 পদেশাদেব ততো বিবেকার্থজ্ঞানমধ্যয়নসিদ্ধিঃ । দুঃখত্রয়বিঘাতাৎ
 তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ । সুখৎপ্রাপ্তিতোহর্থসিদ্ধিঃ । বিদ্বন্তপস্বিশুশ্রবাল-
 ভ্যা অর্থসিদ্ধিরিত্যেতা অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ । অয়ঞ্চেন্দ্রিয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধি-
 রূপস্ত্রিবিধঃ । সিদ্ধৈর্মুক্তেঃ পূর্বোহঙ্ক্ শঃ প্রতিঘাতক ইতি শ্লোকত্রয়-
 সার্থঃ । আসাদ্য তুষ্টিসিদ্ধানামভাবমলিলাচেত্যাদি পারিতাষিকসং-
 জ্ঞান্তরং তত্তদবাস্তুরভেদশ্চ বিস্তরভয়ান্ ন লিখ্যতে । অষ্টাবিংশ-
 শদ্বিধাত্মকা ইতি বা পাঠঃ । তদা তু ভাগবতোক্তা নব দ্বিশফাঃ,
 ষড়েকশফাঃ, ত্রয়োদশ পঞ্চনখা ইত্যষ্টাবিংশতির্ভেদাগ্রাহ্যাঃ । তদুক্তং
 “গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবয়ো রুরুরঃ । দ্বিশফাঃ পশবশ্চৈমে
 অবিরুক্তৈশ্চ সম্ভবম্ । থরোহশ্বোহশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা । এতে
 চৈকশফাঃ ক্রান্তঃ শৃগু পঞ্চনখান্ পশূন্ । স্বা শৃগালো ব্লকো ব্যাঘ্রো
 মার্জারঃ শশশল্লকৌ । সিংহঃ কপির্গজঃ কূর্মো গোধা চ মকরী-
 দয়ঃ । ১০ । তিষ্ঠ্যক্ সুর্গাপারিতোষণে পুনর্ধ্যায়তো দেবসর্গোহভূ-
 দিত্যাহ, তমপীতি ত্রিভিঃ । উক্তম্ উপরি দেহাদ্ বহিরেব স্রোত
 আহারসা গ্রহণং বস্যা সম্ । অমৃতদর্শনাদেব ভূপ্তেঃ । তথা চ স্রুতিঃ ।
 “ন হ টৈ দেবা অশ্বন্তি ন পিবন্ত্যতদেবামৃতং ভৃষ্টা ভূপ্যন্তি” ইতি ।
 সাত্ত্বিকোক্তং সাত্ত্বিকং সুখপ্রকাশাদিকমূর্দ্ধমধিকং যথাভবত্যেবমব-
 র্ত্তত । ১১ । তদেবাহ । ত ইতি সুখং বিষয়েন্দ্রিয়যোগজম্ । প্রীতিস্তম্মি-
 মিত্তো হর্ষঃ । সজ্জাধিক্যাৎ সুখপ্রীতিবহুলে যেষাং তে তথা । ১২ । ১৪ ।

সত্যাবিধায়িনঃ সত্যসঙ্কল্পস্য ভগবদ্ধ্যানশীলস্যোতি বা । অব্যক্তা-
 দিতি মুখাদিসর্গেষ্বপি সমানং তেষ্বপি কারণান্তরম্যানুক্তত্বাৎ । তথা
 চ বায়ুঃ “অব্যক্তাজ্জায়তে বাস্য মনসা যদ্ যদিচ্ছতি । বশীকৃতত্বাৎ
 ত্রৈলোক্যাৎ সাপেক্ষত্বাৎ স্বভাবত ইতি । ১৫ । যস্মাদর্কীগধঃ প্রবি-
 ষ্টেনাহারেণ প্রবর্তন্তে । ১৬ । তমউদ্রেকাৎ দুঃখবহুলা রজোহধিক-
 ত্বাদ্ভূয়োভূয়ঃ কর্ম্মশীলাঃ । প্রকাশবহুলত্বাদ্ বহিরন্তশ্চ প্রকাশঃ
 প্রকৃষ্টজ্ঞানাঃ সাধকাঃ কর্ম্মজ্ঞানাধিকারিত্বাৎ । ১৭ । যড়ন্ত্রেতি দ্বিতী-
 যাদ্যায়োক্তৈঃ সহ যড়তে সর্গাঃ । তথা হি ইন্দ্রিয়দেবতাসর্গস্য বাহ্য-
 দেবতাসর্গস্য চ দেবতাসর্গত্বেনৈক্যং ইন্দ্রিয়সর্গেণ সহাভেদশ্চ বক্ষ্যতে
 অহঙ্কারাবিদ্যাসর্গয়োশ্চ বুদ্ধিতেদত্বাৎ বুদ্ধ্যাত্মক-মহত্ত্বাস্তত্ত্বাভাবঃ ।
 ভৌতিকব্রহ্মাণ্ডসর্গস্য ভূতসর্গাস্তত্ত্বাভাবঃ । এবঞ্চ সতি মহত্ত্বভূত-
 ত্বসর্গাস্ত্রয়ঃ মুখ্যতির্য্যাক্ মনুষ্যসর্গাশ্চ ত্রয় ইত্যেবং যড়তে সর্গাঃ
 কথিতা ইত্যর্থঃ । তানেনব কিঞ্চিদবাস্তুরভেদবিবক্ষয়া নবধা পিরগুন্যাহ,
 প্রথমো মহত ইত্যাহ্বিনা । বিরাট সমস্তশরীরভিমানিনো ব্রহ্মণো
 মহত্ত্বত্বং লিঙ্গশরীরম্ অতোহসৌ ব্রহ্মণঃ সর্গো বিজ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ।
 যদ্বা ব্রহ্ম পরমাত্মা, তৎকর্তৃকঃ সর্গো বিজ্ঞেয় ইত্যর্থঃ । ১৮ । দেবতা-
 সর্গাভেদবিবক্ষয়েন্দ্রিয়সর্গ এব বৈকারিক ইত্যুচ্যতে । ১৯ । ইতোষ
 প্রাকৃতঃ প্রকৃতীনাং ব্রহ্মাণ্ডকারণানাং সর্গ ইত্যর্থঃ । অবুদ্ধিরবিদ্যা-
 খ্যপ্রকৃতিস্তৎপূর্ব্বকঃ সংভূতঃ । যদ্ বা বুদ্ধির্মহত্ত্বত্বং তৎপূর্ব্বকস্ত-
 দাদিরিত্যর্থঃ । ২০ । তির্য্যাগেব যোনির্ম্মস্য স তির্য্যাগ্ যোনিঃ স এব
 তৈর্য্যাগ্ যোনাং স্বার্থে যাঞ্ স পঞ্চমঃ সর্গ উচ্যতে ইত্যর্থঃ । ২১ ।
 তত্র সাত্ত্বিকে দেবসর্গঃ পূর্ব্বযুক্ত ইদানীং সাত্ত্বিকতামসোভয়স্বভাব-
 মপরং দেবসর্গমাহ, অষ্টম ইতি । স চ বায়ুপ্রোক্তে পিরিতঃ “অষ্টমোহ-
 নুগ্রহঃ সর্গঃ স চতুর্কী ব্যবস্থিতঃ । বিপর্য্যয়েণ চাশক্ত্যা স্নিজ্যা তুষ্ঠ্যা
 তথৈব চ । স্বাবরেষু বিপর্য্যাসাৎ তির্য্যাগ্ যোনিষশ্চৈব । সিজ্যা-
 ঞ্চানা মনুষ্যেষু তুষ্ঠ্যা দেবেষু কুল্লশঃ” ইতি । বিপর্য্যাসাঃ পঞ্চ তমো-
 যোহ ইত্যাদয়ঃ । অশক্তিরেকাদশেন্দ্রিয়বৈকল্যলক্ষণা । সিজ্যক-
 বিধা, তুষ্টিচ নববিধা প্রাগেব প্রপঞ্চিতা । স্বাবরাদিশত্যাস্তবিপর্য্যয়া-
 দিস্বভাবেষু তৎতৎস্বভাবানুগ্রহকো দেবসর্গো হি অনুগ্রহশব্দেনো-

চ্যতে । স চ স্বাবরেণ তিৰ্য্যাক্ষু চ তমসঃ পোষকত্বাৎ তামসঃ । মনু
 ঘোষ দেবেষু চ সিদ্ধিতুষ্ঠানুরূপত্বোপবৃৎহকত্বাৎ সাত্ত্বিক ইত্যর্থঃ । ২২ ।
 পঠৈধতে মুখ্যসর্গাদয়ো বৈকৃতাঃ । বিকৃতীনাং সর্গাঃ । মহাদাদয়ঃ
 প্রাকৃতাঃ । দেবতাসর্গাস্তরমাহ, প্রাকৃতা ইতি কৌমারঃ নীললোহিত-
 রুদ্র-সনৎকুমারাদীনাং সর্গাঃ । তত্র সনৎকুমারাদিসর্গে বৈকৃতঃ, বি-
 কৃতিভূতেন ব্রহ্মণা কৃতত্বাৎ । রুদ্রসর্গস্তু প্রাকৃতঃ, প্রকৃতিতঃ স্বয়মে-
 বোদ্ভূতত্বাদিত্যে কেচিৎ । তথা চ বক্ষ্যতি “প্রাদুরাসীৎ প্রভোরস্কে
 কুমারো নীললোহিত” ইতি । অন্যেত্বাহঃ রুদ্রসর্গো বিকৃতাস্তরজন-
 কত্বাৎ প্রাকৃতঃ, সনৎকুমারাদীনাং নৈমিত্তিকানাং সর্গো বিকৃতাস্তরা-
 নুৎপাদকত্বাদ্ বৈকৃত এবেতি । ২৩ । জগৎ স্বজত ঈশ্বরম্য জগতো
 মূলহেতবঃ এতে নব সর্গাঃ সমাখ্যাতা ইত্যর্থঃ । ২৪ । ব্রহ্মণঃ
 শরীরাদ্ বিস্তারেন সৃষ্টিং বক্তুং কুমারাদৌ তাবৎ সনিমিত্তাং মা-
 নসীং স্মরাদিসৃষ্টিং পূর্বোক্তামনুবদতি কর্ম্মভিরিতি দ্বাভ্যাম্ । পূর্বৈঃ
 কর্ম্মভির্ভাবিতা অধিগামিতাঃ । অতস্তাঃ প্রজাঃ সংহারে উপসংহৃতা
 অপি তথা খ্যাতা তত্ত্বৎকর্ম্মানুসারিণ্য বুদ্ধ্যা অনিযুক্তাঃ ন নিতরাং
 নিযুক্তাঃ, সংস্কাররূপেণ স্থিত্যৈব জজির ইত্যুক্তরেণাস্বয়ঃ । ২৬ ।
 স্মরাদ্যাঃ স্মর-নর-তিৰ্য্যাক্ষ-স্বাবরা এবং চতুর্কিধাঃ । ২৭ । ইদানীং
 শরীরাত্ সৃষ্টিমাহ তত ইত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ । দেবাদীংশ্চতুষ্টিয়ং
 চতুঃসংখ্যান্ অন্তাংসি অন্তঃসংজ্ঞান্ মিস্রস্কুরাত্মানং মনোহযুজৎ
 সমাধস্তেতান্স্বয়ঃ । “তানি বা এতানি চত্বার্য্যন্তাংসি দেবা মনুষ্যাঃ
 পিতরোহমুখাঃ” ইতি ঋতের্দেবাদীনামন্তঃসংজ্ঞা । ২৮ । তমসো
 মাত্রা লেশঃ স্ফটাদৃষ্টবশাদ্জিজ্ঞাস্যত্বাৎ । ২৯ । তমোমাত্রাস্বিকার
 তনুমিতি বিশেষণাৎ তমোয়ুৎসমসর্জ ইত্যর্থঃ । এবয়ুক্তর-
 ত্রাপি । বিভাবরী রাজিঃ । ঋতিশ্চ “স তমিস্রাভবৎ,” ইতি । ৩০ ।
 অনাদেহস্বঃ সাত্ত্বিকে ভাবে স্থিতঃ সন্ মিস্রস্কুঃ প্রীতিং স্বথমবাপ ।
 মুখতঃ । “স মুখাৎ দেবান্ স্বজতে,” ইতি ঋতেঃ । ৩১ । সত্ত্বপ্রায়ং
 প্রকাশাত্মকম্ । রাজিরভূদিত্যাদিকথনস্যোপযোগমাহ, ততো
 হীতি । যতন্তমোময়া রাজিভূতায়ান্তনোনির্গতাঃ ততো হ্যস্মরা
 রাত্রৌ বলিনঃ, অতন্তপুজা রাত্রৌ কার্য্যেত্যর্থঃ । এবং দিবাদিস্বপি

দ্রষ্টব্যম্ । ৩২ । অন্যত্র তনুং জগৃহে, গৃহীত্ব। চান্মানং জগৎপিভবন্-
 সন্যমানস্য পার্শ্বাভ্যাং পিতরো জাতাঃ । “যথাহ বায়ুঃ, পিভবন্ সন্য-
 মানস্ত পুত্রান্ প্রধায়াতঃ প্রভুঃ । স পিতৃনুপপক্ষাভ্যাং রাত্র্যহোরন্ত-
 রেইসৃজৎ,, ইতি । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । সদ্য ইত্যনেন তৎতদ্ বুদ্ধিমন্তরেন
 স্বতনুভ্যাগো নাস্তীতি দর্শিতম্ । জ্যোৎস্না প্রভাতম্ । ৩৬ । সক্ষা-
 সময়ে সক্ষোপলক্ষিতে অপরাহ ইত্যর্থঃ । “অপরাহঃ পিতৃণাম্,,
 ইতি শ্রুতেঃ । ৩৭ । তস্মাৎ জ্যোৎস্না রাত্র্যহঃসক্ষাসময়া ব্রহ্মণস্ত শরী-
 রাণীতুপাসনার্থযুক্তম্ । ৩৮ । তয়া ক্ষুধা । ৩৯ । ততো ব্যাপ্তঃ সন্
 অন্ধকারে হিষ্টা অসৃজৎ । প্রভুমভাধাবন্ ভক্ষয়িতুমিতি শেষঃ । ৪০ ।
 তেষামেব মধ্যে যে যেহন্যো খাদামো যক্ষাম ইত্যুচুঃ, তে যক্ষণাৎ
 ভক্ষণাধ্যবসায়াদ্ যক্ষাঃ জক্ষ ভক্ষহসনয়োঃ । জক্ষ ইতি বক্তব্যে যক্ষারঃ
 পরোক্ষার্থঃ “পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ,, ইতি শ্রুতেঃ * । ৪১ ।
 শীর্ষ্যন্ত অশীর্ষ্যন্ত অহীয়ন্তেত্যর্থঃ । শিরোহীনঃ সন্তঃ পুনস্তস্য শিরঃ
 সমারূঢ়াঃ । ৪২ । সর্পিণাৎ শিরঃসমারোহণাৎ । ক্রোধান্ননঃ ক্রোধা-
 ন্মকান্ । ৪৩ । গাং বাচং ধয়ন্তঃ পিবন্তঃ গায়ন্ত ইত্যর্থঃ । ৪৪ । গাং
 পিবন্তো গায়ন্তো জজিরে তেন তে গন্ধর্ভাঃ । তচ্ছক্তিনোদিতঃ তেষাং
 স্ফটানাং শক্তিভিঃ প্রাক্কর্ষ্যসংস্কাররূপাভিঃ প্রযুক্তঃ সন্ । ৪৫ ।
 তত্তদ বুদ্ধিভিরেতানি স্ফট্য স্বচ্ছন্দতঃ তত্তৎকর্ম্মবশাদেবোৎপন্নয়া
 স্বেচ্ছয়া বয়সঃ দেহাবস্থা বিশেষাৎ বয়াংসি পক্ষিণঃ, অবয়ঃ মে-
 যাঃ । ৪৬ । ৪৭ । অশ্বতরান্ বেসরান্ । ন্যক্সুন্ কৃষ্ণসারাদিবন্ম গ-
 বিশেষান্ । অন্যান্ত জাতয়ঃ তির্ধ্যাণ্ জাতীয়াঃ । ৪৮ । তদেবং কণ্ঠ-
 স্যাদাবেব পশুনোষধীশ্চ স্ফট্য অনন্তরং ত্রেতাযুগযুগে প্রাপ্তে
 সতি গ্রাম্যারণ্যব্যবস্থয়া তদাধরে সাধনতয়া যুযোজ । রুতযুগে যজ্ঞা-
 নামপ্রবৃত্তেঃ । ৪৯ । গ্রাম্যারণ্যভেদমেবাহ গৌরিতি স্বাক্ষ্যাম্ । ৫০ ।
 স্থাপদো ব্যাঘ্রাদিঃ, দ্বিধুরো গবয়াদিঃ, ঔদকাঃ কুর্মাাদয়ঃ, সরী-

• তেষাং মধ্যে টৈঃ রক্ষ্যতামিত্যুক্তং তে রক্ষিতাঃ, যে খাদাম ইত্যুচুঃ, তে জক্ষ-
 ণাৎ ভক্ষণাধ্যবসায়াদ্ যক্ষাঃ । যক্ষ ভক্ষহসনয়োরিত্যস্য বর্ণব্যত্যয়েম জকারস্য য
 কাব্যঃ । সাক্ষাৎ ভক্ষণার্থক্যাতাবঃ পরোক্ষার্থঃ, “পরোক্ষ প্রিয়া ইব দেবাঃ”
 ইতি শ্রুতেঃ । রত্নগর্ভঃ ॥ ৪১ ॥

স্বপাঃ সৰ্পগোবাদয়ঃ । ৫১ । পূৰ্বাদিযুগ্মেভ্যঃ স্থষ্টিমাহ চতুৰ্ভিঃ ।
 গায়ত্রীং ছন্দঃ, ঋচ ঋগ্বেদম্, ত্রিহস্তোমং স্তোত্রসাধনভূতানামৃচাং
 সমুদায়ম্ । রথস্তুরং সাম । যজ্ঞানাম্ মধ্যে অগ্নিষ্টোমং সোমযাগসং-
 স্থাবিশেষম্ । ৫২ । যজুংষি, যজুর্বেদম্ উক্থং সোমসংস্থাম্ । ৫৩ ।
 সামানি সামবেদং, সাম বৈরূপম্ । অতিরাত্রং সোমসংস্থাম্ । ৫৪ ।
 একবিংশং স্তোমম্, অধর্কীগমথর্কবেদম্ । আপ্তোষ্ঠ্যমাণং সোমসংস্থাম্ ।
 অনুষ্ঠুভং ছন্দঃ । বৈরাজং সাম । ৫৫ । স্থষ্টানাং সর্কেষাং ভূতনাং
 কর্মস্বভাবাদি বাক্তুং পূর্বোক্তমেব স্থষ্টিপ্রপঞ্চমনুবদতি, উচ্চাবচানীতি
 সাক্ষিস্থিতিঃ । উচ্চাবচানি উৎকৃষ্টনিকৃষ্টানি দেবাসুরাদীনি । ৫৬ । ৫৭ ।
 নরকিন্নরভেদশ্চ “নরোহর্ষজঘনোহপি স্যাৎ কিন্নরোহর্ষমুখো নরঃ,
 ইত্যভিধানোক্তেঃ । অবায়ং চিরকালাবস্থায়প্রবাহনিত্যং বা ব্যয়ং তদ্-
 বিপরীতম্ । ৫৮ । এবং স্থষ্টানাং তেষাং ভূতানাং মধ্যে । ৫৯ । তান্যেব
 চ কর্ম্যাণ্যাহ । হিংস্রং মারকম্, অহিংস্রং তদ্বিপরীতং, শারীরং কর্ম
 মৃদুসদয়ম্ । ক্রুরঞ্চ তদ্বিপরীতং মানসং কর্ম ঋতঞ্চান্তঞ্চ বাচিকং
 কর্ম । কিস্কিন্দিংস্রমপি ধর্ম এব যথাগ্নীষোমীয়াদি পশ্চালন্তনম্ । অ-
 হিংস্রমপি পরজীগমনাদিকমধর্মঃ । মৃদুকর্মাণি কিস্কিদধর্মঃ । যথা
 রাজ্ঞাং চৌরাদিরক্ষণম্ । ক্রুরমপি কিস্কিদু ধর্মঃ যথা রাজ্ঞাং দুষ্টশা-
 সনম্ । সত্যমপি কিস্কিদধর্মঃ যথা ব্রাহ্মণাদের্কধপ্রাপ্তৌ তদনুকূলম্ ।
 অন্ততমপি ব্রাহ্মণাদিরক্ষণং ধর্ম এব । অতো ধর্মাদধর্মাবিতি তয়োঃ
 পৃথগ্ গ্রহণম্ । তদ্ব্যবহিতাঃ তৈহিংস্রাদিকর্মভির্কাসিতাঃ তস্মাদ-
 দ্যাপি যো যদ্ বাসনাবাসিতস্তন্মৈ তদেব রোচতে । ৬০ । এবং তস্তদ্-
 বাসনানুসারেণৈব ইচ্ছিতার্থেষু নানাত্তম্ অমৃতমন্নং ফলং হৃগমিত্যাদি-
 ভোগ্যবিষয়বিভাগম্ । ভূতেষু নানাত্ত্বং জলস্থলচরাদিবিভাগম্ । শরী-
 রেষু নানাত্ত্বং দ্বিপাচ্চতুষ্পাদাদিরিভাগং বিনিয়োগঞ্চ । অনেন জীব-
 ভেদং কার্য্যমিত্যাди তত্ত্বং কর্ম্যানুসারেণ স্বয়মেবাস্রজৎ । ৬১ । নাম
 ইচ্ছোহগ্নির্য়ম ইত্যাদিরূপঞ্চ । বজ্রহস্তাদিকৃত্যানাঞ্চ বর্ষগদহনসংয-
 মাদীনাম্, প্রপঞ্চনং তস্তদ্বাস্তরভেদঃ । ৬২ । কিস্ক ঋষীণাং বসিষ্ঠা-
 দীনাম্ নামানি । তস্মাদ্ বাসিষ্ঠো ব্রহ্মা কার্য্য ইত্যাদিনিয়োগে যোগ্যানি
 তত্ত্বংসূক্তমজ্ঞাদিদর্শনযোগ্যানি চ বেদে যথাক্তানি তথৈব কৃত-

বান্ । ৬৩ । ননু দেবাদীনাং নিত্যানাং কথং নিত্যেন বেদেনাভিধান-
মিত্যাশঙ্ক্য প্রবাহনিত্যং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি, যথেনিতি । যস্মিন্
বসন্তাদৌ ঋতৌ যানি ঋতুলিঙ্গানি পুষ্পফলাদীনি পর্য্যয়ে তস্য ঋতোঃ
পুনরাবৃত্তৌ তানি তানি তজ্জাতীয়াণ্যেব দৃশ্যন্তে, তথৈব যুগমম্বস্তর-
কল্পাদিসৃভাবা দেবাদয়ঃ । ৬৪ । উপসংহরতি, করোতীতি সিসৃক্ষা
চ শক্তিশ্চ সৰ্ববিষয়া তাভ্যাং যুক্তঃ । ৬৫ ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং প্রথমাংশে
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।



বিস্তরতো ক্রহীতি যদ্ উক্তং তদেব বিবরণোতি যথাচেতি ॥ ১ ॥
তাশ্চতুর্বিধা মুখাদিভ্যঃ স্রষ্টাঃ প্রজাঃ । ইদং প্রসিদ্ধং চাতুর্ধর্মাৎ
চত্বারো বর্ণাঃ ॥ ৫ ॥ এতদেব বিভাগেন স্পষ্টয়তি, ব্রাহ্মণা ইতি ।
পাদোরবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চেতি ব্রাহ্মণাদিভিঃ প্রাতিলোম্যেন
সম্বন্ধঃ ॥ ৬ ॥ তৎস্রষ্টেঃ প্রয়োজনমাহ । যজ্ঞনিষ্পাদন্যে সৰ্বমেতদ্
যজ্ঞসাধনভূতম্ উক্তমং চাতুর্ধর্মাৎ চকার ইত্যম্বয়ঃ । যদ্যপি অধ্যায়-
নাদ্যভাবাৎ ন কর্মণি স্যাৎ ইতি সূত্রে জৈমিনিঃ শূদ্রস্য অধ্য-
য়নাদ্যভাবাদ্ যজ্ঞাধিকারং ন গন্যতে, তথাপি দ্বিজশুশ্রূষাধ্বারেণ
তৎসাধনত্বাৎ । “নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চ যজ্ঞান্ নমস্কাপয়েৎ,
ইত্যাদি স্মৃতেঃ পাকযজ্ঞাদিসু সাক্ষাদনধিকারাৎ ন বিরোধঃ ॥ ৭ ॥
যজ্ঞনিষ্পাদনস্য উপযোগমাহ, যজ্ঞৈরুজ্জিত । আপ্যায়িতাস্তপিতা

* ইগৎসিহকোঃ সত্যভিধ্যায়িনঃ সত্যসঙ্কলপস্য ব্রহ্মণ ইতি সর্বত্র সমধ্যাতে
ইতি বঙ্গমতঃ । ১ ।

দেবা ব্রহ্মত্বমর্গেণ তাঃ যজ্ঞকর্ত্বীঃ প্রজাঃ তর্পয়ন্তি । “অযৌ প্রাস্তা-
হুতিঃ সম্যগ্ আদিত্যুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাদ্ জায়তে ব্রহ্মিঃ ব্রহ্মে-
রন্নং ততঃ প্রজাঃ,, ইতি স্মৃতেঃ । অতো যজ্ঞাঃ কল্যাণহেতবঃ ॥৮॥
তেষু শ্রেষ্ঠানধিকারিণো দর্শয়তি নিষ্পাদ্যন্ত ইতি । স্বধর্মেষু
শ্রেষ্ঠেষু অতিরতৈঃ বিশুদ্ধাচরণং স্মৃত্যাদিবিহিতং তদুপেতৈঃ ।
পাঠান্তরে বিরুদ্ধাচরণাদ্ অপেতৈঃ নিবৃত্তৈঃ সন্দিগ্ধিহিঃ সন্ম-
গ্গামিতিস্মৃদাদিসমানাচারানুবর্ত্তিতিঃ ॥ ৯ ॥ অতো ধর্মাদিকার-
হাৎ মানুষ্যাং স্তোতি, স্বর্গাপবর্গো ইতি । যথাভিরুচিরং স্থানং
সত্যলোকাদি * ॥ ১০ ॥ তদেবং চাতুর্ধর্মাব্যবহিতয়ে তাঃ প্রজাঃ
ব্রহ্মাঃ সম্যক্ শ্রদ্ধয়া যঃ সমাচারস্তস্মিন্ প্রবণাঃ ॥ ১১ ॥ চাতুর্ধর্ম-
ব্যবহাফলমাহ যথেষ্টেতি দ্বাভ্যাম্ । যথেষ্টয়া আবাসঃ গিরিকন্দরাদি
স্থানং, তস্মিন্ নিরতাঃ । যতঃ সর্কবাধাভিঃ শীতোষ্ণাদিপীড়াভির্কি-
র্জিতাঃ । শুদ্ধাঃ সৎকুলীনাঃ ॥ ১২ ॥ তামাং শুদ্ধং জ্ঞানং ভবতি
যেন জ্ঞানেন তৎপদং প্রপশ্যন্তি ॥ ১৩ ॥ তদেবং ধর্মানুষ্ঠানফলম্
উক্তম্ । ইদানীং কালবশেন তদ্ বৈকল্যাৎ প্রাণিনামনিষ্টপ্রাপ্তি-
মাহ, তত ইত্যাদিনা । ততঃ ত্রেতায়ুগে কিঞ্চিদতিক্রান্তে সতি স
প্রসিদ্ধঃ কালায়কো যোহসৌ হরেরংশঃ কথিতঃ সঃ অঘং ‘পাপং
রাগাদিকং বিষয়াভিলাষদ্বেষমাৎর্যাদিকম্ অসাধকং পুরুষার্থপ্রতি-
বন্ধকং তাসু প্রজাসু পাতয়তি প্রতিক্ষিপতি ইতি দ্বয়োবচনং ।
কপংভূতং, ঘোরং বহুদুঃখপ্রদম্ অস্পোষসারবৎ অত্যস্পৃশ্বদং
যদ্বা অত্যস্পবলং উৎপত্তিসময়ং এব ধৃতিমতা পুংসা জেতুং
শক্যম্ ॥ ১৪ ॥ অনন্তরং তু অধর্মস্য বীজভূতং তত্র হেতুস্তমোহভিনি-
বেশঃ লোভশূক্ষ্মা তয়োঃ সমুদ্ভবো বস্মাৎ তৎ ॥ ১৫ ॥ অতঃ কিম্
ইত্যত আহ তত ইতি । মহজা স্বাভাবিকী সা সিদ্ধিঃ সর্কবাধাবিব-
র্জিতা ইতি অত্র উক্তা ক্ষুৎপিপাসাদি-দ্বন্দ্বজয়লক্ষণা নাতিব জায়তে ।
রসোল্লাসাদয়ঃ সিদ্ধয়ঃ স্কান্দাদিপ্রোক্তাঃ “রসস্য স্বত এবাস্তরু-

* অতো ধর্মাদিকারিহাৎ মানুষ্যাং স্তোতি, সর্গাপবর্গাবিতি । মানুষ্যাৎ মানুষ্যাৎ প্রাপ-
অতিরুচিরং স্থানম্ উপাসনানুষ্ঠানকামনাবিশয়ং সত্যলোকাদ্যপি মানুষ্যা এব যাস্তীতি
মানুষ্যস্ততিঃ । ইতি রত্নগর্ভঃ । ১০ ।

ল্লাসঃ স্যাৎ কৃতে যুগে । রসোল্লাসাত্মা সা সিদ্ধিঃ তয়া হস্তি কুধং
 নরঃ । ক্রিয়াদি নিরপেক্ষেণ সদা তৃপ্তাঃ প্রজাস্তদা । দ্বিতীয়া সিদ্ধি-
 রুদ্ভিক্টা সা তৃপ্তিমুনিমত্তমৈঃ । অধমোত্তমত্বং নাস্ত্যাসাং সা তৃতীয়া-
 ভিধীয়তে ॥ চতুর্থী তুল্যতা তাসামায়ুষঃ স্মখরূপয়োঃ । একান্ত্য-
 বলবাহুল্যং বিশোকা নাম পঞ্চমী । পরমাত্মপরত্বেন তপোধ্যানাদি-
 নিষ্ঠতা । ষষ্ঠী নিকামচারিত্বং সপ্তমী সিদ্ধিরুচ্যতে । অষ্টমী চ তথা
 প্রোক্তা যত্র কচন শায়িতা, ইতি ॥ ১৬ ॥ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বৈরভিভবাৎ
 দুঃখৈঃ আৰ্ত্তাঃ পীড়িতাঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ চৌরাদিতয়পরিহারার্থং দুর্গাণি
 শীতাদিপ্রতীকারার্থঞ্চ গৃহাণি জীবিকাদ্যর্থঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি
 চক্রুরিত্যাহ । ততো দুর্গাণি ইত্যাদিনা । কৃত্রিমং পরিখাদ্যাহতং
 প্রাকারাদি । পুরাদীনাং লক্ষণং ভৃগুশ্লোকম্ “স্থপাবাসঃ পুরী প্রোক্তা
 বিশাং পুরমপীষ্যতে । একতো যত্র ভু গ্রামো নগরঞ্চৈকতঃ স্থিতম্ ।
 মিশ্রং ভু খরুটং নাম নদীগিরিসমাশ্রয়ম্ । বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ
 যত্র চৈব বসন্তি তে । স ভু গ্রাম ইতি প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং বাস এব চ ।
 পণ্যক্রয়াদিনিপুণৈর্গোতুর্লগ্নজনির্যুতম্ । অনেকজাতিসম্বন্ধং নৈক-
 শিপ্পিসমাকুলম্ । সর্গদৈবতসম্বন্ধং নগরস্তুভিধীয়তঃ, ইতি ॥ ১৮ ॥
 গৃহাণি চ বিশ্বকর্ম্মোক্তানি “ধ্রুবং ধনাং জয়ং কান্তং বিপুলং বিজয়ং
 তথা । স্পপঞ্চং সুযুখং নন্দং নিধনঞ্চ মনোরমম্,” ইত্যাদীনি যথান্যায়ং
 অর্থনিমিত্তাদ্যানুসারেণ যথা বাস্তবশাস্ত্রম্ ॥ ১৯ ॥ বার্ত্তোপায়ং জীব-
 কাসাধনং কৃষাদি, হস্তসিদ্ধিং হস্তাত্মাং সাধ্যাং সিদ্ধিং ভূতিম্ ।
 তান্ এবাহ কর্ম্মজাং তৎ তৎ কর্ম্মনিমিত্তাম্ ॥ ২০ ॥ তত্র কৃষিকলং
 প্রপঞ্চয়তি, ব্রীহয়শ্চেতি সার্কঙ্কাত্যাম্ । অণবঃ কুদ্রশালয়ঃ । প্রিয়ঙ্গু-
 সদৃশং ভূগধান্যম্ । প্রিয়ঙ্গবঃ কঙ্কবঃ । উদারী দীর্ঘনালাঃ । কোরদূষাঃ
 কোদ্রবাঃ । চীর্ণকা অগুতুল্যাঃ ॥ ২১ ॥ নিষ্পাবা শিষাঃ । আটক্যাস্তবর্ষাঃ
 শণা গোণ্যুপাদানত্বচঃ । ইত্যেতা গ্রাম্যাণাং কৃষিসাধনাং জাতয়ঃ
 সপ্তদশ ॥ ২২ ॥ তাসু ব্রীহাদ্যাঃ শ্যামাকান্তা একোনদশ যজ্জিয়াঃ
 যজ্জসাপনভূতাঃ । আরণ্যা নীবারাদ্যাঃ পঞ্চ যজ্জসাপনভূতাঃ । অথবা
 শাখমাকা অপ্যারণ্যা এব ভূগধান্যরূপত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ নীবারা আরণ্যা
 ব্রীহয়ঃ । জার্ত্তলাঃ আরণ্যাস্তিলাঃ । গবেধুকাঃ কুম্বস্তদৃশবীজাঃ ।

বেণুযবাঃ বেণুবীজানি, মৰ্কটকাঃ আরণ্যাঃ শ্রিয়ঙ্গবঃ ॥ ২৫ ॥ এতাশ্চতু-
 র্দশ যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে স্মৃতা ইত্যম্বয়ঃ । যজ্ঞাশ্চ আসাম্ ওষধীনাং হেতুঃ
 বৃষ্টিদ্বারেণ ॥ ২৬ ॥ প্রজানাং পরং কারণং বৃদ্ধিহেতুত্বাৎ । পরাপর-
 বিদো, যজ্ঞাঃ কারণং প্রজাস্তু কার্য্যম্ ইত্যেবং বিদঃ ॥ ২৭ ॥ অহনা-
 হনি পঞ্চ মহাযজ্ঞানাম্ অনুষ্ঠানং গৃহস্থানাম্ প্রতাহং ক্রিয়মাণস্য
 পঞ্চসূনালক্ষণস্য পাপস্য শাস্তিদং নাশকম্ ॥ ২৮ ॥ তদেবং ব্রহ্ম-
 ন্যষ্টানাং যজ্ঞাঙ্গভূতানাং ওষধীনাং কৃষ্যাদিপ্রস্তুত্যা প্রবাহনিত্যঙ্গ-
 মুক্তম্ । যজ্ঞানাঞ্চ দুষ্টাদুষ্টলক্ষণং মহৎ ফলম্ উক্তম্ । তথাপি
 তেষাং কৈশ্চিদনুষ্ঠানে পূৰ্ব্বোপক্ষিপ্তমেব রাগাদিকং কারণমাহ,
 যেষাং তু ইতি ত্রিভিঃ । তে যজ্ঞেষু মানসং ন চক্ৰুঃ ॥ ২৯ ॥ যজ্ঞানাং
 ব্যাসৈধকারিণঃ প্রতিহস্তারঃ ॥ ৩০ ॥ অতএব প্রবৃদ্ধিমাগোচ্ছেদ-
 কারিণঃ । যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবৈরবৰ্ষণাদ্ অম্নাতাবেন প্রজারুদ্ধের-
 সিক্কেঃ ॥ ৩১ ॥ তদেবং প্রজাঃ স্মৃতা তাসাং বার্তায়াং কৃষ্যাদিনা
 সিজ্ঞায়াং সত্যাং যথাগুণং সন্তোজেকাদ্যানুসারেণ ব্রাহ্মণাদীনাং
 বৰ্ণনাং গৃহস্থাদ্যাশ্রমাণাঞ্চ মৰ্যাদাধৰ্ম্মব্যবস্থাং যথাস্থানং তৎ
 তৎ স্বধৰ্ম্মাবস্থানানুসারেণ লোকব্যবস্থাঞ্চ কৃতবান্ ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
 তদেবাহ বৰ্ণনাং ইতি যাবৎ সমাপ্তিঃ ॥ ৩৩ ॥ ক্রিয়াবতাং নিত্য-
 নৈমিত্তিকান্নিহোত্রাণি অনুষ্ঠাতৃণাং প্রাজাপত্যং স্থানং পিতৃলোকঃ ।
 “কৰ্ম্মণা পিতৃলোকঃ”, ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৪ ॥ মারুতং স্থানং দেব-
 লোকঃ ॥ ৩৫ ॥ গুরুবাসিনাং নৈমিত্তিকব্রহ্মচারিণাং জনলোকম্ ॥ ৩৬ ॥
 বনৌকমাং বানপ্রস্থানাং তপোলোকম্ । ব্রাহ্মণাদীনাং বিশেষং বক্তুং
 গৃহস্থানাং পূৰ্ব্বোক্তমেব স্থানং অনুবদতি প্রাজাপত্যম্ ইতি । সম্ভা-
 সিনাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতং সত্যলোকস্থানম্ । “সম্ভাসাদ্ ব্রহ্মণঃ স্থানম্”,
 ইতি বচনাৎ ॥ ৩৭ ॥ যোগিনাং জ্ঞানিনাম্ । তদেব স্পষ্টয়তি একান্তিন
 ইতি ॥ ৩৮ ॥ ভগবদুপাসকানামপি ক্রমম্ উক্তা তদেব স্থানম্ ইত্যংশ-
 য়েনাহ গন্তা গন্তেতি ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ “স্বধৰ্ম্মত্যাগিনশ্চ যে তেষামপি বা ॥ ৪১ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াম্ প্রথমাংশে

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।



অথ যৌনসৃষ্টিং বক্ষ্যন্ পূর্বোক্তায়াং মানসশরীরসৃষ্টৌ কঞ্চিদ-
 বিশেষং বক্তুং মাহ তত ইতি ত্রিভিঃ । আগন্তুকবিশেষযোক্তেঃ তত ইতি
 অপূর্বসৃষ্টিবৎ প্রস্তাবঃ । তত্রৈবং শঙ্ক্যতে, ননু মনসা সংকল্পমাত্রেন
 ভূতোপাদানং বিনা ভৌতিকানাং দেহানাং কথং জন্ম কথং বা
 জড়ং শরীরং চেতনানাং জন্ম ইতি তত্রাহ, তৎশরীরেতি তস্য
 ব্রহ্মণঃ শরীরং সমুৎপত্তেঃ কার্যোদ্দেহৈঃ কারণৈঃ ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সহ
 মনসা নিমিস্তভূতেন মানস্যাঃ প্রজা জজ্ঞিরে ব্রহ্মশরীরস্থভূতানি এব
 তদদেহানাম্ অপাদানকারণম্ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ তথা ধীমতঃ চেতনস্য
 সমষ্টিজীবস্য তস্য ব্রহ্মণো জড়ভোহপি গাত্রৈভ্য উৎপদ্যমা-
 নৈর্দ্দেহৈঃ তৎসংকল্পমাত্রাদুদ্বুদ্ধসংস্কারা ব্যক্তিকৈত্রজাঃ সমবর্তন্ত
 জাবিভূতা ইত্যর্থঃ । তান্ এবাহ তে সর্কে ইতি ॥ ২ ॥ ৩ ॥ যৌনসৃষ্টেঃ
 প্রয়োজনমাহ যদাস্যেতি । ন ব্যবর্জন্ত পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ বুদ্ধিং ন
 প্রাপ্তাঃ । অথ অন্যান্ যৌনসৃষ্টিপ্রবর্তকান্ ভৃগাদীন্ সৃষ্টি-
 বান্ ॥ ৪ ॥ ৫ । আত্মনঃ সদৃশান্ ইতি যদ্ উক্তং তদেব ব্রহ্মসমা-
 খ্যায় দর্শয়তি । নব ব্রহ্মণ ইতি ক্রোধাৎ রুদ্রসৃষ্টিং তত্রৈব মনু-
 সৃষ্টিং বক্তুং ব্রহ্মণঃ ক্রোধে কারণং দর্শয়ম্নাহ সনন্দনাদয় ইতি ॥ ৬ ॥
 আগতজ্ঞানাঃ প্রাপ্তজ্ঞানাঃ পাঠান্তরে অনাগতেহপি অর্থে জ্ঞানং
 যেষাম্ ॥ ৭ ॥ এবং তেষু প্রজাসৃষ্টৌ নিরপেক্ষেষু মহাত্মনঃ সৃষ্টি-
 বিশ্ভারে প্রবৃত্তস্য ব্রহ্মণঃ ক্রোধোহভূৎ ॥ ৮ ॥ তস্য ব্রহ্মণঃ ক্রোধ-
 সমুদ্বৃত্তানাং জ্ঞানানাং মালাভিরতিতো দীপিতং ত্রৈলোক্যম্ অভূদ্
 ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ অর্জীভ্যাং নারী চ নরশ্চ বপুর্নস্য সঃ । অচণ্ডঃ
 অতিক্রোধনঃ । আত্মানং স্ত্রীপুরুষাকারদেহং বিভজ, পৃথক্ কুরু
 ইতি তন্ উক্তা অন্তর্জানং গতঃ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ সৌম্যাসৌম্যঃ ইত্য-
 সৌম্য বিবরণং শাস্তালাইন্তুরূপৈরिति ॥ ১৩ ॥ তত একাদশ বিভাগতঃ
 ক্রোধাংশে নির্গতে সতি সাদ্বিকস্বভাবং পূর্বম্ আত্মনঃ স্বদেহাৎ

সংভূতম্ অতএব “আত্মা বৈ পুত্রনামাসি” ইতি শ্রুতেঃ, আত্মানম্
 এব তৎ মনুং প্রজাপালনার্থম্ অকরোৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ তাৎ স্বদেহা-
 ক্ষত্বতাং নারীং পত্ন্যর্থং জগৃহে তপসা নিধূতকন্মযাম্ ইতি চ দেব
 ইতি চ বিভুরিতি চ সাপিণ্ড্যদোষপরিহারার্থমুক্তম্ ॥ ১৫ ॥ ব্যজা-
 যত প্রসূতাঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ স চ রুচিঃ তাৎ জগ্রাহ । তয়োর্দক্ষিণা-
 সহিতৌ যজ্ঞৌ মিথুনম্ এব পুত্রৌ জজ্ঞে ॥ ১৮ ॥ স্বায়ত্ত্বুবে মনৌ
 তন্মস্বস্তরে যামা ইতি দেবাঃ সমাখ্যাতাঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ তাংসং
 নামানি কথয়ন্ এব বিবাহানাহ শ্রদ্ধা ইত্যাদি পঞ্চভিঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৫ ॥
 ধর্ম্যপত্নীনাং ত্রয়োদশানাং পুত্রানাহ, শ্রদ্ধা ইতি ত্রিভিঃ । চলা
 লক্ষ্মীঃ ॥ ২৬ ॥ ক্রিয়া ত্রিগুণা অতঃ তমোহংশেন দগুং রজোহংশেন
 নয়ং সত্ত্বাংশেন বিনয়ম্ অনৌক্ত্যরূপম্ অহুয়ত । লজ্জা শারীরং
 বিনয়ং, বপুঃ সংজ্ঞাব্যবসায়াত্মকং প্রজজ্ঞে ॥ ২৭ ॥ কীর্ত্তিবংশঃ সংজ্ঞং
 পুত্রম্ অসূয়ত ॥ ২৮ ॥ নন্দা কামস্য ভার্যা । তদেবং ধর্ম্যভার্যাণাং
 বংশা উক্তাঃ । অন্যাসাং দক্ষকন্যানাং পুত্রান্ “দেবৌ ধাতাবিধা-
 তারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরহুয়তঃ, ইত্যাদিনা উত্তরাধায়ত্বে বক্ষ্যতি । তত্র
 তাবদ্ ধর্ম্যবংশোক্তা তৎপ্রতিযোগিতয়া চ বুদ্ধিস্থস্য অধর্ম্যস্য বংশং
 প্রসক্তানু প্রসক্তেন চ নিত্যপ্রলয়াদিকম্ আহ, হিংসা ইত্যাদিনা । ধ-
 র্ম্যধর্মৌ চ ব্রহ্মণঃ পুত্রৌ । “ধর্ম্যঃ স্তনাদ্ দক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
 অধর্ম্যঃ পৃষ্ঠতো যস্মাৎ মৃত্যুলোকভয়ঙ্করঃ, ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ২৯ ॥
 নিকৃতির্কক্ষনং তাভ্যাম্ অহুতনিকৃতিভ্যাং ভয়নরকাখ্যং পুত্রদ্বয়ং
 জজ্ঞে, ॥ ২৯ A ॥ এতয়োস্তু ভয়নরকয়োর্ব্যথাक्रमং মায়া চ বেদনা চ ইতি
 মিথুনদ্বয়সম্পাদকং ভার্য্যাদ্বয়ঞ্চ তাভ্যামেব জজ্ঞে ইত্যর্থঃ । তয়ো-
 র্ময়াবেদনয়োর্মধ্যে মায়া মৃত্যুং জজ্ঞে জনয়ামাস তয়াৎ ইতি
 অর্থসিদ্ধম্ ॥ ৩০ ॥ বেদনা চ দুঃখং অহুতং স্বযোগ্যং সুতং
 রোরবাৎ নরকাৎ জনয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ দুঃখোত্তরা দুঃখোদর্কা
 যতোহধর্ম্যলক্ষণাঃ পাপরূপাঃ । যদ্বা প্রাচীনধর্ম্যজ্ঞাপকাঃ তৎ-
 ফলত্বাৎ এবাং ব্যাধ্যাदीনাম্ । উর্দ্ধ্বরেতসঃ কার্য্যানুৎপাদকাঃ চরম-
 কার্য্যদুঃখভোগাত্মকত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ রৌজাণি তামসানি অতো জগতো
 নিত্যপ্রলয়েহতুতং প্রয়াস্তি ॥ ৩৩ ॥ নিত্যপ্রলয়েহতু প্রসক্তাং নিত্য-

সর্গ-নিত্যস্থিতিহেতুনাং দক্ষ ইতি স্বাত্ম্যাম্ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ননু সম্ভা-
 দীনাং কাদাচিৎকানাং কথং নিত্যস্থিত্যাদিহেতুত্বম্ ইত্যশয়েন পৃচ্ছতি,
 যেয়মিতি । নিত্যাত্মাঃ নিত্যপ্রলয়াঃ ॥ ৩৬ ॥ তৈতৈশ্চঃ দক্ষাদিম-
 ন্নাদিরূপৈর্ভগবান্ এব সর্গাদীনু করোতি, অতো ন উক্তদোষ-
 প্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ । অব্যাহতান্ অবিচ্ছিন্নান্ ॥ ৩৭ ॥ তত্র প্রলয়ঃ
 চতুর্জ্ঞা প্রপঞ্চয়তি নৈমিত্তিক ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৮ ॥ যচ্ছেতে যদা
 শেতে ব্রহ্মনিজানিমিত্তো নৈমিত্তিকঃ । ব্রহ্মাণ্ডং যদা প্রকৃতৌ লয়ঃ
 প্রয়াতি স প্রাকৃতিক ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ জ্ঞানাং পরমাত্মনি যোগিনো
 লয় আত্যন্তিকঃ সর্দৈব দীপস্থানাবৎ সান্ততোন জাতানাং দিবানিশং
 যো বিনাশঃ স নিত্যঃ ॥ ৪০ ॥ ত্রিবিধাং সৃষ্টিম্ আহ, প্রসূতিরिति ।
 মহাপ্রলয়াবসানে প্রকৃতে: সকাশাদ্ যা মহাদিপ্রসূতিঃ সা প্রাকৃতী
 সৃষ্টিঃ । অবাস্তরপ্রলয়াদ্ অনন্তরং যা চরাচরসৃষ্টিঃ সা দৈনন্দিনী ॥ ৪১ ॥
 ভূতানীতি । অম্মদাদিসৃষ্টিপ্রবাহে । নিত্যসর্গ ইত্যর্থঃ আত্যন্তিক-
 প্রলয়বদ্ আত্যন্তিকস্বক্টোরভাবাং সৃষ্টিস্ত্রিবিধৈব ॥ ৪২ ॥ উপসংহ-
 রতি এবমিতি ॥ ৪৩ ॥ তর্হি বিকোঃ সর্গশরীরেষু সর্গদা স্থিতত্বাৎ
 কালভেদেন উৎপত্তাদয়ো ন স্যা: তজ্জাহ সৃষ্টিতি । তথাপি বিষ্ণু-
 শক্তীনাং সদ্ধাদীনাং তত্র তত্র কালভেদেন সঞ্চারান্ নায়াং দোষ
 ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥ যস্মাৎ ত্রিগুণাত্মকবিষ্ণু শক্তিভ্রয়পরিবৃত্ত্যা
 সৃষ্টাদিপ্রবাহো ভবতি অতো গুণাতীতস্য ন পুনস্তৎপ্রবাহপাত
 ইত্যাহ, গুণত্রয়েতি যোহতিযাতি অতিক্রামতি স পরং পদং যাতি
 এব “ন পুনরাবর্ত্ততে” ইতি ক্রতে: ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশার্থায়াং

প্রথমাংশে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

দক্ষণ্যাতুর্জন্মস্য বংশোক্তৌ তৎপ্রতিযোগিতয়া বুদ্ধিশ্চম্যা-
 ধর্মস্য নিত্যপ্রলয়হেতুং তামসং বংশম্ উক্তা ইদানীং তদনুবাদ-
 পূর্বকং প্রস্তুতং দক্ষকন্যাধরমনুবর্তয়িতুং তৎকন্যাপরিণেতুর্নীল-
 লোহিত-রুদ্রস্য সর্গমাহ, কথিত ইতি । যদ্যপি “খ্যাতিঃ সত্যথ-
 সংভূতিঃ” ইত্যুপদেশক্রমেণ খ্যাতেরশ্বয়ঃ প্রথমং বক্তুং যুক্তঃ
 তথাপি তৎকথা অতিবিততত্বাদ্ অনন্তরং বক্ষ্যতে । যদ্বা পূর্বোক্তাৎ
 তামসাদ্ রুদ্রসর্গাদ্ অন্যোহয়ং কুমারসর্গাস্তভূতিঃ সাত্ত্বিকো রুদ্র-
 সর্গঃ, তন্ ইমং শৃণুস্ব ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥ রুদন্ দ্রবংশে প্রাদুরানীদু
 ইতি রুদ্রনামনিরুক্তিঃ । “এবমুক্তান্ত রুদ্রদৃদ্ভবুশ্চ সমন্ততঃ ।
 রোদনাদ্ দ্রবণাচ্চৈব রুদ্রা নাম্নেতি বিশ্রুতা” ইতি বায়ুভূক্তেঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥
 হে দেব ! ত্বং রুদ্রোহসি রোদনাদ্ দ্রাবণাক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ পরমে-
 শ্বরস্যাপি সতো রোদনাদি—শিশুত্বনাট্যং লোকসংগ্রহায় পিহ-
 পারতন্ত্র্য-দ্যোতনার্থম্ । অতএব আশ্চর্য্যত্বাদ্ রোদনাদেন্দ্রিয়নিরু-
 ক্তিহেতুত্বাদ্ রোদনাদিনামোপাধিতেদাদ্ অষ্টানাম্ ইত্যাচ্যতে ॥ ৫ ॥
 অন্যানি সপ্ত নামানি দদৌ ইত্যুক্তং তানি এবাহ, ভবমিতি । তং
 ভবাदिनामानम् উবাচ তস্য ভবাदिनामानि कृतवान् ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
 তদেবাহ চক্রে নামানীতি । রুদ্রভবাदीনাং স্বর্বাदीনি অষ্টস্থানানি ।
 তান্যেব অভিব্যক্তিস্থানত্বাৎ তনবো মূর্তয় উচ্যন্তে । দীক্ষিতো
 ব্রাহ্মণ ইতি স্বধর্ম্যানুষ্ঠাতরি ক্ষেত্রক্ষে পরমাত্মাতিব্যক্তেস্তুমূর্ত্তিত্বম্ ।
 “আত্মা তস্যাষ্টমী মূর্ত্তিঃ শিবস্য পরমাত্মনঃ । ব্যাপিকেতবমূর্ত্তীনাং
 বিশ্বং তস্যাৎ শিবাত্মকম্ । স্থানেষ্বেতেষু যে রুদ্রং ধায়ন্তি প্রথমস্তি
 চ । তেষামষ্টতনুর্দেবো দদাতি পরমং পদম্, ইতি বায়ুভূক্তেঃ । সূর্য্যো
 জলং মহী বায়ুর্ক্ষিরিতি ক্রমো দ্রষ্টব্যঃ । তথা সতি সুপর্জলাদীনাং
 পত্নীনাং - যথাক্রমং সম্বন্ধঃ । বায়োঃ শিবো পত্নী, বহুঃ স্বাহেতি

সিধ্যতি, বক্ষ্যমাণেইপি পুত্রক্রমে বহ্নেঃ স্কন্দঃ পুত্র ইতি উপপৎ-
 স্যতে ; অতো বহ্নীকায়ুরিতি পাঠক্রমো ন বিবক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥
 সূতি-প্রসূতৈঃ পুত্রৈঃ পৌত্রাদিভিষ্চ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ * উক্তস্য রুদ্রসর্গস্য
 প্রস্তুতোপযোগমাহ, এবংপ্রকার ইতি সতীং নাম দক্ষস্য কন্যাং দক্ষ-
 কোপাৎ পিত্রা দক্ষেণ স্বযজ্ঞে রুদ্রবর্জ্জনোদ্ভূতাং অতন্তম্যাঃ সন্ততি-
 ন্নাভূদিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ অনন্যাং ভবৈকনিষ্ঠাম্ ॥ ১২ ॥ শ্রীঃ নারায়ণস্য
 পত্নী যা ত্যাং শ্রিয়ং চাসূয়ত ॥ ১৩ ॥ গ্রন্থঃ স্পষ্টার্থঃ ॥ ১৪ ॥ উক্তরসায়ং
 ভাবঃ । তস্যা উৎপত্তিমন্ত্রে ভবেদ্ অয়ং বিরোধঃ । নিত্যায়া এব
 সর্বগতায়ঃ সর্বাঙ্গিকায়শ্চ বিষ্ণুশক্তেস্তম্যাঃ কার্যাবশেন বিষ্ণো-
 রিব আবির্ভাবমাত্রম্, অতঃ পূর্ষং ভৃগুসুতারূপেণ আবির্ভূতয়া
 দুর্দাসঃশাপেন চ তিরোভূতায়ঃ পুনঃ ক্ষীরাকৌ আবির্ভাবো ন
 বিরূধ্যত ইতি যদ্ এতদাহ, নিতৈব ইত্যাদিনা যাবদ্ উক্তরাধ্যায়-
 সমাপ্তি ॥ ১৫ ॥ লক্ষ্মীনারায়ণয়োঃ সর্বাঙ্গকঙ্কং তথা তথোপাসনার্থং
 প্রপঞ্চয়তি । অর্থো বিষ্ণুরিত্যাди যাবদধ্যায়সমাপ্তি । বাণী অর্থ-
 ভিধায়িকা বাক্ ইয়ং শ্রীঃ । নীতির্দণ্ডনীতিরেষা, শ্রীঃ, নয়ঃ সামাদ্য-
 পায়ঃ । বোধঃ আত্মপ্রকাশঃ, বুদ্ধিস্তদভিব্যঞ্জিকা ধীরুক্তিঃ । ধর্মোহ-
 পূর্ষং, সৎক্রিয়া যাগাদিঃ ॥ ১৬ ॥ ভূধরো গিরিভূপতির্বা । যদৃচ্ছালাটেঃ
 অলং প্রত্যয়ঃ । সন্তোষঃ তথানির্ভতিস্তুষ্টিঃ ॥ ১৭ ॥ ইচ্ছা ধনাদিস্পৃহা,
 কামস্তদুভোগাভিলাষঃ ॥ ১৮ ॥ চিত্তিরিষ্টিকাচয়নম্ ॥ ১৯ ॥ সামস্বরূপী
 'রথস্তরাদি-গানরূপঃ । উদ্-গীতিস্তদ-গানব্যাপারঃ । হতাশনো বাসু-
 দেবঃ, স্বাহা তু লক্ষ্মীঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ দোঃ শ্রীঃ, অবকাশো বিষ্ণুঃ ॥ ২২ ॥
 হৃতির্মুখাদি ধারণং, জগজ্জৈষ্ঠ্য চ লক্ষ্মীঃ, তৎকর্তা বায়ুর্হরিঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥
 ধূমোর্ণা যমস্য ভাৰ্য্যা । ধনেশ্বরঃ কুবেরঃ, ঋদ্ধিস্তস্য পত্নী ॥ ২৫ ॥

* লোহিতালো মনোজবো বায়ু বিশেষে। বায়োরপত্যং স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ো বহ্নেঃ,
 সর্গঃ সর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আকাশস্য, এবং সন্তানস্বল্পাধিষ্ঠাত্রী দেবো দীক্ষিতস্য ইতি
 রত্নগর্তঃ ॥ ১০ ॥

নৃ'জলং জলধি গোবিন্দ-ইতি পাঠঃ কচিৎ । জলধি, জলধেঃ ষষ্ঠীলোপশ্চান্দসঃ ।
 লক্ষ্মীশ্বরপতিভি ব্যত্যয়েন ক্রীষত্ম ॥ ২৪ ॥ ইতি রত্নগর্তঃ ॥

বরুণস্য ভার্ঘ্যাপি গৌরীসংজ্ঞা ॥ ২৬ ॥ অবষ্টন্তঃ পুরুষকারঃ, শক্তি-
স্তৎসামর্থ্যম্ ॥ ২৭ ॥ জ্যোৎস্না প্রভা, দীপো হরিঃ হরেক্ষিণে-
ষণং সর্কঃ সর্কেশ্বরশ্চতি । ক্রমরূপঃ সংস্থিতঃ, লভায়া আ-
শ্রয়ঃ ॥ ২৮ ॥ বধুর্জায়া, বরঃ পতিঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ইত্যন্ততঃ পুনরু-
পাদিৎস্যা তৃক্ষা, তৎপ্রাপ্যার্থপর্যাপ্তিলোভঃ । রাগঃ কামঃ, রতি-
স্তৎপত্নী ॥ ৩১ ॥ অনয়োরাভ্যাং পরমন্যৎ ন বিদ্যতে ॥ ৩২ ॥

ইতি ত্রিবিম্বুপুরণাটীকায়াম্ স্বপ্রকাশাখ্যায়াম্
প্রথমাংশে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।



তদেবং মৈত্রেয়রুতাক্ষেপপরিহারার্থং সর্কাস্তদ্ব্যপঞ্চনেন বিষ্ণো-
রিব লক্ষ্ম্য। অপি নিত্যভুমুক্তম্, ইদানীম্ আবির্ভাবিতরোভাবাভ্যাং
তদুক্তং বিরোধং পরিহর্তুমাহ ইদঞ্চৈত্যাদিনা পূর্কং ভৃগুমুতা সতী-
ত্যন্তেন গ্রহেন । ভৃগুমুতাপি ত্রির্ঘথা ক্ষীরাকৌ জাতা ইত্যা-
চ্যতে ইদঞ্চ শৃণু । ময়াপি এবমেব সন্ধিহানেন মরীচেঃ সকাশাদ্
এতদ শ্রুতমাসীৎ ॥ ১ ॥ * তত্র প্রথমং ভৃগুমুতায়ঃ সত্যাস্তিরোধানে
কারণং বক্তুমাহ দুর্কাসা ইতি । শঙ্করস্যাংশ ইত্যনেন তস্য শত্রু-
শাপে সামর্থ্যম্ অপরাধাসহিষুভক্ষোক্তম্ । সন্তানো দেবতরুঃ,
তদীয়ানাং পুষ্পাণাং অজং মালাম্ । যস্য। গন্ধেন বাসিতং তদ্বনং
বনচারিণাম্ অতিমেবাম্ অভূৎ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ উন্নস্তব্রতধৃগ্-যোগিনো হি
জড়োন্নস্তপিশাচা ইব বর্তন্তে । তাং অজং তাং বিদ্যাধরবধুং যাচিত-
বান্ ইতি দ্বিক্ষ্মকো যাচীতঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ তাং অজং যুক্তি কৃত্ব।

* ইহ দুর্কাসসঃ শাপাং তিরোধানং শ্রিয়ন্ততঃ ।

হরেঃ স্তুত্যািকিমথনাং ত্রিরো জন্মাদি বর্ণ্যতে । ১ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

মেদিনীং পরিব্রাজ ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥ ঐরাবতযুর্দ্ধনি ন্যস্তা সা চ
কৈলাসশিখরে জাহ্নবী ইব ররাজ ॥ ৯ ॥ মদেন অন্ধকারিতে সঞ্জা-
তাক্ষকাবে অক্ষিণী যস্য অসৌ করেণ আযায় ইতি করিণঃ করসৈব
যাণ্ডাৎ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ অতিস্তল্লোহসি গর্জিতোহসি শ্রিয়ো ধাম
লক্ষ্ম্যা নিবাসভূতাম্ ॥ ১২ ॥ তে ত্বয়া হর্ষণে উৎফুল্লৌ বিকসিতৌ
কপোলৌ যস্য তথাভূতেন সতা ত্বয়া ॥ ১৩ ॥ ত্রৈলোক্যত্রীস্তব
ত্রৈলোক্যস্বৰ্য্যং বিনাশম্, অতো ম'লাবহমানাকরণদোষাৎ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥
গজেন ক্ষিপ্তায়া উপেক্ষিতত্বাদ্ ভবতা এব ক্ষিপ্তা ইত্যুক্তম্ । তস্মান্-
মালায়া ধরণীতলে প্রক্ষেপদোষাৎ । ত্বদীয়ং ত্রৈলোক্যং প্রনষ্ট-
লক্ষ্মীকং দারিদ্র্যাভিভূতং ভবিষ্যতি ইতি দ্বিতীয়ঃ শাপঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥
অকল্মষং সাপরাধশাপে দোষাভাবাৎ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ অন্যে তে
মুনয়ঃ যে দয়ালবঃ । অহং তু ন তথা ॥ ২০ ॥ তদেবাহ, গৌতমা-
দিভিঃ স্বভার্য্যাধৰ্ঘণাদ্যপরাধেহপি ত্বয়ি দাক্ষিণ্যেন অনুগ্রহপটৈঃ মুখা
ব্রূথৈব গর্জং প্রাপিতৌহসি, অক্ষান্তৌ এব সারস্তপোবলং, তদেব
সর্গস্বং যস্য তং মাম্ ॥ ২১ ॥ * উচ্চৈরুচ্চকৈঃ স্তবদ্বিঃ, যদ্বা উচ্চকৈরু-
চ্চকৈঃ শিরোভিরুচ্চাসনোপবিষ্টম্য তব স্তোত্রং কুর্দন্তিরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
এবং সতি । জলজ্জটৈতি, সম যুখং নিরীক্ষ্য যো ভয়ং ন গতঃ স কঃ
ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ বিড়ম্বনাম্ অবহাসম্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ অপুষ্প-
স্তং নষ্টপ্রায়ম্ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ নিঃসত্ত্বাঃ ধৈর্য্যশূন্যাঃ । অতো লোভা-
দিভিঃ উপহতেন্দ্রিয়াঃ অতঃ স্বপ্নেহপ্যর্থো মাতিলাষাঃ ॥ ২৮ ॥
এতদেব স্পষ্টয়তি যত ইতি । যতো যত্র সত্বং ধৈর্য্যং তত্র লক্ষ্মীঃ ।
সত্বং ভূতানুসারি লক্ষ্ম্যাঃ এবানুসারি লক্ষ্ম্যা এবানুবর্তি এবং
ধৈর্য্যালক্ষ্ম্যাঃ পরস্পরাবিনাভূতত্বাৎ, ত্রিনিবৃত্ত্যা সত্বনিবৃত্তির্মাহ,

কিঞ্চ, অতো দ্বিজমাত্রাদৃশ্যজ্ঞানং মানিমা অমররাজোহমিত্যভিমানবতা
ভবতা সম অবমানং কৃতম্, ॥ ২৫ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

* তদেবাহ গৌতমাদিভিরনৈশ্চ মুখা রথা গর্জম্ আপাদিতৌ লভিতঃ । গৌত-
মো হি স্বভার্য্যায়া অহল্যায়া ধৰ্ঘকং স্বাং সর্বাঙ্গতণোভব ইতি শঙ্কবান । স্বং প্রসাদিতঃ
স এব সর্বাঙ্গমেতৎ চকার । সৈবং কারুণিক স্বং মম ইতি ভাবঃ । অক্ষান্তিরশঙ্কিতা,
সৈব সারং তপোবলং তদেব সর্গস্বং যস্য ভম্, ॥ ২১ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

নিঃশ্রীকণামিতি । তেন সত্বেন বিনা শৃণাঃ ঔদার্যাসম্ভাষ-
ক্ষমাশীলাদয়ঃ কুতঃ ॥ ২৯ ॥ ততোহনর্থপরম্পরামাহ বলেতি ।
লক্ষণীয়ঃ অভিভাব্যঃ ॥ ৩০ ॥ প্রথিতঃ প্রথ্যাতঃ পুমান্ লক্ষিতঃ
অবজ্ঞাতঃ সন্ অপরম্পরমতিঃ নষ্টপ্রজ্ঞো ভবতি ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ রণং
যুদ্ধম্ ইক্ষাপরাধেন ত্রৈলোক্যস্য নিঃশ্রীকৃত্ব প্রাপ্তম্ অতত্রৈলোকা-
স্তবর্তিতয়া প্রাপ্নুবদপি তদ্ বিপক্ষেষু দৈত্যেষু দেবেষু ইব নাতি-
প্রভূতম্ ইতি দৈত্যানাং জয়ঃ সঙ্গচ্ছতে ॥ ৩৩ ॥ হতাশনপুরোগমা
ইতি অগ্নেদূতত্বাৎ পুরোগমত্বম্ “অগ্নির্দেয়ানাং দূত আসীদ্” ইতি
শ্রুতঃ ॥ ৩৪ ॥ জগদুৎপত্ত্যাदीনাং হেতুম্ । স্বয়ম্ অহেতুম্ স্বত
এব নিত্যসিদ্ধম্ ॥ ৩৫ ॥ অজয়োঃ কার্যভূতয়োঃ ইতি জন্মরহিতয়ো-
রপি তয়োঃ সর্গাভিযুক্তকরণেন কার্যত্বম্ ॥ ৩৬ ॥ উক্তরদিগবস্থিতং
তীরং পরং কূলমিতি বা ॥ ৩৭ ॥ ইষ্টাভিঃ পূজিতাভিঃ অপেক্ষি-
তার্থদ্যোতিকাভিরিতি বা পরাপরাণাম্ উৎকৃষ্টনিকৃষ্টানাং সর্ব-
জীবানাং পতিম্ ॥ ৩৮ ॥ নমান ইত্যন্তরল্লোকেহপি সম্বন্ধঃ । সর্বং
সর্ব-স্বরূপং সর্বসাম্যরূপং । লোকে যে ধামধরাঃ প্রভাববন্তস্তেষাম্
আধারম্ ইক্ষাদীনাং প্রভাবো যদাশ্রয় ইত্যর্থঃ । অভেদিনং নির্ভেদম্ ;
অপ্রকাশং স্বব্যতিরিক্তপ্রকাশশূন্যম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ যত্র সর্ব-
গিত্যাদি যৎ শব্দানাং স আদ্যঃ পুমান্ প্রসীদতু ইতি তৃতীয়েন
অন্বয়ঃ । পরাণাম্ অর্থাদীনাংপি যঃ পরঃ পুরুষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ,
“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থ্য অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ । মনসস্ত পরা বুদ্ধির্বুদ্ধে-
রাত্মা মহান্ পরঃ । মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ”
ইতি ॥ ৪১ ॥ তস্মাৎ পরম্বাদ্ অব্যক্তপ্রেরকাৎ কারণাত্মনঃ পুরুষাদপি
যঃ পরমাত্মৈব স্বরূপধৃক্ মূর্ত্তিধারী অতএব যোগিভিশ্চিস্ত্যতে যোহ-
সৌ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ কলাকাক্তানিমেষাদি-কাল এব সূত্রবৎ সূত্রং,
জগৎচেষ্টানিয়ামকত্বাৎ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্য শক্তিলক্ষ্মীর্ন
বর্ত্ততে স্বরূপাভিন্নত্বাৎ নিষ্ঠৈব সা কালাদীনা ন ভবতীত্যর্থঃ ।
অতএব তস্য স্বরূপাভেদাৎ শুদ্ধস্য ইত্যুক্তম্ ॥ ৪৪ ॥ ননু যদি
লক্ষ্মীস্তৎস্বরূপাভিন্না কথং তর্হি লক্ষ্মীঃ - পতিরুচ্যতে, তত্রাহ,
প্রোচ্যত ইতি । পরা চাসৌ বা চ লক্ষ্মীঃ তস্য ঈশঃ পরমেশো যঃ

শুদ্ধঃ কেবলোহপি উপচারতো ভেদবিশক্ষয়া প্রোচ্যতে । দ্বিতীয়ে
 যৎ শব্দঃ প্রসিদ্ধো ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ পূর্বলোকার্থং প্রাপঞ্চয়তি কার্য-
 কার্যস্যোতি দ্ব্যভ্যাসম্ । প্রকৃতিকার্যস্য মহতো যৎ কার্যমহঙ্কারাখ্যং,
 তস্য কার্যং ভূতসূক্ষ্মবর্গঃ । তস্যাপি কার্যং মহাভূতবর্গঃ । তৎকার্যং
 ব্রহ্মাণ্ডম্ । তস্য কার্যভূতো ব্রহ্মদক্ষাদিবর্গঃ ততশ্চ তৎপুত্রপৌত্রাদি-
 প্রবাহভূতো যঃ স্বয়মেব, তৎ প্রণতাঃ ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ তথা কারণম্
 অর্কাক্ষয়ৈব্রহ্মাদি, তস্য কারণং ব্রহ্মাণ্ডম্, তস্য কারণং মহা-
 ভূতানি, তৎকারণং ভূতসূক্ষ্মানি, তৎকারণানাম্ অহঙ্কারমহৎ-
 সূত্রাণাং হেতুং প্রধানভূতং প্রণতাঃ স্ম ইত্যর্থঃ ॥ প্রকৃতেষু ণকোভাৎ
 প্রথমং ক্রিয়াশক্তিসূত্রম্ উৎপদ্যতে । ততো জ্ঞানশক্তি মহত্ত্বং
 ততোহহঙ্কার ইতি প্রক্রিয়ায়াং তৎকারণানাম্ ইত্যনেন বহুবচনা-
 স্তেন অহঙ্কারমহৎসূত্রাণাং গ্রহণম্ । তদুক্তং “মত্বং রজস্তম ইতি ত্রি-
 দেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্” ইতি । যদ্বা প্রকৃত্যা
 সহ তৎকারণানানী ইতি বহুত্বসম্পাদ্য-তদ্ব্যভূতং প্রকৃতিপ্রেৱকম্
 জৈশ্বরং প্রণতাঃ স্ম ইতি যোজনীয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ বিশুদ্ধং বোধনং
 শুদ্ধং জ্ঞানং, বৃত্তিজ্ঞানং ব্যাবর্তয়ন্ শুদ্ধত্বং দর্শয়তি, অব্যক্তং ব্যক্তং
 বিষয়ঃ তদ্ রহিতম্ অধিকারধেতি । তদুপপাদয়তি, নিতাম্ ইত্যা-
 দিনা । অক্ষয়মনাধারং তদ্ বিধোঃ পরমং পদং প্রণমাম ইত্যুক্তরেণ
 অম্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ যস্য অচিন্ত্যানস্তশক্তেরযুতাংশাংশো মায়াশক্তি-
 লেশঃ তস্যাত্মশো রজোমুগন্তস্মিন্ ইয়ং বিশ্বরচনাশক্তিঃ স্থিতা তৎ
 প্রণমাম ইত্যস্য উত্তরলোকোক্তয়েহপি অনুসঙ্গঃ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ পুণ্যপাপ-
 ক্ষয়ে তৎপ্রতিবন্ধাপগমে প্রণবে স্থিতং মহাবাক্যার্থবিষয়ত্বাৎ
 তস্য ॥ ৫৪ ॥ অভূতপূর্বস্য ন ভূতঃ কশ্চিদপি পূর্বো যস্মাৎ । অনা-
 দেৱিত্যর্থঃ ॥ “বশ্মিরজাতঃ পরোহন্যোহস্তি য আকিঞ্চন ভুবনানি
 বিশ্বা, ইতি শ্রুতে: ॥ ৫৫ ॥ তদেবং স্তত্বা প্রার্থয়তে সর্বেষশেতি ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥
 জগদ্ধাম জগতঃ প্রকাশকম্ আশ্রয়ভূতমিতি বা ॥ ৫৮ * ৫ ॥ ৬১ ॥

* তেবাসাং ব্রহ্মণশ্চ ইতি পুটীকাক্তাসাং বচনামন্তে ॥ ৫২ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

৫ আদ্যঃ অভূতপূর্বস্যাপি পূর্বজঃ, বস্তুভোঃবিশেষণম্ ॥ ৫০ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

* প্রণতানাং প্রসীদ ইত্যুক্তা । তানেনবাহঃ । এব ব্রহ্মেতি
 ত্রিভিঃ ॥ ৬২ ॥ † ৬৫ ॥ অগুরুং রূপসংস্থানং দৈহিকঃ সন্নিবেশো যস্য
 তম্ ॥ ৬৬ ॥ পূৰ্ব্বং প্রণতা অপি ভক্তা পুনঃ প্রণতীতুংবুঃ ॥ ৬৭ ‡ ॥
 অবিশেষঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা স্বঃ, ব্রহ্মাদিরূপশ্চ স্বঃসেব ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥
 ভেজসা প্রভাবাদিনা নোহস্মান্ আপ্যায়স্ব সংবর্জ্য । আর্তিঃ
 শক্রপীড়া, অস্থখং দুঃখম্ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ স্বশক্ত্যা লক্ষ্যা ॥ ৭৪ ॥
 ভগবান্ ইদমাহ ইত্যাদেৰ্ভাগবতোক্তোহতিপ্রায়ঃ । তদুক্তম্
 “এক এবেশ্বরস্তস্মিন্ সুরকার্যো সুরেশ্বরঃ । বিহৰ্ত্তৃকামস্তানাহ
 সয়দ্রোহ্মণনাদিভিঃ” ইতি ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ কীরাকৌ ক্ষিপ্তেতি
 শেষঃ । নেত্রং মহনরজ্জুম্ ॥ ৭৭ ॥ অমৃতং মথাতং মথনেন
 অমৃতম্ উৎপাদ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥ সামপূৰ্ব্বম্ উপপত্তিপূৰ্ব্বকং সা-
 মান্যং সমানং যৎ ফলং তস্য ভোক্তারো যুগল ভবিষ্যৎ ইতি
 বাচ্যঃ ॥ ৭৯ ॥ তহি তেহপি তথা ভবিষ্যন্তীতি শঙ্কমানান্
 প্রত্যাহি তথা চেতি । ভো দেবাহ ! তে যুগলদ্বয়ঃ কেবলং ক্লেশতা-
 গিনো যথা ভবিষ্যন্তি তথা করিষ্যামি ॥ ৮০ ॥ অমৃতেহমৃতার্থম্ ॥ ৮১ ॥
 শরদভ্রসোব অমলা দ্বিট দীপ্তিৰ্যস্য তস্মিন্ ॥ ৮২ ॥ অমৃতং মণিতুম্
 আরকাঃ । কর্তরি ক্তঃ আরকবস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥ ৮৫ ৭ ॥ যেন অমুরাগাং
 দুঃসহো বাক্করুৎপাদিতঃ । তেনৈব বাহুকেৰ্ম্ম খদিঃখাসবায়ুনা অন্ত-
 বলাহটৈঃ ক্ষিপ্তেৰ্ম্মেটৈঃ ॥ ৮৬ ॥ সহায়ে ময়ি অবস্থিত ইতি যদুক্তং
 তৎসাহায্যমাহ কীরোদমধ্য ইতি চতুৰ্ভিঃ ॥ ৮৭ ॥ ৯০ ॥ হবিষঃ
 কীরদধ্যাদেৰ্ধাম আশ্রয়ভূতা ॥ ৯১ ॥ ব্যাক্ষিপ্তচেতসঃ তল্লোভাক্ষুট-

• সর্কেবাং দোহ দর্শনম্ ইত্যুক্ত সর্কেবাং দেহি মো বরম্ ইতি বসীরঃ পঠতি ॥ ৬১ ॥

† দেবেজসা পশ্চাৎনিবেশোপরাধিবাং । রত্নগর্ভঃ ॥ ৬৩ ॥

‡ নংকোক্তেণ স্বভাবপ্রকৃত্য ভূমিতানি নিশ্চলানি উল্লানানি যেষাম্ তে ।
 রত্নগর্ভঃ ॥ ৬৭ ॥

§ দুর্কাসসঃ শাপং পরিহৰ্ত্তুং শক্তোহপি ব্রহ্মণ্যতমঃ দুর্কাসনো ভীতবদ উদীরমুপ-
 দিশতি আদীয়েতি । রত্নগর্ভঃ ॥ ৭৭ ॥

¶ বহিরন্তং বলাহটৈকরিতি পাঠে পুঙ্খপেণে বহিরন্তং গতঃ । ভগবতঃ হটৈঃ
 বলাহটৈকরিতি সত্বেবং যোজনীয় । রত্নগর্ভঃ ॥ ৮৫ ॥

মনসঃ ॥ ৯২ ॥ বাক্ষণী মদিরাধিত্রী দেবী ॥ ৯৩ ॥ সন্দরভ্রমণেন কৃত্তা
 অমৃতসাম্ আবর্ত্তা যম্মিন্, তস্মাৎ ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥ বিষঞ্চ মহেশ্বরো জগৃহে ।
 তৎশেষঞ্চ নাগা জগৃহঃ । তদুক্তং “প্রক্ষন্নং পিবতঃ পাণেৰ্যৎকিঞ্চিৎ
 জগৃহঃ স্য তৎ । রুচিকাহিবিবৌষধ্যো দন্দশূকান্চ যে পরে ॥”
 ইতি ॥ ৯৬ ॥ অমৃতস্য কমণ্ডলুং তেনৈব পূর্ণং বিভ্রং সমুখিতঃ ॥ ৯৭ ॥
 স্বস্থমনসো বভূবুঃ ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥ ত্রীসূক্তেন “হিরণ্যবর্ণাম্” ইতি পঞ্চদশ-
 ক্তেন ॥ ১০০ ॥ * পশ্যতাং সৰ্গদেবানাং তান্ অনাস্ত্বতোত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥
 এসন্নতাঃ স্পষ্টদীপ্তিঃ সন্ শ্বেন বস্মিনা দক্ষিণোত্তরায়ণনিয়মেন ।
 জ্যোতীংশি তারাগ্রহভৌমাদয়ো যথামার্গং বক্রাতিচারং বিনা ॥ ১১২ ॥
 “দূর্যাসঃশাপপাতেন পুনর্যাত্নদ্বিযং তথা । ইত্যভিপ্রায়তঃ শক্র-
 স্তৃষ্টাব শ্রিয়মানতঃ ॥” ১১৫ ॥ নমস্যো নমসি সৰ্গভূতানাং জননীং
 স্ত্রাম্ ॥ ১১৬ ॥ স্ত্বং সিক্তিরণিসাদিঃ । প্রভা দিবসঃ ॥ ১১৭ ॥ যজ্ঞবিদ্যা কৰ্ম-
 বিদ্যা । মহাবিদ্যা বিশ্বরূপাসনা । শূহ্যবিদ্যা তদ্বাচক-ছাদশাক্ষরাদি-
 রহস্যমন্ত্রবিদ্যা । অশ্ববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা । এবং কৰ্মবিদ্যা দিক্রুপেণ বি-
 মুক্তিকলদায়িনী স্ত্রমেব ॥ ১১৮ ॥ কিঞ্চ আশ্রিক্তিকী তর্কবিদ্যা স্ত্রমেব ।
 ত্রয়ী বেদত্রয়ম্ । বার্ত্তা শিষ্পশাস্ত্রাঘ্নেদাদিঃ । দণ্ডনীতিঃ সামাদ্যুপায়-
 প্রতিপাদক-রাজনীতিঃ । এবম্ অণ্যোরপি সৌম্যামৌম্যরূপৈশ্বদীপৈঃ
 এতৎ জগৎ পুরিতম্ ॥ ১১৯ ॥ অতস্তব সৌভাগ্যম্ অত্যাশ্চর্যম্ ইত্যাহ,
 কাভিতি । কং পুনস্তদন্যা গদাভূতে বপুঃধ্যাস্তে ? তদ্বক্ষসি বসতী-
 ত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥ অতস্ত্বদুপেক্ষানুকম্পয়োরীভূশং কলং দৃষ্টমিত্যাহ,
 স্ত্রয়েতি । সমেধিতং সংবর্জিতম্ ॥ ১২১ ॥ তঠৈতৎ চিত্রমিত্যাহ, দারা
 ইতি ত্রিভিঃ ॥ ১২২ ॥ ১২৪ ॥ অতো মা ত্বং নোহস্ম্যাকং কোশাদিকং
 ত্যজেথাঃ । পরিচ্ছদং পরিকরম্ ॥ ১২৫ ॥ ১২৯ ॥ স্ত্রয়া চ পন্নিত্যক্তা-
 নাম্ অনিষ্টং ভবতীত্যাহ, সদ্য ইতি । বৈশ্বণ্যং দোষভ্রমঃ ॥ ১৩০ ॥ অত-
 স্ত্বদ্বৈশ্বণ্বতো ন কোহপি শক্রঃ, কুপ্যৈব কেবলং প্রসীদেতি প্রার্থ-

* গজাখ্যঃ তদপিষ্টাত্রয়ো দেবতাঃ । রত্নগর্ভঃ ॥ ১০১ ॥

বীদে শাসি বিষ্ণুশাসি বিশ্বকর্মা চকার ইত্যমরঃ । রত্নগর্ভঃ ॥ ১০৩ ॥

য়তে ন ত ইতি সেধাসাহপি কিঙ্খা ন শঙ্কেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩১ ॥ হরে !
ইচ্ছ ! ॥ ১৩৩ ॥ প্রকৃতং শ্রিয়োহবতারদ্বয়ং নিগঙ্গয়ন্ প্রসঙ্গাদ-
ন্যানপি তদবতারানাং, ভূগোরিত্যাदि যাবদধ্যায়সমাপ্তি ॥ ১৩৯ ॥
তৎসহায়িনী তদনুদর্শনশীলা ॥ ১৪০ ॥ যদা হরিরাদিত্যো বাস-
নোহভূৎ । ভার্গবো জামদগ্ন্যঃ ॥ ১৪১ ॥ কলহাধারা কলহ আধারো
যস্যাঃ স। কলহোহপি তেষু ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশার্থায়াং
প্রথমাংশে নবমোহধ্যায়ঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।



পুণ্ড্রসর্গাৎ অভূতি ভৃগুস্তুতানুবাদপুৰ্ব্বকমেব ভূগোৰ্বংশঃ কথ্য-
তাম্, অন্যথা। পূৰ্ব্বাপবকথাসম্বন্ধাপ্রতীতেরিত্যর্থঃ ॥ ১* ॥ অতো ভূগোঃ
স্তুতানুবদতি ভূগোরিতি । বিমোঃ পরিগ্রহঃ পত্নী ॥ ২ ॥ তাভ্যাং
ভয়োরায়তি-নিয়েত্যোঃ প্রত্যেকং প্রাণশ্চ যুকগুণেচৈতদম্ উভৌ
দুভৌ জাতাবিত্যন্বয়ঃ । প্রাণস্য পেশিরাজজ্ঞে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ ৪ † ॥
তসৈব পুজাস্তরমাহ প্রাণস্যেতি ॥ ৫ ॥ তদেবং চতুর্বিংশতি-দক্ষ-
কন্যানাং মধ্যে প্রজাদীন্যাং ত্রয়োদশানাং ধর্ম্যভার্য্যাণাং বংশাঃ
কথিতাঃ । অনন্তরঞ্চ খ্যাতিঃ সত্যং সন্তুতিরিত্যাদিষ্টানাম্ একা-
দশানাং ভৃগুস্মরীচ্যাদিভার্য্যাণাং মধ্যে খ্যাত্যাং ভূগোৰ্বংশো নিরু-

* প্রসঙ্গাত্ত্রয়োদশাং নিরুচ্য শ্রীবিষ্ণুসংবৎ । নশমে দক্ষকন্যানাং হৃষ্টিঃ শিষ্টাশু-
বর্ণনং । বঙ্গগর্ভঃ ॥ ১ ॥

† মেবোং সূত্রে আভিনিয়তিচ, ধাতুবিধাত্র্যোর্থাসম্বন্ধং ভাষ্যে । ভয়োরায়তি-
নিয়েত্যোর্থাসম্বন্ধং প্রাণশ্চ যুকগুণেচ ইত্যেব তুভৌ জাতৌ ইত্যন্বয়ঃ । বঙ্গগর্ভঃ ॥ ২ ॥

পিতঃ । সত্যান্দ ভবজ্যোতিষা দৃক্ষকোপাং অপ্রোচ্যাতা এব দেহত্যা-
গোক্ত্যা তস্য বংশো নাভুদিত্যর্থঃ উক্তম্ । অথ ক্রমপ্রাপ্তং মরীচেঃ
সংভূত্যাং জাতং বংশমাহ পত্নী মরীচেরিতি ॥ ৬ ॥ বংশসংকীৰ্ত্তন
ইতি । মরীচেরেব কশ্যাপোহন্যঃ পুত্রঃ, তৎপুত্রা বিবস্বদাদয় ইত্যশ্মি-
মেবাংশে অস্তে বংশকীৰ্ত্তনে বক্ষ্যে । বিবস্বতঃ প্রাক্জদেবাদয়ঃ । প্রাক্-
দেবস্য ইক্ষাকুপ্রমুখা ইত্যাদি তৎতৎপুত্রান্ বিস্তরতো বংশকীৰ্ত্তনে
চতুর্থ্যাংশে বক্ষ্যে । অত্র তু স্বপ্নত্যাং পৌৰ্ণমাসাস্বয়মাত্রযুক্তম্ ই-
ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ তাঃ কন্যা নির্দিশতি মিনীবালীতি ॥ ৮ ॥ * সপ্তর্ষয়ন্তৃতীয়ে
মম্বন্তরে । অভিমানী অগ্ন্যভিমানী দেবঃ, নতু জলনমাত্র রূপঃ “ব্রহ্মণ-
স্তনয়োহগ্রজঃ মুখাদগ্নিরজায়ত” ইতি ঋতে: ॥ ১৪ ॥ উদারৌজসঃ
অতিতেজস্বিনঃ । জলাশিনং সূর্যাস্বত্যাৎ । তথা চ কোষ্মে “নির্ম্মধ্যঃ
পবমানঃ স্যাদ্ বৈদ্যুতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ । যশ্চাসৌ তপতে সূর্যো
অচিরগ্নিরসৌ স্মৃতঃ” ইতি ॥ ১৫ ॥ তেবাং ত্রয়াণাং প্রত্যেকং পঞ্চ-
দশ, পঞ্চচত্বারিংশদ্বিভূতঃ । পিতা ব্রহ্মপুত্র একস্তৎপুত্রত্রয়ং পাব-
কাদি । এবমেকোনপঞ্চাশৎ ॥ ১৭ ॥ অগ্নিস্বাস্তা অনগ্নয়ো জাতাঃ ।
বহির্বদঃ সাগ্নয়ো যজ্ঞানঃ । “যে বা অযজ্ঞানো গৃহমেধিনঃ তে
পিতরৌহগ্নিস্বাস্তাঃ, যে বৈ যজ্ঞানন্তে পিতরৌ বহির্বদঃ” ইতি
ঋতে: ॥ ১৮ ॥ তয়োর্জিবাংহাদিকং ন অভূদ্ ইত্যশয়েন আহ, তে
উভে ইতি ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাধ্যায়ঃ

প্রথমোংশে দশমোহধ্যায়ঃ ।

* তৎপুত্রঃ পুলস্ত্যপুত্রঃ পূৰ্ব্বজগ্নিনি স্বায়জুবে মম্বন্তরে দত্তোলি: সু ইদামীমগন্ত্যঃ
স্মৃতঃ ইত্যমরঃ । ব্রহ্মগর্ভঃ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

কামাদায়ী পুলহত্যাদি । ব্রহ্মগর্ভঃ ॥ ১১ ॥

পাত্ৰোৰ্দ্ধ্ববাহুরিতি নামঘন্যম্ । সঙ্কীর্ত্ত: । ব্রহ্মগর্ভঃ ॥ ১৩ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

মনোঃ কন্যাশ্রয়ঃ প্রোক্তঃ পুত্রবংশোহধুনোচ্যতে । তত্রাধ্যায়-
 শ্রয়েনাহ ধ্রুবস্য চরিতং মহৎ ॥ মনোহো পুত্রো হে চ কন্যে । তত্র কন্যা-
 য়োর্কিংশ উক্তঃ । ইদানীং পুত্রহরণুবাদপূর্ব্বকম্ উস্তানপাদবংশ-
 মাহ, প্রিয়ব্রতেত্যাদিনা ॥ ১ ॥ * তস্য সুরুচিঃ সুনীতিশ্চেতি হে
 ভার্য্যে । তত্র সুরুচ্যাম্ অভীষ্টায়াং প্রেয়স্যাম্ উস্তমো নাম সুতোহ-
 ভূৎ ॥ ২ ॥ † রাজাসনস্থিতস্য পিতুরক্ষম্ উৎসঙ্গম্ আশ্রিতং ভ্রাতরম্
 উস্তমং দৃষ্ট্বা তমক্ষম্ আরোঢ়ুং ধ্রুবো মনোরথং চক্রে ইত্যশ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥
 সুরুচ্যাঃ প্রেয়স্যাঃ প্রত্যক্ষং সমক্ষং তৎপ্রণয়ভঙ্গভয়াদ্ ধ্রুবং
 ন অভ্যনন্দং ॥ ৫ ॥ তৎ ধ্রুবং পিতুরক্ষারোহণেৎস্বকং দৃষ্ট্বা তথা
 স্বপুত্রঞ্চ তদক্ষারুঢ়ং দৃষ্ট্বা সুরুচিরব্রবীৎ ইত্যশ্রয়ঃ ॥ ৬ ॥ সুরুচ্যা
 দুরুক্তিম্ অসহমানো ধ্রুবঃ স্ত্রীজিতং পিতরং বিহায় মাতুঃ সমীপং
 গচ্ছা দুঃখিতায়াস্তম্যা অনুমত্যা পুত্রাৎ নির্গত্যা সপ্তর্ষীগাম্ উপ-
 দেশেন মধুবনে ভগবন্তম্ আরাধ্য সর্কৌস্তমং পদং প্রাপ্ত ইতি
 ক্রমেণ কথয়িষ্যন্ সুরুচ্যা গর্কৌক্তিমাহ, ক্রিয়তে কিমিতি চতুর্ভিঃ ॥ ৭ ॥
 অবিবেকো মন্দমতিঃ ॥ ৮ ॥ এতদ্ রাজাসনং সর্কভূত্যাং সংশ-
 য়স্য চক্রবর্তিনঃ কেতনং স্থানং মৎপুত্রস্যৈব যোগ্যং, ন হি রাজপুত্র-
 তামাত্রলভ্যম্ এতৎ কিন্তু মদগর্ভসম্ভব-সৌভাগ্য-লভ্যম্ ॥ ৯ ॥ অত-
 স্তব অয়মুচ্চৈঃ উৎকৃষ্টৈশ্রম্যামনোরথো বৃথৈব, ইত্যতিগর্কৌক্তিঃ ॥ ১০ ॥
 যন্তে অপরাধাতি অপরাধং করোতি, স তব পিতরমেব অবজানাতি ।
 স চৈবংভূতঃ কঃ ? ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ তস্মিন্ সুরুচ্যা বচসি কথিতে
 সতি স্বাসেন অত্যাঞ্জন ক্রমে জ্ঞানে জ্ঞাপ্তে নেত্রে যম্যাঃ ॥ ১৫ ॥

* একাদশোহতিবালোহপি বাকতুরঃ সুরুচেচ্ছবঃ । নির্গতে সুমিতিঃ সম্যক উপ-
 দিকৌশ্লবর্ণ্যতে ॥ রত্নগর্ভঃ ॥ ১ ॥

† ভস্যাং সুনীত্যাং ধ্রুবো মায় । রত্নগর্ভঃ ॥ ৩ ॥

উদ্বিগ্নঃ কোভঃ * ॥১৭ ॥ এতন্মুদ্রা অববুধ্য শামা উপশমং ভজ ॥১৮ ॥
 সুরুচ্যাং স্তপঃ সুরুচিঃ অতিপ্রীতিম্বনু । মদ্বিধা মাদৃশী তু কে-
 বলং ভাষ্যেতি ঐশ্বাচ্যতে ॥১৯ ॥ † যস্য যাদেব প্রাপ্তং স তেন
 ভুগ্যতি ॥২০ ॥ § মৈত্রো মিত্রধর্ম্য । প্রবণাঃ নিম্নদেশাভিমুখাঃ সত্যঃ
 পাত্রং সমুদয়ং নরম্ ॥২৩ ॥ অম্ব ! হে মাতঃ ! মম প্রাণমায়, নোদ্বিগ-
 ন্তাত কর্তব্য ইত্যাদি সমুদয়লোকীকরূপং বদ্বচঃ প্রাহ ব্রবীষি, তদুভয়ে
 ভাণ্ডে পয় ইব মম হৃদয়ে ন তিষ্ঠতি ॥২৪ ॥ বৃক্ষস্য বৃদ্ধিং প্রাপ্ত-
 স্যাপি ॥২৬ ॥ কিন্তু স্বকর্মণা প্রাপ্তমেব ইচ্ছামি ॥২৮ ॥ পূর্বা-
 গতানু স্মানুপ্রহায় ততঃ পূর্বমেব তত্রাগতানু কৃষাজিনস্ উদ্ভ-
 রীয়ম্ উপরি আস্তরণং যেষাং তেষু বিষ্টরেষু কৃশাসনেষু উপবি-
 ক্তানু ॥৩০ ॥ নির্বেদাৎ দুঃখাৎ প্রাপ্তং জানীত ইত্যর্থঃ ॥৩২ ॥
 • চত্বারঃ পঞ্চ বা অক্ষা যস্য, স চাসৌ সমুদ্রতচ্চ সমাগতৃতঃ সৌকুমা-
 র্যেণ জাতঃ । অম্পবয়াঃ কোমলতরশ্চেত্যর্থঃ ॥৩৩ ॥ চিস্ত্যং কুটুম্বাদি-
 বিষয়ং ভবতঃ কিঞ্চিদে নাস্তি, যতঃ পিতা পুত্রিতে জীবতি । স চ
 ভূপতিঃ ॥৩৪ ॥ অক্ষমা মানভঙ্গাসহনম্ ॥৩৭ ॥ ‡ ক্ষত্রিয়দাদ্যাদ !
 ক্ষত্রিয়পুত্র ! ॥৩৮ ॥ বিষ্ণুঃ কিঞ্চিদ বক্তু মিচ্ছঃ ॥৩৯ ॥ ৪০ ॥
 এতৎ সাহায্যং ক্রিয়তাম্ । সাহায্যপ্রকারমেবাহ সম্যক্ কথ্যতা-
 মिति ॥৪১ ॥ † মনস । যদ্ যদিচ্ছতি, সতালোকাদি, তদপি প্রা-
 প্নোতি । ত্রৈলোক্যাস্তর্গতম্ উদ্ভমং প্রাপ্নোতীতি কিম্ব বক্ত-
 বাম্ ॥৪৮ ॥ কৃষ্ণাধনমেবৈকং পুংসাং সর্দফলপ্রদম্ । সর্কৈ-

• উদ্বিগ্নঃ পবিতাপঃ । রত্নগর্ভঃ ॥ ১৭ ॥

† উদ্ভমো নামতোহর্গতোহপ্যভিপ্রেতঃ । যথা মাতা তথা পুত্র ইত্যুভয়দৃষ্টান্তঃ ।
 রত্নগর্ভঃ ॥ ২০ ॥

§ চেদিতি বা পরার্থঃ । সর্দফলম্ অত্যুন্নয়নশ্রেয়সং প্রদমাতীতিশ্চৈব । যদি
 বা ইত্যত্র যদি চেৎ ইতি বচীয়াঃ পঠন্তি । রত্নগর্ভঃ ॥ ২২ ॥

‡ তেজঃ পরাতিভবসামর্থ্যম্ । অক্ষমা মানভঙ্গাসহনম্ । অক্ষমাগেবাহ, মাতুঃ
 সপত্ন্যা উল্লসাস্য প্রাণং তরোক্তং কৃষ্ণাধনপসর্পতীতি । রত্নগর্ভঃ ॥ ৩৭ ॥

† ক্রবস্য দৃঢ়প্রত্যায়ং কারুণ্যং সর্ব এব প্রকারভেদেন বিষ্ণুতর্কমেবোপদিগন্তি,
 অনাদিধিত্যাদি-সম্বত্তিঃ সৌকৈঃ । রত্নগর্ভঃ ॥ ৪২ ॥

রপ্যেবমেবোক্তে তদুপায়ং বুভুৎসতে । আরাধ্যঃ কথিত ইতি
 স্বাভ্যাম্ * ॥ ৪৯ ॥ ৫১ ॥ বাহ্যার্থানিত্যাদিনা অষ্টাঙ্গযোগসাধ্যচিত্ত-
 সমাধানপূরকং সমুজ্জম উপদিশন্তি । তত্র প্রথমং বাহ্যার্থান্ চিত্তং
 ত্যাজয়েৎ ইতি ত্যাগানুকূলপ্রাথমিকপ্রযত্নবিধানেন যথাহং যম-
 নিয়মাসনপ্রাণায়ামপূরকঃ প্রত্যাহার উক্তঃ । তন্মিন্নেব নিশ্চলং
 কুরুতেতি ধারণোক্তা ॥ ৫২ ॥ এসমেনেব প্রকারেণ একাগ্রচিত্তেন
 ইতি পূর্বোক্তষড়ঙ্গসাধ্যং ধ্যানযুক্তম্ ॥ তথা চ বক্ষ্যতি—‘তদ্রূপপ্রত্য-
 য়ৈবৈক্য সমুতিষ্ঠান্যনিষ্পৃহা । তদধ্যানং প্রথমৈরষ্টৈঃ ষড়্ভিনিষ্পা-
 দাতে হুপ !’ ইতি । তন্ময়েনেতি সমাধিরুক্তঃ । ধৃত্বান্নেতি পুন-
 লয়বিক্ষেপপ্রাপ্তৌ তৎপরিহারায় চিত্তস্থৈর্যো প্রযত্ন উক্তঃ । তদুক্তং
 গীতাস্ম “যতো যতো নিঃসরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ । ততস্ততো
 নিয়ম্যৈতদান্নন্যেব বশং নয়েৎ ॥” ইতি ॥ ৫৩ ॥ হিরণ্যগর্ভে । ব্রহ্মা,
 পুরুষো বিষ্ণুঃ, প্রদীপ্যতে প্রক্ষিপ্যতে প্রকৃতৌ বিশ্বমনেনেতি প্রলয়-
 হেতুঃ শিবঃ প্রধানসংজ্ঞঃ অব্যক্তশেষাং ত্রয়াগাং নিয়ন্তা ত্রিগুণ-
 মায়াশক্তিকারণাত্মা । পাঠান্তরে ব্যক্তং বিশ্বম্ । এতানি রূপানি
 সন্তি যস্য তন্মৈ । এবমৌপাধিকেষু রূপেষু সৎস্বপি শুদ্ধজ্ঞানাত্মকঃ
 স্বভাবোহপ্রচ্যুত এবাস্তি যস্য তন্মৈ । ওঁকারপ্রতিপাদ্যায় বাসুদেবায়
 নম ইতি সম্ভার্থঃ ॥ ৫৪ ॥ †

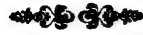
ইতি ত্রিবিম্বুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশার্থায়াং

প্রথমাংশে একাদশোহধ্যায়ঃ ।

* ইহ আরাধিতে পুংস্যাৎ হ্রস্বতৎস্যং হ্রস্বলভিম্ । ইত্যুক্তে মুনিভিঃ সনৈম
 সমুপায়ং বুভুৎসতে ॥ আরাধ্য ইতি স্বাভ্যাম্ । রত্নগর্ভঃ ॥ ৪৯ ॥

† তথা স্বমপীতি । কুলদেবতাসম্রোহিণীত্রিসিদ্ধি ইতি ভাবঃ । রত্নগর্ভঃ ॥ ৫০ ॥

দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।



তস্মাৎ পুরোপবনাৎ নির্জগাম * ॥ ১ ॥ ২ ॥ হরতীতি হরিঃ । সর্ক-
দুঃখহারিণী যদ্বিষয়া মেধা স হরিমেধাঃ । নিতামসিচ্ প্রজ্ঞামেধয়ো-
রিতি সাস্তত্বম্ ॥ ৫ ॥ সন্নীচিমুঠৈর্মন্নীচিপ্রমুঠৈঃ । যথা উদ্ভিষ্টম্
উপদিষ্টম্ । অমন্যত দধৌ ॥ ৬ ॥ সর্কভাবগতঃ সর্কভাবেন বিশ্বক-
পেণ তচ্ছিত্ত্বং গতঃ প্রাপ্তোহিবৎ ॥ ৭ ॥ ততশ্চ তস্য ভারযুদ্বোচুৎ
ভূনাংক্লোদিত্যাহ, মনস্যবস্থিত ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৮ ॥ বামেণ পাদেম
স্থিতে তস্মিন্ অর্ধেন অর্দ্ধং বামভাগতো মেদিনী ননাম অবনতা-
ভুৎ । দক্ষিণেন পাদেন স্থিতে তস্মিন্ ক্ষিতে দ্বিতীয়ং দক্ষিণমর্দ্ধং
নমাম ॥ ৯ ॥ যদা চ পাদাক্ষুণ্ঠেন বহুধাং মধ্যতঃ সংপীড়্য আক্রম্য
স্থিতঃ, তদা সমস্তা বসুধা চ চাল ॥ ১০ ॥ নদ্যাদয়শ্চ ক্ষোভং
প্রাপ্তাঃ ॥ ১১ ॥ ততো দেবৈরনেকধা বিষ্ণু ক্রিয়মাণেহপি তৎসমাধে-
রব্যুত্থানলক্ষণং সতিদার্যম্ আহ, যামা নামেত্যাদিনা । এবং সর্কাস্থ
মায়াম্ভিত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রহেহন ॥ ১২ ॥ কুয়াণ্ডাঃ কেচিদুপ-
দেবাঃ ॥ ১৩ ॥ সাস্ত্রা অশ্রমুগী সতী ॥ ১৪ ॥ শরীরস্য ব্যয়েন দারুণাৎ
তীব্রাদশ্মাৎ তপোনির্জঙ্ঘাৎ নিবর্তস্ব ॥ ১৫ ॥ সপত্নীবচনাৎ ক্রুদ্ধঃ
সন্ মাং তাকুং ন অহঁসীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ যতো মৎপ্রীতিশ্চ ততোষণং
তব পরো ধর্মঃ, অতঃ কালঃ ক্রীড়নকানাত্ তে ইত্যাদি মদুজং ব-
য়োহবস্থানুরূপং ক্রিয়াগাং ক্রমম্ অনুবর্তস্ব, মোহীং দূরাগ্রহং মা অ-
নুবর্তস্ব । ভাবি-মহদুঃখহেতুত্বাৎ অস্মাদকালতপোনির্জঙ্ঘলক্ষণাদু-
অধর্ম্মাৎ নিবর্তস্ব । মৎপ্রীতিপরমম্ ইতি পাঠে মৎপ্রীতিপারম উৎ-
কৃষ্টো যো ভবেৎ তৎ বয়োহবস্থাক্রিয়াক্রমযুক্তং ধর্ম্মমনুবর্তস্বে-
ত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বাট্পরজ্জুতিরাবিলে ক্রিমে বিলোচনে যস্যাস্তাং পশ্যামপি

* ধর্ম্মোক্ত মথুরাং প্রাপ্য হরিতকিমুপেবিশাম্ । অজ্ঞাপনাদৈবাবস্থান স্বভা-
বশমনীকৃত্যম্ । রত্নগর্ভঃ ॥ ১ ॥

উন্মীলিত-নেত্রোহপি ॥ ২২ ॥ শিবাঃ, জ্বালা এব কবলং গ্রাসন্তঃসহি-
তৈর্মুখৈর্নাদঞ্চক্রুঃ * ॥ ২৬ ॥ সিংহোচ্চৈর্মকরাণামিব আননানি যেবাং
তে ॥ ২৮ ॥ † ৩০ ॥ তস্মাৎ যঃ পরাভবঃ অপদাপহারলক্ষণস্তস্মাৎ শক্তি-
তাঃ সন্তঃ ॥ ৩১ ॥ কলালৈশৈঃ এধ্যাভিঃ স্বকলাভিঃ ॥ ৩৪ ॥ ‡ হৃদয়াৎ
শল্যাৎ পরাভবাশঙ্কালক্ষণম্ উদ্ধর উৎপাটয় ॥ ৩৭ ॥ কামগপে-
ক্ষিতমর্থম্ § ॥ ৩৮ ॥ বিগতজ্বরঃ নিঃশঙ্কাঃ ॥ ৩৯ ॥ স্থানি ধিক্ষানি
স্বস্থানানি ॥ ৪০ ॥ যদ যস্মাদাহিতং সমাহিতম্ ॥ ৪৩ ॥ চতুষ্ৰু-
ভুজেষু শঙ্খাদিধরং কক্ষাদৌ চ বরাসিধরং শ্রেষ্ঠথঙ্কাদিধরম্ । শিরসা
মহীং জগাম দণ্ডবৎ প্রণতো বভূব ॥ ৪৫ ॥ স্তবায় মানসং চক্রে ॥ ৪৬ ॥
ততশ্চ ব্রহ্মাদিভিরবিজ্ঞাতগতেরস্য স্তুতৌ বিষয়ে বালোহহং কিং
বদামি, কেন বা সর্দ্বীজ্ঞেন কেবলজ্ঞেনোক্তেন বাস্য স্তুতির্ভবেদিতি
ব্যাকুলমতি স্তমেব শরণং যযৌ ॥ ৪৭ ॥ ¶ সর্দ্ববেদময়স্য শঙ্খস্য প্রা-
স্তেন বেদান্তভাগেন পরমেশ্বরতত্ত্বপ্রতিপাদকেন পক্ষপাশ “ব্রহ্মময়েন
কল্পুনা পক্ষপাশ” ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ৫১ ॥ প্রসন্নবদনঃ প্রাপ্তজ্ঞানত্বাৎ
“শোভা তস্য মুখে বা এবং বেদেতি । ব্রহ্মপিদ ইব তে সৌম্য ! যুথমা-
ভাতি” ইতি শ্রুতেঃ । ভূতানাং ধাতারমচ্যুতং তুষ্টিব সর্দ্বীশ্রয়ভূত-
স্থিরস্থানার্থিত্বাৎ ॥ ৫২ ॥ ভূম্যাদীনি স্থলসূক্ষ্মরূপাণি ভূতানি দশ, মন
ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়োপলক্ষণম্ । বুদ্ধির্মহত্তত্ত্বং, ভূতাদিরহঙ্কারঃ, আদি-
প্রকৃতির্নিত্যেব চতুর্দিশশিতিস্তদ্বানি যস্য রূপং তং নতোহস্মি ॥ ৫৩ ॥

* যোগযুক্তস্য সমাধিযুক্তস্য । রত্নগর্ভঃ ॥ ২৬ ॥

† আত্মসংগ্রহঃ স্বহৃদি নিবিষ্টম্ । পৃথিবীনাথস্য পুত্রো ক্রবাঃ । রত্নগর্ভঃ ॥ ৩০ ॥

‡ বিস্তপঃ কুংবরঃ, অস্থপো বরুণঃ, পদেষু অধিকারেষু । রত্নগর্ভঃ ॥ ৩০ ॥

§ ইঙ্গদ্বাদিকং ন প্রার্থয়তি যঃ কামং কাঙ্ক্ষতিমর্থং প্রার্থয়তি তং করোমীত্য-
বয়ঃ । রত্নগর্ভঃ ॥ ৩৮ ॥

¶ কথং শরণং যযৌ তদাহ ভগবন্ ! ইতি সর্দ্বীভাষ্যাম্ । ৪৮ । তং স্বাং কথং বেদ
জামামি কথং বা স্তোতুং শঙ্ক্যামীত্যবয়ঃ । ৪৯ । পাদৌ স্তোতুং প্রবৃত্তং, ততস্তত্র ।
রত্নগর্ভঃ ॥ ৫০ ॥

প্রধানাৎ পরতঃ পরঃ প্রথমান্থাৎ তসিঃ । গুণাশিনে গুণসাক্ষিণে
 বৃহত্ত্বাৎ সৰ্গগতত্বাৎ কারণতয়া সংবর্দ্ধকত্বাৎ । বিকারবৎ ন বিভাতি
 অবিকারবৎ । যৌগিচিস্ত্যঞ্চ তদবিকারবচ্চ । হে যৌগিচিস্ত্য ! ইতি
 পৃথক্পদং বা ॥ ৫৭ ॥ বৃহত্ত্বং বৃহৎত্বঞ্চ বিরূপং পুরুষহৃত্ত্বার্থরূপেণ
 স্তৌতি । সহস্রশীর্ষেত্যাদিনা । সহস্রমিত্যপরিমিতং নাম । অপরি-
 মিতানি শীর্ষাণি যস্য বিশ্বরূপস্য সং । সহস্রমক্ষীণি যস্য সং । সহস্রং
 পাদা যস্য । সং ভুবঃ স্পর্শাদ্ ভূশব্দেন ব্রহ্মাণ্ডং তস্য স্পর্শাদিতি
 ন্যবোপে পঞ্চমী । দশাঙ্গুলমিত্যাধিক্যমাত্রপরম্ । অতোহয়মর্থঃ ।
 সাধারণং ব্রহ্মাণ্ডং স্পৃষ্টা অভিব্যাপ্য তদতিক্রম্য নিরবধিভবান্
 স্থিত ইতি ॥ ৫৮ ॥ স্পর্শশ্চাত্ত্র ন সংযোগমাত্রং কিন্তু কারণত্বেন
 তদব্যাপ্তিঃ । অতঃ কার্য্যাৎ কারণস্যাধিক্যং যুক্ত্যমিতি পূর্বোক্তং
 সমর্থয়তে যদ্ভূতমিত্যাদিনা । বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডং, স্বরাট্ ব্রহ্মা, সম্রাট্
 মনুঃ । অপিপুরুষশ্চ এষামধিষ্ঠাতা মহাপুরুষঃ ॥ ৫৯ ॥ যস্মাদেতে
 ত্ত্বস্তো জাতান্তস্মাহ স ভবান্ ভুবোহিধশ্চ তিৰ্য্যাক্ চোক্ত্বঞ্চ পরিতশ্চ
 অতিরিক্তোহভূৎ । ভূশব্দোক্তস্য বিশ্বস্য তৎকার্য্যত্বেন তদন্তর্ক-
 র্ত্তিত্বাৎ ততো হ্যানন্তস্মাহ ত্ত্বস্তো বিশ্বমিতি । ভূতঞ্চ ভবিষ্যচ্চ
 ভূতভবিষ্যতী ॥ ৬০ ॥ ত্বদ-রূপধারিণশ্চেতি । চকারোহিণ্যর্থঃ । তবৈব
 কারণভূতস্য রূপং সজ্জপং ধারয়তি ন তু পৃথক্সত্ত্বং যস্য তৎ ত্বদ-
 রূপধারি ব্রহ্মাণ্ডং তস্যাপ্যন্তঃ সৰ্গমিদং জগদন্তভূতং কিং পুনরন্তব্যং
 তবাস্তভূতমিতি । সৰ্গভূতমিতি পাঠে সৰ্গাণি ভূতানি যস্মিন্ তৎ
 জগদব্রহ্মাণ্ডম্যাস্তিস্থিতীত্যর্থঃ । সৰ্গভূতাদিতি পাঠে সৰ্গাত্মক-ত্বদ-
 রূপধারিণো ব্রহ্মাণ্ডস্যাস্তরিদং জগৎ তিস্থিতীত্যর্থঃ । কিঞ্চ ত্ত্বস্তো যজ্ঞঃ
 সৰ্গেষাং চরুপুরোডাশাদীনাং হুতং হবনমস্মিন্ ইতি সৰ্গহুতঃ নানা-
 দ্রব্যক ইত্যর্থঃ । যজ্ঞাদিতি পাঠে সৰ্গে হুয়ন্তেহগ্নিন্ ইতি সৰ্গ-
 হুতং তস্মাদ্ যজ্ঞাদিতি ন্যবোপে পঞ্চম্যো । সৰ্গহুতং যজ্ঞযুদ্ধিশ্য
 তৎসাধনং পৃষদাজাদি ত্ত্বস্তো জাতমিতিার্থঃ । পৃষদাজাৎ দধিমিশ্রং
 স্নতৰ্ৎ পশুদ্বিধা গ্রাম্যারণ্যভেদেন ॥ ৬১ ॥ হস্মাংসি গায়ত্র্যাঙ্গীনি ।
 ত্ত্বস্তোহিষা উতয়তো দস্তা একদস্তাশ্চ ॥ ৬২ ॥ তানেবাহ গাব

ইতি ॥ ৬৩ * ॥ ৬৭ । স্বস্তো জাতং বিশ্বং স্বস্তো তিস্রং ন ভবতীতি
দৃষ্টান্তেনাহ । যথা স্বচঃ পত্রাঙ্কান্য। পৃথগ্ভূতা কদলী ন দৃশ্যতে ।
এবং স্বকপত্রস্থানীয়াং স্বস্তো বিশ্বস্য নানাস্বম্ ॥ ৬৮ ॥ যতস্বত্ব-
স্থায়ি স্ব্যোব স্বাতুং শীলমসোতি স্বত্বস্থায়ি তথাভূতমেব সন্ ঘটঃ
সন্ পট ইত্যেবং দৃশ্যতে ন তু পৃথক্ । ভো ঐশ্বর ! সৰ্বজীবনিয়ামক !
পাঠান্তরেষপি অয়মেবার্থঃ । ঐশ্বরত্বমেব জীবৈশ্বর্যবৈলক্ষণ্যেন দর্শয়ন্
আহ, হ্লাদিনীতি হ্লাদিনী আহ্লাদকরী, সন্ধিনী সন্ততা, সংবিৎ
বিদ্যাশক্তিঃ, একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ । সা
সৰ্বসংস্থিতৌ সৰ্বস্য সম্যক স্থিতির্যস্মিন্ তস্মিন্ সৰ্বাধিষ্ঠানভূতে
স্ব্যোব, ন তু জীবেষু । যা গুণময়ী ত্রিবিধা সংবিৎ সা ত্বয়ি নাস্তি ॥ ৬৯ ॥
তানেনাহ, হ্লাদতাপকরী মিশ্রেতি । হ্লাদকরী মনসঃ প্রসাদাৎ
সাত্ত্বিকৌ । তাপকরী বিষয়বিরোগাদিষু দুঃখকরা তামসী । তদুভয়মিশ্রা
চ বিষয়জন্মা রাজসী । তত্রহেতুঃ সদ্ধাদিগুণৈর্কর্জিতে । তদুক্তং সৰ্বজ্ঞ-
সূক্তৌ “হ্লাদিন্যা সংবিদাঙ্গিষ্ঠঃ সচ্চিদানন্দ ঐশ্বরঃ । স্বাবিদ্যাসংব্রতো
জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ” ইতি । ঐশ্বর্য্যমেব বিভূতিভিঃ প্রপঞ্চয়তি ।
পৃথগ্ভূতৈকভূতায় কার্য্যাস্থনা পৃথগ্ৰূপায়, কারণাস্থনা টৈকরূপায় ।
ভূতভূতায় ভূতসূক্ষ্মরূপায় ॥ ৭০ ॥ প্রভূতানি ভূতানি মহাভূতানি
তক্রূপায় ভূতান্নে চরাচরপ্রাণিরূপায় চ ভূত্যাং নমঃ । কিঞ্চ পূৰ্ব্বো-
ক্তব্যক্তপ্রধানাদিবিভূতিরূপতয়াস্তঃকরণৈর্যোগিভিবান্ বিভাব্যতে
চিন্ত্যতে ॥ ৭১ ॥ তথা পূৰ্ব্বেষু ক্ষেত্রক্ষেত্র উপাধ্যতিমানেন ক্ষীয়-
মাণেষুপি ভবান্ পরমাত্মা অক্ষয়ো বিভাব্যতে । কিঞ্চ সৰ্বস্মিন্
দেবাদিশরীরে সৰ্বভূতঃ তত্র কেবলক্ষেত্রজরূপস্ত্বং সৰ্বশ্চ ত্বং ক্ষেত্র-
রূপশ্চ ত্বমেব । ক্ষেত্রক্ষেত্রজরূপত্বমেকস্য বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ, স-
ৰ্বস্বরূপধৃক্ । চেতনাচেতনস্বরূপং ত্বমেব ধৎসে । “সৰ্বং খল্বিদং

• প্রাণোহস্তঃ শুবিরীং অন্তর্নাত্যাঃ হ্রস্বায়াঃ । প্রাণো নঃ শুবিরাদিতি পাঠে
মাণাবিবরাৎ । দ্যৌঃ স্বর্গঃ । রত্নগর্ভঃ ॥ ৩৫ ॥

যথা ম্যাগ্রোধঃ উৎপত্তেঃ প্রাক্ সংঘর্ষে মাণেষুপি অগ্নে সূক্ষ্ম বীজে ব্যবস্থিতঃ
তথা বিশ্বমিদং ত্বয়ি । রত্নগর্ভঃ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥ তদেবোপপাদয়তি সৰ্ব্বং ত্বস্তঃ ।
 ত্বস্তো হি সৰ্ব্বং জায়তে । অতঃ সৰ্ব্বস্বরূপধৃক্ ত্বমেব । নমু প্র-
 থমং কার্যং হিরণ্যগৰ্ভাদিকং মন্তো জায়তাম্ । তৎপুত্রাদিদ্বারা
 যদন্যজ্জায়তে তৎ কথং মন্তো জাতং স্যাৎ ; তত্রাহ, ততশ্চ ত্বম্ ।
 ত্বস্তো জাতাদ্ হিরণ্যগৰ্ভাদেস্তুৎপুত্রাদিরূপেণ ত্বমেব জায়সে ।
 অতস্তদ্বারা জায়মানং সৰ্ব্বং ত্বস্ত এবত্যর্থঃ । স্তুতিং নিগময়তি,
 এবং সৰ্ব্বাঙ্গনে নমোহস্তুতি । স্বমনোরথং সূচয়ন্নাহ, সৰ্ব্বাঙ্গ-
 কোহসীতি ॥ ৭৩ ॥ এতদেব বিরণুন্নাহ, সৰ্ব্বাঙ্গন ! সৰ্ব্বেষামাঙ্গ-
 ভূত ! অন্তর্যামিন্ ! সৰ্ব্বেষাং সন্তানাং সমুদ্ভবো যস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রাণি-
 জনক ॥ ৭৪ ॥ সৰ্ব্বভূতশ্চ ভবান্ অতঃ সৰ্ব্বেষাং সন্তানাং মনোরথং বেত্তি ।
 ন কেবলং মদীয়মেবেত্যর্থঃ । যো মে মনোরথঃ ত্বৎস্তুতিবিষয়ঃ স স্তুতি-
 শক্তিদানেন ত্বয়া সফলঃ কৃতঃ । অতো ময়া যদর্থং তপস্তপ্তং তদপি
 সফলং জাতমেবেতি বিজ্ঞায়তে যতস্তুং ছকৌহসি ॥ ৭৫ ॥ যৎ ত্বয়া
 আকীৰ্ণিতং তপসিঃ ফলং তৎ ত্বয়া প্রাপ্তমেব । কিং তৎপ্রার্থনেন ?
 যতো মদদর্শনং বিফলং ন জায়তে ॥ ৭৬ ॥ অপি চ তস্মাৎ প্রাপ্তাদন্য-
 দপি বরং মৎসালোক্যাদিকং যথেষ্টং ব্রূণীষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ ধ্রুবস্তুহ
 ভগবন্ ! মমাদ্যপি ত্বৎসালোক্যাদ্যপেক্ষা নাস্তি কিন্তু অন্যদেবেষ্মি-
 তমস্তু, তচ্চ ভবানন্তর্যামী জানাত্যেব ॥ ৭৮ ॥ তথাপি দুর্বিনীতেন
 ময়া হৃদয়ে যৎ প্রার্থ্যতে তৎ কথয়িষ্যামি । কথংভূতং নাতিদুর্লভম্
 অনতিদুর্লভং সুলভমপি ॥ ৭৯ ॥ সুলভত্বমেবাহ কিঞ্চিৎ ॥ ৮০ ॥
 ব্রহ্মাদিদুর্লভং তৎসালোক্যাদি বিহায় ত্রৈলোক্যাস্তর্কর্তৃস্থানং
 স্বপ্রার্থ্যং সহৈতুকমাহ নৈতদिति স্বাভ্যাম্ ॥ ৮১ ॥ * ভগবদ্বা-
 কাস্তু এবংবিধং স্থানং পূৰ্ব্বজন্মতপসৈব ত্বয়া প্রাপ্তুং শক্যম্, অন্তরা-
 য়েণ তু কেনচিৎ ত্বং রাজপুত্রোহসি তত্রাপ্যয়ং তবাপন্নিতোষো মৎ-
 তোষণপ্রভাবাদেবাভূৎ । অতঃ কিঞ্চিৎ কালং রাজ্যভোগান্ ভুক্ত্বা
 ততশ্চাকম্পাস্তুং ধ্রুবে পদে জনন্যা সহ হিত্বা পশ্চাৎ মোক্ষং প্রাপ্স্য-

সীতি তদাহ, যৎ স্বয়ং পুণ্যং ভবিষ্যতীত্যন্তেন ॥ ৮৩ ॥ স্বায়ত্ত্ব-
বস্য কূলে যদ্ জন্ম অন্যোবাং তাপসানাং তদ্ বরং শ্রেষ্ঠমেব স্থানম্ ।
যেন স্বয়া পূৰ্ব্বমহং পরিতোষিতঃ । তস্য তব ভক্ত্যসৌতদবরং তুচ্ছং
জাতম্ ॥ ৮৮ ॥ * ৯০ ॥ সোমপুত্রাদ বুধাৎ । সিতঃ শুক্রঃ । অৰ্কতনয়ঃ
শনৈশ্চরঃ ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ সুনীতিরপি তে মাতেতি । সুন্মাতৃ-
দ্বাদেব তত্র নিবৎস্যতীত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥ কচদ্বারা জ্যেষ্ঠমাচার্য্য-
দ্বন্ ↑ ॥ ৯৭ ॥ সূমৃত্য তৎ পুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরুষ্বেত্যাদি-হিতসত্যবা-
দিনী । “ধৰ্ম্মস্য কন্যা সুশ্রোণী সূমৃত্য নাম দিশ্রুতা । উপম্না বাজি-
মেধেন ধ্রুবস্য জননী শ্রুতা” ইতি হরিতংশোক্তেঃ । পূৰ্ব্বনাম বা ॥ ৯৯ ॥
ত্রৈলোক্যাশ্রয়তাং প্রাপ্তং যৎ পরং বিষ্ণু পদাখ্যং স্থানম্ । স্থিরায়াতি
স্থিরা নিত্য্য মুক্তিরূপা আয়তিকৃত্তবকালে ভাবি ফলং যস্মিন্ স্থা-
ভূতং স্থানং নিবাসং প্রাপ । “আয়তিস্ত্ব স্থিরাং দৈবে প্রভাবাণা-
মিকালয়োঃ” ইত্যভিধানাৎ । প্রাপ্তেতি বা পাঠঃ । কথং প্রাপ্তা ? বরং
শ্রেষ্ঠং বিষ্ণু ভক্তং ধ্রুবং কুক্ষিবিবরে গৰ্ভে কৃত্বা যা বরং স্থানং প্রাপ্তা
তস্য মহিমানং বর্ণয়িতুং কঃ শক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণু পুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশার্থায়াং প্রথমাংশে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

* ত্রৈলোক্যাদধিকে ত্রৈলোক্যোক্ত্যবধৌ । রত্নগর্ভঃ ॥ ২০ ॥

↑ অভিমানং গৰ্বম্, স্বাক্ষম্ ঐশ্বর্যম্, মহিমানং মহত্বম্ । শুক্রস্য দেবাচার্য্যস্বং
কচদ্বারা । রত্নগর্ভঃ ॥ ২১ ॥

বীৰ্যম্ ইন্দ্রাদিকোত্তমং, ফলম্ আকল্পস্থায়ি । রত্নগর্ভঃ ॥ ২৮ ॥

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।



ভব্যাদুদ্ভবার্হাৎ । ক্রবাৎ শস্তুরীম তদভ্যাস্য শিষ্টিং ভব্যঞ্চ জনয়া-
মাসেত্যর্থঃ । ভ্যাস্য শস্তুরিতি কেচিৎ পঠন্তি * ॥ ১ ॥ বারুণ্যাৎ বরুণ-
সন্তানজাতায়ামরণ্যস্য প্রজাপতেরাঅজায়াৎ পুষ্করিণ্যাৎ চাক্ষুষো মনুঃ
ষষ্ঠমম্বস্তুরপতিং জনয়ামাসেত্যম্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ কন্যায়াং
নম্বলায়াং মনোর্মহোজসো দশ পুত্রা অজায়ন্তেত্যম্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ † ৭ ॥ নম্ব-
লায়াং মহোজস ইতি পুনরুক্তিস্তু নম্বলায়াং মহোজসো যে দেশ-
তানুবাদেন ত এতে ইতি বিধানার্থঃ ॥ ১৪ ॥ সামকলং সাম্না কলং
মধুবং বাক্যমুচুঃ ॥ ১৫ ॥ রাজ্যাদেহয়োরূপকারায় ক্ষেমায়া ॥ ১৬ ॥ দীর্ঘ-
সত্রেণ সহস্রমংবৎসরেণ । অংশঃ ষষ্ঠো ভাগঃ । “পুণ্যষড়্ভাগমাদন্তে
ন্যায়েন পরিপালয়ন্” ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৭ ॥ ময়া যথা যদাজ্ঞপ্তং তৎ
তথৈব ক্রিয়তাং তদেবাহ, ন দাতব্যমিতি ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ হবিষাং পরি-
ণামো বৃষ্ট্যাদিদ্বারা ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ কোপশ্চ অমর্ষশ্চ ভগবন্নিন্দাদ্যসহনং
তাভ্যাং সমম্বিতাঃ ॥ ২৭ ‡ ॥ ৩০ ॥ ৩৩ ॥ মথাত ইতি পাঠে মথ্যমানা-
দিত্যেবার্থঃ । দক্ষস্তুগা প্রতীকাশঃ দক্ষস্তুস্ততুল্যঃ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যর্থঃ ।
‘খরুটাস্যঃ ক্রুশ্বযুথঃ চিপিটনাসিকবজ্রু ইত্যর্থঃ । খরুটাত্য ইতি বা

* ত্রয়োদশে ক্রবস্যোক্তে বংশো বৈশ্বাংস্ত্র কোপতঃ । দ্বিজৈর্দক্ষোহস্য মথনাং পৃথ-
জ্জাতোহমুবর্ণ্যতে ॥ ভব্যং কল্যাণবতঃ । রত্নগর্ভঃ ॥ ১ ॥

বৃহতাপি সর্দগতং তেজো যস্য তৎ চাক্ষুষম আধত্তি । রত্নগর্ভঃ ॥ ২ ॥

† অজিরসোষিকৌ ইতি পাঠে অজিরসোষিকৌ ইতি অদন্তদ্বয়মী । ইতি রত্ন-
গর্ভঃ ॥ ৭ ॥

প্রথমজাতবৎ ইতি পাঠে প্রথমজা ব্যাখ্যানীমানিতি শেষঃ । ইতি রত্নগর্ভঃ ॥ ১১ ॥

‡ রেণুং ধূলিম্ । আসন্নং মিকটস্থং জমম্ । রত্নগর্ভঃ ॥ ৩০ ॥

‘তেবাং তেত্যাঃ অচৌরা এব চৌরা অভবম্ চৌরীকৃত্যন্তেঃ । আতুরৈরাকুলৈঃ ।
রত্নগর্ভঃ ॥ ৩১ ॥

পাঠঃ । কেচিৎ তু খরটাক ইতি পঠিত্বা গবাক্ষে ইব অক্ষিণী যসোতি
 ব্যাচক্ষতে ॥ ৩৪ ॥ অত্যন্তাসম্ভবে তথাভূতমপ্যভিষেক্তুং নিষীদেতি
 তমুচুঃ ॥ ৩৫ ॥ পাপরূপং কৰ্ম্মবোপলক্ষণং চিকুৎসেযমাং তে ॥ ৩৬ ॥
 তেন দ্বারেণ নিষাদরূপেণ ॥ ৩৭ ॥ অগ্নিরিবেতি যথা কাষ্ঠে মথ্য-
 মানে ধূমরূপেণ তস্য মলে নিষ্ক্ৰান্তে পশ্চাদগ্নিরুৎপদাতে তথা
 নিষাদরূপেণ বেণকলুষে নিষ্ক্ৰান্তে পশ্চাদগ্নিরিব দেদীপ্যমানঃ
 পৃথুরুৎপন্ন ইত্যর্থঃ । আদ্যং শার্কং পিনাকসংজ্ঞং ধনুঃ ॥ ৩৯ ॥
 পুমান্ন ইতি “পুমান্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে স্মৃতঃ । তস্মাৎ
 পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ন্তু বা” ইতি বচনাৎ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ স্বাবরাণি
 চেতি তদভিমানিদেবতাঃ ॥ ৪৩ ॥ চক্রমিতি রেখাস্তুরানাকুলং রেখা-
 ময়ং চক্রং দ্রষ্টেত্যর্থঃ । তদুক্তং “যস্যাঃ প্রতিহতং চক্রমংশঃ স
 পরমেষ্ঠিঃ” ইতি ॥ ৪৪ ॥ রাজরাজ্যেন চক্রবর্তিভ্বেন ॥ ৪৬ ॥ অপরং
 জিতাঃ ক্লেশিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ধ্বজভঙ্গ্যচ বনেষু গচ্ছতো নাভবৎ ।
 অকুষ্ঠপচ্যা কৃষিং বিনৈব সফলা * ॥ ৪৯ ॥ পুটকং পর্ণাদিসংস্থানবি-
 শেষঃ । য়ন এব পৃথোজ্জাতভ্রাজ্জাতমাত্রস্য যজ্ঞ ইত্যুচ্যতে । “পৃথু-
 রেবাভবৎ তস্মাৎ ততঃ পৃথুরজ্জায়ত” ইতি সংস্কৃতোক্তেঃ । পৈতামহে
 পিতামহদৈবতো পৃথোরৈব যজ্ঞে ন তু পিতামহকর্তৃকে । যথাহ
 বায়ুঃ “বৈণ্যস্য হি পৃথোর্যজ্ঞে বর্ত্তমানে মহাস্থানঃ । স্মৃতঃ স্মৃত্যাং
 সযুৎপন্নঃ” ইতি ॥ ৫০ ॥ স্মৃত্যামিতি স্মৃতিরভিযুতিঃ অভিযুতে কণ্ডাতে
 সোমোহস্যামিতি স্মৃতিঃ । সোমাভিষবভূমিঃ, তস্মান্ । সোতোহহনি
 তস্মিন্নেব দিনে ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ বাৎ যুবয়োঃ ॥ ৫৩ ॥ অস্মাভিরিতি অস্ম-
 দোষয়োশ্চেতি বহুবচনম্ ॥ ৫৪ ॥ চক্রবর্তী দক্ষিণহস্তে তক্ষিণস্য
 চক্রসোপলক্ষেঃ । মহাবলশ্চ বিষ্ণুংশত্বাৎ । অতঃ সর্কেহ্যস্য গুণাঃ
 সংকৰ্ম্মাণি চ ভবিষ্যন্ত্যেব অতো ভবিষ্যোরৈব গুণকৰ্ম্মভিরেষ স্তূয়তাম্
 অয়ং ভাবঃ । “নীচো নিযুক্ত্যেত দষ্টেগুরুত্তমস্ত প্রিয়োক্তিভিঃ” ইতি
 ন্যায়াদয়ং গুণকৰ্ম্মস্তূত্যেব স্বার্থ্যং বিজ্ঞাপনীয় ইতি ॥ ৫৫ ॥ পৃথুরপি

হৃদ্যান্ অনেন স্তুতিমিষণে মমায়ম্ভিত্তিরূপদেশ এব ক্রিয়ত ইতি মত্বা
 তটৈব কৰ্ত্তু মধ্যবসিতবানিত্যাহ, ততঃ স ইতি ত্রিভিঃ ॥৫৬॥ সত্যসঙ্কঃ
 সত্যপ্রতিজ্ঞঃ সত্ৰামর্গাদী বা । ক্রীমান্ অকার্য্যে জুগুপ্সাবান্ ॥৬০॥
 তস্মিন্ কালে বেণুপৃথুরাজ্যয়োঃ সঙ্কো ॥৬৫॥ সকল। ওষধীঃ ওষধ্যো
 গ্রস্তাঃ ॥৬৭॥ ৬৮ ॥ ননাশ পলায়ত ॥৬৯॥ ৭৪ ॥ আত্মানো যোগ-
 বলেন পৃথ্বীভাবং প্রাপ্য ধারয়িষ্যামি । তথা চ হরিবংশে “আত্মানং
 প্রপয়িত্বৈমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ” ইতি ॥৭৭॥ ৭৮॥ ক্ষরয়ং ক্ষীরকু-
 পেণৌষধীঃ স্রবেয়ম্ ॥৭৯॥ মাঞ্চ সৰ্কত্র সমাং কুরু । যেন সমস্থলভ্বেন
 ক্ষীরং সৰ্কত্র ভাবয়ে ধাস্যামি ॥৮০॥ বিবর্জিতাঃ একৈকত্বোচ্চতরাঃ
 কৃতাঃ ॥৮১॥ পূর্বে বিসর্গে পৃথুৎপত্তেঃ পূর্ব্বমুচ্যো ॥৮২॥ তদা
 পৃণোঃ পূর্ব্বমরাজকে কালে সৌহপি ফলাদ্যাহারঃ কৃচ্ছ্রেণ সম্পা-
 দ্যোহিতবৎ ॥৮৫॥ স পৃথুস্তং প্রজাসন্তানপ্রবর্তকং মনুং বৎসং কৃত্বা
 স্বপাণিক্রূপে পাত্রে শস্যজাতানি পৃথিবীং দুদোহেত্যম্বয়ঃ ॥৮৬॥ ৭ ॥
 প্রাণপ্রদানাদভয়প্রদানাদ্ ভূমেঃ পিতাভূৎ । যথাহঃ “জনকশ্চোপ-
 নেতা চ যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি । অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পৈশ্বেতে পিতরঃ
 স্মৃতাঃ” ইতি ॥৮৮॥ দেবাদিভির্দ্রশতির্ভগৈস্তৎ তৎ স্বাভিমতং
 পাত্রমুপাদায় তৎ তৎ স্বাভিমতং পয়ো ভূমিদুক্ষা । তদেবাং দেবা-
 দীনাং তদ্যোগবলাৎ তজ্জাতীয়া এব বৎসবিশেষা দোক্ক্ষবিশে-
 যাশ্চাতবন্ । তমেব দেবাদিষু দোক্ক্ষবৎসাদিক্রমং হরিবংশমৎস্যা-
 দ্যুক্তং সংক্ষেপেণ বক্ষ্যামঃ । দেবানামিত্রো বৎসঃ, মিত্রো দোক্ক্ষা,
 সৌবর্ণং পাত্রং, বলং ক্ষীরম্ । মুনীনাং সোমো বৎসঃ, বৃহস্পতি-
 র্দোক্ক্ষা, ছন্দাংসি পাত্রং, তপো ব্রহ্ম চ ক্ষীরম্ । দৈত্যানাং
 বিরোচনো বৎসঃ, দ্বিমুক্তা দোক্ক্ষা, আয়মং পাত্রং, মায়া ক্ষীরম্ ।
 রাক্ষসানাং সুমালী বৎসঃ, জতুনাতো দোক্ক্ষা, কল্লমলং পাত্রং,
 রুদ্রিরং ক্ষীরম্ । অস্রীণাং হিমবান্ বৎসঃ, মেরুর্দোক্ক্ষা, শিলাময়ং
 পাত্রম্, ওষধীরত্নং ক্ষীরম্ । গন্ধর্বাণাং চিত্ররপো বৎসঃ, বিশ্বাবসু-
 র্দোক্ক্ষা, পদ্মং পাত্রং, গন্ধঃ ক্ষীরম্ । উরগাণাং তক্ষকো বৎসঃ,
 ধৃতরাষ্ট্রো দোক্ক্ষা, অলাবুঃ পাত্রং, বিষং ক্ষীরম্ । বক্ষাণাং কুবেরো

বৎসঃ, সুকর্ণো দোক্ষাঃ, আমং বৃথায়ং পাত্রম্, অন্তর্জানং কীরম্ ।
 পিতৃণাং যমো বৎসঃ, অন্তকো দোক্ষাঃ, রাজতং পাত্রং, স্বধা
 কীরম্ । তরুণাং প্লেকো বৎসঃ, শালবৃক্ষো দোক্ষাঃ, পালশং পাত্রং,
 ছিন্নসংরোহণং কীরম্ । তদুক্তং হরিবংশে “দেবা মিত্রেজ-
 সৌবর্গৈর্কলং তু, যুনয়ন্তথা । বৃহস্পতীন্দ্রবেদৈশ্চ তপো, দৈত্যা দ্বি-
 যুক্ততঃ ॥ বিরোচনায়মানাঞ্চ মায়াং রক্ষোগণা অপি । জতুনাভসুমা-
 লিভ্যামহা রক্তং, ততোহজয়ঃ । মেরুহিমাচ্ছিতৈশ্চৈলৈশ্চ রত্নং, গন্ধর্ব্ব-
 জাতয়ঃ । স্বরূপচিহ্নরথাস্তোজগন্ধিস্ত, ভূজগান্ততঃ । ধৃতরাষ্ট্রতক্ষকাল-
 বুভিশ্চ বিষমুস্বগম্ । যক্ষাঃ স্বকর্ণধনদা-হৃষ্টৈরন্তর্জিৎ, পিতৃব্রজাঃ ।
 অন্তক-প্রেরাট্ট-রৌঢ্যৈঃ স্বধামথ, মহীরুহাঃ । শালপ্লক্ষপলাশৈশ্চ
 ছিন্নসংরোহণং মুহুঃ । স্বদোক্ষুবৎসপাটৈস্তে তৎ তদুদুহুর্কর্ণরাম্ ”
 ইতি ॥ ৯০ ॥ ধাত্রী মাতা, বিধাত্রী কর্ত্রী, ধারিণী আধারিঃ । পোষনী
 পোষণকর্ত্রী, “পন্ত্যং ভূমিঃ” ইতি ঋতেঃ * ॥ ৯১ ॥ †

ইতি ত্রিবিম্ভুপুর্নাটিকায়াং স্বপ্রকাশার্থ্যায়াং

প্রথমাংশে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

* পাদতলোত্তরা পাদস্বরূপোক্তবা । “তলং চাপঃ স্বরূপয়োঃ, ইত্যমরঃ । রত্ন ॥ ৯১ ॥

† ফলদায়ি ম প্রজায়তে ন্যাতিতার্থঃ । রত্ন ॥ ৯৩ ॥

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

অন্তর্জিহবাস্তর্জানং তস্মাদ্ ভাৰ্য্যা শিখণ্ডিনী হবির্জানং পুত্রমসু-
 যত * ॥ ১ ॥ অগ্নেয়ী অগ্নিবংশজা ধিষণা নানী ॥ ২ ॥ † প্রাচীনাগ্রাঃ
 কৃশাঃ সন্মত্র যজ্ঞানুষ্ঠানাৎ । তদুক্তং “যসৌদং দেবযজনম্
 অনুযজ্ঞং বিতস্বতঃ । প্রাচীনাত্রৈঃ কুঠৈরাসীদ্ আস্ত্ তং বসুধাতলম্”
 ইতি ॥ ৪ ॥ ‡ তপসঃ পারে সর্বাসংজ্ঞায়াং কৃতদারঃ । তপস্তপ্তান-
 স্তরং তাং পরিণীত্বানিত্যর্থঃ । তমস ইতি পাঠে তমসো নরকস্য
 পারে নিমিস্তে স্ত্রোত্রোৎপত্ত্যা নরকতারণার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ সর্বং দশ
 প্রচেতসোহধস্ত অসুয়ত ॥ ৬ ॥ অপৃথগধর্মচরণাঃ সমানধর্মচারিণঃ ।
 এতচ্চ তেষাং বক্ষ্যমাণমেকভাৰ্য্যত্বং সম্ভাবয়িতুযুক্তম্ । সমুদ্রসলিলে-
 শয়াঃ, তত্র নিমগ্নাঃ সন্তঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ † ৯ ॥ তে ত্বয়া প্রজাঃ সংবর্দ্ধনীয়া
 ইত্যাদিষ্টোহস্মি ॥ ১০ ॥ § অবিচ্ছতা ধর্মাদ্যনস্তরং মোক্ষমপীচ্ছতা
 পুংসা ॥ ১৬ ॥ যস্মিন্ আরাধিতে যমারাধেত্যর্থঃ । তমারাধ্য তস্মিন্না-
 রাধিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ প্রচেতস এব প্রচেতসাঃ ॥ ১৮ ॥ ২০ ॥
 মং স্তবং চক্লুস্তং বক্তুমহঁসি ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ “জগদ্বীকৃতয়া নত্বা চতুরূপ
 বিভাগতঃ । শুক্লরূপপ্রণামেন তুষ্টৌ বিষ্ণুঃ প্রচেতসান্ ॥” তত্র

* চতুর্দশে ধ্রুবস্যোক্তো বংশো যত্র প্রচেতসঃ । অকৌ তপ্তা ঋরিং স্তব্যা প্রজা-
 ব্রজিমকুব্ধত । রত্ন ॥ ১ ॥

† প্রাচীনবর্হিমহানপি পিতৃঃ সকাশাদেব মহত্বমাহ যেনেতি । রত্ন ॥ ৩ ॥

‡ পিত্রা প্রথমতঃ প্রোক্তা ইতি পাঠে প্রথমতস্তপসঃ পূর্বম্ । রত্ন ॥ ২ ॥

§ ন কেবলং মণ্ডিতয়ে, প্রজাপতেষাং প্রতি বা প্রজা সা চ তবস্তির্মামীরা
 ইত্যর্থঃ । রত্ন ॥ ১২ ॥

প্রথমং জগৎকারণতয়া প্রণমন্তি, নতাঃ স্ম ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥২৩॥ অনৌ-
পমাং সূর্যাদ্যুপমানশূন্যাং চিহ্নপমিত্যর্থঃ । অনন্তরং নির্ভেদম্ । অপা-
রবৎ অবধিশূন্যম্ ॥২৪॥ কালরূপেণ প্রণমন্তি, যস্মাইরিতি ॥২৫॥ বিশ্ব-
রূপেণ প্রণমন্তি, ভূজ্যত ইত্যাদি দশভিঃ । জীবভূতঃ জীবনরূপঃ ॥২৬॥
যস্মৈস্তাপঃ । শীতঞ্চ অন্তঃ তেষাং যোনিঃ কারণম্ ॥ ২৭ ॥ শব্দাদীনাং
পঞ্চানামপি গুণানাং সংশ্রয়ঃ ॥ ২৮ ॥ যোনিভূতং শোণিতরূপেণ,
বীজঞ্চ শুক্ররূপেণ ॥ ২৯ ॥ যো হব্যভূগ্ দেবানাং মুখং, কবাভুক্ পিতৃ-
ণাঞ্চ মুখম্ ॥ ৩০ ॥ পঞ্চধা প্রাণাদিরূপেণ ॥ ৩১ ॥ অন্তঃ মুর্ত্তিচ অন্ত-
মূর্ত্তী, তদ্বান্ ন ভবতীতি অনন্তমূর্ত্তিমান্ ॥ ৩২ ॥ স্থানম্ আলম্বনং বিষয়
ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ কুরঃ স্থলদেহাবচ্ছেদেন । অকুরো লিঙ্গদেহস্থত্বেন ।
জ্ঞানমূল্যায় শব্দাদিজ্ঞানসাধনায় ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ প্রধানরূপেণ প্রণ-
মন্তি, যস্মিন্নিতি । যস্মিন্ অনন্তে বিশ্বং তিষ্ঠতি । প্রকৃতেধর্ম্মাঃ
সদ্বাদয়ো গুণাঃ সন্ত্যাসোতি প্রকৃতিধর্ম্মা, তন্মৈ ॥ ৩৬ ॥ পুরুষরূপেণ
প্রণমন্তি শুদ্ধ ইতি । গুণবানিব গুণপ্রেরকত্বেন তেষামিহ ইব ।
আত্মরূপিণং প্রত্যগ্ রূপম্ ॥ ৩৭ ॥ শুদ্ধং রূপং প্রণমন্তি, অবিকার-
মিতি বদ্ভিঃ । শুদ্ধং স্বভাবত এব নির্মলং, নিরঞ্জনম্ আগন্তক-
মলশূন্যম্ ॥ ৩৮ ॥ ৪০ ॥ অনিন্দ্যং নিরবদ্যম্ ॥ ৪১ ॥ অগ্নু তং গতি-
শূন্যম্ । পূর্বাপরে দিকালকৃতে ॥ ৪২ ॥ পরং নিরূপাধিকম্ কৈশি-
দ্বগুণবৎ স্বাভাবিকবদ্গুণৈশ্চর্য্যযুক্তম্ । মায়য়া সর্গভূতমপি অসং-
শ্রয়ং নিরাধারম্ । অতএব যজ্জিহ্বায়া দ্রষ্টৃশ্চ গোচরং ন ভবতি
তং নতাঃ স্মাঃ ॥ ৪৩ ॥ তস্মিন্বেব সমাধিশ্চিষ্টৈক্যাং যেষাং তে তৎস-
মাধয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণু পুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং

প্রথমোংশে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

• ন ভপোতির্বাদ্য ভূতৈস্তদা সঙ্কটমিহ ॥ ১ ॥ স্তবৈরারাদিতো বিষ্ণুরাবিরাসাং
প্রচেতসাম্ ॥ তত্র জগৎকারণতয়া প্রণমন্তি, নতাঃ স্মেতি দ্বাভ্যাম্ ; প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধঃ ।
“অপি বাক্যসম্বন্ধানাং ব্রহ্মণ্যেব সম্বন্ধঃ, ইতি বচনাত্ । পাশ্চাতী মিয়ত । রত্ন ॥ ২৩ ॥

২. পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

প্রচেতঃস্থ তপশ্চরৎস্থ তৎপিতরি চ নারদাৎ তত্ত্বজানং প্রাপ্য
 রাজাং ত্যক্ত্বা বনং গতে সতীতি ত্রুট্যব্যম্ । তদুক্তম্ । “প্রাচীন-
 বহির্বাৎ ক্ষত্র-কর্ম্মস্বাসক্তচেতসম্ । নারদোহধ্যাত্তত্ত্বজঃ কৃপালুঃ
 প্রত্যবোধয়ৎ” ইত্যাদিনা পুরঞ্জনাখ্যানেন । অতোহরক্ষ্যমাণাং পৃথি-
 বীং কর্ণাদ্যভাবাৎ মহীরুহা আবৃতবস্তঃ * ॥ ১ ॥ ৩ ॥ বায়োঃরগ্নেঃ
 স্রষ্টোঃ প্রয়োজনমাহ উন্মূলানিতি ॥ ৪ ॥ সোমো বৃক্ষাণাং রাজা ।
 প্রজাপতীন্ ইত্যনেন কন্দমূলফলাদিভিঃ প্রজাবৃদ্ধিকারিণাং বৃক্ষাণাং
 দাহঃ প্রজাপালকানাং যুয়াকম্ অনুচিত ইতি সামোপায়ঃ সূ-
 চিতঃ ॥ ৫ ॥ কৌপং যচ্ছত নিয়ময়ত ॥ ৬ ॥ তপঃপ্রদানেন সজ্ঞানং
 করোতি, রত্নভূতেতি । বাক্ষ্যেয়ী বৃক্ষজা । ভবিষ্যৎ, ইয়ং যুয়াকং পত্নী
 ভবিষ্যতি, অস্যাং দক্ষো জনিষ্যতে তদবংশেন চ ত্রিলোকী পুত্রিষ্যত
 ইত্যাদি জানতা ময়া গোভিঃ সুধাময়ৈরশ্মিভিঃ সংবর্জিতা ॥ ৭ ॥
 নান্না মারিষা বৃক্ষাণামেবা কন্যা ইতি নাম । এবং হি প্রসিদ্ধা নির্মিতা
 নিম্পন্নৈতান্ময়ঃ ॥ ৮ ॥ যুয়াকং তপোময়স্য তীব্রস্য তেজসোহর্জেন শী-
 তৈশ্মদীয়ের্গোভিঃ সংবৃদ্ধত্বাদস্যামম চ তেজসোহর্জেন সংযুক্তোহ-
 স্যামুৎপৎস্যতে ॥ ৯ ॥ এবং সৌম্যেন সমাংশেন যুয়ন্তেজোময়েন
 চাগ্নিনা সংযুক্তোহগ্নিসামাত্মকঃ সন্ অগ্নিসমঃ অপ্রধৃষ্যো ভূত্বা প্রজাঃ
 সংবর্জয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ নটৈবং শক্লনীয়ে দশানাং কথমেকা
 ভার্য্যা স্যাদিতি, যস্মাদিয়ং কণ্ডোল্পপঃসংস্রতেন বীর্জেন অঙ্গরোগর্ভ-
 সংভূতা মহাপ্রভাবা চ অযোনিজা চ দেবী, ন তু মানুষী । ন তু বহু-

* সোপাখ্যামং জন্ম বাক্ষ্যাত্তস্যোং দক্ষস্য সত্ত্ববঃ । প্রচেতোভ্যাঃ পঞ্চদশে দক্ষাং
 ততোঃ প্রবীণ । রত্ন ॥ ১ ॥

নামেকাপ্রসঙ্গঃসংভোগো বিরূধ্যতে, বিক্ষোঃ প্রসাদাৎ চাস্যা বহুঃ
পত্যো ন দুৰ্ব্যস্তীতি বর্ণয়িষ্যন্ তস্য। জন্মাদিকং বক্তুমাহ, কণ্ডুর্নাম
ইত্যাদিনা যুগ্মপত্নী স্থপাত্মজা ইত্যন্তেন ॥১১॥ তস্য ক্লেভায়
চিন্তাবিকারেণ তপোনাশায় ॥১২ * ॥১৮॥ উপপ্লব্যা গ্রাহ, ইত্যনেন সং-
ভোগাতিরেকাদনুরাগাতিরেকং দর্শয়তি । চিরকালং গমিষ্যসি, গতা
সতী শীঘ্রং নাগমিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ অশ্রুতিষ্ঠৎ অনন্তরমতিষ্ঠদি-
ত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ দেবরাজনিবেশনম্ । প্রতিগমনায় ॥ ২১ ॥ দক্ষিণেতি ।
“ যা গৌরবং তয়ং প্রেম সন্তাবৎ পূর্বনায়কে । ন মুঞ্চত্যান্যসজ্ঞাপি
স। জেয়্য দক্ষিণা বুধৈঃ ॥” তৎস্বভাবো দাক্ষিণ্যং তেন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥
উটজাৎ পর্ণশালাতঃ ॥ ২৪ ॥ পরিত্রস্তং অন্তাসন্নং জাতম্ ॥ ২৫ ॥ বিস্ম-
য়েন প্রহস্য সর্বধর্ম্যজেতি সোপালম্ভং সংবোধ্য । কিমদ্য তবাহং পরি-
ব্রজম্ ? ইত্যাহ ॥ ২৬ ॥ বিস্ময়হেতুং স্বয়মেব স্মৃ টয়তি, বহুনাশিত
এতদ্ বহুভির্কর্ষৈঃ পরিণামং গন্তং তবাতিদীর্ঘমহঃ কস্য বিস্ময়ং ন
কুরুতে তদিদং কথ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ সন্তাবঃ পরমার্থঃ ॥ ২৯ ॥ যস্মিন্
প্রভৃষঃকালেহহমাগত। তস্য কালস্য ॥ ৩০ ॥ কর্মলোপাপরাধেন সমা-
ধেসো বিপ্রস্তাং পপ্রচ্ছ, কঃ কালঃ কিয়ান্ গতাঃ কালঃ ? ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ইহা-
সিতম্ অত্র স্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥ এতাবস্তং কালমতিবিশ্রজ্ঞাহা সতী কথম-
দ্যাস্ততং বদিষ্যামি । কর্মলোপশঙ্কাব্যাকুলেন চ পুনঃ সন্মার্গানুবর্তিনা
পৃষ্ঠা সতী ॥ ৩৪ ॥ ধিগ্ ধিঙ্ মামিতি গর্হায়াম্ । ধিগিত্যব্যয়ং, তদ্-
যোগে চ দ্বিতীয়া ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মবিদাং বেদজ্ঞানাং তচ্চ সম হতং
নষ্টম্ ॥ ৩৬ ॥ “ কুৎস্থকৈঃ শোকমোহৌ চ জরামৃত্যু বড়ুর্ময়ঃ ” ইত্যেবং
প্রোক্তং যদুর্মিষট্কে তদতিক্রম্য স্থিতম্ । ব্রহ্ম সয়া মনোজয়েন
জ্যেষ্ঠমিত্যেবং কৃতৈষ্য। মতির্য়েন, হতাত্ম ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ভাবঃ প্রেম-
ভাবস্তদগর্ভৈশ্চৈত্বৈতঃ, স্মিত্তৈতজ্ঞতদাদিতিমম্ ক্লেভং কুর্কস্ত্যা স্বয়া

* শতং ততোধিকঞ্চ ॥ ১৩ ॥ কতিচিদম্যানি ॥ ১৫ ॥ প্রণয়াং স্নেহাং স্মিতশো-
ভমং যথা সাং । রত্ন ॥ ১৮ ॥

† বেনামিকা বা বিদ্যা তৎপ্রাণ্ডিকারণানি বতানি ব্রহ্মচর্যাदीনি । পরকস্য গ্রামঃ
সমূহঃ অথবা স এব গ্রামঃ বসতিস্থানম্ । রত্ন ॥ ৩৮ ॥

দেবরাজস্য যৎ কার্যং তৎ কৃতমিত্যম্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥ মাগ'সপ্তপদানি সহ-
 মচ্ছতাং মৈত্র্যং প্রসিদ্ধম্ । অহং'পুনস্তুয়া বহুকালম্ উষিতঃ স্থিতঃ ।
 অতস্তুয়াং শাপায়িনা নাহং ভয়ীকরিষ্যামি ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ অজিতেন্দ্রিয়-
 স্যাপি স্বচিন্তকোভে তদাগমনং নিমিত্তম্, অতস্তামেব পুনর্নিভৎ'স-
 য়তি, যয়েতি, যয়া ত্বয়া সম্ভোগাদিভিমৈ'তপসো ব্যয়ঃ কৃতঃ, তাং ত্বাং
 মহামোহস্য মঞ্জুষাং পেটিকাভূতাং ধিগিত্যম্বয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ গলন্তি শ্বেদ-
 জলানি ঘর্ষাবিন্দবো যস্যাস্তাঃ সা, অতিশয়েন বেপথুঃ কল্পো যস্যাস্তথা
 ভূতা চ বভূব ॥ ৪৪ ॥ গাত্রমেব লতা কোমলত্বাদিগুণৈঃ, স্থিমা শ্বেদ-
 যুক্তা গাত্রলতা যস্যাস্তাম্ ॥ ৪৫ ॥ তদেবং তস্যা গর্ভসম্ভবহেতুং
 কণ্ঠনা সংভোগং তদগর্ভস্য চ যোনিদ্বারং বিনৈব নিঃসরণমমার্গং
 শ্বেদোদগমযুক্তা তৎকন্যায়া ব্রহ্মাদিকন্যাস্থহেতুং বক্তুমাহ, সা তু
 নির্ভৎ'সিতেতি বভূ'ভিঃ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ সমাহিতঃ সমাগাহিতো নি-
 ষিক্তঃ ॥ ৪৮ ॥ ৫১ * ॥ তর্হি' যোগব্রহ্মস্য কনোয়মিত্যানাদরং বার-
 যিতুং পুনঃ কণ্ঠৈর্যোগপ্রভাবমাহ, স চাপীতি সাক্ষীভাত্যাম্ ॥ ৫২ ॥
 ব্রহ্মশব্দঃ পারশব্দশ্চ বিশিষ্টার্থপরঃ প্রচুরো যস্মিন্ তদ ব্রহ্ম-
 পারময়ম্ । যদ্বা ব্রহ্মণো বেদস্য পারো বেদান্তান্তম্বয়ং তৎপরি-
 গামভূতম্ ॥ ৫৩ ॥ আরাধ্যত আরাধিতঃ ॥ ৫৪ ॥ “সংকীৰ্ত্ত্য তত্ত্বং
 ত্রিলোক্যা প্রার্থন। চ চতুর্থতঃ । ব্রহ্মপারস্তবেনৈবং কণ্ঠোস্ত্বটোহ্চি-
 রাৎ হরিঃ ॥” পারং পরমিত্যাди ত্রিভিঃ স্লোকৈর্কিঞ্চিন্তস্ত্বং সংকীৰ্ত্ত্য
 চতুর্থেন রাগাদিদোষোপশমঃ প্রার্থ্যতে । পরং নিরতিশয়ম্ আন-
 তিশূন্যং, সংসারাক্ষনঃ পারমবধিবিষ্ণুঃ । “সোহক্ষনঃ পারমাত্মোতি
 তদবিশ্বোঃ পরমং পদম্” ইতি ঋতেঃ ॥ অতঃ অপারপারো দূর-
 স্তস্য সংসারাক্ষনঃ পারত্বাৎ অপারো দূর্ণাপঃ পারো যস্য স বা ।
 পারতীরসমাস্তাবিতি ধাতুঃ । তর্হি দীর্ঘেণ কালেন প্রাপ্যঃ স্যাৎ ?
 তত্রাহ, পরঃ পরেভ্য ইতি পরেভ্য আকাশাদিত্যোহপি পরঃ অনন্ত
 ইত্যর্থঃ । “মহতো মহীয়ান্” ইতি ঋতেঃ । অতএব পরমার্থরূপী ।

সত্যস্বরূপঃ । যদ্বা অর্থঃ প্রয়োজনং পরমপুরুষার্থঃ পরমানন্দঃ
 স এব । ননু তস্য দুষ্প্ৰাপত্ত্বেকথং পরমপুরুষত্বাৎ কথং বা “সোহ-
 ধনঃ পারমার্থোত্তীতি” ঋতিঃ ? তত্রাহ স ব্রহ্ম বেদঃ তপো বা তৎ-
 সহিতান্তর্নিষ্ঠাঃ স ব্রহ্মাণঃ তেষাং পারঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ । তৎ কুতঃ ?
 ইত্যত্রাহ । পরপারভূতঃ, পরস্যানাত্মভূতপ্রপঞ্চস্য পারভূতঃ অবধি-
 রূপঃ । তত্র হেতুঃ । পরঃ পরাগামপীতি আত্মাধ্যাত্মা আত্মত্বেন
 প্রতীতানামিচ্ছিয়াদীনাং পরঃ নিরূপাধিঃ । পরমাত্মা “ইচ্ছিয়েত্যঃ
 পরা হ্যর্থঃ” ইতু্যপক্রম্য “পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা-
 গতিঃ” ইতি ঋতেঃ । অয়ং ভাবঃ । ন হি গ্রামাদিবদ্ গত্যা তৎ-
 প্রাপ্তিঃ, যেন দূরন্তসংসারান্নপারত্বাদনন্তত্বাচ্চ ন প্রাপ্যেত । কিন্তু
 অয়ং ততোহতিদূরীভূতোহপি তপোবিশুদ্ধচিত্তৈর্কৈদোৎপন্নজ্ঞানেন
 অজ্ঞানকৃতানাত্মপ্রপঞ্চাদন্তঃ প্রাপ্তুং শক্য ইতি অতএবোপাধি-
 পরিচ্ছেদাভাবাৎ নিরঙ্কুশাচ্ছিত্য-পরমৈশ্বর্যেণ পারপারঃ । পার-
 শ্চাসৌ পারশ্চেতি সমাসঃ । পূপালনপূরণয়োঃ রিতি ধাতোঃ পার ইতি
 রূপম্ । স্বভক্তানাং পালনাৎ পারঃ । অপেক্ষিতৈব বৈঃ পূরণাচ্চ পার
 ইতি দ্বিতীয়পার শব্দস্যার্থঃ । যদ্বা পারাঃ পালকাঃ পূরকাশ্চ যে ইচ্ছ-
 ব্রহ্মাদয়ন্তেষামপি পালকঃ পূরকশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ তদেবং বিশুদ্ধরূপেণ
 স্তত্ত্বা সাক্ষীস্থ্যন স্তৌতি, স কারণমিতি । কারণত ইতি বস্তুার্থে ত-
 সিল্ । স বিষ্ণুঃ কারণস্যাপি কারণং তস্যাপি কারণমিত্যেবং চরাচর-
 কারণং ব্রহ্মাণ্ডসারভা মূলকারণপর্যন্তং কারণমালায়কঃ । যথোক্তং ।
 ব্রহ্মস্তুতো “কারণং কারণস্যাপি তস্য কারণম্” ইত্যাদি । কার্যেযু
 চৈবমিত্যনেন প্রকৃতিকার্যং মহত্তত্ত্বসারভা চরমকার্যপর্যন্তং কার্যমা-
 লায়কো বিষ্ণুর্বেত্তাক্রমঃ । তদেবং স্রষ্টিক্রিয়ায়াং উপাদানকারণ-
 ত্বেন তৎকার্যত্বেন চ সাক্ষীস্থ্যমুক্তা পালনক্রিয়ায়াং পাল্যরূপকর্মতয়া
 তৎকর্তৃত্বা বা সাক্ষীস্থ্যমাহ, স ইতি । হ ইতি নিপাতোহবধারণার্থঃ ।
 স বিষ্ণুরেব ধর্মাদিরূপৈঃ পালনীয়ৈস্তৎপালকৈশ্চ কর্তৃরূপৈঃ স্রষ্টৈঃ
 স্বীয়ৈরুপলক্ষিতঃ সন্ সর্মসবতীতি । যদ্বা অশেষৈঃ কর্মরূপৈঃ কর্তৃরূ-
 পৈশ্চ । সঠেবমিতি কর্মকর্তৃরূপমালান্তরাঙ্কচাতিদেশঃ । তত্র

“কর্তুঃ ক্রিয়ামিত্যতমং কৰ্ম” ইতি স্মৃতেঃ । কর্তুঃ ক্রিয়য়া গ্রামগমনাদি-
 করণিকয়া ভাবনাখ্যায়া । যদিহ্মিত্যতমং স্মৃৎ তদেব মুখ্যং কৰ্ম অত্র
 গৃহাতে । গ্রামাদৈব ধাত্বর্থকৰ্ম্মতৈব ন ভাবনাকৰ্ম্মতা । অতএবাভ্যে
 শেতে ইত্যাদিষু অকৰ্ম্মকেষুপি প্রত্যয়াংশে ভাবনাপ্রতীতেৰ্ভাব্যং বিনা
 ভাবনাতাবাক । সুখকাম আসীৎ স্বাস্থ্যকামঃ শরীতেত্যেবমাদিপ্রয়ো-
 গেষ্वासনেन স্মৃৎ ভাবয়েদিত্যেবমাদিবচনব্যক্ত্যা । সুখাদেৰ্ভাবনাকৰ্ম্মত্বম্
 অভ্যুপগম্যতে । তদুক্তং ভট্টৈঃ । “অস্ত্যাদাবপি কত্রংশে ভাব্যমন্ত্যেব
 ভাবনা । অন্যত্রাংশে চ নাতান্ত ন তথা সা প্রভাসতে” ইতি । যদেব-
 নকৰ্ম্মকেষুপি ভাব্যং স্যাৎ । কন্তুর্হি সৰ্ম্মকাকৰ্ম্মকয়োৰ্ভেদ ইত্যা-
 ক্ষিপ্য পরিহারশ্চোক্তঃ । “সাক্ষাদব্যতিচারেণ ধাত্বর্থো যত্র কৰ্ম্মতাক্ ।
 নকৰ্ম্মকঃ স ধাতুঃ স্যাৎ পারম্পর্য্যে ত্বকৰ্ম্মকঃ, ইতি । অত্রোক্ত-কৰ্ম্মশ-
 কেন্ধেন ঈশ্মিত্যতম-স্মৃৎবাচিনা । মানুযানন্দমারত্য ব্রহ্মানন্দপর্যাস্ত-পুরুষা-
 র্থসামকোহপি বিষ্ণুরেবেত্যুক্তম্ । তদেবং কারণকার্য্যকৰ্ম্মকর্তৃ রূপৈঃ
 শ্ৰুতিলয়ক্রিয়াপ্রতিযোগিতিস্তত্ত্বংসংবন্ধি সাক্ষীত্বায়ুক্তম্ । এতৈরেব
 রূপৈঃ পালনক্রিয়াপ্রতিযোগিতিস্তত্ত্বংসংবন্ধিসাক্ষীত্বমাহ, অশেষৈ-
 রেতরূপৈঃ স বিষ্ণুঃ সৰ্বং ভবতীতি ॥ ৫৬ ॥ ননু যদি শুদ্ধং ব্রহ্মৈ-
 বাসৌ বিষ্ণুস্তর্হি কথমশেষৈরূপৈরবতীত্যুচ্যতে ? অথ সাক্ষীত্বকন্তুর্হি
 সৰ্বভাববিকারপ্রাপ্তেঃ কুতোহস্য বিশুদ্ধতা ? ইত্যশঙ্ক্যাহ, ব্রহ্মৈতি ।
 স বিষ্ণুঃ শুদ্ধং ব্রহ্মৈব সন্ প্রভুঃ সৰ্বনিয়ন্তা । ব্রহ্মৈব সন্ সৰ্বভূতশ্চ ।
 ব্রহ্মৈব সন্ প্রজানাং পতিশ্চ পালকঃ । ননু ব্রহ্মস্বরূপাপ্রচ্যুত্যা
 যতোহসাবচ্যুতঃ প্রসিদ্ধঃ, অতঃ স বিষ্ণুঃ ব্যাপনশীলঃ । সাক্ষীত্ব-
 কোহপি সন্ অক্ষরং ধ্রুৱং নিত্যমজম্ অপক্ষয়াদৈৱসঙ্গি অপরিক্ষয়-
 বিপরিণাম-ব্রহ্ম-সঙ্গ-রহিতঞ্চ ব্রহ্মৈব অচিন্ত্য-স্বাধীন-মায়য়া সাক্ষীত্বময়া
 স বিবর্ততে অতো নায়ং বিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥ উক্তং তদ্বন্ অনু-
 স্মরন্ দোষোপশমং প্রার্থয়তে ব্রহ্মাকরমিতি । যথা নিষ্কারণং
 ব্রহ্মৈবাসৌ পুরুষোত্তমঃ তথা তদনুস্মরণেন তৎপ্রসাদাললাৎ স্বরূ-
 পাবির্ভাবাৎ সম রাগাদয়ঃ রাগ আদিঃ কারণং যেষাং ক্রিয়ালোপ-
 ষোগতজাদিদোষাণাং, তে সৰ্বদোষাঃ প্রকর্ষণে সমুলং শমং লামং

প্রস্তুত ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ইদানীমস্যা বহুপতিত্বং ভগবতৈব প্রসাদীকৃতব্-
ইতি নাস্যাঃ সূর্য্যাকং বা কশ্চিদ্ দৌৰ ইতি বক্তুমাহ, ইয়ংকৈত্যা-
দিনা । কার্য্যগৌরবং সংপূত্রলাভাখ্যম্ ॥ এতস্যাঃ কথনে সতি বো সূ-
র্য্যাকং বংশবিস্তারার্থফলদং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥ প্রাগ্-জন্মনি-
ভূপস্য পত্নীম্ ॥ তস্মিন্ ভূপে ভর্ত্তরি হৃতে সতি, বিষ্ণুং তোষয়ামাস
ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ রূপেব জন্ম বস্যাঃ সা রূপাজন্যা । বিকলা চ
অপুত্রা ॥ ৬৩ ॥ স্নাঘ্যাঃ প্রথ্যাতকর্মাণঃ ॥ ৬৪ ॥ রূপেণ সম্পদা চ
সমায়ুক্তা ॥ ৬৫ ॥ প্রণামেন নম্রাম্ ॥ ৬৬ ॥ জন্মভেদেন তয়া বহুপতি-
প্রার্থনে কৃতেহপি স্বভক্তানাং পুনর্জন্মসহমানো বিষ্ণুরেকস্মিন্নেব
জন্মনি তং বরং দদৌ, তদাহ, একস্মিন্মন্তর এব জন্মনীতি ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥
সূতিঃ সন্ততিঃ ॥ ৬৯ ॥ সাধ্বী পুতিব্রতা * ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ যঃ পূর্বে ব্রহ্মণঃ
পুত্রো বভূব, স দক্ষো নারিষাং জজ্ঞে ॥ ৭৩ ॥ স্ত্রীত্বং প্রজাপত্য-
শক্তিরুচ্চ্যর্থম্, আত্মনশ্চ প্রজাস্ত্রীত্বং সম্ভানার্থম্ ॥ ৭৪ ॥ অবরান্
নীচান্, বরান্ শ্রেষ্ঠান্ ॥ অচরাংশ্চ চরাংশ্চেতি বা পাঠঃ ॥ ৭৫ ॥ পশ্চাৎ
হর্য্যাদি-পুত্রনাশানন্তরং স্ত্রিয়ঃ কন্যাঃ শক্তিমন্ত্ৰজং ॥ তাসাং মধ্যে প-
ক্ষাংশ্চ-কন্যানাং বিবাহান্ বংশাংশ্চ প্রদর্শনার্থমুপক্ষিপতি, দদাবিতি
ছাভ্যাম্ ॥ ৭৬ ॥ কালস্য নয়নে পরিবর্ত্তনে যুক্তা নিযুক্তাঃ কৃষ্টি-
কাদ্যাঃ । তদুক্তম্ ॥ “কৃষ্টিকাদীনি নক্ষত্রাণি ইন্দোঃ পদ্মাস্ত ভারত !”
ইতি ॥ ৭৭ ॥ ততো দক্ষাং প্রভৃতি ॥ ৭৮ ॥ দক্ষাং পূর্বেবাক্ত সঙ্ক-
ল্লাদিমাত্রাং প্রজা অভবন্ ॥ বদ্যপি প্রোচেতসাদ্ দক্ষাং পূর্বেমপি
মৈথুনশক্তিরন্ত্যেব, তথাপি বাহুল্যাতিপ্রায়ৈণেতদুচ্যত, ইত্যবি-
রোধঃ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ সৌমদুহিতুর্ধারিষাঃ পুত্রত্বাং সৌমস্য
দৌহিত্রঃ । পুনশ্চ সপ্তবিংশতিমিন্দবে দদাবিত্যুক্তেঃ ঋগুরতাক-
গত ইতি বৎ, জৈবাহন্যঃ সংশয় ইত্যর্থঃ । দৌহিত্রসোতি পাঠে দক্ষ-
কন্যায়ামনসূর্য্যাম্ অত্রোঃ সৌমসোৎপত্তেদক্ষস্য দৌহিত্রঃ । সৌমস্য

* তব বহুরস্মীবেপি স পাতিত্রত্যভলো ভবিষ্যতীতি হৃচয়তি, সাধী পতিব্রতা ।
বহু ॥ ৭০ ॥

পুনর্দক্ষঃ স্বশুরতাং কথং গতঃ ? ইতি ॥ ৮১ ॥ নিত্যৌ প্রবাহরূপেণা-
 বিচ্ছিন্নৌ ॥ ৮২ ॥ দক্ষাদ্যা ইত্যাদিশব্দেন সোমো বৃহতে । এতে যুগে
 যুগে ভবন্তি সম্প্রতিযুক্তবদ্ ভবন্তি । নিরুধ্যান্তে স্মৃশ্বন্তবৎ লীয়ন্ত ইত্য-
 র্থঃ । যুগে যুগ ইতি যুজ্যন্তেহস্মিন্ গ্রহা একং স্থানং যাস্তীতি, যুগমত্র
 কম্পমম্বস্তুরাদিঃ কালঃ । স্বায়ত্ত্বমম্বস্তুরে জাতস্য দক্ষস্য পুনশ্চানুষ্-
 মম্বস্তুরে প্রচেতোভ্যো জন্ম প্রসিদ্ধেঃ । এবমেবাত্রেঃ সকাশাদ্ জাতস্য
 সোমস্য পুনঃ ক্ষীরাক্ষেঃ সকাশাদ্ জন্ম প্রসিদ্ধেন বিরোধঃ ॥ ৮৩ ॥ ন
 চাত্যস্তকনিষ্ঠে স্বশুরে পূজ্যপূজ্যাব্যতিক্রমাশঙ্ক্যতাহ কানিষ্ঠ্যমিতি ।
 গরীয়ে গুরুতরং তপশ্চ প্রভাবশ্চ জৈষ্ঠ্যাকারণমভূৎ, ন তু বয়োমাত্রম্
 ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥ দক্ষমক্ষিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি, দেবানামিতি ।
 ইহ অস্মিন্ প্রাচেতসে দক্ষে যা দেবাদীনামুৎপত্তিস্তাং বিস্তরেণ
 প্রকীৰ্ত্তয়েত্যাৰ্থঃ ॥ ৮৫ ॥ ৯০ * ॥ প্রজাঃ সমাগ্ বিবর্দ্ধয়িতুমিচ্ছন্ তান্
 দৃষ্ট্বাতিসংগম্য অত্রীৎ ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥ বালিশা বতেত্যাदेरयं वास्त-
 वोऽर्थः । বতেতি তৈদে । তেষাং তত্ত্ববিমর্ষণং বিনা প্রজাম্ভ্যাদিক্লে-
 শ-প্রাপ্তেঃ । অহো ! যুয়ং বালিশাঃ অজাঃ । যতোহস্যা ভুবঃ সংসারা-
 ক্ষুরপ্রসবক্ষেত্রস্য লিঙ্গশরীরস্যাপ্যঃ উপক্রমম্, উর্দ্ধমবসানম্, অন্তঃ ম-
 ধ্যক্ষ ন জানীত । অতো মোক্ষমার্গম্ অজ্ঞাত্বা কথং প্রজাঃ শ্রক্যথ ?
 ব্যর্থং সংসারোপপাদকং প্রজাসংগং কিমিতি করিষ্যথ ? ॥ ৯৩ ॥ যুয়ঞ্চ
 বিশুদ্ধবুদ্ধিত্বাং তত্ত্বজ্ঞানাধিকারিণ এবমতাহ উর্দ্ধমিতি । উর্দ্ধং
 তিৰ্য্যগধশ্চ সৰ্ব্বতন্তুত্ববিচারে যদা ইদানীং স্তজ্জন্মনি যুগ্মাকং গতিবুদ্ধি-
 রপ্রতিহতা বর্ততে, তদা কস্মাদ্ ভুবো লিঙ্গশরীরস্যাস্তং ন শ্রক্যথ ?
 লিঙ্গভঙ্গপর্য্যন্তে তত্ত্বজ্ঞানে কিমিতি যত্র ন করিষ্যথেত্যর্থঃ । তদুক্তং
 ষষ্ঠস্কন্ধে হর্ষাশৈর্নরদোক্তিবিবরণে । “ভুঃ ক্ষেত্রং বীজসংজ্ঞং যদ্ অনা-
 দিনি জবন্ধনম্ অদৃষ্ট্বা তস্য নির্মাণং কিমসংকল্পমতিশ্রবৎ ?” ইত্যা-
 দি ॥ ৯৪ ॥ সৰ্ব্বতো দিশং প্রয়াতা অসঙ্গতয়া সৰ্ব্বাসু দিকু শৈবরং ব্যচরন্ ।
 ততশ্চ যুক্তত্বাৎ নাদ্যাপি নিবর্তন্তে ॥ ৯৫ ॥ ঋতৌ যত্র কাপি গতেষু ॥ ৯৬ ॥

পূরোক্তং বালিশা বতেতাদিবচনং প্রচোদিতাঃ শ্রাবিতাঃ সন্ত উচুঃ
 ভ্রাতৃণাং জ্যেষ্ঠানাং গুরুণাং পদবী মোক্ষমার্গঃ ॥ ৯৮ ॥ পৃথুয়াঃ প্রমাণং
 লিঙ্গশরীরাবসানং জ্ঞাত্বা ততঃ পশ্চাৎ পিত্রাজ্ঞাপালনেন লোকসং-
 গ্রহার্থং প্রজাঃ অক্যামহ ইতি বাস্তবোহর্থঃ । কথারূপোহর্থঃ স্পষ্ট
 এব ॥ ৯৯ ॥ তদতিপ্রায়ৈবাহ, ততঃ প্রভৃতীতি । নশ্যতি অদর্শনং
 যাতি ॥ ১০০ ॥ নারদশাপশ্চ ভাগবতোক্তঃ “তস্যাং লোকেষু তে যুত !
 ন ভবেদ্ ভবতঃ পদম্” ইতি ॥ ১০১ ॥ কন্যানাং বংশান্ বক্তুমাহ, দদা-
 বিত্যাদিনা । সপ্তবিংশতি ইতি দ্বিতীয়ালোপ অর্থঃ ॥ ১০৩ ॥ পূরোক্তাঃ
 শ্রদ্ধাদ্যস্ত্রয়োদশ ধর্মস্য পত্ন্যাঃ স্বায়ত্ত্ববস্য দক্ষস্য কন্যাঃ । এতা-
 ন্ত্বরূপত্যায়া দশ প্রাচেতসস্য দক্ষস্যোত্যবিরোধঃ ॥ ১০৫* ॥ ১৭ ॥ মুহূর্ত্ত-
 জাস্তন্তনু-মুহূর্ত্ত ভিমানিনো দেবাঃ, ঘোষস্তদভিমানী দেবঃ, নাগবীথী
 দেবযানোস্তরবীথ্যাভিমানিনী দেবতা । ॥ ১০৮ ॥ পৃথিব্যেব বিষয়ঃ স্থানং
 যস্য চরাচর প্রাণিজাতস্য তৎ সর্বম্ । সর্বাঙ্গা সর্ববস্তুবিষয়ঃ ॥ ১০৯ ॥
 বহু নামটানাং নামপূর্কং বংশান্ বক্তুমাহ, বিশ্বরূপো মহাযশা
 ইত্যন্তেন । অনেকং নানাবিধং বস্তু তেজস্তদেব প্রাণে বলং যেবাং
 তে অনেকবস্তু প্রাণা ইতি বসুনামনিরুক্ত্যর্থযুক্তম্ । জ্যোতিঃ পুরো-
 গমা অগ্নিমুখ্যাঃ “বসুনাং পাবকচ্চামি” ইতি স্মৃতে: ॥ ১১০ ॥ ১১ ॥
 আপস্য বৈতণ্যাদয়শ্চত্বারঃ পুত্রাঃ । লোকপ্রকালনস্তৎসংহর্তা ॥ ১১২ ॥
 যেন কৰ্চনা বর্চস্বী কাণ্ডিমান্ পুরুষো জায়তে সঃ । ধরস্য ভাৰ্য্যা মনো-
 হরা । পুত্রাশ্চ দ্রুপাদয়ঃ পঞ্চ । হতং হব্যং বহতীতি তথা ॥ ১১৩ ॥ ১৪ ॥
 শরৌমুঞ্জন্তস্য শুভে ॥ ১১৫ ॥ পৃষ্ঠজা অনুজাঃ কুমারবাহরূপাঃ । তদুক্তং
 শল্যপর্কণি “ততোহভবৎ চতুর্হুর্ভিঃ কণেন ভগবান্ গুহঃ” ইতি কুমার
 এব কার্ত্তিকের ইতি স্মৃতে: ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥ ব্রহ্মপতের্ভগিনী

* অরূপত্যায়াঃ প্রাচেতসস্য দক্ষস্য স্ত্রীতা দশ ধর্মপত্ন্যাঃ । পূরোক্তাঃ শ্রদ্ধা কী-
 র্ত্তাদয়স্ত্রয়োদশ ধর্মপত্ন্যস্ত্ব স্বায়ত্ত্ববস্য দক্ষস্য স্ত্রীতা ইত্যবিরোধঃ ॥ রত্ন ॥ ১০৫ ॥

† ঘোষো ধুমিবিপেষো গোষ্ঠঃ বা, তদভিমানী দেবঃ । নাগবীথী অগ্নিমুখ্যা-
 মকত্রয়োদশক-অর্গাধুবিপেযাভিমানিনী দেবতা । তু পঞ্চাং ধুজবীথ্যাদীনাং অষ্টা-
 মাং সংগ্রহঃ ॥ রত্ন ॥ ১০৮ ॥

প্রভাসস্য ভাৰ্য্যা । অসক্তা সজ্বজিতা ॥ ১১৮ ॥ তস্যাং বিশ্ব-
কৰ্ম্মা ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥ ১২১ ॥ অষ্টৈকপাদাদয়শ্চত্বারো জজিরে * ॥ ১২২ ॥
দ্বক্টুরনুজস্য রুদ্রসৈন্যকাদশধা বিভাগমাহ, হরশ্চেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১২৩ ॥
এষামৈবৈকাদশানাং প্রত্যেকং শতং ভেদানাহ, শতং দ্বৈবমিতি ।
যদ্বা এতদ্ বিভূতিরূপাণামানন্ত্যমুচ্যতে । শতশব্দস্য অপরিমিত-
বচনত্বাৎ । অসংখ্যাতাঃ সহস্রাণি যে রুদ্রাঃ “অধিভূগ্যাম্” ইতি
স্মৃতেশ্চ । তদেবং ধৰ্ম্মভাৰ্য্যাণাং বংশা উক্তাঃ । ইদানীং কশ্যপায়
ত্রয়োদশেভ্যুক্তানাং বংশান্ বক্তুমাহ, অদিতিরিত্যাদিনা ॥ ১২৫ ॥ ৬ ॥
তত্র তুষিতা এবাদিতেঃ পুত্রা জাতা ইতি কথাপূৰ্ব্বকমাহ । পূৰ্ব্বমম্ব-
স্তরে চাক্ষুষে যে তুষিতা নাম দেবা আসন্, তে চাক্ষুষস্য মনোরস্তরে
বৰ্ত্তमाने वैवस्वतमम्वस्तरे চোপস্থিতে ভাবিনি সতি পরস্পরং সমা-
গম্য অন্যোহন্যং পার্শ্বং গত্বা সমবায়াকৃত্য মিলিতাঃ সম্ভোহন্যো-
ন্যমুচুরিতি দ্বয়োন্নম্বয়ঃ ॥ ১২৭ ॥ অতিষশসঃ প্রথ্যাতবীৰ্য্যাঃ ॥ ১২৮ ॥
কিমুচুস্তদাহ, অজ্ঞাষ্চেতি । বৈবস্বতমম্বস্তরে প্রসূয়াম প্রসূয়েমহি ।
কিমর্থমিত্যত্রাহঃ, তৎ ততঃ পুনরশি দেবাধিকারপ্রাপ্ত্যা নঃ শ্রেয়ো
ভদ্রং ভবিষ্যতীতি ॥ ১২৯ ॥ চাক্ষুষস্য মনোরস্তরে এবমুক্ত্বা
বৈবস্বতমম্বস্তরে অদিত্যা নিমিস্তভূতয়া কশ্যপাদ্ জাতা ইত্য-
র্থঃ ॥ ১৩০ ॥ ৩২ ॥ অতস্তুৰ্বিতা এব দ্বাদশাদিত্যাঃ স্মৃতা ইত্যুপসং-
হরতি ॥ ১৩৩ ॥ এবং তাবদষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা
ইত্যাদি ঋতিক্রমেণাদিত্যানামুপস্থানাদদিত্যা বংশ উক্তঃ । ইদা-
নীং অদিতিরিতি কশ্যপভার্য্যোদ্দেশানুসারেণ দিত্যা বংশং ক্রম-
প্রাপ্তমপি প্রজ্ঞাদচরিতাদি বহুবিস্তরেন্নেচ পশ্চাদ্ বক্ষ্যন্ আদৌ
তাবদম্পত্বাৎ অন্যান্যাসং দক্ষকন্যানাং বংশানাহ, যাঃ সপ্তবিংশতিঃ
প্রোক্তা ইত্যাদি সার্টেকঃ পঞ্চতিঃ ॥ ১৩৪ ॥ তান্নামতিতেজসা
দীপ্তিমন্ত্যপত্যান্যভবন্ । পাঠান্তরে ‘অমিততেজসো হেতোর্দীপ্তান্য-
ভবন্ ইত্যর্থঃ । চতস্রোহরিক্টেনময় ইভ্যুক্তানাং বংশমাহ, অরিক্ট-

নেমীতি ॥ ১৩৫ ॥ যে টেব বহুপুত্রায় ইত্যুক্তয়োর্বংশমাহ, বহুপুত্র-
সোতি । চতস্রো বিদ্যাত্ত্ব “বাতায় কপিলা বিদ্যাদ্ আতপার্যাতিলো-
হিতা । পীতা বর্ষায় বিজ্ঞেয়া দুর্ভিকায় সিতা ভবেৎ” ইতি জ্যোতিঃ-
শাস্ত্রে প্রসিদ্ধাঃ । যে টেবান্দিরস ইত্যুক্তয়োর্বংশমাহ, প্রত্যঙ্গিরসজা
ইতি । অঙ্গিরসে প্রত্যাগতে প্রত্যঙ্গিরসে তাভ্যাং জাতাঃ প্রত্যঙ্গি-
রসাখ্যা ঋচঃ । “যান্ কণ্ঠ্যন্তি” ইত্যাদি পঞ্চত্রিংশৎ মন্ত্রাভিমানি-
দেবতাঃ ॥ ১৩৬ ॥ যে কৃশাখ্যেতুক্তয়োর্বংশমাহ, কৃশাখ্যসোতি ।
দেবপ্রহরণাঃ দেবশস্ত্রদেবতাঃ ॥ ১৩৭ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ—অষ্টৌ বসবঃ, একা-
দশ ঋত্বা, দ্বাদশাদিত্যাঃ, প্রজাপতিশ্চ বযট্কারশ্চেতি ঋত্ব্যুক্তাঃ ।
ছন্দতঃ স্পেচ্ছাতো জায়ন্ত ইতি ছন্দজাঃ । নিরোধসহিতাঃ উৎপত্তি-
নিরোধোৎপত্তিঃ ॥ ১৩৮ ॥ উৎপত্তিনিরোধয়োঃরিচ্ছা কথং স্যাদিত্যত
আহ, যথা সূর্য্যসোতি যুগে যুগে প্রতিকম্পং মন্বন্তরাদিহু ॥ ১৩৯ ॥
দিতের্বংশমাহ, দিত্যা ইত্যাদিনা যাবদেকবিংশাধ্যায়ৈ দনোর্বংশো-
ক্তিঃ ॥ ১৪০ ॥ পরিগ্রহো ভার্য্যা ॥ ১৪১ ॥ * “প্রহ্লাদবৎ স্তসিংহৈক-ভক্তি-
জাতায় দেহিনাম্ । আবহন্ প্রবর্ণোঃসুক্যং তৎপ্রভাবমসূচয়ৎ ।”
তেষাং মধ্য ইত্যাদিনা বাবৎ সমাপ্তিঃ ॥ ১৪৭ ॥ বিকোঃ অরণেন দং-
শিতঃ সমন্ধঃ ॥ ১৪৮ ॥ ৫০ ॥ দৈত্যোজ্ঞেন পরিণামিতাঃ দন্তৈঃ প্রহর্তুং
গজশিলাক্রমেণোদ্যোজিতাঃ ॥ ১৫১ ॥ ৩ ॥ দৈত্যোজ্ঞস্য সূদৈঃ সুপ-
কারৈঃ পূজ্যং দন্তং হালাহলম্ । “হলাহলা নাম নদা হিমব-
ত্যাতিদারুণা । যন্তু তন্তোরসংভূতং বিষং হালাহলং স্মৃতম্” ইতি ।

• “তগবদ্-বাসনাসিদ্ধ্যা ইহামুক্ত ন জায়তে । ইতি প্রহ্লাদমাহাভ্যাঃ মহোৎসবমিভাভ-
নোৎ ॥,, তেবাৎ মধ্যে ইত্যাদিনা ॥ রত্ন ॥ ১৪৩ ॥

সর্বৈষু প্রজ্ঞানালেশু উপচিতঃ সমেধিতঃ বহিরিতি বিক্রতিরাদিক্যোদ্যোতনায় ।
রত্ন ॥ ১৪৪ ॥

‡ অস্তায় মাণায় । উরু তেজো যস্য তস্য ॥ রত্ন ॥ ১৪৭ ॥

§ স্বর্ণেতুক্ততোপলক্ষণম্ ॥ রত্ন ॥ ১৪৯ ॥

ଅବିକାରଂ ରୋମାଞ୍ଚ-ସ୍ୱେଦ-ବଜ୍ର-ଶୋଷାଦି-ବିକାରଶୂନ୍ୟଂ ଯଥା ତବତ୍ୟୋବଂ
ଜରୟାମାସ ॥ ୧୫୫॥୫୬ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପୁରାଣଟୀକାୟାଂ ଅବିକାରାଧ୍ୟାୟଂ
ଅଥମାଂଶେ ପଞ୍ଚଦଶୋହଧ୍ୟାୟଃ ।

ସୋଡ଼ଶୋହଧ୍ୟାୟଃ ।



ଉକ୍ତାନୁବାଦପୂର୍ବକଂ ଶ୍ରୀହ୍ରୀଦଚରିତଂ ପୃଷ୍ଠତି, କଥିତ ଇତ୍ୟାଦିନା ।
ମାନବାନାଂ ଉକ୍ତାନ୍ତପାଦ-ସ୍ତ୍ରୀବାଦୀନାମ୍ * ॥ ୧ ॥ ଦଦାହ, ଯନ୍ମାଗ୍ନିଃ । ଅତ୍ରେଃ
କୁଶଃ ଶ୍ରେତୋହିପି ॥ ୨ ॥ ଯତ୍ର ଯନ୍ମିନ୍ ଶ୍ରୀହ୍ରୀଦେ ବଞ୍ଚିର୍ବଞ୍ଚେ ବିଚଳାତି ସତି
ତସ୍ୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତଂ ଶୈବଃ ସମାହିତା ସତୀ ବହୁଧା କ୍ଳୋଭଂ ଜଗାମ । ବିକ୍ଷିପ୍ତାଞ୍ଜଃ
ସମାହିତ ଇତି ପାଠେ ତୁ ଉକ୍ତରେଣାଶ୍ଚୟଃ । ବଞ୍ଚବଞ୍ଚୋ ବିଚରତୀତି ପାଠେ
ପୃଥଗ୍ ଏତଦ୍ ବାକ୍ୟମ୍ ॥ ୩ ॥ ଶିଷ୍ଟାଃ ଶ୍ରୀମ୍ନାଃ ସମାହିତାର୍ଥାଃ ॥ ୧୬ ॥

• ଶ୍ରୀହ୍ରୀଦଚରିତା-ଚର୍ଯ୍ୟ-ଅବଗାତିକୁହୁଳାଂ । ତେଷେବ ବିଷ୍ଣୁରଶ୍ରୀମ୍ନାଃ ସୋଡ଼ଶେମାହୁକୀ-
ନାଃ ॥ ରତ୍ନ ॥ ୧ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପୁରାଣଟୀକାୟାଂ ଅବିକାରାଧ୍ୟାୟଂ
ଅଥମାଂଶେ ସୋଡ଼ଶୋହଧ୍ୟାୟଃ ।



সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।



ভগবদ্বেষ এব তদুভয়পুত্রদ্বেষেহপি কারণমিতি বক্ষ্যন্ হির-
ণ্যকশিপোর্হুস্তাস্তমাহ, দিতেঃ পুত্র ইত্যাদিনা * ॥১॥ “ভূতেভ্যস্তুদ্বি-
শ্বৈভ্যো মৃত্যুর্মাভূৎ মম প্রভো !” ইত্যাদি অনেকবরপ্রার্থনে কৃতে
সতি তথৈব ব্রহ্মণা দত্তৈর্বটৈর্দর্পিতঃ সন্ ॥ ৪ ॥ তৎপ্রাসাৎ হিরণ্যক-
শিপোর্ভয়াৎ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ মহাত্মানং অদ্ভুতপ্রভাবম্ ॥ ৭ ॥ অবাদয়ন্
বাদ্যাদীনি, জগদুর্গীতম্ ॥ ৮ ॥ প্রকৃষ্টং স্তুতাং যাসাং তা অঙ্গরসো
যস্মিন্ তস্মিন্ প্রাসাদে, ক্ষুটিকাক্রমে ক্ষুটিকশিলাভিঃ অভ্রক-
শিলাভিঃ রচিতৈঃ পীয়ত ইতি পানং যদিরাতি ॥ ৯ ॥ তদেবং
তস্য পরমৈশ্বর্যম্ উক্ত্বা পুত্রদ্বেষকারণং বক্তুমাহ, তস্য পুত্র
ইত্যাদিনা ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥ অনাদিমধ্যান্তং দেশতঃ পরিচ্ছেদরহিতম্ ।
অখণ্ডং সর্বভূতম্ । অব্যক্তিকয়ং ব্রহ্মপক্ষয়শূন্যম্ । অচ্যুতং নাশ-
শূন্যম্ । তত্র হেতুঃ । সর্বকারণানাং কারণম্ । প্রণতোহন্যস্ত-
সন্তানমিতি পাঠে, অন্তয়তি ইত্যন্তঃ সংহর্তা, সংতন্যতেহনেনেতি
সন্তানং স্থিতিকর্তা, তম্ । পাঠান্তরং যুগমম্ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মবক্ষো !
ব্রাহ্মণধম ! তে জ্ঞয়া বিপক্ষস্তত্যাং সংহিতং সংবদ্ধং কিমেতদ্ *
গ্রাহিতঃ ? শক্তিতঃ ॥ ১৭ ॥ ২০ ॥ প্রসতং নিঃশব্দম্ ॥ ২১ ॥ যতো বিশ্বং,
বিশ্বরূপঃ স পরমেশ্বরো বিষ্ণুঃ † ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ন কেবলং মমৈব কিন্তু
প্রজানাং সর্ভাসাং ভবতশ্চাধাতা ধারয়িতা, বিধাতা, কর্তা চ পরমে-

* প্রহারাদে প্রহাদস্য হরিতকৃত্য কীর্তয়ে । ইহ তেষমৈব বালানাং তন্ত্ৰিশিলা
তথৈবরতা ॥ রত্ন ॥ ১ ॥

† ন শব্দস্য গোচরে বিষয়ে ন বা যোগিদোষ্যং “যতো বাচো মিবর্ভুজোঃ প্রাপ্য
মনসা সহ,, ইতি স্মৃতেঃ । তর্হি বাস্তব ইত্যত আহ, যতো বিশ্বং এশ্চ বিশ্বম্ ইতি
বিশ্বশািত্ত্ব-মিমিত্তোপোদানকৃতো যো বিষ্ণুঃ স পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ ॥ রত্ন ॥ ২২ ॥

ধরঃ স এন ॥২৪॥২৫॥ আক্রম্য অধিকৃতাবস্থিতঃ । যুনক্তি প্রবর্তয়তি ।
 “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সৰ্ব্বান্ধা” ইতি ঋতঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥
 জগ্ৰাহ, বিদ্যাং গুরোরূপকারার্থমেব । অন্যথা তদবস্থিলোপপ্রস-
 জ্ঞাৎ ॥ ২৮ ॥ গাথা গদ্যপদ্যাदिঃ ॥ ২৯ ॥ যতঃ প্রধানপুরুষৌ আ-
 নিভূতৌ ॥ ৩০ ॥ কুলস্যাঙ্গারতাং দাহকতাম্ ॥ ৩১ ॥ যস্মিন্ স্মৃত
 এব জন্মাदीন্যপি ভয়ানপযান্তি, তস্মিন্ মনসি নিত্যং স্থিতে সতি
 তয়ং কুত্র তিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥ অদশস্ত দষ্টবস্তঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥
 এতদশক্যম্ । অন্যৎ কার্যং প্রশাধি আদিশ ॥ ৪০ ॥ সংকটৈঃ সং-
 কীর্ণৈর্দৈতৈর্মিশ্রা মিলিতাঃ সন্তঃ স্তত মারয়ত । অস্মদ্ রিপুপকৈর্বৈ-
 কটৈঃ সামাদুপায়েন অস্মন্তো ভিন্নং পৃথক্কৃতম্ । তস্মাদ জাতা
 অপি তস্য বিনাশায় কচিদ ভবন্তি । যথাহরণৈর্জাতো হত্যাশোহরণে-
 র্নাশায় ॥ ৪১ ॥ বিবাহৈর্দৈতৈঃ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ পিতুরপি ভগবদুক্তিম্
 উৎপাদয়িতুং তৎস্মরণপ্রভাবমাহ, দস্তা ইতি । কুলিশং বজ্রং তস্যাগ্র-
 মিব নিষ্ঠুরাঃ দ্বষ্টাঃ তীক্ষ্ণাঃ মহতীর্বিপদ-স্তন্থ-মূলভূতানি পাপানি চ
 বিনাশয়তীতি তথা ॥ ৪৪ ॥ * ভার্গবস্যাঅজাঃ শঙ্খামর্কাদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ ৫১ ॥
 নিবর্তিনীং হিংস্রাম্ অনিবর্তিনীমিতি বাচ্ছেদঃ । দুষ্পুতীকানামি-
 ত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ পিতৃবিবয়সক্কেবিষ্ণু তজ্জিন্ ভবতি । এষাং তু
 ভবিষ্যতীতি বাল-দানবান্ গুরোরূপদেশস্যাধ্যাপনস্যাস্তরে বিচ্ছেদে
 তস্মধ্যে যুজ্যুর্হুঃ স্বয়মধ্যাপয়ামাস, উপদিদেশ ॥ ৫৪ ॥ “সংসারে
 নিত্যদুঃখানি বিষ্ণু ভজ্যে পরং সুখম্ । ইথং প্রহ্লাদবাক্যার্থং বুজ্জ্বা
 বিষ্ণুং ভজেদুখং” ॥ হে দিতিজাঅজাঃ ! মন্ত্রাতরঃ, দৈতেয়াস্তদন্যে ।
 পরমার্থতত্ত্বং শ্রয়তাম্ । মে সন্তঃ । অন্যথা মিথ্যোক্ত্যেতৎ ন মন্তব্যং,
 যতোহস্য গুরোরূপদেশ ইব মদুর্জো লোভাদিকারণং নাস্তি ॥ ৫৫ ॥
 বাল্যাদারভ্য বজ্রযুক্তয়ে বিষ্ণু ভক্তিরেব কর্তব্যোতি বজ্রং প্রবর্তিমার্গে

• দিবাং মুখানি মিকটদিগ্বেশাঃ ॥ রত্ ॥ ৪১ ॥

বিষমভাং মিরাক্রিয়তাম্ । অসুতময়ে কমিষ্টাঅজে । অত্রোতি বা পাঠঃ ।
 মিত্রে ঐরমে দেবমিকায়ৈহু সকলঃ বধকলম্বাৎ ॥ রত্ ॥ ৪২ ॥

জন্মাদি-সৰ্ববিশ্বাস্থ্যমু নিত্যং দুঃখমেবেতি দৰ্শয়মাংহ, জন্মোত্যাদি সৰ্বং
দুঃখময়ং জগদিত্যন্তেষ্টতুদর্শভিঃ ॥৫৬॥৫৭॥ মৃতস্য পুনর্জন্ম ভবতীত্য-
য়মেতদর্থপ্রতিপাদকঃ এমাণভূতশ্রুতিস্মৃত্যাদিরূপ আগমোহস্তু
“যোনিমন্যো প্রপদ্যন্তে শরীরদ্বয় দেহিনঃ । স্থানুমন্যো তু সংযাস্তি
যথাকৰ্ম যথাশ্রুতম্” ইতি “জাতস্য হি ক্রবো মৃত্যুধ্বং জন্ম মৃতস্য
চ” ইত্যাদি । এতদনুকূলং তর্কমপ্যাহ । তচ্চ তথৈব মন্তব্যম্ । যন্মাদ-
জীবাদ্যধিষ্ঠিত-শুক্রেণোণিতরূপম্ উপাদানকারণং বিনা দেহস্যোদ্ভবো
ন ঘটতে ইতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাং পুরুষবচসো ভবন্তীতি । যদ্বা
জীবন্মুক্তব্যারস্ত্যর্থমাহ, নেতি । উপাদীয়তে নিমিত্ততয়া স্বীক্ৰি-
য়তে পুনর্জন্মার্থম্ ইতুপাদানং পুণ্যাপাদি । তদ্বিনা উদ্ভবো জন্ম
নাশ্চি, কিন্তু তৎসম্ভাবে, অতো জীবন্মুক্তো নাতীতপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥৫৮॥
ততঃ কিমত আহ, গৰ্ভবাসাদীতি পুনর্জন্মন উপপাদনং প্রাপণং
যাবৎ, তাবদ্ দুঃখমেব । যদ্বা বাসদেবগৰ্ভবাসব্যারস্ত্যর্থমাহ, পুন-
র্জন্মেতি ॥৫৯॥ অমপানাদিজনিতস্বখমপ্যস্তু, কুতো দুঃখমেবো-
চ্যতে ? ইতি চেৎ, তত্রাহ, ক্ষুদ্রিতি । ক্ষুৎপিপাসাদিকৃত দুঃখোপশমং
যতো ভ্রান্তঃ স্বখং গন্যতে, তদ্ হি পুনরমপানাদি-সংপাদন-প্রয়া-
সাৎ দুঃখমেব ॥ ৬০ ॥ দুঃখত্বেন প্রসিদ্ধেহপীচ্ছয়াক্রপ্রহারাদৌ সুখ-
ভ্রমং দৃষ্টান্তত্বেনাহ, অত্যন্তেতি । বাতাদিদোষেণ অত্যন্তং জড়ী-
ভূতগাত্রীণাং ব্যায়ামেন গমনাদিশ্রমেণ স্বখমিচ্ছতাং ব্যায়ামোহপি
স্বখমিব ভবতি । ভ্রান্তিজ্ঞানারূতাক্ষাণাঞ্চ মোহপিহিতদৃষ্টীনাং কা-
শিনাং প্রণয়কুপিত-কামিনী-নৃপুত্র-রণংকার-চরণ-প্রহারোহপি স্বখবৎ
প্রতীয়তে ॥৬১॥ তদেব কামিনাং স্বখম্ । নিন্দতি, কেতি । মহাচরঃ
স্থলসংঘাতঃ । কান্তিগৌরবাদিঃ, অজ্ঞায়া শোভা ভূষণাদিকৃতা,
সৌরভাৎ সৌগন্ধ্যং, কমনীয়ং সৌন্দর্যম্, এবমাদয়ো গুণাশ্চ
ক ॥ ৬২ ॥ দেহে চেদহং-মম-কারাস্পদে প্রীতিমান্ ভবেৎ তহি-
নরকেহপি প্রীতিমান্ ভবিষ্যতি ? তস্যাপি নারকি-ভোগমাংসা-
দি-সংঘাতদ্বাবিশেষাৎ ॥ ৬৩ ॥ কিঞ্চ ন বস্তুতঃ কিঞ্চৎ স্বখসা-
ধনমস্তু । স্বখসাধনমৈব কদাচিদ্ দুঃখদর্শনাদিত্যাহ, অগ্নেরিতি ।

শীতেন পূৰ্ণভাবিনা অগ্নেঃ সুগকৰ্ত্তৃত্বং ক্রিয়তে । শীতাভাবে ঐশ্বৰ্য্যে
 অগ্নেদুঃসহজ্ঞাৎ । এবং পূৰ্ণভাবিন্যা হৃষা তোয়স্যা, ক্ষুধা চ তজ্জ-
 ন্যামস্য, তয়োৰভাণে তোয়ান্নয়োৰতি প্রতিকূলজ্ঞাৎ তদ্বিলোমস্যা-
 গ্নাদি-প্রতিযোগিনঃ শীতাদেৱিতৰৈৱগ্নাদিভিঃ, অগ্নিনা সন্তাপে
 সতি শীতস্য, তোয়ে সতি হৃষঃ, অগ্নে সতি ক্ষুধঃ, স্নুথহেতুজ্ঞঃ, অ-
 ন্যথা তেষামেব দুঃখহেতুজ্ঞাৎ ॥ ৬৪ ॥ কিঞ্চ কৰোতীতি ॥ ৬৫ ॥ কলত্রপুত্ৰ-
 মিত্ৰাদিসম্বন্ধোহপি দুঃখহেতুৱেবেত্যাহ, যাবত ইতি । শোকরূপাঃ
 শঙ্কবঃ কীলকানি খন্যন্তে নিপাত্যন্তে । তেষামপগমেহপি তগ্নাশা-
 দিশোকানপগমাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ এতৎ স্পষ্টয়তি, যদ্ যদिति ।
 যদ্ যদ্ গৃহেহস্তি ধনাদি, তদ্ যত্র তত্র দেশান্তরেহপি অবতিষ্ঠমানস্য
 মনসি নিত্যং চিন্তয়তন্তিষ্ঠতি । তস্য তু ধনাদেৰ্নাশো দাহোহপহরণং
 বা তদ্বৈতং গৃহ এব তিষ্ঠতি ন তু মানসে, স্মৰ্য্যমাণতয়া স্থিতস্য ধনা-
 দেৰ্নাশাদি ভগতি । মনসি স্থিতস্য তু ন ভবতীতি কুতঃ ? অহে।
 চিত্রং ! গৃহে নষ্টমপি ধনাদি যত্র কুত্রচিৎ দেশান্তরে স্থিতমপি পরি-
 গ্রহণং ব্যথয়িতুমেব মানসবাসনারূপেণ তিষ্ঠতি । অতন্তদ্-বাসনাপরি-
 ত্যাগে বিশোকো ভবতি, ন তদ্-বিয়োগমাত্র ইতি ভাবঃ । পাঠান্তরে-
 হপি অয়মেব তাৎপৰ্য্যার্থঃ ॥ ৬৭ ॥ এবং সৰ্গবস্থান্বপি দুঃখমনুস-
 ক্ষেয়মিত্যাহ, জ্ঞানীতি স্বাভাষ্য ॥ ৬৮ ॥ তদেবং প্রবৃন্তিমার্গে দো-
 ষোক্ত্যা বিরক্তিমুৎপাদ্য পিঞ্চুসেবায়াং প্রবর্তয়ন্মাহ, তদেবমিতি ॥ ৭০ ॥
 তথাপ্যস্মাকং বালানাং নাত্রাধিকার ইত্যশঙ্কাং বাবর্তয়তি, জানী-
 তেতি । তন্ত্বেপরিণামভেদেন ভিন্নেষপি বালযুগাদিদেহেষু দেহিনঃ
 প্রতিসঙ্কানাৎ দেহী শাস্বতো নিত্যঃ । অতো জরাদ্যা ধৰ্ম্মা দেহ-
 সৈব ন স্থান্বনঃ দেহাস্থবিরেকশূন্যানাম্ অবিরক্তানাং মেবাত্রানধি-
 কারঃ । তদ্-বিরেকবতাং তু বিরক্তানাং স্তুতরামেবমধিকারঃ । “দেহা-
 বহ্নাদ্ভিকারণং যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজঃ, ইত্যাদি-অভ্যন্তরিত
 ভাবঃ ॥ ৭১ ॥ কিঞ্চিদ্বিরেকবতামপি অবিরক্তানাং শ্রেয়সি প্রব্রন্তৌ
 কালপ্রতীক্ষয়া ব্রুথৈব জীবিতং যাতিত্যাহ, বালোহহমিতি ত্রিভিঃ ।
 ইচ্ছাতে। বিচরিশ্যামীতি শেষঃ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ দুৰ্গাশয়া বিষয়াসক্ত্যা-

ক্ষিপ্তমানসঃ আকুষ্ঠচিত্তঃ । পিপাসিতঃ ভোগহৃৎকুলঃ । অনেন চ
রজকাদিদৃষ্টান্তঃ সূচিতঃ । রজকো হি জাহ্নবীজলস্হোহপীদং প্রক্ষাল্য
জলং পাস্যামীদমিদক্ষেত্যেবং পিপাসয়া যথা ম্রিয়তে । জালিকশচ
ইমঞ্চায়ুঞ্চ পরঞ্চ মৎস্যং ধৃত্বা তেয়ং পাস্যামীত্যেবং পিপাসিত এব
যথা ম্রিয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ অজ্ঞাস্ত পশুপদেবায়ুঃ কপয়ন্তী-
ত্যাহ ; বালা ইতি । সমুপস্থিতং প্রাপ্তং বার্ককক্ষাশক্ত্যা নয়ন্তি যাপ-
য়ন্তি, ন তু তদাপি শ্রেয়ো জিজ্ঞাসা তেষামিত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥ অতঃ
শ্রেয়সে বিলম্বো ন কৰ্ত্তব্য ইত্যাহ, তস্মাদিতি । বিবেকাত্মা বিবেক-
যুক্তচিত্তঃ । তমেব বিবেকং স্মারয়তি বালোতি ॥ ৭৬ ॥ যদাপি
যুস্মাকমত্র নেচ্ছা তথা প্যম্বৎ প্রীতয়ে বিষ্ণুঃ স্মর্যাতাম্ ॥ ৭৭ ॥ যুস্মা-
কমপি বিষ্ণুভক্তাবেব প্রবৃন্তিযুক্তা মুকরত্বাৎ মহাকলত্বাচ্চ ইত্যাহ,
আয়াস ইতি ॥ ৭৮ ॥ বিষ্ণুভক্ত্যেব সৰ্বত্র বিষ্ণুদৃষ্টিঃ সৰ্বভূতমৈত্রী চ
মুখ্যং কারণমিত্যাহ, সৰ্ষেতি । সৰ্বভূতেষু অন্তর্ধামিতয়া স্থিতে
তস্মিন্ বিক্ষৌ মতিৰ্ভবতামস্তু । অতএব তদধিষ্ঠানে ভূতমাত্রৈ মৈত্রী
চাহর্নিশমস্তু । এবমনেন প্রকারেণ রাগদ্বৈবাদিরূত-সৰ্ষক্লেশান্ প্রহা-
মাথেত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥ ননু সৰ্বভূতেষু মৈত্রী দৃষ্করা, মৎসরাদিভিঃ সন্তু-
প্যামানেষু ধনবিদ্যাদিগর্ষিতেষু চ ব্রুথৈব বক্তবৈরেষু চ দ্বেষস্য দুস্প-
রিহরত্বাদিত্যাহ, তাপত্রয়েণেতি ত্রিভিঃ । তাপত্রয়েণাধ্যাত্মকাদি-
দুঃখত্রয়েণ মদমৎসরাদিনা জগদেতদভিহতমিতি যদা বুদ্ধিঃ তদা
শোচ্যেযু কৃপাবিষয়েষু ভূতেষু কঃ প্রাজ্ঞো দ্বেষং करोতি ॥ ৮০ ॥
অথৈব মতিভূতানি ভদ্রাণি ধনবিদ্যাदि-সম্পদা দৃষ্টানি অহমেব
কেবলং ধনাদ্যৰ্জ্জনে হীনশক্তিরিতি । তথাপি তেষু যুদং প্রীতিমেব
কুরীত, ন তু দ্বেষং, যতো দ্বেষস্য ফলং হানিরেব । তথা হি নায়-
বিদঃ—“ইষ্টসাধনজ্ঞানস্যা রাগত উপাদানং ফলম্ । অনিষ্টসাধনজ্ঞা-
নস্য চ দ্বেষতো হানিঃ ফলম্” ইতি বর্ণয়ন্তি । অতো হানিফলত্বাদু-
দ্বেষো ন কার্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ যদি চেদ্ ব্রুথৈব বক্তবৈরাণি স্মিন্ দ্বেষং
কুরীন্তি তদ্বী মনীষিণা তান্যতীব মোহবাপ্তানীতি শোচ্যানি অনু-
কম্প্যানি । তেষু সৰ্ষথা দ্বেষো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ এতে চ দ্বেষো-

পশমপ্রকারা মন্দাধিকারিণামেবোক্তাঃ, ন তু উত্তমাধিকারিণামি-
 ত্যাহ, এত ইতি । ভিন্নদৃশ্য ভেদদ্রষ্টব্য । ভিন্নদৃশ্যমিতি বা পাঠঃ ॥
 তত্র ভেদদ্রষ্টব্যঙ্গীকারঃ কৃত্বা এতে বিকম্পাঃ হৃদেযোপশমপ্রকারভেদাঃ
 কথিতাঃ । উত্তমানাং তু পরমার্থসংক্ষেপো মন্তঃ শ্রয়তাম্ ॥ ৮৩ ॥
 তমেবাহ, বিস্তার ইতি ॥ ৮৪ ॥ আসুরং ভাবং রাগদ্বेषাদিস্বভাবং
 সম্যগুৎস্রজ্য যুয়ং বয়ঞ্চ নিরুতিং যথা যেন প্রকারেণ প্রাপ্স্যাম-
 স্তথা যত্ত্বং করিষ্যামঃ ॥ ৮৫ ॥ তামেব নিরুতিং তৎ প্রযত্নঞ্চ বিশিনক্তি,
 যেতি চতুর্ভিঃ । যা নিরুতির্মোক্ষাখ্যা । অগ্ন্যাदिनानैर্যপি কৈশ্চিৎ
 ক্ষয়ং ন নীয়তে তাং নিরুতিং কেশবে হৃদয়ং ন্যম্য প্রাপ্নোতীতি
 চতুর্থেনাস্বয়ঃ । তত্র নাগ্ন্যাदिनेति আধিদৈবিকৈরুপঘাতৈঃ ক্ষয়ো
 বার্থ্যতে ॥ ৮৬ ॥ ন মনুষ্যৈর্ন পশুভিরিত্যাধিভৌতিকৈঃ । দৌষৈ-
 র্নৈবাস্ত্রমণ্ডবৈরिति শারীরমানসভেদেনাধ্যাত্মিকৈঃ ॥ ৮৭ ॥ তত্র
 শারীরৈরজ্ঞানাদিভির্মানসৈর্দেবাদিভিঃ ॥ ৮৮ ॥ অনৈশ্চ তন্মূল-
 ভূতৈরিয়দ্যাকর্ম্মাদিভির্ভায়া ক্ষয়ং ন প্রাপ্যতে ভাং নিরুতিং কেশবং
 স্মৃজ্য প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥ সর্বোপদেশসারমাহ, অসারেতি ।
 অসারো যঃ সংসারঃ, তত্র বিবর্তনানি দেব-মনুষ্য-তির্যগাদি-জন্মানি
 তেষু তন্তদুচিতৈর্ভোগৈশ্চোষং মা যাত ন প্রাপ্নুত কিন্তু সর্বভূতেষু
 সমদর্শিতাম্ উপেত প্রাপ্নুত । তদেব অচ্যুতস্যারাদনং প্রীণনম্ ॥ ৯০ ॥
 ততঃ কিমত আহ, তস্মিন্নিতি । তস্মিন্ প্রসঙ্গে প্রীতে ন কিঞ্চিদ-
 দুঃখভম্ । তথাপি তুচ্ছত্বাৎ ত্রিবর্ণো ন প্রার্থ্যঃ, মোক্ষোহপি ন
 প্রার্থ্যঃ । চূতমূলমাত্রিতস্যোপরি যথা তৎ ফলং পততি, তথৈব
 ব্রহ্মতরুলক্ষণাদনন্তাৎ সম্যগাত্রিতান্ প্রতি মুক্তিকলপ্রপাতস্যাবশ্য-
 ভাবিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়া

প্রথমোংশে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।



চেষ্টাম্ উপদেশরূপাম্ ॥ ১ ॥ কুমারস্য দেশকঃ উপদেষ্টা ॥ ২ ॥
 পূৰ্ব্বং শস্ত্রসৰ্পগজাদীন্ হৃষ্টা। অনেন কোহপি মন্ত্ৰাদিঃ প্রতীকারঃ
 কৃতঃ। তস্মাদবিজ্ঞাতং যথা ভবতোবৎ সৰ্বভক্ষ্যেযু খণ্ডলডুকা-
 দিযু বিষং দত্ত্বা হন্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ অনন্তস্য নাম্না তক্ষ্যভো-
 জ্যাদি সৰ্বম্ অভিমন্ত্ৰ্য তস্মৈ নিবেদ্য তদুচ্ছিক্তং প্রসাদরূপেণ
 নিত্যমসৌ ভুঙক্তে। অতস্তদাসৌ বিষমুগ্রং তথৈব বুভুজে ॥ ৫ ॥
 তস্মাদনন্তস্য খ্যাত্যা কীৰ্ত্ত্যা নিবীৰ্য্যত্বাদবিকারং যথা ভবতোবৎ
 জরয়ামাস ॥ ৬ ॥ ৮ ॥ সৰ্বস্মাদ ব্রহ্মশক্তিরধিকেতি, মন্ত্ৰা ব্রাহ্মণান্
 নিযুঙক্তে, স্বর্য্যতামিতি ॥ ৯ ॥ ১১ ॥ তে পিতা সৰ্বলোকানামা-
 শ্রয়ঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মণে মরীচেঃ কুলে ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ নাপ-
 রাধ্যামি নান্যথা করোমি ॥ ১৭ ॥ যথা যৈর্যৈর্দোষৈরেতদযুক্তম্।
 তথা সৰ্বান্ দোষান্ কো ব্রবীতি দোষানস্ত্যক্ত্বা কোহপি বক্তুং
 শক্নোতীত্যর্থঃ। তথাপি কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামীত্যাহ, কিস্তিতি ॥ ১৮ ॥
 কিমনন্তেন সাক্ষিতীত্যাди পুনরুক্তিঃ সোপালস্ত্যক্তেপার্থা ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥
 ইদং পুরুষার্থচতুষ্টয়ং যস্মাদনন্তাদ্ ভবতি, তস্মাৎ কিং স্যাদিতি,
 ইদং নিরর্থকবাক্যং কিমিতি ব্রুথেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ পুরুষার্থ-
 চতুষ্টয়প্রাপ্তিমিবোদাহরমাংস, মরীচিমিষ্টশ্রমিতি চতুর্ভিঃ। মিষ্ট-
 শব্দস্য পূজ্যে প্রয়োগাৎ মরীচিমিষ্টশ্রমরীচিযুথ্যেয়িত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥
 একতালভ্যং সমষ্টতিমাত্রমুলভং হরেন্নারাদনমেব সম্পাদাদীনাং
 বিযুক্তেষ্ট মূলম্ ॥ ২৪ ॥ যতৌ ধর্ম্মাদিচতুর্ভিধং ফলং তেনাপি অন-
 স্তেন। কিমিত্যেবং কিমিদমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ সোপালস্ত্যক্তিং নিগ-
 ময়তি কিশেতি ॥ ২৬ ॥ এবং বিপক্ষস্তুতিযুক্তং বাক্যং ভূয়ো ন বক্ষ্য-

ନୀତି ମତ୍ତା ପୂର୍ବମସ୍ମାଭିସ୍ତୁଂ ରକ୍ଷିତୋଽସି । ଅବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଓମିତି ତୁ ନୈବ
ଜ୍ଞାତୋଽସି ॥ ୧୭ ॥ ମୋହଶାହଂ ଅବୁଦ୍ଧିକୃତଂ ଦୁରାଶ୍ରୟମ୍ ॥ ୧୮ ॥ ଅସଂ
ସମାଚରନ୍ ଆତ୍ମେବାହ୍ନୀନଂ ହସ୍ତି, ମାଧୁ ସମାଚରନ୍ନାତ୍ମେବ ଆହ୍ନୀନଂ ରକ୍ଷତି
ଚେତ୍ୟସ୍ତ୍ରୟଃ ॥ ୧୯ ॥ ୩୦ ॥ ପାଦୟୋର୍ନାୟାମିନିକ୍ଷେପେଃ । କ୍ରତା କ୍ରିତିର୍ବିନ୍ୟାଃ
ସ୍ୟ ତଥା ॥ ୩୧ ॥ ଶ୍ଚିନ୍ତିତଂ ତସ୍ୟଂ ସଂ ଭୂମୌ ଜଗନ୍ନାମ ପପାତ ॥ ୩୨ ॥ ୩୪ ॥
ଅଭାବପଦ୍ୟତ ରକ୍ଷଣାର୍ଥଂ ତଦଭିଯୁକ୍ତମ୍ । ଅଧାବଦିତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୩୫ ॥ ୩୬ ॥
ନିପାଟ୍ୟମନାଂ ॥ ୪୭ ॥

इति श्रीविष्णु पुराणटीकायां स्वप्रकाशाध्यायां

प्रथमांशे षोडशोऽध्यायः ।

উনবিংশোऽধ্যায়ঃ ।



୧ । ମହଜଂ ନୈରଗିକମ୍ ॥ ୧ ॥ ୨ ॥ ୩ ॥ ମାମାନ୍ୟଃ ସମାନଃ ॥ ୪ ॥ କିମ୍ମ
ଅନ୍ୟେଷାଂ ସଃ ପାପାନି ତଂକଳାନି ଦୁଃଖାନି ଚିନ୍ତୟତି ତସ୍ୟ ପାପଗମୋ
ଦୁଃଖଗମୋ ନାସ୍ତି ॥ ୫ ॥ ଯତସ୍ତଂ ପୀଡ଼ାକରଣମେବ ବୀଜଂ ତସ୍ମାଦ୍ ଜନ୍ମ
ସ୍ୟାଦତଦ୍ଭବଂ ପାପଂ ତସ୍ୟ କର୍ତ୍ତୁଃ । ଅତ୍ୟାମିକଂ କଳାନ୍ତି ଦୁଃଖକଳାହ୍ନୀନା
ଚ ତେ ॥ ୬ ॥ ୮ ॥ ଏବଂ ସର୍ବଭୂତମୟଂ ହରିଂ ଜ୍ଞାତ୍ବା ଶର୍ମସ୍ତୁ ଭୂତେଷୁ ତଦ୍-
ଭକ୍ତିଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟା ॥ ୯ ॥ କ୍ରୋଧେନାକ୍ଷକାରିତଂ ଜାତାକ୍ଷକାରମିବ ଦୁଷ୍ପ୍ରେ କ୍ଷାଂ
ଯୁଥଂ ସ୍ୟା ସଃ ॥ ୧୦ ॥ ଶସ୍ତ୍ରବିଷାଗ୍ନିରୂତ୍ୟାଦିନାଂ ଗଣିତସ୍ତ୍ରାଦିଭିଷ୍ଟୁନଂ ସଂଭ-
ବତି, ପତନେ ତୁ ନ କିଞ୍ଚିତ୍ । ଶତବତି ଇତ୍ୟାଶୟେନ ଦୈତ୍ୟାନ୍ ଆଦିଶତି,
ଦୁର୍ନାମା କ୍ଷିପ୍ୟନ୍ତାମିତି ॥ ୧୪ ॥ ବାସ୍ତବୈରୂପାୟୈହୈନ୍ଦ୍ରମ୍ ଅଶକ୍ୟଦ୍ବାଂ ତଦ୍-

বধে মায়াবিনং নিযুক্তে, নান্মাভিরিতি । নিষূদয় বিনাশয় ॥১৫॥১৮॥
 স্বদর্শনং শুদ্ধজ্ঞানময়ম্ ॥ ১৯ ॥ অতন্তেন মায়াসহস্রং প্রত্যেকং
 বিনাশিতম্ ॥ ২০ ॥ দ্রশ্যেযু বধোপায়েযু প্রতিঘাতবসৌ করোতীতি
 অদ্ব্যশং বায়ুং নিযুক্তে ইত্যাহ, সংশোধকমিতি ॥২১॥ লঘু শীঘ্রম্ ।
 লঘুরিতি পাঠে লঘুবান্ শীতোহতিরুদ্ধশ্চ শীতজ্বরপ্রায়ঃ ॥ ২২ ॥
 ত্তেনাবিষ্টং ব্যাপ্তম্ । ধরণীধরম্ । বায়ুতক্ষ্যং শেষস্বরূপম্ ॥২৩॥ ২৮ ॥
 ত্রিষু কালেযু ক্ষয়রক্তি-তৎসাম্য-সময়েযু ॥ ২৯ ॥ মন্ত্রিষু বুদ্ধিসহায়েবু ।
 অভ্যন্তরেযু অন্তঃপুরমহানসাদাগধিকৃতেষু, দূতেষু বা । শঙ্কিতেষু
 জিত্বা বলাদ্ধানীকৃতেষু ভূপেযু ইতরেষু অসৎসন্ধিষু চ ॥ ৩০ ॥ কৃত্যা-
 কৃত্যবিধানং সন্ধিবিগ্রহাদিষু কুত্র কিং কৃত্যং কুত্র কিমকৃত্যমিত্যেয
 প্রকারঃ । যদ্বা কৃত্যাঃ শত্রুভির্ভেদ্যাঃ তেষামকৃত্যবিধানম্ অভেদ্য-
 ত্তকরণং দুর্গপর্কতোদকাদি । আটবিকাঃ মহারণ্যনিবাসিনঃ । পুলিন্দাঃ
 স্লেচ্ছাদয়ন্তেষাং সাধনং বশীকরণম্ । কণ্টকাঃ চোরাঃ গৃঢ়শত্রবো বা
 তেষাং শোধনং নিরাসনম্ ॥৩১॥ অন্যচ্চ সামভেদাদি ॥৩২॥ প্রশ্রয় এব
 ভূষণং যস্য সং ॥ ৩৩ ॥৩৪॥ কুপিতস্য স্বত্যাাদিভিঃ সাধনং সাম । ঐকম-
 তোন স্থিতানাং ভয়জননাদিনাং পৃথক্ করণং ভেদঃ । ভূমিধনাদিসম-
 প্নগুপাদানম্ । অর্থাপহারাদিদগু ইত্যেতে উপায়াঃ ॥৩৫॥ মা ক্রোধঃ
 ক্রোধং মা কাৰ্ষ্যঃ ॥ ৩৬ ॥ সর্গভূতাত্মকে সর্গেষাং ভূতানামাত্মনি পর-
 মাত্মনি সর্গজীবনিয়েস্তরি ॥ ৩৭ ॥ তদেবাহ, জ্যস্তীতি । পৃথগ্ভেদঃ
 কৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ দুষ্টা রাগদ্বेषাদিপূর্ককা যে আরম্ভ্য উদ্যমাঃ তেষামুক্তি-
 বিস্তরৈর্নীতিশাস্ত্রৈরলম্ । দুষ্টারস্তেতি পাঠে, দুষ্টা ঐহিকভোগার্থী-
 রস্তাঃ । শোভনে নিষ্কামে আত্মবিদ্যায়াধঃ ॥ ৩৯ ॥ ননু চ । “আয়ু-
 র্বেদো ধনুর্বেদো গাঙ্করশ্চেতি তে ত্রয়ঃ । অর্থশাস্ত্রচতুর্থীশ্চ বিদ্যা
 অষ্টাদশৈব তু ॥” ইতি শ্রুতৈর্দগুণীভ্যাদিকমপি বিদৈব কথমবিদ্যাস্ত-
 গঠৈতিভূত্যাচে ? তত্রাহ, বিদ্যাবুদ্ধিরিতি, বাঃ খদ্যোতমগ্নিং কিং
 ন মন্যতে ? অপি তু মন্যত এব, তদ্বৎ ॥৪০॥ শোভনে যন্নঃ কর্তব্য ইতি
 যদুক্তং তদেব শোভনকর্মাদিকমাহ, তৎ কৰ্ম্মেতি । অপরং অর্থ-
 কামাদ্যর্থং কৰ্ম্ম আয়াসায় শ্রমার্থমেব । অন্য্য বিদ্যা অর্থশাস্ত্রাদিঃ ।

শিষ্পনৈপুণ্যম্ ঐশ্রজালিকাদিশিষ্পবিদ্যাৱৎ কৌশলমাত্রমেব । তুচ্ছ-
 ফলত্বাদিতার্থঃ ॥ ৪১ ॥ তদেতদ্ রাজ্যাদিসাধ্যসমারম্ভং তুচ্ছং জ্ঞাত্বা
 উক্তমং সাধ্যং যৎ প্রাকর্ষণেণ ব্রবীমি তমিশাময় ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪২ ॥
 কিঞ্চ রাজ্যাদেঃ শ্রেষ্ঠফলত্বেহপি তদর্থং পুণ্যে যন্নঃ কার্য্যঃ ন কেবলং
 দৃষ্টার্থোদ্যমমাত্রো । তস্য ব্যাতিচারিত্বাদিত্যাহ, নেতি ত্রিভিঃ ।
 ভাব্যং প্রাক্তনপুণ্যবশাদ্ ভবিতব্যমেব । তদুভয়ং রাজ্যং ধনধু
 প্রাপ্যতে ॥ ৪৩ ॥ মহত্বং রাজ্যধনাদিবিভূতিং প্রতি । ভাগ্যান্যেব
 ভূতেঃ রাজ্যাদিশ্রয়ো হেতবঃ । নতুদ্যমাঃ ॥ ৪৪ ॥ তৈর্কিনাপি রাজ্যাদে-
 ষ্টশ্যমানত্বাদিত্যাহ, জড়ানামিতি অনুদ্যমানাম্ । নটানটবিনেক-
 শূন্যানাং রাজ্যানি সন্তি ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ সমত্বদৃষ্ট্যা নির্মাণমাহ, দেবা ইতি
 ত্রিভিঃ ॥ ৪৭ ॥ ৫০ ॥ সামর্থ্যঃ অসহনঃ ॥ ৫১ ॥ অয়ং তাবৎ সর্কৈরুপাতৈর্ন
 হস্তং শক্যতে, উপেক্ষিতশ্চেৎ সকলং লোকং বিষ্ণুভক্তং কৃত্বা নাশ-
 য়েৎ ; অতো নাগপাঠৈর্লঙ্কা সমুদ্রে ফিষ্ট্বা পর্তৈতরাক্রমণীয়ঃ । ততঃ
 কালেন মরিষ্যতীত্যাহ, হে বিপ্রচিন্তে ইতি ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ দোষোপশান্তি-
 হেতুত্বাৎ বধো দুষ্টানামপি উপকার এব ॥ ৫৪ ॥ ৫৭ ॥ বরুণালয়ে সমুদ্রে
 নিরস্তরৈঃ পর্তৈতশ্চর্য্যতাম্ উপর্য্যাপরি নিক্ষিপ্তরাক্রম্যতাম্ ॥ ৮ ॥ ৬২ ॥
 অক্ষিকবেলায়াম্ অহরহঃকর্তব্যভোজনাদি-সময়ে ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ব্রহ্ম-
 গ্যানাং দেবায় শ্রেষ্ঠায় ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ বিশ্বরূপত্বেন স্তোতি, দেবা ইতি
 সপ্তভিঃ । দেবা ইত্যাদীনাং সর্কত্বমেবেতি তৃতীয়েনাম্বয়ঃ । যক্ষাশ্চা-
 স্তুরাশ্চ ॥ ৬০ ॥ আস্মা অহঙ্কারঃ । গুণাঃ সত্বাদয়ঃ । এতেষাং পরমার্থ-
 তত্ত্বং কারণম্ ॥ ৬৯ ॥ ৭১ ॥ ঐশ্বর্য্যং সামর্থ্যাতিশয়ম্ । গুণাশ্চ সত্য-
 সংকল্পান্ বাদীন্ সূচয়তীত্যৈশ্বর্য্যগুণসূচিকী তবৈব সচ্চিদ্রূপস্য
 ব্যাপ্তিঃ ॥ ৭২ ॥ অতএব ত্বমেব যোগিনশ্চিস্তুয়স্তি । ত্বামেব চ যাজকা
 যজন্তি । পিতৃদেবস্বরূপধৃক্ ॥ ৭৩ ॥ উক্তং প্রাপক্ষিকমুক্ অমুবদন্ শুক-
 স্বরূপমাহ, রূপমিতি স্বাত্যাম্ । বিশ্বরূপং সাবরুণং ব্রহ্মাণ্ডং এতজ্জগদ-
 ব্রহ্মাণ্ডাস্তর্কর্ত্তিবিরাড্রূপম্ । রূপং মহন্তে হিতমত্র বিশ্বমিতি পাঠে
 মহদ্রূপং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডম্ অত্র হিতং জগদেতৎ, ততশ্চ সূক্ষ্মং রূপ-
 মিত্যম্বয়ঃ । ততোহপি সূক্ষ্মানি রূপানি ভূতভেদাঃ জরায়ুজাদি, চতু-

কিধা দেহাঃ । তেষ্যপি অন্তরাঙ্গাখ্যং ক্ষেত্রজসংজ্ঞমতীত্ব সূক্ষ্মং
 রূপম্ ॥ ৭৪ ॥ তস্মাদপি পরং সূক্ষ্মাদি বিশেষণানাম্ অবিষয়ে বর্ত-
 মানং তব কিমপ্যচিন্ত্যং রূপমস্তি, তস্মৈ পুরুষোক্তমাখ্যায় তে রূপায়
 নমঃ । “যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহম্ অক্ষরাদপি চোক্তমঃ । অতোহস্মি
 লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোক্তমঃ” ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৭৫ ॥ নম্বেবন্তু তস্য
 ক্লুতঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্যনেকরূপত্বমিত্যাশঙ্ক্য তদুপপাদকং শক্তিদ্বয়ং
 প্রণমতি । সৰ্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতি দ্বাভ্যাম্ । অপরা জড়শক্তিঃ প্রকৃ-
 ত্যাখ্যা ॥ ৭৬ ॥ বাচ্যং মনসাঞ্চ যাতীতগোচরা অতিক্রান্তো গোচরো
 যয়া সা । যস্মাদবিশেষণা জাতিগুণাদি-বিশেষণশূন্যা । জ্ঞানিনাং
 ক্ষেত্রজ্ঞানাং যানি শব্দাদিবিষয়াণি প্রাদেশিকানি জ্ঞানানি তৈঃ
 পরিচ্ছেদ্যা সৰ্ব্বতঃ প্রসরন্তিনির্বীরোদকৈর্গহাসরোবৎ সৰ্ব্বগতত্বেনাব-
 গম্যা । যদ্বা জ্ঞানী জীবঃ, জ্ঞানং বুদ্ধিঃ, তদুভয়মপি পরিচ্ছেদ্যং বাহ্য-
 ঘটাদিবৎ প্রকাশ্যং যস্যাঃ সা তম্যাঃ সৰ্ব্বভাসকত্বাৎ । স্তামীশ্বরীং
 ঈশ্বরস্য তব স্বরূপভূতাং পরাং চিহ্নক্ৰিৎ বন্দে । “পরাস্য শক্তির্কিবি-
 দৈব ক্ষয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইতি স্মৃতেঃ । অতএবন্তু ত-
 শক্তিদ্বয়েনাচিন্ত্য-নিরতিশয়ৈশ্বর্যাৎ শুদ্ধম্ । স্থূলসূক্ষ্মাদ্যনেকরূপত্বঞ্চ
 সংগচ্ছত এবৈতি ॥ ৭৭ ॥ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রপ্রতিপাদ্যরূপেণ প্রণমতি ।
 ওঁ নম ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৭৮ ॥ নমস্তস্মৈ ইতি ত্রিভিঃ পুনরুক্ত্যা রূপং
 মহদिति স্লোকোক্তচৈতন্যোপাধিভূতৈর্কিঞ্চিৎরূপজগজ্জপভূতরূপৈঃ
 প্রণামঃ । নামরূপং ন যস্য তস্মৈ নম ইত্যনুষঙ্গ্যং শুদ্ধক্ষেত্রজরূপেণ
 একোহস্তিত্বেনোপলভ্যতে, তস্মৈ মহাত্মনে নম ইতি পূর্ণব্রহ্মরূপেণ
 চ প্রণাম ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৭৯ ॥ নম্বেবং কেবলশ্চেৎ পরমেশ্বরস্তুহি
 তস্যাবিষয়ত্বাৎ অর্চনাদিকং ন ঘটতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ, যস্মেতি ॥ ৮০ ॥
 নম্বেবং পরমেশ্বর এব চেদর্চনীয়ঃ, তর্হি ইন্দ্রাদীনাং পূজ্যতা কথ-
 মিত্যাশঙ্ক্য তেষামন্তর্ধামিব্রহ্মরূপেণৈব পূজ্যতেত্যাশয়েনাহ, যোহন্ত-
 রিতি ॥ ৮১ ॥ জড়স্যাপি জগতঃ পরমেশ্বরাত্মত্বেন উপাস্যত্বমস্তি কিং
 পুনর্দৈবতানামিত্যাশয়েনাহ, নমোহস্তিতি । অভিমানে হেতুঃ জগ-
 তাদ্যঃ কারণমিতি ॥ ৮২ ॥ তদুপপাদয়ন্ আহ, যত্রৈতি । যস্মিন্

ওতং দিশং দীর্ঘতত্ত্বম্ পটবদ্ গ্রথিতম্ । প্রোতঞ্চ তিৰ্য্যক্ তন্ত্বম্ পট-
ইবানুসৃতম্ । অক্ষরম্ অব্যয়ং প্রধানমহাদািরূপম্ ॥ ৮৩ ॥ উক্তং সৰ্বা-
অত্বে সংক্ষেপতঃ স্মরন্ প্রণমতি, নম ইতি । যত্র সৰ্বং প্রলয়ে তস্মৈ
নমঃ । যতঃ সৰ্বং স্রষ্টৌ তস্মৈ নমঃ । যঃ সৰ্বং স্থিতৌ পুনস্তস্মৈ নমঃ ।
অতএব যঃ সৰ্বস্য সংশ্রয়ঃ আধারঃ, পুনস্তস্মৈ নমঃ ইত্যবতারস্যা-
বস্থাভেদাৎ নমস্কারাবৃদ্ধিঃ ॥ ৮৪ ॥ তদেবং বিষ্ণোব্রহ্মতয়া সৰ্বাঅত্বে
ভাবয়ন্ স্বম্যাপি ব্রহ্মত্ববির্ভাবেন তদভেদং পশ্যমাহ, সৰ্বগত্বাদিতি
ছাভ্যাম্ ॥ ৮৫ ॥ অগ্রে স্রষ্টেঃ পূৰ্বম্ অন্তে চ প্রলয়ানন্তরম্ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
প্রথমাংশে ঊনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বিংশোহধ্যায়ঃ ।



অজ্ঞানং প্রজ্ঞাদোহহমিতি বিস্মৃতবান্ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ক্ষীণপাপস্য
শ্রুতসমস্তকৰ্ম্মগামনামলস্য ॥ ৩ ॥ ত্রাটিতং হিঙ্গং ভাবে ক্রঃ ॥ ৪ ॥
ব্রাহ্মে গ্রাহগণে যস্মিন্ নমঃ । সৌমিঃ উর্মিতিঃ সহ বর্তমানঃ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥
হে পরমার্থজ্ঞানরূপ ! হে অর্থদৃশ্যরূপ ! “জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং
পরমার্থতঃ । তমেবার্থস্বরূপেণ ব্রাহ্মদর্শনতস্থিতম্” ইত্যুক্তত্বাৎ ।
স্থূলজাগ্রৎ-দৃশ্যরূপ ! কলাতীত ! নিরবয়ব ! সকল ! সাবয়ব ! কৈশ !
নিয়ামক ! নিরঞ্জন ! নির্লেপ ! ॥ ৯ ॥ গুণান্ অনক্তি স্বস্বভাঃপ্রকাশাভ্যা-
মনুরঞ্জয়তীতি যা গুণানামাধারঃ গুণেষু স্থিরা । পরস্থিতেতি পাঠে
পরমব্যক্তং তত্র স্থিতেত্যর্থঃ । ভক্তানাং ক্ষুণ্ণে ! অন্যেষামক্ষুণ্ণে ! ॥ ১০ ॥
করালসৌম্যরূপাণামান্ সদসদ্রূপয়োঃ কার্যাকারণয়োঃ সদ্ভাব উৎ-
পত্তিৰ্ভাষ্যে তাবৎ চ সদসদ্ভাবৌ ভাবয়তি পালয়তীতি তথা ॥ ১১ ॥

অমলৈজ্জানিভিরাশ্রিত ! পরমার্থেতাদিষু আদিকারণেত্যেহেযু ঘট-
ত্রিশৎসম্বোধনেষু তুভ্যং নম ইতানুযজ্ঞেণ প্রত্যেকং বাক্যসমাপ্তিঃ
কর্তব্যম্ ॥ ১২ ॥ সর্কেষাং ভূতানাং যঃ প্রকটঃ প্রকাশশ্চিক্রপদ্বাৎ ।
অবিশ্বহেতোঃ সর্কাকারণব্যতিরিক্তদ্বাৎ ॥ ১৩ ॥ তস্মিন্ হরাবৈব চেতো
যস্য ॥ ১৪ ॥ বিষ্ণবেতি সন্ধিরার্থঃ ॥ ১৫ ॥ অবলোকনং প্রত্যক্ষং দর্শনং
তস্য দানেন * ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ হে অচ্যুত ! ত্বয়ি মে অচ্যুতা ঐকান্তিকী
ভক্তিরস্তু একান্তভক্তিঃ পরমপ্রীত্যাধীনেতি তাং প্রীতিং প্রার্থয়তে ।
যেতি যাদ্রশী প্রীতির্যস্যেযু আসক্তানাং সা তাদ্রশী প্রীতিশ্চ
হৃদয়াৎ মাপসর্পতু মাণষাতু হৃদয়ে সদা তিষ্ঠতিত্যর্থঃ । যদ্বা হে মাপ !
লক্ষ্মীপতে ! সা বিষয়প্রীতিস্ত্বামনুস্মরতো হৃদয়াৎ সর্পতু নির্গচ্ছতু ।
তৎপ্রীতৌ সত্যং ত্বদনুস্মরণাযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২২ ॥
শিলোক্কথৈঃ পর্কতোঽঘৈশ্চিতোহস্মি ॥ ২৩ ॥ তেন পাপেন মে পিতা
মুচ্যেত † ২৪ ৥ ২৫ ॥ ‡ বৈষ্ণবানুভাবদর্শনাৎ প্রীতিমাংস্চ তদা তস্মিন্
অভবৎ ॥ ৩১ ॥ পুনশ্চ কালান্তরে ব্রহ্মশাপবশাৎ উদ্ভূতেন বিষ্ণু-
দ্বেষণাদিক্রোধাৎ তং হস্তমুদ্যাতে তৎপিতরি নরসিংহস্বরূপেণ
বিষ্ণুনা উপরতিং নীতে সতি প্রহ্লাদো দৈত্যানাং পতিরভূৎ ॥ ৩২ ॥
রাজ্যদ্যুতিং রাজলক্ষ্মীং কর্মশুদ্ধিকরীং ভোগৈঃ প্রারক্কক্ষয়করীং
প্রাপ্য ॥ ৩৩ ॥ ক্রীণাধিকারঃ ভোগৈঃ ক্রীণপ্রারক্কর্মজ্ঞানাৎ পূর্নো-
ক্তরৈঃ পুণ্যপাপৈশ্চ বিবর্জিতঃ পূর্কসর্ককর্মবিনাশাৎ অশ্লোষাচ্চ উক্ত-
রেষাং “তৎস্বরূতদুষ্কৃতে বিধুনুত” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । তদধিগম উক্তর-
পূর্বাদ্যয়োরশ্লোষবিনাশৌ তদ্যপদেশাদিতি ন্যায়াচ্চ ॥ ৩৪ ॥ ৩৬ ॥
অহোরাত্রং মিরন্তরং যৎকৃতং পাপং তৎ সৰুৎ শৃণুন্ এবং পঠম্বেব

* অতিভেজস্বিহাৎ বিশিষ্যাপণান্ প্রার্থয়তে, অবলোকনং প্রত্যক্ষদর্শনং তস্য
দানেন ধ্যানাদন্তঃপবিত্রমপি মাং ভূয়ঃ পুনঃ পাবয় । ১৩ । আত্মাং প্রদণ্যতঃ, কুর্কৃত
ইতি ॥ ১৭ ॥ রত্ন ॥

† চিতোহস্মি আক্রান্তোহস্মি ॥ ২৩ ॥ প্রাক্তনমজ্ঞানানাং তৎসত্ত্ববিকৃত্যনেনাধয়ঃ ।
তেন পাপেন মে পিতা মুচ্যেত । মুচ্যতি পাঠে পরশেষপদার্থম্ ॥ ২৪ ॥ রত্ন ॥

‡ ভক্ত্যা যামুক্তিজন্যতি “ভমেব বিদিস্বাভিত্যমোতি” ইত্যনৌ ভক্তিব রূতা-
র্থোহস্মি, কিমন্যেয় ত্রিবর্ণেণ ইত্যত আহ, ধর্মোতি ॥ ২৫ ॥ নির্বাণং বিশেষকৈব-
ল্যম্ ॥ ২৬ ॥ রত্ন ॥

বিশেষণসবাসনং অপোহতি নিরসতি, নতু সংপূর্ণং ব্রহ্মা পঠিত্বা
চেত্যেকদেশপ্রবণপাঠফলোক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥ অগাবাস্যামিত্যর্থঃ । গোঃ
প্রদানং প্রকর্ষণং দানং কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে ব্রহ্মবিদে উভয়তো
মুখ্যঃ সূর্যবর্ণশৃঙ্গাদি সংপূর্ণদক্ষিণাদি সচ্ছৃঙ্গাদি—সকলাঙ্গকলাপেন
যথাবদানে যৎ ফলং তৎফলমেতচ্চরিতং সংপঠয়েব প্রাপ্নোতী-
ত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ সদা প্রবণস্য ফলমাহ, প্রহ্লাদমিতি ॥ ৩৯ ॥ করুণং
চরণানমে দারুণং প্রণতক্রহি । প্রহ্লাদবরদং বন্দে স্তমিহং বৃগি-
ভীষণম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশার্থায়াং

প্রথমোঃশো বিংশোহধ্যায়ঃ ।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

• প্রহ্লাদিঃ প্রহ্লাদস্য পুত্রঃ ॥ ১ ॥ বাণো জ্যেষ্ঠো যম্মিন্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥
এবং তাবদদিতৈর্দ্বিতৈশ্চ বংশাবুজৌ । ইদানীং ক্রমপ্রাপ্তানাম্
অন্যাসাং কশ্যপভার্যাণাং বংশান্ বক্ষ্যন্ দনোর্ধ্বংশমাহ, অভবন্
ইতি সাক্ষ্যবতিঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ এতৎ প্রথ্যাতা ইতি বিশেষণেন হরিবংশ-
মৎস্যাদিসু দনোঃ স্ততশতে গণিতা বৈবন্ধানরাদয়শ্চ সূচিতাঃ । শর্ম্মিষ্ঠা
ব্রহ্মপর্জনঃ কন্যা ॥ ৬ ॥ উপদানবী চ হরিশিরাশ্চ তস্মৈব কন্যে ইতি
কৈচিৎ । অন্যদীয়ে ইত্যন্যে “বৈবন্ধানরমুতায়ান্ত চত্বশ্চাক্রদর্শনাঃ
উপদানবী হরিশিরাঃ পুলোমা কালকা তথা ইতি ভাগবতা-

দ্যুক্তেঃ ॥ ৭ ॥ * মরীচেঃ বশ্যপয়া পরিগ্রহো ভাৰ্য্যা ॥ ৮ ॥ সিংহ-
কায়াং হিরণ্যকশিপোর্ভগিন্যাং বিপ্রচিচ্ছেদনুসূতাং ॥ ১০ ॥ ১২ ॥ সিংহা-
বলোকনন্যায়েন পুনরাহ, প্রজ্ঞাদ্যোতি । ভাবিত্তাজনঃ প্রজ্ঞাদ্যো-
ন্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥ তাম্রায়া বংশমাহ, ষড়্ভিত্তি ত্রিভিঃ । সূতাঃ কন্যাঃ ॥ ১৪ ॥
তা এবাহ, শুকীতি । সূর্য্যীণী বা শুচিকীর্ণি উল্লুকান্ প্রতুল্লুকান্চ
সৈবাজনয়দিত্যর্থঃ । ন পুনরুল্লুকী সংজ্ঞা অন্য। অনির্দিষ্টত্বাৎ ।
“শুকী শুকানজনয়ৎ উল্লুকী প্রতুল্লুকান্” ইতি মাৎস্যোক্তে ॥ ১৫ ॥
শুচ্যোদকান্ শুচিরেণ শুধী মা শুদকান্ জলজান্ পক্ষিগণান্ ব্যজা-
য়ত । সূর্য্যীণী তু অশ্বাদীন্ ব্যজায়তেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ তাম্রায়া বংশঃ
প্রকীৰ্ত্তিতঃ ইত্যুপসংহরতি ॥ ১৭ ॥ গরুড়ং নিশিনক্তি সূপর্ণ ইতি
পততাং পক্ষিণাং শ্রেষ্ঠঃ । সূরমায়াং সহস্রকৃৎ জজ্ঞে ইতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥
কন্দ্রোক্ষংশমাহ, কান্দ্রবেয়া ইতি ত্রিভিঃ ॥ ১৯ ॥ নৈকমস্তকুঃ অনেক-
কণাঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ক্রোধবশায়া বংশমাহ, গগমিতি । ক্রোধবশং
গগং ক্রোধবশায়া জাতং বিজ্ঞীত্যর্থঃ । তদাণস্থান্ বিশিনক্তি, তে
মর্কে দংশ্টিণঃ রাক্ষসাঃ সর্পাশ্চ । “রক্ষোগগং ক্রোধবশা স্বনামানম-
জীজনৎ । দংশ্টিণাং নিযুতং তেষাং ভীমসেনাং ক্ষয়ং গতম্” ইতি
মাৎস্যোক্তেঃ । বলোগণা ক্রোধবশাদহীক্স ভাগবতোক্তে ॥ ২২ ॥
স্থলজাশ্চ জলজা মাৎসাশিনো দারুণাঃ পক্ষিনস্তস্য। জাতা
ইত্যপি ১১ বিজ্ঞীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥ সূরভেরিরায়াঃ স্বমায়া যুনেররিটী-
য়াশ্চ পঞ্চানাং বংশানাহ, গাস্তিত্বি দ্বাত্যাম্ ॥ ২৪ ॥ † বৈবস্বতে চ
মহতি মন্বন্তরে বারুণে বরুণকর্তৃকে ॥ ২৭ ॥ পূৰ্ণমন্বরোৎপন্নান্
দেবান্ সপ্তর্ষীন গন্ধর্বাदीনাং পিতামহো ব্রহ্মা পুত্রস্তে প্রজাসর্গাধি-
কারে কল্পয়ামাস নত্বন্যান্ সমজ্ঞ । স্বয়ং তদ্বজ্রে ব্যাপ্তত্বাৎ পিতৃষে
কল্পয়ামাসেতি পাঠে গন্ধর্বাदीনাং পিতৃষে তৎস্বকৌ ন্যযুক্তেত্যর্থঃ ।
অতঃ কশ্যপাদিত্যো দেবদানবাদয়ঃ পূৰ্ণং জাতাঃ বৈবস্বতমন্বন্তরে তু

* প্রখ্যাতা বরকম্বাকা ইতি সর্কাসাং বিশেষণম্ ॥ ৭ ॥ তাত্যং পুলোমাকাল-
কাত্যাম্ ॥ ৮ ॥ রত্ন ॥

† এবোহব্যবহিতপূৰ্ণোক্তঃ ॥ ২৩ ॥ রত্ন ॥

ঋষিতোহপি জাতা ইত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ একোনিপঞ্চা-
 শৎ মরুতো দেবা অপি দিতেঃ পুত্রা বভূবুরিতি কথাপূর্ব্বকমাহ,
 দিতিরিত্যাদিনা ষট্ৰং সমাপ্তি ॥ ৩০ ॥ হৃন্দয়ামাস প্রলোভিত-
 বান্ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ সমাহিতা ত্রিবিষ্ণুখ্যানপরা । শুচিনী শৌচবতী ।
 শরচ্ছতং বর্ষশতং যদি গর্ভং ধারয়িষ্যামি তর্হি তব পুত্রঃ শত্রুং হনি-
 য়তি । শৌচাদিনিয়মৈবকল্যে তু বিষ্ণুখ্যানশুদ্ধাচিত্তায়াঃ দেবকুরমরঃ
 পুত্রো ভবিষ্যতীতি গৃঢ়োহভিপ্রায়ঃ । শৌচাদিনিয়মাচ্চ মাৎসো
 প্রোক্তাঃ । “সন্ধায়ো নৈব ভোক্তব্যং গার্ভ্যা বরবর্ণিনি ! । ন
 স্নাতব্যং ন ভোক্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্পদা । বর্জয়েৎ কলহং লোকে
 গাত্রভঙ্গং তথৈব চ । নো যুক্তকেশী তিষ্ঠেচ্চ নাশুচিঃ স্যাৎ কদাচন”
 ইত্যাদ্যাঃ । ভাগবতে চ । “ন হিংসাৎ সর্পভূতানি ন নশ্যন্ নাহুতং
 বদেঃ” ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৩৩ ॥ * ৩৫ ॥ অন্তরপ্রেক্ষুঃ শৌচাদিশূন্যং কালং
 দিষ্টকুঃ ॥ ৩৬ ॥ † অন্তরমাহ, অকৃত্বেতি আহারয়ামাস তামাপ্তবতী ॥ ৩৭ ॥
 পীড়্যমীনঃ ছিদ্যমানঃ ‡ ॥ ৩৮ ॥ ৪০ ॥ যদুক্তং মা রোদীরিতি তেন
 মরুতোহভবন্ ইত্যক্ষরসাম্যাৎ নিরুক্তিঃ । বজ্রোপলক্ষিতঃ পানি-
 র্কজ্রপানিঃ, মোহম্যাস্তীতি বজ্রপানী, তস্য ব্রীহ্যাদিভাষ্যেচি গি প্র-
 ত্যয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াম্
 প্রথমার্শে একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

* অন্তরপ্রেক্ষুঃ শৌচাচ্ছিত্তায়েষী ॥ ৩৫ ॥ রত্ন ॥

† আহাৰয়ামাস অমীভবতী ॥ ৩৭ ॥ রত্ন ॥

‡ পীড়্যমানঃ ছিদ্যমানঃ ॥ ৩৮ ॥ রত্ন ॥

দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ১



এবং তাবদ্ দেবাদীনাং স্ফটিক্তা, ইদানীং তত্তদধিপকথনমুখেন
 বিষ্ণোর্ভিত্তীর্জুমাং, যদেত্যাদিনা বাবং সমাপ্তি ॥১॥ নক্ষত্রাদীনাং
 তপোহস্তানাং রাজ্যে সোমমদধাৎ ॥ ২ ॥ রাজ্যং রাজ্যে বৈশ্রবণং
 কুবেরমদধাদিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৩ ॥ মরুতাং দিত্তিপুত্রাণাং বাসবমধিপং
 দদৌ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ অন্যেষামপি দেবানাং বাসবমেব দদৌ ॥ ৬ ॥ সিংহ-
 মীশ্বরং পতিম্* ॥ ৭ ॥ দিশাং পালান্ দিক্পালকান্ ॥ ৮ ॥ † ১০ ॥
 অচ্যুতমিতি কেতুমতো বিশেষণম্ ॥ ১১ ॥ পর্জন্মস্য প্রজাপতেঃ
 পুত্রমিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ উক্তানামনুজ্ঞানাঞ্চ তত্ত্বপতীনাং
 ভগবদ্-বিভূতিত্বমাহ, এত ইতি সাক্ষিঃ পঞ্চতিঃ ৷ স্থিতৌ প্রব্রজস্যা
 বিষ্ণোর্ভিত্তীর্জুতাঃ ॥ ১৪ ॥ ১৮ ॥ তত্র হেতুর্নহীতি ॥ ১৯ ॥ অতএব
 মুখ্যঃ স্ফট্যাদিকর্ত্ত্বা স এবত্যাহ, স্ফজত্যেব ইতি ॥ ২০ ॥ তদেব
 স্ফট্যাদিকর্ত্ত্বং চতুর্ভা বিভজতি । চতুর্ভিভাগ ইত্যেকতিঃ । সংস্ফটৌ
 সম্যক্ স্ফটৌ চতুর্ভিভাগঃ সন্নিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ২১ ॥ ‡ ২৩ ॥ রজ এব
 শুণো যস্য স এব রজোশৃণঃ ॥ ২৪ ॥ § ২৮ ॥ এতে চ ব্রহ্মাদয়ো হরেরেব
 বিভূতয় ইত্যাহ, ব্রহ্মেতি ত্রিভিঃ । সর্গকালিকী সর্গকল্পগতা ॥ ২৯ ॥ ৩১ ॥
 ব্রহ্মাদিভগবদ্বিভূতীনাং কালভেদেন স্ফট, ত্বমাহ, জগদাদাবিতি
 দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ কালাখ্যবিভূতেষু সর্গদা স্ফটিনিগন্তত্বমাহ,
 ন কালেনেতি ॥ ৩৪ ॥ এতদেব স্থিতিপ্রলয়য়োঃপ্যতিদিশতি, এব-

* প্রকং পক্ টি ॥ ৭ ॥ রত্ন ॥

† বৈরাজস্য বজ্রনোঃ পুত্রমিতি শেষঃ । রাজানং দীপ্তিমন্তং অধ্বানং রাজানং
 কল্লিমাণাং ভগ্নমিতি পাঠো বা ॥ ১০ ॥ রত্ন ॥

‡ তদেবং স্ফট্যাদিকর্ত্ত্বং চতুর্ভা বিভজতি, চতুর্ভাগ ইত্যেকতিঃ । সংস্ফটৌ
 সম্যক্ স্ফটৌ ॥ ২২ ॥ অন্যভাগতঃ সন্নিম্ন ভাগেন ॥ ২৩ ॥ রত্ন ॥

§ অপরেণাংপেন জগতঃ স্থিতিমিত্যশয়ঃ ॥ ২৫ ॥ রত্ন ॥

¶ এতে চ ব্রহ্মাদয়ো হরেরেব বিভূতয় ইত্যাহ, ব্রহ্মাদিকাদয় ইতি ॥ ৩০ ॥ রত্ন ॥

মেবেতি ॥ ৩৫ ॥ উৎপাদয়ন্ত্যপত্যানীত্যপহরণং স্বক্যমাত্রোপলক্ষণ-
 মিত্তি দর্শয়ামাহ, যৎকিঞ্চিদিত্তি । সত্ত্বজাতেন প্রাণিমাত্রেণ পালনেহ-
 প্যেতদ্দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ উক্তং ব্রহ্মাদীনাং বিষ্ণুবিভূতিত্বয়ুপ-
 সংহরমাহ, এবমিতি দ্বাত্যাম্ ॥ ৩৮ ॥ গুণপ্রকৃত্য গুণানাম্ ক্রোভেণ
 ত্রিবিধঃ ব্রহ্মাদিরূপঃ সন্ সৃষ্টাদৌ সংপ্রবর্ততে ॥ ৩৯ ॥ তস্য তু
 পরমং পদমগ্ণম্ অতো মহৎ পূৰ্ণং তৎস্বরূপপ্রাপ্তিশ্রকারোপদে-
 শার্থং চাতুর্কিধ্যায়পক্ষিপতি, তচ্চেতি ॥ ৪০ ॥ অগ্ণস্য জ্ঞানস্য নির্ভেদ-
 ত্বাৎ কথং চাতুর্কিধ্যায়মিতি পৃচ্ছতি । চতুঃপ্রকারমিতি ॥ ৪১ ॥ নিম্ভুগঃ
 ব্রহ্ম প্রাপ্তেঃ প্রাগেব তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতসাধনাদ্যালম্বন-মনোরূপ্যভি-
 ব্যক্ত্যবস্থাতেদাজ্জ্ঞানস্য চাতুর্কিধ্যায়ং ন স্বরূপেণেতি বক্তুমাহ, মৈত্রে-
 য়েতাঋতিঃ । সর্বেষ্মপি বস্তুযু যৎ কারণং তৎ সাধনং প্রোক্তং তচ্চা-
 জ্ঞানঃ সাধয়িতুমতিমতং বস্তু তৎসাধ্যং প্রোক্তিমিত্যশ্বয়ঃ ॥ ৪২ ॥
 প্রাপ্ততে চ মুক্তিকামস্য যোগিনো যুক্তেঃ সাধনং দেহাত্মাবিবেকাত্ম-
 রূপং ত্বং পদার্থশুদ্ধিঃ বিনা যুক্তেরসম্ভবাৎ । সাধ্যঞ্চ তৎপদলক্ষ্যং
 পরমং ব্রহ্মনিত্যমুখ্যাত্মকত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ কিমত আহ, সাধনেতি ।
 সাধনং দেহাত্মাবিবেকেন ত্বং পদার্থশুদ্ধিঃ । তদালম্বনং শুদ্ধত্বং পদার্থ-
 বিষয়ং জ্ঞানং স এব চতুর্ভেদজ্ঞানভূতস্য ব্রহ্মণঃ প্রথমো ভেদঃ ॥ ৪৪ ॥
 ক্লেশমুক্ত্যর্থং যুগ্মতঃ যোগমভ্যাস্যতো যোগিনো যৎসাধ্যং ব্রহ্ম তদ-
 বিষয়ং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্মেতি তৎপদলক্ষ্যার্থস্য বিশেষেণ জ্ঞানং দ্বিতী-
 যোহংশঃ ॥ ৪৫ ॥ উভয়োঙ্কুবিভাগেন পরস্পরৈক্যেন ব্রহ্মৈবাহম্
 অহমেব ব্রহ্মেতি বিশিষ্টং যত্র জাতং সোহন্যস্তৃতীয়ে ভাগে ময়ো-
 দিতঃ ॥ ৪৬ ॥ এতস্য ত্বং পদার্থ-তৎপদার্থ-তদৈক্যবিষয়স্য জ্ঞান-
 ত্রয়স্য যো বিশেষঃ দেহাদিবিলক্ষণোহহমিতি সচ্চিদানন্দরূপং ব্রহ্মা-
 হমিতি যন্তত্র তত্র বিশেষঃ, তস্য নিরাকরণং পরিত্যাগঃ, তদ্ব্যপেক্ষ
 দর্শিত্বং যমিকিশেষমাত্মস্বরূপং তদ্ব্যপেক্ষ তদেকাকারং সমাধ্যবস্থং
 বিমোক্তজ্ঞানময়স্য পরমপদার্থ্যং জ্ঞানঞ্চ চতুর্থমুক্তিমিতি তৃতীয়েনা-
 শ্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ তদেব দ্বাদশতিঃ পদৈকিশিনষ্টি । নির্ক্যাপারং ধ্যানাদি-
 সর্গব্যাপারশূন্যম্ অতএব অনাথোয়ং নির্দেশানর্হং কিন্তু ব্যাপ্তিমাাত্রং

মনসা ব্রহ্মাকারতামাত্ররূপম্ । অনৌপমং নিরূপমং সৰ্বজ্ঞানলক্ষণ-
ত্বাৎ । তদেবাহ, আত্মনঃ সংবোধঃ প্রকাশস্তুদ্বিষয়ঃ স্বপ্রকাশমি-
ত্যর্থঃ । তত্রাপি সন্তামাত্রং আত্মস্বরূপভূত-সত্যজ্ঞানানন্দাদিবিশেষ-
শূন্যং তত্র হেতুঃ । অলক্ষণং লক্ষ্যতেহনেনেতি লক্ষণং মনোরূপিত্বদ-
রহিতম্ । তদুক্তং যোগপ্রদীপে “মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া
স্থিতিঃ । যা সংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরতিধীয়তে” ইতি ॥৪৮॥ মনো-
বৃত্ত্যভাবাদেব প্রশান্তং রাগাদিশূন্যম্ । অতএবাত্মনঃ দ্বৈতান্ফুর্তেঃ ।
শুদ্ধং নির্বিষয়ম্ অতএব দুর্কিভাব্যম্ অবিতর্ক্যং নির্বিষয়ত্বাদেব ।
অসংশয়ম্ আশ্রয়শূন্যম্ । অসংশ্রিতমিতি পাঠেইপি স এবার্থঃ ।
বৃত্তিপ্রতিযোগিত্বাদাশ্রয়বিষয়য়োঃ । তদুক্তং কাপিলযোগে “মুক্তা-
শ্রয়ং নির্বিষয়ং বিরক্তং নির্লাগমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথাক্রিঃ । আত্মান-
মত্র পুরুষো ব্যবধানমেকমস্বীকৃতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ” ইতি ॥৪৯॥
এবং ভূতজ্ঞানস্বরূপে লীনাঃ কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ, তত্রৈতি । তত্র চতুর্থ-
জ্ঞানস্বরূপেন্দ্রক্ষণি অজ্ঞাননিরোধেন অবিদ্যানাশেন যে লয়ম্ ঐক্যং
যাস্তি । অজ্ঞাননিরোধেনেতি পাঠে পূর্বোক্তজ্ঞানত্রয়বিশেষতিরস্কারে-
ণেত্যর্থঃ । সংসারকর্ষণোপ্তৌ সংসার এব কৃত্যত ইতি কৰ্ষণং ক্ষেত্রং তন্মি-
মুপ্তিকীর্জাবাপঃ কৰ্মকরণং তন্মিম্মীজতাং নির্বাসনতাং যাস্তি নির-
হকারৈর্জানোত্তরকালীনৈঃ কৰ্মভির্ভোগৈশ্চ ন সংসরন্তীত্যর্থঃ * ॥৫০॥
তহি যোগী কিং ভবতীত্যত আহ, এবমিতি স্বাভ্যাম্ । এবংপ্রকারং
পরমং ব্রহ্মৈব, যোগী প্রাপ্নোতীতি শেষঃ † ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ তৎপ্রাপ্তি-
সাধনভূতোপাসনার্থমাহ, ছে রূপে ইতি । মূর্ত্যমূর্তে এব দর্শয়মাহ,
ক্ষরাক্ষরেতি ॥৫৩॥ ক্ষরাক্ষরে রূপে ব্যাচষ্টে, অক্ষরমিতি । ক্ষরং সর্বমিদম্
অচেতনাত্মকং জগৎ । বক্ষ্যতি হি । “আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্মন্! বিধা

* তত্রৈতি চতুর্থজ্ঞানস্বরূপে অমাজ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপং তস্য নিরোধেন লক্ষ্যজ্ঞান-
মলবং উপরমেন । - - - সংসার এব কৃত্যত ইতি কৰ্ষণং ক্ষেত্রং তন্মি-
মুপ্তিকীর্জাবাপঃ কাম্যাদিকর্মকারণং তন্মি-
ম্মীজতাং নির্বাসনতাং যাস্তি অবিদ্যাকর্মকাভাবাৎ
পুনম জারন্তে ইত্যর্থঃ । “তৎ কামকর্মণী সমঃ সারতেতে পুনঃপ্রজা চ” ইতি
ঋগ্বেদে ॥ ৫০ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

† এবংপ্রকারং পরমং পঞ্চম্ । ব্রহ্মৈব যোগী ভবতীতি শেষঃ ॥ ৫১ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

তচ্চ স্বভাবতঃ। রূপং মুর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ"। ইতি নম্বক-
রস্য পরব্রহ্মণস্তদ্বিলক্ষণং করং রূপং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দ্ব্যষ্টাস্তেনো-
পপাদয়তি, একদেশেতি । প্রাদেশিকসাপ্যগ্নেদীপাদেদীহকসাপি
তদ্বিলক্ষণা জ্যোৎস্না প্রভা যথা তৎপ্রকাশশক্তিবিস্তারঃ ॥৫৪॥ তথা
ব্রহ্মণঃ শক্তিরূতো বিস্তার ইদমখিলং ব্রহ্মাদিরূপং জগৎ। অগ্নি-
দ্ব্যষ্টাস্তেনৈব ব্রহ্মাদিজীবতারতম্যমপি সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ। তত্রাপি
দ্ব্যষ্টাস্তৃত্বতোহপ্যাবপি আসন্নত্বাদ্ বহুত্বম্ । দূরত্বাদপ্যত্বমিত্যেবংরূপো
যথা জ্যোৎস্নায়্য ভেদোহস্তুি ॥ ৫৫ ॥ তদ্বদ্ ব্রহ্মশক্তেরপি ক্ষেত্ররূপায়া
ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্তেষু ক্ষেত্রেষবিদ্যাবরণস্যাপ্যত্ববহুত্ববশাৎ তারতম্যং
বিদ্যত ইত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ "তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসং-
জিতা। সৰ্বভূতেষু ভূপাল ! তারতম্যেন লক্ষিতঃ" ইতি। তদেবাহ,
ব্রহ্মেতি স্বাভাৱ্ ॥৫৬॥৫৭॥ অন্য চ তারতম্যমৌপাধিকত্বাৎ সৰ্বমিদং
জগদ্ ব্রহ্মেত্যেবোপাসিতব্যম্ ইত্যশয়েনহি, তদেতদ্বিতি। আবি-
র্তাবতিরোভাবৌ আধিক্যন্যূনভাবৌ জ্ঞাননাশৌ চ উপাধিবশাদেবং-
ভূত-বিকল্পবদপি তদেতজ্জগদ্বস্ততোহকরং ন্যূনাধিকত্বশূন্যং নিত্যঞ্চ
ব্রহ্মেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ তদেবং স্থূলবিশ্বরূপোপাসনয়া শুদ্ধচিত্তস্য
তৎকারণভূতপরমেশ্বরোপাসনং প্রস্তোতি, সৰ্বশক্তিময় ইতি। অত্রা-
দিমৰ্ষশক্ত্যাশ্রয়ো বিষ্ণুমূর্ত্তং বিশুদ্ধোজ্জ্বিতসত্বাত্মকং ব্রহ্মণ এব।
অপরং, ন বিদ্যাতে পরং যস্মাৎ তদপরং শ্রেষ্ঠং রূপম্, তদেবাহ, যদ্
যোগিভিঃ সমাধেঃ পূৰ্ব্বং যোগারম্ভেষু চিস্তাতে ॥ ৫৯ ॥ তচ্চিস্তাপ্রয়ো-
জনমাহ, সালম্বন ইতি। যত্র যস্মিন্ সমাঙ্ মনস্যব্যাহতে একাগ্রে
সূতি সালম্বনো বৈকুণ্ঠঃ। সৰ্বীজো মগ্নজপাদিসহিতো মহাযোগো

ক্ষবাক্ষরে রূপে বাচ্যন্তে, অক্ষরম্ ইতি । করং সৰ্বমিদং সোপাধিচেতনাত্মকং
জগৎ ॥ ৫৪ ॥ ইতি ব্রহ্মগর্ভঃ ।

একদেশেতি । প্রাদেশিকসাপ্যগ্নেদীপাদেদীহকসাপি তদ্বিলক্ষণা জ্যোৎস্না যথা
তৎপ্রকাশশক্তিবিস্তারবস্তথা ব্রহ্মণঃ স্ববিলক্ষণোহয়ং শক্তিবিস্তারো ব্রহ্মাদিরূপং জগৎ।
একদেশস্থিতসোদোহবিত্তি বা পাঠঃ ॥ ৫৪ ॥ ইতি ব্রহ্মগর্ভঃ ।

তদেবং করং সৰ্বং ব্রহ্মনএব রূপম্ ইত্যুপাধাৎ উৎসংহবতি, তদেতদ্বিতি ॥ ৫৮ ॥
ইতি ব্রহ্মগর্ভঃ ।

যুগ্মতাং যোগিনাং সংস্থিতঃ সংস্থিরঃ । সমাধিপৰ্য্যন্তো দ্বায়ত ইত্য-
 স্বয়ঃ ॥ ৬০ ॥ যত্রৈতানেন যচ্ছব্দেনোক্তস্য হরেঃ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠত্বমাহ, স পর
 ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ব্রহ্মণঃ শক্তীনাং মধ্যে স পরঃ শ্রেষ্ঠঃ । যতঃ সমনস্তরঃ
 অতিনিকটঃ । যতো যুৰ্ত্তং ঘনীভূতং ব্রহ্মৈব সঃ । তত্র হেতুঃ, সৰ্ব্বব্রহ্ম-
 ময়ঃ কৃৎস্নব্রহ্মরূপঃ ন তু ব্রহ্মাদিবৎ তদংশঃ * ॥ ৬১ ॥ তত্র হেতুমাহ,
 তত্রৈতি । তস্মিন্ অখিলং জগৎ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ তন্তুযু পটবৎ সৰ্ব্বতো-
 ঽনুসূতম্ । কুত ইত্যত্রাহ, ততো জগৎ তস্মিন্ স্থিতিতি জগচ্চাখিলং
 স এব কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যম্য ॥ ৬২ ॥ তদেবং হরেঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তে-
 দানীং তদুপাসনা প্রকারমুপক্ষিপতি, ক্ষরাক্ষরময় ইতি । কার্য্যকারণা-
 ত্মকো বিষ্ণুঃ পুরুষাব্যাকৃতময়ং পুরুষপ্রকৃতাাত্মকমিদং জগদভূষণাত্ম-
 স্বরূপেণ বিভর্তি ॥ ৬৩ ॥ অতিরহস্যত্বাদ্ বিশেষতো বুভুৎসুঃ পৃচ্ছতি,
 ভূষণেতি ॥ ৬৪ ॥ প্রভবিষ্ণবে প্রভবনশীলায় ভক্তচিস্তনমাত্রেণ সৰ্ব্ব-
 পুরুষার্থদানসমর্থায়ৈত্যর্থঃ । যথা মম বসিষ্ঠেনাখ্যাতমভবৎ । তথা
 তব কথয়িষ্যামি ॥ ৬৫ ॥ অস্য জগত আত্মানং পুরুষং শুদ্ধং ক্ষেত্র-
 জম্ † ॥ ৬৬ ॥ প্রধানঞ্চ শ্রীবৎসমং স্থানধরং সৎ অনন্তে সমাশ্রিতম্ আন্ত
 ইত্যস্বয়ঃ । শ্রীবৎসরূপঞ্চ গারুড়পুরাণে প্রোক্তম্ । 'প্রদক্ষিণাবর্তবিচি-
 ত্ররোমশ্রীবৎসমদ্বিষবিভূষিতাস্তম্ । বক্ষে বিচিস্ত্যম্' ইতি । বুদ্ধি-
 সহিতং প্রধানমপি গদারূপেণান্তে ॥ ৬৭ ॥ ভূতাদিং তামসম্ ইন্দ্রিয়া-
 দিঞ্চ রাজসং দ্বিধা অহঙ্কারং যথাক্রমে শাস্ত্রস্বরূপেণ শাস্ত্রস্বরূপেণ চ
 স্থিতং বিভর্তি ॥ ৬৮ ॥ বাতস্বরূপম্ অতিশীঘ্রম্ অতএব জবেনা-
 স্তুরিতঃ অতিক্রান্তোহনিলে । যেন তন্মনঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারাত্মকং চক্র-
 স্বরূপং ধন্তে ‡ ॥ ৬৯ ॥ পঞ্চরূপা যুক্তোমাণিক্যময়কতেশ্রনীলবজ্রসমান-
 বর্ণা হরেৰ্হা বৈজয়ন্ত্যাখ্যা মালা সা ভূতহেতুনাং পঞ্চতমাত্রাণাং
 সংঘাতঃ পঙ্ক্তিঃ । ভূতমালা চ মহাভূতপঙ্ক্তিঃ সূক্ষ্মশূলভূতমপী-

* সমনস্তরঃ অতিনিকটঃ । যতো যুৰ্ত্তং পুরুষসংস্থানং ব্রহ্মৈব ॥ ৬১ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

† অস্য জগতঃ আত্মানং পুরুষং নির্লেপং ধর্মাধর্মরহিতম্ । অজগৎ চ তং অম-
 লম্ ॥ ৬৬ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

‡ বলস্বরূপং সর্বসামর্থ্যরূপম্ । চলস্বরূপম্ ইতি বা পাঠঃ ॥ ৬৯ ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ ।

ত্যাঃ । পাশ্চাত্তরেই প্যয়মেবার্থঃ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ অবিদ্যৈব ধৰ্ম্মজ্ঞানাব-
রকঃ কোশঃ, তত্র সংস্থিতম্ ॥ ৭২ ॥ উক্তমেব ভূষণাদিস্বরূপমনুবদন্
তদ্ধারণে প্রয়োজনমাহ, ইথমিতি সাক্ষীত্যাং ॥ ৭৩ ॥ অস্ত্রভূষণ-
সংস্থানস্বরূপং সমাপ্রিতমেতৎ সৰ্ব্বং বিভক্তীত্যম্বয়ঃ । শ্রেয়সে উপা-
সকানাং সৰ্ব্বপুরুষার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৭৪ ॥ উক্তং ভূষণাদ্যুপাসনং নিগম-
য়তি, সবিকারমিতি স্বাভ্যাম্ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ইদানীং হরৌ সৰ্ব্বাশ্ব-
দৃষ্টিদাঢ্যায় তচ্ছক্তিকালরূপেণ তৎস্বষ্টলোকরূপেণ তত্ত্বলোকস্বভূত-
রূপেণ চ চতুর্লোপাসনমাহ, কলা কাঠেতি সপ্ততিঃ * ॥ ৭৭ ॥ সপ্ত
লোকানিতি পাঠে ব্যাপ্যেতি শেষঃ ॥ ৭৮ ॥ লোকাগ্নিকা মূৰ্ত্তিৰ্ধন্য
স লোকাশ্বমূৰ্ত্তিঃ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ঋগাদয়ো বেদাঃ । ইতিহাসো ভার-
তাদিঃ । উপবেদাঃ আয়ুর্বেদাদয়ঃ ॥ ৮১ ॥ মন্বাদিগদিতানি ধৰ্ম্ম-
শাস্ত্রাণি । আখ্যানানি পুরাণানি । অনুবাদঃ কম্পসূত্রাদয়ঃ ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥
কিং বহুনোক্তেন সৰ্ব্বাণি বস্তুজ্ঞাতানি * তন্মূৰ্ত্তিরেবেত্যাহ, সম্বী-
তি ॥ ৮৪ ॥ উপদশসৰ্ব্বস্বং তৎফলমাহ, অহমিতি । ভবতীতি ভবে
দেহন্তমাদ্ ভবন্তীতি ভবোন্তবাঃ হৃদগদাঃ রাগদ্বৈবাদয়ো হৃদ্রোগা
ন ভবন্তি ॥ ৮৫ ॥ স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৮৮ ॥

সংশ্রিত-শ্রীপরানন্দ-নৃহরিঃ শ্রীধরো যতিঃ ।

অংশং প্রাথমিকং ব্যাখ্যং স্বপ্রকাশাখ্যটীকয়া ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণু পুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়ং

প্রথমাংশে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রথমাংশ টীকা

সম্পূর্ণা ।

* মত্ কালস্য সৰ্ব্বকাৰণত্বাৎ কালম্বয়কমেবেতৎ সৰ্ব্বং কথং বিষ্ণুশক্তিমিত্যাশঙ্ক্য কাল-
পোষ্যং হবিরেব ইত্যাহ কলেতি ॥ ৭৭ ॥ ইতি বঙ্গগৰ্ভঃ ।

বিষ্ণু পুরাণ-টীকা ।

দ্বিতীয়াংশ-

প্রথমাদ্যায়ঃ ।



সংজ্ঞিতজীপরানন্দমুহুরিঃ ত্রিধরো যতিঃ । পুরাণং ঠৈবক্ষ্যৎ
ব্যাক্যং স্বপ্রকাশাক্ষ্যটীকয়া * ॥ ১ ॥ দ্বিতীয়েহংশে হৃষ্টিশেষপ্রসঙ্গে-
নানুবর্ণ্যতে । ভূমণ্ডলং সপাতালজ্যোতিঃচক্রাদিলক্ষণম্ ॥ ২ ॥ উক্তা-
নুবাদপূৰ্ণকং প্রাপ্তকং প্রিয়ব্রতবংশং পৃচ্ছতি ভগবন্মিতি চতুর্ভিঃ ।
সর্গসম্বন্ধি যন্ত জগদ্ বভূবেত্যাদি যৎ পৃচ্ছোহমি ॥ ১ ॥ জগৎস্বকৌ
বাচ্যায়ং বাচকত্বেন সম্বন্ধঃ ৥ ২ ॥ ধ্রুবো বংশপ্রবর্তকস্ত্রয়োক্তঃ ॥ ৩ ॥ ‡ ॥
আস্বজাম্ ঔরসীং কন্যাং কন্যাসংজ্ঞামিতি বা ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ § ৭ ॥
তেষাং মধ্যে জ্যোতিষ্যান্ সত্যানাং অস্বর্থসংজ্ঞঃ । তেজস্বীত্য-
র্থঃ ॥ ৮ ॥ ১০ ॥ তেষাং বিরক্তব্যতিরিক্তানাং বিভজ্য দ্বীপানি দদৌ
রথচক্রেণ পরিখাতৈঃ পরিখাভূতৈঃ সমুট্রদ্বীপানি স্বয়ং বিভক্তানি
কৃত্বা দদাবিতি ভাগবতোক্তরীত্য্যাক্ষর্যম্ । জম্বুদ্বীপাদি-সংনিবেশ-
শোক্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১১ ॥ ১৭ ॥ হিমালয়ং হিমবতো দক্ষিণং ভারতং

* হৃষ্টিশেষপ্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গেমামুহুর্যতে । দ্বিতীয়াংশেইং ভূগোলজ্যোতিঃচক্রাদি-
সংস্থিতিঃ ॥ তত্রাপি প্রথমাদ্যায়ে প্রিয়ব্রতকথাস্য চ । বংশপ্রবর্তকস্ত্রয়োক্তঃ হ্রদ্বয়মপি
সুচিতম্ ॥ ১ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

† জগৎস্বকৌ বাচকত্বেন সম্বন্ধো বোহিয়মংশো ভাগস্ত্রয়োক্তস্তত্র স্বক্যংশে শেষ-
ভূত্যাং হৃষ্টিং প্রোতুমিচ্ছামি ॥ ২ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

‡ শেষমেব পৃচ্ছতি, প্রিয়ব্রতস্যোতি ॥ ৩ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

§ পুজঃ পুজসংজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

¶ প্রজাপতিসমা নব ভূখণ্ডিসব ব্রহ্মলয়াঃ ॥ ১৩ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

বর্ষং নাম । তচ্চ যথাঋত্বং বাসস্থানম্ । তদুক্তং মাৎসো, “বসৎ-
 পৃথন্তো । বর্ষেনু প্রজা যেষু চতুর্বিধাঃ । বর্ষমিত্যেব রমনং বর্ষত্বং তেন
 তেষু চ” ইতি ॥১৮॥ হেমকূটং হিমবদন্তরম্ । হেমকূটাদুত্তরং নৈষণং
 নিষণগিরৈর্দক্ষিণম্ ॥ ১৯ ॥ নিষণাদুত্তরম্ ইলারতং বর্ষম্ ইলারতায়
 প্রদদৌ । যত্র মধ্যে মেরুস্তিষ্ঠতি । ইলারতাদুত্তরো নীলাচলস্তদা-
 শ্রিতং তদুত্তরম্ ॥২০॥ তস্মাৎ শ্বেতগিরৈরুত্তরং বর্ষম্ ॥২১॥ গন্ধমাদন-
 বর্ষং মেরোঃ পশ্চিমম্ ॥ ২২ * † ॥ বিপর্বয়োহম্মখমকালমুভ্যাশ্চ । তেষু
 ধর্ম্যাধর্ম্যৌ নাস্তাং নন্তঃ, তেষাং ভৌমস্বর্গভ্বেন ধর্ম্যাদ্যনধিকারাৎ ।
 যুগাবস্থা দেহাদিহাসলক্ষণা ‡ ॥২৬॥২৭§ ॥ স ঋষভো রাজ্যং কৃত্বা তপ-
 স্তপ্তুং পুলহম্যাশ্রমং শালগ্রামক্ষেত্রং যথাবিত্যুত্তরণাম্যঃ ॥২৯॥ ৩০ ॥
 ধমনিভিঃ শিরিভিঃ সন্ততো ব্যাপ্তঃ, তপসা কৃশদেহত্বাৎ । বীটাত
 কন্দুকসমুদ্রশাশ্বকবলম্ ॥ “আম্যে কৃতশাশ্বকবলঃ” ইতি ভাগবতোক্তেঃ ।
 বীরাধানং মহাপ্রস্থানম্ ॥ ৩১ ॥ ততশ্চ ঋষভানন্তরং ভরতেন পালি-
 ত্বাৎ ভারতকৈতদ্ বর্ষং গীয়তে । প্রাতিষ্ঠতা প্রস্থানং কুর্ষতে-
 ত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ ইষ্টমথঃ পুজিতমজ্ঞঃ সম্যক্ রাজ্যং কৃত্বা পশ্চাৎ তস্মৈ
 পুত্রায় তদ রাজ্যং দদৌ ॥ ৩৩ ॥ পুত্রে সংক্রামিতা ত্রীঃ রাজ্যত্রীর্ধেন
 সঃ ॥ ৩৪ ॥ পুনঃ কথয়িষ্যামি ইত্যস্য অয়ং ভাবঃ, স্থলভ্বেন ঋগ্রহত্বাৎ
 প্রস্তুতভুবনকোশং শৃণু । ততশ্চ “স্থূলে নির্জিতমাস্থানং শটৈঃ সূক্ষ্মং
 দিয়া নয়ৎ” ইতি ভাগবতোক্তক্রমেণ গ্রহযোগ্যাং সূক্ষ্মাস্তত্শ্ব-
 সম্বন্ধভরতস্য চরিতং পশ্চাদ্ বক্ষ্যামীতি ॥ ৩৫ ॥ তস্মাদ্ ভরতানন্তরং
 ঋমতেশ্বেজসো বীর্যাদিস্রদ্যমো জাতঃ ॥ ৩৬ ॥ তদম্বয়ঃ প্রতাহারস্য
 পুত্রঃ প্রতিহর্তা ॥ ৩৭ ॥ ৩৯ ॥ শতজিতঃ পুত্রশতম্ । বিশ্বজ্যোতিঃপ্রধানা
 বিশ্বজ্যোতিঃ প্রধানো মুখ্যো যেষাং তে ॥ ৪১ ॥ নবভেদং নবভেদা

* শালগ্রামং হরিক্ষেত্রম্ ॥ ২৪ ॥ রত্নগর্ভঃ ।

† তেষাং তেষু ॥ ২৫ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

‡ ন যুভ্যভয়ং পরিকল্পিষ্যাম্য যঃ প্রাক্ ইতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥ বঙ্গগর্ভঃ ॥

§ তাক্ষপু বর্ষেনু সামান্যতো বাবস্থামুক্তা নাভৈর্দক্ষিণ্য ভারতপ-জ্ঞাকারণং বঙ্গু-
 মাহ, দ্বিমাহমিতি ॥ ২৭ ॥ বঙ্গগর্ভঃ ॥

স্মিৎস্বৎ । তেদাংস্ত, তীয়াধ্যায়ে বক্ষ্যতি * ॥ ৪২ ॥ ননু তু পূৰ্ণমুক্তান-
পাদাদয়োহপি সাক্ষীভৌমাঃ প্রোক্তাঃ, ইদানীং প্রিয়ব্রতাদয়োহপি
সাক্ষীভৌমা এবোচ্যন্তে তচ্চ সমকালে ন সংগচ্ছতে, অতঃ ক্রমো বক্তব্য
ইত্যত্রাহ, তেষামিতি । তেষাং প্রিয়ব্রতাস্বয়প্রসূতানাং বংশে
প্রসূতৈঃ পুরা প্রথমমিয়ং ভারতী ভূমিভুক্তা পশ্চাদুক্তানপাদাদিভিঃ
কিয়ন্তং কালমিয়ং ভুক্তেত্যত আহ, কৃতত্রেতাাদীনাং সর্গেণ প্রবৃত্ত্যা
যুগাখ্যা চতুৰ্যুগৈরাখ্যায়তে যা একসপ্ততিমম্বস্তরাখ্যাঃ কালঃ । তাবন্তং
কালমিত্যর্থঃ । কৃতত্রেতাাদিসংজ্ঞেয়মিতি পাঠেহপ্যেবমেব যোজ্যম্ ।
যুগাখ্যামেকসপ্ততিমিতি পাঠে স্ফুটোহয়মর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ এতদেবমেব স্পষ্ট-
য়তি এষ ইতি বারাহেহস্মিন্ কল্পে যদা স্বায়ত্ত্বঃ পূৰ্ণস্য প্রথমমম্বস্ত-
রস্যাধিপোহভূৎ, তদা এষ প্রিয়ব্রতবংশানাং রাজাঃ সর্গঃ, ততঃ
স্বারোচিষাদাবুস্তানপাদবংশানামিত্যর্থঃ । অতএব উক্তানপাদব-
শস্য প্রোচেতস-দক্ষকন্যায়াদিত্যানাং জন্ম বৈবস্বতমম্বস্তরে
প্রোক্তম্ । সপ্তমাস্তপাঠে প্রথমমম্বস্তরাধিপে স্বায়ত্ত্ববে বর্ত্তমানে
স্বায়ত্ত্ববঃ স্বয়ত্ত্ববোহংশভূতাৎ তস্মাদেব মনোরেষ প্রিয়ব্রতাদিসর্গঃ
প্রথমং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ । যদ্বা পূৰ্ণোক্তসর্গস্থিতিগমনমেতৎ । এষ
ইতি ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়াংশে প্রথমাধ্যায়ঃ ।

• তৈরিতং ভারতং বসং নবভেদমলক্ তস্ম ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ ॥ ৪২ ॥

द्वितीयाध्यायः ।



उक्तानुवादेन भुवनकोशं सविशेषं वृत्तं पृच्छति कथितं
 इति । आश्रयबोहंशान्-मनुराश्रयं । तदीयः प्रियव्रतादिमर्गः
 कथितः । तत्कथनेन च द्वीपवर्षादिविभागोक्त्या सूचितं भूमिगुणादिकं
 श्रोतुमिच्छामि ॥ १ ॥ देवादीनां पुर्यां नगर्यो यावतः ॥ २ ॥ इदं
 मण्डलं संस्थानं रचनाविशेषं आकारमिति यावत् । एवमेते द्वादश
 प्रमाणाः । एतेषां यत्प्रमाणैस्तत्संस्थानां दिभिर्ध्यायोग-
 मुक्तानि अष्टव्यानि ॥ ३ ॥ ५ ॥ जम्बूद्वीपाः सप्तभिर्बर्णादि-
 संज्ञैः समुद्रैः समं यथा भवत्येवं सर्वत आरुताः ॥ ६ ॥ १ ॥ अशीति-
 रेव आशीतिः सहस्रमेव साहस्रम् । चतुरधिकान्यशीतिः सहस्राणि
 प्रमाणं यस्य स मेरोरुच्छ्रयः लङ्घयोजनप्रमाणे मेरुस्तमोच्छ्रयो
 बहिस्तुरशीतिर्योजनसहस्रं दृश्यते । षोडशसहस्राणि अधस्ताद्
 भूम्यां प्रविष्टाः धातः । द्वात्रिंशद्योजनसहस्राणि मूर्द्ध्नि विस्तृतः ॥ ८ ॥
 अतएव मूर्द्ध्नि विस्तृतान्-मुले सकूचितत्वाद् भूम्यावस्थानात्
 भूपरस्य पद्मस्य कर्णिकारेण संस्थितः ॥ ९ ॥ भारतं वर्षमारुता
 मेरोर्दक्षिणोत्तरतः स्थितानां वर्षाणां मर्यादापर्वतानां,
 हिमवानिति । वर्षाणां वषट्छेदकाः पर्वताः ॥ १० ॥ लङ्घप्रमाणे द्वा
 प्राक्पश्चिमतो दैर्घ्येण निबधनीलो । यद्यपि जम्बूद्वीपस्य मण्डलाका-
 रस्य लङ्घयोजनप्रमाणज्ञां तन्-मध्ये रेखायामेव मुख्यालङ्घप्रमाणं
 निबधनीलो तु तन्मध्येरेखातो दक्षिणोत्तरं च लङ्घयोजनसह-
 स्रान्तरितत्वादीमनुनो तथापि स्तूलदृष्ट्या लङ्घप्रमाणाविद्युक्तम् ।

অপরে তু হেমকূটাদয়ো দশহীনঃ দশাংশনানাঃ হেমকূটেষেতো
নবতিযোজনসহস্রপ্রমাণো । হিমবংশস্থিগো চৈকশীতিযোজন-
সহস্রপ্রমাণো । তদুক্তং বারাহে “দ্বীপস্য মণ্ডলীভাবীক্ৰাসহস্রী প্রকী-
ৰ্ত্তিতে” ইতি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ যথা বৈ ভারতমিতি দ্বীপমণ্ডলপ্রান্তর্ভূ-
ত্বাদ্ধনুরাকারং কুরুবর্ষমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ এতেষাং হিমবদাদিমর্যা-
দয়াবস্থিতানাং ভারতাদীনাং মধ্যে একৈকং বর্ষং বিস্তরতো নবসহস্র-
যোজনপ্রমাণং ইলারূতঞ্চ নবসাহস্রম্ । বিস্তারসামোহপি তত্র কঞ্চিদ-
বিশেষমাহ, তন্মধ্য ইতি । তদাহ, বায়ুঃ “ধনুঃসংস্থান্ধিতে জেয়ে দ্বে
বর্ষে দক্ষিণোত্তরে । দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি চতুরঙ্গিলাবৃতম্” ইতি ॥ ১৪ ॥
কিঞ্চ ইলারূতে অন্যো চত্বারঃ পর্বতা মেরোচ্চতুর্দিশম্ ॥ ১৫ ॥
বিক্ষিপ্তা দার্ঢ্যার্থমবষ্টপ্তা ঈশ্বরেণ রচিতাঃ । অন্যথা মূলভাগাদুচ্চ-
ভাগস্য দ্বিগুণবিস্তারাদ্ গোবরেন ভঙ্গপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥ তেষ্ববষ্টপ্তপর্ব-
তেষু পূর্বাদিক্রমেণ চত্বারঃ পাদপা একাদশশতযোজনোচ্ছ্রায়া
গিরেঃ কেতবো ধ্বজা ইব রচিতাঃ ॥ ১৮ ॥ নামহেতুর্নামপ্রবৃতিহেতুঃ ।
ফলপ্রমাণে বিশেষশচ বায়ুনোক্তঃ “অরব্বীনাং শতান্যষ্টাবেকষষ্ঠাধি-
কানি তু । ফলপ্রমাণং সংখ্যাতমৃষিতিস্তত্ত্বদর্শিতিঃ” ইতি ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥
সুখস্পর্শো বায়ুঃ, সুখবায়ুঃ তেন বিশোষিতা সতী তস্তীর্মৃস্তিকা
সিদ্ধানাং ভূষণং সুবর্ণং ভবতি * ॥ ২২ ॥ তয়োর্মধ্য ইত্যনুবাদঃ তত্র হ
বিক্ষিপ্তাদিসানুহু চৈত্ররথাদিবনানামরুণোদাদিসরসাঞ্চ কথন্যর্থঃ ‡ ॥ ২৩ ॥
উক্তানাং বক্ষ্যমাণানাঞ্চ কেসরাচলানাং স্থানান্যাহ, মেরোরিতি ।
মেরোরনন্তরাণি সন্নিহিতানি যান্যঙ্গানি মূলসনীপস্থানানি তান্যেব
জঠরাদীনি পূর্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরদেশবর্তিতয়া জঠরদক্ষিণপার্শ্বপৃষ্ঠ-
বামপার্শ্বসাম্যাৎ । তেষ্ববস্থিতা মেরোঃ কর্ণিকায়া ইব কেসরভূতাঃ ।

• ভর্গবাসিতিঃ ইলারূতপ্লেঃ । ইন্দ্রিয়াক্ষয়ঃ পুং শক্তিহ্রাসঃ ॥ ২১ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

† তস্য ফলস্য রসম্ ॥ ২২ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

‡ তয়োর্মধ্যমিত্যনুবাদস্তৎস্বপ্নবর্তিতেষু বনাদিকথন্যর্থঃ । তথাচ মার্কেণ্ডেয়পুৰাণম্
“ঐশলেয় মন্দ্রাদ্যেযু চতুর্ধপি দ্বিজোত্তম ! । বনানি যানি চত্বারি সরাংসি চ
নিবোধ মে ॥” ইতি ॥ ২৩ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

“মূলদেশে পরিতঃ উপক্ৰান্তঃ” ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥
 লোকপালানাং পুরঃ সার্ক্বদ্বিসহস্রযোজনাঃ “তান্ননুপরিতো লোক-
 পালানাং অষ্টানাং যথাदिशं यथारूपं तुरीयमानेन पुरोहता
 উপক্ৰান্তঃ” ইতি শুকোক্তেঃ ॥ ৩০ ॥ তত্র গজাগমনমাহ, বিষ্ণুপাদেতি ।
 ত্রিধা বিক্রমতো বিষ্ণোর্যামপাদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ভিন্নোক্তাঙ্গুষ্ঠাংগুটাহবিবরে-
 গান্তঃপ্রবিষ্টা বাহ্যজলধারা হি ব্রহ্মদন্তাধ্যাজলঘর্ষাদ্রবসংযুতা গজা,
 সা চ বিষ্ণোঃ পাদাঙ্গিনিষ্কাস্তা সতী দিবোহস্তরীক্ষাদ ব্রহ্মণঃ পূর্যাং
 পততি ॥ ৩১ ॥ সা তত্র পতিতা সতী চতুর্দ্ধা ভেদং প্রাপ্নোতি ॥ ৩২ ॥
 শৈলাচ্ছৈলং যাতিত্যত্র শুকোক্তিঃ “সীতা তু ব্রহ্মসদনাং কেসরাচ-
 লাदिशिखरेभ्योऽधःपतन्ती” ইত্যাদি । বায়ুনোক্তং সীতা তু শিখর-
 পৃষ্ঠেভূপক্রমা “এবং শতসহস্রাণি দারয়ন্তী মহানদী । নিপপাত তদা
 সীতা জঠবে সিদ্ধসেবিতে ॥ তস্মাদুপগতা শৈলং দেবকূটং তর-
 জ্জগী” ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥ তথৈবালকনন্দাপীতি কেসরাচলাদিক্রমেণ
 নিষধহেমকূটহিষবতোহতিক্রমোত্যর্থঃ । সপ্তভেদা ভূত্বৈতি । তে চ
 ভেদা মাৎস্যে প্রোক্তাঃ “নলিনী ফ্লাদিনী চৈব প্লাবিনী চৈব প্রা-
 চ্যাগাঃ । সীতা চ চক্ষুঃ সিদ্ধুশ্চ তিস্রস্তা বৈ প্রীচ্যাগাঃ ॥ সপ্তমী স্বৰ্ণগা-
 গজা দক্ষিণেন ভগীরথম্” ইতি ॥ ৩৪ ॥ এবং তাবদ্ দক্ষিণোত্তরতো
 হিমাदिभिः षड्भिर्ध्यादागिरिभिर्बिभक्तानि भारतादीनि सप्तवर्षागु-
 ञ्जानि इलान्नतमेरुमुज्ज्वलाविशेषगङ्गागमनप्रकारांश्चाक्याः, इदानीं
 তু “ভদ্রাংশং পূর্কতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে” ইতি পূর্কোক্তয়ো-
 র্ধ্বৈর্ধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাংধ্যাং
 তৎপর্যাস্ত আয়ামো দৈর্ঘ্যং যয়োন্তৌ আনীলনিষধায়ামৌ । তত্র
 পশ্চিমে মাল্যবান্ পূর্কো গজমাদনঃ “তথৈবৈলান্নতম্ অপরেণ পূর্কেন
 চ মাল্যবদগজমাদনাবানীলনিষধায়তো” ইতি শুকোক্তেঃ ॥ কেচিৎ
 ত্বনয়োর্ধ্বৈরীত্যাহঃ “তয়োর্ধ্বাংগতো মেরুরিলান্নতেন সহিতঃ”
 ইতি দ্রষ্টব্যম্ । “মেরোশ্চতুর্দিশং তত্র নবমাহস্রবিস্তৃতম্ ইলা-
 ন্নতম্” ইত্যুক্তম্ । অনেন চতুস্ত্রিংশদযোজনসহস্রায়ামৌ তাবি-
 ত্ত্বাক্তং ভবতি । তদাহ বায়ুঃ “চতুস্ত্রিংশং সহস্রাণি গজমাদনপর্কতঃ ।

উদগ্ দক্ষিণতশ্চৈব আনীলনিষধায়তঃ” ইত্যাদি ॥৩৭॥ লোকো জন্ম-
দ্বীপং তদেব পদ্মং তস্য পত্রাণি । ভারত-কুরুবর্ষয়োৰ্দ্ধ্রাশ্ব-কেতুমাল-
য়োশ্চ পরস্পরং সমানত্বাদাভিযুখ্যোনাবস্থানাক্ষ পত্রসাদৃশ্যতা ॥৩৮॥
ইদানীং মেনোশ্চতুর্দিক্ দ্বৌ দ্বৌ পরিধিপর্করৌ প্রমাণসংস্থানাত্যাং
দর্শয়তি, জঠর ইতি পঞ্চভিঃ । ইলারুতবর্ষ এবাবাস্তুরবিভাগহেতুত্বান্-
মর্যাদাপর্কতাবিত্তি চোক্তং নববর্ষমর্যাদাপর্কতানাং পূর্বযুক্তত্বাৎ ।
অন্যস্য চ বর্ষস্যাত্রাসম্ভবাচ্চ ॥৩৯॥ অশীতিযোজনানি আয়ামো বিস্তারো
যয়োন্তৌ মাল্যবদ্ গন্ধমাদনয়োর্মধ্যাদর্নবস্যাস্তর্ক্যবস্থিতৌ ॥৪০॥ পূর্বৌ
জঠরদেবকূটৌ যথা আনীলনিষধায়তৌ তথৈব উভাবপি স্থিতৌ ॥৪১॥
ত্রিশৃঙ্গে জারুধিশ্চৈব উক্তরৌ যথা দক্ষিণে তথা স্থিতৌ । তদাহ,
শুকঃ, “অষ্টাভিরৈতৈঃ পরিসৃতোহগ্নিরিব পরিতশ্চকাস্তি কাঞ্চন-
গিরিঃ” ইতি ॥৪২॥৪৩॥৪৪॥ তেষাং শৈলানামস্তরে মধ্যে দ্রোণ্যঃ দরী-
বিশেষাঃ সন্তি । সিদ্ধাঃ অণিমাটৈদ্যশ্বর্যযুক্তাঃ চারণা দেবগায়কাস্তৈঃ
সেবিতাঃ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ নিরাতঙ্কাঃ নীরোগাঃ বর্ষাণাং সহস্রাণি দশ
বা দ্বাদশ বা স্থিরায়ুষ ইতি কিলোক্তিরিলারুতাদিদেবভেদব্যবস্থা-
য়াম্ ॥ ৫২ ॥ তেযু দেবো ন বর্ষতি যতো ভৌমান্যেবাস্তাংসি নিত্যং
সন্তি ॥ ৫৩ ॥ কুলাচলা যুখ্যাঃ পর্কতাস্তেভ্যঃ প্রসূতা য়া নদ্যস্তাশ্চ
শতশঃ সন্তি ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণু পুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং

দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।



জম্বু দ্বীপস্য সংস্থানযুক্তং বর্ষবিভাগতঃ । তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠমাহ
তত্র চ পুংবপুঃ ॥ ভারতী ভারতস্য সন্ততিঃ ॥ ১ * ॥ অত্রৈব শ্রেয়ঃ-
সাধনমনুষ্ঠেয়মন্যত্র তদসম্ভবাদিতি দর্শয়ামাহ, কস্মভূমিরিতি । স্বর্গমপ-
বর্গঞ্চ গচ্ছতাং পুংসামুভয়সাধনভূতানাং প্রবৃত্তনিবৃত্তকর্মণাং ভূমি-
রিয়ম্ । কিম্পুরুষাদিবর্ষাক্টকে পুঙ্করদ্বীপে চ কর্মণ এবাভাবাৎ ।
প্লক্ষাদিদ্বীপপঞ্চকে কেবলং নিবৃত্তমেব কর্ম নানাৎ । বক্ষ্যতি হি
“যথোক্তকর্মকর্তৃহাৎ স্বাধিকারক্ষয়া হি । তত্র তে তু কুশদ্বীপে ব্রহ্ম-
ভূতং জনার্দনম্ । যজন্তঃ কপয়ন্ত্যগ্রমধিকারং ফলপ্রদম্” ইতি ॥ ২ ॥
সমস্তপুরুষাংশস্বনগজাদিপুণ্যানদীনাং জন্মভুময়ঃ শৈলাশ্চাত্তৈব সন্তী-
তাহ, মহেশ্ব ইতি ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ সর্কং শুভাশুভমজ্ঞেতি অনেনৈব
কর্মণা প্রাপ্যত ইত্যাহ, অত ইতি । অতোহস্মাদ্ বর্ষাৎ স্বর্গলোকঃ
সংপ্রাপ্যতে । ক্রমযুক্তিহান্মাৎ প্রয়াস্তি ॥ ৪ ॥ স্বর্গশ্চ ভৌমং ইলাবৃতাদিঃ ।
মোক্ষশ্চ সদ্যো যুক্তিঃ । মধ্যমাস্তরীক্ষলোকাঃ । অন্তঃ পাতালাদি-
রিত এব গম্যতে নান্যতঃ তৎসাধনস্যাট্রৈব স্থলভঙ্গাৎ । যস্মাদন্যত্র
ভূমৌ বর্ষান্তরাদৌ শাস্ত্রেণ কর্ম ন বিধীয়তে ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ অয়ন্তি তি ।
সমুদ্রে প্রান্তরুর্দ্বীপঃ সমুদ্রেণৈকীভূতেন সাগরেণ সগরস্বতখাতেন
সংহৃত ইতি জ্ঞেয়ম্ । সামান্যতঃ সগরস্বতখাতসাগরসংহৃতং সহস্র-
যোজনাস্তরতঃ প্রত্যেকম্ ঋতে ইলাবৃতমন্যেষামপি অন্ত্যেব যদাহ
বায়ুঃ । “ভারতস্যান্য বর্ষস্য নিবভেদা নিবোধত ৷ পর্বতাস্তরিতা
জ্ঞেয়া-শ্চৈব স্বগম্যাঃ পরস্পরম্” ইতি ॥ ৭ ॥ ১২ ॥ ক্রমাবিবক্ষয়া শুক্ল-
মত্যাদিনিঃস্থতানাং নদীনাং পশ্চাৎনির্দেশঃ ॥ ১৩ ॥ তাস্মিতি, ইমে

* মদীমাৎ পর্বতামাক যথাস্থানং বিভাগতঃ । ভারতস্য প্রথমঃ চ তৃতীয়-ইতি
বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

জুরুপাঞ্চালাদিনানাদেশবর্তিনো জনাস্ত্যসু নদীষু বসন্তি আসাং
জলানি পিবন্তি চেতি চতুর্থেনাম্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 'চত্বারীতি কৃতে যুগে
চতুষ্পাদ ধর্মঃ ত্রেতায়াং পাদদ্বয়ঃ, দ্বাপরে দ্বিপাদি। কলৌ পাদা-
বশেষা ইত্যাদি চতুষ্পাদব্যবস্থা। নান্যত্রেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ যজ্ঞপুরুষ-
রূপো বিষ্ণুরত্রেজ্যতে। অন্যদ্বীপেষু প্লক্ষাদিষু অন্যান্য। সোমবায়ুসূর্য্যা-
দিক্রুপঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ স্বর্গদেবত্বপ্রাপ্তোরপি অত্র মনুষ্যত্বং দুলভমি-
ত্যান্মিন্নর্থং দেবগৌতং প্রমাণয়তি গায়ত্রীতি। 'স্বর্গশ্চাপবর্গশ্চ আস্পদং
প্রাপ্যং স্থানং তস্য মার্গভূতে তারতাথ্যে ভূমিভাগে যে পুরুষা ভবন্তি,
তে তু সূরত্বাং সূরত্বং প্রাপ্তানস্মানপি অপেক্ষ্য ভূয়োহধিকং ধন্যাঃ
স্মৃতিং ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ তত্র হেতুমাছঃ। কর্ম্মণীতি, তাং কর্ম্মমহীম্
অবাধ্য। ন সঙ্কল্পিতানি তানি প্রসিদ্ধানি দৃষ্টাচ্ছক্টানি ফলানি যেষাং
তান্যসংকল্পিততৎফলানি ফলাণি কর্ম্মাণি বিকৌ মন্যম্য সমর্প্য যে
অমলাঃ সন্তুষ্টমেবালয়ং স্থানং প্রয়াস্তু। পাঠান্তরে তস্মিন্ লয়মেক্যং
প্রয়াস্তু তে ধন্যা ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ২৫ ॥ যুযাকমপি স্বর্গভোগান-
স্তরং ভারতে জন্ম ভবিষ্যতীতি চেৎ। তৎ তু ন জায়ত ইত্যাহঃ জা-
নীমেতি। স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি ভোগেন বিনীনে সতি কৃত্ত দেহবন্ধং জন্ম
প্রাপ্যাম ইতি ন জানীম। যে ত্বদ্য ভারতে মনুষ্যা জাতাঃ সন্তি তে
খলু নিশ্চিতধন্যাঃ অনায়াসেন মোক্ষপ্রাপ্তাঃ। তদাহঃ "নেত্রিয়বিশ্র-
হীনাঃ অক্ষপঙ্গাদয়ো যদি ন ভবন্তি" ইতি ইন্দ্রিয়বদ্ধমাত্রেণ তত্র
মোক্ষঃ সুসাধ্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ * ২৮ ॥

* লক্ষ্যোজমবিস্তারমিতি। ইলারুতং বিহার যত্নবৈঃ চতুঃপাঞ্চাঙ্গযোজনসহ-
স্রাণি হিমবদাশট্ পদবৈতরীদণসহস্রাণি ইলারুত-ভূমেকৃত্যাং চতুঃপাঞ্চাঙ্গযোজনসহ-
স্রাণি ইত্যেবং লক্ষ্যোজমবিস্তারম্ ইতি রত্নগর্ভঃ। ২৭। ২৮।

ইতি ত্রিবিষু পুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়াংশে তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

চতুৰ্থাধ্যায়ঃ ।



অথ গ্ৰহাদিকান্ দ্বীপান্ বৰ্ষাদিসরিদক্ষিতিঃ । বৰ্ণয়্যাদিভেদেন
বৰ্ণয়ত্যাকটাহন্তঃ ॥ ১ ॥ * তথা বলয়স্তেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ অত্র চ জন্ম-
দ্বীপো লবণাক্ষিণচ বিস্তারতো লক্ষযোজনপ্রমাণৌ । এবমুত্তরোত্তরং
দ্বীপাক্ষিণ্যুগ্মং পূৰ্ব্বায়াং দ্বিতীয়াক্ষিণ্যুগ্মাং দ্বিত্বিগুণং ত্রৈত্বিগুণম্ । গ্ৰহাদি-
দ্বীপপঞ্চকে চ দ্বীপবিস্তারপ্রমাণৈরুভয়তঃ সমুদ্রস্পর্শাভিঃ সপ্তসপ্ততি-
শ্চর্য্যাঙ্গাঙ্গিগিরিভিক্ৰিতজ্ঞান্যভয়তঃ সমুদ্রস্পর্শানি সপ্তসপ্ত বৰ্ষাণি । পূৰ্ণ-
রদ্বীপে তু মধ্যভোঃ বলয়াকারেণ মানসোত্তরেণ বিভক্তে দ্বৈ বৰ্ষে ।
সৰ্বত্র বৰ্ষাধিপতিসংজ্ঞাভিরেব বৰ্ষাণাং সংজ্ঞা । ঠৈশমনদ্যাদয়শ্চ স্ব-
সংজ্ঞাভিরেব সৰ্বত্র স্পষ্টং নির্দিষ্টাঃ । তদেবং স্থিতে তত্র কিঞ্চিদ্
ব্যাখ্যায়তে গ্ৰহদ্বীপেশ্বরঃ পূৰ্ব্বাদিবৰ্ষক্রমেণ ॥ ৪ ॥ তদাহ, পূৰ্ব্ব-
মিতি ॥ ৫ ॥ † ৮ ॥ চিরাৎ পঞ্চবৰ্ষসহস্রান্তে শ্রুয়তে ॥ ৯ ॥ ১২ ॥ অগ-
স্পিনী ত্রাসাবস্থা উৎস্পিনী বৃদ্ধাবস্থা । ভারতে হি কৃতাদিক্রেতান্তং
প্রজা উত্তরোত্তরং বর্দ্ধন্তে । ততো দ্বাপরাদিকলিযুগান্তং হুসন্তি, তৎ
ভেষাৎ নান্তীত্যর্থঃ । যুগাবস্থেতি “কৃতাদীনাম্ ব্যবস্থেয়ং ধর্মপাদব্য-
বস্থয়া” ইতি সূর্যসিদ্ধান্তাদিপ্ৰোক্তা যুগাবস্থা চ ভেষু নাস্তি ।
ত্রিপাদ ধর্মঃ শস্যাদিসমৃদ্ধিঃ যাগাদ্যনুষ্ঠানমিত্যাদিনা ত্রেতাযুগসমঃ
কালঃ ॥ ১৪ ॥ ১৭ ॥ তস্য গ্ৰহস্য নারঃ সংজ্ঞা যস্য স জ্ঞানমসং-
জ্ঞঃ ॥ ১৮ ॥ ‡ ২৫ ॥ “পবিত্র্যকরণী চৈব হৃদসঙ্কীৰ্তনী তথা । সুবর্ণকরণী

* গ্ৰহদ্বীপাদিবর্ষাদিসরিদর্থে অ্যাকল্পনাঃ । ক্ষীরোদাদিসমুদ্রাংশ্চ চতুর্থে বর্ণয়-
মুনিঃ ইতি রত্নগর্ভঃ । ১ ।

† ভেষাৎ পূৰ্ব্বাদিবৰ্ষাণাম্ ইতি রত্নগর্ভঃ । ৬ ।

‡ পবিত্রবেষো সপ্তলং তদনুসারিণা তৎসদৃশেন ইতি রত্নগর্ভঃ । ২০ ।

§ ইত্যেব ভবেতি বৈজ্ঞেয় মে মন্তঃ শিশাময় জানীহি ইতি রত্নগর্ভঃ । ২১ ।

চান্দী সন্ধিনী চ সঙ্ঘর্ষধিঃ" ইত্যাদ্য। মহোষধো যত্র সৃষ্টি যশ্চ হনু-
মতা জানীয় প্রতিমীতঃ স দ্রোণচতুর্থঃ ॥ ২৬ ॥ যজ্ঞানাং সম্যক্
স্থিতির্বিদ্যম্ তৎ যজ্ঞসংস্থিতিম্ * ॥ ৩২ ॥ ৩৬ ॥ তেবাং নামান্যোষ
নামানি যস্যাঃ সা তন্নামা বর্ষপদ্ধতিস্বর্ষাণাং পণ্ডিত্তিঃ ॥ ৩৭ ॥ ৩৯ + ॥
স্বাধিকারক্ষয়ায় সন্তুশ্চক্ৰাত্মজ্ঞানেন কর্ম্মাধিকারনিরুত্কার্থমধিকারম্
অধিক্রিয়তেহনেত্যধিকারোহহকারন্তম্ উগ্রাং রাগদ্বেষাদিহেতুং
ক্ষপয়ন্তি । এতচ্চ স্নানাদিসু পঞ্চস্বপি দ্রষ্টব্যম্ । "ধর্ম্মঃ পঞ্চস্বথেতেষু"
ইতি পঞ্চানাং সাধর্ম্ম্যম্যোক্তত্বাৎ ॥ ৪০ ॥ ৪৩ ॥ তৎ কুশদ্বীপ-
নাম ॥ ৪৯ ॥ প্রথমঃ শৈলঃ ক্রৌঞ্চস্তেনৈব দ্বীপঃ প্রোক্ত ইত্যপ্যনুসঙ্কে-
য়ম্ । অন্যোহপরঃ পুণ্ডরীকঃ পঞ্চমঃ সপ্তমো মহাশৈলঃ পঞ্চমশৈলত্রয়
ইতি পাঠে মহাশৈল ইতি দ্বন্দ্বুভেদ্বিশেষণং পূর্ব্বস্মাৎ পরপরমুক্ত-
রোক্তরং দ্বীপাদ্ দ্বিগুণাঃ ॥ ৫০ ॥ তেহু দ্বীপেষু যে শৈলাস্তেহপি যথা
দ্বীপানি তথোক্তরোক্তরং দ্বিগুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ § ৫৭ ॥ দধৌ মণ্ডঃ
সারস্তুদেবোদকং যস্মিৎস্তেন ॥ ৫৮ ॥ ৬২ ॥ শাকো বৃক্ষবিশেষঃ যস্য
পত্রাণ্যন্তঃখরক্ষণানি বহিমুদুক্ষণানি । "অন্তঃখরা বহিঃ স্নিগ্ধাঃ স্ত্রিয়ঃ
শাকদলোপমাঃ" ইতি বসিকোক্তেঃ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ৬৭ ॥ স্বর্গাদভ্যে-
তোতি স্বর্গভোগানন্তরং পুণ্যশেষেণ মেদিনীম্ অভ্যেত্য যে জলদাদি-
বর্ষেষু স্থিতা জাতা জনপদা লোকান্তে তা নদীঃ পিবন্তীত্যম্বয়ঃ ।
সংঘর্ষঃ কলহঃ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ব্রাহ্মণভূয়িতাঃ পূর্ব্বোক্তেহু সর্গেষু
ব্রাহ্মণেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥ ** ৭৯ ॥ ৮০ ॥

• সংস্থিতমিতি পাঠে যজ্ঞে সংস্থিতম্ উত্থাপ্যঃ । ইতি রত্নগর্ভঃ । ৩২ ।

+ তারতে যে ব্রাহ্মণাদয়ন্তেত্র কুশদ্বীপে সমান্যনুশ্চকারো বর্গাঃ ক্রমোদিতাঃ ইতি
রত্নগর্ভঃ । ৩৯ ।

‡ তস্য কুণ্ডলস্য সংজ্ঞয়া তৎ স্মৃতং কুশদ্বীপমিতি প্রদিক্তম্ ইতি রত্নগর্ভঃ । ৪৯ ।

§ নদ্যো নদীঃ ইতি রত্নগর্ভঃ । ৫৪ ।

¶ ধর্ম্মহানিঃ নিত্যাদিক্রিয়াবিরহঃ । মর্যাদা অতিসমুদ্রাক্ত আচারস্তস্যাতিক্রমে।
অবনম ইতি রত্নগর্ভঃ । ৬৮ ।

•• দ্বীপবলয়ঃ বলয়াকারং দ্বীপং তেন শব্দেভ্যে বিদ্বিহ্মৎ বর্ষদ্বয়মপি বলয়াকারং
জাতম্ ইতি রত্নগর্ভঃ । ৭৭ ।

অন্ততো মানসোত্তরাদ্রেস্তু রিত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ ৮২ * ॥ তুল্যবেশা ইতি
 পাঠে বেষা ভোগঃ তুল্যমুখা ইত্যর্থঃ । নিত্যনৈমিত্তিকৈরাবশ্যটৈ-
 র্জন্যপ্রমাচীরহীনং, ধর্ম্যাচরণং কাম্যধর্ম্যানুষ্ঠানং তেন বর্জি-
 তম্ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥ ন্যাক্ তির্গ্যাক্ সমস্তাদ্ ভূমিং রূপক্কাতি ন্যাত্রোধো
 রুহৎপুষ্করমেব “স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্বে সমভবৎ” ইতি শ্রুতেঃ ।
 “ন্যাত্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে পুষ্করন্তেন সংস্মৃতঃ” ইতি সংস্কৃতোক্তে ।
 “যস্মিন্ রুহৎপুষ্করং জলনশিখামলকনকপত্রায়ুতায়ুতং ভগবতঃ কম-
 লাসনসাদ্যামনং পরিকল্পিতম্” ইতি শুকোক্তে ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ দ্বীপ-
 চেতি । জম্বুদ্বীপশ্চ লবণসমুদ্রশ্চ সমানৌ লক্ষ্যযোজনবিস্তারৌ ততঃ
 পরৌ দ্বীপসমুদ্রৌ উক্তরোত্তরং দ্বিগুণবিত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥ যথা
 স্থালীস্বং প্রস্থাদ্রিপদমিত্যেব সলিলং তীব্রাঘ্নিসংযোগাদুদ্রেকিবির-
 লাঘবং সমুদ্রে কযুক্তং ভবতি । অগ্নিসংযোগোপরমে চ যথাপূর্কং
 তিষ্ঠতি তথেন্দুরক্ষৌ পৌর্নমাস্যামস্তোধৌ সলিলমত্যন্তমুদ্রিচ্যতে ।
 অমাবস্যায়াঞ্চ যথা পূর্কং তিষ্ঠতি ॥ ৯০ ॥ তথা শুক্লকৃষ্ণয়োঃ পক্ষয়োঃ
 প্রত্যহম্ ইন্দোরদং যু অনতিরিক্তা এবাণঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্বর্জ্যন্তে ।
 ইন্দোরস্তময়েণ চাহ্যনা এবং কিঞ্চিদু হুমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ পরমব্রহ্ম-
 হ্রাসয়োঃ প্রমাণমাহ দর্শেতি সাক্ষিচ্ছিত্তারিংশদ্বিতিস্তপরিমিতৌ
 সামুদ্রৌণাগপাং ব্রহ্মিক্ষয়ো শাস্ত্রতো দৃষ্টৌ । যদ্বা তীরস্থাস্বয়ব্যতি-
 রেকাত্যাং দৃষ্টৌ ॥ ৯২ ॥ তুহ্যত ইতি ভোজনং ভক্ষ্যভোজ্যাদি-
 চতুর্বিধমন্নশাকাদিকং তৎ প্রযজ্যং বিমা স্বয়মেবোপস্থিতং ভুঞ্জতে ।
 যত্ রসং মধুরকটুত্বলবণতিজ্ঞকষায়া ইতি প্রসিদ্ধাঃ যত্ রসা যস্মিন্
 তৎ ॥ ৯৩ ॥ অলোকসংস্থিতিরिति ছেদঃ । ন বিদ্যাতে লোকস্য জননি-
 বাসভূতস্য সংস্থিতিঃ স্যাৎসমা সমস্ত প্রাণিবিবর্জিতা । সমাগরসপ্তদ্বীপ-
 বত্যাঃ পূর্বোক্তায়া ভূমের্দ্বিগুণা শুক্লোদকসমুদ্রাৎ পূরিতঃ কাঞ্চনী
 ভূমির্যোগিভির্ভূত্যাতে ॥ ৯৪ ॥ তাবন্তি তাবৎসংখ্যাপূরকাণি সহস্রাণি
 যোজনায়ুতমেবোচ্ছ্রিত ইত্যর্থঃ । যদ্বা তাবন্তি অযুতসংখ্যানি

সহস্রাণীত্যর্থঃ । “যন্মাৎ সূর্যাদীনাং ধ্রুবাপবর্গাণাং জ্যোতির্গণানাং গভস্তমোহরীচীনাংস্ত্রীন্ লোকানাবিতস্থানা ন কদাচিৎ পরাচীন ভবিতুয়ৎসহস্রে । তাবদুসহস্রান্যাম” ইতি শুকোক্তেঃ । অত্রায়ং গণনাৎ ক্রমঃ । “পূর্বোক্তদ্বীপাৎ হি দ্বৈশ্লগ্যক্রমেণ মেরোঃ সর্বতঃ সপ্তলক্ষাধিক-পঞ্চকোটিপ্রমাণা সাক্ষিসপ্তদ্বীপবতী ভূমিঃ, ততো দ্বিগুণা চতুর্দশ-লক্ষোত্তরদশকোটিপ্রমাণা কাঞ্চনীভূমির্মেরোরেকত উভয়তস্তুক্টিবিংশতিলক্ষাধিকবিংশতিকোটিপ্রমাণা তদেবং সাক্ষিদ্বীপভূম্যা সহ কাঞ্চনী ভূমিঃ পঞ্চত্রিংশৎলক্ষোত্তরপঞ্চবিংশতিকোটিপ্রমাণা সম্প-দ্যতে । ততো লোকালোকঃ শৈলঃ অযুতযোজনবিস্তারঃ সর্বতো বলয়াকৃতিঃ ॥ ৯৫ ॥ “ততস্তৎ শৈলং সর্বতন্তম আরুত্যা তিষ্ঠতি তচ্চ বিংশতিসহস্রাধিক-পঞ্চত্রিংশৎ লক্ষনূন-পঞ্চবিংশতিকোটিপরিমি-তম্ । এতেন দ্ব্যালোকপরিমাণঞ্চ ব্যাখ্যাতম্” ইতি শুকোক্তেঃ । তদেবং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারৈয়মূর্কী । ততোহশুকটাহঃ সর্বতঃ সমবর্তু লো-হস্তঃ পঞ্চাশৎ কোটিবিস্তারঃ । “অশুমধ্যগতঃ সূর্যো দ্যাভাতুর্ন্যার্যদ-স্তরং সূর্য্যাশুগোলয়োর্মধ্যে কোট্যঃ স্রাঃ পঞ্চবিংশতি” ইতি শুকো-ক্তেঃ । “কচিৎ কচিৎ পুরাণেষু বিরোধো যদি লক্ষ্যতে । কল্পভেদাদি-ভিস্তত্র ব্যবস্থা সন্ধিরিষ্যতে” ॥ ৯৬ ॥ মহেবাশুকটাহেনেতি তন্ম-ধ্যবর্ত্তিনীত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥ ধাত্রী পালয়িত্রী বিধাত্রী জনয়িত্রী ইত্যেতৈঃ পালনাদিভিঃ সর্বেভ্যো ভূতেভ্য আকাশাদিভ্যো গুণাধিকাশ্চে-ত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

ইতি ত্রিবিম্বুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশার্থায়াং

দ্বিতীয়াংশে চতুর্থাধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।



সপ্তভূমিকবিশ্তার-প্রাসাদবদধোভুবঃ । সপ্তপাতালপংক্তিস্ত বর্ণ্যতে-
 ইনন্তমন্তকে ॥ ১ ॥ * ২ ॥ দশসাহস্রমিতি প্রত্যেকং সহস্রযোজনো-
 ক্ষিত্ব তা ভূমিকাঃ । ততো নবমহস্রোক্ষিত্ব তমৈকেকং পাতালং ভূবিবর-
 মিত্যর্থঃ । “সহস্রযোজনান্যোষাং জলান্যন্তরনৈগয়ঃ । প্রত্যেকশোহ-
 স্তরান্যোষাং সহস্রাণি নবান্বনাম্” ইতি শিবরহস্যোক্তেঋহাখ্যং মহা-
 তলম্ ॥ ৩.৪ ॥ † পাতালেভ্যো দিবমভ্যাগতঃ সন্ স্বর্গসদাং দেবানাং
 মধ্যে গ্রাহ ॥ ৫ ॥ শুভ্রাঃ শুক্লা মণয়ো মার্গৈরাভ্রিয়মাণাস্থ ধার্যমাণাস্থ
 ভূষাস্থ যত্র তৎ আতালং কেন সমং ন ফেদ্যপি নিরুপমমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
 বিযুক্তস্য বীতরাগস্যাপি ॥ ৭ ॥ ৯ ॥ পুংস্কোকিলানামভিলাপাঃ কুজি-
 তামি ॥ ১০ ॥ তুৰ্য্যাণি স্থত্যাগীতবাদিত্রাণি ॥ ১১ ॥ উদারৈরুৎকৃষ্টৈ-
 র্ভাটৈঃ পুণ্যৈর্ভোগ্যানি । পাতালানামন্তরং মধ্যং গোচরো বিষয়ো
 যেষাং তৈঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ‡ স্বস্তিকং ফণস্য রেখা চিহ্নবিশেষঃ । ব্যক্তং
 স্বস্তিকমেবামলং ভূষণং যস্য সঃ ॥ ১৪ ॥ § ১৭ ॥ ¶ কাশ্ম্য। শ্রিয়া বাকুণ্য।
 চু মদিরাধিত্রা দেবতয়া ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ শেখরীভূতং মুকুটবৎ
 স্থিতম্ ॥ ২০ ॥ বীৰ্য্যং বলং প্রভাবঃ প্রতাপঃ স্বরূপং তত্ত্বম্ । রূপ-

* প্রসঙ্গাৎ সপ্তপাতালং সপ্তভূমিকভেদবৎ । ভূরোঃপ্রো বর্ণ্যতে ইনন্তমন্তকে ২৭-
 প্রমাণকম্ভূতি বহুগর্ভঃ । ১ ।

† তেহু অভলানিহু ইতি বহুগর্ভঃ । ৪ ।

‡ পাতালানাং ভূবিবরণাম্ অথ ইত্যত্র ত্রিংশৎসহস্রোদ্ধেগেইনন্ত ইতি পুংস্কোকিলং
 মানং জেয়ং তামসীসংহারকর্যং । ইতি বহুগর্ভঃ । ১৩ ।

§ শাণিরিতি ত্রিটতেজসোঃপ্রিসাদৃশ্যম্ ইতি বহুগর্ভঃ । ১৩ ।

¶ অঙ্গং মেঘঃ গহলকপ্রপাতে নিম্নরশ্মি ভাত্যাং সহিতঃ ইতি বহুগর্ভঃ । ১৭ ।

সংকীরঃ ॥২১॥ * ২৪ ॥ লগিতং চর্কিতম্ অনুলিপ্তং যস্য স্বামানিলৈ-
রপাস্তং বিক্ষিপ্তং দিক্ক্ষু উদবাসতাং জলমুগন্ধীকরণচূর্ণতাং যাতী-
ত্যর্থঃ । দিক্ক্ষোদবাসতামিতি পাঠে দিশাং ক্ষোদবাসতাম্ অধি-
বাসনচূর্ণত্বম্ । যদ্বা ক্ষোদাঃ ক্রীড়াপাংশবস্তেষাং বাসতাং স্থানতাম্ ।
দিক্ক্ষনানাং ক্রীড়ার্থে হরিদ্রাদিরজঃস্থানীয়ং ভবতীত্যর্থঃ । দিক্পট-
বাসতামিতি পাঠঃ ॥ ২৫ ॥ জ্যোতীংষি গ্রহনক্ষত্রাদীনি নিমিত্তে উৎ-
পাতশকুনাদৌ পঠিতং শুভাশুভলক্ষণং কলঞ্চ জ্ঞাতবান্ ॥ ২৬ ॥
দেবাস্থরমানুষৈঃ সহিতাং লোকানাং পাতালাদীনাং মালাং শ্রেণিৎ
তেন বিধূতা সতীয়াং মহী বিভর্তি । লোকাধারভূতায় ভূমেরপি
ক আধার ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণু পুরাণটীকায়াং স্বপ্নকাণ্ডাধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়াংশে পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ।

ভারতে কৃতপুণ্যিণাম্ উক্তা স্বর্গপ্রদা ভুবঃ । তত্রৈব কৃতপাপানাং
যাতনা চ তথোচ্যতে ॥ সলিলস্য চেতি তমোগর্ভোদকস্যাধঃ ব্রহ্মাণ্ড-
গতগর্ভোদকাদুর্দ্ধৃষেব । দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্ ভূমেরুপরিষ্টাদ্
জলাদিতি শুকোক্তেঃ ॥ ১ ॥ + ৩ ॥ জানন্নপ্যবদন্ । অন্যথা বা বদন্

* অগ্ন্যবে হেতুমাহ, যস্যোক্তি । পুণ্যমাল্যাদ্যুপায়তিলমুদ্বোধনায় ক, ইতি ন
কোহপিত্যর্থঃ । ইতি রত্নগর্ভঃ । ২২ ।

+ ভূর্লোকাদঃপ্রসঙ্গেন যাতনা ভীতবেদন।

অতলাদিমুখম্ভোহ বৈরাগ্যায়ৈহ বর্ণ্যতে ॥ ইতি রত্নগর্ভঃ । ১৩

কুটসাক্ষী । যশচ ধৰ্ম্মাধিকৃতঃ সন্ অসম্যগ্ অন্যায্যং বদেৎ । যশচান্য-
 দপি অন্ততং বক্তিঃ ॥৭॥ জগহা গৰ্ভহস্তা পুরহৰ্ত্তা পুরবিলুপ্তকঃ ॥৮॥
 তৈঃ সংসৰ্গমিতি “সংবৎসরেণ পততি সহ শয্যাসনাশনৈঃ । যাজনা-
 ধ্যাপনাদ্যোনাং সদ্যঃ পততি তৎসমঃ” ইতি তৈঃ সহ সংসৰ্গম্ ॥ ৯ ॥
 রাজ্ঞো ভটান্ দূতান্ ॥১০॥ সাধ্বী ভার্য্যা তমী বিক্রয়কৰ্ত্তা । বন্ধপালঃ
 কাৰাগৃহরক্ষকঃ । কেশরিবিক্রয়ী অস্থানাং বিক্রেতা ॥ ১১ ॥১২॥† বেদ-
 দুষয়িতা বেদনিন্দকঃ । যদ্বা ভূতকাধ্যাপকঃ ॥১৩॥‡ মৰ্যাদাদুষকঃ শিষ্টা-
 চারিনিদকঃ । দূরিকৃৎ অভিচারকৰ্ত্তা ॥ ১৪ ॥ পর্যায়াতি পরিত্যজ্য
 আদৌ ভুংক্তে ॥ ১৫ ॥ কৰ্ণিনো বাণবিশেষান্ ॥ ১৬ ॥ নক্ষত্রসূচকঃ
 নক্ষত্রগণকঃ ॥ ১৭ ॥ পুত্রাদীন্ বঞ্চয়িত্বা এক এব মিত্যমভূক্ । বেগী
 সাহসকারী তমেব কৃমিযুক্তং পুয়বহসেব ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ § রজোপজীবী ।
 নটমল্লাদিবৃত্তিঃ । কৈবৰ্ত্তঃ ধীবরবৃত্তিঃ । পত্যৌ জীবতি জারাজ্জাতঃ
 কুণ্ডঃ তদমৃতোজী কুণ্ডাশী । সূচী পিশুনঃ । মাহিষিকো মহিষোপজীবী ।
 যদ্বা “মহিষীত্যাচ্যতে ভার্য্যা ভগেনোপার্জ্জয়েদ্ধনম্ । উপজীবতি য-
 স্তম্যাঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতাঃ” ইতি স্মৃতিপ্রোক্তঃ । পরীক্ষারী
 ধনাদিলোভেনাপরীক্ষ্যমাবাস্যাদিক্রিয়াপ্রবৰ্ত্তকঃ । পরীক্ষামীতি পাঠে
 পরীক্ষু স্ত্রীগামী ॥ ২০ ॥ শাকুনিঃ পক্ষিজীবী শুভাশুভনিমিত্তশকুনো-
 পজীবী বা । গ্রামযাজকঃ গ্রামার্থে যষ্টা ॥ ২১ ॥ মৰ্যাদাভেদিনঃ
 ক্ষেত্রাদিসীমাতিক্রমকারিণঃ কুহকং পরবঞ্চনম্ । ইন্দ্রজালাদিকং বা
 জীবো বৃত্তির্যেবাং তে । কৃষে কালসূত্রে ॥ ২২ ॥ যজ্ঞার্থে সমিৎ-
 পাত্রাদিকার্য্যং বিনা বৃথৈব বনচ্ছেদী চ অসিপত্রবঁমং যাতি ওরত্রিকো
 মেষোপজীবী । মৃগব্যাদশচ ॥ ২৩ ॥ আপাকেষু বহির্দাঃ বহির্জালে
 পতন্তি আপাকাদাহ্যমৃদ্ভাণ্ডেঋকাদিসমুদ্রাঃ । যান্ত্যেত ইত্যেতে

• । বষয়ে অধিকারে ইতি রত্নগৰ্ভঃ । ৩ ।

† আক্ৰোষ্ঠা পরাপবাদকাঃ ইতি রত্নগৰ্ভঃ । ১২ ।

‡ বেদবিক্রয়ঃ বেত্তমেন বেদাধ্যাপকঃ ইতি রত্নগৰ্ভঃ । ১৩ ।

§ কুট্টাদীমাং পৃথগুদ্গাদীমাং দোষাধিক্যদুচ্যাম ইতি রত্নগৰ্ভঃ । ১৯ ।

পূর্বোক্তা বক্ষ্যমাণাশ্চ পাপিনস্তৎ তদসাধারণনরকভোগানন্তরং
পাপশেষেণ বহুজালং যাস্তীত্যর্থঃ । শিবধর্মোক্তরাতিযু পাপাধিক্যাৎ
পাপিনাং ক্রমেণানেকনরকপাতোক্তেঃ ॥ * ২৪ ॥ ক্রমশ্চে রেতো বিকি-
রন্তি ॥ ২৫ ॥ ২৭ ॥ বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধং গীতমৃত্যাদিব্যসনরূপং কর্ম । নিরয়েষু
তন্তমরকেষু ॥ ২৮ ॥ নরকস্থানাং দুঃখাতিশয়ং দর্শয়িতুং স্বর্গস্বদেব-
দর্শনং দেবানাঞ্চ বৈরাগ্যার্থং নরকদর্শনমাহ অধঃশিরোভিরিতি ॥ ২৯ ॥
পাপিনাং নরকভোগানন্তরং স্থাবরাদ্যাম্ উত্তরোত্তরমুৎকৃষ্টাসু নবধা
ভিন্নাম্ যোনিষু জন্মক্রমমাহ, স্থাবরা ইতি । অজ্ঞা মৎস্যাদয়ঃ ।
ধার্মিকাস্থে নরেষুেব পুণ্যবিশেষেণ কেচিৎ মোক্ষিণশ্চ যুযুক্ষবো যথাক্রমে
তবন্তীতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥ তেষাঞ্চ পূর্বপূর্ববাহুলাম্ উত্তরোত্তরাংপদ-
ধাহ, সহস্রেতি । দ্বিতীয়ানুক্রমঃ দ্বিতীয়োহনুক্রম উদ্দেশ্যে যেষাং তে
দ্বিতীয়স্থানেহনুক্রান্তা য়ে ক্রময়ঃ তে সহস্রভাগক্রময়ঃ প্রথমঃ সহস্র-
ভাগাঃ সহস্রগুণাঃ প্রথমঃ প্রথমং নির্দিষ্টা স্থাবরা যেষাং তে
ক্রমিভ্যঃ সহস্রগুণমধিকাঃ স্থাবরান্তঃসহস্রতমভাগাঃ ক্রময় ইত্যর্থঃ ।
পঞ্চম্যন্তপাঠেইপি দ্বিতীয়াস্থানেহনুক্রান্তাঃ ক্রমিবর্ণাং সহস্রগুণমধিকাঃ
স্থাবরা ইত্যেবার্থঃ । তথা সর্বে হোতে ইতি যথা স্থাবরা এবং পক্ষ্যা-
দিদ্বপি দ্রষ্টব্যম্ । যুক্তিং সম্যাগশ্রয়ন্ত ইতি যুক্তিসম্যাগ্যা যুযুক্ষবো
জ্ঞাননিষ্ঠাঃ । তৎপর্যন্তমেবং পূর্বপূর্বোত্তরোত্তরানুক্রমে জন্মক্রমঃ । ততঃ
পরং যুক্তিঃ । এতচ্চ সংসারিজীববাহুলাকথনং মোক্ষস্য দূরভিতাসূচ-
নার্থম্ । অয়ঞ্চ নবধা নির্দিষ্টো জন্মক্রমঃ প্রায়িক এব । তদুক্রমাদিত্য-
পুরাণে “ব্যাৎক্রমেণাপি মানুষ্যাং প্রাপ্যতে পুণ্যগৌরবাৎ । বিচিত্রা
গতয়ঃ পুংসাং কর্মণাং গুরুলাঘবৈঃ” ইতি ॥ ৩১ ॥ তদেবং নারকাঃ
সর্বে তদভোগানন্তরং স্থাবরাদিজন্মক্রমেণ পাপস্য ক্ষয়াৎ পুণ্য-
বশাৎ কদাচিৎ ত্রিদশা তবন্তি । ইদানীং ত্রিদশা অপি সর্বে পুণ্য-
ক্ষয়াৎ পাপবশাচ্চ কদাচিন্-নারকা ভবন্তীতি । বৈরাগ্যার্থমাহ, যাবন্ত
ইতি । নরকৌকসো ভবন্তীতি শেষঃ । ইদানীং পাপিনোহপি নরক-

* ব্রহ্মস্মৃতি লোপকঃ প্রারকচান্দ্রায়ণাধিব্রতভাগী । স্বযোগ্যঃ আজ্ঞমান বিদ্যুতঃ
ইতি বঙ্গগতঃ । ২৪ ।

পরিহারোপায়মাহ, পাপকুদৃতি । প্রায়শ্চিত্তং যো ন কৰোতি স এব
 নরকং যাতি, ন তু কৃত প্রায়শ্চিত্তঃ ॥ ৩২ ॥ তত্র প্রায়শ্চিত্তং কৰ্মভক্তি-
 জ্ঞানরূপেণ ত্রিবিধম্ । তত্র পাপভারতমেন কৰ্ম্মাকপ্রায়শ্চিত্ত-
 ভারতম্যমাহ, পাপানামিতি । যৎ পাপং মহদপ্যং বা যথা জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা
 বা তথৈব তদনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি বেদার্থং সংস্মৃত্য প্রোক্তানি
 মহর্কিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ * ৩৪ ॥ নন্দাদিভির্কিধৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈর্নিঃশেষ-
 সৰ্বপাপক্ষয়ান্তাবাৎ সৰ্বোৎকৃষ্টং স্বকরঞ্চ ত্রীকৃষভক্তিরূপং সৰ্ব-
 প্রায়শ্চিত্তম্যমাহ, প্রায়শ্চিত্তানীতি । তপাংসি কৃচ্ছাদীনি । কৰ্ম্মাণি চ
 দানজপাদীনি, তদাত্মকানি যানি প্রায়শ্চিত্তানি তেভ্যঃ সৰ্বোভ্যঃ
 কৃষ্ণস্যামুস্মরণং পরং শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৩৫ ॥ শ্রেষ্ঠত্বমাহ, কৃত ইতি । পাপে
 কৃতে যস্য পুংসোহনুতাপঃ প্রকর্ষণে জায়তে তসৌব মন্বা-
 দ্যুক্তানাং তপোদানাদীনাং মধ্যে একং কিঞ্চিৎ তদনুরূপং প্রায়-
 শ্চিত্তম্ অননুতপ্তস্য তেষ্বনধিকারাৎ । হরিসংস্মরণং তু পরমনু-
 তাপমনপেক্ষ্যপি নিঃশেষপাপক্ষয়হেতুত্বাৎ । অবশেনাপি যন্মামি
 কীৰ্ত্তিত ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥ কিঞ্চ দেশকালাদিবিশেষমনপেক্ষং
 সদ্যঃপাপক্ষয়হেতুত্বাচ্চ হরিসংস্মরণং শ্রেষ্ঠমিত্যমাহ, প্রাতরিতি ।
 প্রাতর্কী নিশি বা সন্ধ্যায়াং বা মধ্যাহ্নে বা আদিশঙ্কাৎ দেশবয়ো-
 হবস্থাদিনিয়মং বারয়তি । নর ইত্যশ্রমাদিনিয়মঞ্চ দেশকালাদি-
 নিয়মং বিটনৈব যথা কথঞ্চিৎ নারায়ণং সংস্মরন্তেব সদ্যস্তৎক্ষণং পাপ-
 ক্ষয়মবাপ্নোতি ন তু সংস্মরণং কৃৎস্নম্ । এতদুক্তং ভবতি, দ্বাদশাখাদিকং
 হি দেশকালাদিকারিনিয়মাদ্যপেক্ষং যথাবদনুষ্ঠিতং কাক্সান্তরে পাপ-
 ক্ষয়হেতুঃ, ইদং তু ন তথা । অতঃ সৰ্বশ্রেষ্ঠমিতি । অয়ং ভাবঃ, শাস্ত্র-
 গম্যং হি ফলং যথাশাস্ত্রং দেশকালাদিনিয়মেন যথোক্তেনৈবধিকারি-
 গানুষ্ঠিতাৎ সাধনান্নিপ্পাদ্যতে, হরিসংস্মরণাদিফলং হু বস্ত্রসামর্থ্যপ্রভ-
 বত্বাৎ ন দেশকালাদিকারাদিনিয়মপেক্ষিতমিতি । তথা চ বিষ্ণুধৰ্ম্মা-
 দিবু বস্ত্রশক্তিমৈব পুরস্কৃত্যোক্তম্ । “চক্রাযুধস্য নামানি সদা সৰ্বত্র

* অক্ষরপ সমেবাহ পাপ ইতি । তাৎপৰ্যঃ প্রায়শ্চিত্তভারতম্যবিধঃ । জন্তুঃ ক্ষুট্য়ুহঃ
 ইতি বহুগর্ভঃ । ৩৩ ।

কীর্তয়েৎ । নাতৌচৎ কীর্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ । হরিরূপিত
পাপানি দুষ্টিচিন্তৈরপি স্মৃতঃ ॥ অনিচ্ছ্যাপি সংস্পৃষ্টৈঃ দহত্যবহি
পাবকঃ । অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদ্ উত্তমলোকনামন্যৎ । সংকীর্তিতমিদং
পুংসো দহেদেধো যথানলঃ” ইত্যাদি । ন টেচৎ সতি ছাদশাকাদি-
স্মৃতিরানর্থক্যং শঙ্কনীয়ং, নামাদৌ অন্ধাশূন্যানাং তত্রৈব প্রবৃত্তেঃ ।
বিস্পষ্টৈস্তদু ভাগ্যততাবার্থদীপিকায়াং প্রাপ্তিতমিত্যুপ-
স্মৃতে ॥ ৩৭ ॥ কিঞ্চ হরিস্মরণং ছাদশাকাদিবৎ ন পাপক্ষয়মাত্রোপক্ষীণং
কিন্তু মুক্তেরপি হেতুরিত্যাহ, বিষ্ণুসংস্মরণাদিতি । জ্ঞানঃ সমস্তক্লে-
শানাং পাপমূলানাং রাগাদীনাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যস্য স নরো মুক্তিম-
বাপ্নোতি । স্বর্গপ্রাপ্তিস্ত তস্যাতিতুচ্ছাদ্ বিদ্বপ্রাপ্তয়েনৈতার্থঃ ॥ ৩৮ ॥
কিঞ্চ জপহোমাদি-ষাড্গুণার্থমপি কৃতং হরিসংস্মরণাদিকং মুক্ত্যেব
পর্যবস্যাভীত্যাশয়েনাহ, বাসুদেবে মন ইতি তস্য মোক্ষং প্রাপ্ন্যতঃ
পুংসো জপহোমাদিসাধ্য-দেবেশ্বাদিকং ফলমতিতুচ্ছাদিস্তরায়ে
বিদ্ব এব ॥ ৩৯ ॥ তদেবাহ, ক্রেতি । নাকপৃষ্ঠং স্বর্গলোকঃ, তদগমনমপি
পুনরাবৃত্তিকলঙ্কিতাদ্ বাসুদেবেতি জপস্য কীর্তিতস্য নিত্যপরমাণ্ড-
ফলস্য মানুরূপং, কিং পুনর্দেবেশ্বাদিকমিত্যর্থঃ । অত্র চ হরিসং-
স্মরণজপযোগ্যং হংসং শ্রবণাদিনববিধভক্ত্যুপলক্ষণার্থম্ । বস্যাতি হি ।
হস্তি কলুষং শ্রোত্রং স জাতো হরিরিত্যাদি ॥ ৪০ ॥ অতো মোক্ষফলং
বিষ্ণুস্মরণং কুর্দন্ নরকং ন যাভীতি কিং বক্তব্যমিত্যুপসংহরতি,
তস্মাদিতি ॥ ৪১ ॥ তদেবং হরিতভিক্তরূপং সর্ষেযাং স্থলভং সর্ষ-
প্রায়শ্চিত্তমুক্তম্ । ইদানীং বিদুষামেব যোগ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাত্মকং সর্ষ-
প্রায়শ্চিত্তমুররীকৃত্য পূর্বোক্তস্য স্বর্গনরক-তৎসাধনাদিসর্ষপ্রাপ্তস্য
মিথ্যাভ্বমাহ, মনঃপ্রীভীতি সার্কৈঃ পঞ্চতিঃ । তদ্বিপর্যয়ঃ মনোদুঃখ-
করঃ । অতঃ স্বপ্নগতমনঃপ্রীতিদুঃখকরবস্তুবৎ স্বর্গনরকৌ মিথ্যেবেতি
ভাবঃ । মিথ্যাত্তনরকস্বর্গহেতুত্বাৎ পাপপুণ্যে অপি মিথ্যেব ইত্যাশয়ে-
নাহ, নরকেতি । আয়ুর্ভূতমিতি সাধনে সাধ্যবদুপচারং পাপপুণ্য এব
নরকস্বর্গসংজ্ঞে ইত্যুক্তম্ ॥ ৪২ ॥ স্বখদুঃখসাধনানাং অকৃচ্ছন্দবনিতা-
দীনামশ্রিবস্তুভ্বমাহ, বস্তুকমেবেতি । বস্তু অকৃচ্ছন্দাদিকং বস্তু-

অকং নিয়তস্বভাবম্ । কুতঃ? দেশকালভোক্তৃভেদোনিয়তস্বভা-
বত্বাৎ ন পরমার্থতঃ সুখদুঃখসাধনং কিঞ্চিদন্তীত্যর্থঃ ॥৪৩॥ * ৪৪॥ মনসঃ
পরিণামঃ স্বপ্নমনোরথাদিবস্মনোবিলাসমাত্র ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ কিং তর্হি
সত্যম্? ইত্যত্রাহ, জ্ঞানমিতি । জ্ঞানাত্মকং পরং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি
শেষঃ । এবং চেৎ কুতোহস্য বন্ধমোক্ষৌ? তত্রাহ, জ্ঞানমিতি । অবি-
দ্যয় অহঙ্কারাদিরূপেণ প্রতীতং জ্ঞানমেব বন্ধায়েষ্যতে । চ শঙ্কাৎ
জ্ঞানমেব বিদ্যায়া তন্নিরাসেন মোক্ষায় চেষ্যত ইত্যর্থঃ । ন চাধ্যমণীয়ং
নিরসণীয়ং বাহঙ্কারাদি তদব্যতিরিক্তমন্তীত্বাহ, জ্ঞানাত্মকমিতি ।
তদধ্যাসাপবাদহেতু বিদ্যাবিদ্যে অপি ন ততঃ পৃথগ্বিদ্যোতে ইত্যাহ,
বিদ্যাবিদ্যেতি । তদেবমবিদ্যাধ্যাত্ত্বকর্ষকলাদিরহিতাত্মানুস-
ন্ধানং বাবদপরোক্ষজ্ঞানং পরং প্রায়শ্চিত্তম্ । অপরোক্ষজ্ঞানে তু
ন পাপশঙ্কা ন চ প্রায়শ্চিত্তম্ । “যথা বৈ পুষ্করপলাশ প্রাপো ন
ল্লিষ্যন্তে এবমেবৈবং বিদিত্বা পাপং কর্মণঃ ল্লিষ্যতে । ন কর্মণা
ল্লিপ্যতে পাতকেন” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । যদ্বা মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গ ইत्या-
দেবেবং সম্বন্ধঃ । যদ্যপি স্বর্গনরকৌ ধর্মাধর্মৌ প্রাপো বিবিধ-
সুখদুঃখভূয়িষ্ঠৌ ময়োক্তৌ তথাপি ন প্রাপ্তিপরিস্কারায়োরতীত-
যত্নঃ কার্য্যঃ, তয়োস্তৎসাধনানাঞ্চাপরমার্থত্বাৎ পরং ব্রহ্মৈবৈকং
সত্যম্ । অতস্তৎপ্রাপ্তয়ে মনীষিভির্জানাত্যাম এব যত্নঃ কার্য্যঃ
ইতি ॥ ৪৬ ॥ তদেবং নরকপ্রসঙ্গপ্রাপ্তং প্রায়শ্চিত্তং সমাপ্য প্রকৃত-
মেবোপসংহরন্তাহ, এবমিতি দ্বাত্যাম্ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

* এতদেবোপপাদয়তি, তদেবোক্ত দ্বাত্যাম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাধ্যায়ঃ
দ্বিতীয়াংশে ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ ।

গ্রহাণাং সংস্থানং, কস্যোপরি কে গ্রহোহস্তীতি তেষাম । সন্নি-
বেশং প্রমাণানি, তেষামন্তরাস্তরযোজনসংখ্যাঃ * ॥২ ॥ ভূলোক-
মানেনৈব ভুবলোক ইতি বক্তুং সংস্থানং তাবদাহ রবীতি । পৃথিবী
স্মৃতেতি, ভূলোকঃ স্মৃত ইত্যর্থঃ ॥৩॥ বিস্তারো লোকালোকাচলা-
বধিঃ । পরিমণ্ডলং ব্রহ্মগমনসংস্থানম্ । উয়োদ্বৈন্দ্রক্যং তস্মাদ্ ব্যাস-
মণ্ডলতঃ বিস্তারমণ্ডলাভ্যাং নভোভুবলোকাখ্যং দ্যাৱাপৃথিব্যালোক-
লোকপরিচ্ছিন্নয়োরন্তরালবর্তী ভুবলোকোহপি তাবানেবেত্যর্থঃ ।
যদাহ শুকঃ । “এতাবানৈব ভুবলয়স্য সন্নিবেশঃ । এতেনৈব হি দিবো
মানং ভবদ উপদিশন্তি । যথা দ্বিদলয়োনিষ্পাদীনাম্ তে অন্তরেণান্ত-
রিক্শং তদুপসজ্জিতম্” ইতি ॥ ১ ৪ ॥ স্বলোকমাহ, ভূমেরিত্যাदि বড়-
তিঃ ॥৫॥ শতসহস্রে লক্ষে পূর্णे ॥৬॥ ৮ ‡ ॥ শৌরিঃ শনৈশ্চরঃ ॥৯॥ মেঘী-
ভূত ইতি ধান্যাক্রমণপশূনামাশ্রয়ঃ । খনমধ্যনিখাতস্তন্তোমেধিঃ তদ্বৎ
স্থিতঃ ॥ ১০ ॥ উৎসেধেন উচ্ছ্রয়েণ পঞ্চদশলক্ষপ্রমাণেন । ইজ্যাকলস্য
ভোগস্য ভূমিরেবা ত্রৈলোক্যরক্ষণাং । স্বর্থে চকারঃ । ইজ্য। স্বত্র ভারতবর্ষ
এব প্রতিষ্ঠিতা সমাপ্তা । উক্তং হি “যতো হি কর্মভূরেবা অতোহন্যা-
ভোগভূময়ঃ” ইতি । অতোহত্র লক্ষজন্মনা পুংসা নিত্যং ধর্ম্যে যতি-
তব্যমিতি ভাবঃ । ১১। কস্পঃ ব্রহ্মদিনপর্য্যন্তমেব মহলোকে বসন্তি ।
কস্পান্তে তু জনলোকং যাস্তীতি কস্পবাসিনো ভৃগ্বাদয়ঃ । “ত্রিলোক্যাং

* সপ্তমে গ্রহতমান-ভুবলোকাদিসংস্থিতিঃ । সশোস্তরাবৃত্তেকীর্ষ্যে সা চামণ্ডেহু-
বর্ণ্যতে ॥ তবভা মান্যোম স্বয়তঃস্বয়ঃ । অখিলং জগদ্বিতি বা পাঠঃ ॥ ২ ॥

† যাবৎপ্রমাণ। পঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণ। বিস্তারো লোকালোকভূপরিমাণং পরিমণ্ডলং
তস্যৈব ব্রহ্মপরিমাণম্ ॥ ৪ ॥

‡ লক্ষস্বরেমোপলক্ষিতে ॥ ৮ ॥

দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সৰ্ব্বধামিনা । বাস্তবায়ণা মহলৌকিকানাং জনং তৃণা-
দয়োহর্দিতাঃ” ইতি শুকোক্তেঃ । তস্যোচ্ছ্রয়মানমাহ, একেতি । যজ্ঞে-
ত্যাদিপাদস্য পুনরুক্তিঃ ধ্রুবতন্তদুচ্ছ্রয়বিধানার্থা । পাঠান্তরং সুগ-
মম্ ॥১২॥ মহলৌকিকানস্তরমুচ্ছ্রয়েণ ধ্রুবাং দেব ছে কোটী জনলোকঃ । যত্র
তে কথিতাঃ প্রথ্যাতাঃ সনন্দনাদ্যাঃ সন্তি ॥ ১৩ ॥ জনলোকাচ্চতু-
শ্চণ্ডোত্তরে অষ্টকোট্যুচ্ছ্রয়ে আকাশে ব্যাপ্তস্তপোলোকঃ স্মৃতাঃ ॥১৪॥
জনলোকাপেক্ষ্যৈব ষড়্‌শৃণেন ষাদশকোট্যুচ্ছ্রয়েণ তপোলোকাদন-
স্তরং সত্যলোকঃ । ন তু তপোলোকাপেক্ষ্যেতি মন্তব্যম্ । তথা সত্যক-
চত্বারিংশৎকোট্যুচ্ছ্রয়েন ব্রহ্মাণ্ডে তস্যাবকাশাভাবাৎ । অপূৰ্ণা-
রকাঃ পুনর্মৃত্যুশূন্যাঃ । সত্যলোক এব কক্ষাভেদেন ব্রহ্মধিক্ষ্যাৎ পরং
বৈকুণ্ঠলোকাদি জ্ঞেয়ম্ । এবঞ্চ তুতলাদুর্দ্ধ্বং পঞ্চদশলক্ষোত্তরং ত্রয়ো-
বিংশতিকোটো ভবন্তি । সত্যলোকাদুর্দ্ধ্বং ষোড়শলক্ষেন কোটিত্বয়াৎ
অষ্টকটাহ ইতি জ্ঞেয়ম্ । “সূর্যাণ্ডগোলয়োর্মধ্যে কোট্যঃ সূ্যঃ পঞ্চবিং-
শতিঃ” ইত্যুক্তেঃ ॥ ১৫ ॥ মহলৌকাদীনামুৎসেধপ্রমাণমুক্তম্ । ভূরা-
দিলোকত্রয়স্য প্রত্যেকমুৎসেধব্যবস্থামাহ, পাদগম্যমিতি ত্রিভিঃ ।
চরণসঞ্চারণ্যোগ্যং গিরিশিখরাদি যাবৎ তাবদুৎসেধো ভূলৌক
ইত্যর্থঃ । বিস্তারোহস্য ময়োদিতঃ সৰ্বলোকালোকবিধিঃ পঞ্চবিংশ-
তিকোটীপ্রমাণঃ ॥ * ১৬ ॥ ১৭ ॥ নিযুতানি লক্ষানি ॥ ১৮ ॥ ত্রৈলোক্যং
কৃতকং প্রতিকল্পং কার্যত্বাৎ । জনলোকাদিত্রয়মকৃতকং প্রতিকল্প-
মকার্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ মহলৌকস্য কৃতকাকৃতকত্বে হেতুমাং, শূন্য
ইতি । জনৈঃ শূন্যঃ ॥ ২০ ॥ † এতচ্চতুর্দশভুবনাত্মকং জগৎ অষ্ট-
কটাহেন সমান্নতং, তদেব চ পৃথিব্যাবরণম্ । স চ কটাহঃ কোটি-
যোজনবিস্তারঃ । “সপ্তসাগরমানন্ত গর্তোদন্তদনস্তরম্ । কোটিযোজন-
মানন্ত কটাহঃ স ব্যবস্থিতঃ” ইতি স্বচ্ছন্দভৈরবতন্ত্রোক্তেঃ ॥২২॥ কটা-
হাৎ দশোত্তরেণ দশশৃণেন । অম্বুপরিধানঃ পয়োবেষ্টিতঃ ॥২৩॥২৪ ॥

• বিস্তারোহস্য ময়োদিতঃ সৰ্বলোকবিধিঃ ষিষ্টিধিকপঞ্চবিংশতিকোটীপ্রমাণঃ ॥১৬॥

† আবরণানি বস্ত্রমুক্তমম্বুবেষ্টিত, এত ইতি । চকারাদনন্তদেহাদি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১ ॥

‡ তুতাদিম। ভামসাহকারেঃ, তুতাদিশব্দতঃ মহত্ত্বেষম্ ॥ ২১ ॥

দশোত্তরাণি সপ্তেতি ছত্রিন্যায়েনোক্তম্ । পৃথিব্যাবরণস্য দশো-
 ত্তরত্বাভাবাৎ । “এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহতং ময়া । মহা-
 দিভিশ্চাবরণৈরকৃতির্বহিরারতম্” ইতি শুকাদ্যাক্তেঃ ॥ ২৫ ॥ অষ্টম-
 মপ্যাবরণং প্রসিদ্ধম্ । উৎপত্তিনাশবন্তি পরিচীমানি চ পৃথিব্যাদি-
 সপ্তাবরণানি । প্রধানন্তু ন তথেষ্যাহ, অনন্তস্যেতি । সৰ্গগতস্য
 তস্যাস্তো নাশো নাস্তি । সংখ্যানঞ্চ দশগুণাত্মকং যতন্তদনন্তং নিত্যম্
 অসংখ্যাতমপ্রমাণঞ্চ ন বিদ্যতে সংখ্যাতং প্রমাণং যস্য তথা-
 ভূতঞ্চ বৈ প্রসিদ্ধম্ । “পরাস্য শক্তিঃ ইত্যাদি ক্রুতি পুরাণেষু ॥ ২৬ ॥
 অতঃ কার্যস্য সমস্তস্য হেতুভূতম্ । অনাদিত্বাৎ সৰ্গগতত্বং ব্যনক্তি,
 অশূন্যাক্ষেতি ॥ ২৭ ॥ তচ্চ পুরুষাধিক্তিতমেব জগতো হেতুরিত্যাহ,
 দারুণীতি । কাষ্ঠে যথা তৎপ্রকাশকতয়া অগ্নিরবস্থিতঃ, তিলে চ
 তৈলং যথা । আত্মবেদনঃ স্বপ্রকাশঃ ॥ ২৮ ॥ তয়োরাপি পরমেশ্বরাদিক্তি-
 তত্বমাহ, প্রধানক্ষেতি দ্বাভ্যাম্ । বিক্ষোঃ স্বরূপভূতয়া চিহ্নজ্ঞ্যা-
 রূতৌ অধিক্তিতৌ সংশ্রয়ধর্মিণৌ নিয়ম্য নিয়ন্তৃভাবেন স্থিতৌ ॥ ২৯ ॥
 সৈব কালাজ্ঞান স্থিতা সতী তয়োঃ প্রলয়কালে পৃথগ্ভাবে কারণম্ ।
 স্থিতিকালে সংশ্রয়স্য চ কারণম্ । সর্গকালে ক্রোভকারণভূতা চে-
 ত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ এবঞ্চ প্রধানপুরুষদ্বারা তৎকার্যভূত-জগদাশ্রয়ত্বেনপি
 চিহ্নজ্ঞেনিলৈপত্বং দৃষ্টাস্তেনাহ, যথেষতি । জলে স্থিতং কণিকাতং
 পরমাণুস্তোমম্ অসক্তং যথা ভবত্যেবং বাতো যথা বিভর্তি তথা
 প্রধানপুরুষাত্মকং জগৎ । তত্রৈব স্থিতত্বাদ্ আত্মন্যসক্তমেব বিষ্ণু-
 শক্তির্বিভর্তি । পাঠান্তরে তু জলস্থিতং শৈত্যং কণিকাধারেনাগতং
 যথা বাতো বিভর্তি তথা জলস্থানীয়ং জগৎকণিকাস্থানীয়-মহদাদি-
 দ্বারেনাগতং বাতস্থানীয়। বিক্ষোঃ শক্তির্বিভর্তীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ এত-
 দেব দৃষ্টাস্তেন প্রপঞ্চয়ন্ সর্কেষাৎ কার্য্যণাৎ মূলকারণানুগতিমাহ,
 যথা চেতি সাক্ষীত্বিতিঃ । অন্যানি বীজানি । ততঃ পাদপাৎ প্রকর্ষণ
 ভবন্তি ॥ ৩২ ॥ তেভ্যো বীজভ্যোহন্যে ক্রমাঃ প্রভবন্তি । তদ্ বীজ-
 ত্যাচাপরে ক্রমাঃ তল্লক্ষণং পূর্বক্রমসজাতীয়ং যচ্ছূতাাদিক্রব্যং তদেব
 কারণং তেনানুগতা ব্যাপ্তাঃ ॥ ৩৩ ॥ বিশেষান্তাঃ পৃথিব্যন্তাঃ ॥ ৩৪ ॥

বহুকার্যোৎপাদকানামপি দেবাদীনামপক্ষয়া ভাবঃ দৃষ্টান্তেনাহ, বী-
জাদ্বৈশ্বেতি ॥ ৩৫ ॥ সৰ্বকারণভূতস্যাপি হরেনিৰ্জীকারণত্বং দৃষ্টান্তে-
নাহ, সম্বন্ধানাদিতি । উপাদানত্বমপি হরেঃ প্রকৃতিত্বািরেব ন স্বরূ-
পেণেতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ এবমব্যাকৃতাৎ পূৰ্ণং জায়ন্ত ইত্যাদিবাक्याৎ
প্রাপ্তামসৎকার্যবাদশঙ্কাং দৃষ্টান্তেন বারয়মাহ, ব্রীহীতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৭ ॥
ব্রীহিবীজে সন্ত এব মূলনালাদয় আত্মনঃ স্বস্য প্ররোহ-হেতু-
সামগ্র্যম্ অভিব্যক্তিকারণপৌক্ষন্য-ভূমিজলাদিসংযোগং প্রাপ্য
যথাবিৰ্ভাবং যান্তি । ন পুনরত্যন্তমসন্ত এব জায়ন্তে । “সদেব সৌম্যে-
দমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতেরিতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ ননু সৰ্বকারণং ব্রীহীত্যেব
শ্রুতিপ্রসিদ্ধং ন তু বিষ্ণুস্তত্রাহ, স চেতি । সবিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্মৈব
তৎ । কুত ইত্যপেক্ষায়াং বিষ্ণোঃ সকাশাদ্ উক্ততং তজ্জগৎ তত্রৈব
স্থিতমিত্যাदिना পূৰ্বোক্তং বিষ্ণোঃ স্বরূপমনুস্মারয়তি, যতঃ সৰ্ব-
মিতি ॥ ৪০ ॥ ব্রহ্ম চ বিষ্ণোরৈব স্বরূপমিত্যাহ, তদ্বৈশ্বেতি । তৎ
শ্রুতিপ্রসিদ্ধং ব্রহ্ম তস্য বিষ্ণোঃ । পরং ধামস্বরূপং যতঃ সদন্তোঃ
পরমং পদং যৎ যস্য চাভেদেন সৰ্বমেতৎ জগদ্ ভবতি তদ্বৈশ্বে ।
অতো বিষ্ণুব্রহ্মণোল্লক্ষণাভেদাদ্ ব্রহ্মৈব বিষ্ণুঃ ॥ ৪১ ॥ অতঃ
স এব সৰ্বকারণমিত্যেতৎ সিদ্ধমিত্যাহ, স এবৈতি ॥ ৪২ ॥ সৰ্ব-
কৰ্মফলং তৎসাধনাবিরূপঞ্চ স এবৈতি দর্শয়ন্ উক্তং সৰ্বাশ্রয়ং
নিগময়তি, কৰ্ত্তেতি ॥ ৪৩ ॥

“ ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশার্থায়াং
দ্বিতীয়াংশে সপ্তমাধ্যায়ঃ ।

অষ্টমাধ্যায়ঃ ।

বিরতং বিস্তরেণেদং জ্যোতিশ্চক্রং বিচক্ষণৈঃ । যয়া তু স্বীয়-
বোধায় সংক্ষেপেণোপবৰ্ণ্যতে ॥ ১ ॥ * ঈষাদণ্ডঃ অক্ষযুগয়োঃ সঙ্কা-
নার্থো দণ্ডঃ । দ্বিগুণঃ অষ্টাদশযোজনসহস্রঃ ॥ ২ ॥ সার্কিকোটিরিতি ।
মেরুমানসোস্তরাচলয়োৰ্ধাবদন্তরং তাবদেবাক্ষস্য মানম্ । “তস্যা-
ক্ষো মেরোমূৰ্দ্ধনি কৃতো মানসোস্তরে কৃতেতরভাগো যত্র প্রোতং
রবিরথচক্রং তৈলযজ্ঞবস্মানসোস্তরগিরৌ পরিভ্রমতি” ইতি শুকো-
ক্তেঃ ॥ ৩ ॥ চক্রমুপাসনার্থং বিশিনষ্টি, ত্রিনাভিমতীতি । নাভিঃ
ধ্রুবঃ । যত্রাক্ষঃ প্রোতঃ স চ ত্রিমৈথলঃ । অকু এবাত্র নাভিভ্বেনো-
পাস্যত্বাৎ মেথলারূপাস্তিস্রো । নাভয়ঃ পূৰ্ণাক্ষমধ্যাক্ষাপরাঙ্কাস্তদ্যা-
ক্তে পঞ্চায়ে, পঞ্চ সংবৎসরপরিবৎসরাদয়ঃ অরাঃ শলাকা যস্মিন্ ।
যল্লেমিনি, ষট্ ঋতবো নেময়ঃ প্রান্তবলয়ানি, তদ্বতি । কালাক্ষকত্বাৎ
অক্ষয়াক্ষকে সংবৎসরময়ে সংবৎসরপরিবাক্ষকত্বাৎ সংবৎসরভ্বেনোপা-
সাত্বাচ্চ তদ্বয়ত্বম্ । তদুক্তং মাৎসেয় । “অহস্ত্রিনাভিসূর্য্যস্য এক-
চক্রস্য বৈ স্মৃতম্ । অরাঃ সংবৎসরাঃ পঞ্চ নেমাঃ ষট্ ঋতবঃ
স্মৃতাঃ” ইতি । তস্মিন্ কালচক্রং কালোপমানভূতং কৃৎস্নং
জ্যোতিশ্চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ আশ্রিতম্ । সূর্য্যগত্যধীনত্বাৎ কাল-
চক্রপটলস্য ॥ ৪ ॥ অক্ষান্তরমাহ, চত্বারিংশদ্রিতি । সার্কিপঞ্চচত্বারিংশ-
শৎসহস্রপ্রমাণ ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ মহাক্ষপ্রমাণং যুগেহপ্যতিদিশতি,
অক্ষেতি । ঈষাথে তিৰ্য্যগ্ভূনিবদ্ধোহক্ষযোজনানার্থো দণ্ডো যুগম্ ।
অক্ষস্য যৎ প্রমাণং তদেব যুগার্কয়োঃ সংহতাপ্রমাণম্ । যুগস্য

* অষ্টমে জ্যোতিষাৎ চক্রং সংস্থানানাদিত্যেবতঃ ।

বিধোঃ পাদপ্রসঙ্গেন গজাণ্যত্রেব কীর্ত্যতে ॥

গাণাদিবিবুধৈঃ পূৰ্ণং জ্যোতিশ্চক্রং প্রকাশিতম্ ।

ষদ্যোতবয়স্য তত্র দ্যোত্যতে বাহুসারভঃ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

প্রমাণমিতি চ বাক্যো যুগাক্ষিয়োরিত্যুক্তম্ । তত্রায়ং ভাবঃ; যস্মিন্
 উভয়তোহ'স্থা বধ্যস্তে তদ্ যুগমীষাশ্রয়ুক্তমধ্যস্থানাদুভয়দ্বয় সমং
 ভবতি । অত্র ত্বৈকত এষ সপ্তাশ্বাঃ ন তুভয়তঃ “অসদ্বৈক্যস্তরগৈর্যুক্তো
 যতশ্চক্রং ততঃ স্থিতৈঃ” ইতি লৈল্লোকেঃ । অতোহ'শ্বযুক্তো ভাগে
 যুগস্য দৈর্ঘ্যং অন্যতো হ্রস্বত্বমিতি শঙ্কা মাভূদিত্যোতদর্থং যুগা-
 ক্ষয়োঃ সময়োঃ সংহত্য তৎপ্রমাণমিত্যুক্তম্ । যুক্তশ্বাঙ্কযুগয়ো-
 রেকপ্রমাণত্বমিতি । হ্রস্বাঙ্কস্যোপযোগং দর্শয়ন্নাহ, হ্রস্বোহ'ক্ষ ইতি ।
 সাক্ষিপঞ্চচক্রারিংশৎসহস্রো হ্রস্বোহ'ক্ষস্তস্য রথস্য যুগাক্ষেন সহ বায়ু-
 রশ্মিনিবন্ধো ধ্রুবাধারোহ'স্তু । তথা শুকঃ, “তস্মিন্ অক্ষে কৃতমূলো
 দ্বিতায়োহ'ক্ষস্তৈলযন্ত্রাঙ্কবৎ ধ্রুবে কৃতোপরিভাগঃ” ইতি । মাৎস্যো
 চোক্তম্, “যুগাক্ষকোটিহ্রস্বো তস্য দক্ষিণে সান্দনস্য তু । ধ্রুবেণ চ
 গৃহীতো তৌ রশ্মী যৌ নয়তো রবিম্ ॥” ইতি নিরন্তরোক্তহ্রস্বা-
 ক্ষাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ে তু মহাক্ষে তথা চাত্র রথপ্রক্রিয়া । ভূতলাদ-
 যোজনলক্ষে সূর্য্যঃ, পঞ্চদশলক্ষে ধ্রুাঃ, চতুরশীতিযোজনসহস্রো-
 ক্ষুয়ো মেরুঃ, অর্ধলক্ষোক্ষুয়ো মানসোত্তরাচলঃ । তদুপর্য্যাক্ষ-
 লক্ষোক্ষুয়ে মেরোশ্চাপরি ষোড়শযোজনসহস্রোক্ষুয়ে বায়ুক্ষে
 সাক্ষিসপ্তলক্ষোত্তরসাক্ষিকোটিপ্রমাণে রবিরথস্যাঙ্কো মানসোত্তর-
 প্রান্তপ্রোতৈকচক্রস্থিযাক্ পিততোহ'স্তু । তস্মিংশ্চাক্ষে চক্রপ্রান্তে
 নিবন্ধমূলো হ্রস্বোহ'ক্ষো বায়ুরশ্মিযুক্তো ধ্রুবাধারোহ'স্তু । যুগপৎ
 দক্ষিণাক্ষে বায়ুরশ্মিসংবন্ধং ধ্রুবাধারং তথৈবাস্তু । প্রবাহাদিবায়ু-
 বশাচ্চ দ্বাদশরাশ্যাস্ত্রকং জ্যোতিশ্চক্রং প্রত্যহং মেরুং প্রদক্ষিণী-
 কূর্ষং পরিভ্রমতি । তদ্বেগবশাচ্চ সূর্য্যঃ প্রত্যহং মেরুং প্রদক্ষিণী-
 কূর্ষমপি স্বগত্যা রাশ্যভিমুখমপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রচলতি । তত্র
 দক্ষিণায়নাদিষু ধ্রুবগৃহীতবায়ুপাশপ্রসারণাকর্ষণাভ্যাং রবেগতিবৈ-
 চিত্র্যাদ্-যথাযথনহোরাত্রাণি হ্রস্বদীর্ঘসম্মানি ভবন্তি এবং চন্দ্রাদী-
 নামপি জ্যোতিশ্চক্রবশাৎ প্রত্যহং মেরুং প্রদক্ষিণীকূর্ষতামপি
 ‘নক্ষত্রাভিমুখী স্বকীয়া গতিরনৈব্য, অশ্বিন্যাং দ্বষ্টান্যং ভরণ্যাদৌ

দর্শনাৎ । এতচ্চ তত্র শ্লোকব্যাখ্যানে ক্ষুদ্রীভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ তত্র
 ত্রয়াশ্চনঃ সূর্য্যস্য গায়ত্র্যাদিছন্দোরূপেণোপাস্যান্ হয়ানাংহ,
 হয়ান্তেতি । পংক্তিরিত্যেতানি ছন্দাংসি রবেহুঁরয়ো হয় উক্তা
 ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ মেরোশ্চতুর্দিশমুদয়াস্তময়াদ্যপলক্ষণভূতং পুরচতু-
 ষ্টয়মাহ, মানসোস্তুরেতি । পূর্নত ইত্যাদি ভারতবর্ষস্থানাপেক্ষয়ো-
 চ্যতে । পূর্নাদিবিভাগস্য সূর্য্যদর্শনাদ্যপেক্ষেভ্যোনিয়মস্য বক্ষ্য-
 মাণত্বাৎ । যাম্য যমস্য পুরী ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ তত্র তাবদৈন্দ্রীমবধিৎ
 কৃৎস্না সূর্য্যস্য উদয়াস্তমনাদিকং বক্ষ্যান্ উত্তরায়ণাশ্চেহত্যস্তমুত্তরাং
 দিশং গতস্য দক্ষিণতঃ পরাব্রজ্যমাহ, কাষ্ঠামিতি । দক্ষিণতো যা
 কাষ্ঠা তাং গতঃ দক্ষিণায়নং প্রবিষ্টঃ সন্ ক্রিপ্ত ইমুর্য়ণা তথা শীঘ্রং
 গচ্ছতি ॥ ১০ ॥ ততশ্চৈন্দ্রীপ্রভৃতি তাম্র পুরীষু সংসারিণাম্ অহো-
 রাত্রব্যবস্থানকারণং রবির্ভবতি । ক্লেশানাং রাগাদীনাং সংক্ষে-
 মতি যোগিনাং ক্রমযুক্তিভাজাং দেবযানঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ, অপুনরা-
 ব্রুতিকরঃ পশ্চাৎচ স এব ভবতি “সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়াস্তি
 স যাবদিচ্ছেন্-মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি” ইত্যাদিশ্রুতঃ ॥ ১১ ॥ যেন
 প্রকারেণ অহোরাত্রাদিব্যবস্থাকারণং রবিস্তদাহ, দিবসস্যোতি পঞ্চ-
 ভিঃ । যথাম্বিন্ দ্বীপে ভারতবর্ষে মধ্যাহ্নে লক্ষ্যযোজনাচ্ছিতে
 যোম্মি তীব্রক্ষু টশুক্রাতপেন রবিঃ প্রতপন্ বর্ত্ততে, তথা সর্ক-
 কালম্ উদয়াস্তময়াদিষপি সর্কদ্বীপেষুপি নীচৈতুর্লব্ধবদর্শনস্য
 মন্দাতপজ্বাদীনাঞ্চ দূরত্বাদিনিবন্ধনত্বাৎ । যথাহ বায়ুঃ, “বিদূরভা-
 বাচ্চাকস্য প্রোদ্যতস্য বিরশ্চিতা । রক্ততা চ বিরশ্চিদ্ভাদ্ রক্তত্বা-
 চাপ্যনুষ্ণতা” ইতি ॥ যথা যম্বিন্ দ্বীপবর্ষাদৌ মধ্যাহ্নে বর্ত্ততে তদা
 তৎসমানসূত্রস্য দ্বীপান্তরাদিষু জায়মানস্য নিশাক্ষস্য অর্দ্ধরাত্রস্য
 সংযুখে ভবতি ॥ ১২ ॥ উদয়াস্তমনে সর্ককালং ভবতঃ । তে চ পর-
 স্পরং সংযুখে রবেঃ সমানসূত্রে ভবতঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র হেতুমাহ, ষৈ-
 র্বজ্ঞেতি । যুখৌ তু উদয়াস্তময়ৌ সর্কদা মধ্যাহ্ন এব সতোহর্কস্য না
 শু এব ॥ ১৪ ॥ অতো রবেরুদয়াস্তমনাখ্যং দর্শনাদর্শনমাত্রমেব ॥ ১৫ ॥

দর্শনাদর্শনয়োরবধিমাহ, শক্তাদীনাংমিতি । ইন্দ্রাদান্যতমস্য পুরে
 মধ্যাহ্নে তিষ্ঠন্তু তদেকং পুরং অভিতঃ পুরদ্বয়ক্ষেতোবৎ পুরত্রয়ং তদ-
 স্তরালঙ্ঘ্যৌ দ্বৌ চ, বিকর্ণৌ কোণৌ উদয়াদ্যবস্থাভিঃ স্পৃশতি স্ব-
 রশ্মিভির্ভাসয়তি । তথা বিকর্ণস্তঃ অগ্ন্যাদান্যতমস্য কোণে মধ্যাহ্নে
 স্থিতস্তৎকোণমভিতঃ স্থিতং 'কোণদ্বয়ক্ষেতোবৎ ত্রীন্ কোণান্
 তন্মধ্যাবর্ত্তিনী দ্বৈ চ পুরে তথৈবোদয়াদ্যবস্থাভিঃ স্পৃশতি ।
 ভুবলয়স্যাঙ্কে প্রতপন্ দৃশাতে তাবদাহ । অঙ্কে তু ন দৃশাতে
 তাবতী রাজিরিত্যর্থঃ । তথা হি ঐন্দ্রে পুরে মধ্যাহ্নে যদা
 তিষ্ঠতি, তদা সৌম্যপুরস্থানামন্তময়ঃ, ঐশানকোণস্থানাং তৃতী-
 য়ো যামঃ । অগ্নিকোণস্থানাং প্রথমো যামঃ । বায়ব্যস্তিতানা-
 য়ুদয়ঃ । এবং যদা বাম্যে মধ্যাহ্নে তিষ্ঠতি তদা ঐন্দ্রেইন্তময়ঃ
 অগ্নিকোণে তৃতীয়ো যামঃ ; নিঋত্বিকোণে প্রথমো যামঃ ;
 বারুণে উদয়ঃ ; যদা চ বারুণে মধ্যাহ্নস্তদা বাম্যে অন্তময়ঃ ;
 নিঋত্বিকোণে তৃতীয়ো যামঃ ; বায়ব্যে প্রথমঃ সৌম্যে উদয়ঃ ।
 যদা চ সৌম্যে মধ্যাহ্নস্তদা বারুণেইন্তময়ঃ ; বায়ব্যে তৃতীয়ো
 যামঃ ; ঐশানকোণে প্রথমো যামঃ ; ঐন্দ্রে উদয়ঃ । এবমগ্নিকোণে
 যদা মধ্যাহ্নঃ ; তদা ঐশানকোণে অন্তময়ঃ ; ইন্দ্রপুরে তৃতীয়ো
 যামঃ ; স্বমপুরে প্রথমঃ ; নিঋত্বিকোণে উদয় ইত্যাদি গোজাম্ ।
 এবং সেরোঃ সর্কতঃ পরিভ্রমন্ সূর্য্যোহর্কঃ ভুবলয়ং প্রকাশয়ন্
 'দর্শনাদর্শনাদাপেক্ষয়াহোরাত্রব্যবস্থাকারগমিতুক্তং ভবতি ॥ ১৬ ॥
 সন্নিধানব্যবধানকৃতমেব রশ্মীনাং ব্রহ্মিত্রাসতীব্রহ্মস্বাদিকমণী-
 ত্যাহ, উদিত ইতি । গোতিঃ রশ্মিভিঃ ॥ ১৭ ॥ দিগ্বিভাগো-
 হপি উদয়ান্তময়নিমিত্ত এবত্যাহ, উদয়েতি । যত্র যস্যোদেতি,
 সা তস্য পূর্বা দিক্ । যত্রান্তমেতি, সা পরা প্রতীচী । তথা
 চ স্মৃতিঃ "তন্মাদসাবাদিত্যঃ সর্কঃ প্রজ্ঞাঃ প্রত্যস্তদেতি । তন্মাৎ
 সর্ক এব মন্যতে মাৎ প্রত্যাঙ্গাৎ" ইতি পুরাণাদুদ্যন্তং সূর্য্যং পশ্য-
 'তচ্চ দক্ষিণবামপাশ্চাত্তাগৌ দক্ষিণোত্তরে দিশাবিতি দর্শয়ন্ রশ্মি-

বিস্তারাবধিমাহ, যাবদিতি । চতুর্দিক্ক লোকালোকাচলপর্যাস্তং
তপতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ মেরৌ তু বিশেষমাহ, ঋত ইতি । ব্রহ্মসভা-
বর্জ্ঞং মেরোরুপর্যাপি সর্কতস্তপতি ন তু ব্রহ্মসূতাং ভাসয়তি ।
তত্র হেতুমাহ, যে যে মরীচয় ইতি ॥ ১৯ ॥ মেরোঃ সর্কতোহপি
বিশেষাস্তরমাহ, তস্মাদিতি । যতো যস্মাৎ সর্কোবাৎ স্বীপানাৎ
বর্ষাণাঞ্চ মেরুরস্তরত এব স্থিতঃ । তস্মান্-মেরোরুস্তরস্যাৎ
দিশি সদা দিবাপি । অন্যেবাৎ দিনেহপি নিত্যং রাত্রিরেব ।
অয়ং ভাবঃ । মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্কস্তং সূর্য্যং যে যত্র পশ্যন্তি,
স চ তেবাৎ প্রাচী, তেবাঞ্চ বামভাগ এব মেরুঃ । অতঃ সর্কোবাৎ
সর্কদা মেরুরস্তর এব । দক্ষিণভাগে চ লোকালোকাচলঃ । তস্মা-
দুস্তরস্যাৎ দিশি সদা রাত্রিঃ । দক্ষিণস্যাঞ্চ সদা দিনমিতি ।
যদ্বা ভারতাদিবর্ষস্থানাং সংযুখে সূর্য্যমুদ্যাস্তং পশ্যতাম্ উস্তর-
স্যাৎ দিশি বামভাগে মেরোরেকতঃ সদা দিনং, অন্যতশ্চ সদা
রাত্রিঃ । দক্ষিণভাগে তু সদা দিনমেবেত্যেতদর্থাদুক্তং ভবতি ॥
২০ ॥ উদয়াস্তময়নির্ভয়প্রসঙ্গাৎ তৎকালানুগাঘ্নিহোত্রে মিশ্রলিঙ্গ-
মস্ত্রবিশেষব্রাহ্মণোক্তমগ্নিসূর্য্যয়োঃ পরম্পরাহনুপ্রবেশমুপাসনাদর্থ-
মাহ, প্রভেতি ত্রিভিঃ ॥ ২১ ॥ বহ্নেঃ পাদশ্চতুর্থাংশো দিনেষু
ভানুং বিশতি । অতস্তাবন্মাত্রপ্রবেশাদ্ ভানোরুক্ষত্বেহপ্যদাহ-
কত্বং বহ্নেচ্চাহ্নি দাহকত্বমবিরুদ্ধম্ । তথা চ “অগ্নিজ্যোতিজ্যো-
তিরগ্নিঃ স্বাহেত্যেব সাযং হোতব্যাং সূর্য্যো জ্যোতিজ্যোতিঃ সূর্য্যঃ
স্বাহেতি প্রাতঃ” ইত্যেতদ্বিধিশেষে অদ্যতে । “অগ্নিং বাবাদিত্যাঃ
সাযং প্রবিশতি তস্মাদগ্নিদুর্ভানুক্তম্ । উদ্যাস্তং বাবাদিত্যমগ্নি-
রনুসমারোহতি তস্মাদ্ ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশে” ইতি ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥
অহোরাত্রপ্রসঙ্গাৎ তয়োরপ্সু প্রবেশমুপাসনাদর্থমাহ, দক্ষিণেতি ।
মেরোর্দক্ষিণভূম্যর্কে ভাস্করে সযুক্তিষ্ঠতি সতি । দিনে তসঃশীলা
রাত্রিঃ অন্তঃ প্রবিশতি, মেরোরুস্তরভূম্যর্কে চ ভাস্করে তিষ্ঠতি
রাত্রৌ প্রাকাশ্যশীলম্ অহঃ অস্তো বিশতীত্যর্থঃ । প্রাকাশ্যং প্রাকা-

শকত্বম্ ॥ ২৪ ॥ এতদেবোপপাদয়তি, আত্মা হীতি সাক্ষেন । অ
 ঈষৎ তাম্রাঃ দিবা দিনে । নক্তপ্রবেশনাদ্ রাত্রেঃ প্রবেশাদিত্যর্থঃ ।
 অন্তর্যুপেযুষি অন্তঃ গতে সতি । নক্তং রাত্রৌ । তথা চ ঋতিঃ
 “যদৈ দিবা ভবত্যপোরাত্রিঃ প্রবিশতি তস্মাৎ তাম্রা আপো দিবা
 দদৃশে, যন্নক্তং ভবত্যপোহহঃ প্রবিশতি তস্মাৎ শুক্লা আপো নক্তং
 দদৃশে” ইতি ॥ ২৫ ॥ এবং মেরুং প্রদক্ষিণীকুরুতৌ রবেযু হুর্ভগম্যং
 মার্গং কথয়ন্ উত্তরায়ণবিষুবদক্ষিণায়নগতিভিরহোরাত্রাণাং দৈর্ঘ্য-
 সাম্যলক্ষ্যুদ্বানি নিরূপয়তি, এবমিত্যাদিনা । উষারাত্রিরিত্যতঃ
 প্রাক্তনেন গ্রহেন । পুষ্করদ্বীপমধ্যে রথচক্রাধারভূতমানসোস্তর-
 পরিমণ্ডলোপলক্ষিতায়া মেদিন্যাস্ত্রিংশস্তমং ভাগং রবির্যদা যাতি
 তদা যুহুর্ভসস্বন্ধিনী গতিঃ । তদাহ বায়ুঃ, “নব কোট্যঃ সমাখ্যাতা
 যোজনেঃ পরিমণ্ডলম্ । তথা শতসহস্রাণি চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।
 অহোরাত্রাং পুতঙ্গস্য গতিরেষা বিধীয়তে ।” চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ
 চেতি চকরাৎ ষড়লক্ষানি জ্ঞেয়ানি । অন্যথা পরিমণ্ডলাপূর্ভেঃ
 কিঞ্চ “পূর্বাঃ শতসহস্রাণাম্ একত্রিংশৎ তু তাঃ স্মৃতাঃ । পঞ্চাশৎ
 তু তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ । মৌকুর্ভিকী গতির্হোষা সূর্যস্য
 ভূতিধীয়তে ॥” ইতি । অধিকানি চেতি বিংশতিসহস্রাণীতি জ্ঞে-
 যম্ ॥ ২৬ ॥ জন্তোঃ কুলালচক্রসংবদ্ধত্বাৎ কুলালচক্রপর্যাস্তে স্থিতো
 জন্তুর্যথেষ্ট্যর্থঃ । তদ্বৎ দক্ষিণায়নাবসানে জ্যোতিশ্চক্রাবসানে ভ্রমং-
 স্ত্বৈকৈকযুহুর্ভেন মেদিন্যাস্ত্রিংশদভাগং বিযুঞ্চন্ ক্রম উত্তরায়ণমার-
 ভ্যাহশ্চ রাত্রিঞ্চ পূর্ববৈপরীত্যেন করোতি ॥ ২৭ ॥ তদেব প্রত্যহ-
 মহর্ষজ্ঞা রাত্রিত্রাসেন চ দর্শয়ন্নাহ, অয়নস্যোতি সাক্ষীভাত্যাম্ ॥
 ২৮ ॥ উত্তরায়ণমধ্য এব মেঘরাশিঃ বিযুবৎসস্বন্ধিনীং গতিং ততো
 বিযুবদনস্তরম্ ॥ ২৯ ॥ দক্ষিণায়নে তু অহো ত্রাসং রাত্রেশ্চ বৃদ্ধিং
 দর্শয়িতুমাহ, ততশ্চেতি সাক্ষীচতুর্ভিঃ । পরাং কাক্ষাম্ উত্তরায়ণ-
 স্যাস্তম্ ॥ ৩০ ॥ কুলালচক্রপর্যাস্তে স্থিতো জন্তুর্যথেষ্ট্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥
 কালং কালোপলক্ষণং মার্গম্ ॥ ৩২ ॥ ঋক্কাণাং ত্রয়োদশার্জং সাক্ষী-

ত্রয়োদশনক্ষত্রোপলক্ষিতং জ্যোতিঃচক্রাক্ষিতার্থঃ । তাবদ্বক্ষ্যামি
 সার্বত্রয়োদশনক্ষত্রানি, নক্তং রাত্রাবষ্টাদশভিঃচরন্, ইদঞ্চ দ্বাদ-
 শাষ্টাদশমুহূর্ত্তভগ্নহোরাত্রয়োর্দশবিশেষাপেক্ষাভুক্তং ন সর্বত্রো-
 তি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৩ ॥ উক্তরায়ণে অহোরাত্রয়োঃ পূর্ববৈপরীত্যং দর্শ-
 য়তি, কুলালচক্রমধ্যস্থ ইতি সাক্ষীভূতিঃ । মধ্যস্থঃ নাভিনেম্যস্ত-
 রালস্থঃ ॥ ৩৪ ॥ উক্তরায়ণে পশ্চিমমন্ত্যাদিনম্ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ প্রবস্যাভু
 তথা গতিবৈষম্যং নাস্তীত্যাহ, অথো ইতি দ্বাভ্যাম্ । কুলালচক্রং
 নাভ্যাং মন্দতরং যথা ভ্রমতি অতস্তত্রস্থো মৃৎপিণ্ডোহপি যথা
 মন্দতরমেব ভ্রমতি তথা জ্যোতিঃচক্রনাভিস্তত্রস্থো প্রবশচ ॥ ৩৭ ॥
 যথা চ নাভেস্তত্রৈব পরিভ্রমন্তীতিস্থো মৃৎপিণ্ডস্তৎস্থানং ন ত্যজ-
 তি । তথৈব প্রবঃ পরিভ্রমন্তপি তৎস্থানং ন ত্যজতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥
 এবং তাবদ্বক্ষ্যমুহূর্ত্তভেদৈরহোরাত্রবৈচিত্র্যমুক্তম্ । ইদানীং
 তদেব রাশিভাগবশাৎ প্রপঞ্চয়ামাহ, উভয়োরিতি ষড়্ভিঃ ॥ ৩৯ ॥
 অহোরাত্রগম্যমার্গস্য সমানত্বেহপি রাশিপ্রমাণভেদাৎ তদ্বৈচি-
 ত্র্যং ঘটত ইত্যাহ, একপ্রমাণমেবেতি । রাশয়ঃ রাশীনিত্যর্থঃ ॥
 ৪১ ॥ ৪২ ॥ রাশিপ্রমাণভেদস্যাহোরাত্রবৈচিত্র্যে হেতুত্বমাহ, দিনা-
 দেরিতি । তদ্ব্যোগেনৈব রাশিভোগেনৈব জ্যোতিঃচক্রদ্বাদশো-
 হংশঃ সপাদনক্ষত্রদ্বয়ান্নক একৈকো রাশিঃ । তত্র চ প্রায়শো
 মীনমেষৌ ত্রয়ো । বৃষকুম্ভৌ ততঃ কিঞ্চিদধিকৌ । মকরমিথুনে
 ততঃ কিঞ্চিদধীর্ঘে । সিংহবৃশ্চিকৌ দীর্ঘতরৌ । কর্কটচাপে দীর্ঘ-
 তমে । সমে কন্যাভূলে । তত্রাকার্ক্যাস্তরাশিঃ সমারভ্য ষড়্ভাশি-
 ক্ষেত্রদর্শনকালো দিনম্ । ইতররাশিষট্কদর্শনকালো রাত্রিঃ ।
 তদাত্র রাশিপ্রমাণাধীনৌ দিনরাত্রিরুজ্জ্বলাসাবিত্ত্যাদিজ্যোতিঃ-
 শাস্ত্রপ্রক্রিয়াপি পুরাণাবিরুদ্ধা চানুসন্ধেয়েতি ॥ ৪২ ॥ মন্দাহি
 যন্মিগ্নয়ন ইত্যনেনোক্তং গতিবৈচিত্র্যং বিশেষতঃ দর্শয়তি, উক্তর
 ইতি ॥ ৪৩ ॥ অহোরাত্রপ্রসঙ্গান্তরোঃ সঙ্কৌ কার্য্যং সঙ্কোপা-
 স্ত্যাদিকং বক্তুমাহ, উষারাত্রিরিত্যাদিনা । পালনোদ্যত ইত্য-

স্তেন । যত্র প্রতিপ্রযুক্তৌ উষাবৃষ্টিশব্দৌ প্রস্তুতরাত্রিদিনপরাবি-
 ত্যাহ, উষা ইতি । “রাত্রির্বা উষা অহবৃষ্টিঃ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৪ ॥
 তত্র সন্ধ্যোপান্তিমকূর্ষতঃ । সূর্য্যহত্যাদোষঃ স্যাদিতি নিদ্ব্যর্থ-
 বাদপূর্ব্বকং সন্ধ্যোপান্তিপ্রকারমাহ, সন্ধ্যাকালে দ্বিতি চতুর্ভিঃ ॥
 ৪৫ ॥ প্রজাপতিদন্তো বরোহপি দুঃখফলদ্বাৎ শাপ উচ্যতে ।
 তথা চ শ্রুতিঃ, “রক্ষাংসি হ বা পুরোনুবাচে তপোগ্রমতিষ্ঠন্ত,
 তান্ প্রজাপতিবরৈণোপামন্ত্রয়ত তানি বরং ব্লগীতাং দিত্যো নে।
 যোদ্ধা ইতি তান্ প্রজাপতিরব্রবীদ্ যোধয়ধ্বম্” ইত্যাদি ॥ ৪৬ ॥
 ৪৭ ॥ দহ্যন্তি দহাস্তে । দ্বিজৈঃ প্রক্ষিপ্তেন বারিণা ॥ ৪৮ ॥ রবে-
 বৈরজয়মুক্তা হোমাদীপ্তিপ্রকর্ষমাহ, অগ্নিহোত্র ইতি । সূর্য্যো
 জ্যোতিরিতি প্রাতরগ্নিহোত্রমন্ত্রপ্রতীকোক্তঃ ॥ ৪৯ ॥ ত্রিধামা
 ত্রীণি ঋগ্‌যজুঃসামরূপাণি ধামানি তেজাংসি স্বরূপাণি বা যস্য
 সঃ অতএব বুচসাং বেদানাং পতিঃ । তথা চ শ্রুতিঃ, “সৈষা
 ত্রযোব বিদ্যা তৎপতির্য এষ আদিত্যো ইরময়ঃ পুরুষঃ” ইতি ॥
 ৫০ ॥ ওক্ষারোচ্চারণাদ্ রাক্ষসানাং নাশে হেতুমাহ, বৈষ্ণবো-
 ২৭শ ইতি দ্বাভ্যাম্ । অসংল্লবং নিস্কিকারম্ । তৎপ্রেরকস্তস্য
 জ্যোতিষো রক্ষোবধে প্রবর্তকঃ । তৎপ্রেরকমিতি পাঠে স ওক্ষারঃ
 প্রেরকো যস্যান্তর্জ্যোতিষঃ তন্তৎপ্রেরকম্ ॥ ৫১ ॥ তেন হেতুনা
 অঘানীতি পাঠে পাপাত্মকানীত্যর্থঃ । রক্ষো বধে সহকারিত্বাৎ ॥
 ৫২ ॥ ৫৪ ॥ অথ কালগণনাপূর্ব্বকং সন্ধ্যাকালনির্ণয়মাহ, কাষ্ঠেতি
 দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫৫ ॥ অহর্ভাগৈঃ প্রাতরাদিভিঃ সহ দিবসানাং ক্রাসে
 রক্ষৌ চ তদ্ভাগানামপি ক্রাসরক্ষ্যোন্নবশ্যস্তাবিত্বাৎ । সন্ধ্যা তু
 মুকূর্ভমাত্রা অর্দ্ধোদয়াৎ পূষৎ প্রাতঃসন্ধ্যা নাভীদ্বয়প্রমাণা । অর্দ্ধা-
 স্তময়ানস্তরং সাগংসন্ধ্যা নাভীদ্বয়প্রনাগৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রাত-
 রাদ্যহর্ভাগানাং রক্ষিক্রাসৌ বক্তুং, তেষাং প্রবভূতং বৈবুবতং
 মানং তাবদাহ, লেখতি সাতৈক্সিত্তিভিঃ । অর্দ্ধোদয়োহত্র লেখা তা-
 মারভ্য এতোকং তু মুকূর্ভত্রয়েণ প্রাতরাদিরৈক্যকঃ কালঃ । তথা চ

স্মৃতিঃ, “মুহূর্ত্তত্রিতয়ং প্রাতস্তাবানৈব চ সঙ্গবঃ । মধ্যাহ্নস্ত্রি-
মুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নোহপি তাদ্রশঃ । সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তশ্চ সৰ্বকৰ্ম্মমু-
গৰ্হিতঃ” ইতি ॥ ৫৭ ॥ ৫৯ ॥ এতে চ মুহূর্ত্তাঃ পঞ্চভাগাঃ দশপঞ্চ-
মুহূর্ত্তাহে ত্রিংশন্নাড়িকেহহি তবন্তি । অন্যাদা তু মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব
হি ক্রমেণ বুদ্ধিত্রাসগোচরা ভবন্তীতি শেষঃ ॥ ৬০ ॥ এতৎ প্রপঞ্চ-
য়তি, দশপঞ্চমুহূর্ত্তমিতি সাতৈক্কেত্রিতিঃ ॥ ৬১ ॥ শরৎসমুয়োৰ্ম্মধ্য-
ইতি । আশ্বিনকার্ত্তিকৌ শরৎ । তয়োৰ্ম্মধ্যে তুলাখ্যবিষুবৎ ভবতি ।
চৈত্রবৈশাখৌ বসন্তঃ, তয়োৰ্ম্মধ্যে মেঘাখ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥
অথ সূর্যাগতিপ্রসঙ্গাৎ তৎকৃতং সংবৎসরাদিপঞ্চকং চক্রমাহ,
ত্রিংশদिति সাতৈক্কেচতুৰ্ভিঃ । লোকপ্রসিদ্ধৈঃ সাবনৈর্দ্দিনপঞ্চ-
মাসৈরপ্রসিদ্ধা অনূরবিপ্রকর্ষাদর্কজা এব দিনাদয়ো লক্ষ্যন্তে, অর্ক-
গতৈব্য ঋত্বয়নাদ্যভিধানাৎ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

চতুৰ্ম্মাসবিকল্পিতা ইতি । “দর্শাদর্শচাত্ত্রঃ ত্রিংশদ্বিবসন্তু সাবনো
মাসঃ । সৌরোহর্করাশিঃ নাক্ষত্রশ্চন্দ্রমণ্ডলতঃ ॥” ইত্যেবংলক্ষণা-
চাত্ত্রসাবনসৌরনাক্ষত্রৈশ্চতুর্বিধৈর্মাসৈর্বিবিধতয়া কল্পিতাঃ পঞ্চ
সংবৎসরাদয়ঃ একং যুগম্ । “সাবনঞ্চাপি সৌরঞ্চ চাত্ত্রং নাক্ষত্রমেব
চ । চত্বার্যোতানি নামানি ঐষ্যুগং প্রবিভজ্যতে ॥” ইতি বুদ্ধগর্গো-
ক্তেঃ । সৰ্বকালস্য মলমাসাদের্নিশ্চয়ঃ নির্ণয়হেতুঃ । তথাহি । যদা
শুক্রে প্রতিপদ্যেকশ্মিন্নক্ষত্রে চত্রেণ সহ স্থিতে সূর্য্যাসংক্রান্তির্ভবতি,
তদা চতুর্বিধা মাসা যুগপৎ প্রবর্ত্তন্তে । তথাচ সৌরমাসে নব-
বর্ষে ষট্ দিনানি বর্জ্যন্তে, ক্রসন্তি চত্ৰমাসেন ষট্ দিনানি । এবং
চত্ৰাক্ষর্যোর্বাবধানতারতম্যাৎ পঞ্চবর্ষাত্মকে যুগে সৌরাস্য ষষ্টির্মা-
সাবনা একবর্ষিঃ, চাত্ত্রা দ্বিবর্ষিঃ, নাক্ষত্রাঃ সপ্তবর্ষিঃ । তন্মধ্যে চ
মলমাসদ্বয়ং ভবতীত্যেবং সৰ্বকালনিশ্চয়ো ভবতি । ততশ্চ ষষ্ঠে
বর্ষে তথৈব চত্ৰাক্ষর্যোর্থোগাদু্যগমিত্যভিধীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥
৬৭ ॥ অথ শৃঙ্গবতঃ সংহানকথনপূর্ব্বকং বিষুবৎ কালং লক্ষয়তি
যঃ শ্বেতসোতি সাতৈক্কেত্রিতিঃ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ তদেতি মেঘতুলয়োঃ

প্রথমে দিনে । উভয়ং অহংচ রাত্রিচ ॥ ৭০ ॥ ইদানীং মেঘাখ্যং
বিবুবাখ্যং কালং তৎপ্রাশস্ত্যং চাহ । প্রথম ইতি চতুর্ভিঃ । প্রথমে
কৃত্তিকাভাগে মেঘান্তে বিশাখানাং চতুর্থেহংশে রশ্চিকোপক্রমে
তদা শশী অংশয়ং হি তিষ্ঠতি ॥ ৭১ ॥ যদা চন্দ্রার্কয়োরপি
ষট্‌রাশিবাবধানে বিবুবাবস্থিতিক্রপং মহাবিস্ময়ং বিশাখানাং তৃতী-
য়মংশস্তু তুলাস্তম্ । কৃত্তিকাশরসি মেঘান্তে চন্দ্রং তদা বিজা-
নীয়াৎ ॥ ৭২ ॥ তর্হি তথৈব মহাবিস্ময়াখ্যঃ পুণ্যকালঃ । অয়ঞ্চ কদা-
চিদেব ভবতি ন সর্গদা ॥ ৭৩ ॥ তস্মাদতিবিশিষ্টমেতন্তু দানজং
মুখং দানার্থজাতং বিরতং দেবাদীনাং মুখম্ । মুখমেতন্তু দৈবত-
মিতি বায়ুক্ষেঃ । অস্মিন্ কালে দন্তং সাক্ষাদ্‌দেবাদীনাং মুখে হুতং
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ পুণ্যকালপ্রসঙ্গাৎ ষাণ্‌দিশু পুণ্যকালজ্ঞাপনার্থম্
অহোরাত্র্যাদিবিভাগঃ সম্যক্ জ্ঞাতব্য ইত্যাহ । অহোরাত্রেতি সা-
ক্ষেণ । দ্ব্যষ্টচন্দ্রা সিনীবালী, নষ্টচন্দ্রা কুরুঃ ইত্যোতাবমাবাস্যা-
ভেদৌ । পূর্ণচন্দ্রা রাকা, কলাহীনচন্দ্রানুমতিরिति পৌর্ণমাসী-
ভেদৌ ॥ ৭৫ ॥ ঋতুত্রয়ং চাপ্যয়নমিত্যেনোক্তময়নদ্বয়ং বিবিচ্যাহ ।
তপ ইতি । মাষাদিষ্মিমাষৈসঋতুত্রয়ম্ উক্তরায়ণম্ । শ্রাবণাদি-
ষ্মিমাষৈসঋতুত্রয়ং দক্ষিণায়নমিত্যর্থঃ ! এতচ্চ স্থলদ্ব্যষ্টৌবোক্তম্ ॥
৭৬ ॥ লোকালোকোত্তরশৃঙ্গাদগন্ত্যস্থানাং পিতৃযানাং কথ-
য়িষ্যন্ প্রথমং তাবদ্বুক্তিস্থান্ লোকালোকম্যানুলোকপালানাং,
লোকালোক ইতি ত্রিভিঃ । তদুক্তং মাৎস্যে—“লোকপালাঃ স্থিতা
হ্যেত লোকালোকে চতুর্দিশম্ । উত্তরং যদগন্ত্য শৃঙ্গং দেবর্ষি-
পূজিতম্ ॥” ইতি ॥ ৭৭ ॥ তত্র পিতৃযানমাহ । উত্তরমিতি সাতৈর্ভিঃ
পঞ্চভিঃ । তত্র জ্যোতিষক্ষে বীথীক্রমো বায়ুনোক্তঃ । “সর্গ-
গ্রহাণাং ত্রীণ্যেব স্থানানি দ্বিজসন্তম । স্থানং জারোক্ষ্যং মধ্যং
তথৈরাবতমুত্তরম্ । বৈশ্বানরং দক্ষিণং নির্দিষ্টমিহ তত্ত্বতঃ ॥”
তদেব মধ্যমোত্তরদক্ষিণমাত্রয়ং প্রত্যেকং বীথীত্রেণ ত্রিধা ভি-
দ্যতে । তথাহি । ত্রিভিত্তিভিরশ্বিন্যাদিনক্ষত্রৈর্নগবীথী গজবীথী

ঐরাবতী চেতুঃস্রমার্গে বীথীত্রয়ম্ । আৰ্ঘভাগে বীথী জারোদ্-
 গবী চেতি বৈষ্ণবতমধ্যমমার্গে বীথীত্রয়ম্ । অজবীথী মৃগবীথী বৈষ্ণা-
 নরী চেতি । দক্ষিণমার্গে বীথীত্রয়ম্ । তদুক্তং তদুত্রৈ ॥ “অস্থিনী-
 কৃত্তিকা যাম্যা নাগবীথীতি শক্তিভা । রোহিণ্যাঙ্গা মৃগশিরো গজ-
 বীথ্যভিধীয়তে । পুষ্যাশ্লেষা তথা দিত্যা বীথী চৈরাবতী স্মৃতা ।
 এতাস্থ বীথয়স্তিস্র উক্তরোমার্গ উচ্যতে । তথা দ্বৈ চাপি কণ্ডুণ্যো
 মঘা চৈব বীথীমতা । হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী গোবীথীতি তু শক্তিভা ।
 জ্যেষ্ঠা বিশাখানুরাধা বীথী জারদ্মবী মতা । এতাস্থ বীথয়-
 স্তিস্রো মধ্যমো মার্গ উচ্যতে ॥ মূলাষাঢ়োত্তরাষাঢ়া অজবীথ্যভি-
 শক্তিভা । শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ মার্গী শতভিষক্ তথা । বৈষ্ণা-
 নরী ভাদ্রপদে রেবতী চৈব কীর্তিতা । এতাস্থ বীথয়স্তিস্রো
 দক্ষিণো মার্গ উচ্যতে ॥” ইতি । যাম্যা ভরণী, আদিত্যা অদি-
 তিদেবতাকা পুনর্দ্বয়ঃ । মার্গী মৃগবীথী এবং স্থিতে অগস্ত্যা-
 দুক্তরমজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্ । অগস্ত্যস্য নিকটবর্তিনো বৈষ্ণানর-
 পথাবহিঃ । বৈষ্ণানরবীথীং বর্জয়িত্বা মৃগবীথীমাত্রং পিতৃযান-
 মিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥ ভূতারম্ভঃ প্রজোৎপাদনং কৃতং কৃতিঃ কার্যং
 যস্য তদ্বৃক্ষ শংসম্ভঃ প্রবৃত্তিকর্মবিধায়কবেদভাগং স্তবম্ভঃ ঋদ্ধি-
 গুণ্যতাঃ যুগান্তরে যজ্ঞবিচ্ছেদে সতি ঋদ্ধিগতাবেন যজ্ঞানুষ্ঠা-
 নায়োদ্যতাঃ, কর্ম্মাণি প্রারভন্তেত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ চলিতং বিচ্ছিন্ন-
 সংপ্রদায়ং ব্রহ্ম বেদং স্থাপয়ন্তি ॥ ৮২ ॥ সমুত্থা বংশপ্রবর্তনেন
 মর্যাদাতিঃ বর্নাশ্রমাদিব্যবস্থাতিঃ, ক্রতেন শাস্ত্রপ্রবর্তনেন চ পূর্বে
 পিতরঃ পশ্চিমানাং পুত্রাণাং, পশ্চিমাঃ পুত্রাশ্চ পূর্বেষাং স্বপুত্রদে-
 নোৎপন্নানাং পিতৃগাং নিধনেষু গৃহেষু কেনচিদংশেন স্বাধিকার-
 বশাং জায়ন্তে । “পিতা পুত্রেণ পিতৃমান্যো বিয়োনৌ” ইতি
 ঋতেঃ । তথাচ বায়ুঃ । “প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে চৈব পুনঃ সম্ভবয়ন্তিহ ।
 প্রবর্তয়ন্তি তান্ বর্নানাশ্রমাংশ্চ পৃথক্ পৃথক্ । তেষামেবাহ্বয়ে
 যীরা উৎপদ্যন্তে পুনঃ পুনঃ । জায়মানঃ পিতা পুত্র পুত্রঃ পিতরি

চৈব হি ॥ এবমাবর্তমানান্তে ষাপরেষু পুনঃ পুনঃ । কল্পানাম্ভাষ্য-
 বিদ্যানাং জ্ঞানশাস্ত্রকৃতশ্চ যে ॥” ইতি ॥ ৮৩ ॥ সবিতুর্দক্ষিণং ধূমাদি-
 মার্গং শ্রিতাঃ । শ্রুতিশ্চ “অথ যে গ্রাম ইষ্টাপূর্বেদস্তামভূাপাসতে ॥
 তে ধূমমভিসংভবন্তি ধূমাত্রাণি রাত্রিরপক্ষীয়মাণপক্ষম্ ॥” ইত্যা-
 দি ॥ ৮৪ ॥ দেবযানমাহ । নাগবীথীতি ষড়্ভিঃ । উত্তরমার্গস্যোত্তরা
 বীথী নাগবীথী, তস্যা উত্তরং সপ্তর্ষিত্যশ্চ দক্ষিণতঃ দেবযানঃ পন্থাঃ
 ॥ ৮৫ ॥ বশিনঃ জিতেক্রিয়াঃ ॥ ৮৬ ॥ অর্য্যমণঃ সবিতুর্দক্ষ পন্থানম্
 উত্তরং মার্গং স্থিতাঃ শ্রিতানি । আকারশ্ছান্দসঃ ॥ ৮৭ ॥ লোভস্যা-
 সংপ্রয়োগাৎ তৃষ্ণাবিয়োগাৎ ইচ্ছাদেষাভ্যামগ্রস্ত্যা চ কর্ম্মাকর-
 ণেন ॥ ৮৮ ॥ পুনশ্চাকামসংযোগাৎ যোগজং শাভাবাৎ অমৃতত্ব-
 মমৃতদ্বারভূতং চিরকালাবস্থায়িত্বং ভেজিরে ॥ ৮৯ ॥ তদাহ । আ-
 ভূতসংপ্লবমিতি । ব্রহ্মাহঃপর্য্যন্তং যৎ স্থানং তদেবামৃতত্বমুপচারা-
 দুচ্যতে । উপচারবীজমাহ । ত্রৈলোক্যেতি । অপুনর্মারঃ পুন-
 র্মৃত্যুরহিতঃ । ক্রমযুক্তিস্থানাদিতি ভাবঃ ॥ ৯০ ॥ ভূতসংপ্লবাস্ত-
 স্থানোক্তিপ্রসঙ্গাদন্যদপ্যাহ । ব্রহ্মহত্যাস্থমেধাভ্যাম্ উপলক্ষিতং
 যৎপাপপুণ্যঞ্চ তৎকৃতঃ তন্নিমিত্তো বিধিঃ নিধীয়তেহস্মিন্ । ফল-
 বিধিঃ ফলভোগকালঃ । তমেবাহ । আভূতসংপ্লবাস্তমিতি ভূত-
 সংপ্লবো রূপো যোহস্তঃ প্রলয়ঃ তৎপর্য্যন্তং তয়োঃ পাপপুণ্য-
 যোঃ ফলযুক্তিমিত্যর্থঃ । যদ্বা ব্রহ্মহত্যাস্থমেধাভ্যাম্ উপলক্ষিতং
 যৎ পাপং পুণ্যঞ্চ তৎকৃতঃ পুংসোহয়ং ফলভোগকাল ইত্যর্থঃ ।
 অবধিরিতি পাঠেহপি তাবানেবার্থঃ ॥ ৯১ ॥ সপ্তর্ষিত্যো দক্ষিণতো
 দেবযানস্ত্বিতি উক্তম্ । তদুর্দ্ধ্বাস্তরতো বিষ্ণুপদস্থিতিমাহ, উর্দ্ধে-
 তি যাবৎ সমাপ্তি । উর্দ্ধং তদুপরি তদুত্তরঞ্চ । সপ্তর্ষিত্যঃ উত্তর-
 স্যাং দিশ্যুর্দ্ধ্বং যত্র প্রবিস্তিষ্ঠতি তদুত্তরস্যগ্রয়ভূতং বিষ্ণুপদাখ্যং
 ভূম্যপেক্ষাদিব্যং তৃতীয়ং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥ তচ্চ বৈরাজস্য
 হৃদয়নাভীস্থানম্ অতস্তদন্তর্ধামিনোবিফোঃ স্থানম্, অতঃ ক্রমযুক্তি-
 স্থানমপি তৎ সাক্ষ্যম্যোক্ষস্থানজেন বর্ণয়তি । নির্জুতদোষেতি পঞ্চ-

তিঃ ॥ ৯৪ ॥ ক্ষীণা অশেষার্ভেদানাদেহপ্রাপ্তেহেতবো যেষাং তে ॥
 ৯৫ ॥ তৎ সাম্যাৎ তেন বিষ্ণুনা সমানৈশ্বৰ্য্যেণ ইন্দ্রিয়াদিবশীকার-
 সামর্থ্যেনোৎপন্নো যো যোগঃ সমাধিঃ তেনেক্ষাঃ দীপ্তাঃ । “ঐশ্ব-
 র্য্যাদ্বিহিতো যোগো যোগাদৈশ্বৰ্য্যমিষ্যতে । কথঞ্চিন্নোপপদ্যতে”
 ইতি হরিবংশোক্তেঃ ॥ ৯৬ ॥ দিবি আততঃ সৰ্ব্বপ্রকাশং সূর্য্যরূপং
 চক্ষুরিব মহাস্থনাং বিততঃ সৰ্ব্বভাসকত্বেন প্রততঃ বিবেকজ্ঞানেন
 প্রপঞ্চবৈলক্ষণ্যজ্ঞানেন বুদ্ধঞ্চ অপরিচ্ছিন্নতয়া জ্ঞাতমিত্যর্থঃ । অনেন
 চ তদ্বিক্ষোভিতি মজ্জার্থঃ সূচিতঃ ॥ ৯৮ ॥ যত্রোতমতৎ প্রোতং
 চেত্যনেন বিশ্বস্য কারণমাশ্রয়শ্চেতু্যুক্তম্ । ইদানীং ধ্রুবশ্রয়ত্বেন
 তদ্বারা বিশ্বপোষকত্বমাহ । যস্মিন্মিতি চতুর্ভিঃ । ভাস্বান্ তেজস্বী ।
 অন্তোয়ুচো মেঘাঃ ॥ ৯৯ ॥ বৃষ্টেহেতবোঃ ওষধিধারা হৃষ্টেঃ পোষণং
 বৃষ্টিঃ, আপ্যায়নঞ্চ তৃপ্তিঃ ॥ ১০০ ॥ বৃষ্টেঃ কারণতাং যাস্তীতি ।
 এতদুক্তং গীতাম্ । “দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।
 পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাগ্ম্যথ ॥” ইতি ॥ ১০১ ॥ বিশ্বপাবনত্বং
 চ বিষ্ণুপদস্য দর্শয়মাহ । ততঃ ইত্যাদিনা । ততঃ বিষ্ণুপদস্থা-
 নাদ্গঙ্গাপ্রকর্ষণে ভবতি । ত্রিবিক্রমপদোদ্ভিন্নব্রহ্মাণ্ডমুখিরৌদ্ভব-
 ত্তাস্ততঃ প্রাগেব জাতাপি তত আরভ্য দেবাদিসেব্যত্বেন প্রক-
 টীভবতীত্যর্থঃ । তদেবাহ দেবাজ্ঞানানামজ্ঞানাং জলকেলিষু কালি-
 তানি যান্যানুলেপনানি কুকুমাদীনি তৈঃ । পিঞ্জরা পিষঙ্গীভূতা ॥
 ১০২ ॥ ১০৩ ॥

বিষ্ণোর্বামপাদাশুভম্ অশুভসম্বংশো যো বামলাদঃ । তস্যা-
 জ্ঞানখ্যাং স্রোতোরূপেণ বিনির্গতাম্ ॥ ১০৪ ॥ সপ্তর্ষয়ো বস্যা
 জলে অঘমর্ষণং কুরুন্তুস্তিষ্ঠন্তি । উহ্যমানা ইতস্ততশ্চাল্যমানা
 জটা যেষাং তে ॥ ১০৫ ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥ দিক্ষু চতস্রু ভেদেন যা
 গতিঃ সৈব চতুর্ভেদেন লক্ষণং বস্যাঃ সা ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥ অশ্বি-
 শর্করা অশ্বিচূর্ণানি । পাপাঢ্যান্ ব্রহ্মদণ্ডহতানপি ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥ সমা-
 শ্রয়ং বর্ষজন্ম ॥ ১১২ ॥ প্রস্তুতং বিষ্ণুপদং নিগময়তি । যত ইতি ।

যতঃ স্থানিৎ সমুদ্ভূতা প্রাকট্যাং প্রাপ্তা তৎ ভগবৎপদম্ ইতি ॥১১৭॥

ইতি শ্রীবিষ্ণু পুরাণটীকায়াং দ্বিতীয়েহংশে
অষ্টমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

নবমাধ্যায়ঃ ।



বিষ্ণুপদং ব্রুবাদীনাং সর্কেষামাশ্রয়ো বিষ্ণুাদিকারণক্ষেত্ৰাক্তম্ ।
যন্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেধীভূতঃ স্বয়ং ব্রুব ইত্যাদিনা তদেব
কেন প্রকারেণৈত্যপেক্ষায়াং তৎপ্রকারবিশেষনিরূপণার্থমধ্যায়া-
রম্ভঃ । তারাময়মিতি । নক্ষত্রপুঞ্জাত্মকং শিশুমারাকৃতি, শিশুমারঃ
সরটগোদাদ্যাকারঃ জলচরসম্বিশেষঃ । তস্মাকৃতিরিবাকৃতির্যস্য
তন্তুগবতো রূপং তস্য প্রদক্ষিণাবর্তকুণ্ডলীভূতদেহস্যোক্তস্তিত-
পুচ্ছস্য পুচ্ছাগ্রে ব্রুবঃ স্থিত ইত্যর্থঃ * ॥১॥ সৈম ইতি । সোচিলোপে
চেত্যাদপূরণমিতি মূলোপঃ । স এষ ব্রুবঃ শিশুমারবশেন ভ্রমন্
গ্রহান্ ভ্রাময়তি । নক্ষত্রানি চ তৎ ভ্রমন্তং ব্রুবমনুযাস্তি ॥২॥ তজ্জ
হেতুমাংহ সূর্যাচন্দ্রমসাবিতি । নক্ষত্রাণ্যশ্বিন্যাदीনি ইতরাস্তারাঃ
বুধাদিভিঃ গ্রহৈঃ সহ বাতসমূহম্যৈকৈকৈর্বধ্যন্তে এভিরিতি বাক্যঃ
পাশাটৈস্তদ্রূবৈর্বজ্জানি বৈ যতন্তমনুযাস্তীত্যর্থঃ । বাতশ্চ কুর্ধ্যো-

* নবমেতদ্র গ্রহাদীনাম্ আধারত্বং ব্রুবো ব্রুবন্ ।

শিশুমারাকৃতি গ্রাহ রূপং তারাময়াং হরেঃ ॥ নক্ষত্রগর্ভঃ

জ্ঞাঃ । “আবহঃ প্রবহশ্চৈব তথৈবানুবহঃ পরঃ । সংবহো, বিবহশ্চৈব
তদুর্দ্ধং স্যাৎ পরাবহঃ ॥ তথা পরিবহশ্চোর্দ্ধং বায়বঃ, সপ্তনেময়ঃ ॥”
ইতি । স্থানানি চ তেষামুক্তানি “মধ্যে ভূমেঘয়োর্বায়ুরাবহঃ প্রবহ-
স্ততঃ । মেঘভাস্করয়োঃ সূর্য্য-শশিনোরুদ্বহঃ স্থিতঃ । চন্দ্রনক্ষত্রগণয়োঃ
সংবহো বিবহস্ততঃ ॥ নক্ষত্রগৃহমধ্যস্থে গ্রহসপ্তর্ষিমধ্যগঃ । পরা-
বহঃ পরিবহঃ সপ্তর্ষিধ্রুবমধ্যগঃ । ইতোতে বায়বঃ সপ্ত বহন্তি ভুবন-
ত্রয়ম্ ॥” ইতি ॥৩॥ শিশুমারস্যাত্রয়ং দর্শয়ন্মাহ । শিশুমারেতি ।
জ্যোতিষাং নক্ষত্রাণাং ধাম্মা চ সূর্য্যাদিস্থানানাময়নং দিবিশিশুমার-
রাকৃতি যজ্ঞপং প্রোক্তং তস্য হৃদি স্থিতঃ স্বয়ং নারায়ণ এব তারা-
রূপস্তস্যাদার ইত্যন্বয়ঃ । পাঠান্তরে ধাম যজ্ঞপং প্রোক্তং যন্নারা-
য়ণাত্রয়ম্ । কথমিত্যত আহ । হৃদি স্থিতঃ স্বয়ং নারায়ণস্তস্যাদার
ইতি ॥৪॥ স উস্তানপাদপুত্রো ধ্রুবস্তং প্রজাপতিং নারায়ণমাদায়
তারাময়স্য শিশুমারস্য পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫ ॥ তদেতৎ স্পষ্টয়তি ।
আধার ইতি ॥ ৬ ॥ তদাধারং ভাস্বাত্রয়ং তদেবাহ । যেনেতি
সাক্ষেন ॥ ৭ ॥ সূর্য্যাদন্নিস্পাদকরূপ্তিপ্রকারমাহ । বিবস্থানকৃতি-
রिति চতুর্ভিঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ধূমাগ্নানিলময়ানামপি মেঘানাং জলা-
ধারত্বমত্র সমাখ্যোপপাদয়তি ন জ্ঞাত্যন্তীতি ॥১০॥ সংস্কারং বাধূর্য্য-
রূপমতিশয়ম্ ॥ ১১ ॥ অত্রগর্ভাবস্থানাং পূর্ধ্বং স্থাপো নানারস
ইত্যাহ । সরিৎসমুদ্রভৌমাস্থিতি । সরিৎসমুদ্রগতাভূমিগতাশ্চে-
ত্যর্থঃ । প্রাণিসংভবা দেহস্থাঃ ॥ ১২ ॥ প্রসঙ্গাদৃক্তিবিশেষাদিব্যং
জ্ঞানমাহ । আকাশগন্ধেতি বদ্ভিঃ ॥ ১৩ ॥ কৃত্তিকামৃগশীর্ষাদি-
বিষমনক্ষত্রেষু স্থিতেহর্কে হৃষ্টীর্কম্ অনত্রং যদক্ষু পততি ॥ ১৬ ॥
এবং যুগ্মক্ষেয়ু রোহিণ্যজ্ঞাদিসমনক্ষত্রেষু স্থিতোহর্ক ইতি জ্ঞেয়ম্ ।
সূর্য্যাক্রান্তানক্ষত্রেষু বাহুয়াদিবাচরদর্শনাৎ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ প্রাস-
ঙ্গিকং সমাপ্য পূর্ব্বোক্তাং বৃত্তিমনুবর্তয়তি । যদ্বিতি ত্রিভিঃ ॥ ১৯ ॥
সাধকঃ হৃষ্টাদৃষ্টেহেতুঃ প্রজানাং জায়তে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ অধ্যায়ার্থ-
মুপসংহরতি ॥ এবমিতি চতুর্ভিঃ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ তস্য শিশুমারস্য

হৃদি স্থিতো নারায়ণস্তদ্বারা সৰ্গভূতানাং বিভর্তা বিধারকঃ । বিভ-
র্তীতি পাঠে সৰ্গভূতানামিতি কল্পণি যতী ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং দ্বিতীয়েহংশে নবমো-

অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

দশমাধ্যায়ঃ ।

অথ প্রতিমাং সূর্য্যরথপরিভ্রমণাধিকারিগণান্ বক্ষ্যামু স্তরায়ণ-
দক্ষিণায়নয়োরনুলোমপ্রতিলোমগন্তব্যানি ক্রান্তিরস্তান্যাহ শাশী-
তীতি । উত্তরদক্ষিণাক্ষর্যোর্মধ্যে অশীভূক্তরং মণ্ডলশতং ভানো-
র্গতির্গন্তব্যং বস্ম আরোহণাবরোহণ্যমিতি যুগাক্ষকটিবন্ধো বাসু-
পাশো ধ্রুবো যদাকর্ষতি তদোত্তরায়ণে প্রত্যহমভ্যাস্তরৈকৈক-
মণ্ডলপ্রবেশে রথস্যারোহণং ভবতি । যদা তু তৌ পাশৌ ধ্রুবঃ
প্রসারয়তি দক্ষিণায়নে তেষেব মণ্ডলেষু প্রতিলোমং বহিরৈকৈক-
মণ্ডলং প্রবিশতো রথস্যাবরোহণং ভবতি । তদুক্তং মাৎস্রে “আ-
কৃষোতে যদা তৌ তু ধ্রুবেণ সমধিক্ৰিতৌ । তদা সোহভ্যাস্তরং
সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু । ধ্রুবেণ মুচ্যামানে তু পুনরশ্মিযুধেন তু ।
তথৈব বাক্ততঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি চ ॥” ইতি * ১১ ॥ দেবৈরাদি-
তৈরাদিত্যা এব দেবাতৈস্তত্র্যামণীৰ্ব্বক্ষঃ ॥ ২ ॥ তানৈবাদিত্যাদীন্

* বথস্য দশমে ভানোরয়নম্ভয় চংক্রমণাঃ ।

। মিরপ্যন্তে তথামাসি মাসি যে মণ্ডকা গণাঃ ॥ রত্নগর্তঃ ।

প্রতিমাসং সপ্তসপ্তাবুক্রমতি ধাতৈত্যাদিনা বিকৃশজ্যুপবৃংহিতা
ইত্যন্তেন । ধাতা সূর্য্যঃ রথকৃৎসংজ্ঞো গ্রামণীঃ যক্ষঃ । হেতী-
রাক্ষসঃ ॥ ৩ ॥ টৈত্র্য এব মধুমানস্তশ্বিনু ॥ ৪ ॥ রথোজা যক্ষঃ, প্রাহেতিঃ
রাক্ষসঃ । কচ্ছনীঃ সর্পঃ, মাধবে বৈশাখে শুচিসংজ্ঞ ইতি তৈজ্যঠো
বিবাক্তঃ ॥ ৫ ॥ পৌরুষেয়ো রাক্ষসঃ রথশ্বনো যক্ষঃ ॥ ৬ ॥ বরুণঃ
সূর্য্যঃ রজ্জ্বা চ সহজনোতি পাঠে কাণ্ডুণে বক্ষ্যমাণরজ্জ্বাব্যাহৃত্যর্থং
সংজ্ঞাস্তুরেণ তস্য বিশেষণম্ । রথচিত্র ইতি যক্ষসর্পয়োরেকং নাম ।
নাগশ্চ সহজনোতি পাঠে নাগসংজ্ঞকঃ সর্পঃ । আষাঢ়সংজ্ঞক
ইতি চাখ্যানাদাষাঢ় এব শুক্রঃ পুর্যোক্তশুচিসংজ্ঞোতৈজ্যঠ ইতি
জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭ ॥ ইন্দ্রঃ সূর্য্যঃ । এলাপত্রো নাগঃ । নভসি শ্রাবণে । সর্পো
রাক্ষসঃ । অর্কে সূর্য্যরথে ॥ ৮ ॥ উগ্রসেনো গন্ধর্ভঃ, আপূরণো যক্ষঃ,
ব্যাহ্নো রাক্ষসঃ ॥ ৯ ॥ স্বরুচির্গন্ধর্ভঃ, বাতো রাক্ষসঃ, ধনঞ্জয়ঃ সর্পঃ,
স্বষেণো যক্ষঃ ॥ ১০ ॥ বিশ্বাবসুসংজ্ঞ এবাপরো গন্ধর্ভঃ, পর্জ্জন্যঃ
সূর্য্যঃ, ঐরাবতঃ সর্পঃ, সেনজিৎসংজ্ঞো । সেনজিচ্চাপ ইতি পাঠে
চাপো রাক্ষসঃ ॥ ১১ ॥ অংশুঃ সূর্য্যঃ, তাক্ষো যক্ষঃ, মহাপদ্মঃ সর্পঃ,
চিত্রসেনো গন্ধর্ভঃ । বিদ্যাত্রাক্ষসঃ ॥ ১২ ॥ ঋতুর্ঋষিঃ, ভগঃ সূর্য্যঃ,
উর্ধ্বায়ুর্গন্ধর্ভঃ, শ্বকুর্জো রাক্ষসঃ, কর্কোটকঃ সর্পঃ, অরিতেনৈর্মিষকঃ ॥
১৩ ॥ ১৪ ॥ স্বটো সূর্য্যঃ, কবলঃ সর্পঃ, ব্রহ্মাপেতো রাক্ষসঃ, অতজিৎ
যক্ষঃ, ধৃতরাষ্ট্রো গন্ধর্ভঃ ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণুঃ সূর্য্যঃ, অশ্বতরঃ সর্পঃ, সূর্য্য-
বর্চা গন্ধর্ভঃ, সত্যজিৎ যক্ষঃ, যজ্ঞাপেতো রাক্ষসঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ তেবাং
ব্যাপারবিশেষানাহ স্তবস্ত্যুতি সার্জ্জন ॥ ১৮ ॥ বহস্তি বহনানু-
কূলতয়া রথং সৎনহ্যস্তীত্যর্থঃ । “সৎনহ্যস্তি রথং নাগাঃ” ইতি
শুকোক্তেঃ । অভীষুসজুহঃ রশ্মিসংযোজনম্ । নিত্যসেবকানাহ,
বালখিল্য ইতি ॥ ১৯ ॥ সপ্তানাম্ সাধারণং কর্ম্মাহ সোহরদ্বিতি ।
শ্বসময়গত ইতি পাঠে স্বশ্বকালে হেমন্তগ্রীষ্মাদাবাগতঃ সন্
হিমাদিহস্তীনাং হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং দ্বিতীয়েহংশে দশমো-

একাদশাধ্যায়ঃ ।

উক্তানুবাদপূর্ব্বকং রবেবিশেষং পৃচ্ছতি, যদেতদিতি পঞ্চাভিঃ ॥*
 ১ ॥ ৩ ॥ নম্বাদিত্যন্যাপি বৃত্তিকর্ম্মোক্তমেব বিবস্বানষ্টতির্ম্মাসৈরি-
 ত্যাদিনা অত আহ, যদীতি । মোহয়ং সপ্তগণো হিমোক্ষবারি-
 রুষ্টীনাং হেতুরিতি সাধারণ্যস্বোক্তাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ননু সাধা-
 রণত্বাৎ রবেরপি তৎ কর্ম্ম তবত্যেব, তত্রাহ বিবস্বানিতি ॥৫॥ বিষ্ণু-
 শক্ত্যধিষ্ঠানাতিশয়াত্রবিপ্রাধান্যেন সর্ব্বোহপ্যয়ং ব্যবহারো যুক্ত
 ইতি পরিহারমাহ, মৈত্রেয়েত্যাদিনা ॥ ৬ ॥ যদ্ যন্মাদ্ যাপরা
 সর্ব্বার্থপ্রকাশিকা বিষ্ণোজ্জয়ীরূপা শক্তিঃ সৈবৈষা বরিরূপেণ তপতি
 অংশচ পাপয়ুগ্মসিতা সতী হিনস্তি অতঃ প্রাধান্যোনাধিকো রবিঃ ।
 “সৈষা ত্রয়োব বিদ্যা তপতি” ইতি স্তুতেঃ . সর্ব্বা শক্তিরিতি
 পাঠে সর্ব্বা শক্তিঃ সমগ্রা শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ অতএব তস্য বিষ্ণুনা
 অতদমেবাভিপ্রেত্যাহ সৈবেতি । জগতঃ স্থিত্যাং স্থিতঃ সন্
 পালনায়েদ্যতো বিষ্ণুর্নাম সা শক্তিরেবেত্যাদ্যঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ঋচস্তপ-
 স্তি ইত্যত্র স্তুতিঃ । “ঋগ্ভিঃ পূর্ব্বাহ্নে দিবি দেব জয়তে যজুর্বেদেন
 তিষ্ঠতি মধ্যাহ্নঃ । সামবেদেনান্তময়ে মহীয়তে” ইত্যাদি ॥ ১০ ॥
 অঙ্গং যুক্তিঃ ॥ ১১ ॥ ন কেবলং রবেরেব সা শক্তিরধিষ্ঠাত্রী কিন্তু
 ব্রহ্মাদীনামপীত্যাহ নেতি । পুরুষো বিষ্ণুজ্জয়ীময়ং ত্রয়ীপ্রধানং,
 তদধিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ যন্তন্যাৎ সামশক্ত্যা ক্রদ্রোহস্তং করোতি
 তন্মাস্মাশকারত্বাৎ তস্য সান্নো ধ্বনিরশুর্চিঃ অশুচিদ্রোশকালাদি-
 বধেদাস্তরস্যানধ্যায়ত্বাপাদক ইত্যর্থঃ । “ন সামক্ষানারগ্গযজুর্বা”
 ইতি গৌতমস্মৃতেঃ ॥ ১৩ ॥ আত্মসপ্তগণহং স্বাধিষ্ঠেয়ে সপ্তগণে স্থিতং

* গণস্বেনাধিপেষৎপি বিষ্ণোরংশপ্রবেশতঃ ।

প্রাধান্যং বৃত্তিহেতুৎ রবেব্রতাপ্রবর্ত্যতে ॥ বহুগর্ভঃ ॥

ভাস্বস্তং সূর্য্যমতিশয়েনাধিত্তি ॥ ১৪ ॥ জাঅলীতি অতিশয়েন
 প্রকাশতে ॥ ১৫ ॥ অতস্তস্য প্রাধান্যাৎ পূৰ্ণোক্তৈঃ স্বস্থব্যাপনৈ-
 ঋষিযুখ্যাস্তং সেরস্তে ইত্যাহ, স্তবস্তীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ “ঋ-
 যজুঃ সামভূতোহস্তঃ সবিতুর্হি জ ! তিষ্ঠতি । বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং
 সদাদিত্যে করোতি সা ॥” ন কেবলং রবে শক্তিরিত্যাদিষু ত্রয়ী-
 শক্তিরূপস্য বিকোঃ প্রতিমাসং ভিন্নেদ্বাগমাণ্যিষু সূর্য্যে স্ববস্থা-
 নোক্তৈঃ । সূর্য্যাদিবৎ প্রতিমাসং বিকোঃপ্যাগমাণ্যিষুৎ প্রতিভং
 .বারয়তি, নোদেতা উদয়ং ন গন্তা । নাস্তমেতা অস্তম্য ন গন্তা ।
 অধিত্তা বিষ্ণুঃ প্রতিমাসমাগমাণ্যী ন ভবতি কিন্তু তদধিষ্ঠেয়ঃ
 সপ্তময়ঃ সপ্ততিঃ সংপাদ্যোহয়ং সর্কোহপ্যাগমাণ্যী গণন্ততঃ
 পৃথগেব ॥ ১৮ ॥ এতদেব দৃষ্টাস্তেন স্পষ্টয়তি স্তম্ভেতি দ্বাভ্যাম্ ।
 স্তম্ভে নিখাতস্য দর্পণস্য সান্নিধ্যং যোযো জনঃ প্রাপ্নোতি স সর্কো-
 হপি ক্রমেণ আত্মনঃ ছায়াদর্শনসংযোগং প্রতিবিস্তৃভাবেন সম্বন্ধং
 যথা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥ এবং স্তম্ভস্থানীয়ে সূর্য্যরথে স্থিতা সা দর্পণ-
 স্থানীয়া বৈষ্ণবী শক্তিস্ততঃ স্থানট্মৈবাপগচ্ছতি তত্রৈশ্ব তু গামানু-
 মাসং প্রতিমাসি তত্র স্থিতমার্গত্রিভুগংস্থানীয়ে ভাস্বস্তমধ্যাস্তে
 অধিত্তি ॥ ২০ ॥ এবং বিষ্ণুশক্ত্যাধিত্তিতস্য রবেঃ পিতৃাদি-
 তর্পকত্বমাহ, পিতৃদেবেতি । আপ্যায়য়ন্ তর্পয়ন্, পরিবর্ততি পরি-
 ভ্রমতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ তত্র দেবপিতৃতর্পণে প্রকারমাহ সূর্য্যরশ্মি-
 রিতি দ্বাভ্যাম্ । তর্পিতঃ শুক্লপ্রতিপদমারভ্যা পুরিতঃ ষোড়শ-
 কলঃ সন্ কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদাদি প্রত্যহমেকেককলাংশেনামরৈঃ
 পীয়তে । “প্রথমাং পিবতে বীহুর্হি ত্রীয়াং পিবতে রবিঃ” ইত্যাদি-
 শ্লোকে ॥ ২২ ॥ এবং প্রত্যহমরৈরেকেককলায়াংশেন পীত্যাং
 চতুর্দশাস্তে দ্বিকলমবশিষ্টং সন্তং কৃষ্ণপক্ষয়ে দর্শে পিতরঃ কিঞ্চিৎ
 পিবন্তি । তথা তেন চত্বতর্পণপ্রকারেণ ভাস্করাৎ তেষাং দেব-
 পিতৃণাং তর্পণং ভবতি ॥ ২৩ ॥ মনুষ্যাদিতর্পণপ্রকারমাহ, আদত্ব
 ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ বৃষ্টিকৃত্যয়াং ভূপ্তৌ বিশেষমাহ. পক্ষ-

তৃপ্তিমিতি । শশ্বৎ তৃপ্তিং তত্ত্বদ্ভিন্নতৃপ্তিং স্বকৃতবৃত্তিনিষ্পন্নৈরনৈঃ
সকৃদুত্কৈঃ পক্ষমাসাহোরাত্রপরিমিতাং তৃপ্তিং দেবপিভূমত্যানা-
মৰ্কঃ করোতীত্যর্থঃ । অতএব অতিঃ “তন্মাদহরহৰ্মবুধ্যা অশনমি-
চ্ছন্তেহৰ্জমাসে দেবা ইত্যন্তে মাসি পিতৃভ্যাঃ ক্রিয়তে” ইতি ॥২৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং দ্বিতীয়েংশে
একাদশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ।

উক্তা চতুর্ভিরধ্যায়ৈরষ্টমাসৈরবেঃ স্থিতিঃ । অথ সোমাদি-
সংস্থোক্ত্যা তৎপ্রপঞ্চোপসংহৃতিঃ * ॥ ১ ॥ কুন্দাভাঃ শ্বেতাঃ রবি-
রথাং বিশেষমাহ, বামতো দক্ষিণতশ্চ যুক্তান্তস্য রথস্যাস্থা দশেতি ।
তেন রথেন ॥ ২ ॥ নাগবীথ্যা দ্যাশ্রয়ান্যশ্বিন্যা দীনি নক্ষত্রাণি প্রা-
গাদিত্যা চরতি ক্রাসব্রজিক্রম ইতি । উদিতো বর্জমানাভিরামধ্যা-
ক্লাদিত্যত্র সবিতৃরশ্বীনাং যথোক্তস্তথা তস্যাপি ॥ ৩ ॥ ক্ষীণস্য সো-
মস্য পুনঃ পূর্ণস্য সতো দেবাদিতর্পকত্বমাহ, ক্ষীণমিতি চতুর্ভিঃ ।
পঞ্চদশ্যাং কলায়াং দর্শে পিতৃভিঃ পীতয়াঃ বোভশ্যাঃ কলায়াঃ
অবশিষ্টত্বাদেককলং সমুত্তমং ইত্যুক্তম্* একেন রশ্মিনা সুষুম্নাথোন
॥ ৪ ॥ যেন ক্রমেণ প্রতিপৎপ্রভৃতি দেবৈবর্জ্যাদিভিরনৌ পীতস্তে-
নৈব প্রতিদিনং তং নিশাকরমাপ্যায়য়তি । অলক্ষিঃ ১৫ বারি তস্কর-
বৎ হরতীতি তথা বারিতস্করঃ । এবং গৃহীতেন বারিণা সোমমা-

* পূর্বৈশ্চতুভিরধ্যায়ৈঃ জ্যোতিষচক্রাধিপস্য তু ।

রবেক্সক্তা স্থিতিঃ সোম-প্রভৃতিমামিহোচ্যতে ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

পুরয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ সুধামৃতং স্বধারূপমমৃতং বৃত্ত্যভেদজম্ ॥ ৬ ॥
 কণদাকরং সোমম্ ॥ ৭ ॥ পিতৃণাং সোমপানপ্রকারমাহ কলা-
 দ্বয়েতি সাক্ষিঃ বড়তিঃ ॥ ৮ ॥ সূর্য্যমণ্ডলপ্রবেশক্রমমাহ অপ-
 স্থিতি ॥ ৯ ॥ প্রসঙ্গাৎদর্শে বীরুধাং ছেদকর্ত্তারং নিন্দতি ছিন্নস্তীতি
 ॥ ১০ ॥ তদেবং দর্শাহোরাত্রেঃস্মু বীরুৎসু চ প্রবেশাদুপক্কাণ-
 প্রায়ে কলাত্মকে পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছটে সতি তং জঘন্যং
 পশ্চাদবশিষ্টং সোমমপরাহে পিতৃগণাঃ পয়ূঁপাসতে পানার্থং
 পরিতঃ সেবন্তে ॥ ১১ ॥ ততশ্চ তস্যোন্দোদ্বিকলাকারঃ শিষ্ট-
 দ্বিকলো য আকারস্তত্র শিষ্টা পঞ্চদশী যা কলা তাং পিতরঃ
 পিবন্তি নতু ষোড়শীম্ । দ্বিকলং সোমমিতি পাঠে দ্বিকলং পয়ূঁ-
 পাস্য তস্য শিষ্টামেককলাং পিবন্তি ইত্যর্থঃ । দ্বিলবমিতি পাঠে
 লবঃ সূক্ষ্মঃ কলাবয়বঃ । দ্বিলবপরিমিতং কালং তাং শিষ্টাং কলাং
 পিবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ অমাবস্যাম্ অমাবাস্যায়াম্ তৎ সোমস্য গত-
 ত্ত্বিত্যে নিঃসৃতং স্বধামৃতং পীত্বৈতি শেষঃ । তদেবমমৃতদ্বারা
 সোমাৎ দেবাদীনাং তর্পণমুক্তা তন্নিষ্পাদিতান্নাদিনাপি তেষাং
 তর্পণমাহ এবমিতি । সিতে পক্ষে দেবানাপ্যায়য়তি দেবানাং
 শুক্লপক্ষে যজ্ঞনাং স্নানাং তন্মাদাপূর্য্যমাণপক্ষে যজন্ত ইতি
 শ্রুতেঃ । “কৃষ্ণপক্ষে পিতৃন্ অপন্নপক্ষে পিতৃণাম্” ইতি শ্রুতেঃ ।
 অপন্নমাণুভিরপাং সূষ্টৈশ্চরং ॥ ১৪ ॥ বীরুধো লতায়াঃ, ওষধ্যা
 ব্রীহাদ্যাঃ, তাসাং নিষ্পাত্ত্যা প্রকাশেন যদাহ্লাদনং তেন চ ॥
 ১৫ ॥ তদেবং সোমস্য রথাদিপ্রকারমুক্তা বুধাদীনাংমথাহ, বায়ুগ্নী-
 ত্যাদিনা এবহন্তেন স স্মৃতি ইত্যন্তেন । পিষ্টৈঃ কপিটৈঃ ॥
 ১৬ ॥ “বরুণো রথশ্চপ্তির্ধী তিরোধন্তে রথস্থিতম্ । রথসাধঃস্থিতং
 কান্তমনুকর্ষে নিগদ্যতে । উপাসন্তো রথোপস্থঃ” পতাকা প্রসিদ্ধা,
 তৎসহিতঃ ॥ ১৭ ॥ অষ্টাশ্চিরষ্টকোণঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ শবলৈশ্চি-
 বর্ধৈঃ ॥ ২০ ॥ স্বর্ভানোঃ রাহোভ্জাভাঃ কৃষ্ণাঃ ধূসরম্ ঐষৎপাশুরম্
 অবিরতম্ অনূপন্নতম্ ॥ ২১ ॥ সৌম্যেযু পক্ষসু সোমং গচ্ছতি ॥ ২২ ॥

পলালং বৃসং তক্ষমবর্ষবদাভা দীপ্তির্যেবাং তে লাক্ষারসবদর-
 গাশ্চ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ গ্রহকর্তারাগাং দিক্যানি মণ্ডলানি । উচিতচারেণ
 স্বস্বোচিতগত্যা ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ তৈলাপীড়াতৈলিকাঃ স্বয়ং ভ্রমন্তো
 যথা চক্রং তৈলযন্ত্রং ভ্রাময়ন্তি । বাতাবিক্কানি প্রবহাথ্যবাতচক্র-
 প্রেরিতানি ॥ ২৭ ॥ যন্মাং জ্যোতীংষি প্রকর্ষণে বহতি তেন স বায়ুঃ
 প্রবহঃ স্য তঃ । প্রবহস্যৈব ভেদাঃ সর্কে বায়ুস্কন্ধাঃ ॥ ২৮ ॥ সর্কে
 ক্রবে নিবন্ধান্ত ইতি । প্রস্তুতক্রবাদ্যাধারভূতং শিশুমারং নবমাখ্যা-
 যোপক্লিপ্তমেবোপাসনার্থং বিশেষতো বক্তুমাহ শিশুমারস্থিতি ॥
 ২৯ ॥ তদ্বর্ননকলমাহ যদভুতি সার্কেন ॥ ৩০ ॥ তৎসংনিবেশ-
 মেবাহঃ । উক্তানপাদ ইতি সার্কৈস্ত্রিভিঃ । উক্তানপাদঃ যজ্ঞাদয়ো
 নক্ষত্ররূপা দেবাস্তদবয়বভেদেনোচ্যন্তে । যজ্ঞো যেরো হনুরিতানুযজ্ঞঃ ॥
 ৩১ ॥ সন্ধিনি উরু ॥ ৩২ ॥ তারকাময়স্য শিশুমারস্য পুচ্ছে তমগ্নাদি-
 চতুর্কয়ং নাস্তমুতি অতুম্নতপুচ্ছস্থিতমন্তর্জানাভাবমিত্যং দৃশ্যতে ।
 ন্যস্তমিতি পাঠে তস্য পুচ্ছে চতুর্কয়েতম্নাস্তং নিহিতমিত্যর্থঃ ।
 ক্রতিশ্চ “অগ্নিঃ পুচ্ছস্য প্রথমং কাণ্ডং তত ইন্দ্রস্ততঃ প্রজাপতি-
 রতয়ং চতুর্থম্” ইতি ॥ ৩৩ ॥ উক্তং ভুবনকোশমুপসংহরণস্তস্য বিষ্ণু-
 স্নাতাং দর্শয়মাহ, ইত্যেব ইতি যাবৎসমাপ্তি ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ যদধু
 বৈষ্ণবঃ কায়ঃ বিষ্ণোরৈব মূর্তিস্ততোহধুনঃ গর্ভোদকাৎ পদ্মা-
 কারা মেরুকর্ণিকা সর্কতঃ সমবর্ত্তুলা নানাপর্কতবিভক্তানেক-তন্ত-
 দ্বীপবর্ষদলা বহুজ্জগা সমুদ্ভূতা । অতঃ সাপি তন্মূর্তিরেব ন ততঃ
 পৃথগিতি সংক্ষেপার্থঃ ॥ ৩৬ ॥ এতদুপলক্ষণীকৃত্য সর্কস্যাপি তদা-
 স্নাতামাহ জ্যোতীংষীতি । যদন্তি যমান্তি চ ভাবাতাবরূপেণ
 প্রতীতং বস্ত তৎ সর্কং স এব ॥ ৩৭ ॥ নস্বেকস্যানেকভুৎ বিরুদ্ধ-
 মিত্যাশঙ্ক্যানেকভুস্যাবাস্তবমাহ, জ্ঞানমেব স্বরূপং তত্ত্বং যস্য
 স এবাসৌ ভগবান্ যতঃ অতোহশেষমূর্তিঃ প্রপঞ্চমূর্তিরসৌ বস্ত-
 ভূতঃ পরমার্থরূপো ন ভবতি কথং তর্হি প্রপঞ্চস্য মূর্তিভুৎ তত্রাহ
 ‘ততো’ ইতি । তন্মাং জ্ঞানস্বরূপাট্ছলাদিভেদাং বিজ্ঞানৈবহি-

ষ্ঠানে বিজৃম্বিতানি স্বমায়য়া বিলম্বিতানি রূপাণি জানীহি ॥ ৩৮ ॥
 অত্র হেতুমাহ, যদা স্থিতি । “যদা তু প্রতিবন্ধককর্ম্মক্ষয়ে সর্বমেত-
 ত্তজগচ্ছ ক্ষুং কেবলং নিজমাত্মৈব রূপমস্তি যস্য তথাভূতং নিরস্তা-
 সম্ভাবনাদিদোষং জ্ঞানমেব ভবতি তদা সঙ্কল্পতরোঃ কলভূতাঃ
 বস্তুষু পৃথিব্যাদিস্থ তদ্ব্যেদেনোচ্চাবচবিশেষা ন ক্ষুরস্তি । যত্র ত্বস্য
 সর্বমাত্মৈবাভূত্বং কেন কং পশ্যেত্বং কেন কং জিগ্বেৎ” ইত্যাদি-
 ক্রতেঃ । অতস্তত্ত্বজ্ঞানবাপিতত্বান্ন প্রপঞ্চো বাস্তব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥
 “আদাবস্তেহপি যন্নাস্তি বর্ত্তমানেহপি তত্ত্বথা” ইত্যাদিন্যায়ে-
 নাগমাপায়িত্বাৎ পরিণামিত্বাচ্চ ন বাস্তবত্বমস্ম্যেত্যাহ, বাস্ত্বিতি ।
 যচ্চান্যথা ত্বং পরিণামান্তরং যাতি তৎ পুনস্তথা পূর্ববন্ন ভবতি ।
 তত্র তথাভূতে কাদাচিত্তকে স্বরূপাৎ প্রচ্যুতে চ বস্তুনি শুক্টি-
 রজ্ঞতাদিবৎ তত্ত্বং পরমার্থত্বং কুতঃ ॥ ৪০ ॥ অন্যথাত্বমেবাদা-
 হরন্ মিথ্যাত্বমাহ, মহীতি । মহীপিণ্ডাদিহারা ঘটত্বং প্রাপ্তা ন
 লক্ষ্যতে, ঘটত্বানন্তরঞ্চ কপালিকাভূতা লক্ষ্যতে কপালিকা চ
 সতী চূর্ণং রজ্ঞচ লক্ষ্যতে । ততচ্চানুরতি সূক্ষ্মা লক্ষ্যতে ।
 স্বকর্ম্মণা প্রতিবন্ধকেন ভ্রমিতো মন্দীভূত আত্মনিশ্চয়ো যেষাং
 তৈজ্জৈনৈরত্র পরিণামপরম্পরায়াং কিং বস্তুালক্ষ্যতে ন কিঞ্চিৎ
 পূর্বরূপপ্রচ্যুতৈরিত্যর্থঃ । তথাচ ক্রতিঃ “বাচারস্ত্বগং বিকারো
 নামধেয়ং সৃষ্টিকেত্যেব সত্যম্ ইতি ॥ ৪১ ॥ বস্তুজ্ঞানাবচ্ছিন্নৈঃ
 শোকাদিভিনিরস্তঃ সজ্জো যস্য তথাভূতং জ্ঞানং সদৈকমেব ।
 স এব চ পরমঃ সর্বোত্তমঃ পরমেশ্বরো বাসুদেবঃ যতো ব্যতি-
 রিক্তং কিঞ্চিদপি নাস্তি ॥ ৪২ ॥ উপসংহরতি সম্ভাব ইতি ।
 সম্ভাবঃ পরমার্থঃ । এষেব ভবত ইতি স্থলোপাভাবস্বার্থঃ । ননু
 চান্যস্য সর্বস্যাসত্যত্বে কিমর্থমেতদ্ভুবনাদ্যাশ্রিতং বহু বর্ণিতং
 তত্রাহ, এতন্মু যজ্জ্ঞানব্যতিরিক্তং তৎ সর্বং ব্যবহারভূতং সম্যক্
 পরমার্থোপযোগিনি ব্যবহারে ভূতং স্থিতং নতু সতঃ সত্যং
 তত্রাপি চ বিশেষতস্ত্বত্যাং যৎ ভুবনাশ্রিতযুক্তম্ ॥ ৪৪ ॥ যজ্ঞঃ পশু-

রিত্যাদিকৰ্ম্মাশ্রিতমার্গদ্ব্যুপেক্ষাক্তং ভূরাদিভোগাশ্চ তৎফলানী-
 ত্যুক্তম্ ॥ ৪৫ ॥ তেষু বৈরাগ্যোৎপাদনেন স্বকৰ্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জীবাসু-
 দেবপ্রাপ্ত্যর্থমিত্যাহ, যচ্চৈতদিতি । কৰ্ম্মবশ্যো জীবো নানা যোনী-
 ব্রজতীতি জ্ঞাত্বা বিরক্তঃ সন্ ক্রবৎ নিত্যমচলং পরিপূৰ্ণম্ অতঃ
 সৰ্বদৈকরূপং বাসুদেবং যেনোপায়েন স্বকৰ্ম্মাদিনা তদুজ্জনাভ্য-
 প্রসাদাল্পকজ্ঞানেন বিংশতি তদেব কুৰ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
 দ্বিতীয়েংশে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ ।

এবং তাবদ্ধরেঃ স্থলে বিশ্বরূপে নিরূপিতে । তেন শুদ্ধমতিশুস্য
 সূক্ষ্মরূপং বুভুৎসতে ॥ তৎকুৰ্য্যাদ্বিশতি হি যেন বাসুদেবমিত্যু-
 ক্তে তৎপ্রবেশোপায়ভূতজ্ঞানযোগাশ্রয়ং প্রথমাধ্যায়োপক্ৰিপ্তমেব
 তরতচরিতযুক্তানুবাদপূৰ্ব্বকং পৃচ্ছতি, ভগবন্মিতি যদ্ভূতিঃ * ॥১॥
 প্রধানত ইতি প্রধানমিত্যর্থঃ । সৰ্ববিভক্তিকত্বাৎতসিলপ্রত্যয়স্য ॥
 ২ ॥ তরতস্য চরিতং কথয়িষ্যামীতি যদুভানুজীবান্ তন্মমেদানীং
 হরেঃ স্থলরূপঅবগথ্যানাদিনা শুদ্ধচিত্তস্যাখ্যাতুমর্হসীত্যর্থঃ ॥৩॥৬ ॥
 কথন্ত নাভবন্মুক্তিরিত্যম্যোত্তরত্বেন তস্মিন্ জন্মনি জাতং যোগ-
 ভ্রংশং বক্তুং তস্য প্রাচীনং যোগমনুবদতি লালগ্রাম ইতি পঞ্চ-
 ভিঃ । ভগবতি ন্যস্তং মানসং যেন সঃ ॥ ৭ ॥ অহিংসাদিসু যম-

* ত্রয়োদশেহ্য চাবভং তবতস্য জড়াকৃতঃ ।

কাথিতং যত্র বিজ্ঞানং কবামলকবৎ কৃতম্ ॥

শাক্তাববৎকং বিখ্যং জলবৃদ্ধং বৎ স্থিতম্ ।

জ্ঞানাকৌ যত্র তস্মৈ জ্ঞানং বাসুদেবং বুভুৎসতি ॥ বঙ্গগতঃ ॥

নিয়মাদিষু । তৎসাধ্যে চ মনসঃ সংগমে সমাধৌ পরমাং কাষ্ঠান্
 উৎকর্ষম্ অবাণ ॥ ৮ ॥ ব্যুত্থানসময়ে যজ্ঞেশাচ্যুতেত্যাদিভগবন্মা-
 মৈবাহ ॥ ৯ ॥ নান্যদ্বাচা জগাদ মনসা চ এতদ্ভগবন্মামৈব তদর্থঃ
 কেবলমচিস্তয়ৎ, নান্যৎ কিমপি ॥ ১০ ॥ দেহেন চ সমিপুষ্প-
 কুশানাম্ আদানং দেবপূজার্থং চক্রে নান্যানি কৰ্ম্মাণি যোগযুক্তঃ
 তাপসঃ ॥ ১১ ॥ অথ তস্য হরিগমঙ্গাদ্ভোগব্রংশং প্রস্তুতি, জগা-
 মেত্যাদিনা নিষ্কৃতিং যথাবিত্যন্তেন ॥ ১২ ॥ ১৪ ॥ আশ্লীতুা উৎ-
 পতিতা ॥ ১৫ ॥ ২০ ॥ উটজাজিরে পৰ্ণশালাঙ্গণে ॥ ২১ ॥ কৃপয়া
 পুষ্যমাণে তস্মিন্ তস্য জায়মানম্ আসঙ্গং প্রপঞ্চয়তি, তস্যেত্যাদি-
 দিনা ॥ ২২ ॥ ২৪ ॥ থুরাশ্রক্ৰতৈঃ কবুরা ॥ ২৫ ॥ কৃপয়া তস্মিন্
 গমত্বৈ আশ্রুতঃ সাদরঃ আস্মা চিস্তং যস্য সঃ । তন্ময়ত্ব ইতি পাঠে
 তন্ময়ত্বৈ তদাকারত্বৈ আশ্রুতঃ আস্মা যস্য । হরিচিস্তত্বং সমাধিঃ ॥
 ২৯ ॥ ৩০ ॥ কালং চক্রে মৃত্যুং প্রাপ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ তৎকালকৃতাং
 ভাবনাম্ অন্তকালে মৃগচিস্তাম্ । জঘৃমার্গে কালঞ্জরে গিরৌ । কাল-
 ঙ্গরাং প্রত্যাজগামেতি শুকোক্তেঃ । হর্যামুগ্রহাৎ জাতিস্মরৌ মৃগে
 জাতঃ ॥ ৩৩ ॥ ৩৫ ॥ ইদানীং মৃগত্বহেতুভূতকৰ্ম্মণঃ অস্তে তস্য চরম-
 দেহেন জড়বৎ চরিতমাহ, তত্র চেত্যাদি বভূবাহারবেতন ইত্যন্তেন
 ॥ ৩৬ ॥ অধিগতজ্ঞানঃ প্রাপ্তজ্ঞানঃ আস্মিনঃ স্বস্মাৎ সকাশাৎ অভেদেন
 সৰ্গভূতানি দদর্শ । স্বভদেবোপদিষ্টমৈব জ্ঞানস্বা প্রতিবক্ষ্যাপগমে
 সত্যাবিভূতত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ দদর্শ ন চ কৰ্ম্মাণি নিবৃত্তবর্ণাশ্রমাদ্যভি-
 মানত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥ অসংস্কারশুগম্ । সংস্কারঃ ব্যাকিরণোক্তঃ । শুণঃ
 যথোচিতপ্রিয়হিতাদিঃ । তদ্রিহিতং যথা ভবতি এবম্ অভাষত ॥
 ৪০ ॥ অপঞ্চস্তবপুঃ মলীমমদেহঃ । ক্লিষ্টানি মলাপুৱিতানি দস্তান্ত-
 রাণি দন্তরক্ষাণি যস্য সঃ ॥ ৪১ ॥ সতাং বজ্র অদুষয়ন্ । অবমানার্থ-
 মপি নিষিক্তম্ অকুৰ্ম্মন্ ॥ ৪২ ॥ সংমাননেত্যাদিষ্টোক্তদ্বয়ং হিরণ্য-
 গৰ্ভোক্তযোগশাস্ত্রবচনং বিচিস্ত্য ॥ ৪৩ ॥ কুল্মাষঃ কিঞ্চিপকমাব-
 যাবকাদিঃ । “স্যাৎসাবকস্ত কুল্মাষঃ” ইত্যমরসিংহঃ । বাদ্যো

সাধাদিবিকার ইন্দুকাখ্যঃ সুবহু অসঙ্কোচঃ যদ্যদাপ্নোতি তত্তদজ্জৈ
লিম্পতি দেহাখ্যঃ ব্রহ্ম লিম্পমিব অসক্তঃ সন্ ভুঙক্তে ইত্যর্থঃ ।
তথাচ স্মৃতিঃ । “শরীরং ব্রহ্মণ্য পশ্যেদমক্ষ্য ব্রহ্মণ্যপবৎ । ব্রহ্ম-
শোধনবৎ পানং বস্ত্রঞ্চ ব্রহ্মণ্যউবদিতি কালসংযমং কালক্ষণমাত্রং
যথা ভবতি তথা । তদন্ত ইতি পাঠে তস্যাভাবে কালসংযমং
কালনিয়মং বিনা দিবা নক্তং বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্তং যৎ কিমপি ভুঙক্তে
ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ভ্রাহ্মাঃ ভ্রাহ্মপুত্রাঃ ॥ ৪৫ ॥ জড়বৎ কঠোরীতি
জড়কারী । আহারমেব বেতনং ভূতির্যস্য সঃ ॥ ৪৬ ॥ ইদানীং তস্য
আত্মবিস্তৃতং প্রখ্যাপয়িতুন্মাখ্যানমাহ, তং তাদৃশমিত্যাদিনা যাব-
দধ্যায়সমাপ্তি । ক্ষন্তা দ্বাস্তঃ সারথিবা । বিষ্টিনির্মূল্যং কর্ম, তত্র
যোগ্যম্ । শিবিকা বাহনাদৌ ক্ষমত্বাৎ অসংস্কৃতবিপ্রাকৃতিত্বাক । অ-
র্যতে হি “সায়ং প্রাতর্যদা সঙ্ক্যাৎ যে বিপ্রা নো উপাসতে । তান্
শ্বেষু ধার্মিকো রাজা শূদ্রকর্মসু যোজয়েৎ” ইতি ॥ ৪৭ ॥ শিবিকা
দারুময়ং বহুপুরুষবাহ্যং যানম্ । তাম্ আকুটো ভূত্বা কপিলস্য
বরম্ আশ্রমং গন্তুং কৃতমতিঃ সন্ স রাজা শিবিকা বাহপুরুষা-
গমনং প্রতীক্ষমাণঃ ইক্ষুমত্যা নদ্যাঃ তীরে বভূব ॥ ৪৮ ॥ তদ্যামনে
প্রয়োজনমাহ শ্রেয় ইতি ॥ ৪৯ ॥ ৫১ ॥ জড়গতিঃ মন্দগতিঃ
সন্ ॥ ৫২ ॥ কিমেতৎ বিষমং, সমং যথা ভবতি তথা গম্যতামি-
তাহ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ অয়মসত্ত্বরং মন্দং যাতীতি প্রোচুঃ ॥ ৫৫ ॥ কিং
শ্রোন্তোহসি ত্বম্? নৈব শ্রোন্তোহসি, যতঃ অপ্সমেব অধ্বানং ত্বয়া
শিবিকা উঢ়া আনীতা । কিঞ্চ, কিং ত্বম্ আত্মাসসহো ন অসি?
অপিভু অসি । যতঃ পীবান্ স্থূলো বীলবান্ নিরীক্ষ্যসে দৃশ্যসে ।
পীবানিতি ন লোপাভাব আর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ রাজা লোকব্যব-
হারবিরোধম্ উদ্ভাবয়মাহ, প্রত্যক্ষং দৃশ্যসে ইতি ॥ ৫৮ ॥ ব্রাহ্মণ-
স্ত লোকপ্রতীতের্মিথ্যাত্বাতিপ্রায়েণাহ, প্রত্যক্ষং ভবতা যদৃচ্ছং
দেহো বা জীবো বা পরমাত্মা বা, তৎ, প্রথমং বদ, বিশেষণং
পর্যচাছাচ্যং বিশেষ্যপ্রয়ত্বাৎ বিশেষণম্য ॥ ৫৯ ॥ দেহপক্ষে তাবদা-

অনো ভাৰাতাবমাহ, ত্বয়েতি ত্ৰিভিঃ ॥ ৬০ ॥ আত্মা স্থিতিঃ, উর্বো-
 জজ্ঞান্ধয়ে অবস্থানম্ । পাদাদিব্যাতিরেকেণ দেহস্যানিরূপ্যত্বাৎ পাদা-
 দীনামেণোত্তরোত্তরং প্রত্যাধারত্বম্ অতো দেহস্যৈব তাবন্ত্যরো
 দুৰ্বচঃ । মম তু সাক্ষিণো ভাৱঃ কিংনিমিত্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥
 যৎ চোক্তং ত্বয়োচ্চা শিবিকা মমেতি ত্বদুপলক্ষিতং ত্বয়া প্রীতৈত্য়-
 বাঅন্তেন দৃষ্টং শরীরমেব শিবিকাত্মা স্থিতং ন তু ত্বম্ । অতস্তত্র
 তস্যাত্ম শিবিকাত্মাত্মম্, অহম্ অপ্যত্র ভূমৌ ইতীদমপি অন্যথা
 মিথ্যৈব প্রোচ্যতে ॥ ৬৩ ॥ জীবপক্ষে অপ্যাহ, অহং ত্বং চ ইতি
 দ্ব্যভ্যাম্ । সৰ্বেষ্বপি জীবেষু অবিদ্যাসঞ্চিতকৰ্ম্মাধীনাঃ সত্বাদ্যা গুণাঃ
 তদ্বশচ্ ভূতবর্ণো দেহো যাতি । তদেবং ভূতৈরেব দেহাকারপরি-
 গতৈস্তদভিমানিনো বয়ং সৰ্ব্বে জীবাঃ তং তং কৰ্ম্মফলভোগদেশম্
 উহ্যাম প্রাপ্যামহে । অতো ন সত্যো বাহ্যবাহকতাব ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥
 ॥ ৬৫ ॥ পরমাত্মপক্ষে তু ত্বদুক্তং পীত্বাদিকমত্যন্তং নিযুক্তিকমি-
 ত্যাহ, আত্মেতি । শুদ্ধঃ দেহাদিব্যাতিরিক্তঃ, অক্ষরঃ অচলঃ । শাস্তঃ
 রাগাদিশূন্যঃ, নিঃশব্দঃ সত্বাদিগুণশূন্যঃ, প্রকৃতেষুপি পরশ্চ, অতোহ-
 স্যাখিলজন্তুস্বেকস্য পরিপূৰ্ণস্য প্রবক্ষ্যাপচর্যো ন স্তঃ ॥ ৬৬ ॥ যদা
 চেতৌ ন স্তঃ, তদা পীবেতি ভাষণমযুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥ তদেবং
 মম দেহাদিব্যাতিরিক্তত্বাৎ ভাৱো নাস্তীত্যুক্তম্, ইদানীং মদ্ব্যতি-
 রিক্তস্বক্ষে স্থিতো ভাৱো যদি মে স্যাৎ তর্হি সৰ্ব্বেষামপি কিং ন
 স্যাৎ, যদি বা সংবক্ষ্যাত্মা অপি শিবিকাত্মা ভাৱো মমোচ্যতে তর্হি,
 পরমতাদিভাৱোহপি কিং নোচ্যতে ইত্যাহ, ভূপাদেতি দ্ব্যভ্যাম্ ।
 ভূপাদাদিষু স্থিতে স্বক্ষেপ্তে তেযং শিবিকা মম যদি ভাৱঃ স্যাৎ
 তদা স ভাৱস্তয়া চ্যুতৈশ্চ সমঃ স্যাদিত্যর্থঃ । তববৎ তেষাং
 চাসৌভাৱঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ অতএব চ নয়্য যঃ সোচ্চ-
 ব্যাঃ সোহপি নাস্তীত্যাহ, যদেতি ॥ ৭০ ॥ কিঞ্চ শিবিকাত্মাঃ তব
 মম সৰ্বদেহানাঞ্চ ভৌতিকত্বে সমানে কিং তবেযং শিবিকা । ত্বং
 বা শিবিকাত্মাঃ কিমহং তব ত্বং বা মমেতি গুণপ্রধানভাবে নিয়া-

মকং নাস্তীত্যশয়েনাহ যদ্রব্যেতি, ভূতসংগ্রহঃ দেহঃ ॥ ৭১ ॥
 ৭২ ॥ জাল্মরূপধরঃ জড়বেশধৃক্ ॥ ৭৩ ॥ কো ভবানিত্যেত-
 দ্বিরগুম্নাহ । য ইতি, যজ্ঞাতীয়ঃ যন্নিমিত্তং যেন প্রয়োজনেন তব
 ইহাগমনং কারণং হেতুঃ তৎ সৰ্ব্বং কথ্যাতাম্ ॥ ৭৪ ॥ কো ভবা-
 নিত্যস্যোত্তরং বক্তৃশক্যমিত্যাহ, শ্রয়তানিতি । অহং স এবেতি
 বাচ্যোহর্থঃ ক ইতি বক্তৃমক্যমিত্যর্থঃ । যন্নিমিত্তমিত্যস্যোত্তরমাহ,
 উপভোগেতি ॥ ৭৫ ॥ উপভোগস্য দেশান্তরাদিগমনপ্রয়োজনত্বং
 স্পষ্টয়তি স্মৃথদুঃখেতি । নিয়তদেশকালাদিভোগ্যঞ্চ স্মৃথদুঃখযোগে
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবশাদিত্যাহ, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মেতি ॥ ৭৬ ॥ যদাগমনকারণম্ ইত্য-
 স্যোত্তরমাহ, সৰ্ব্বশ্চেতি । যতঃ সৰ্ব্বত্র স্মৃথদুঃখভোগতৎসাধনাদৌ
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবেব সৰ্ব্বস্য কারণং ততো মমাগমনে বিশেষতঃ কারণং
 ত্বয়া কস্মাৎ পূছ্যতে ? ইত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ রাজা তু তদাগমনকারণ-
 প্রয়োজনপ্রশ্নপ্রয়োত্তরমঙ্গীকুবন্ প্রথমপ্রশ্নোত্তরমাক্ষিপতি, ধৰ্ম্মা-
 ধৰ্ম্মাবিতি ত্রিভিঃ ॥ ৭৮ ॥ কোহহমিত্যেতদহংশকার্থত্বমাত্মনো বক্তুং
 ন শক্যতে ইতি । যন্তু এতদ্ভবতা প্রোক্তং তৎ শ্রোতুমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭৯
 খপুস্পাদিতুল্যশ্চেদাত্মা স্যাৎ তর্হিবক্তুং ন শক্যেত, ন তু তদ-
 স্তীত্যাহ, যোহস্তীতি । যদি চ গুরৌ হৃষ্কারত্বংকারাদিবদাত্মন্যহং
 শকো দোষায় স্যাৎ তর্হিবক্তুং ন শক্যেত, তচ্চ নাস্তীত্যাহ,-
 আত্মনীতি ॥ ৮০ ॥ ব্রাহ্মণস্ত্বাত্মন্যহংশকপ্রয়োগে প্রত্যাবায়াভাব-
 , মঙ্গীকৃত্য অহংশকস্য আত্মবাচকত্বাসম্ভবাদশক্যত্বমুক্তমিত্যাহ,
 শকোহহমিত্যাদিনা । অহমিত্যেব শব্দ আত্মনি দোষায় ন ভব-
 তীতি ত্বয়া যদুক্তং তত্ত্বথৈব । কিন্তু অহংশকাদিনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং
 স্যাৎ । অহংশকশ্চাত্মনি ত্রাস্তিলক্ষণে মোহমূলঃ স্যাৎ, অহংশ-
 শব্দস্য মিথ্যাত্ববিষয়ত্বাদিনাত্মন্যাত্মজ্ঞানং দোষায় শীয়াদিত্যর্থঃ ।
 তথা হি অহং ব্রবীমীত্যাदिষু যুষ্মদর্থবিলক্ষণেহংশকপ্রয়োক্ত-
 র্যহংশকঃ প্রযুক্ত্যতে । তৎপ্রয়োক্তা চ কিং জিহ্বাদিঃ ? বাগিन्द्रিয়ং
 বা ? দেহো বা ? ক্ষেত্রজো বা ? ॥ ৮১ ॥ তত্র জিহ্বাদেরনাত্মতামাহ,

জিহ্নেতি । এতে জিহ্বাদয়ো ন্যহম্, অহংশকবাচ্যা ন ভবন্তি, জি-
হ্বাহমিত্যাদি প্রয়োগাভাবাৎ । যতশ্চেতে বাক্যানিষ্পাদনে হেতবঃ
কারণানি ন তু কর্তারঃ, ততোহপ্যেতে নাইংশকবাচ্যাঃ ॥ ৮২ ॥
বাগীশ্রিয়পক্ষেহপ্যনাত্মমাহ, কিমিতি । হেতুভিজিহ্বাদিভিঃ সহ-
কৃতা কিং বাগেব স্বয়মহমিতি বদতীতি মতং তথাপি বাগিশ্রিয়-
মহং ন ভবামি, অত ইত্যহমেতদুক্তং ন যুক্ত্যতে ॥ ৮৩ ॥ ইশ্রিয়-
স্থানাত্মমাহ, পিণ্ড ইতি । পিণ্ডো দেহঃ পুংস আত্মনঃ পৃথগেব
দ্রশ্যত্বাৎ ঘটবদিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥ ক্ষেত্রজপক্ষেহপ্যাহ, যদিতি দ্বাভ্যাম্ ।
মন্তোহন্যঃ সজাতীয়ঃ পরো বিজাতীয়ো বা যদি কোহপ্যস্তি তদা
তচ্ছব্দেনৈষোহহমিতি বক্তুং যুক্ত্যতে ॥ ৮৫ ॥ যদা সর্বদেহেষ্বেক
এবাত্মা সাক্ষিতয়া ব্যবস্থিতঃ তদা কে ভবানিতি বহুশ্চ নির্দ্ধারণরূপং
প্রশ্নবচঃ সোহহমিত্যান্যাত্মব্যাবৃন্ত্যা মম প্রতিবচশ্চ বিফলম্ ॥ ৮৬ ॥
ননু শিবিকাদ্যচেতনভেদস্য বাহ্যবাহকাদিচেতনভেদস্য চ দ্রশ্য-
মানত্বাৎ কথমাত্মনঃ সজাতীয়বিজাতীয়ভেদো নাশ্চীত্যাশঙ্ক্য
তদ্ভেদস্য মিথ্যাত্বমাহ, ত্বং রাজেত্যাদিনা । লোকঃ পরিজনাদিঃ
এতৎ সর্বং সম্বোচ্যতে অপি তু অসদেব ॥ ৮৭ ॥ তত্র তাবচ্ছিবিকা-
কারণমাহ, সরসো বৃক্ষঃ, ততশ্ছিন্নং শুষ্কং কাষ্ঠং দারু । ততঃ
চতুষ্রা রচিতেষং শিবিকা । তদা চ বৃক্ষদারুসংজ্ঞায়োরভাবাৎ-
ব্যভিচারিত্বেন বৃক্ষদারুণোর্মিথ্যাত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥ শিবিকা-
বহায়াং বৃক্ষদারুসংজ্ঞানিবৃত্তিঃ তদ্ব্যবহারনিবৃত্ত্যোপপাদয়তি,
বৃক্ষারুচ ইতি ॥ ৮৯ ॥ শিবিকাবহায়া অপি মিথ্যাত্বমাহ, শিবি-
কেতি । রচনাস্থিত্যা সংস্থিতো দারুসংঘাত এব শিবিকা ।
দারুভেদে কাষ্ঠবিভাগে, কৃতে শিবিকা ক গতেতি ত্বয়া তার্কি-
কেণান্বিত্যত্ম ॥ ৯০ ॥ এবং ছত্রারম্ভকাণাং শলাকানাং বিভাগে
ছত্রং ক গতমিতি বিন্শ্যতাম্ । তদেবং শিবিকাদেঃ অচেতনস্য
সত্ত্বং নিরাকৃত্য তমেব ন্যায়ং চেতনত্বেন গৃহীতেষ্বপ্যতিদিশতি,
এষ ইতি । স্মি মদেহে ত্বয়ি তদেহে চ বিন্শ্যতাং শিরঃশাখাদি-

চতুর্দশাধ্যায়ঃ ।

নাহিত্যাদিবাক্যেন প্রমাণাসম্ভবে গতে । প্রমেয়াসম্ভবশঙ্কী
 ভূয়োভূয়োহথ পৃচ্ছতি ॥১॥* নাহং পীবেত্যাদিবাক্যশ্রবণতঃ প্রমাণা-
 সম্ভাবনায়াং নিরুক্তায়ামপি নানাদর্শনপ্রসিক্তশ্রেয়সাং পরমার্থভে-
 দসি আত্মৈব পরমার্থ ইত্যন্য প্রমেয়স্য অসম্ভাবনয়া পৃচ্ছতি, ভগ-
 বন্নিতি দশভিঃ ॥ ২ ॥ তর্হিময়া কিং সন্ধিক্ষুজ্ঞং যেন তব মনসো
 রক্তয়ো ভ্রমন্তীত্যত, আহ এতদিতি । যদেতৎ বিবেকবিজ্ঞানং
 ভবতা দর্শিতং তৎপ্রকৃতেঃ পরং মহদ্বৃক্ষৈব দর্শিতং, নতু তদ্বাক্যে
 সন্দেহঃ কশ্চিদস্মীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥ তদ্বাক্যমেবানুবদংস্তত্র সন্দে-
 হাদ্যভাবং দর্শয়ন্মাহ, পূর্বমেবেতি । অত্র সংসারে কিং শ্রেয়ঃ
 সংশয় ইতি কপিলমহর্ষিঃ গজ্ঞা প্রক্টুমভ্যুদাতোহস্মি ॥ ৭ ॥ ৯ ॥
 যথৈতদ্ভবতোচ্যতে তেন স এব প্রত্যক্ষতাং গত ইতি মন্যে ।
 অন্যথৈবং বিধোক্তেরসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ অখিলানি যানি
 বিজ্ঞানানি তত্তদদর্শনানি তান্যেব জলগীচায়ো যস্মিন্ স উদধিঃ
 পরমজ্ঞানার্ণবো ভবান্ । অতঃ পরমার্থভূতং শ্রেয়ো বদেত্যর্থঃ ॥
 ১১ ॥ তত্র শাস্ত্রাস্তরসম্মতেভ্যঃ শ্রেয়োভ্য আত্মতত্ত্বমেব পরমার্থ
 ইতি নির্ণেতুং শ্রেয়ঃপরমার্থয়োর্ভেদং বিকল্পপূর্বকমাহ, ভূপেতি ।
 নু বিকল্পে শ্রেয়াংসি পরমার্থভূতানি ন বেতি বিকল্পে ন পরমার্থা-
 নীতি পাঠে ন বিদ্যতে পরমার্থভূতোহর্থো যেসু তানি তথা ॥ ১২ ॥
 তান্যেব শ্রেয়াংসুস্তরোস্তরয়ংকৃতানি সপ্তোপন্যাস্যতি, দেবতেতি

* পরমার্থবিবেকেহপি শ্রেয়োংগে জাতসংশয়ঃ ।

ইতি তস্য বিবেকায় রাজা পৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ ॥

ইতি রত্নগর্ভঃ ।

ত্রিভিঃ । যো হি ধনং পুত্রং রাজ্যং বেচ্ছতি, তস্য তদেব শ্রেয় ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥ ফলেনাভিসন্ধিতেহসঙ্কল্পিতে তদযজ্ঞাদি কর্ম্মেব প্রধানং মুখ্যং শ্রেয়ঃ । সংকল্পিতে তু যজ্ঞাদিসাধ্যং স্বর্গাদিক-
মেব শ্রেয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ আত্মা ধ্যেয় ইতি শ্রেয়ঃ আত্মাধ্যানং
শ্রেয়ঃ ইত্যর্থঃ । তস্মৈবাত্মনঃ স্বস্য যঃ পরমাত্মনা সংযোগঃ, স পরং
শ্রেয়ঃ ॥ ১৫ ॥ শ্রেয়াংস্তেবমনেকানীত্যেতদুক্তং ভাগবতে । “ধর্ম্ম-
মেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং শমং দমম্ । অন্যে বদন্তি স্বার্থং
বৈ ঐশ্বর্যং ত্যাগভোজনম্ । কেচিদ্যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি
নিয়মান্ যমান্ । আদ্যন্তবন্ত এবেষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্মিতাঃ ।
দুঃখোদর্কাস্তপোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ, ইত্যাदिনা ॥ ১৬ ॥
ধনাदीনাম্ অপরমার্থভ্রমুপপাদয়তি, ধর্ম্মায়েত্যাদিনা সংক্ষেপঃ
শ্রয়তাং মমতোস্তেন । কামপ্রাপ্তিরূপলক্ষণং নিমিত্তং যস্য ব্যয়স্য
সঃ । পুত্রশ্চেতি দ্বাভ্যাম্ । যস্য পুত্রঃ পরমার্থাখ্যঃ স পিতাপ্যন্যস্য
পুত্রস্তাৎপরমার্থভূতঃ সোহন্যস্য তৎপিতাপ্যন্যস্য ॥ ১৭ ॥ ইতোবং
পরমার্থঃ কোহপি নাস্তীত্যতিগ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, যস্মাৎ কার্য্যাণি
জন্যানি পুত্রাদিনি কারণানাং জনকানাং পরমার্থঃ স্যাৎ তস্মাৎ
অশেষঃ পরমার্থঃ স্যাৎ ॥ ১৯ ॥ অত্র পক্ষে পরমার্থা ভবন্তি ন ভবন্তি
চেতি কাক্কা যোজ্যম্ । আগমাপায়িত্বাদ্রাজ্যাদিকং ন পরমার্থ ইত্য-
র্থঃ ॥ ২০ ॥ যজ্ঞাদিসাধ্যস্য স্বর্গাদেৱপ্যনিত্যতাং সাধয়ম্পরমার্থ-
তামাহ, ঋগিতি চতুর্ভিঃ । যজ্ঞকর্মেতি যজ্ঞেরাপ্তু মিক্তমং স্বর্গা-
দিকং পরমার্থভূতং যদি মতমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ যা ক্রিয়া নিস্পা-
দ্যতে ইতি ক্রিয়াদ্বারা পূর্বং সর্গাদিকর্ম্ম যন্নিস্পাদ্যতে তদ্বিনাশি
ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ যুক্তিসাধনভূতদ্বাদফলদমিত্যেতদ্বাস্তি ।
ততশ্চান্যার্থত্বাৎ পরমার্থো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ পরৈভ্যো দেহা-
দিভ্যো বিবিচ্যাঅনশ্চিত্তালম্বনীভূতস্য ধ্যেয়ত্বাৎ ধ্যানং ভেদকারি-
পরমার্থশ্চ ন ভেদবান্ । একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি শ্রুতে: ॥ ২৬ ॥
জীবপরমাত্মনোঠৈক্যোপাসনয়া তাদাত্মালক্ষণো যোগঃ পরমার্থ

ইত্যেতদপি মতং মিথ্যৈব । তথাহি তয়োৰ্ভিন্নয়োৰ্ভিন্নয়োৰ্ভা-
 যোগঃ স্যাৎ । ভিন্নত্বে গবাস্বয়োৰিৈক্যাসম্ভবঃ, অভিন্নত্বে চ বিদ্ব-
 প্রতিবিস্বয়োৰিব উপাধিব্যুদাসমাত্রং বিনা যোগশূন্যার্থে নাস্তীত্যর্থঃ
 ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ শ্রেয়াংস্যাপেক্ষিকানি ভবন্তি ন তু পরমার্থরূপানি ।
 পরমার্থস্তু আট্মবেত্যান্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥ স চ এক এ৭ ন তু প্রতিদেহং
 ভিন্নঃ, ব্যাপী সাক্ষিতয়া সৰ্বব্যাপকঃ, সমঃ একরূপঃ ন তু জ্ঞানা-
 দিপরিণামৈরনেকরূপঃ, শুদ্ধঃ কর্তৃত্বাদিকালুশ্যশূন্যঃ । অতো জন্ম-
 ব্রহ্মাদিভির্দেহাদিবিকারৈরসংস্পৃষ্টঃ । অত এব নার্কগতঃ, ন তু
 দেহপরিণামঃ । অতো মধ্যপরিমাণত্বাভাবাৎ অব্যয়ঃ ॥ ২৯ ॥ পর-
 জ্ঞানময়ঃ নিত্যজ্ঞানরূপঃ । ন তু কণিকজ্ঞানাত্মা । অসম্ভিঃ অবিদ্যা
 ময়ৈঃ নামজাত্যাদিতিঃ বর্ত্তমানভূতভবিষ্যৎকালেষু যোগশূন্যঃ ।
 অতঃ বিভুঃ ঐশ্বর্যঃ স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ননু প্রতিদেহমাত্মনো
 ভেদবিকারাদি প্রত্যতেঃ কথনেকত্বসৰ্কগতত্বাদি? তত্রাহ তস্যেতি ।
 আত্মপরদেহেযু তদেহাকারাবচ্ছিন্নতয়া সতঃ স্ফুরতোহপ্যেকাকারং
 যদ্বিশিষ্টং স্বপ্রকাশপরিচ্ছিন্নং জ্ঞানং স এব পরমার্থঃ, তেদ-
 প্রত্যতেরূপাধিনিবন্ধনত্বাৎ । দ্বৈতবাদিনোহপরমার্থদর্শিনঃ ॥ ৩১ ॥
 এতৎ দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি বেগুরক্ষুতি স্বাভ্যাম্ । অতেদস্য
 ব্যাপিনো বায়োৰ্যথা বেগুরক্ষুপাধিতেদেন ষড়্জঙ্ঘষভগাক্ষারাদি-
 স্বরাভিয্যঞ্জকত্বাৎ ন তন্মাদসংজ্ঞিতো তেদন্তথা তস্য মহতোহ-
 পরিচ্ছিন্নস্য আত্মনঃ স্বত একত্বম্ ॥ ৩২ ॥ রূপতেদস্ত দেবমনুষ্যাদি-
 লক্ষণো বাহ্যকৰ্ম্মপ্রবৃত্তিজুঃ বাহ্যানামাত্মনঃ পৃথগ্ভূতানাং দেহে-
 দ্রিয়াদীনাম্ ষৎ কৰ্ম্ম তস্য প্রবৃত্তিঃ ফলং ততো জাতঃ ।
 পাঠান্তরে বাহ্যানাম্ দেহানাং কৰ্ম্মভিঃ যা আৱতিঃ আৱরণং
 ততঃ প্রজায়তে ইতি বাহ্যকৰ্ম্মপ্রতিপ্রজ্ঞো ভেদঃ, নতু স্বতঃ তত্র ।
 হেতুঃ । যস্মাৎ দেবাদিভেদে অপক্ষস্তু ভিদ্যাতে অনেনেতি ভেদঃ
 অহঙ্কারঃ, দেবাদিভেদে দেহে তাবৎ অহঙ্কারাবরণে সুষুপ্ত্যাদৌ
 পিনষ্টে স ভেদো নাস্ত্যেব । দেবাদিভেদমধ্যান্তে ইতি পাঠে

তু বাহ্যকৰ্ম্মাবরণনিমিত্তো রূপভেদোহহঙ্কার এব দেবাদিভেদম্
অধ্যাস্তে অধিকৃত্য বৰ্ত্ততে, স্বতন্ত্ৰ ভেদে। নাস্ত্যেব যস্মাৎ আবরণে
সতি স ভেদঃ নান্যদেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশার্থায়াং দ্বিতী-
য়েংশে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ।

প্রমাণতর্কভঃ সম্যক্ মাণে মেয়েহপি নিশ্চিতৈ । বুদ্ধ্যসম্ভাবনোখি-
তৈ্য নিদাষাখ্যানমীৰ্য্যতে ॥ ইত্যুক্তে প্রমাণোপপত্তিভ্যামাষ্ট্রৈক্যে
নিক্রপিতেহপিবিপরীতে ভাবনাদাট্যাৎ বুদ্ধ্যসম্ভাবনয়া মৌনিনং
তুষীং চিন্তয়ানং ভূয়ো বিপ্রঃ প্রভাবাচ ॥ ১ ॥ * ২ ॥ নিসর্গাৎ স্বভা-
বাদেব বিজ্ঞাতং তদ্বস্য সম্ভাবো যাপার্থ্যং যেন সঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ দৃষ্টা-
দৃষ্টয়োরাসক্ত্য তস্যাঈতবাসনাং ন তর্কয়ামাস ॥ ৫ ॥ দেবিকায়াঃ
নদ্যাস্তটে ॥ ৬ ॥ রম্যঃ উপবনপর্য্যস্তো যস্য তস্মিন্ । যোগজঃ কৰ্ম্মসু
প্রবীণঃ ॥ ৭ ॥ ভুয়ুর্লো ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্ ইতি গুলি যুবোরনাকা-
বিত্যকাদেশে সত্যবলোকক ইতি রূপম্ অবলোকয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
তচ্ছিত্তপরীক্ষার্থমাহ, ভো বিপ্রবর্য্যেত্যাদি ॥ ১১ ॥ যাবকো যব-
বিকারঃ । বাট্যাং বাটীভবং কন্দমূলফলাদি ॥ ১২ ॥ মৃষ্টং মধুরম্
সংযাবো গোধূমাদিবিকারন্তস্তস্মিতঃ । “স্রক্ষাং দধিঘনে তরং”
ইত্যমরসিংহঃ । “ফাগিতং বিকৃতিগৌড়ী” ইতি হলায়ুধঃ ॥ ১৩ ॥
শালিনি ! স্নাষো প্রিয়ে ! ভক্ষ্যস্যোপসাধনমুপস্করঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥
হৃষ্টিঃ ক্রুদ্ধবোঃ শাস্তিঃ, তুষ্টিঃ সন্তোষঃ, স্বহং প্রকৃতিত্বম্ ॥ ১৭ ॥

* ক্ষণতে প্রমাণতত্ত্বেষু তত্রাসম্ভাবনাকুলম্ ।

নিদাষাখ্যানমমনৈহুপবুদ্ধিমদীদিপং ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

ক নিবাসন্তবেতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥ ২০ ॥ দেহধর্ম্যাণ্যো দেহস্য ধর্ম্যাত্ম্যং
 পার্থিগাপ্যধাতুক্করাত্ম্যাত্ম্যাত্ম্যেতে । তে চ তদ্বারা 'প্রাণধর্ম্যো
 অশনাপিপাসে প্রাণসোতি শ্রুতেঃ । মম প্রাণব্যতিরিক্তসোতে
 ন স্তঃ । কুম্মিস্তে দুঃখাতাবসামাৎ তৃপ্তিরন্ত্যোবেতুপচারঃ ॥ ২১ ॥
 মনসঃ স্বস্থতা চ তুষ্টিশ্চেতি যৎ পৃষ্টম্, ইমৌ তু চিত্তস্য ধর্ম্যো
 অতো যস্য চেতস্চিত্তস্য ইমৌ ধর্ম্যো তচ্চিত্তমেব পৃচ্ছ, নত্ৰহং
 পুমান্ প্রমাহঃ । যতঃ পুমানেনতিঃ প্রাণচিত্তধর্ম্যেতৃপ্তিস্বাষ্টেন
 যুক্ত্যতে ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ বায়ুবৎ ক্রমেণ সর্বগতত্বং ব্যাবর্তয়িতুং
 ব্যাপীতাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥ ন কেবলম অহমেবৈবংভূতঃ কিন্তু ভ্রূণাত্ম্যে চ
 সর্বোহপি । ননু মম চান্যোষাঞ্চ তব চ পরিচ্ছেদগমনাদিপ্রতীতেঃ
 কথং প্রত্যক্ষবিরুদ্ধমুচ্যতে ? তত্রাহ নচ ত্বমিতি । যন্তুলৌকিকঃ
 পরিচ্ছিন্নঃ প্রতীয়সে, এষ ত্বং ন ভবসি । যেচান্যে প্রাদেশিকাঃ
 প্রতীয়ন্তে তথাবিধান্তেন্যে ন ভবন্তি । অহমপি যাদৃশশব্দয়া ত্বষ্টৌ
 ন তাদৃশোহহম্, কিন্তু ত্বমহমিত্যাদিব্যবহারগোচরঃ পরমাত্মৈব
 বয়ং সর্বো, অতো ন প্রত্যক্ষবিরোধঃ ॥ ২৫ ॥ যদ্যেবং তর্হি মৃষ্ট-
 মেবাম্নং ত্বয়া কিমর্থং যাচিতং ? তত্রাহ মৃষ্টমিতি । এনং ময়োক্তে
 ত্বং কিং বক্ষ্যসীতি তব জিজ্ঞাসা কৃত্য । কিন্তু মৃষ্টামৃষ্টপ্রভাবে ময়্য
 কৃতে তয়োবসন্ত্বোক্তিদ্বারা কিমপ্যাত্মতত্ত্বাশ্রিতং বক্ষ্যসি ননেনতি
 ত্বংপরীক্ষ্যেব কৃত্য, নতু মৃষ্টার্থিতয়োক্তম্ । তন্ত্বেদস্যাবাস্তবত্বাৎ ॥
 ২৬ ॥ তদেবাহ কিমিতি দ্বাভ্যাম্ । কিমস্বাদু অমৃষ্টম্ অথবা কিং
 মৃষ্টম্নং নিয়তমন্তি ? ভুঞ্জানস্য পুংসঃ ন কিঞ্চিদন্তি । তদেবাহ,
 মৎ মৃষ্টং তদেব যদা অতিতৃপ্তসোদ্বোগকারণং তদা অমৃষ্টং
 ভবতি ॥ ২৭ ॥ অতিক্রুধিতস্য চামৃষ্টমেব যানকাদি মৃষ্টং
 জায়তে তদেবং যদা মৃষ্টাদেব জনঃ কদাচিদুদ্বিজতে, তদা আদি-
 মধ্যাবসানেষু নিয়তং ক্রটিকারকং মৃষ্টং কিমমন্তি ? ন কিঞ্চি-
 দিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ তর্হি কিমিতি ত্বয়া মৃষ্টমেব ভুজ্যং তত্রাহ,
 মুখ্যং হীতি । পার্থিবেঃ পরমাণুভিঃ সূক্ষ্মরংশৈরানিষ্ট উপন্নং-

হিতো দেহঃ, স্থিরো ভবতি ॥ ২৯ ॥ প্রারম্ভকর্মোপস্থাপিতং
মৃষ্টমপি দেহনির্বাহমাত্রোপযোগিতয়া ভুক্তং নতু মৃষ্টবুদ্ধ্যেতি
ভাবঃ । দেহধারণে চ তুল্যা এব সর্বে মৃষ্টামৃষ্টাঃ পরমাণব ইত্যাহ,
যবেতি ॥ ৩০ ॥ জ্ঞাপ্যন্যৈব দৃষ্ট্যা ভোক্তব্যমিত্যাহ তদে-
তদिति । মৃষ্টামৃষ্টবিচারশীলং যৎ মনঃ, তৎ সমতালম্বনশীলং
কার্যম্, যতো মৃষ্টং ভুঞ্জানস্যাপি মনসঃ সাম্যং যুক্তয়ে ভবতি ॥
৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ প্রজ্ঞাদানায়ৈতি । প্রজ্ঞা অত্র উপাসনাত্মিকা ।
বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্য্যেতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৪ ॥ ন ভেদি ভেদবস
ভবতি ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

ইতি ত্রিবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বত্ৰকাশাখ্যায়াং
দ্বিতীয়েংশে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

২

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

দর্শনহস্ত্রে সমতীতে নিদাঘজ্ঞানদানায় যথাবিত্তি বদম্মাট্যাকা-
জ্ঞানস্য চিরকালবহুপদেশাপেক্ষিতয়া দুল্লভিতাং দর্শয়তি ॥ ১ ॥ *
অস্পৃশ্যস্পর্শাদিশঙ্কয়া জনসংমর্দবর্জকম্ । কুধা কামঃ কুশঃ কণ্ঠো
যস্য তম্ ॥ ৩ ॥ আচার্য্যত্বং স্থীয়ং প্রচ্ছাদয়িতুমতিবাদ্য চ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥
পরলোকঃ পরিজনঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ১২ ॥ তদুপরি আরোহাপরাধং
পরিহরতি, হৃষ্টান্তে দর্শিত ইতি ॥ ১৩ ॥ তদেব ত্বং সমাচক্ষু
কতমশ্রুমহং তপেতি সাক্ষেপোক্ত্যা ন ত্বং ত্বং, ন চান্যেহন্যে, নাহ-
মপ্যহমিতি ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বং বদুক্তং ত্বমহমিত্যাदिভেদোমিথ্যেতি
তদেব স্মারিতঃ তস্য চরণৌ প্রগৃহ্য মাংসম্নিদাঘ আইহ, ক্রবং ত্বং

* অসকৃতং ক্ষতমদ্বৈতং দুর্জয়মিতি হুচয়ম্ ।

আত্মুরেব নিদাঘোপদেশং পুমানিহাত্রবীৎ ॥ রত্নগর্ভঃ ॥

সমাচার্য্য ইতি ॥ ১৫ ॥ সৰ্ব্গতং সৰ্ব্বত্রাধিষ্ঠানত্বেনানুগতম্ ॥ ২১ ॥
অপ্রত্যক্ষেহপ্যায়নি প্রত্যাক্ষভেদভ্রমমাকাশদৃষ্টান্তেন সূন্তাবয়বমূপ-
দিষ্টমর্থং নিগময়তি, সিভনীলোতি দ্বাত্যাম্ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ জাতি-
স্মরণেন আপ্তো বোধো যেন, ভরতজন্মস্মরণেন হি তদা ঋষভ-
দেবেন যৎ উপদিক্টং জ্ঞানং তদেব যোগভ্রংশহেতুভূত-প্রারন্ধ-
কৰ্ম্মাবসানে সত্যস্মিন্ দ্বিজজন্মন্যাবিভূর্তম্ । অতস্তত্রৈব জন্মন্যপ-
বৰ্গং প্রাপ ॥ ২৪ ॥ তচ্চারিতবক্তৃশ্রোত্রোরপি তদেব ফলমাহ,
ইতীতি ।

পরানন্দপদাস্তোজ-শ্রীধরঃ শ্রীধরো যতিঃ ।

পুরাণে বৈষ্ণবে ব্যাখ্যাৎ তৃতীয়াংশে যথামতি ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাব্যায়াম্

দ্বিতীয়েংশে ষোড়শোধ্যায়ঃ

সমাপ্তঃ ।

দ্বিতীয়াংশটীকা সমাপ্তা ।

